Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

মন ও শরীরের শান্তির দিক

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

মন ও শরীরের শান্তির দিক

তৃতীয় সংস্করণ। অক্টোবর 27, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিত সমর্থন শেখপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে।

ভূমিকা

নিচের বইটিতে মন ও শরীরের শান্তির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেমন: মনের শান্তি, তৃপ্তি, ধৈর্য , কৃতজ্ঞতা, আর্থিক লেনদেন , ন্যায়বিচার , স্বাধীনতা , সামাজিকীকরণ, আশা, বিধান এবং আরও অনেক কিছু।

আলোচিত পাঠগুলি বাস্তবায়ন করা একজনকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করতে সহায়তা করবে যা ফলস্বরূপ মন এবং দেহের শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

মন ও শরীরের শান্তির দিক

নিয়ত ও আন্তরিকতা- ১

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল আন্তরিকতার প্রতি: আল্লাহ, মহান, তাঁর গ্রন্থ, অর্থ, পবিত্র কুরআন, পবিত্র নবী মুহাম্মদের প্রতি, শান্তি। এবং তার উপর, সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যীনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল এই বিশ্বাস করা যে তাঁর আদেশ এবং পছন্দগুলি জড়িত লোকদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তাঁর আদেশের পিছনের প্রজ্ঞাগুলি মানুষের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

শুধুমাত্র নিজের আকাঙ্ক্ষার সাথে খাপ খায় এমন হুকুম নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া এবং নিজের ইচ্ছার পরিপন্থী আদেশে বিরক্ত হওয়া মহান আল্লাহর প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে, প্রতিটি অবস্থা ও অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রতি অনুগত হন। সত্যিই আন্তরিক এক.

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। নিষ্ঠাবান মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য, যা সুনানে আবু দাউদ, 1342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল আন্তরিক অভিপ্রায়ে এর কাছে যাওয়া। পবিত্র কুরআন দ্বারা কারো ইচ্ছা বিরোধিতা করা নির্বিশেষে এর সমস্ত কিছু বোঝা এবং তার উপর কাজ করা। যে ব্যক্তি উল্লসিতভাবে বেছে নেয় কোন আদেশ, নিষেধ এবং উপদেশ অনুসরণ করবে এবং তাদের ইচ্ছার উপর

ভিত্তি করে উপেক্ষা করবে সে এর প্রতি অকৃত্রিমতা অবলম্বন করেছে এবং তাই তারা সত্যই এর নির্দেশনা থেকে উপকৃত হবে না। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানের শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং এটিকে শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। এইভাবে আচরণ করা এর প্রতি অকৃত্রিমতা দেখানো।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"... আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে

হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে। তাকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং কার্যত অনুসরণ করা তার প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক। কিন্তু তাঁর বরকতময় জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ছাড়া এটা করা সম্ভব নয়। কীভাবে একজন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং অনুসরণ করতে পারে যাকে তারা জানে না? যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসা ও সম্মান করার দাবি করে কিন্তু কার্যত তাকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে তাদের দাবীতে নির্দোষ।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লিখিত পরবর্তী বিষয় হল সম্প্রদায়ের নেতাদের প্রতি আন্তরিক হওয়া এবং ধর্মীয় নেতা ও শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করা। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে। ইসলামে নেতাদের প্রতি কোন অন্ধ আনুগত্য নেই, শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের আনুগত্য।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ

থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের সাহায্য করা। মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা কামনা করা উচিত নয়, কারণ এটি একজনের পুরস্কার নষ্ট করে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 2

জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে লোক দেখানোর মতো কাজ করে। , মহিমান্বিত, কেয়ামতের দিন তাদের পুরষ্কার লাভের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য তারা কাজ করেছে যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কাজের ভিত্তি, এমনকি ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। এটা সেই জিনিস যার উপর মহান আল্লাহ মানুষের বিচার করেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলিমকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমস্ত ধর্মীয় এবং দরকারী পার্থিব কর্ম সম্পাদন করে, যাতে তারা উভয় জগতেই তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করে। এই সঠিক মানসিকতার একটি চিহ্ন হল যে এই ব্যক্তিটি তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আশা করে না বা চায় না। যদি কেউ এটি কামনা করে তবে এটি তাদের ভুল উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

উপরন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা দুঃখ এবং তিক্ততা প্রতিরোধ করে কারণ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের বিরক্ত এবং তিক্ত করে তুলবে, কারণ তারা মনে করে

যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন, তিনি অন্যদের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য যেমন তাদের সন্তানদের প্রতি পালন করবেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে কখনই তিক্ত বা ক্রোধান্বিত হবেন না। এই মনোভাব মানসিক প্রশান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে নিয়ে যায় কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের সৎ কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। এইভাবে সমস্ত মুসলমানদের কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে পড়ে থাকতে পারে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 110:

"...সুতরাং যে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে - সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"

নিয়ত ও আন্তরিকতা - ৩

সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার সময় নিজেদের উপদেশের বিরোধিতা করে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।

শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উপদেশ দিয়ে নেককার পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, অনেকে জনপ্রিয়তা অর্জনের মতো অন্যান্য কারণে উপদেশ দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, কিছু পণ্ডিত প্রায়শই সমাবেশ এবং অনুষ্ঠানের স্পটলাইটে থাকার চেষ্টা করেন এবং একদিকের আসনে সন্তুষ্ট হন না, কারণ তারা একটি কেন্দ্রীয় আসন চান। যখন তাদের উদ্দেশ্য এমন হল, তখন মহান আল্লাহ তাদের উপদেশের ইতিবাচক প্রভাব সরিয়ে দিলেন এবং এইভাবে তাদের এখন তাদের শ্রোতাদের উপর সামান্য ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এক কথা বলে অন্য কাজ না করে তাদের বাস্তব উদাহরণ দেখানো উচিত ছিল। এতে তাদের পরামর্শ অকার্যকর হয়ে পড়ে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 44:

"তোমরা কি লোকদের ন্যায়পরায়ণতার আদেশ কর এবং কিতাব পাঠ করতে গিয়ে নিজেদের ভুলে যাও? তাহলে কি তোমরা যুক্তি দেখাবে না?"

অন্যকে আদেশ করার আগে মুসলমানদের সর্বদা তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এই পদ্ধতিতে আচরণ করা মহান আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে একজনকে অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে, কারণ এটি সম্ভব নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা এবং অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করে তাদের কর্মের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা। শুধুমাত্র এই মনোভাব থাকলেই তারা এই হাদীসে বর্ণিত শাস্তি থেকে বাঁচবে। এই নীতিতে কাজ করার ব্যর্থতার কারণে মুসলিমদের উপদেশ অকার্যকর হয়ে পড়েছে, যদিও উপদেষ্টার সংখ্যা কয়েক বছর ধরে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 4

সহীহ মুসলিম, 6833 নম্বরে পাওয়া একটি খোদায়ী হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে তার ন্যূনতম দশ গুণ সওয়াব হবে।

ইসলামী শিক্ষা জুড়ে নেক আমল করার জন্য বিভিন্ন পরিমাণ সওয়াব ঘোষণা করা হয়েছে। কোন কোন শিক্ষা এই হাদীসের মত দশগুণ সওয়াবের পরামর্শ দেয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সাতশত গুণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এমন সওয়াব যা গণনা করা যায় না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 261:

"যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হল একটি বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়; প্রতিটি শীষে একশত দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ করে দেন..."

এই পরিবর্তিত পুরস্কার একজনের আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল। একজন ব্যক্তি যত বেশি আন্তরিক হবেন, তত বেশি পুরস্কৃত হবেন। অর্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা যত বেশি নেক আমল করবে, তত বেশি পুরস্কৃত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি কোন বৈধ পার্থিব নিয়ামত কামনা না করে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে, সে তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং একটি বৈধ পার্থিব নিয়ামত কামনা করে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 5

সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে সামান্য প্রদর্শন করাও শিরক।

এটি একটি ছোট ধরনের শিরক যার কারণে কারো ঈমান নষ্ট হয় না। পরিবর্তে এটি সওয়াবের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে, কারণ এই মুসলিমটি মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করেছিল যখন তাদের উচিত ছিল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। প্রকৃতপক্ষে, বিচার দিবসে এই লোকদের বলা হবে যে তারা তাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাও, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শয়তান যদি একজনকে সৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে না পারে, তবে সে তাদের উদ্দেশ্যকে কলুষিত করার চেষ্টা করবে যার ফলে তাদের পুরস্কার নষ্ট হবে। যদি তিনি তাদের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে কলুষিত করতে না পারেন তবে তিনি সূক্ষ্ম উপায়ে এটিকে কলুষিত করার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে রয়েছে যখন লোকেরা সূক্ষ্মভাবে অন্যদের কাছে তাদের ধার্মিক কাজগুলি প্রদর্শন করে। কখনও কখনও এটি এতই সূক্ষ্ম হয় যে ব্যক্তি নিজেই তারা কী করছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নয়। যেহেতু জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা সকলের জন্য কর্তব্য, সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, দাবী করা অজ্ঞতাকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহ কবুল করবেন না।

সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শন প্রায়ই সামাজিক মিডিয়া এবং একজনের বক্তব্যের মাধ্যমে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম অন্যদেরকে জানাতে পারে যে তারা রোজা রাখছে যদিও কেউ তাদের সরাসরি জিজ্ঞাসা করেনি যে তারা রোজা রাখছে কিনা। আরেকটি উদাহরণ হল যখন কেউ প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে স্মৃতি থেকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে যাতে অন্যদের দেখায় যে তারা পবিত্র কোরআন মুখস্ত করেছে। এমনকি প্রকাশ্যে নিজের সমালোচনা করাকেও অন্যের কাছে নম্রতা দেখানো বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, সূক্ষ্মভাবে দেখানো একজন মুসলমানের পুরস্কার নষ্ট করে এবং তাদের সৎ কাজগুলোকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। এটি শুধুমাত্র ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব, যেমন একজনের কথা ও কাজ কিভাবে রক্ষা করা যায়।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 6

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কেন তারা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যখন কেউ মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিস লাভের জন্য তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যখন তারা তাদের গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা প্রায়ই ক্ষুব্ধ হয় যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা বাস্তবে মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের বিরোধিতা করে।

যদিও, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, তবুও যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা এই আয়াতে উল্লেখিত মত হয়ে যেতে পারে। পরকালে নাজাত পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক উত্তম। এই ব্যক্তি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, কারণ তিনিই তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলমান, যদি আন্তরিক হয়, তবে সকল পরিস্থিতিতে অবিচল থাকবে এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় আশীর্বাদ দেওয়া হবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তি যে পার্থিব নিয়ামত লাভ করবে তার চেয়ে বেশি।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা জরুরী যাতে এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। , সব পরিস্থিতিতে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 7

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি প্রধান কারণ নিয়ে চিন্তা করছিলাম কেন যারা ভালো কাজ করে, যেমন অন্যদের জন্য উপহার কেনা, তারা এই কাজগুলো করে না এমন কিছু লোকের তুলনায় একই স্তরের সম্মান এবং ভালোবাসা পায় না। তাদের উদ্দেশ্যের ফলস্বরূপ এই ফলাফল ঘটে। এই লোকেরা যখন মানুষের প্রতি সৎ কাজ করে, যেমন অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তখন তারা তা করে মানুষের স্বার্থে অর্থাৎ তাদের খুশি করার জন্য অথবা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে এই উদ্দেশ্যকে মিশ্রিত করে। প্রথমত, যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে, সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোনো পুরস্কার পাবে না। তাদের বলা হবে বিচার দিবসে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে তাদের উদ্দেশ্য মিশ্রিত করে তারা আংশিক সওয়াব পাবে নাকি আদৌ কিছুই পাবে না তা নিয়ে পণ্ডিতরা বিভক্ত। নিরাপদে থাকার জন্য একজন বিজ্ঞ মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

অন্যদিকে, অন্যান্য ব্যক্তিরা যারা অন্যদের কাছ থেকে বেশি সম্মান ও ভালোবাসা লাভ করে তারা তা করে কারণ তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। যখন তারা অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে তখন তারা মানুষের স্বার্থে তা করে না। তাদের আন্তরিকতার কারণে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের হৃদয়ে তাদের তুলনায় বেশি ভালবাসা ও সম্মান রাখেন যারা মানুষের প্রতি বেশি সদয় কাজ করে কিন্তু তাদের কাজে কম আন্তরিক।

সুতরাং মানুষ যদি মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান চায় এবং মানুষের কাছ থেকে সম্মান চায় তবে তাদের উচিত তাদের নিয়ত সংশোধন করা এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করা। এই সঠিক নিয়তের একটি নিদর্শন এই যে, এই ব্যক্তি মহান আল্লাহকে খুশি করার লক্ষ্য রাখবে, যদিও তা মানুষকে অসন্তুষ্ট করে। অর্থ, তারা মানুষের মনোভাব এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোযোগ দেয় না।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - ৪

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। একজন সেলিব্রিটি কীভাবে নারীর অধিকারের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন সে সম্পর্কে এটি প্রতিবেদন করেছে। নিঃসন্দেহে, এটি একটি ভাল কারণ, কারণ কিছু মুসলিম এই শিক্ষার উপর আমল করতে ব্যর্থ হলেও ইসলাম দ্বারা নারীদের সম্মান করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যে বিষয়টি মাথায় এসেছিল তা হল যে অনেক লোক এসেছে এবং চলে গেছে যারা কোনও না কোনও কারণে দাঁড়িয়েছে, তা হোক তা নারীর অধিকার, মানবাধিকার, দরিদ্র বা অন্য কিছুর সাথে সম্পর্কিত, তবুও মাত্র একটি সামান্য শতাংশ এই মানুষ সমাজে একটি ইতিবাচক প্রভাব ছিল. সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন ইতিবাচক প্রভাব ছিল না এবং পরিবর্তে ইতিহাসে ফুটনোট হয়ে ওঠে. এর অন্যতম কারণ আন্তরিকতার অভাব। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে যে, যারা সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেছে, কোন ভ্রান্ত উদ্দেশ্য ছাড়াই সত্যিকার অর্থে সমাজের উপকার করার জন্য, তারা মুসলমান না হলেও সফলতা পেয়েছে। অন্যদের উপকার করা এমন কিছু যা মহান আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তাই তিনি সেই সমস্ত লোকদের সফলতা দান করেন যারা এই লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে।

যারা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব অর্জন করতে পারেনি তাদের এই ভাল উদ্দেশ্যের অভাব ছিল কারণ তারা খ্যাতির মতো অন্য কিছু চেয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তাদের খারাপ উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট, কারণ তাদের কথা এবং কাজগুলি একে অপরের সাথে স্পষ্টভাবে বিরোধিতা করে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ নারীর অধিকারের জন্য দাঁড়ানোর দাবি করে, তারপর আনন্দের সাথে বিজ্ঞাপন প্রচারে অংশ নেয় যা দেখায় যে নারীরা অলঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি তাদের কর্মগুলি তাদের দাবিকে সমর্থন করে তবে তারা পরিবর্তে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলিকে

শিখিয়ে দিত যে একজন মহিলার বুদ্ধিমত্তা, ভাল চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি তাদের বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে প্রদর্শিত হওয়া উচিত।

এই লোকেদের মধ্যে যারা বিভিন্ন কারণে দাঁড়ানোর দাবি করে তারা রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাবের অবস্থানে রয়েছে এবং তারা এখনও অনেক সম্পদের অধিকারী, সমাজে তাদের ইতিবাচক প্রভাব ন্যূনতম এবং খুব স্বল্পস্থায়ী। অন্যদিকে, যারা হয়তো তেমন প্রভাবের অধিকারী ছিলেন না, তারা তাদের আন্তরিকতার মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছেন। তারা শুধু সমাজের উপকার করতে চেয়েছিল; তারা আর কিছু চায়নি। তাদের আন্তরিকতার কারণে তাদের ইতিবাচক প্রভাব এবং স্মরণ তারা এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরেও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, অথচ যাদের উদ্দেশ্য কলুষিত ছিল তারা বেঁচে থাকতেও দ্রুত ভুলে গিয়েছিল।

সুতরাং কেউ যদি বস্তুগত জগতে বা তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণভাবে বিশ্বাসের বিষয়ে সফল হতে চায়, তবে তাদের উচিত তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করার চেষ্টা করা। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বিচার করেন তাদের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 9

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি মানুষের বিভিন্ন জীবনের লক্ষ্য এবং লক্ষ্য এবং সেগুলি অর্জনের জন্য তারা কীভাবে কাজ করেছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে।

ইসলামের একটি মূল ধারণা বোঝা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যথা, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করতে দোষ নেই, তবে সেগুলি পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য এড়িয়ে চলাই উত্তম। কারণ এই ধরনের মুসলিমরা প্রায়শই শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং মসজিদে বসবাস করে যখন তারা পার্থিব জিনিস কামনা করে। কিন্তু যদি তারা তাদের গ্রহণ না করে তবে তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং বিরক্ত হয়ে যায় যার কারণে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করা বন্ধ করে দেয়। অথবা যদি তারা সেগুলি পায়, তবে তাদের আনন্দ প্রায়শই তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, কারণ তারা যা চেয়েছিল তা অর্জন করেছে এবং তাই আর মহান আল্লাহকে মানতে হবে না। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 83:

" যখন আমি মানুষকে আমাদের অনুগ্রহ দান করি, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, অহংকার করে। কিন্তু যখন মন্দ স্পর্শ করা হয়, তখন তারা সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলে।"

এই মুসলিমরা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, মানে, তারা আল্লাহর আনুগত্য করে, শুধুমাত্র তখনই যখন এটি তাদের ইচ্ছা অনুসারে হয়। আর এই মনোভাবের কারণে তারা বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি সে বিচারে আঘাত পায়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

এই মুসলিমরা দাবী করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর ইবাদত করছে, কিন্তু বাস্তবে তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং তারা যে উপহার ও আশীর্বাদ পেয়েছে তার পূজা করছে।

জান্নাতের মতো ধর্মীয় আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা প্রশংসনীয়, যেমনটি ইসলামী শিক্ষা দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা অনেক শ্রেয়, কারণ তিনিই এর যোগ্য এবং সৃষ্টিকর্তা তাঁর বান্দা।

যদি একজন মুসলমানের অবশ্যই উপহার এবং আশীর্বাদ কামনা করতে হয়, তাহলে ধর্মীয় আশীর্বাদের লক্ষ্য করা সর্বোত্তম, কারণ পার্থিব আশীর্বাদের লক্ষ্য একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে পারে যাতে তারা দাতার পরিবর্তে উপহারের উপাসনা করে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 10

আমি কিছুক্ষণ আগে একটি সংবাদ প্রতিবেদন দেখেছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি সৌদি আরবের একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যে সৌদি সরকার একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছে। এটি ভিসা আবেদনগুলি সম্পূর্ণরূপে খোলার বিষয়ে বিবেচনা করছিল যাতে লোকেরা সারা বছর পবিত্র শহর মক্কা, যা ওমরা নামে পরিচিত, পরিদর্শন করতে পারে। বর্তমানে, উপলব্ধ ভিসা বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

যদিও, এটি একটি ভাল পরিকল্পনা এবং এটি চালানো উচিত, এই পরিকল্পনাটি বিবেচনা করার জন্য তাদের উদ্দেশ্য ছিল আশ্চর্যজনক। যেহেতু কয়েক বছর ধরে তেলের দাম কমছে এবং তেল শেষ পর্যন্ত ফুরিয়ে যাবে, তাই সৌদি সরকার তাদের ধনী থাকা নিশ্চিত করার জন্য সারা বিশ্বে অন্যান্য ব্যবসায়িক সুযোগগুলিতে বিনিয়োগ করে পদক্ষেপ নিচ্ছে। যদিও ইসলামে এটা নিষিদ্ধ নয় কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল তাদের সম্ভাব্যভাবে সারা বছর তীর্থযাত্রীদের মক্কায় যাতায়াতের অনুমতি দেওয়ার একমাত্র কারণ ছিল অধিক সম্পদ অর্জন। এই অভিপ্রায়, সংবাদ প্রতিবেদনটি খুব স্পষ্ট করে তুলেছে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক ছিল কারণ মুসলিমদের জানা উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুব বিখ্যাত হাদিস, যা সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির কাজ তাদের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়। যদি তাদের সিদ্ধান্তের পিছনে তাদের উদ্দেশ্য হয় শুধুমাত্র অধিক ধন-সম্পদ অর্জন করা তাহলে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না। একমাত্র জিনিস তারা লাভ করবে আরও সম্পদ, যা শেষ পর্যন্ত তাদের হাত থেকে পিছলে যাবে। কিন্তু তারা যদি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তীর্থযাত্রীদের সারা বছর মক্কায়

যাওয়ার অনুমতি দিতে চায়, অর্থাত্ আরও বেশি লোক মহান আল্লাহর ইবাদত করবে এবং অগণিত নেক আমল লাভ করবে, তাহলে তারা তাদের পরিকল্পনার জন্য পুরষ্কার পাবে। ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই, সেইসাথে তারা যে সম্পদ চেয়েছিলেন তা অর্জন করেছেন।

এছাড়াও, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 4899 নম্বর, পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি কাউকে ভাল কিছুর জন্য আমন্ত্রণ জানায় সে সেই সৎকর্ম সম্পাদনকারীর সমান সওয়াব পায় যে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এর অর্থ হল, সৌদি সরকার যদি তাদের পরিকল্পনার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা করত, তবে তারা প্রত্যেকে যে পুরষ্কার লাভ করত, যারা সফরের অর্থ, ওমরা পালন করেছিল, শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা তাদেরকে এই কাজটি করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সারা বছর ভিসা। কেউ কি কল্পনা করতে পারে যে তারা ঘরে বসে কত সওয়াব পাবে?

এই থেকে শেখার পাঠ সহজ. যখন কেউ পবিত্র কুরআন ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে মেনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, তখন তারা উভয় জগতেই বরকত লাভ করবে। কিন্তু তারা যদি দুনিয়ার স্বার্থে কাজ করে তাহলে দুনিয়া থেকে কিছু লাভ করলেও পরকালে কিছুই পাবে না। তাই কাজ করার আগে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন তাদের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে সম্ভাব্য একটি অগণিত পুরস্কার হারাতে পারে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 11

সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করে।

প্রথমটি হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা। এর মধ্যে পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা উত্তম তা কামনা করা অন্তর্ভুক্ত। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যদের আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিজের উপায়ে সমর্থন করা। অন্যের প্রতি অনুগ্রহ গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ভালবাসার অভাবকেও প্রমাণ করে, কারণ এই ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালবাসা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে শুধু কথার মাধ্যমে নয়। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার একটি দিক।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালা মহিমান্বিত যা ভালবাসেন, যেমন পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে ভালবাসা। এই ভালবাসা কার্যত দেখাতে হবে নির্দেশনার এই দুটি উৎস শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে প্রিয় অন্যান্য জিনিসের সাথে সংযুক্ত করে, যেমন সৎ কাজ এবং মসজিদ।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা। এর অর্থ হল যে মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন, যেমন তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করা উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে ঘৃণা করা উচিত, কারণ মানুষ মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। বরং একজন মুসলিমের উচিত সেই গুনাহকে অপছন্দ করা যা তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তারা তা পরিহার করে এবং অন্যকেও এর বিরুদ্ধে সতর্ক করে। মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া, কারণ এই সদয় আচরণ তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। এর মধ্যে নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে কিছু অপছন্দ না করা, যেমন একটি কাজ, যা বৈধ। পরিশেষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজনের অপছন্দের প্রমাণ এই যে, তারা যখন তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের অপছন্দ প্রকাশ করে তখন তা কখনই ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী হবে না। অর্থ, কোন কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের কখনই কোন গুনাহের কারণ হবে না,

কারণ এটি প্রমাণ করবে যে কোন কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের নিজেদের স্বার্থে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা। এটি প্রতিটি আশীর্বাদকে বোঝায় যা একজন অন্যকে দিতে পারে, যেমন শারীরিক এবং মানসিক সমর্থন, শুধু সম্পদ নয়। যখন কেউ দান করবে, তখন তারা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তা করবে যার অর্থ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে, যেমন আন্তরিক উপদেশ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক যা সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে কারও অনুগ্রহ গণনা না করে অন্যদের সাথে এই দোয়াগুলি প্রদান করা এবং ভাগ করা অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি প্রমাণ করে যে তারা এই বরকতগুলি দান করার জন্য দিয়েছেন। অন্যদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ। অধ্যায় 76 আল ইনসান, আয়াত 9:

"[বলেছি, "আমরা তোমাদের খাওয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর মুখ [অর্থাৎ সন্তুষ্টির জন্য]। আমরা তোমাদের কাছে পুরস্কার বা কৃতজ্ঞতা চাই না।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিরত থাকা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের কাছে থাকা নিয়ামত যেমন ধন-সম্পদ, মহান আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় বিষয়গুলিতে অন্যদের থেকে আটকে রাখা। কে তাদের কাছ থেকে কিছু চাইছে এই মুসলমান তা পর্যবেক্ষণ করবে না বরং তারা অনুরোধের পিছনে কারণটি মূল্যায়ন করবে। যদি কারণটি ইসলামের শিক্ষার সাথে

সাংঘর্ষিক হয় তবে তারা আশীর্বাদ বন্ধ করে দেবে এবং কার্যকলাপে অংশ নেবে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

এর মধ্যে রয়েছে গীবত করা বা ক্রোধ প্রকাশের মতো মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় নয় এমন বিষয়ে কথাবার্তা ও কাজ বন্ধ রাখা। এই মুসলিম তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কথা বলবে না এবং কাজ করবে না এবং শুধুমাত্র এমন পরিস্থিতিতে অগ্রসর হবে যখন এটি মহান আল্লাহকে খুশি করবে, অন্যথায়, তারা অগ্রগামী হওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং বিরত থাকবে।

উপসংহারে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা বিশ্বাসের পরিপূর্ণতার দিকে পরিচালিত করে, কারণ এগুলি একজনের আবেগের উপর ভিত্তি করে এবং তাই নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। এই নিয়ন্ত্রণ সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ বিশ্বাসের নিশ্চিততা অর্জন করে। এটা অর্জিত হয় যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং তার উপর আমল করে। বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, ফোকাস এবং কর্মকে সর্বদা মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। এটি মূল হাদীসে বর্ণিত চারটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি তাদের নিয়ন্ত্রণে ধন্য হবে সে ইসলামের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা সহজ মনে করবে। এই দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের চাবিকাঠি। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 12

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলিমদেরকে প্রায়ই সঠিকভাবে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়। এবং যে জ্ঞানের উপর আমল করা হয় না, তার এই দুনিয়া বা পরকালের কোন উপকার হয় না। এই বিষয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা দরকার। যদি কেউ সঠিকভাবে পরিচালিত হতে চায়, যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে, তবে তাকে অবশ্যই আন্তরিক মনোভাব অবলম্বন করতে হবে। অর্থ, একমাত্র তিনিই ইসলামী শিক্ষা দ্বারা সঠিকভাবে পরিচালিত হবেন যিনি এই জ্ঞানে আসেন যে কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং আমল করতে হবে এবং কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তা বেছে না নিয়ে তাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা অনুসারে এটিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ ও তার উপর আমল করার অভিপ্রায় নিয়ে। উপেক্ষা, তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী. একজনকে অবশ্যই সমস্ত শিক্ষাকে জমা দিতে হবে, গ্রহণ করতে হবে এবং কাজ করতে হবে, তা তাদের ইচ্ছার সাথে কতটা বিরোধিতা করুক না কেন, তার সর্বোত্তম ক্ষমতায়। সত্য হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য থেকে সর্বদা শিক্ষা থাকবে, যা একজন ব্যক্তির উপর অনেক বেশি ওজন করবে, কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং মনোভাবের বিপরীত। এর কারণ হল প্রত্যেকেরই একটি অভ্যন্তরীণ শয়তান রয়েছে যা বিরোধিতা করা অপছন্দ করে। কেবলমাত্র যখন কেউ আন্তরিকভাবে এই শিক্ষাগুলিকে আনুগত্য করার চেষ্টা করে, যে শিক্ষাগুলি তাদের ইচ্ছার বিপরীত, তারা সঠিক দিকনির্দেশনা পাবে। চেরি বাছাই করা যা অনুসরণ করতে হবে বা উপেক্ষা করতে হবে তা অতীতের জাতিগুলির বিভ্রান্তির কারণ এবং এটি একজন মুসলিমকে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য পেতে বাধা দেবে। মানুষ যেমন তেতো ঔষধ গ্রহণ করে, অপছন্দ করা সত্ত্বেও, এটি তাদের জন্য ভাল জেনেও, একজনকে অবশ্যই ইসলামের সমস্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে মেনে চলতে হবে। মহান আল্লাহ পূর্ণতা আশা করেন না বা

চান না, তবে শান্তি ও সাফল্য পাওয়া যাবে না যতক্ষণ না কেউ আন্তরিকতার সাথে ইসলামের শিক্ষার কাছে না আসে এবং তা যত কঠিনই হোক না কেন, তার সামর্থ্য অনুযায়ী মেনে নেওয়া এবং তার উপর আমল করার ইচ্ছা পোষণ করে। করতে অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু বাড়ায় না।"

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 13

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যদিও নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে আধ্যাত্মিক ব্যায়াম করা প্রশংসনীয়, তবুও একজন মুসলমানের জন্য আধ্যাত্মিক ব্যায়ামে নিজেকে নিমগ্ন করা এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ যা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে উপদেশ দেওয়া হয়নি। , শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক এবং পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য যা করা হয় তা পরিহার করুন। এটা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবীগণের আচরণ ছিল না। এইভাবে আচরণ করা একজনকে আল্লাহর ভান্ডারের সাথে এমন আচরণ করতে উত্সাহিত করে, যেমন একটি দোকান যেখানে কেউ কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলনের বিনিময়ে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পার্থিব জিনিস ক্রয় করে। এটি গ্রহণ করা একটি অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং নির্দোষ মনোভাব, কারণ পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি এমন ক্রেডিট কার্ড নয় যা পার্থিব জিনিস কেনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন একটি শিশু বা একটি ভিসা পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই তাদের অবস্থান জানতে হবে এবং মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হিসাবে আচরণ করতে হবে এবং তাঁর ঐশ্বরিক দরবারে গ্রাহক হিসাবে কাজ করবেন না। তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে তাদের আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা উচিত।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য দ্বারা সমর্থিত উপায়ে মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস চাওয়ার অনুমতি রয়েছে, তবে অন্য উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি অপব্যবহারের দিকে পরিচালিত করে। হেদায়েতের দুটি উৎস এবং মহান আল্লাহর প্রতি গ্রাহকের মনোভাব গ্রহণ করা। পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য এবং মহানবী

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি হল মানবজাতিকে কীভাবে বাঁচতে হবে এবং তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে তা নির্দেশ করা যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। যখন কেউ এই উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পার্থিব জিনিস কেনার জন্য ক্রেডিট কার্ড হিসাবে ব্যবহার করে, তখন এটি কেবল তাদের শান্তি এবং সঠিক দিকনির্দেশনা থেকে আরও দূরে নিয়ে যাবে এবং এমন শিল্পীদের হাতে নিয়ে যাবে যারা দাবি করে যে তারা অন্যদের পার্থিব জিনিস পেতে সাহায্য করতে পারে। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে। এই প্রাথমিক ফাংশনটিকে উপেক্ষা করা ততটাই লক্ষ্যহীন যে কেউ যে অনেক বৈশিষ্ট্য সহ একটি গাড়ি কেনে, যেমন এয়ার কন্ডিশনার, তবুও গাড়িটি চালানো যাবে না কারণ এটি একটি ইঞ্জিন হারিয়েছে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 14

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। বেশিরভাগ মুসলমানই ভালো উদ্দেশ্য থাকার গুরুত্ব বোঝেন, কারণ এটি ইসলামের ভিত্তি। মহান আল্লাহ মানুষের কর্মের বিচার করেন তাদের নিয়তের উপর ভিত্তি করে। এটি সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, নম্বর 1। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রায়ই মুসলমানরা উপেক্ষা করে। একটি ভাল উদ্দেশ্য থাকা, বিশেষ করে অন্যদের প্রতি, যথেষ্ট ভাল নয়, কারণ একটি ভাল উদ্দেশ্যকে অবশ্যই ভাল কাজের দ্বারা সমর্থন করা উচিত, অন্যথায় একজনের ভাল উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, গরীবদের দেওয়ার জন্য কেউ ধনীদের কাছ থেকে চুরি করতে পারে না। এমনকি যদি তাদের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অভাবীকে সাহায্য করা হয়, তবে তাদের কাজটি গ্রহণ করা হবে না, কারণ ইসলামে এই কাজটি হারাম।

দুর্ভাগ্যবশত, অন্যান্য লোকেদের সাথে আচরণ করার সময়, মুসলমানরা প্রায়শই এই সত্যটিকে উপেক্ষা করে। তারা প্রায়শই তাদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করে এবং যে ক্রিয়াগুলি তারা পরামর্শ দিচ্ছেন সেই ব্যক্তির সর্বোত্তম স্বার্থে নয় এমন বাস্তবতা না বুঝেই তারা অন্যদেরকে কিছু বৈধ কাজের প্রতি পরামর্শ দেয়। কিছু কাজের প্রতি পরামর্শ দেওয়ার আগে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিবেচনায় নেওয়ার পরিবর্তে, এই লোকেরা প্রায়শই অন্যদের প্রতি তাদের ভাল উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে এবং বিবেচনা না করেই এগিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে তাদের আত্মীয় বা পারিবারিক বন্ধুকে বিয়ে করতে উত্সাহিত করতে পারেন, শুধুমাত্র দুটি পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের কারণে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি বিবেচনায় না নিয়ে, যেমন সেই ব্যক্তি তাদের সন্তানের জন্য উপযুক্ত জীবনসঙ্গী করবে কিনা। . পিতামাতা কেবল তাদের

সন্তানের প্রতি তাদের ভাল উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে, যা বাস্তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের সন্তানের প্রতি আন্তরিকতার সাথে আচরণ করতে বাধা দেয়। কেউ সন্দেহ করে না যে পিতামাতা চান তাদের সন্তানের একটি সফল এবং সুখী দাম্পত্য জীবন হোক কিন্তু ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই ভাল উদ্দেশ্য যথেষ্ট নয় । অভিভাবককে অবশ্যই অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে, যেমন তাদের সন্তানের জন্য উপযুক্ততা, তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগে।

আরেকটি উদাহরণ হল, যখন কেউ ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার চেষ্টা করে এবং তাদের আত্মীয়দের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। প্রতিটি আত্মীয়ের তাদের প্রতি একটি ভাল উদ্দেশ্য রয়েছে তবুও এটি তাদের প্রতারিত করে এবং ব্যক্তিটি যা করছে তা ভাল এবং উপকারী তা পর্যবেক্ষণ করতে বাধা দেয়। শুধুমাত্র তাদের আত্মীয়ের প্রতি তাদের ভাল উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে এবং পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হলে, তারা তাদের ভাল থেকে বাধা দেয়।

একটি ভাল উদ্দেশ্য কেবল যথেষ্ট ভাল নয়, একজনকে অবশ্যই ভাল এবং চিন্তাভাবনামূলক কর্মের মাধ্যমে তাদের ভাল উদ্দেশ্যকে সমর্থন করতে হবে। এটি একটি কারণ যে লোকেরা বলেছে যে জাহান্নামের পথটি ভাল উদ্দেশ্যের সাথে প্রশস্ত করা হয়েছে, কারণ লোকেরা নিজের এবং অন্যদের বিষয়ে বিচারে ভুল করে এবং একটি সফল ফলাফলের জন্য শুধুমাত্র একটি ভাল উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। এই আচরণের মূল হল অজ্ঞতা। ইসলামিক জ্ঞান শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে যাতে তারা একটি ভাল উদ্দেশ্য গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে যা ভাল, আন্তরিক এবং সুচিন্তিত কর্ম দ্বারা সমর্থিত হয়।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 15

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সত্য হল যে মিথ্যা দেবতার প্রতিটি উপাসক কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার পূজা করে। তাদের দেবতারা তাদের আকাঙ্ক্ষার একটি শারীরিক প্রকাশ মাত্র যা তারা পূজা করে। এটা স্পষ্ট যে একজন ব্যক্তি যে মূর্তির আকারে একটি দেবতার পূজা করে সে জানে যে নিষ্প্রাণ মূর্তি তাদের জীবনকে নির্দিষ্টভাবে বাঁচতে নির্দেশ দিতে পারে না তাই উপাসক নিজেই সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা কীভাবে তাদের নিষ্প্রাণ মূর্তিটি তাদের জীবনযাপন করতে চায় তা কল্পনা করে। এবং এই আচরণবিধি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তাদের কামনা বাসনার উপাসনাই তাদের ইবাদতের মূল। প্রভাবশালী এবং ধনী ব্যক্তিরা এই মানসিকতায় আরও নিমজ্জিত হয় কারণ তারা সচেতন যে সত্য অর্থ ইসলাম গ্রহণ করা তাদের একটি নির্দিষ্ট আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করতে বাধ্য করবে যা তাদের বিপথগামী ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে বাধা দেবে। তারা অন্যদের তাদের অনুসরণ করার পরামর্শ দেয় কারণ তারা তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব হারাতে চায় না। এ কারণেই ইতিহাসে দেখা যায় তারাই সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা করেছিল। সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম সঠিক বা ভুল ধর্ম হওয়ার সাথে এই মনোভাবের কোন সম্পর্ক নেই, এটি কেবল নিজের ইচ্ছা পূরণের বিষয়ে।

মন ও শরীরের শান্তি - ১

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ জুড়ে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা নির্দেশ করে যে একজন ব্যক্তির সাথে আচরণ করা হবে তার আচরণ অনুযায়ী। যেমন, পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাকে স্মরণ করবে তিনি তাকে স্মরণ করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152।

“সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি তোমাকে মনে রাখব।"

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 40:

"...আমার অঙ্গীকার [তোমার উপর] পূর্ণ কর যে আমি [আমার কাছ থেকে] তোমার চুক্তি পূর্ণ করব..."

অবশেষে, জামে আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া দেখায়, মহান আল্লাহ তাকে দয়া করবেন।

এটা খুবই স্পষ্ট যে মানুষ এই জড় জগতে সংগ্রাম করে কারণ তারা মনের শান্তি এবং তৃপ্তি চায়। পূর্বের আলোচনার আলোকে, একজন ব্যক্তি যখন অন্যকে শান্তিতে বসবাস করতে দেয় তখন প্রায়ই একজনের জীবনে শান্তি অর্জিত হয়। কেউ যদি তাদের নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে মানুষ দুটি ভাগে বিভক্ত হতে পারে: যারা তাদের ব্যবসায় মন দেয় এবং অন্যদের শান্তিতে থাকতে দেয় এবং যারা করে না। যারা অন্যদের শান্তিতে থাকতে দেয় তারাই শান্তি লাভ করে তা বোঝার জন্য প্রতিভা লাগে না। অন্যদিকে, অন্য দলের সদস্যরা যতই পার্থিব আশীর্বাদের অধিকারী হোক না কেন তারা কখনই শান্তি পায় না। সুনানে ইবনে মাজা, 3976 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলে যা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। যারা এই উপদেশ উপেক্ষা করে এবং অন্য লোকেদের সাথে হস্তক্ষেপে ব্যস্ত তারাই শান্তি পায় না। তারা যেমন অন্যদের শান্তি থেকে বঞ্চিত করে, ফলে মহান আল্লাহ তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করেন।

অতএব, মানসিক শান্তি অর্জনের একটি বড় পদক্ষেপ হল অন্যদের শান্তিতে থাকতে দেওয়া। এটা মনে রাখা জরুরী, এর অর্থ এই নয় যে, ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কিন্তু এর অর্থ এই যে যে সমস্ত জিনিসগুলি পাপ নয় সেগুলিকে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত কারণ ক্রমাগত অন্যদেরকে এমন বিষয়ে ধোঁকা দেওয়া যা অবৈধ নয় শুধুমাত্র শত্রুতা এবং মানুষের জীবনে শান্তি নষ্ট করে। এমন একটি দিন এবং যুগ ছিল যখন লোকেরা সমস্ত বৈধ এবং হারাম বিষয়ে অন্যদের পরামর্শ দেওয়া পছন্দ করত এমনকি যদি এর অর্থ তারা নিজেদেরকে উন্নত করার জন্য নিজেদের সংস্কার করতে চেয়েছিল তখনও তাদের তিরস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু সেই দিন পেরিয়ে গেছে অনেকদিন। আজকাল, বেশিরভাগ লোকই হালাল অথচ অবাঞ্ছিত জিনিসগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হারামের উপর তিরস্কার করা অপছন্দ করে। তাই এই মনোভাব পরিহার করাই উত্তম যদি কেউ তাদের জীবনে একটু শান্তি পেতে চায়।

উপসংহারে বলা যায়, যে অন্যদের শান্তিতে থাকতে দেয় তাকে মহান আল্লাহ শান্তি দান করবেন।

মন ও শরীরের শান্তি - 2

জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে আখেরাতের প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে তাকে তৃপ্তি দান করা হবে, তাদের বিষয়গুলি তাদের জন্য সংশোধন করা হবে। এবং তারা সহজ উপায়ে তাদের নির্ধারিত রিযিক লাভ করবে।

হাদিসের এই অর্ধেকটির অর্থ হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, যেমন এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি এড়িয়ে গিয়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের মতো বৈধ উপায়ে ভরণ-পোষণ করা, তাকে তৃপ্তি দেওয়া হবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ লোভী না হয়ে এবং আরও জাগতিক জিনিস পাওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়। বাস্তবে, যে ব্যক্তি তাদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট সে প্রকৃত ধনী ব্যক্তি, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ থাকে, কারণ তারা জিনিসের থেকে স্বাধীন হয়ে ওঠে। যে কোনো কিছুর স্বাধীনতাই একজনকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

তদতিরিক্ত, এই মনোভাব একজনকে তাদের জীবনে উদ্ভূত যে কোনও জাগতিক সমস্যাগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করার অনুমতি দেবে। কারণ জড় জগতের সাথে যত কম যোগাযোগ করবে এবং পরকালের দিকে মনোনিবেশ করবে তত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে। একজন ব্যক্তি যত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে তার জীবন তত বেশি আরামদায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে একটি ঘরের অধিকারী তার কাছে দশটি ঘরের অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় একটি ভাঙা কুকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম সমস্যা থাকবে। অবশেষে, এই ব্যক্তি সহজে এবং আনন্দের সাথে তাদের

হালাল রিযিক প্রাপ্ত হবে. শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাদের রিযিকের মধ্যে এমন অনুগ্রহ স্থাপন করবেন যে এটি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে ঢেকে দেবে, এটি তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের সন্তুষ্ট করবে।

আখেরাতের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অর্থ হল একজনকে সর্বদা এমনভাবে কাজ করা এবং কথা বলা উচিত যা পরকালে তাদের উপকারে আসবে। যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এর মধ্যে অযথা বা অযৌক্তিক না হয়ে নিজের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করার জন্য তার বৈধ বিধানের জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত। পরকালে কারো উপকারে আসবে না এমন কোনো কর্মকাণ্ড কমিয়ে আনতে হবে। এই পদ্ধতিতে কেউ যত বেশি আচরণ করবে তত বেশি তৃপ্তি পাবে এবং তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম তত সহজ হবে। উপরন্তু, তারা পরকালের জন্যও পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নেবে, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। অতএব, তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য অর্জন করে।

কিন্তু এই হাদিসের অন্য অর্ধেক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে জড় জগতের জন্য প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দেয়, তাদের কর্তব্যকে অবহেলা করে বা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়াবাড়ির জন্য চেষ্টা করে, সে দেখতে পাবে যে তাদের প্রয়োজন, অর্থ লোভ। , কারণ পার্থিব জিনিস কখনও সন্তুষ্ট হয় না। এটি, সংজ্ঞা অনুসারে, তাদের অনেক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের দরিদ্র করে তোলে। এই লোকেরা সারাদিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য জগতে যাবে এবং তারা অনেক পার্থিব দরজা খুলে দিয়েছে বলে তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তারা তাদের নির্ধারিত রিজিক কষ্টের সাথে পাবে এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি দেবে না এবং তাদের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে হবে না। এমনকি এটি তাদেরকে হারামের দিকে ঠেলে দিতে পারে, যা উভয় জগতেই বড় ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। অবশেষে, তাদের মনোভাবের কারণে, তারা পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে না। অতএব, এই ব্যক্তি উভয় জগতে চাপ এবং অসন্তুষ্টি লাভ করে।

মন ও শরীরের শান্তি - 3

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অনেকে অন্য লোকেদের নিয়ম ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে তাদের সুখের জন্য মান নির্ধারণ করে। এই মানসিকতার সমস্যা হল মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে একজন দুঃখী বা সুখী হবে। যদি তারা এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা এমন একটি স্তরে পৌঁছে যায় যেখানে তারা ভালবাসা, ঘৃণা, দান, আটকে রাখে এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে কাজ করে। এই মনোভাব শুধুমাত্র একজনের জীবনে সামগ্রিক দুঃখের দিকে নিয়ে যাবে কারণ সত্যিই অন্যদের খুশি করা অপ্রাপ্য। মানুষ মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট নয়, যখন তিনি তাদের অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন, তখন তারা কীভাবে এমন লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে যারা তাদের জন্মগতভাবে কিছুই দেয়নি? তাই সর্বদা অন্যকে খুশি করার লক্ষ্য নিয়ে বেঁচে থাকা কেবল দুঃখের কারণ হবে।

তাই একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করা, যা সহজে পাওয়া যায়। এই ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসবে, ঘৃণা করবে, দান করবে এবং আটকে রাখবে, যা তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জন করা হয়, যার মধ্যে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করা জড়িত। এটি উভয় জগতেই প্রকৃত সুখের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাই এটি সুখের চাবিকাঠি।

মন ও শরীরের শান্তি - 4

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য তাদের জীবনের সকল দিক থেকে সর্বদা বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অবাস্তব প্রত্যাশা স্থাপন করা সর্বদা হতাশা, দুঃখ, শোক এবং হতাশার দিকে পরিচালিত করে যা অধৈর্যতা এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপাদান। এটি কেবল উভয় জগতে আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের উচিত বলিউডের তৈরি করা কল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করে বিশ্বাস করে তাদের বিয়ে হবে রূপকথার গল্পের মতো। এটি একটি হাস্যকর এবং অবাস্তব প্রত্যাশা যা কেবল হতাশার দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদিকে, যদি কেউ বুঝতে পারে যে বিবাহে অসুবিধা রয়েছে তবে সেগুলি দিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক তবে তাদের সুখ এবং মানসিক শান্তি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের তাদের নিজস্ব পরিস্থিতি এবং জীবনের অর্থ অনুযায়ী বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা নির্ধারণ করা উচিত, তাদের অন্যদের পর্যবেক্ষণ করা উচিত নয় এবং তাদের মান অনুযায়ী তাদের প্রত্যাশা নির্ধারণ করা উচিত। জামি আত তিরমিযী, 2513 নম্বরে একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, একজন সত্যিকারের মুসলমান মানুষের প্রতি কোনো আশা রাখবে না কারণ তারা কেবল মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করবে এবং ভরসা করবে। তবে এটি অর্জনের জন্য একটি উচ্চ এবং বিরল মর্যাদা। অতএব, যদি একজন মুসলমানকে জনগণের প্রতি প্রত্যাশা নির্ধারণ করতে হয় তবে তাদের উচিত তাদের বাস্তবসম্মত করা অন্যথায় তারা কেবল হতাশা, শোক এবং হতাশার দিকে পরিচালিত করবে।

মন ও শরীরের শান্তি - 5

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। সংবাদ নিবন্ধটি আমেরিকান সরকারের একজন মহিলা সিনিয়র সদস্যের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল কারণ তিনি একটি আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করেছিলেন যা স্পষ্টতই অনৈতিক এবং অনৈতিক ছিল। এটা বেশ স্পষ্ট যে সরকার এবং বড় কর্পোরেশনগুলিতে সিনিয়র পোস্টগুলি পুরুষদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং কেউ কল্পনা করতে পারে যে আমেরিকান সরকারে তার পদে পৌঁছানোর জন্য তাকে কতটা কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং কত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তিনি জানতেন যে তিনি তার উচ্চপদস্থ আদেশ অনুসরণ করতে অস্বীকার করলে তিনি তার চাকরি হারাতেন, তবুও তিনি তার মূল্যবোধের সাথে আপস করেননি। ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে তাদেরও এই মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত এবং বস্তুজগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

বস্তুগত জগত যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, তাই এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। উপরন্তু, যেহেতু তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ভুলে গেছে, তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করেছে তা তাদের দুঃখের কারণ হয়ে উঠবে, যদিও তাদের উপভোগের কিছু মুহূর্তও রয়েছে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

" সুতরাং তারা একটু হাসুক - তারা যা করেছে তার পুরস্কার হিসাবে তারা অনেক কাঁদবে।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। সুতরাং যে জিনিসটি অধিকতর কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী এমন সাময়িক বিষয়ের জন্য যা উভয় জগতেই দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট মূর্খতা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অনেক লোক , বিশেষ করে মহিলারা, তাদের জীবনে এমন মুহুর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের তাদের বিশ্বাসের সাথে আপোস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে, একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে যদি তিনি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্ট পোশাক পরেন, তাহলে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরো দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রিত হতে পারে। এই ধরনের সময়ে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য কেবলমাত্র তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অটল থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত সুউচ্চ। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য তাদের শান্তি দান করার, মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

পার্থিব সাফল্যের অন্য সব রূপ খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং শীঘ্র বা পরে তারা এর বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। একজনকে কেবল সেই অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য

তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপস করেছিলেন, শুধুমাত্র এই জিনিসগুলি তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

মন ও শরীরের শান্তি - 6

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি সাধারণ সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা বেশিরভাগ লোকেরা তাদের জীবনে সম্মুখীন হয়। লোকেরা প্রায়শই অভিযোগ করে যে তারা যতই চেষ্টা করে না কেন তারা সবাইকে খুশি করতে পারে না। তারা যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন সবসময় তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট বলে মনে হয়। এটি একটি বাস্তবতা যা সকলেই তাদের পারিবারিক জীবনে, কর্মজীবনে বা বন্ধুদের সাথে অনুভব করে। একজন মুসলমানকে সর্বদা কয়েকটি সহজ জিনিস মনে রাখা উচিত যা তাদের এই বিষয়ে চাপ দেওয়া থেকে বিরত রাখবে।

প্রথমত, অধিকাংশ মানুষ মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট নয়, যদিও তিনি তাদের অগণিত আশীর্বাদ দান করেছেন। তাহলে এই লোকেরা কীভাবে অন্য ব্যক্তির সাথে সত্যিকারের সুখী হতে পারে যে বাস্তবে তাদের কিছুই দেয়নি? মহান আল্লাহর প্রতি তাদের সন্তুষ্টির অভাব তাদের অভিযোগ এবং কৃতজ্ঞতার অভাব থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তি যতই তাদের চরিত্রের উন্নতি করুক না কেন, তারা কখনোই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং অন্যান্য নবী-রাসূলগণের অধিষ্ঠিত মহিমান্বিত চরিত্রে পৌঁছাতে পারবে না, তবুও কিছু লোক তাদের অপছন্দ করত। মানুষ তাদের ক্ষেত্রে যদি এমন হয় তবে একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে তাদের জীবনে সবার আনন্দ অর্জন করতে পারে?

একজন মুসলমানকে এটাও মনে রাখা উচিত যে মানুষ যেমন বিভিন্ন মানসিকতা নিয়ে তৈরি হয়েছিল তারা সবসময় এমন লোকদের খুঁজে পাবে যারা তাদের মনোভাব এবং আচরণের সাথে একমত নয়। এই কারণে সর্বদা কিছু লোক থাকবে যারা সময়ের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে একজন ব্যক্তির সাথে সন্তুষ্ট হয় না। একমাত্র যিনি সকলকে খুশি করার কাছাকাছি আসতে পারেন তিনি হলেন দ্বিমুখী ব্যক্তি যিনি তাদের মনোভাব এবং বিশ্বাস পরিবর্তন করেন তারা কার সাথে আচরণ করছেন তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তিও মহান আল্লাহর কাছে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত হবে।

অতএব, সমস্ত মানুষের আনন্দ অর্জন করা অপ্রাপ্য এবং কেবলমাত্র একজন মূর্খ ব্যক্তিই এমন কিছু অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে যা অর্জন করা যায় না। তাই একজন মুসলমানের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে সর্বোপরি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করা। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত নয় কারণ এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। এর অর্থ হল একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যদি মহান আল্লাহকে মান্য করে তবে তিনি তাদেরকে মানুষের নেতিবাচক মনোভাব এবং প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। কিন্তু যদি তারা মানুষকে খুশি করাকে অগ্রাধিকার দেয় তবে তারা তা অর্জন করতে পারবে না এবং মহান আল্লাহ তাদেরকে মানুষের অসন্তুষ্টি ও নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন না।

মন ও শরীরের শান্তি - 7

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যেহেতু সকল মানুষকে একইভাবে সৃষ্টি করা হয়নি তাই তারা কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য। ধর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং হালাল এবং হারাম জিনিসগুলির মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয়গুলিতে একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে হবে, তা সেগুলির সাথে চ্যালেঞ্জ বা দ্বিমত নির্বিশেষে। কিন্তু যেসব বিষয়ে বৈধ পার্থিব বিকল্পগুলির মধ্যে একটি বেছে নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে একজন মুসলমান অন্যদের কাছে অনুরোধ করার সময় তাদের মতামত দেওয়ার অধিকারী। কিন্তু অন্যরা তাদের মতামতের সাথে একমত না হলে তাদের সময় নষ্ট করা বা চাপ দেওয়া উচিত নয়। যখন কেউ এই মতবিরোধকে ধরে রাখে সময়ের সাথে সাথে তারা মানুষের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করতে পারে যা ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক হতে পারে। এর ফলে মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপও হতে পারে। সুতরাং এই ধরনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে যেতে দেওয়া এবং তাদের মতামত এবং পছন্দের সাথে একমত না এমন কারো প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ না করা। এর পরিবর্তে তাদের উচিত অসম্মতিতে সম্মত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে চাপ দেওয়া এবং কোনো অসুস্থ অনুভূতি ছাড়াই পরিস্থিতি থেকে এগিয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে নিজেকে সর্বদা তর্ক করতে এবং অন্যদের জন্য শত্রুতা পোষণ করে কারণ তারা তাদের বৈশিষ্ট্য এবং মানসিকতার পার্থক্যের কারণে নির্দিষ্ট বিষয় এবং বিষয়ে অন্যদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য। এই উপদেশ বোঝা এবং তার উপর কাজ করা এই পৃথিবীতে শান্তি খুঁজে পাওয়ার একটি শাখা।

মন ও শরীরের শান্তি - ৪

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মুসলমানদের জন্য তাদের উপর মানুষের অধিকার যেমন তাদের পিতামাতার তা পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানুষের স্বার্থে তাদের এটি করা উচিত নয় এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে তাদের কর্তব্যে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। এর পরিবর্তে একজনকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা উচিত এবং অন্যদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনের সময় তাঁর দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, মানুষকে খুশি করার প্রক্রিয়ায় তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করবে না। নিজের জীবন ও প্রচেষ্টাকে মানুষের জন্য উৎসর্গ করার সমস্যা, এমনকি কোনো পাপ না করলেও, একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন এই ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে তারা মানুষের জন্য এত প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেছে কিন্তু বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার মতো উল্লেখযোগ্য কিছুই পায়নি। . এই মনোভাব জীবন ও মানুষের প্রতি তিক্ততার দিকে নিয়ে যায়। যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে তবে শেষ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর প্রতি এবং বিশেষ করে মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হবে। পক্ষান্তরে কেউ যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, লোকেরা যতই কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক না কেন তারা তাদের জন্য কাজ করার মতো তিক্ত হবে না এবং মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশা রাখবে। যদি কারও উদ্দেশ্য আন্তরিক হয় তবে এটি তিক্ততা প্রতিরোধ করবে কারণ তারা তাদের প্রচেষ্টার প্রতিদান আল্লাহর কাছে চায়, মানুষের নয়। লোকেরা কৃতজ্ঞতার অভাবের কারণে তাদের হতাশ করতে পারে যেখানে মহান আল্লাহ তাদের প্রত্যাশার বাইরে তাদের পুরস্কৃত করবেন।

মন ও শরীরের শান্তি - 9

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি সামাজিক স্বাধীনতা এবং বিশেষ করে নারীদের অধিকার সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। প্রথমত, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রধান জিনিস যা একজন মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে তা হল মানুষ একটি উচ্চতর নৈতিক নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করে। যদি মানুষ এটা পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে তবে তাদের এবং পশুদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে, লোকেরা আরও খারাপ হবে, কারণ তারা এখনও উচ্চ স্তরের চিন্তাভাবনার অধিকারী, তবুও পশুদের মতো বাঁচতে বেছে নেয়।

দ্বিতীয়ত, মানুষ বাস্তবে স্বীকার করুক বা না করুক, প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো না কোনো ব্যক্তির সেবক। কেউ কেউ অন্যের সেবক, যেমন হলিউড এক্সিকিউটিভ এবং তারা যা করতে আদেশ করেন তা করেন, এমনকি যদি তা শালীনতা এবং লজ্জাকে চ্যালেঞ্জ করে। অন্যরা তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের দাস এবং তাদের খুশি করার জন্য যা যা লাগে তাই করে। অন্যরা সবচেয়ে খারাপ ধরনের সেবক, কারণ তারা পশুদের মতো এবং সমাজের দুষ্ট লোক যেমন পেডোফাইল এবং ধর্ষকদের মতো কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা পূরণ করে। দাসত্বের সর্বোত্তম ও সর্বোত্তম রূপ হচ্ছে মহান আল্লাহর বান্দা হওয়া। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মহান আল্লাহর বান্দা ছিলেন, যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সম্মান ও সম্মান দেওয়া হয়েছিল এবং থাকবে। পরের এই মঞ্জুর. শতাব্দী এবং সহস্রাব্দ পেরিয়ে গেছে তবুও তাদের নাম ইতিহাসের স্তম্ভ এবং আলোকবর্তিকা হিসাবে স্মরণ করা হয়। অথচ যারা অন্যের, বিশেষ করে নিজের কামনা-বাসনার সেবক হয়েছিলেন, তারা শেষ পর্যন্ত দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন এবং মানসিক ব্যাধি ও মাদকের আসক্তিতে

জর্জরিত হয়েছিলেন, যদিও তারা কিছু পার্থিব মর্যাদা অর্জন করেছিলেন এবং তারা ইতিহাসে নিছক পাদটীকা হয়েছিলেন। মিডিয়া খুব কমই তাদের মনে রাখে যারা রিপোর্ট করার জন্য পরবর্তী ব্যক্তির দিকে যাওয়ার আগে কয়েক দিনের বেশি সময় ধরে চলে যায়। তাদের জীবনের সময়, এই লোকেরা অবশেষে দু: খিত, একাকী, হতাশাগ্রস্ত এবং এমনকি আত্মঘাতী হয়ে ওঠে , কারণ তাদের আত্মা এবং শালীনতা তাদের পার্থিব প্রভুদের কাছে বিক্রি করে তারা যে তৃপ্তি খুঁজছিল তা তাদের দেয়নি। এই সুস্পষ্ট সত্যটি বুঝতে পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং মানুষকে যদি বান্দা হতেই হবে, তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর বান্দা হওয়া, কেননা স্থায়ী সম্মান, মহানুভবতা ও প্রকৃত সফলতা কেবল এতেই নিহিত। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মন ও শরীরের শান্তি - 10

যারা অবিশ্বাস করে বা ইসলামে তাদের বিশ্বাসের উপর কাজ করা এড়িয়ে যায় তারা বস্তুগত জগত এবং এর ভিতরের জিনিসগুলির প্রতি ভালবাসার কারণে তা করে। তারা বিশ্বাস করে যে তাদের বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস করা বা কাজ করা তাদের পার্থিব আশীর্বাদের অর্থ উপভোগ করতে বাধা দেবে, তাদের জন্য বিশ্বাস এমন একটি জিনিস যা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ করে এবং তাই তারা আক্ষরিক বা বাস্তবিকভাবে এটি থেকে দূরে সরে যায়। পরিবর্তে তারা বস্তুজগতের দিকে ঝুঁকছে এবং বিধিনিষেধ ছাড়াই তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করে এই বিশ্বাস করে যে প্রকৃত শান্তি এতে নিহিত রয়েছে। যারা তাদের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে তাদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করে এবং বাস্তবায়িত করে তাদের প্রতি তারা অবজ্ঞা করে। তারা বিশ্বাস করে যে এই ধার্মিক মুসলমানরা নিচু দাস যাদেরকে নিজেদের ভোগ করা থেকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে অথচ তারা, কাফের এবং বিপথগামীরা স্বাধীন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সত্য থেকে আরও বেশি হতে পারে না কারণ প্রকৃত বান্দা তারাই যারা মহান আল্লাহকে মেনে নিতে এবং আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থ হয় এবং শ্রেষ্ঠ তারাই যারা বিশ্বের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এটি করেছে। এটি একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝা যায়। একজন ভাল পিতামাতা তাদের সন্তানের খাবারের ধরণকে সীমাবদ্ধ করবেন যার অর্থ, তারা তাদের শুধুমাত্র একবারে জাঙ্ক এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খেতে দেবেন এবং পরিবর্তে তাদের একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট অনুসরণ করতে বাধ্য করবেন। এই শিশুটি তাই বিশ্বাস করে যে তাদের পিতামাতা তাদের উপর অবাঞ্ছিত বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন এবং তারা তাদের পিতামাতার এবং তাদের স্বাস্থ্যকর খাবারের দাস হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে অন্য একটি শিশুকে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তারা যা ইচ্ছা, যখনই ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা তা খেতে। তাই এই শিশুটি বিশ্বাস করে যে তারা সমস্ত বিধিনিষেধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যখন এই শিশুরা একত্রিত হয় যে শিশুটিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তারা সমালোচনা করে এবং তাদের পিতামাতার দ্বারা সীমাবদ্ধ শিশুটির প্রতি অবজ্ঞা করে। পরবর্তী শিশুটিও তাদের জন্য

দুঃখিত হবে যখন তারা দেখবে যে অন্য শিশুকে তাদের ইচ্ছামত আচরণ করার জন্য বিনামূল্যে লাগাম দেওয়া হয়েছে। বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে শিশুটিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সে সুখ পেয়েছে যেখানে অন্য শিশুটি জীবন উপভোগ করার জন্য খুব বেশি বিধিনিষেধের সাথে আবদ্ধ। কিন্তু বছরের পর বছর সত্য প্রকাশ পাবে। যে শিশুর কোন বিধিনিষেধ ছিল না তারা বড় হয়ে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে যেমন স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি। এর ফলে তারা মানসিকভাবেও অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে কারণ তারা তাদের শরীর এবং চেহারার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এ কারণে তারা ওষুধ, রোগ, মানসিক ও সামাজিক সমস্যার দাসে পরিণত হয়। এই সমস্ত জিনিস তাদের সুখ এবং জীবনকে সীমাবদ্ধ করে। অন্যদিকে, যে শিশুটি তাদের পিতামাতার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল সে মন এবং শরীরে সুস্থভাবে বেড়ে ওঠে। ফলস্বরূপ তারা তাদের শরীর এবং ক্ষমতার প্রতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, যা তাদের জীবনে সফল হতে সাহায্য করে। তারা সঠিক ভারসাম্য এবং নির্দেশনার সাথে বড় হওয়ার সাথে সাথে ওষুধ, রোগ, মানসিক এবং সামাজিক সমস্যার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়। তাই যে শিশুর কোনো বিধিনিষেধ ছিল না সে অনেক কিছুর দাস হয়ে বেড়ে ওঠে, যেখানে সীমাবদ্ধ শিশুটি সকল বিধিনিষেধ থেকে স্বাধীন হয়ে বেড়ে ওঠে।

উপসংহারে বলা যায়, প্রকৃত দাস হল সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল জিনিসের দাস হয়ে যায়, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, সমাজ, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি এবং এর ফলে মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়, যেখানে প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি যিনি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেন, যার ফলে মানসিক ও শরীরের শান্তি লাভ হয়।

মন ও শরীরের শান্তি - 11

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে সরকার যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে।

যেহেতু লোকেদের একটি লকডাউন টাইপ পরিস্থিতিতে রাখা হয়েছে, এটি মুসলমানদেরকে স্থায়ী লকডাউনের অর্থ, মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত। মানুষ যেভাবে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন খাদ্য মজুত করার জন্য ছুটছে, তেমনি একজন মুসলমানের উচিত উভয় জগতে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুত করার দিকে ধাবিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আনুগত্য, যা তাঁর পূরণ করা জড়িত। হুকুম, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়া। এর ফলে একজন নিশ্চিত করে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। অজানা সময়ে শীঘ্রই ঘটবে এমন স্থায়ী লকডাউনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য মুসলমানদের ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর কাজ করে লকডাউনে থাকার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

উপরন্তু, মুসলমানদের উচিত তাদের জীবন, কর্ম এবং তারা যে পথে চলছে তার প্রতি সত্যিকারভাবে প্রতিফলিত করে তাদের বাড়িতে থাকা সময়কে কাজে লাগাতে হবে। এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে, যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে তাদের জীবনকালে তাদের কর্মের মূল্যায়ন ও বিচার করেন, তিনি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের চরিত্র উন্নত করতে অনুপ্রাণিত হবেন। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা এই পৃথিবীতে সঠিকভাবে আচরণ করবে,

মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে, এর ফলে মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে এবং এই আত্ম-প্রতিফলন নিশ্চিত করবে যে তারা কেয়ামতের দিন একটি সহজ বিচার পাবে। . অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যারা নিজেদের বিচার করে তাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে তারা গাফিলতিতে থাকবে এবং তাই তারা এই পৃথিবীতে কঠিন জীবন অনুভব করবে, কারণ তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করেছে এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠোর ও কঠিন বিচারের সম্মুখীন হবে। . অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

অবশেষে, এই প্রতিফলন ঘটতে অসম্ভাব্য যখন কেউ অত্যধিক উপাসনা করে, বিশেষ করে, যে ভাষায় তারা বোঝে না। এই প্রতিফলন তখনই ঘটে যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন ও আমল করে। একটি বোতামের ক্লিকে প্রচুর জ্ঞান পাওয়া যায়, তাই মুসলমানদের কোন অজুহাত ছাড়াই বাকি থাকে।

মন ও শরীরের শান্তি - 12

আমি একটি সংবাদ নিবন্ধ পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি আধুনিক দিনের কাজের চাপ এবং একজনের জীবনে শান্তি খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে রিপোর্ট করেছে। এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি অর্জন করা তাদের ধর্ম বা সামাজিক শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য একটি সর্বজনীন লক্ষ্য এবং লক্ষ্য। মানুষ কেন এই জড় জগতে সংগ্রাম করে, দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে এবং তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা এই জগতের জন্য উৎসর্গ করে তার এটাই চূড়ান্ত কারণ। লোকেরা এমন একটি জীবন পেতে চায় যেখানে তাদের কোনও চাপ বা উদ্বেগ নেই, যেমন আর্থিক অসুবিধা। কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক যে মানুষ, বিশেষ করে মুসলিমরা কীভাবে ভুল জায়গায় মনের শান্তি খোঁজে। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যে ফুটবল খেলা দেখতে চায় তবুও ক্রিকেট ম্যাচে যায়। মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে প্রকৃত মানসিক শান্তি কেবল তাঁর আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে তিনি যে আশীর্বাদগুলি দিয়েছেন তা ব্যবহার করে তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, শান্তি। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তরগুলি আশ্বস্ত হয়।"

এবং গ অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যখনই একজন ব্যক্তি বস্তুজগতে মানসিক শান্তি খোঁজেন, তখনই এটি তাদের লক্ষ্য থেকে আরও দূরে নিয়ে যাবে, কারণ এটি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে। যখনই একজন ব্যক্তি এই জড় জগতের জন্য একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে তখনই সেই লক্ষ্যটি কেবল আরও লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। এটি চলতে থাকে যতক্ষণ না ব্যক্তিটি তারা যা খুঁজছিল তা না পেয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। এটা স্পষ্ট যে ধনীরা সত্যিকারের মানসিক শান্তি পায় না, কারণ তারা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বেশি চাপ দেয় এবং তারা বিশ্বের যা কিছু পায় তা তাদের জন্য বোঝা হয়ে যায়। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আখেরাতের দিকে মনোনিবেশ করবে, সে ধনী হৃদয়ে ধন্য হবে এবং মহান আল্লাহ তায়ালা দান করবেন। তাদের বিষয়ের অর্থ সংগঠিত করুন, তারা মানসিক শান্তি পাবেন। কিন্তু যিনি জড় জগতের দিকে মনোনিবেশ করেন, তিনি কেবল তাদের দারিদ্র্য দেখতে পাবেন এবং তাদের বিষয়গুলি বিক্ষিপ্ত অর্থে পরিণত হবে, তারা মনের শান্তি অর্জন করতে পারবে না। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, সে মনের শান্তি পাবে, যদিও তাদের কাছে দুনিয়ার সামান্য কিছু থাকে। কিন্তু যে জড় জগতে হারিয়ে গেছে সে এক জাগতিক দরজা থেকে অন্য দরজায় যাবে কিন্তু প্রকৃত শান্তি পাবে না কারণ সেখানে স্থান পায়নি। যদি একজন ব্যক্তি ফুটবল খেলা দেখতে চায় তবে তার ক্রিকেট খেলায় যাওয়া উচিত নয় এবং যদি একজন মুসলমান মনের শান্তি চায় তবে তার এটি বস্তুজগতে অনুসন্ধান করা উচিত নয়, কারণ এটি কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে নিহিত।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা ইসলামের শিক্ষা মেনে চলে তারা সারা জীবন সমস্যার সম্মুখীন হবে, কারণ এটি নিশ্চিত। কিন্তু তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে

মহান আল্লাহ তাদের ভয় ও শোক দূর করবেন যাতে তারা সঠিক পথে অটল ও অবিচল থাকে। এটি এমন একজনের মতো যারা শুধুমাত্র একটি চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে সামান্য অস্বস্তি অনুভব করেন, কারণ তাদের চেতনানাশক করা হয়েছে। মহানবী ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে একটি বিরাট আগুনের মধ্যেও যেভাবে নিরাপত্তা ও শান্তি দান করা হয়েছিল, তারই অনুরূপ। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 68-69:

" তারা বলল, "তাকে জ্বালিয়ে দাও এবং তোমার দেবতাদের সমর্থন কর - যদি তুমি কাজ করতে চাও।" আমরা [আল্লাহ] বললাম, "হে অগ্নি, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।"

মন ও শরীরের শান্তি - 13

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি এমন লোকদের মানসিক অবস্থার বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যারা তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন তাদের কাজ, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। একটি জিনিস যা একজন ব্যক্তিকে এর সাথে যুক্ত স্ট্রেস এড়াতে সাহায্য করতে পারে তা হল একটি ভারসাম্যপূর্ণ মনের অবস্থা অবলম্বন করা। এটি তখনই হয় যখন কেউ তাদের আবেগকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে যে তারা নিজেকে চরম মানসিক অবস্থা অনুভব করতে দেয় না, কারণ এটি প্রায়শই চাপ এবং মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করে। এটি পবিত্র কুরআনের 57 অধ্যায় আল হাদিদ, আয়াত 23 এ নির্দেশিত হয়েছে:

" যাতে আপনি নিরাশ না হন তার জন্য এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য গর্বিত না হন..."

ইসলাম কাউকে আবেগ দেখাতে নিষেধ করে না, কারণ এটি মানুষের একটি অংশ। কিন্তু এটি মনের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার পরামর্শ দেয় যেখানে কেউ এক চরম আবেগ থেকে অন্য আবেগে না যায়। কঠিন পরিস্থিতিতে দু: খিত হওয়া গ্রহণযোগ্য তবে একজনকে হতাশ হওয়া উচিত নয়, যা চরম দুঃখ, কারণ এটি প্রায়শই বিষণ্নতার মতো অন্যান্য মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করে। এবং সুখী হওয়া গ্রহণযোগ্য তবে একজনকে অতিরিক্ত সুখী হওয়া উচিত নয়, উল্লাস করা, কারণ এটি প্রায়শই উভয় জগতে পাপ এবং অনুশোচনার কারণ হতে পারে। একজন মুসলিমকে কঠিন সময়ে তাদের কাছে থাকা অগণিত আশীর্বাদগুলিকে স্মরণ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক অবস্থা অর্জনের

চেষ্টা করা উচিত যা চরম দুঃখ যেমন হতাশাকে বাধা দেয়। এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের মনে রাখা উচিত যে তাদের খুশি করার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং যদি তারা এটির অপব্যবহার করে বা এর সাথে যুক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তবে তারা এর জন্য শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে। উপরন্তু, তারা যদি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে আশীর্বাদ ব্যবহার করে, তবে তারা উভয় জগতেই অধিক নিয়ামত লাভ করবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

এইভাবে আচরণ করা একজনকে অতিরিক্ত সুখী হওয়া থেকে বিরত রাখবে, যেমন উল্লসিত।

মনের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা সর্বদা সর্বোত্তম যা চরম মেজাজের নেতিবাচক প্রভাবকে প্রতিরোধ করে। এটি একজন মুসলিমকে প্রকৃত মানসিক শান্তি এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা, পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐতিহ্য অনুসারে। তার উপর এটি উভয় জগতের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক অবস্থা এবং মন ও শরীরের শান্তি পেতে সহায়তা করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মন ও শরীরের শান্তি - 14

অনেক লোক এই জড় জগতে আরও বেশি কিছু অর্জন করার চেষ্টা করে যদিও তারা ইতিমধ্যে অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে। যদিও, ইসলাম এই ধরণের মানসিকতাকে নিষিদ্ধ করে না যতক্ষণ না হারাম জিনিসগুলি এড়ানো হয় একজন মুসলিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা বোঝা উচিত। এটা স্পষ্ট যে, অনেক পার্থিব সম্পদ, যেমন ধন-সম্পদের দ্বারা মানসিক শান্তি পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে, এই লোকেরা প্রায়শই হতাশ হয়ে পড়ে এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে কেউ যা অর্জন করুক না কেন তারা তার বিশ্বাস এবং সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সর্বদা আরও কামনা করে। যেমন, হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে থাকা ফেরাউন কল্পনাতীত সকল পার্থিব নিয়ামত লাভ করলেও তিনি তখনও মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি পাননি। এর পরিবর্তে তার আরও কিছুর আকাঙ্ক্ষা তাকে এমন এক পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে যে সে ঈশ্বরের মতো পূজা করতে চেয়েছিল। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 24:

"এবং বললেন, "আমিই তোমার শ্রেষ্ঠ প্রভু।"

একজন ব্যক্তি যা ইচ্ছা পূরণ করুক না কেন এটি কেবল তাদের আরও কিছু কামনা করার দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি দুটি বাড়ির মালিক সে তিনটি চায়; কোটিপতি কোটিপতি হতে চায়। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, 6439 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যার কাছে সোনার একটি উপত্যকা রয়েছে সে কেবল অন্যটি কামনা করবে। একজন মুসলমান যে প্রকৃত মনের শান্তি চায়, যা পৃথিবীর ধন-সম্পদের চেয়েও মূল্যবান, তাই তাদের

পার্থিব ইচ্ছা সীমিত। তারা যত বেশি তাদের সীমাবদ্ধ করবে এবং কেবল তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করবে তত বেশি তারা মানসিক শান্তি পাবে। এই মানসিকতা ব্যস্ততার দরজা বন্ধ করে দেয় এবং আরও জাগতিক জিনিসের জন্য প্রচেষ্টা করে যা ফলস্বরূপ মন এবং শরীর উভয়কে বিশ্রাম দেয়। যদি একজন মুসলিম এটিকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সাধনা করে, যার মধ্যে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা জড়িত, তবে তারা প্রকৃত মানসিক শান্তি পাবে যা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত। উভয় জগত কিন্তু তাদের যত বেশি পার্থিব আকাঙ্ক্ষা থাকবে তত বেশি তাদের মন এবং শরীর তাদের সাথে ব্যস্ত থাকবে এবং এইভাবে তারা সত্যিকারের মানসিক শান্তি থেকে দূরে থাকবে।

মন ও শরীরের শান্তি - 15

মুসলমানদের জন্য ইতিবাচক মানসিকতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাদের সাহায্য করার জন্য একটি দুর্দান্ত হাতিয়ার যা অসুবিধা মোকাবেলা করার সময় যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি বাধ্য থাকে। যখনই একজন ব্যক্তি সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের সর্বদা একটি সত্য বোঝা উচিত যে অসুবিধা আরও খারাপ হতে পারে। যদি এটি একটি পার্থিব সমস্যা হয় তবে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এটি তাদের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে এমন একটি দুঃখ ছিল না। তাৎক্ষণিক দুঃখ-কষ্টের দিকে মনোযোগ না দিয়ে তাদের উচিত শেষের দিকে মনোনিবেশ করা এবং সেই পুরস্কারের দিকে যা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য প্রদর্শন করে। যখন একজন ব্যক্তি কিছু আশীর্বাদ হারায় তখন তার অগণিত আশীর্বাদের বর্ণনা করা উচিত যা তার কাছে রয়েছে। প্রতিটি অসুবিধায়, একজন মুসলমানের পবিত্র কুরআনের আয়াতটি মনে রাখা উচিত যা মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে অসুবিধা এবং পরীক্ষার অনেক গোপন জ্ঞান রয়েছে যা তারা পর্যবেক্ষণ করেনি। অতএব, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে তা তাদের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির চেয়ে ভাল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত এই তথ্যগুলো এবং অন্যদের প্রতি চিন্তাভাবনা করা যাতে তারা একটি ইতিবাচক মানসিকতা অবলম্বন করে যা

উভয় জগতের অগণিত আশীর্বাদের দিকে নিয়ে যায় এমন উপায়ে অসুবিধা মোকাবেলায় একটি মূল উপাদান। মনে রাখবেন, কাপটি অর্ধেক খালি নয় বরং অর্ধেক পূর্ণ।

মন ও শরীরের শান্তি - 16

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি আত্মহত্যার একটি মামলার প্রতিবেদন করেছে যা হতাশা এবং গুরুতর শোকের কারণে হয়েছিল। মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করা গুরুত্বপূর্ণ, তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। তাকে, যেহেতু তিনি এই পদ্ধতিতে আচরণকারীর জন্য উভয় জগতে একটি সুন্দর জীবনের গ্যারান্টি দিয়েছেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এই উত্তম জীবন একজন মুসলিমকে কঠিন শোক, বিষণ্নতা এবং অন্যান্য চরম মেজাজ এবং মানসিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করবে যা একজন ব্যক্তির জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে। যদিও, মুসলমানরা এমন সমস্যার সম্মুখীন হবে যা তাদের দুঃখ দেবে কিন্তু তারা যদি মহান আল্লাহকে মান্য করে, তবে এই দুঃখ কখনই চরম আকার ধারণ করবে না এবং দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে তাদের সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করবে। এর কারণ হল একজন মুসলিম যিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করেন, তার কাছে হাল ছেড়ে না দিয়ে এবং হতাশা এমনকি আত্মহত্যার দিকে না গিয়ে তাদের অসুবিধার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার একটি চমৎকার কারণ রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, তারা অগণিত পুরস্কারের জন্য অপেক্ষা করে যা রোগীকে দেওয়া হবে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

অথচ যে মুসলিম মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করে না এবং শুধুমাত্র জিহ্বা দিয়ে মুসলিম হওয়ার উপাধি দাবি করে, তাকে এই মনোভাব ও সুন্দর জীবন দেওয়া হবে না। এবং যখনই তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন এটি তাদের চরম মেজাজ এবং মানসিক ব্যাধিতে নিয়ে যায় যা তাদের সমগ্র জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। এমনকি এটি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে যারা শুধুমাত্র মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালন করে এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলি যেমন তাদের সময়, স্বাস্থ্য এবং সম্পদ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা এই নিয়ামতগুলির মাধ্যমে তাঁর অবাধ্য হয়।

মন ও শরীরের শান্তি - 17

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি আধুনিক বিশ্বে একজনের সমস্ত পার্থিব কর্তব্যের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং পূরণ করার অসুবিধা এবং এর সাথে সম্পর্কিত চাপের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে। মুসলমানদের বোঝা উচিত যে তারা যদি এই সাধারণ চাপ এড়াতে চায় তবে তাদের প্রতিটি কাজ এবং দায়িত্বকে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ নিজের ইচ্ছা বা অন্যের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এটি করে। যখনই কেউ ইসলামে উপদেশ দেওয়া অগ্রাধিকারের তালিকা পুনর্বিন্যাস করে, এটি সর্বদা অসুবিধা এবং চাপের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, যখন কেউ বস্তুগত জগতে তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনের বাইরে অতিরিক্ত চেষ্টা করে, যার ফলে তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালনের মতো তাদের অন্যান্য দায়িত্বকে অবহেলা করে, তখন এটি তাদের যা অর্জন করেছে এবং তাদের বিপথগামী সন্তান উভয় থেকে চাপ ছাড়া আর কিছুই করবে না। যে তাদের দায়িত্বকে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেয় না সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মতো যে তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির চেয়ে মজা করাকে অগ্রাধিকার দেয়। এটি কেবল তাদের একটি দুর্বল ডিগ্রি এবং একটি কঠিন চাকরি পাওয়ার দিকে নিয়ে যায়। ভুলভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর মজা করার জন্য একটি ভাল চাকরির মাধ্যমে একটি সহজ জীবন ছেড়ে দেয় যা দীর্ঘমেয়াদে একটি কঠিন জীবনের দিকে নিয়ে যায়।

ভুলভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে এবং এটি গুনাহের দিকে নিয়ে যেতে পারে যদি কেউ মহান আল্লাহর উপর মানুষের আনুগত্য করে। অতএব, ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত অগ্রাধিকার অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা শুরু হয় আল্লাহ, মহান এবং মহানবী

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের মাধ্যমে। এটা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণ এবং তার উপর আমলের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। এর মাধ্যমে, একজন মুসলমান তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেবে এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করবে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত রয়েছে। তার উপর এটি ইহকালে মানসিক ও দেহের শান্তি এবং পরকালে অনন্ত সুখের মূল্যবান এবং বিরল উপহারের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মন ও শরীরের শান্তি - 18

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই এই বিশ্বাসে প্রতারিত হয় যে যদিও পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখা এবং আমল করা পরকালে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, তবুও তারা যদি এই পথ বেছে নেয় তবে তারা হতাশ হবে। এই পৃথিবীতে তারা নিশ্চিত যে এই পৃথিবীতে শান্তি কেবল একজনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের মধ্যে নিহিত যেখানে ইসলাম মানুষকে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়, তাদের মুক্ত করতে নয়। তাই তাদের মনে ইহলোকে শান্তি এবং পরকালের শান্তি উভয়ই দুটি ভিন্ন পথের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এটা সম্পূর্ণ অসত্য, কারণ মহান আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে উভয় জগতের মানসিক শান্তি একক সরল পথে, ইসলামের পথে রেখেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির দ্বারা একজনকে বোকা বানানো উচিত নয় এবং সর্বদা মনে রাখা উচিত যে হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক, যা মনের শান্তির কেন্দ্র, তিনি মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। অর্থ, মহান আল্লাহ তায়ালা একাই সিদ্ধান্ত নেন যে কে এই দুনিয়ায় মানসিক শান্তি পাবে, যেমন তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে পরকালে জান্নাত লাভ করবে। অতএব, মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অন্বেষণ করতে হবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদি কেউ ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি এবং পরলোকগত শান্তি দুটি ভিন্ন পথের মাধ্যমে পাওয়া যায়, তবে তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি লাভের চেষ্টা করবে এবং আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করবে। এই মনোভাব শুধুমাত্র তাদের উভয় জগতে মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মন ও শরীরের শান্তি - 19

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে যখন একটি উদ্ভাবন তার অস্তিত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তখন এটি একটি ব্যর্থতা হিসাবে বিবেচিত হয়, যদিও এটি অনেক ভাল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি উচ্চ মানের ক্যামেরার মতো অনেকগুলি চমৎকার বৈশিষ্ট্য সহ একটি ফোন ব্যর্থ বলে গণ্য হবে যদি এটি ফোন কল করার জন্য ব্যবহার করা না যায়, যা এটির প্রাথমিক কাজ। একইভাবে, মানুষ মহান আল্লাহর একটি উদ্ভাবন এবং সৃষ্টি, একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

মানবজাতির একমাত্র উদ্দেশ্য হল ইবাদত করা, অর্থ করা, মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। এই আন্তরিক আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে তার সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয় সে অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করবে, যদিও সে অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করে। সমাজের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়। তারা স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে যারা অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে তারা অন্য কারো তুলনায় সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, মানসিক চাপ, হতাশাগ্রস্ত এবং মাদক ও অ্যালকোহলে আসক্ত। এটি ঘটে যখন তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, যার ফলে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিজেদেরকে এই বিশ্বাসে বোকা বানানো উচিত নয় যে তাদের একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন আছে যদি তারা তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি যদি তারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মতো মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালন করে। একজনের উদ্দেশ্য কয়েকটি দৈনিক এবং বার্ষিক আচার-অনুষ্ঠান এবং অনুশীলনের বাইরে প্রসারিত। এটি আসলে একজনের প্রতিটি নিঃশ্বাস এবং একজনের জীবনের প্রতিটি দিক যেমন আর্থিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, কাজ এবং পারিবারিক জীবনকে অন্তর্ভুক্ত করে। যে মুসলমান তাদের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয় তারা একটি ফুলদানির মত যা বাইরে থেকে সুন্দর দেখায়, তারা যেমন মৌলিক কর্তব্য পালন করে, কিন্তু ফুলদানি যেমন ভিতরে শূন্য থাকে, তেমনি তাদের জীবনও। এই কারণেই অনেক মুসলমান যারা মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালন করে তারা এখনও মানসিক চাপ এবং বিষণ্ণতা অনুভব করে কারণ তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে তাদের উদ্দেশ্য তাদের পুরো জীবনকে ঘিরে থাকে, দিনের কয়েক ঘন্টা বা বছরের কয়েক দিন নয়।

সমাজ, ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অন্ধ অনুকরণের কারণে এই বাস্তবতা মুসলিমসহ অনেকের কাছে উপেক্ষিত হওয়ার একটি প্রধান কারণ। যখন কেউ তাদের বুদ্ধি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা মিথ্যা বিশ্বাস করবে যে একটি অর্থপূর্ণ জীবন পার্থিব জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায়, যেমন সম্পদ, একটি পেশা, বন্ধু বা পরিবার। একজনকে অবশ্যই গবাদি পশুর মতো কাজ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষা থেকে শিখতে হবে এবং অন্যের জীবন পছন্দ এবং তাদের পরিণতি পর্যবেক্ষণ করে শিখতে হবে। যখন কেউ এটি সঠিকভাবে করে, তখন তারা বুঝবে যে একটি অর্থপূর্ণ অস্তিত্ব জাগতিক জিনিসের পিছনে পড়ে থাকে না, এটি কেবল নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের মধ্যেই নিহিত থাকে, ঠিক যেমন একটি আবিষ্কারকে মূল্য দেওয়া হয় যা তার সৃষ্টির প্রাথমিক কাজটি পূরণ করে। এটাকে চিনতে না পারাটাই মানবজাতির আসল ট্র্যাজেডি।

সমস্ত মানুষকে অবশ্যই তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। , শুধুমাত্র এটি উভয় জগতে একটি অর্থপূর্ণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ জীবনের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মন ও শরীরের শান্তি - 20

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হল এই পৃথিবীতে মানুষের শরীর ও মনের শান্তি অর্জন করা। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ আন্তরিকভাবে নির্দেশনার এই দুটি উৎসের আনুগত্য করে এবং অনুসরণ করে, যা ফলস্বরূপ একজনকে সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য নির্দেশিত করে, অর্থাত্ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, এবং তাদের জিনিস ও মানুষকে অগ্রাধিকার দিতে সহায়তা করে। তাদের জীবনে সঠিকভাবে যাতে তারা মানসিক এবং শরীরের শান্তি

পায়। এটি একটি বইয়ের লাইব্রেরির মতো যা সঠিক ক্রমে সাজানো হয়েছে, যা একজন ব্যক্তিকে ন্যূনতম ঝামেলার সাথে তাদের প্রয়োজনীয় বইটি সহজেই খুঁজে পেতে দেয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি হেদায়েতের দুটি উৎসের নির্দেশনা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়, এর ফলে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে এবং নিজের জীবনের জিনিস ও মানুষকে ভুলভাবে অগ্রাধিকার দেয়, সে যেন বইয়ের একটি লাইব্রেরি যা সম্পূর্ণ অসংগঠিত। এই লাইব্রেরিতে একটি নির্দিষ্ট বই খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, চাপযুক্ত এবং সময়সাপেক্ষ হবে এবং একজন ব্যক্তি তার পছন্দসই বইটি খুঁজে নাও পেতে পারেন।

একটি সংগঠিত গ্রন্থাগারের মতো, যখন কেউ আন্তরিকভাবে নির্দেশনার দুটি উত্সকে মেনে চলে এবং অনুসরণ করে তখন তারা তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছুকে তার সঠিক জায়গায় স্থাপন করবে, যার ফলে তাদের মানসিক এবং শরীরের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 57-58:

" হে মানবজাতি, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং অন্তরে যা আছে তার নিরাময় এবং ঈমানদারদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। বলুন, "আল্লাহর অনুগ্রহে এবং তাঁর রহমতে - এতেই তারা আনন্দিত হোক, এটি তারা যা জমা করে তার চেয়ে উত্তম।"

মন ও শরীরের শান্তি - 21

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটি সাধারণভাবে গৃহীত হয় যে মানসিক এবং শরীরের শান্তি পেতে একজনকে অবশ্যই একটি সংগঠিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সংগঠিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বইয়ের একটি লাইব্রেরির মতো যা একটি ভাল ক্রমানুসারে সংগঠিত হয়, যা একজনকে তার পছন্দসই বইটি সহজেই খুঁজে পেতে দেয়। যেখানে, একটি অসংগঠিত এবং ভারসাম্যহীন অবস্থা বইয়ের একটি অসংগঠিত গ্রন্থাগারের মতো যা একটি নির্দিষ্ট বই খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং চাপযুক্ত করে তোলে। মন এবং শরীরের একটি সংগঠিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা একজনকে নিজের জীবনে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের উপযুক্ত জায়গায় স্থাপন করার অনুমতি দেয় যার ফলে তারা তাদের জীবনের কিছু দিকগুলিতে চরম হওয়া এড়ায় এবং অন্যান্য দিকগুলিকে অবহেলা করে। এর ফলে মন ও শরীরে শান্তি আসে।

কিন্তু এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে সমাজ, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি অনুসরণ করার সময় কেউ এই ফলাফল অর্জন করতে পারে না, কারণ এই জিনিসগুলি প্রকৃতিগতভাবে চঞ্চল এবং প্রায়শই এক চরম থেকে অন্য প্রান্তে দোল খায়। উদাহরণস্বরূপ, কয়েক বছর আগে যা বিচ্যুত আচরণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল তা আজ আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হয়। সমাজ যেটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করত, যেমন কয়েক প্রজন্ম আগে বিয়ে করা, তা এখন সময় এবং শক্তির অপচয় বলে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতদিন আগে নয়, সমাজ মানুষকে আত্মত্যাগী হতে এবং নিজের চেয়ে অন্যের অনুভূতি ও সুখকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করবে। যেখানে, আজকাল সমাজ মানুষকে কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা পূরণের বিষয়ে চিন্তা করতে এবং অন্যের সমালোচনাকে উপেক্ষা করার আহ্বান জানায় তা

গঠনমূলক হোক বা না হোক। অর্থ, প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজনকে কেবল নিজের সুখ বিবেচনা করা উচিত। সমাজ, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি কীভাবে সর্বদা এক চরম থেকে অন্য প্রান্তে চলে গেছে তার উদাহরণগুলি অন্তহীন। এই মনোভাব সর্বদা একজনকে মন এবং শরীরের একটি সংগঠিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা পেতে বাধা দেয়, যা মন এবং শরীরের শান্তির দিকে পরিচালিত করে।

চরম থেকে দুলানো এড়ানোর একমাত্র উপায় হল ইসলামিক শিক্ষাগুলি শেখা এবং তার উপর কাজ করা, কারণ সেগুলি মানব প্রকৃতির জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা নিরবধি, এবং এই শিক্ষাগুলি সমাজ, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো চঞ্চল জিনিসগুলিকে প্রভাবিত করে না। যখন কেউ ইসলামী শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে তখন তারা তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের সঠিক জায়গায় স্থাপন করবে এবং অন্যান্য বিষয়গুলিকে অবহেলা করে তাদের জীবনের কিছু দিকগুলিতে চরম হওয়া এড়াবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি সংগঠিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা পাবে, যার ফলে উভয় জগতেই মন এবং শরীরের শান্তি আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মন ও শরীরের শান্তি - 22

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যদিও একজন ব্যক্তি উভয় জগতের মানসিক ও দেহের শান্তির উৎস থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য প্রতারিত হয়, অর্থাৎ, মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য, যার মধ্যে অনেকের দ্বারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত। কারণ, শুধুমাত্র দুটি প্রধান কারণ আলোচনা করা হবে.

প্রথম কারণ হল এমন মনোভাব যা একজনকে অন্ধভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে। প্রতিটি জাতি তাদের মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি তুলে ধরেছিল, যারা তাদের একটি উন্নত ও উচ্চতর জীবনযাত্রার দিকে আহবান করেছিল, তা ছিল কীভাবে মহানবী (সা.) এবং তাদের অল্প সংখ্যক অনুসারীরা সঠিক হতে পারেন? যখন তাদের প্রত্যাখ্যান করা লোকদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ, ভুল হতে. যখন কেউ সমাজ, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি পর্যবেক্ষণ করে তখন তারা বিশ্বাস করবে যে প্রকৃত মনের শান্তি একজনের ইচ্ছা পূরণ এবং পার্থিব বিলাসিতা যেমন সম্পদ, একটি বড় বাড়ি, ব্যবসা এবং একটি পেশা অর্জনের মধ্যে রয়েছে। যদিও, যারা ইসলামের শিক্ষাগুলি অনুসরণ করে, তারা জোর দিয়ে বলে যে মনের শান্তি একমাত্র মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার মধ্যে নিহিত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠকে অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে এমন মনোভাবের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে, একজনকে লক্ষ্য করা উচিত এবং সেই ব্যক্তিদের প্রতি চিন্তা করা উচিত যারা পূর্বে উল্লেখিত পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করে এবং কীভাবে এই জিনিসগুলি তাদের মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতা বাড়ায় এবং তাদেরকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের দিকে উৎসাহিত করে। এবং এমনকি আত্মহত্যা।

পক্ষান্তরে, যারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তারা পার্থিব বিলাসিতার অভাব সত্ত্বেও মনের শান্তিতে বসবাস করে।

দ্বিতীয় কারণটি হল যখন শয়তান একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যে তারা যদি তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা ত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে, তবে তারা এই পৃথিবীতে কখনই সুখী হবে না, যেমন সুখ ও শান্তি। মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সাথে সরাসরি যুক্ত। যদিও এটি কাউকেই কম বিশ্বাসযোগ্য শোনায়, এটি একটি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। সত্য হল যে মনের শান্তি হল একটি মানসিক অবস্থা যা একজনের হৃদয়ে পাওয়া যায়। একমাত্র আল্লাহই মানুষের অন্তর নিয়ন্ত্রণ করেন। যদি তিনি পছন্দ করেন, তিনি শান্তিতে প্রবেশ করেন এবং যদি তিনি চান, তিনি অন্ধকার ও সংকীর্ণতা প্রবেশ করেন। এই ফলাফলের সাথে একজনের পার্থিব আশীর্বাদের কোন সম্পর্ক নেই। এই ফলাফলগুলি সরাসরি আবদ্ধ হয় যে কতটা বা সামান্য ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার আনুগত্য করে, তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ, শান্তিতে বর্ণিত হয়েছে। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। যদি কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে তিনি তাদের অন্তরে শান্তি স্থাপন করবেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তারা তাদের অন্তরে অন্ধকার পাবে, যদিও তাদের পায়ের কাছে দুনিয়া থাকে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করতে পারে তবে সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন দুর্বিষহ হবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, এই দুটি ফলাফল সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ খবর, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং যারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে তাদের সাথে তুলনা করে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে।

উপসংহারে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই দুটি বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে যা একজন ব্যক্তিকে উভয় জগতে শান্তি পেতে বাধা দেয়। এর একটি দিক হলো ইসলামের শিক্ষা শিখে এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে দৃঢ় ঈমান অর্জন করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা জীবনের সঠিক পথ বেছে নেবে, এমনকি যদি এর অর্থ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মানসিকতার বিরোধিতা করে। উভয় জগতে মানসিক শান্তি পেতে একটি ছোট মূল্য দিতে হবে। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 33:

"...প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তাই পার্থিব জীবন যেন আপনাকে প্রতারিত না করে এবং প্রতারক [অর্থাৎ শয়তান] দ্বারা আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না হয়।"

মন ও শরীরের শান্তি - 23

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলিম সহ অনেক লোক, স্ব-সহায়ক গুরু, মনোবিজ্ঞানী এবং পরামর্শদাতাদের মতো জাগতিক উত্স থেকে পরামর্শ এবং তথ্য অনুসন্ধান করে যা তাদের মানসিক সমস্যা যেমন স্ট্রেস, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতা দূর করতে পারে। যদিও কিছু তথ্য ও উপদেশ তারা এই উৎসগুলি থেকে পেতে পারে তা ভাল, কারণ এটি ইসলামের শিক্ষার সাথে যুক্ত, তবুও তাদের বেশিরভাগ উপদেশ এবং তথ্য কাজে আসবে না, কারণ এটি অনেকগুলি কারণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। এটি সম্পূর্ণরূপে দরকারী হতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন কাউন্সেলরের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সবসময় সীমিত থাকবে, তারা কতটা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন বা কতজন রোগীকে তারা পরামর্শ দিয়েছেন তা নির্বিশেষে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা সীমিত থাকবে, কারণ তারা শুধুমাত্র একটি সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য মানুষের মানসিকতা এবং আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং অনুভব করতে পারে। রোগী তাদের সাথে কী ভাগ করে তা তারা কেবল জানে এবং অনেক অনুভূতি এবং আবেগ সম্পর্কে অবগত নয় যা তাদের রোগী তাদের সাথে ভাগ করে না, কারণ তারা কথায় কথায় বলতে কষ্ট করতে পারে। গবেষকরা তাদের পরীক্ষার সময় যে লোকেদের নমুনা নিয়েছেন তার দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতাগুলি বয়স, জাতি, জাতি, সামাজিক শ্রেণী, ধর্ম এবং আরও অনেক কিছুর সাথে যুক্ত। এছাড়াও, একজন পরামর্শদাতা বা স্ব-সহায়ক গুরু তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কারণে কিছু মনোভাব এবং আচরণের জন্য বা তার বিরুদ্ধে অসচেতন পক্ষপাতিত্বের অধিকারী হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন পুরুষ পরামর্শদাতা একজন পুরুষের মানসিকতা আরও সহজে বুঝতে পারবেন। পরামর্শদাতা তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে একটি নির্দিষ্ট মানসিকতার দিকে ঝুঁকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দম্পতিদের থেরাপি সেশন পরিচালনা করার সময় একজন পরামর্শদাতা তাদের প্রাক্তন স্ত্রীকে অজ্ঞানভাবে চিত্রিত করতে পারেন। এই সমস্ত পক্ষপাতগুলি অনিবার্য কারণ মানুষ তাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা আকৃতি ধারণ করে এবং তাদের অবচেতন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

একজন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করতে পারে একমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি প্রতিটি পরিস্থিতিতে এবং পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ। যার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রতিটি ধরণের আবেগ, আচরণ, চিন্তাভাবনা এবং বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভুক্ত করে একজন মানুষ কখনও অনুভব করতে পারে। যিনি প্রতিটি মানসিক সমস্যার প্রতিকার জানেন। মানসিক অবস্থা নির্ণয়ে যে ভুল করা থেকে মুক্ত। একমাত্র আল্লাহ যিনি এই এবং আরও বেশি কিছু অর্জন করতে পারেন তিনি মহান আল্লাহ। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 14:

"তিনি কি জানেন না যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন..."

অতএব, যদি কোন ব্যক্তি তাদের মানসিক সমস্যার নিরাময় কামনা করে তবে তাকে অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে তা চাইতে হবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষার সাথে সমান্তরালভাবে চলমান পার্থিব বিজ্ঞানগুলোও তাদের উপকারে আসবে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 10:

"অবশ্যই আমরা আপনার প্রতি একটি কিতাব [অর্থাৎ, কোরআন] নাযিল করেছি, যাতে আপনার উল্লেখ আছে। তাহলে কি আপনি যুক্তি দেখাবেন না?"

এবং অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 57:

"হে মানবজাতি, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং বুকের মধ্যে যা আছে তার নিরাময়..."

মন ও শরীরের শান্তি - 24

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যখনই কেউ বস্তুজগতের বৈধ বিলাসিতা উপভোগ করার লক্ষ্য রাখে তারা সর্বদা লক্ষ্য করবে কীভাবে এটি তাদের হৃদয়ে যে মাধুর্য তৈরি করে তা অত্যন্ত দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ ছুটি থেকে ফিরে আসে, ছুটির অভিজ্ঞতার মাধুর্য দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তাই তারা সেই মাধুর্য পুনরায় অনুভব করার জন্য পরবর্তী ছুটির পরিকল্পনা করতে শুরু করে। যখন কেউ একটি ফিল্ম বা টেলিভিশন শো দেখা শেষ করে, অনুভব করা মাধুর্য দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ফলস্বরূপ তারা আবার মাধুর্য পুনরায় অনুভব করার জন্য অন্য কিছু দেখতে চায়। এটি সমস্ত পাপ বা নিরর্থক জিনিসের জন্য সত্য। বিনোদন শিল্পকে চালিত করে এমন জিনিসের মাধুর্য পুনরায় অনুভব করার এই ইচ্ছা। পক্ষান্তরে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত যেকোন কিছু থেকে যে মাধুর্য অনুভব করা হয়, তা এমন একটি বিষয় যা সর্বদা মানুষের অন্তরে স্থায়ী হয়। উদাহরণ স্বরূপ, যে মুসলমান আন্তরিকভাবে পবিত্র তীর্থযাত্রা করেছে তারা কয়েক দশক পরেও তাদের হৃদয়ে এর মাধুর্য অনুভব করে চলেছে। যে মুসলমান আন্তরিকভাবে একটি দাতব্য প্রকল্প সম্পন্ন করে, যেমন একটি মসজিদ নির্মাণ বা একটি এতিমকে পৃষ্ঠপোষকতা করা, সে আগামী বছরের জন্য দাতব্য কাজের মাধুর্য অনুভব করতে থাকে। এই বাস্তবতার কারণে, যে ব্যক্তি নিরন্তর অভ্যন্তরীণ মাধুর্য অনুভব করতে চায় তার উচিত তা অন্বেষণ করা এমন জিনিসগুলিতে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, এবং নিরর্থক বা পাপ জিনিস নয়।

দ্বিতীয়ত, এই বাস্তবতা একটি শক্তিশালী চিহ্ন যা নির্দেশ করে যে এই পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে কী মূল্য আছে। যা কিছু স্থায়ী হয় তার মূল্য আছে কিন্তু যে জিনিসগুলো দ্রুত বিলীন হয়ে যায় সেগুলো চঞ্চল, আর তাই তার কোনো প্রকৃত মূল্য বা মূল্য নেই। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 96:

"তোমার যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী..."

প্রতিটি ব্যক্তির মূল্য তারা যা অনুসরণ করে সে অনুযায়ী। যদি তারা দীর্ঘস্থায়ী এবং মূল্যবান তা অনুসরণ করে, তাহলে তাদের মূল্য থাকবে এবং তাদের শান্তি ও কর্মগুলি স্থায়ী হবে। কিন্তু তারা যদি চঞ্চল ও মূল্যহীন জিনিসের পেছনে ছুটতে থাকে, তাহলে তাদের ভোগের অনুভূতি দ্রুত লোপ পাবে এবং তাদের জীবনও মূল্যহীন হয়ে যাবে।

মন ও শরীরের শান্তি - 25

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যদিও সমাজ, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি মানুষকে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মানসিক প্রশান্তি খোঁজার জন্য আহ্বান জানায়, তখন এটি স্পষ্ট হয় যখন কেউ ইসলামী শিক্ষা এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও অবস্থার প্রতি প্রতিফলিত হয় যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যমে মানসিক শান্তি লাভ করার চেষ্টা করে। , যে এই সাধারণ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে তারা প্রায়শই মানসিক শান্তি থেকে দূরে থাকে, কারণ তারা প্রায়শই মানসিক সমস্যা যেমন স্ট্রেস, উদ্বেগ, বিষণ্নতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতা দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং প্রায়শই মাদক ও অ্যালকোহলের আসক্তিতে ডুবে যায়।

একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে মনের শান্তি লাভ করা এবং নিজের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করা কখনই মিশে যেতে পারে না, যেমন আগুন এবং বরফ কখনও মিশ্রিত হতে পারে না। এই দুটির একটিকে কেউ যত বেশি খুঁজবে, অন্যটি থেকে তত এগিয়ে যাবে, যেভাবে পূর্ব দিকে যাত্রা করবে সে পশ্চিম দিক থেকে আরও এগিয়ে যাবে। অতএব, একজনকে বাছাই করতে হবে এবং একটি বা অন্যটির জন্য সংগ্রাম করতে হবে, উভয়ই অর্জন করা, সমস্ত পরিস্থিতিতে, কেবল সম্ভব নয়। যেমন একজনের ইচ্ছা পূরণ করা তাদের মনের শান্তি থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং সমস্ত ধরণের মানসিক এবং স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, তাই বুদ্ধিমানের বিকল্প হল মনের শান্তি খোঁজা এবং নিজের সমস্ত ইচ্ছার অনুসরণ করা ছেড়ে দেওয়া। যেহেতু মহান আল্লাহ, মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, শান্তির আবাস, সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা কেবলমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই এটি পাবে। এর মধ্যে রয়েছে তিনি যে আশীর্বাদগুলি দিয়েছেন তা ব্যবহার করা তাকে খুশি করার উপায়ে। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে এর ব্যাখ্যা রয়েছে। একজন ব্যক্তি যত আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে, তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তত

বেশি মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে। মনের শান্তি যা একজনের যে কোনো পার্থিব ইচ্ছা পূরণের চেয়ে বেশি মূল্যবান এবং তৃপ্তিদায়ক। অর্থ, মানসিক শান্তির মাধ্যমে একজনের ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের পার্থিব বাসনা ত্যাগ করার চেয়ে বেশি ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করে, সে কেবল মানসিক শান্তি ত্যাগ করেছে এবং তাই তারা উভয় জগতেই দুর্বিষহ জীবনের মুখোমুখি হবে, যদিও তারা তাদের সমস্ত পার্থিব ইচ্ছা পূরণ করে এবং অর্জন করে। বিশ্বের অফার আছে সবকিছু. অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

উপসংহারে, একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে মানসিক শান্তি লাভ করা এবং নিজের সমস্ত জাগতিক ইচ্ছা পূরণ করা এই পৃথিবীতে একসাথে যুক্ত হতে পারে না। একজনকে অন্যের উপরে বেছে নিতে হবে এবং কোনটি বেছে নেওয়া উচিত তা নির্ধারণ করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই।

মন ও শরীরের শান্তি - 26

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যে সমস্ত মুসলিমরা বিশেষ পবিত্র স্থানগুলিতে ভ্রমণ করেন, যেমন মক্কা এবং মদিনা, তারা প্রায়শই বলে যে তারা সেখানে মানসিক এবং শরীরের অনেক শান্তি পান। যদিও পবিত্র স্থানগুলির সাথে মহান আল্লাহর সাথে একটি বিশেষ সংযোগ রয়েছে, তারা তাঁর রহমতের একটি বৃহত্তর অংশ পায়, যা তাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থার একটি কারণ, কম নয়, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল সেখানে ভ্রমণকারী মুসলমানদের কর্ম। সাধারণত যে সমস্ত মুসলমানরা এই পবিত্র স্থানগুলিতে যাত্রা করে তারা সারাদিন তাদের কর্ম ও কথাবার্তায় মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা মসজিদে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করবে, তাদের সম্পদ, যেমন তাদের সময়, মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করবে এবং মৌখিক ও শারীরিক পাপ করার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হবে। মানসিক ও দেহের শান্তি লাভের জন্য ইসলাম এই শর্তগুলো নির্ধারণ করেছে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়- আমরা অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করব..."

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যখন মুসলমানরা তাদের স্বদেশে ফিরে আসে, তারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে এই আনুগত্য বজায় রাখে না, অর্থাত্, তারা তাদের দেওয়া সম্পদ এবং আশীর্বাদগুলি ব্যবহার চালিয়ে যায় না, যেমন তাদের সময়, আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে। , পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের কয়েকটি ফরজ দায়িত্ব পালন করলেও এটি সত্য। পরিবর্তে, তারা নিজেদের এবং অন্যান্য লোকেদের খুশি করার উপায়ে তাদের আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার দিকে আরও মনোনিবেশ করে। এটি তাদের মানসিক ও শরীরের শান্তি লাভের জন্য ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে বাধা দেয়। ফলস্বরূপ, তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে শান্তি একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিহিত থাকে যখন এটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মধ্যে নিহিত থাকে এবং তাই সময় বা স্থান দ্বারা আবদ্ধ নয়।

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যে সমস্ত মুসলমানরা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মতো মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালন করে, তারা এখনও মানসিক শান্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ার একটি প্রধান কারণ হল তারা ইসলামিক শিক্ষাকে তাদের প্রেক্ষাপটের বাইরে নিয়ে যায় এবং তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের জীবনে প্রয়োগ করে। যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা ইসলামের শিক্ষার উপর কাজ করছে, তারা আসলে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা ছাড়া কিছুই অনুসরণ করছে না। এটি তাদেরকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেয়। এর ফলে তারা তাদের দৈনন্দিন কাজের সময় মহান আল্লাহকে ভুলে যায়, যদিও তারা মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালন করতে সক্ষম হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

যে ব্যক্তি তাদের বৈধ অথচ নিরর্থক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায় সে তাদের ইচ্ছা ও লক্ষ্যকে সমর্থন করার জন্য পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত গ্রহণ করবে। উদাহরণস্বরূপ, এই ব্যক্তি অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77 এর ভুল ব্যাখ্যা করবে:

"তবে আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের গৃহ অন্বেষণ কর এবং দুনিয়াতে তোমার অংশ ভুলে যেও না..."

তারা দাবি করবে যে এই আয়াতটি একজনকে বৈধ পার্থিব আনন্দ উপভোগ করতে উত্সাহিত করে। যদিও ইসলাম বৈধ পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে নিষিদ্ধ করে না, তবুও এটি সেগুলিতে অতিরিক্ত লিপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে, কারণ এটি একজনকে আখেরাতের জন্য ব্যবহারিকভাবে প্রস্তুত হতে বাধা দেয়, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। এই আয়াতের অর্থ এটাই। একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত নয় এবং এতে তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা ত্যাগ করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত হবে তাদের পার্থিব নিয়ামতগুলোকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, তাদের প্রয়োজন বা তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা না করে।

আরেকটি উদাহরণ হল যখন বাবা-মায়েরা আয়াত ও হাদিস উদ্ধৃত করে যা পিতামাতার উচ্চ গুণের কথা উল্লেখ করে এবং তাদের ব্যবহার করে প্রমাণ করে যে তাদের সন্তানদের সর্বদা তাদের আনুগত্য করতে হবে এবং তাদের সাথে কখনো দ্বিমত পোষণ করতে হবে না। যদিও ইসলামের শিক্ষাগুলি পিতামাতার সাথে সর্বোচ্চ সম্মান এবং দয়ার সাথে আচরণ করার গুরুত্বের উপর জোর দেয় তবে এর অর্থ এই নয় যে তাদের প্রতিটি পরিস্থিতিতে অন্ধভাবে তাদের আনুগত্য করা উচিত। তারা অবশ্যই তাদের আনুগত্য করবে না যদি এর সাথে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা জড়িত থাকে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সম্মান বজায় রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চাদের বৈধ বিষয়ে তাদের পিতামাতার সাথে মতবিরোধ করার অধিকার রয়েছে। এমনকি তাদের পিতামাতাদের সাথে একমত নন এমন আইনসম্মত পছন্দ করার অনুমতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি পিতামাতারা তাদের মেয়েকে তাদের আত্মীয়ের সাথে বিয়ে করতে চান, তবে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে, বিশেষ করে যদি তার বৈধ কারণ থাকে, যেমন লোকটি বিয়ে করলে তাকে আর্থিকভাবে সমর্থন করতে না পারে।

ইসলামী শিক্ষাকে সঠিক প্রেক্ষাপটের বাইরে নিয়ে যাওয়া বিভ্রান্তির একটি বড় কারণ এবং আল্লাহ, মহান ও মানুষের অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হওয়া। এটি পরিহারযোগ্য তর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে বিশেষ করে, যখন কেউ অন্যদের বিরুদ্ধে ইসলামিক শিক্ষার অপব্যবহার করে। এর প্রতিকার হল সর্বাবস্থায় সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং তারপর সঠিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা সর্বপ্রথম উত্তম নিয়্যত গ্রহণ করা। এটি মহান আল্লাহ ও মানুষের অধিকার পূরণ এবং উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মন এবং শরীরের শান্তি - 28

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ভ্রান্ত ধারণাগুলির মধ্যে একটি যা কেউ কেউ স্বীকার করেছে যে তারা আশা করে যে তারা যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে তবে তারা এই পৃথিবীতে অসুবিধার সম্মুখীন হবে না। প্রথমত, মহান আল্লাহর আনুগত্য কয়েকটি বাধ্যতামূলক কর্তব্যের বাইরে চলে যায়, যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এবং এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত আশীর্বাদ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। যে এইভাবে আচরণ করবে তাকে উভয় জগতেই মন ও দেহের শান্তি দেওয়া হবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

তবে এর অর্থ এই নয় যে কেউ অসুবিধার আকারে পরীক্ষার মুখোমুখি হবে না। এটা অবশ্যম্ভাবী, কারণ এটাই এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

"[তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম..."

কিন্তু যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাকে মানসিক ও শরীরের প্রশান্তি দেওয়া হবে, এমনকি তারা অসুবিধার সম্মুখীন হলেও। তাদেরকে কঠিন মোকাবেলা করার শক্তি প্রদান করা হবে যাতে তারা সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে মানসিক ও শারীরিকভাবে তা কাটিয়ে উঠতে পারে। এটি একটি রোগীর মতো যাকে চেতনানাশক করা হয়েছে যাতে তারা চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যথা অনুভব না করে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে না, সেও অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে, তাদের মানসিক বা শরীরের শান্তি দেওয়া হবে না। তাদের এটা কাটিয়ে ওঠার মানসিক বা শারীরিক শক্তি থাকবে না এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের অবাধ্যতাকে তাদের অসুবিধার সাথে যুক্ত না করেই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করতে থাকবে। পরিবর্তে, তারা অন্যায়ভাবে তাদের অসুবিধার কারণ জিনিস এবং মানুষ যেমন তাদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের উপর দোষারোপ করবে। এটি তাদের আরও সমস্যা সৃষ্টি করবে, কারণ তারা তাদের জীবন থেকে এই জিনিসগুলি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তারা বিনোদন, মাদক এবং অ্যালকোহলের মতো পার্থিব জিনিসের মাধ্যমে তাদের অসুবিধা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। কিন্তু এই সব কিছু তাদের উদ্বেগ, মানসিক চাপ এবং বিষণ্নতা বৃদ্ধি করবে মাত্র। এইভাবে তারা অন্ধকার এবং সংকীর্ণ জীবনযাপন

করতে থাকবে, এমনকি তাদের পায়ের কাছে পৃথিবী থাকলেও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

খবর এবং সোশ্যাল মিডিয়া পর্যবেক্ষণ করলে এই ফলাফলটি বেশ স্পষ্ট।

উপসংহারে, প্রতিটি ব্যক্তি পরীক্ষা এবং অসুবিধার মুখোমুখি হবে তবে তাদের পছন্দ এবং আচরণের মাধ্যমে তারা উভয় জগতেই মানসিক এবং দেহের শান্তি পাবে বা উভয় জগতেই একটি কঠিন এবং অন্ধকার জীবন পাবে।

মন ও শরীরের শান্তি - 29

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। কিছু মুসলিম ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু হালাল হয়, কেউ যতটা খুশি ততটা করতে পারে। এই মনোভাব ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী, কারণ কিছু বৈধ হওয়ার অর্থ এই নয় যে এটিতে লিপ্ত হওয়া উচিত। জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর। উপরন্তু, নিম্নোক্ত আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে, নিজের কামনা-বাসনা, এমনকি হালালের অনুসরণ করা বিপথগামী হতে পারে। অধ্যায় 38 সাদ, আয়াত 26:

"...এবং [নিজের] ইচ্ছার অনুসরণ করো না, কারণ এটি তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। প্রকৃতপক্ষে, যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে হিসাব দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে।"

এই আয়াতে কেন হালাল সহ কামনা-বাসনা ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায় তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যখন কেউ তাদের জাগতিক হালাল কামনার অত্যধিক অনুসরণ করে, তখন তা তাদের কেয়ামতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করবে। এই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। একজনের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করা সবসময় তাদের তাদের আশীর্বাদগুলিকে ভুলভাবে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে, যার ফলে উভয় জগতেই সমস্যা দেখা দেয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই একজনকে অবশ্যই নিজের প্রতি সদয় হতে হবে এবং তাদের বৈধ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে কমিয়ে আনতে হবে এবং পরিবর্তে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, শান্তির আবাসস্থল, এবং পরকালে একজনের বিচার নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি নিশ্চিত করবেন যে তারা উভয় জগতেই মানসিক ও শরীরের শান্তি পাবেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মন ও শরীরের শান্তি - 30

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। লোকেরা প্রায়শই তাদের সুখ এবং আনন্দদায়ক লোকেদের, যেমন তাদের আত্মীয়দের অনুসরণ করার জন্য ভারসাম্য বজায় রাখতে লড়াই করে। সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি অনুসরণের সমস্যা হল যে এটি একজনকে চরমপন্থী মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। তারা হয় একদিকে সুইং করবে যার মাধ্যমে তারা মানুষের আনন্দের পিছনে ছুটবে, যা অনেক সংস্কৃতি দ্বারা সমর্থন করা কিছু। এটি শুধুমাত্র একটি মাথাবিহীন মুরগির মতো আচরণ করতে পারে যে তাদের খুশি করার জন্য বিভিন্ন মাস্টারদের পরিবেশনের মধ্যে ছুটে যায়। কিন্তু মানুষ যেমন ভিন্ন, একজন ব্যক্তিকে যা খুশি করে তা অন্যজনকে বিরক্ত করবে। তাই এই ব্যক্তি কখনই সকলকে খুশি করবে না এবং সেইজন্য নিজের মন বা শরীরের শান্তি কখনই পাবে না। অথবা তারা অন্য চরম দিকে দোলাবে, যার ফলে তারা অন্যদের অধিকার এবং তাদের অনুভূতির বিষয়ে যত্ন নেওয়া বন্ধ করে এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে, মনের শান্তি পাওয়ার প্রয়াসে। তারা কোনো গঠনমূলক সমালোচনা শুনতে অস্বীকার করবে, যা একজন ব্যক্তি ও সমাজের ইতিবাচক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। তারা অন্যদের প্রতি তাদের দায়িত্ব অবহেলা করবে, যা কেবল তাদের এবং সমাজের বাকিদের জন্য আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে। তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করতে গিয়ে, তারা সহজেই মহান আল্লাহকে ভুলে যাবে, কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে ব্যস্ত, কারণ তারা আর অন্য কিছুর পরোয়া করে না। এতে মানসিক ও শরীরের শান্তি নষ্ট হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

যিনি সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি অনুসরণ করেন তিনি সর্বদা এক চরম থেকে অন্য চরমে দোলাবেন। মন ও দেহের ভারসাম্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো মানব মন ও দেহের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যখন কেউ এটি করে, তখন তারা সবকিছুর উপরে তাঁকে খুশি করাকে অগ্রাধিকার দেবে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের খুশি করার জন্য ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে তাড়াহুড়ো করবে না। পরিবর্তে, তারা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যের অধিকার পূরণ করবে, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন, তবে তারা মানুষের কাছ থেকে কোনও প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা আশা করবে না বা আশাও করবে না। সুতরাং লোকেরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ তারা তাদের সমস্ত বিষয়ে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখে। কিন্তু যেহেতু তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা অন্যদের প্রতি অন্যায় করবে না বরং তাদের অধিকার পূরণ করবে। তারা যে কোনো গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করবে, যতক্ষণ তা ইসলামের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। এটি আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের আচরণে ইতিবাচক উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। যেহেতু তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখে, তারা তাদের আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করবে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটি মনের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে, যা উভয় জগতের মন এবং শরীরের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মন ও শরীরের শান্তি - 31

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মানুষ যখন কোনো ধরনের পার্থিব সাফল্য পায় তখন তারা সেই সাফল্য অর্জনের জন্য যে প্রচেষ্টা চালায় তাতে তারা সন্তুষ্টির অনুভূতি অনুভব করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রায়ই তাদের ডিগ্রী প্রাপ্ত করার সময় তারা সহ্য করা বহু ঘন্টার সংশোধন নিয়ে সন্তুষ্ট বোধ করবে। পার্থিব লক্ষ্য যত বড়, সে তত বেশি তৃপ্তি অনুভব করে। একইভাবে, যারা পরকালে জান্নাত লাভ করবে তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি পাওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা করেছে তাতে সন্তুষ্ট হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই তৃপ্তির অনুভূতিটিই প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে যখন জান্নাতবাসীদের বর্ণনা করা হয়েছে ৪৪ আল গাশিয়াহ, ৪-৭ আয়াতে:

"[অন্যান্য] মুখ, সেদিন আনন্দ দেখাবে। তাদের প্রচেষ্টায় [তারা] সন্তুষ্ট।"

অতএব, প্রতিটি মুসলমানকে বিচার দিবসে তারা কতটা সন্তুষ্টি অনুভব করতে চায় তার প্রতিফলন করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যদি কেউ এই তৃপ্তি অনুভব করতে চায়, যেমন তারা পার্থিব তৃপ্তি অনুভব করার জন্য উন্মুখ থাকে, তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তা অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা করা, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

মন ও শরীরের শান্তি - 32

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পার্থিব সাফল্যের বিপরীতে, যা প্রকৃতির দ্বারা অত্যন্ত চঞ্চল, ধর্মীয় সাফল্য সবসময় মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়। পার্থিব সাফল্য সর্বদা বস্তুগত লাভের সাথে যুক্ত থাকে, যেমন খ্যাতি, ভাগ্য এবং কর্তৃত্ব, এবং তাই মানুষের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে প্রকৃত দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য, যা ইসলামের সাথে যুক্ত, সবসময় স্পষ্ট নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ধর্মীয় সাফল্যের সাথে মন এবং শরীরের শান্তি জড়িত, যা পালন করা কঠিন। উপরন্তু, মহান আল্লাহ, যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করেন তাদের সুস্পষ্ট পার্থিব সাফল্যের নিশ্চয়তা দেন না, কারণ এটি প্রকৃতিতে চঞ্চল এবং মানসিক ও শরীরের শান্তির দিকে পরিচালিত করে না। আনুগত্যের অর্থ হল সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, নিচের আয়াতগুলো কঠিন সময়ে আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে। কোন পুরস্কারই পার্থিব সাফল্যের সাথে যুক্ত নয়। তারা পরিবর্তে আধ্যাত্মিক সাফল্যের সাথে সংযুক্ত, যা প্রায়ই পর্যবেক্ষণ করা কঠিন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 155-157:

"এবং আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ ও জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে, তবে ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন। তারা যখন বিপদে আপতিত হয়, তখন বলে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহর। আমরা তাকেই প্রত্যাবর্তন করব।" এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং তারাই [সঠিক] পথপ্রাপ্ত।"

অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে, মহান আল্লাহকে মান্য করা পার্থিব সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন সম্পদ এবং কর্তৃত্ব, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুটি সংযুক্ত নয়। এর পরিবর্তে একজনকে উচ্চতর লক্ষ্য করা উচিত এবং আধ্যাত্মিক সাফল্য, অর্থ, মানসিক শান্তি পছন্দ করা উচিত, কারণ এটি উভয় জগতের প্রতিটি পরিস্থিতিতে সহ্য করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

সমতা- ১

সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, কারো বংশধর যদি তাদের ভালো কাজের অভাব থাকে তাহলে বিচারের দিনে তাদের কোন উপকার হবে না। মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের নেক আমল অনুসারে পরকালে রহমত ও মর্যাদা দান করেন। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 132:

"এবং সকলের জন্য তারা যা করেছে তার থেকে ডিগ্রী [অর্থাৎ, অবস্থানের ফলস্বরূপ]..."

তাই একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসে প্রতারিত হওয়া উচিত নয় যে তাদের বংশ তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। যদি কিছু থাকে, যে ব্যক্তির বংশে একজন ধার্মিক মুসলিম রয়েছে, তার উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা, যাতে তারা তাদের স্তরে পৌঁছায় এবং মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত নাম ও মর্যাদা অনুসারে বেঁচে থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উভয় জগতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছিল, তখনও তিনি ইবাদতে এত কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন যে তাঁর পা ফুলে গিয়েছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 7124 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিম, 519 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, একমাত্র মহান আল্লাহ এবং সৎ বিশ্বাসীরা তার বন্ধু এবং তার নিকটবর্তী। তিনি বংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দেননি এবং মুসলমানদেরও উচিত নয়।

ইসলাম একটি সাম্যের ধর্ম এবং তাই সকলের সাথে মহান আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে এবং পরকালে তাদের অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টা অনুসারে আচরণ ও বিচার করবেন, লিঙ্গ, বংশ এবং ভ্রাতৃত্বের মতো অন্যান্য সমস্ত জিনিসের কোন মূল্য নেই। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

সমতা - 2

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোনো কাজ করার সময় একজন মুসলিমকে সর্বদা তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা উচিত, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের পুরস্কৃত করবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করবে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলিম সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে, যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করা হয়েছে, ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, এই ক্ষেত্রে, ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। তার উপর অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এছাড়াও, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি এও নির্দেশ করে যে, নারীরা যেন পুরুষদের ব্যাপারে দুনিয়াতে তাদের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক ও তর্ক-বিতর্ক করে সময় নষ্ট না করে। পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষদের অনুলিপি করা বা ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে নেই। একমাত্র মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার মধ্যেই এর নিহিত রয়েছে।

তাই একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যে তার অধিকার এবং মানুষের অধিকার পূরণের মাধ্যমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের কিছু আছে বা তাদের আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পরিশেষে, ইসলাম যেমন মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে মানুষের বিচার করে, তেমনি মানুষের উচিত। জাগতিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে তাদের অন্যদেরকে তাদের থেকে নিকৃষ্ট মনে করা উচিত নয়, কারণ এটি প্রায়শই গর্বিত হয় এবং অন্যের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয়, উভয়ই উভয় জগতে বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করে।

একজন ব্যক্তির আসল মর্যাদা লুকিয়ে থাকে, কারণ একজনের উদ্দেশ্য লোকেদের থেকে লুকানো থাকে, এমনকি যদি তারা তাদের কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। অতএব, অন্যদের অবজ্ঞা করা বোকামি, কারণ তারা তাদের থেকে উচ্চতর হতে পারে।

সমতা - 3

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না, কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। তাকে, এবং তাকে ধূলি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বংশ সম্পর্কে গর্ব করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলিম জাতি ও গোষ্ঠী সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব গ্রহণ করেছে, এর ফলে কিছু লোককে এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, নাম তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়, তাদের দৃষ্টিতে মর্যাদা তত বেশি হয়। মহান আল্লাহর। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকেরা তৈরি করেছে, যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

অবশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে, কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্রটি পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেই লোকদের মত যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক ঐতিহ্য ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি রাখা বা স্কার্ফ পরা, তথাপি তাঁর অভ্যন্তরীণ মহৎ চরিত্র অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলিমদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে।

অবশেষে, মানবজাতির উৎপত্তির কথা মনে রাখা একজনকে অহংকার গ্রহণ করতে বাধা দেবে, যার একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের 265 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অহংকার শুধুমাত্র একজনকে অন্যের প্রতি নীচু দৃষ্টিতে দেখতে উৎসাহিত করে, যদিও তাদের কাছে যা কিছু আছে তা মহান আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন। গর্ব একজনকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উত্সাহিত করবে, যখন

এটি তাদের কাছ থেকে আসে না। অতএব, যেকোন কিছুর প্রতি অহংকার, যেমন একজনের ধার্মিক পূর্বপুরুষ, যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে।

সমতা - 4

এটি পবিত্র কুরআনের 49 অধ্যায় আল হুজুরাত, আয়াত 13 এর সাথে সংযুক্ত:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাকওয়া তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর হুকুম পালনে সচেষ্ট হয়, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। দুর্ভাগ্যবশত, শয়তান পুরুষদের তুলনায় নারীর মর্যাদা নিয়ে বিতর্ক করার জন্য অনেক নারীকে প্রতারণা করেছে। যদিও, ইসলাম নারীদেরকে এমন সম্মান দিয়েছে যা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্বাস কখনও দেয়নি যেমন জান্নাত, যা চূড়ান্ত সুখ, একজন নারীর পায়ের নীচে, অর্থাৎ একজনের মাকে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 3106 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, 3895 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে তার সাথে আচরণ করে। স্ত্রী সেরা। আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, নারীদের পুরুষদের সাথে নিজেদের তুলনা করার ব্যাপারে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ মহান আল্লাহ তা চান না। পরিবর্তে, মহিলাদের উচিত তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য প্রচেষ্টা করা এবং যদি তারা তা অর্জন করে তবে তারা তাদের চেয়ে কম ধার্মিকতার অধিকারী প্রত্যেক পুরুষ বা মহিলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে। এই বেঞ্চমার্ক যা আলাদা করে কে কার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর এই আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে এটা কারো লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা

দেখতে পাবে মহান নারী মুসলিম যারা নারী-পুরুষের পার্থক্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক না করে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করেছে এবং ফলস্বরূপ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী-পুরুষের চেয়ে ভালো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম নারীদের যদি তাদের স্বপ্নের সমস্ত অধিকার প্রদান করা হয়, তাহলেও তারা তাকওয়া অবলম্বন না করা পর্যন্ত এটি তাদের অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব তৈরি করবে না। এটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ মিডিয়া এবং যারা তাদের খুশি মত আচরণ করেন। এবং এই সত্যটি পরের বিশ্বে স্ফটিক পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতএব, একজন মুসলমান যদি অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে চায়, তবে তা তাকওয়া ও তর্ক-বিতর্কের মধ্যে নয়।

আশা- ১

জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে। অথচ মূর্খ ইচ্ছুক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে এবং তারপর মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের ইচ্ছা পূরণের প্রত্যাশা করে।

মুসলমানদের জন্য এই দুটি মনোভাবকে বিভ্রান্ত না করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা একটি ইচ্ছাপ্রসূত চিন্তাবিদ হিসাবে বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু এড়াতে পারে, কারণ এই ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বা পরের জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা এমন একজন কৃষকের মতো যে রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়, বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হয়, জমিতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারপরে একটি বিশাল ফসলের আশা করে। এটি সাধারণ মূর্খতা এবং এই কৃষকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যেখানে, প্রকৃত আশা হল একজন কৃষকের মত যে জমি প্রস্তুত করে, বীজ রোপণ করে, জমিতে জল দেয় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের একটি বিশাল ফসলের আশীর্বাদ করবেন। মূল পার্থক্য হল যে প্রকৃত আশার অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে। তার উপর এবং যখনই তারা পিছলে যায় তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য

সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে না, বরং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করবে এবং তবুও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলে আশা করবেন।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মূল পার্থক্যটি শিখতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশা গ্রহণ করতে পারে, যা সর্বদা উভয় জগতেই ভাল এবং সাফল্য ছাড়া কিছুই নিয়ে যায় না। সহীহ বুখারী, ৭৪০৫ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ধরনের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা যা অতীতের জাতি এবং এমনকি মুসলিম জাতিকে প্রভাবিত করেছিল যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে এবং বিচারের দিনে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের রক্ষা করবে। জাহান্নাম থেকে যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত একটি সত্য এবং অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজাহ, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়, এমনকি তাঁর সুপারিশে কিছু মুসলিমও কম নয়। এর দ্বারা যার শাস্তি লাঘব হবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে একটি মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে প্রকৃত আশা গ্রহণ করা উচিত।

যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না তাদেরকে শয়তান বুঝিয়ে দেয় যে, তারা সেই দিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে এই দাবি করে যে তারা এতটা খারাপ ছিল না কারণ তারা হত্যার মতো বড় অপরাধ এড়িয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করেছে যে তাদের আবেদন গৃহীত হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠানো হবে যদিও তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস

করেছিল। এটি অবিশ্বাস্যভাবে মূর্খ কারণ মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির সাথে আচরণ করবেন না যিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করেছেন যে তাকে অবিশ্বাস করেছে। একটি একক শ্লোক এই ধরণের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে মুছে দিয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

"আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্যকে দ্বীন হিসাবে চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানের এই বিশ্বাস করে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করা উচিত নয় যে তারা একজন মুসলিম হওয়ায় তারা একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে, এমনকি তাদের পাপের ফলস্বরূপ তাদের প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। কেউ তাদের বিশ্বাস নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করে, সে তাদের ঈমান ছাড়া এই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার মহা বিপদে পড়ে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈমান হল একটি গাছের মতো যা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে লালন-পালন ও যত্ন নিতে হবে। যখন বিশ্বাসের গাছটিকে অবহেলা করা হয় তখন এটি ভালভাবে মারা যেতে পারে, উভয় জগতে তাদের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য কিছুই না রেখে।

আশা - 2

সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ ঐশী হাদীসে, মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি তাঁর বান্দাদের তাঁর উপলব্ধি অনুসারে কাজ করেন এবং আচরণ করেন। এর অর্থ হল যদি একজন মুসলমানের ভাল চিন্তা থাকে এবং মহান আল্লাহর কাছে ভাল আশা করে, তবে তিনি তাদের নিরাশ করবেন না। একইভাবে, কেউ যদি মহান আল্লাহ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে, যেমন বিশ্বাস করা যে তাকে ক্ষমা করা হবে না, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশা এবং এই হাদিসটি ইচ্ছুক চিন্তাধারার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়। তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে এবং এখনও আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং উভয় জগতে তাদের রহমত দান করবেন। এটা সত্যিকারের আশা নয়, এটা নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তা। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি কোনো বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হন, তাদের ফসলে জল দিতে ব্যর্থ হন এবং এখনও একটি বড় ফসল কাটার আশা করেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে এবং যখনই তারা পিছলে যায়, তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করে। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি বীজ রোপণ করেন, তাদের ফসলে জল দেন, ফসলকে সুস্থ রাখার জন্য প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেন এবং তারপরে একটি বড় ফসলের আশা করেন। জামে আত

তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাখ্যাটি সংক্ষিপ্ত করেছেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানকে তাদের জীবনের সময় মহান আল্লাহকে আরও বেশি ভয় পোষণ করা উচিত, কারণ এটি এমন পাপগুলিকে বাধা দেয় যা আশার চেয়ে উচ্চতর যা একজনকে সৎ কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী ধরনের। কিন্তু অসুস্থতা ও অসুবিধার সময় এবং বিশেষত মৃত্যুর সময়, একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়া আর কিছুই থাকা উচিত নয়, এমনকি যদি তারা তাদের জীবন তাঁর অবাধ্যতার মধ্যে অতিবাহিত করে থাকে, যেমনটি পবিত্রভাবে নির্দেশ করেছেন। সহীহ মুসলিমে ২৮৭৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় নবী মুহাম্মদ সা.

আশা - 3

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি সাধারণ জিনিস নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা অনেক লোক করে থাকে, মানুষের মধ্যে আশা রাখা। এই মনোভাবের সমস্যা হল যে মানুষ ফেরেশতা না হওয়ায় তারা ভুল করতে বাধ্য এবং মানুষের প্রত্যাশা ও আশার অভাব হয়। উপরন্তু, সময় পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব পথ ধরে অগ্রসর হয়, যা অন্য সকলের পথ থেকে আলাদা, এটি তাদের তাদের নিজস্ব জিনিস যেমন তাদের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তনটি প্রায়শই তাদের এমন লোকেদের হতাশ করে দেয় যারা তাদের মধ্যে আশা রাখে যদিও তারা এটি করতে চায় না। যারা নিখুঁত নয় তাদের মধ্যে আশা করা সাধারণত হতাশার দিকে পরিচালিত করবে। বিশেষ করে এশিয়ান সম্প্রদায়ে এর একটি সাধারণ উদাহরণ হল যখন পিতামাতারা তাদের সন্তানদের মধ্যে আশা রাখেন। তারা আশা করে যে তাদের সন্তানরা জীবনের পথ বেছে নেবে যে তারা তাদের পরামর্শ দেয় এবং আশা করে যে তাদের সন্তানরা তাদের পিতামাতার যত্ন নেওয়াকে তাদের চূড়ান্ত অগ্রাধিকারে পরিণত করবে। যদিও, বাচ্চাদের অবশ্যই তাদের পিতামাতার যত্ন নেওয়া উচিত কারণ এটি তাদের কর্তব্য, পিতামাতার তাদের উপর তাদের আশা রাখা উচিত নয় কারণ এটি প্রায়শই হতাশার কারণ হতে পারে। এর পরিবর্তে মানুষের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন করা, যেমনটি আল্লাহ আদেশ করেছেন, এবং তারপর মহান আল্লাহর উপর আশা করা উচিত। একজন মুসলমানের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে সমস্ত সাহায্যের উৎস হল আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টি হল একটি মাধ্যম মাত্র। উত্স এখনও তাদের সাহায্য করতে পারে এমনকি তাদের মনের উপায়গুলি ছাড়াই যদি তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু নিজেদের দ্বারা উপায় উৎস ছাড়া সাহায্য করতে পারে না. মুসলমানরা যদি তাদের মনোনিবেশ করে এবং উপায়ের উপর আশা রাখে তাহলে তারা হতাশ হবে। কিন্তু যদি তারা এটাকে উৎসের উপর রাখে তাহলে কোন কিছুই তাদেরকে মহান আল্লাহর সমর্থন লাভে বাধা দিতে পারবে না।

সুতরাং মুসলমানদের জন্য তাদের আশা সঠিক জায়গায় স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ, যা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা, তারপর তারা শান্তি পাবে। তারা উভয় জগতেই মন এবং সন্তুষ্টি কামনা করে।

আশা - 4

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন মুসলিমের জানাজা সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যে প্রকাশ্যে এবং অবিরতভাবে বড় পাপ করেছে। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহর রহমত অসীম এবং সমস্ত পাপ কাটিয়ে উঠতে পারে এবং মহান আল্লাহর অসীম রহমতের উপর আশা ত্যাগ করে, অধ্যায় 12 ইউসুফ, 87 নং আয়াতে অবিশ্বাস হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

"... প্রকৃতপক্ষে, কাফের লোকেরা ছাড়া আল্লাহর কাছ থেকে আর কেউ নিরাশ হয় না।"

তবুও, একটি সত্য বোঝা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। একজন মুসলমান তাদের বিশ্বাসের অর্থ নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি, একজন মুসলিম অমুসলিম হিসাবে মারা যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। যদি এমন হয় তবে এই ব্যক্তি আখেরাতে কোথায় থাকবেন তা উপসংহারে পৌঁছাতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। এটি তখন ঘটতে পারে যখন একজন মুসলিম পাপের উপর অটল থাকে, বিশেষ করে বড় পাপ, যেমন মদ পান করা এবং তাদের ফরয নামায পড়তে ব্যর্থ হয় এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে তাদের শেষ পর্যন্ত পৌঁছায়। এই কারণেই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের সমস্ত পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে এবং তাদের সমস্ত বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে,

কারণ এটি এমন একটি কাজ যা তারা নিঃসন্দেহে পূর্ণ করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি তাদের আশা আছে বলে বিশ্বাস করে তাদের প্রতারিত করা উচিত নয়। মহান আল্লাহর রহমতের প্রকৃত আশা হিসাবে, কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা সমর্থিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি করতে ব্যর্থ হওয়া এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা তাঁর রহমতের আশা নয়, এটি নিছক ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা, যার ইসলামে কোন ওজন বা তাৎপর্য নেই। জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন।

আশা - 5

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির অনেকগুলি বিভিন্ন আশা এবং অনেকগুলি বিভিন্ন ভয় থাকে। ফলস্বরূপ, লোকেরা তাদের আশা অর্জন করতে এবং তাদের ভয় এড়াতে তাদের দেওয়া সংস্থানগুলি ব্যবহার করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল বিচার দিবসে এই ভয় ও আশাগুলো বিলীন হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের একক ভয় এবং জান্নাতের আশা ছাড়া কেউ তাদের সম্পর্কে দ্বিতীয়বার চিন্তাও করবে না। এটাই বাস্তবতা যে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন এবং তারা তাদের মত জীবনযাপন করার একটি প্রধান কারণ ছিল। তারা জানত যে বিচার দিবসে তাদের সমস্ত পার্থিব ভয় এবং আশাগুলি কেবল একটি ভয় এবং একটি আশায় হ্রাস পাবে, তাই ফলস্বরূপ তারা তাদের আশা এবং ভয়কে একটি আশা এবং একটি ভয়ে পরিণত করেছিল, যখন তারা এখনও পৃথিবীতে বাস করছিল। এটি নিশ্চিত করেছে যে তারা জান্নাতের তাদের একক আশা পেতে এবং জাহান্নামের একক ভয় থেকে বাঁচতে তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদ এবং সম্পদগুলি ব্যবহার করেছে। এটি তাদের ইহকাল এবং পরকালে শান্তি পেতে অনুমতি দেয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এর অর্থ এই নয় যে জান্নাত ও জাহান্নাম ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ভয় বা আশা করা উচিত নয়। এই আলোচনার অর্থ হল, এই পৃথিবীতে তারা যা ভয় ও আশা করছে তার সবই জাহান্নামের একক ভয় এবং জান্নাতের আশায় নিহিত থাকতে হবে। অন্য কথায়, একজনের সমস্ত ভয় এবং আশা জাহান্নামের একক ভয় এবং জান্নাতের জন্য একক আশার সাথে সরাসরি যুক্ত হতে হবে। অন্যান্য সমস্ত ভয় এবং আশা বাদ দেওয়া উচিত , কারণ তারা এই পৃথিবীতে গুরুত্বহীন, এমনকি যদি এটি একজন ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট না হয়, কারণ বিচারের দিনে তারা গুরুত্বহীন হবে। এই পদ্ধতিতে আচরণ করা এই পৃথিবীতে একজনের আরাম ও শান্তি বৃদ্ধি করবে এবং নিশ্চিত করবে যে তারা জাহান্নামের একক ভয় থেকে পালানোর জন্য এবং পরকালে জান্নাতের জন্য তাদের একক আশা পাওয়ার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত রয়েছে।

সামাজিকীকরণ- ১

সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে।

এর মানে এই নয় যে, এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে একজন মুসলমান তাদের ঈমান হারাবে। এর অর্থ হল, যতক্ষণ না তারা এই উপদেশের উপর আমল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমের ঈমান পূর্ণ হবে না। এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিম তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। এটি সহীহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত, নম্বর 6586। এটি পরামর্শ দেয় যে মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের একটি অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ ব্যথা ভাগ করে নেয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণা করা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে।

একজন মুসলিম তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে। এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভাল কামনা করতে বাধ্য করবে। সুতরাং বাস্তবে এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে, ক্ষমাশীল হওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষের মতো মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যের জন্য ভালো চাওয়া তাদের ভালো জিনিস হারাতে হবে না। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য ভাল কামনা করার মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন আর্থিক বা মানসিক সমর্থন, যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করতে চান। অতএব, এই ভালবাসা কেবল কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে। এমনকি যখন একজন মুসলিম মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং উপদেশ দেয়, যা অন্যের ইচ্ছার পরিপন্থী, তখন তাদের উচিত হবে এমন নম্রভাবে যেমন তারা চায় যে অন্যরা তাদের সদয় উপদেশ দিক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি পারস্পরিক ভালবাসা এবং যত্নের বিরোধিতাকারী সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন হিংসা। ঈর্ষা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদের অধিকারী হতে চায় যা শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন তা অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নিয়ামত বিতরণের জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ এবং হিংসাকারীর নেক আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুনান আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যের কাছে থাকা হালাল জিনিসগুলি কামনা করতে হয় তবে তাদের উচিত অন্য ব্যক্তিকে না হারিয়ে একই বা অনুরূপ জিনিস দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা উচিত। তাদের আশীর্বাদ। এই ধরনের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক

থেকে প্রশংসনীয়। সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তিকে হিংসা করা উচিত যে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হন যিনি তাদের জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারে ব্যবহার করেন।

একজন মুসলমানের উচিত শুধু অন্যের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য নয় বরং উভয় জগতের ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্যও ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে কঠোর প্রচেষ্টা করার জন্য উত্সাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে, শান্তি। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। এই ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা ইসলামে স্বাগত জানানো হয়েছে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 26:

"... সুতরাং এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই অনুপ্রেরণা একজন মুসলিমকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করতে এবং দূর করার জন্য নিজেদের মূল্যায়ন করতেও অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই দুটি উপাদান অর্থকে একত্রিত করে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

তাই একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসার দাবি করা উচিত নয় বরং তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাতে হবে। আশা করা যায় যে এইভাবে অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর উদ্বেগ লাভ করবে। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামাজিকীকরণ - 2

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাদের থেকে একটি কষ্ট দূর করবেন।

এটি দেখায় যে একজন মুসলমানের সাথে মহান আল্লাহ যেভাবে আচরণ করেন, একইভাবে তারা আচরণ করে। ইসলামের শিক্ষার মধ্যে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 152:

"সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি তোমাকে মনে রাখব..."

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত লাভ করবে।

একটি দুর্দশা এমন কিছু যা কাউকে উদ্বেগ এবং অসুবিধার মধ্যে ফেলে দেয়। অতএব, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি অন্যের জন্য এই ধরনের কষ্ট লাঘব করবে, তা পার্থিব হোক বা ধর্মীয় হোক, বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তায়ালা বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। অনেক হাদীসে বিভিন্নভাবে এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, জামে আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি একজন ক্ষুধার্ত মুসলিমকে আহার করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাতের ফল খাওয়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পান করাবে তাকে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ জান্নাত থেকে পান করাবেন।

যেহেতু আখেরাতের কষ্টগুলো দুনিয়ার তুলনায় অনেক বেশি, সেহেতু এই পুরস্কার একজন মুসলমানের জন্য আটকে থাকে যতক্ষণ না তারা আখিরাতে পৌঁছায়। এটি এও ইঙ্গিত দেয় যে, একজন মুসলমানকে দুনিয়ার কষ্টের চেয়ে হাশরের দিনের কষ্টের প্রতি সবসময় বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত। একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়ার কষ্টগুলো সর্বদাই হবে ক্ষণস্থায়ী, আখেরাতের কষ্টের চেয়ে কম কঠিন এবং কম প্রসারী। এই বোঝাপড়া নিশ্চিত করবে যে তারা পরকালের কষ্ট এড়াতে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে কঠোর পরিশ্রম করবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। কেউ যদি এটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট। যারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করতে অভ্যস্ত তারাই যাদের দোষ-ত্রুটি মহান আল্লাহ প্রকাশ্যে আনেন। কিন্তু যে অন্যের দোষ লুকিয়ে রাখে তাকে সমাজ এমন একজন বলে মনে করে যার কোনো স্পষ্ট দোষ নেই।

এই উপদেশের প্রতি দুই ধরনের লোক আছে। প্রথমটি হল তারা যাদের ভুল কাজগুলি ব্যক্তিগত অর্থ, এই ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপ করে না এবং অন্যদের কাছে গর্বিতভাবে তাদের পাপ প্রকাশ করে না। যদি এই ব্যক্তি পিছলে যায় এবং এমন কোন গুনাহ করে যা অন্যদের কাছে জানা যায়, তবে তা যতক্ষণ না অন্যের ক্ষতি না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা আবৃত করা উচিত। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 19:

"নিশ্চয়ই যারা পছন্দ করে যে, যারা ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে অনৈতিকতা ছড়িয়ে পড়ুক [বা প্রচার করা হোক] তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি..."

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4375 নং হাদিসে পাওয়া একটি হাদিসে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে তাদের ভুলগুলি উপেক্ষা করার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় প্রকারের লোক হল সেই পাপাচারী যে প্রকাশ্যে পাপ করে এবং লোকেদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার পরোয়া করে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রায়ই অন্যদের কাছে করা পাপের বিষয়ে গর্ব করে। তারা যেমন অন্যদেরকে খারাপ কাজ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে, তেমনি অন্যদেরকে সতর্ক করার জন্য তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা এই হাদিসের বিরোধী নয়। কিংবা এই ব্যক্তিকে এই দুষ্ট ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার বিনিময়ে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন, যা সুনানে ইবনে মাজাহ নং 2546-এ পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করছে। সঠিক কারণে।

আলোচ্য মূল হাদীসের এই অংশে আমল করা জরুরী, কারণ বিচার দিবসে সমগ্র সৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হওয়ার অপমান কল্পনার বাইরে। সুতরাং একজন ব্যক্তির এই বিশ্বাসে নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় যে, এই পৃথিবীতে উন্মোচিত হওয়া তাদের জন্য যেমন সহনীয়, তেমনি তারা বিচারের দিনে উন্মুক্ত হওয়াও সহ্য করতে সক্ষম হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, মহান আল্লাহ একজন মুসলিমকে সাহায্য করতে থাকবেন যতক্ষণ না তারা অন্যদের সাহায্য করছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে যখন তারা কোনো কিছুর জন্য চেষ্টা করে বা কোনো বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি সাহায্য করে তখন ফলাফল সফল হতে পারে বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ যখন কাউকে সাহায্য করেন, তখন একটি সফল ফলাফল নিশ্চিত হয়। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই ঐশ্বরিক সাহায্য প্রাপ্ত হয় যখন একজন অন্যকে ধর্মীয় এবং বৈধ পার্থিব উভয় বিষয়ে সাহায্য করে। উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাহায্য করতে হবে, যদি তারা এই পুরস্কার চায়। এর মানে তাদের আশা করা উচিত নয়, আশা করা উচিত নয় এবং তারা যারা সাহায্য করছে তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার কোনো লক্ষণ চাওয়া উচিত নয়।

তাই মুসলমানদের উচিত, নিজেদের স্বার্থে, অন্যদেরকে সকল ভালো কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করা যাতে তারা উভয় জগতে মহান আল্লাহর সাহায্য পায়।

সামাজিকীকরণ - 3

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোনো অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ তার ব্যথায় অংশ নেয়।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, নিজের জীবনে এতটা আত্মমগ্ন না হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে এমন আচরণ করা হয় যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘুরছে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যাগুলির প্রতি এত বেশি মনোযোগ দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে যে তারা বৃহত্তর চিত্রের উপর মনোযোগ হারায় যা অধৈর্যতার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি গাফিলতি করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের মতানুযায়ী অন্যদের সমর্থন করতে তাদের দায়িত্বে ব্যর্থ হয়। মানে একজন মুসলমানের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরে প্রসারিত এবং এতে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য অন্তর্ভুক্ত, যেমন ভাল এবং আন্তরিক পরামর্শ।

মুসলমানদের উচিত নিয়মিত সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা এবং যারা সারা বিশ্বে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে। এটি তাদের আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মমগ্ন হওয়া এড়াতে অনুপ্রাণিত করবে এবং পরিবর্তে অন্যদের সাহায্য করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে সে একটি পশুর চেয়েও নিচু হয়, এমনকি তারা তাদের সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানকে তার নিজের পরিবারের

বাইরে অন্যদের জন্য কার্যত যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুদের চেয়ে উত্তম হওয়া উচিত।

এই হাদিসটি ইসলামে ঐক্য ও সাম্যের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজনকে অবশ্যই অন্য মুসলমানদের তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করতে হবে, তাদের লিঙ্গ, জাতি বা অন্য কিছু নির্বিশেষে।

যেভাবে একজন ব্যক্তি তার নিজের কষ্ট দূর করতে চায়, তাকে অবশ্যই অন্যদের জন্য এইভাবে আচরণ করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ মূল হাদিসটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে একজন মুসলমানের জন্য তাদের বিপদের সম্মুখীন হওয়া এবং অন্য মুসলমানের জন্য দুর্দশার মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটি একই মধ্যে একটি.

পরিশেষে, যদিও একজন মুসলমান পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারে না কিন্তু তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন এবং আশা করেন।

সামাজিকীকরণ - 4

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদেরকে গুনাহের পথ দেখায়, তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্ক হওয়া জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না কেবল এই দাবি করে যে তারা কেবল অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যাতে তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেরা করতে পারে না এমন কাজের জন্য পুরস্কার লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয় অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

উপরন্তু, এই ইসলামি নীতিটি একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও তার ভাল কাজের বৃদ্ধি নিশ্চিত করার একটি চমৎকার উপায়। একজন ব্যক্তি যত বেশি অন্যদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দের দিকে পরিচালিত করবে, তাদের নেক আমল তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। এটি এমন একটি উত্তরাধিকার যা একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের সাথে চিন্তা করতে হবে, কারণ অন্যান্য সমস্ত উত্তরাধিকার যেমন সম্পত্তি সাম্রাজ্য, আসবে এবং যাবে, এবং তারা মারা যাওয়ার পরে তাদের কোন উপকার করবে না। যদি কিছু থাকে তবে তাদের সাম্রাজ্য উপার্জন এবং জমা করার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে যখন তাদের উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তিদের রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য উপভোগ করে।

সামাজিকীকরণ - 5

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলিমকে অবশ্যই ঈমানের উভয় দিকই পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের অধিকার পূরণ করা, যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান ও ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতি থেকে দূরে রাখে। ব্যক্তি এবং তাদের সম্পত্তি, তারা যে ধর্মই অনুসরণ করে না কেন।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু মানুষ এতটা ক্ষমাশীল নয়, একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা বিচারের দিনে তাদের মূল্যবান ভাল কাজগুলি কেড়ে নিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবে।

এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে।

নামায ও রোযার মত নেক আমল জমা করার কোন মানে হয় না, শুধু বিচার দিবসে তা অন্যের হাতে তুলে দেওয়া। বরং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহ, মহান ও মানুষের অধিকার পূরণ করে তাদের নেক আমল বৃদ্ধি এবং তাদের পাপ কমানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

সামাজিকীকরণ - 6

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষের নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে, তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলিমদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামিক জ্ঞান অনুসারে, ভদ্রভাবে, ভাল কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা ছেড়ে না দেওয়া। একজন মুসলমানের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয় তারা শেষ পর্যন্ত তাদের নেতিবাচক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম হোক বা দৃশ্যত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফেল হয়ে গেলেও, তাদের পরিবারের মতো নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ কেবল তাদেরই বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য, সুনানে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। আবু দাউদ, সংখ্যা 2928। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয় তবে তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত তাদের অবিরাম পরামর্শ দিয়ে একটি ভদ্র উপায়ে যা সমর্থন করে। শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান। অজ্ঞতাবশত এবং মন্দ আচার-ব্যবহারে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ মানুষকে সত্য

ও সঠিক পথনির্দেশ থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে, যা পুরো সমাজকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে।

যখন কেউ সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজের নিষেধ সঠিকভাবে করে তখনই তারা সমাজের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন তাকে ক্ষমা করা হবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 164:

"এবং যখন তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলেছিল, "আপনি কেন এমন একটি সম্প্রদায়কে উপদেশ [বা সতর্ক করবেন] যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন বা কঠিন শাস্তি দেবেন?" তারা [উপদেষ্টাগণ] বলল, "তোমাদের সামনে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। প্রভু এবং সম্ভবত তারা তাঁকে ভয় করতে পারে।"

কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজগুলিকে উপেক্ষা করে, তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

সামাজিকীকরণ - 7

সুনানে আবু দাউদ 4340 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করার গুরুত্বের পরামর্শ দিয়েছেন। এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, সব ধরনের আপত্তি করা সকল মুসলমানের জন্য কর্তব্য। তাদের শক্তি এবং উপায় অনুযায়ী মন্দ. এই হাদিসে বর্ণিত সর্বনিম্ন স্তর হল মন্দকে অন্তর দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা।

এটি দেখায় যে অভ্যন্তরীণভাবে খারাপ কাজগুলিকে অনুমোদন করা নিষিদ্ধ জিনিসগুলির মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4345 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন মন্দ সংঘটিত হওয়ার সময় উপস্থিত থাকে এবং তা নিন্দা করে, সে সেই ব্যক্তির মতো যে ছিল না। বর্তমান কিন্তু যে অনুপস্থিত ছিল এবং মন্দ কাজটি অনুমোদন করেছে সে সেই ব্যক্তির মত যে তা করার সময় উপস্থিত এবং নীরব ছিল।

মন্দের প্রতি আপত্তি করার প্রথম দুটি দিক, যা আলোচনায় প্রধান হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হল একজনের শারীরিক কাজ ও কথাবার্তা। এটি শুধুমাত্র একজন মুসলিমের উপর একটি কর্তব্য যার এটি করার শক্তি আছে, উদাহরণস্বরূপ, তাদের কাজ বা কথার দ্বারা তাদের ক্ষতি করা হবে না।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, নিজের হাত দিয়ে মন্দকে আপত্তি করা মানে লড়াই করা নয়। এটি অন্যের মন্দ কাজগুলিকে সংশোধন করাকে বোঝায়, যেমন

বেআইনিভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে এমন কারো অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। যে ব্যক্তি এখনও এটি করার অবস্থানে রয়েছে, সে তা করা থেকে বিরত থাকে তাকে একটি শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে আবু দাউদ, 4338 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মুসলমানদের উপদেশ দিয়েছেন যে, সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে তারা যেন সৃষ্টিকে ভয় না করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি সৃষ্টির ভয়কে তাদের মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করা থেকে বিরত রাখতে দেয় তাকে সেই ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে নিজেকে ঘৃণা করে এবং বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তায়ালার দ্বারা সমালোচিত হবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4008 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এটি এমন ব্যক্তিকে বোঝায় না যে ক্ষতির ভয়ে চুপ থাকে কারণ এটি একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত। এটি পরিবর্তে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যে লোকেদের দৃষ্টিতে অবস্থানের কারণে নীরব থাকে, যদিও তারা ঘটছে এমন মন্দের বিরুদ্ধে কথা বললে তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

সুনানে আবু দাউদ, 4341 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি যখন অন্যরা তাদের লোভের আনুগত্য করে, তাদের ভুল মতামত ও আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে এবং যখন তারা পরকালের চেয়ে বস্তুগত দুনিয়াকে পছন্দ করে তখন তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে খারাপ জিনিসের বিরুদ্ধে আপত্তি করা ছেড়ে দিতে পারে। এই সময়টা এসে গেছে বলে শেষ করতে পণ্ডিত লাগে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 105।

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদেরই দায়িত্ব তোমাদের উপর। যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তুমি হেদায়েত পাবে..."

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, একজন মুসলিমের উচিত তাদের নির্ভরশীলদের ব্যাপারে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা কারণ এটি তাদের উপর একটি কর্তব্য সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এবং তারা শারীরিক ও মৌখিকভাবে যাদের মনে করে। থেকে নিরাপদ, কারণ এটি উচ্চতর মনোভাব।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্ট যে মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ, এটা মুসলমানদেরকে অন্যদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার অনুমতি দেয় না যাতে আপত্তি করার মতো খারাপ জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তি এবং এর সাথে সম্পর্কিত কিছু নিষিদ্ধ। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"ওহে যারা ঈমান এনেছ... গুপ্তচরবৃত্তি করো না..."

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মন্দের আপত্তি করতে হবে, তাদের ইচ্ছার উপর নয়। একজন মুসলিম বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছে, যখন তারা নয়। এটা প্রমাণিত হয় যখন তারা মন্দের বিরুদ্ধে এমনভাবে আপত্তি করে যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে, এই নেতিবাচক মনোভাবের কারণে যা ভাল কাজ বলে মনে করা হয় তা পাপ হয়ে যেতে পারে।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে একজন মুসলমানকে অবশ্যই মন্দের বিরুদ্ধে কোমলভাবে আপত্তি জানাতে হবে। ইসলামী জ্ঞানার্জন ও আমল ব্যতীত তা অর্জন করা সম্ভব নয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিপরীতটি কেবলমাত্র মানুষকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে দূরে ঠেলে দেবে এবং অন্যদের রাগ করার ফলে আরও পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। পরিশেষে, একজনকে অবশ্যই সঠিক সময়ে মন্দের আপত্তি করতে হবে, কারণ ভুল সময়ে কাউকে গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করা, যেমন তারা যখন রাগান্বিত হয়, তাদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম।

সামাজিকীকরণ - ৪

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়া। এর ফলে তারা যে আশীর্বাদগুলো প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। এর সারমর্ম হল ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা।

মূল হাদিসটিও মানুষের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম মহান আল্লাহকে সম্মান করার জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে দ্বিতীয় দিকটিকে অবহেলা করে। তারা এর গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। অর্থ, একজন ব্যক্তি যেভাবে মানুষের সাথে সদয় আচরণ করতে চায়, তাকেও অন্যদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে এবং তাদের ধন-সম্পদকে তাদের ধর্ম নির্বিশেষে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 3318 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারণ সে একটি বিড়ালের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিল যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল। এবং সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মানুষকে ক্ষমা করা হয়েছিল কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ায়। এটা যদি ভালো চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় এবং পশুদের প্রতি খারাপ চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় তাহলে আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র দেখানোর গুরুত্ব কি কেউ কল্পনা করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, আলোচিত প্রধান হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী সে মুসলিমের মতো পুরস্কৃত হবে যে অবিরতভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিয়মিত রোজা রাখে।

পরিশেষে, মূল হাদিস অনুসারে, যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রটি সবচেয়ে ভারী জিনিস হয় তবে এর অর্থ হ'ল বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে খারাপ চরিত্র। মহান আল্লাহর প্রতি খারাপ চরিত্র, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হওয়া এবং সৃষ্টির প্রতি, অন্যের দ্বারা একজন ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করতে চায় তাদের সাথে আচরণ করতে ব্যর্থ হওয়া।

সামাজিকীকরণ - 9

সহীহ বুখারী, 6806 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাতটি লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালার ছায়া দান করবেন।

এই ছায়া তাদের কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবে যার মধ্যে রয়েছে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনার কারণে সৃষ্ট অসহনীয় তাপ। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এই দলের মধ্যে একটি ন্যায়পরায়ণ শাসক অন্তর্ভুক্ত. প্রকৃতপক্ষে এটি প্রত্যেক মুসলমানকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা শাসক হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য এবং তাদের সন্তানদের উপর নির্ভরশীলদের উপর রাখাল হিসেবে চেষ্টা করে। এই সেই ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহ এবং বিশেষত তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা লোকদের প্রতি সমস্ত কর্তব্য পালন করার জন্য প্রচেষ্টা করেন। এতে সেসব মুসলিম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাদের কোনো নির্ভরশীল ব্যক্তি নেই কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের নিজের দেহের উপর শাসক এবং তারা মহান আল্লাহ প্রদত্ত পার্থিব আশীর্বাদ যেমন সম্পদের মতো। তাই যখন কেউ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে তাদের শরীরের উপর শাসন করে এবং তাদের কাছে থাকা প্রতিটি নেয়ামতকে মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাজে লাগায়, তখন তারাও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে গণ্য হয়। যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণভাবে কাজ করে তার লক্ষ্য সর্বদা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, এমনকি তা মানুষের অসন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায় এবং তাদের ভেতরের শয়তানও। প্রকৃতপক্ষে, ন্যায়পরায়ণ মুসলমান সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত

থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে আল্লাহর হক, নিজের অধিকার এবং নিজের অধিকার আদায় করে। মানুষের অধিকার।

বিচার দিবসে পরবর্তী ব্যক্তি যারা ছায়া পাবে তারা যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্য লোকদের ভালবাসে। এর অর্থ হল তারা যোগাযোগ করে, পরামর্শ দেয় এবং অন্যদের সাহায্য করে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তারা কেবল তাদের কথার মাধ্যমে নয় কাজের মাধ্যমে তাদের ভালবাসা প্রমাণ করে। তারা মানুষের কাছ থেকে যা করে তার বিনিময়ে তারা কখনই কিছু চায় না বা আশা করে না এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা করে। এই আন্তরিকতাই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি মুসলমানকে তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিচার করা হবে, শুধু তাদের কাজ নয়। এটি সহীহ বুখারী, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা মানুষের স্বার্থে কাজ করে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে যে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

আন্তরিকতার সাথে কাজ করা শুধুমাত্র উভয় জগতেই অগণিত পুরস্কার অর্জন করে না বরং এটি এমন একটি স্থান নিশ্চিত করে যা তারা মানুষের পরিবর্তে মহান আল্লাহতে আশা করে। যখন কেউ লোকেদের মধ্যে আশা রাখে তারা অবশেষে, শীঘ্র বা পরে, তাদের দ্বারা হতাশ হবে যা শত্রুতা, ভাঙা সম্পর্ক, তিক্ততা এবং অন্যান্য পাপ এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের দিকে পরিচালিত করে।

সুনানে আবু দাউদ, ৪৬৮১ নং হাদিস অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা হল নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি শাখা। এর কারণ হলো নিজের ভালোবাসাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন কাজ। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে ইসলামের অন্যান্য কর্তব্যগুলিকে সরাসরি এগিয়ে পাবে।

সামাজিকীকরণ - 10

সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের বক্তৃতা ও কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সেরা পরামর্শ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে। সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হওয়ার উপদেশ দেওয়া এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলিমের এই আচরণ এড়ানো উচিত কারণ তারা তাদের খারাপ পরামর্শের উপর কাজ করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জবাবদিহি করা হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। এতে অন্যের ব্যবসায় জড়িত না হওয়াও অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি প্রায়শই অন্যদের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। একজন মুসলমানকে তাদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে অন্যদের প্রতি সম্মান জানিয়ে ইতিবাচকভাবে কথা বলতে হবে, যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সম্পর্কে ইতিবাচক কথা বলুক।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয়, তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে । সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ, জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে, কারণ সেগুলি হল একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

সামাজিকীকরণ - 11

সহীহ বুখারির ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। যদিও একজন মুসলমান যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর কাজ করে তবে তাদের বিশ্বাস হারাবে না তবুও তাদের এড়িয়ে চলা অতীব জরুরী যে একজন মুনাফিকের মত আচরণ করে বিচারের দিন তাদের সাথে শেষ হতে পারে। সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি সতর্ক করা হয়েছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তারা যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। মানে, তারা প্রায়শই মিথ্যা বলে। মিথ্যা বলা অগ্রহণযোগ্য যে এটি একটি ছোট মিথ্যা, যাকে প্রায়শই একটি সাদা মিথ্যা বলা হয়, বা যখন কেউ একটি রসিকতা হিসাবে মিথ্যা বলে। এই সব ধরনের মিথ্যা বলা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাই তাদের উদ্দেশ্য কাউকে ধোঁকা দেওয়া নয়, জামি আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি জনপ্রিয় মিথ্যা যা লোকেরা প্রায়শই বলে যে এটি একটি পাপ নয় তা হল যখন তারা শিশুদের সাথে মিথ্যা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুনাহ যেমন সুনানে আবু দাউদ, নং 4991 এ পাওয়া যায়। বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা পরিষ্কার মূর্খতা কারণ তারা এই পাপপূর্ণ অভ্যাসটি শুধুমাত্র বড়দের কাছ থেকে গ্রহণ করবে যে তাদের সাথে মিথ্যা বলে। এইভাবে আচরণ করা দেখায় যে শিশুদের মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য যখন এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। শুধুমাত্র খুব বিরল এবং চরম ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, উদাহরণস্বরূপ, একটি নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা জরুরী, এটি অন্যান্য গুনাহের দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত করা এবং লোকেদের উপহাস করা। এই আচরণ একজনকে জাহান্নামের দরজার দিকে নিয়ে যায়। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে তখন মহান আল্লাহ তাকে মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। কেয়ামতের দিন একজন ব্যক্তির কী ঘটবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই, যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সমস্ত মুসলমান ফেরেশতাদের সঙ্গ কামনা করে। তবুও, যখন একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলে তখন তারা তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে বাদ দেওয়া দুর্গন্ধ ফেরেশতাদের তাদের থেকে এক মাইল দূরে সরিয়ে দেয়। জামে আত তিরমিযী, 1972 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে অবিরত থাকে সে দেখতে পাবে যে এটি তাদের উদ্দেশ্যের অর্থকে সংক্রামিত করে, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভাল কাজ করা শুরু করে। এতে উভয় জগতে পুরস্কারের ক্ষতি হয়। উপরন্তু, এটি তাদের ক্রিয়াকলাপকেও কলুষিত করবে, কারণ যখন একজনের জিহ্বা মিথ্যা কথায় আসক্ত হয় তখন শারীরিক পাপ করা সহজ হয়ে যায়।

মূল হাদিসে বর্ণিত মুনাফিকির পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হলো তারা তাদের আমানতের খেয়ানত করে। এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো

আশীর্বাদগুলোকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা ও রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে, কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা, যদি না অন্যদের জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলিমদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়। একজনকে অবশ্যই তাদের এবং লোকেদের মধ্যে আস্থার সাথে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় অন্যরা তাদের মধ্যে থাকা আস্থার সাথে আচরণ করুক।

এছাড়াও, এই ট্রাস্টগুলির মধ্যে একজনের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যেমন নির্ভরশীল ব্যক্তিরা। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এসব মানুষের অধিকার পূরণের মাধ্যমে এই আমানতগুলো পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার দায়িত্ব তাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শিখতে, বুঝতে এবং আমল করতে উত্সাহিত করা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে বর্ণিত মুনাফিকির চূড়ান্ত নিদর্শন হল ওয়াদা ভঙ্গ করা। একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হল মহান আল্লাহর সাথে, যে প্রতিশ্রুতি সম্মত হয়েছিল যখন কেউ তাকে তাদের প্রভু এবং ঈশ্বর হিসাবে মেনে নেয়। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা।

লোকেদের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই পালন করা উচিত, যদি না একজনের একটি বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে, যা একজন পিতামাতা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা শুধুমাত্র শিশুদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উত্সাহিত করে যে প্রতারক হওয়া একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারী, 2227 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে হবেন যে তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারপরে বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে। যার বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ আছেন, তিনি শেষ বিচারের দিন কিভাবে সফল হতে পারেন? যেখানে সম্ভব অন্যদের সাথে প্রতিশ্রুতি না করা সর্বদা নিরাপদ। কিন্তু যখন কোন বৈধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তখন তা পূরণ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

সামাজিকীকরণ - 12

জামে আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র হবে সবচেয়ে ভারী জিনিস। জামি আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজনকে এটিকে গ্রহণ করা উচিত মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে, যা পবিত্র কুরআন দ্বারা শেখানো চরিত্র। এর মাধ্যমে একজন তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভাল দিয়ে প্রতিস্থাপন করবে। যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, যদিও তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, তারা দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সামাজিকীকরণ - 13

সহীহ বুখারী, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভাল এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উত্তম সঙ্গী হল সেই ব্যক্তির মত যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তাদের সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি প্রাপ্ত করবে বা অন্তত মনোরম গন্ধ দ্বারা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী একজন কামারের মতো, যদি তাদের সঙ্গী তাদের কাপড় না পোড়ায় তবে তারা অবশ্যই ধোঁয়া দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যে লোকেদের সাথে থাকবে তাদের উপর প্রভাব পড়বে তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম। কাউকে সঙ্গ দেওয়া এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া সম্ভব নয়। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর ধর্মে রয়েছে। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। তাই মুসলমানদের জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সঙ্গী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করবে যার অর্থ, তারা তাদের মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য, তাঁর আদেশগুলি পালন করার মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাদের অনুপ্রাণিত করবে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐতিহ্যের প্রতি। অন্যদিকে, খারাপ সঙ্গীরা হয় কাউকে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, অথবা তারা একজন মুসলমানকে আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করবে। অর্থ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে তারা বাধা দেবে। এই মনোভাব উভয় জগতেই তাদের জন্য একটি বড় আফসোস হয়ে উঠবে, এমনকি তারা যে জিনিসগুলির জন্য চেষ্টা করে তা হালাল হলেও তাদের প্রয়োজনের বাইরে, কারণ যে আশীর্বাদগুলিকে বৃথা বা পাপপূর্ণ উপায়ে দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা মহান আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার মূল। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

পরিশেষে, একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথেই শেষ হবে, সহীহ বুখারী, 3688 নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে তাদের সাথে থাকা এবং তাদের জীবনধারা ও আচরণ অবলম্বন করে ধার্মিকদের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। . কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফেল লোকদের সঙ্গ দেয় তাহলে তা প্রমাণ করে এবং ইঙ্গিত করে তাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং পরকালে তাদের চূড়ান্ত সঙ্গ। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

সামাজিকীকরণ - 14

সহীহ বুখারী, 2447 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে বিচারের দিন জুলুম অন্ধকার হয়ে যাবে।

এটা এড়ানো অত্যাবশ্যক কারণ যারা নিজেদেরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে তাদের পরমদেশে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। শুধুমাত্র যারা একটি গাইড আলো প্রদান করা হবে সফলভাবে এটি করতে সক্ষম হবে. অত্যাচার করা তাই একজনকে এই আলো পেতে বাধা দেবে।

নিপীড়ন অনেক রূপ নিতে পারে। প্রথম প্রকার হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যর্থ হয় এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে। যদিও এটি মহান আল্লাহর অসীম মর্যাদার উপর কোন প্রভাব ফেলে না, তবুও এটি ব্যক্তিকে উভয় জগতেই অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4244 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখনই কোন ব্যক্তি কোন পাপ করে তখন তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারা যত বেশি পাপ করবে, ততই তাদের হৃদয় অন্ধকারে ঢেকে যাবে। এটি তাদের এই পৃথিবীতে সত্য নির্দেশনা গ্রহণ ও অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখবে। এটি ঘুরে, পরবর্তী পৃথিবীতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 14:

“না! বরং দাগ তাদের অন্তরকে ঢেকে দিয়েছে যা তারা উপার্জন করছিল।”

পরবর্তী প্রকারের নিপীড়ন হল যখন কেউ তাদের দেহ ও সম্পদের মতো পার্থিব আশীর্বাদের আকারে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আমানত পূরণে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের উপর জুলুম করে। এই আস্থা পূর্ণ হয় যখন একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে এমনভাবে ব্যবহার করে যা মহান, সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত আশীর্বাদের মালিক আল্লাহকে খুশি করে।

এসব নেয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো ঈমান। ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এটিকে অবশ্যই সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করতে হবে। ঈমান হল একটি গাছের মত যার প্রতিনিয়ত যত্ন নিতে হবে এবং ইসলামিক জ্ঞান শেখার ও আমল করার মাধ্যমে লালন-পালন করতে হবে। এই উদ্ভিদের মৃত্যু কারো ঈমানের আলো নিভিয়ে দেবে, যার ফলশ্রুতিতে তারা উভয় জগতেই অন্ধকারে পতিত হবে।

নিপীড়নের চূড়ান্ত ধরন হল যখন একজন অন্যের সাথে দুর্ব্যবহার করে। অত্যাচারীর শিকার প্রথমে ক্ষমা না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ এই পাপগুলো ক্ষমা করবেন না। মানুষ অতটা দয়ালু না হওয়ায় এটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। অতঃপর বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে অত্যাচারীর সৎকাজ তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপের শাস্তি অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যদের সাথে তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করার মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই এই পরিণতি এড়াতে হবে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই সকল প্রকার নিপীড়ন এড়িয়ে চলতে হবে যদি তারা ইহকাল ও পরকালে পথপ্রদর্শক আলো চায়।

সামাজিকীকরণ - 15

জামে আত তিরমিযী, 2016 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মুমিনদের মা, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিছু মহৎ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি অশ্লীল বা উচ্চস্বরে নন। তিনি কখনো মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেননি বরং অন্যের দোষ ক্ষমা ও উপেক্ষা করতেন।

প্রথমত, সকল মুসলমানকে বুঝতে হবে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহৎ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা তাদের উপর কর্তব্য। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 464 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমকে কখনই অশ্লীলভাবে কাজ করা বা কথা বলা উচিত নয় কারণ এটি মহান আল্লাহ ঘৃণা করেন। এবং বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র হবে সবচেয়ে ভারী জিনিস, জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যে ব্যক্তি হাশরের দিনে পৌঁছাবে তার খারাপ পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় একজন অশ্লীল ব্যক্তি হিসেবে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তা বলে তার জাহান্নামে প্রবেশের সম্ভাবনা অনেক বেশি, কারণ বিচারের দিনে একজনকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দ লাগে। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সহজ কথায়, সত্যিকারের বিশ্বাস ও অশ্লীলতা কখনোই এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে না।

একজন মুসলিমকে উচ্চস্বরে বলা উচিত নয় কারণ এর ফলে অন্যদের, বিশেষ করে আত্মীয়দের সম্মান নষ্ট হয়। উচ্চস্বরে প্রায়ই আক্রমনাত্মক জুড়ে আসে এবং সহজেই অন্যদের ভয় দেখাতে পারে। এটা একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। অন্যদের সাথে আচরণ করার সময় একজন মুসলমানকে অবশ্যই নম্র, সদয় এবং সহজবোধ্য হতে হবে, কারণ এটি ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ প্রকৃতি দেখায়। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 19:

"...এবং আপনার কণ্ঠস্বর নিচু করুন; প্রকৃতপক্ষে, সবচেয়ে অপ্রীতিকর শব্দ হল গাধার কণ্ঠ।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে মানুষ যেমন নিখুঁত নয় তারা ভুল করতে বাধ্য। একজন ব্যক্তি যেমন মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে চায়, তেমনি তাদের উচিত অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা। সহজ কথায়, একজন অন্যের সাথে যেভাবে আচরণ করে তা হলো মহান আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন। অন্যকে ক্ষমা না করাটাও মূর্খতা , তারপরও মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যকে ক্ষমা করা এবং অন্যকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা দুটি আলাদা জিনিস। একজনকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করতে উত্সাহিত করা হয়, তবে তাদের আবারও তাদের অপব্যবহারকারীর দ্বারা অন্যায় করা এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থ, তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের আচরণকে সামঞ্জস্য করা উচিত যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে আচরণ করা অব্যাহত থাকে।

সামাজিকীকরণ - 16

জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করে তখন আরও সম্মানিত হবে। এটি ঘটে যখন যে অন্যকে ক্ষমা করে তাকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেন, যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

এ থেকে বোঝা যায় যে প্রকৃত সম্মান মানুষের ওপরে শ্রেষ্ঠত্বে নিহিত নয় বরং তা নিহিত রয়েছে করুণাময় ও ক্ষমাশীল হওয়ার মধ্যে। সহজ কথায়, কেউ যদি তাদের ভুলের জন্য ক্ষমা পেতে চায় তবে তার উচিত অন্যকে ক্ষমা করা। কিন্তু এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করতে উত্সাহিত করা হয়, তবে তাদের অবশ্যই তাদের অপব্যবহারকারীর দ্বারা অন্যায় করা এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থ, তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের আচরণকে সামঞ্জস্য করা উচিত যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে আচরণ করা অব্যাহত থাকে। অন্যকে ক্ষমা করার অর্থ অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া নয়।

সামাজিকীকরণ - 17

সহীহ মুসলিম, 6548 নম্বরে পাওয়া একটি খোদায়ী হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালবাসতেন এমন দু'জনকে ছায়া দেবেন। বিচার দিবস।

মহান আল্লাহ এই দুই ব্যক্তিকে ছায়া দিবেন যেদিন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। জামে আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মকালে মানুষ যদি সূর্যের তাপ মোকাবেলা করতে কষ্ট করে তাহলে বিচার দিবসে তাপের তীব্রতা কল্পনা করা যায় কি?

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা এমন পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায় কারণ এই আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। আর যে ব্যক্তি এটি নিয়ন্ত্রণে ধন্য হবে সে ইসলামের দায়িত্ব সরাসরি পালন করতে পারবে। এই দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা সঠিক অর্থে ব্যবহার করতে পারে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে। এই কারণেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসাকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা ভালো তা কামনা করা। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যকে আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে সমর্থন করা, নিজের উপায় অনুসারে। একজন অন্যের জন্য যে অনুগ্রহ করে তা গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং তাদের অকৃত্রিমতাও প্রমাণ করে, কারণ তারা শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ তাদের মধ্যে থাকা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সরিয়ে দেয় এবং তাদের ভাল বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে।

উপসংহারে বলা যায়, এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত যা একজন নিজের জন্য শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে নয়, কর্মের মাধ্যমে পছন্দ করে। এটি প্রকৃতপক্ষে জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে সত্যিকারের বিশ্বাসী হওয়ার একটি দিক। এটি তখন সর্বোত্তম অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করে যে তারা তাদের সাথে আচরণ করতে চায়।

সামাজিকীকরণ - 18

সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, মহান আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন না যে অন্যের প্রতি দয়া করে না।

ইসলাম একটি অতি সরল ধর্ম। এর একটি মৌলিক শিক্ষা হল যে মানুষ অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করবে, মহান আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, যারা অন্যের ভুল উপেক্ষা করতে এবং ক্ষমা করতে শেখে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

যারা অন্যদেরকে উপকারী পার্থিব এবং ধর্মীয় বিষয়ে যেমন মানসিক বা আর্থিক সাহায্যে সমর্থন করে, তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহ সমর্থন করবেন। সুনান আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করবেন।

সহজ কথায়, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে কেউ যদি অন্যদের সাথে সদয় ও সম্মানের সাথে আচরণ করে, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সাথে একই আচরণ করবেন। এবং যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাদের সাথে মহান আল্লাহ অনুরূপ আচরণ করবেন, এমনকি যদি তারা ফরয নামাযের মতো বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে। এর কারণ হল একজন মুসলমানকে সফলতা অর্জনের জন্য উভয় দায়িত্বই পালন করতে হবে যথা, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য।

ঐশ্বরিক করুণা পাওয়ার একটি সহজ উপায় হ'ল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়। এটি সমস্ত মানুষের জন্য সত্য, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে, এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রাণীর জন্য প্রসারিত।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা সদয় আচরণ করবেন, যদি তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেন। যদি তারা অন্য কোন কারণে তা করে তবে তারা নিঃসন্দেহে এই শিক্ষাগুলিতে বর্ণিত সওয়াব হারাবে। সকল কর্মের ভিত্তি এবং ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৪৭-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সামাজিকীকরণ - 19

সহীহ বুখারী, 6014 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে প্রতিবেশীদের সাথে এতটা সদয় আচরণ করতে তাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল যে তিনি মনে করেছিলেন যে একজন প্রতিবেশী তাদের মুসলিম প্রতিবেশীর উত্তরাধিকারী হবে। .

দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলেও এই দায়িত্বটি প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। প্রথমত, এটা লক্ষ করা জরুরী যে ইসলামে একজন ব্যক্তির প্রতিবেশী সেই সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে যারা একজন মুসলমানের বাড়ির প্রতিটি দিকে চল্লিশ ঘরের মধ্যে বসবাস করে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 109 নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৭৪ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসে প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের সাথে যুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র এই হাদিসটিই এর গুরুত্ব নির্দেশ করার জন্য যথেষ্ট। প্রতিবেশীদের সাথে সদয় আচরণ করা। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন মহিলা যে তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং অনেক স্বেচ্ছায় ইবাদত করেছে সে জাহান্নামে যাবে কারণ সে তার বক্তৃতার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। যদি কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে তার ক্ষেত্রে যদি এমন হয়, তাহলে প্রতিবেশীকে শারীরিকভাবে ক্ষতি করার গুরুতরতা কি কেউ কল্পনা করতে পারে?

প্রতিবেশীর দ্বারা দুর্ব্যবহার করলে একজন মুসলমানকে ধৈর্য ধরতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সাথে এই ধরনের ক্ষেত্রে সদয় আচরণ করা। ভালো দিয়ে ভালো শোধ করা কঠিন নয়। ভালো প্রতিবেশী সেই যে ক্ষতির প্রতিদান ভালো দিয়ে দেয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

"এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। [মন্দকে] সেই [কাজ] দ্বারা প্রতিহত করুন যা উত্তম; এবং তারপর, আপনার এবং তার মধ্যে শত্রুতা [হবে] যেন সে একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।"

কিন্তু এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন তাদের প্রতিবেশী বা অন্যদের সীমা অতিক্রম করার অনুমতি দেবেন না এবং যখন এটি উপযুক্ত হবে তখন তাদের আত্মরক্ষা করা উচিত। উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা ছোটখাটো পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য যা ভবিষ্যতে তাদের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে না, আবার জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে পুনরুত্থিত হবে না।

একজন মুসলমানের উচিত তাদের প্রতিবেশীর সম্পত্তির ব্যক্তিগত স্থানকে সম্মান করা তবে একই সাথে তাদের অভ্যর্থনা জানানো এবং খুব বেশি হস্তক্ষেপ না করে তাদের সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়া। আর্থিক বা মানসিক সমর্থনের মতো একজন ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ যে কোনো উপায়ে তাদের সমর্থন করা উচিত।

একজন মুসলিমের উচিত তাদের প্রতিবেশীদের দোষ গোপন করা যখন তারা কোন নেতিবাচক পরিণতি হবে না। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করেন। আর যে অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উন্মোচন করবেন এবং প্রকাশ্যে অপদস্থ

করবেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4880 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহারে, একজনকে অবশ্যই তাদের প্রতিবেশীর সাথে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা তাদের প্রতিবেশীরা তাদের সাথে ব্যবহার করতে চায়, যার মধ্যে রয়েছে দয়া এবং সম্মান দেখানো।

সামাজিকীকরণ - 20

সহীহ মুসলিম, 6551 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে মুসলিম অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় সে জান্নাতের বাগানে থাকে যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে।

সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, এই হাদিসটি যেকোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে। যদিও এটি নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ, তবুও একজন মুসলমানের জন্য প্রথমে এই সৎ কাজটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা জরুরী। যদি তারা অন্য কোন কারণে যেমন লোক দেখানোর জন্য তা করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে না।

এছাড়াও, তাদের সওয়াব পাওয়ার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার শিষ্টাচার এবং শর্তগুলি পূরণ করতে হবে। এই দিন এবং বয়সে অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করা সহজ হয় যাতে তারা উপযুক্ত সময়ে তাদের দেখতে যান, কারণ একজন অসুস্থ ব্যক্তি সারা দিন বিশ্রামে থাকবেন এবং এটি তাদের পরিবারে সৃষ্ট ব্যাঘাত কমিয়ে দেবে। এতে তাদের বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়, অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের আত্মীয়দের সমস্যা সৃষ্টি করে। তাদের উচিত তাদের কাজ এবং কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা পরচর্চা, গীবত করা এবং অন্যদের নিন্দা করার মতো সব ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকে। তাদের উচিত অসুস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্য ধরতে উৎসাহিত করা এবং এর সাথে সম্পর্কিত পুরষ্কারগুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং সাধারণত দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষেত্রে উপকারী বিষয়ে আলোচনা করা।

যদি একজন ব্যক্তিকে অসুস্থ ব্যক্তি বা তার পরিবারের পক্ষ থেকে অন্য সময়ে ফিরে যেতে বলা হয়, একজন মুসলমানকে অবশ্যই কোনো ক্ষোভ না রেখেই তা গ্রহণ করতে হবে, কারণ এটি মহান আল্লাহ কর্তৃক বিশেষভাবে আদেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 28:

"...আর যদি তোমাকে বলা হয়, "ফিরে যাও", তাহলে ফিরে যাও, এটা তোমার জন্য অধিকতর পবিত্র। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।"

যদি কেউ এইভাবে আচরণ করে তখনই তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত সওয়াব লাভ করবে। যদি তারা এতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা হয় কোন পুরস্কার পাবে না অথবা তারা কেমন আচরণ করেছে তার উপর নির্ভর করে তাদের পাপের সাথে অবশিষ্ট থাকতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই সৎ কাজটি সম্পাদন করতে উপভোগ করে কিন্তু সঠিকভাবে এর শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

সামাজিকীকরণ - 21

সুনানে আবু দাউদ, 4993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষের সম্পর্কে ভাল চিন্তা করা মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে উপাসনার একটি দিক। অর্থ, এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি দিক।

নেতিবাচক উপায়ে জিনিস ব্যাখ্যা করা প্রায়ই পাপের দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। অন্যদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়ার জন্য একজন মুসলিমের উচিত যেখানে সম্ভব বিষয়গুলিকে ইতিবাচক উপায়ে ব্যাখ্যা করা। দুর্ভাগ্যবশত, একটি নেতিবাচক মানসিকতা অবলম্বন করা একটি পরিবার থেকে জাতীয় স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি অনুমান এবং সন্দেহের জন্য একটি জাতি কতবার যুদ্ধে গেছে? মিডিয়াতে পাওয়া বেশিরভাগ কেলেঙ্কারি অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এমনকি আইন তৈরি করা হয়েছে যা অনুমান এবং সন্দেহের ব্যবহারকে সমর্থন করে। এটি প্রায়শই ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায় কারণ এই মানসিকতার লোকেরা সর্বদা বিশ্বাস করে যে অন্যরা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের খনন করছে। এটি একজনকে অন্যের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে বাধা দেয়, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তাদের কেবল উপদেশ প্রদানকারী দ্বারা উপহাস করা হচ্ছে এবং এটি একজনকে উপদেশ দিতে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথার প্রতি কোন মনোযোগ দেবে না। এবং একজন ব্যক্তি এই নেতিবাচক মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি কেবল একটি তর্কের দিকে নিয়ে যাবে। এটি অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের দিকে পরিচালিত করে, যেমন তিক্ততা।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যদি ধরে নেয় যে কেউ তাদের খোঁচা দিচ্ছে, তবুও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত যদি তা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে হয়।

সবসময় নেতিবাচকভাবে জিনিস ব্যাখ্যা করা একটি শক্তিশালী মানসিক রোগের জন্ম দেয়, যেমন প্যারানয়া। যে প্যারানিয়া গ্রহণ করে সে সবসময় অন্যদের খারাপ জিনিসের জন্য সন্দেহ করবে। এটি সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হতে পারে, যেমন বিবাহ।

একজনকে ইতিবাচক উপায়ে যেখানে সম্ভব জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত, যা একটি ইতিবাচক মানসিকতার দিকে পরিচালিত করে। এবং একটি ইতিবাচক মানসিকতা সুস্থ সম্পর্ক, অনুভূতি এবং ঐক্যের দিকে পরিচালিত করে। যদিও, সবসময় নেতিবাচক উপায়ে জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করা একজনকে সবসময় অন্যদের প্রতি নেতিবাচকভাবে চিন্তা করতে এবং আচরণ করতে উত্সাহিত করে, এমনকি যখন তাদের আচরণ ভাল হয়। এটি কেবল একজনকে অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয়, যা মহান আল্লাহ কর্তৃক আদেশ করা হয়েছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ..."

সামাজিকীকরণ - 22

সুনানে আবু দাউদ, 4815 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, জনসাধারণের সামনে মিলিত হওয়ার সময় জনগণকে অবশ্যই সর্বজনীন রাস্তার অধিকার পূরণ করতে হবে।

এই হাদিসে সর্বপ্রথম উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমদের উচিত তাদের দৃষ্টি নত রাখা এবং তাদের জন্য হারাম জিনিসের দিকে তাকাবে না। আসলে, একজনের উচিত তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেমন তাদের জিহ্বা এবং কানকে একইভাবে রক্ষা করা। এটি অর্জন করা হয় যখন কেউ এমন জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়।

এই হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী বিষয় হল, তারা যেন তাদের ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এতে বক্তৃতা আকারে ক্ষতি, যেমন অশ্লীল ভাষা এবং গীবত করা এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ক্ষতি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে মানুষ ও তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করা। যদি তারা এটি করতে না পারে, তবে তারা অন্তত যা করতে পারে তা হল তাদের শারীরিক এবং মৌখিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, অন্যকে শান্তির ইসলামি অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এর মধ্যে একজনের কথার মাধ্যমে শান্তির ইসলামিক অভিবাদনের সূচনা করা এবং অন্যের কাজ এবং অন্য বক্তৃতায় শান্তি দেখানো অন্তর্ভুক্ত। নিজের কথার মাধ্যমে অন্যের কাছে শান্তি প্রসারিত করা এবং তারপর তাদের কাজ এবং অন্য কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা খাঁটি ভণ্ডামি।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি মুসলমানদেরকে ভালো কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার পরামর্শ দেয়। জামে আত তিরমিযী, 2172 নম্বর হাদিসে বর্ণিত তিনটি স্তর অনুযায়ী এটি করা উচিত। সর্বোচ্চ স্তর হল ইসলামের সীমার মধ্যে নিজের কর্মের সাথে করা। এর পরের স্তরটি হল একজনের কথার সাথে এটি করা। আর সর্বনিম্ন স্তর হল, গোপনে অন্তরের অর্থ দিয়ে করা। এ দায়িত্ব সর্বদা ইসলামী জ্ঞান অনুযায়ী এবং নম্রভাবে পালন করতে হবে। যেখানে সম্ভব, অন্যদের বিব্রত এড়াতে এটি ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত, কারণ এটি প্রায়শই একজনকে ভাল পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এটি উপযুক্ত সময়ে করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ, একজন রাগান্বিত ব্যক্তি শান্ত হওয়ার পরে, কারণ ভুল সময়ে ভাল পরামর্শ প্রায়শই অকার্যকর হয়। প্রায়শই মুসলমানরা সঠিক জিনিসের উপদেশ দেয় কিন্তু তারা যেমন কঠোর উপায়ে তা করে, তারা শুধুমাত্র মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। তাই সদয় আচরণের সাথে সঠিক জ্ঞানকে একত্রিত করা অত্যাবশ্যক যাতে ভালো পরামর্শ অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

"সুতরাং আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

যেহেতু এই বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বজনীনভাবে গ্রহণ করা এবং প্রয়োগ করা কঠিন, তাই একজনকে নিরাপদ বিকল্প বেছে নেওয়া উচিত এবং জনসমক্ষে অন্যদের সাথে সামাজিকীকরণ কম করা উচিত, কারণ এটি প্রায়শই ভালোর চেয়ে বেশি ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।

উপসংহারে, এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুসলমানের উচিত তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা এবং প্রদর্শন করা।

সামাজিকীকরণ - 23

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4210 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে হিংসা ভাল কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

হিংসা একটি গুরুতর এবং বড় পাপ কারণ হিংসাকারীর সমস্যা অন্য ব্যক্তির সাথে নয়। প্রকৃতপক্ষে, তাদের সমস্যা মহান আল্লাহর সাথে, কারণ তিনি সেই নিয়ামত দান করেছেন যা হিংসা করা হয়। সুতরাং একজন ব্যক্তির হিংসা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর বরাদ্দ এবং পছন্দের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ একটি ভুল করেছেন যখন তিনি তাদের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ বরাদ্দ করেছিলেন।

কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির কাছ থেকে বরকত বাজেয়াপ্ত করার জন্য তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালায়, যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকার হল যখন ঈর্ষাকারী মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী নিজে আশীর্বাদ না পায়। হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং মালিককে তাদের আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই প্রকার পাপ নয়, তবে হিংসা যদি পার্থিব আশীর্বাদের উপর হয় এবং যদি তা ধর্মীয় আশীর্বাদের উপর হয় তবে তা অপছন্দনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যায় সে হল সেই ব্যক্তি যে বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং ব্যয় করে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার উপায়ে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যেতে পারে সেই ব্যক্তি যিনি তাদের জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করেন এবং অন্যকে তা শেখান।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত হিংসা করা ব্যক্তির প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা, যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তাদের ঈর্ষাকে কখনই অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দিতে হবে না।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ সর্বদা তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে আশীর্বাদ বরাদ্দ করেন। অর্থ, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দান করেন যা তাদের জন্য সর্বোত্তম। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

তাই, অন্যদেরকে হিংসা করার পরিবর্তে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহারে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। এটি আশীর্বাদ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে, কারণ এই মনোভাব মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

উপরন্তু, এটি মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে, যা ক্রমাগত ঈর্ষাকারী কখনই পায় না। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

সামাজিকীকরণ - 24

জামে আত তিরমিযী, 1337 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ই অভিশপ্ত।

একটি অভিশাপ মহান আল্লাহর রহমত অপসারণ জড়িত. যখন এটি ঘটে, তখন পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত স্থায়ী শান্তি ও সাফল্য সম্ভব হয় না। ঘুষের মাধ্যমে ধন-সম্পদের মতো যা কিছু পার্থিব সাফল্য লাভ করে, তা উভয় জগতেই বড় কষ্ট, চাপ ও শাস্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়, যদি না কেউ আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। যেহেতু ঘুষ বেআইনি, সেহেতু যে কোনো ভালো কাজ যা ব্যবহার করা হয় তা প্রত্যাখ্যাত হবে এবং পাপ হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে। এমনকি যদি ঘুষ গ্রহণকারী কোনোভাবে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়, মানুষের বিরুদ্ধে তাদের পাপ বিচার দিবসে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত, ঈমানের তিনটি দিক সঠিকভাবে পরিপূর্ণ করা সম্ভব নয়, যথা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়া।

দুর্ভাগ্যবশত, এই দিন এবং যুগে ঘুষের বড় পাপ বিশ্বের সমস্ত অংশে খুব সাধারণ হয়ে উঠেছে। পার্থক্য শুধুমাত্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এটি প্রকাশ্যে

এবং আরও উন্নত দেশে গোপনে করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ঘুষের সাথে জড়িত থাকে একজন ব্যক্তি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের, যেমন একজন বিচারককে উপহার দেওয়ার জন্য, যা তাদের নয় এমন কিছু লাভ করার জন্য। শুধুমাত্র একটি ঘুষ একটি পাপ হিসাবে রেকর্ড করা হবে না যখন কেউ তাদের নিজস্ব সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি ঘুষ দিতে বাধ্য করা হয়. এক্ষেত্রে অভিশাপ যে ঘুষ খায় তার উপর।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলিমরা যদি ঘুষ এবং অন্যান্য দুর্নীতির প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই সেগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। শুধুমাত্র যখন এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত হয় তখনই তা প্রভাবশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিদের প্রভাবিত করবে। এই লোকেদের এইভাবে আচরণ করার কারণ হল তারা সমাজকে সম্পূর্ণরূপে দেখেন যে তারা নিজেরাই দুর্নীতির চর্চা করে। কিন্তু যদি সমাজ, ব্যক্তি পর্যায়ে, এই অনুশীলনগুলি প্রত্যাখ্যান করে, তবে সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাবের অবস্থানে থাকা কোনও ব্যক্তি এইভাবে কাজ করার সাহস করবে না, কারণ তারা জানে যে লোকেরা এর পক্ষে দাঁড়াবে না।

সামাজিকীকরণ - 25

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4102 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কীভাবে মানুষের ভালোবাসা পেতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

একজন মুসলমান তাদের পার্থিব সম্পদকে এড়িয়ে ও কামনা করে মানুষের ভালোবাসা পেতে পারে। বাস্তবে, একজন ব্যক্তি তখনই অন্যদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে যখন তারা অনুভব করে যে অন্যরা সক্রিয়ভাবে তাদের সম্পত্তি কামনা করে বা যখন অন্যরা সক্রিয়ভাবে পার্থিব জিনিসগুলির জন্য প্রতিযোগিতা করে যা তারা নিজেরাই চায়। অর্থ, নিজের যা আছে তা হারানোর ভয় এবং অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারা যে জিনিসগুলি কামনা করে তা হারানোর ভয়, অন্যের প্রতি নেতিবাচক অনুভূতির জন্ম দিতে পারে। যদি একজন মুসলিম এই হাদীসের প্রথম অংশের উপর আমল করার পরিবর্তে নিজেকে দখল করে তবে এটি তাদের অতিরিক্ত পার্থিব জিনিসের জন্য প্রতিযোগিতা থেকে বিরত রাখবে যা অন্যরা কামনা করে, কারণ এই আকাঙ্ক্ষাগুলির বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের জন্য। আর যদি কোনো মুসলমান অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে, যা সুনানে আন নাসাই-এর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, যা প্রকৃত মুমিনের নিদর্শন, তাহলে তারা মানুষের ভালোবাসাও লাভ করবে।

সামাজিকীকরণ - 26

জামে আত তিরমিযী, 1993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তর্ক করা এড়িয়ে চলে, যদিও তারা সঠিক হয়, তাকে জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘর দেওয়া হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন সত্যিকারের মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হল নিজেকে এবং তাদের মতামত প্রচার করার জন্য তর্ক বা বিতর্ক করা নয়। সত্য প্রচার করার জন্য তাদের পরিবর্তে তথ্য উপস্থাপন করা উচিত। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। যার উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা সে তর্ক করবে না। যে নিজেকে উন্নীত করার চেষ্টা করছে কেবল সে-ই করবে। অনেকের বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তিতে বিজয়ী হওয়া কোনোভাবেই কারো পদমর্যাদা বাড়ায় না। উভয় জগতেই একজনের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় যখন তারা তর্ক করা এড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তে সত্য উপস্থাপন করে বা যখন তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তা গ্রহণ করে। একজন মুসলিমের উচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় অন্যদের সাথে পিছিয়ে যাওয়া এড়ানো, কারণ এটি তর্ক করার একটি বৈশিষ্ট্য। এটি এই সঠিক মানসিকতা যা 16 অধ্যায় আন নাহল, আয়াত 125 এ নির্দেশিত হয়েছে:

"প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার প্রভুর পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সর্বোত্তম..."

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তাদের দায়িত্ব মানুষকে কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য করা নয়। তাদের কর্তব্য হল সত্যকে সহজভাবে উপস্থাপন করা কারণ জোরপূর্বক তর্ক করার বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

"সুতরাং মনে করিয়ে দিন আপনি কেবল একটি অনুস্মারক। আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নন।"

অন্যরা তাদের মতামতের সাথে একমত না হলে একজন মুসলমানের তাদের সময় নষ্ট করা বা চাপ দেওয়া উচিত নয়। যখন কেউ এই মতবিরোধকে ধরে রাখে, সময়ের সাথে সাথে এটি তাদের এবং অন্যদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করতে পারে, যা ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক হতে পারে। এটি এমনকি মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ হতে পারে। সুতরাং এই ধরনের ক্ষেত্রে, মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে যেতে দেওয়া এবং তাদের মতামত এবং পছন্দের সাথে একমত না এমন কারো প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ না করা। এর পরিবর্তে তাদের উচিত অসম্মতিতে সম্মত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে চাপ দেওয়া এবং কোনো অসুস্থ অনুভূতি ছাড়াই পরিস্থিতি থেকে এগিয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে নিজেকে সর্বদা তর্ক করতে এবং অন্যদের জন্য শত্রুতা পোষণ করে কারণ তারা তাদের বৈশিষ্ট্য এবং মানসিকতার পার্থক্যের কারণে নির্দিষ্ট বিষয় এবং বিষয়ে অন্যদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য। এই নীতি বোঝা এই পৃথিবীতে শান্তি খোঁজার একটি শাখা।

ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষার সাথে দ্বিমত পোষণকারী অন্যদের সাথে তর্ক করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ একজন তাদের সঙ্গীদের দ্বারা ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। পরিবর্তে, একজনের উচিত তাদের প্রতি সম্মান বজায় রাখা এবং তাদের

অধিকার পূরণ করা, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তাদের সাথে অযথা মেলামেশা এড়িয়ে চলা।

সামাজিকীকরণ - 27

সহীহ মুসলিমের 290 নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা ছড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এটি সেই ব্যক্তি যিনি গসিপ ছড়ায়, তা সত্য হোক বা না হোক, যা মানুষের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং ভেঙ্গে ও ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং যারা এমন আচরণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে মানব শয়তান, কারণ এই মানসিকতা শয়তান ছাড়া অন্য কারও নয়। তিনি সর্বদা মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ ধরনের ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1:

"দুর্ভোগ প্রত্যেক গীবতকারী ও নিন্দাকারীর জন্য।"

এই অভিশাপ যদি তাদের ঘিরে ফেলে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সমস্যার সমাধান করবেন এবং তাদের আশীর্বাদ দান করবেন এমন আশা করা যায় কিভাবে? শুধুমাত্র সময় গল্প বহন গ্রহণযোগ্য যখন কেউ একটি বিপদ সম্পর্কে অন্যদের সতর্ক করা হয়.

একজন মুসলমানের জন্য এটি একটি কর্তব্য যে একজন গল্প বহনকারীর প্রতি কোন মনোযোগ না দেওয়া কারণ তারা দুষ্ট লোক যাদের বিশ্বাস করা বা বিশ্বাস করা উচিত নয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করে দেখ, পাছে অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে নাও..."

এবং অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 12:

"কেন, যখন তোমরা এটা শুনেছ, তখন কি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের [অর্থাৎ একে অপরকে] ভালো মনে করেনি এবং বলে নি, "এটি একটি প্রকাশ্য মিথ্যা"?

একজন মুসলিমের উচিত গল্প বাহককে এই মন্দ বৈশিষ্ট্যটি চালিয়ে যেতে নিষেধ করা এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য তাদের আহ্বান জানানো। পবিত্র কোরানে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একজন মুসলমানের উচিত হবে না এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অসৎ ইচ্ছা পোষণ করা যে তাদের বা অন্যদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ..."

এই একই আয়াত মুসলমানদের শেখায় যে অন্যের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করে গল্পের বাহককে প্রমাণ বা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"...এবং গুপ্তচরবৃত্তি করবেন না..."

পরিবর্তে গল্প বহনকারী উপেক্ষা করা উচিত. একজন মুসলমানের উচিত নয় যে গল্প বাহক তাদের দেওয়া তথ্য অন্য ব্যক্তির কাছে উল্লেখ করবেন বা গল্প বাহককে উল্লেখ করবেন না কারণ এটি তাদেরও গল্প বাহক করে তুলবে।

মুসলমানদের গল্প বহন করা এবং গল্প বহনকারীদের সঙ্গ এড়ানো উচিত কারণ তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কখনই আস্থা বা সাহচর্যের যোগ্য হতে পারে না। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একজন ব্যক্তির সাথে অন্যদের সম্পর্কে গসিপ করে, সে অন্যদের সাথেও সেই ব্যক্তির সম্পর্কে গসিপ করবে।

পরিশেষে, গল্পের বাহক মানুষের সাথে অন্যায় করেছে, যতক্ষণ না তাদের ভুক্তভোগীরা তাদের প্রথমে ক্ষমা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। যেহেতু মানুষ এতটা করুণাময় এবং ক্ষমাশীল নয়, এটি গল্প বাহককে তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে দেওয়ার দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং প্রয়োজনে, বিচারের দিনে গল্প বাহক তাদের শিকারের পাপ

গ্রহণ করবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। পরিশেষে, মূল হাদিসে জান্নাত হারানোর সতর্কবাণী একজন গল্পকারের জন্য সহজেই ঘটতে পারে, কারণ তারা যে বিদ্বেষপূর্ণ গসিপ শুরু করেছিল তা সহজেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে। সম্প্রদায় এবং এমনকি বিশ্ব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ফলস্বরূপ, গল্পের বাহক যিনি পরচর্চার সূচনা করেছেন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির পাপের অংশীদার হবেন যারা এই গসিপ নিয়ে আলোচনা করে। এবং তাদের পাপ তাদের মৃত্যুর পরেও বাড়তে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের শুরু করা গসিপ নিয়ে আলোচনা চলতে থাকবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অতএব, একজনকে অবশ্যই অন্যদের সম্পর্কে গসিপ করা এড়িয়ে চলার মাধ্যমে এই বিপজ্জনক পরিণতি এড়াতে হবে, ঠিক যেমন তারা অন্যদের তাদের সম্পর্কে গসিপ করা অপছন্দ করে। যদি একজনকে অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতেই হয় তবে তাদের ইতিবাচক উপায়ে তা করা উচিত অন্যথায় তাদের চুপ থাকা উচিত।

সামাজিকীকরণ - 28

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি একজন অভিভাবক এবং তাই তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে সেই সমস্ত আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত যা মহান আল্লাহ প্রদত্ত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বাহ্যিক জিনিস, যেমন সম্পদ, এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস, যেমন একজনের দেহ। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখকে হালাল জিনিস দেখার জন্য, তাদের জিহ্বাকে শুধুমাত্র হালাল ও উপকারী কথা বলার জন্য এবং তাদের সম্পদকে উপকারী ও পুণ্যময় উপায়ে ব্যবহার করা উচিত।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদেরও প্রসারিত করে, যেমন আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের অধিকার পূরণের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে, যেমন

তাদের জন্য প্রদান করা এবং নম্রভাবে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করা। একজনের অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে পার্থিব বিষয় নিয়ে। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন মুসলিমকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পথ দেখাতে হবে, কারণ এটি এখন পর্যন্ত শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তাদের অবশ্যই আল্লাহকে মানতে হবে, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে। এর মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদিস অনুসারে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা, কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ এবং তাই বিচারের দিনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 34:

"...এবং [প্রতিটি] প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিশ্রুতিটি সর্বদা [যার বিষয়ে] জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

সামাজিকীকরণ - 29

সহীহ বুখারী, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের পাওনা পাঁচটি অধিকার তালিকাভুক্ত করেছেন।

প্রথমত, তারা শান্তির সালামের জবাব দিতে হবে, যদিও জবাব তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল একজন মুসলমানকে তাদের কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদের প্রতি শান্তি ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে শান্তির ইসলামী অভিবাদন পূরণ করতে হবে। কাউকে শান্তির ইসলামী অভিবাদন জানানো এবং তারপর তাদের কাজ বা অন্য কথার মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা অত্যন্ত ভণ্ডামি। উপরন্তু, এই শান্তি অবশ্যই অন্যদের দেখানো উচিত যারা উপস্থিত নেই। উদাহরণস্বরূপ, যে দুজন মুসলমান একে অপরকে অভিবাদন জানায়, তাদের কথাবার্তা বা কাজের মাধ্যমেও অন্যের ক্ষতি করা উচিত নয়। এটাই হলো শান্তির ইসলামি অভিবাদনের প্রকৃত অর্থ।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী বিষয় হল অসুস্থদের দেখতে যাওয়া। একজন মুসলমানের উচিত অসুস্থ মুসলমানদের দেখতে যাওয়ার চেষ্টা করা যাতে তাদের শারীরিক ও মানসিক সহায়তা দেওয়া হয়। সমস্ত অসুস্থ মুসলমানের সাথে দেখা করা কঠিন হবে তবে প্রতিটি মুসলমান যদি অন্তত তাদের অসুস্থ আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে যায় তবে অসুস্থদের বেশিরভাগই এই সহায়তা পাবে। একটি সুবিধাজনক সময় ব্যবস্থা করার জন্য একজন মুসলমানকে অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সাথে দেখা করার আগে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। সকল প্রকার নিরর্থক বা পাপপূর্ণ কথাবার্তা ও কাজ পরিহার করতে হবে, যেমন পরচর্চা করা, অন্যথায় একজন

মুসলিম আশীর্বাদের পরিবর্তে পাপ অর্জন করবে। অসুস্থ ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের অস্বস্তি এড়াতে তাদের বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়।

পরবর্তীতে, একজন মুসলমানের, যখন সম্ভব, অন্য মুসলমানদের জানাজায় যোগদান করা উচিত, কারণ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং মৃত্যুর স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুবিধা, যার মধ্যে একজনকে দেওয়া হয়েছে এমন আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। যেমন একজন অন্যরা তাদের জানাজায় অংশ নিতে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে চায়, তাদেরও অন্যদের জন্য এটি করা উচিত। উপরন্তু, একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করা মৃত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সহায়তার মতো আরও কোনো সহায়তা প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারণ করার একটি চমৎকার উপায়। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা, যেমন তারা তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে মহান আল্লাহর সাহায্য চায়। প্রকৃতপক্ষে, যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে সাহায্য করেন, তিনি তাঁর সমর্থন লাভ করবেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, মুসলমানদের উচিত খাবার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের দাওয়াত গ্রহণ করা, যতক্ষণ না কোনো বেআইনি বা অপছন্দনীয় কাজ না হয়, যা আজকের যুগে খুবই বিরল। লক্ষণীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে কিছু মুসলিম সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয় যেখানে বেআইনি বা অপছন্দনীয় জিনিসগুলি ঘটে এবং তাদের কাজকে সমর্থন করার জন্য এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে। নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য ঈশ্বরের শিক্ষার অপব্যাখ্যা করা উচিত নয়, কারণ এটি স্পষ্ট বিভ্রান্তি এবং স্বর্গীয় শাস্তির আমন্ত্রণ। এমন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া উচিত যেখানে হালাল জিনিসগুলি সংঘটিত হয় এবং উপকারী পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। একজনকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যাতে তারা নিরর্থক এবং মন্দ

কাজ এবং কথাবার্তা এড়াতে পারে অন্যথায় সামাজিকতা এড়িয়ে যাওয়া তাদের জন্য ভাল।

পরিশেষে, আলোচনার মূল হাদিসটি মুসলমানদেরকে সেই মুসলমানের জন্য দো'আ করার পরামর্শ দিয়ে শেষ হয় যারা হাঁচি দেওয়ার পর মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি একজনকে সর্বদা অন্যদের, বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি ইতিবাচকভাবে চিন্তা করতে এবং আচরণ করতে উত্সাহিত করে। তাদের উচিৎ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের উপকার করার জন্য চেষ্টা করা, যার ফলে তাদের কাছ থেকে কোন কৃতজ্ঞতা কামনা করা বা আশা করা উচিত নয়, যেমন তাদের পক্ষে একটি প্রার্থনা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক।

সামাজিকীকরণ - 30

সহীহ মুসলিমের ৬৫৩৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।

এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা পার্থিব কারণে অন্য মুসলমানদের পরিত্যাগ করে। যদিও ধর্মীয় কারণে কাউকে ত্যাগ করা বৈধ, তবুও তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সদয়ভাবে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করা অনেক বেশি শ্রেয়। এই আচরণ পাপীদেরকে তাদের পরিত্যাগ করার চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করতে উত্সাহিত করতে অনেক বেশি কার্যকর হবে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মুসলমানদেরকে একত্রিত হতে এবং একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ ঐক্য শক্তির দিকে নিয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ থাকায় তারা সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন না করা একটি কারণ যে সময়ের সাথে সাথে

মুসলমানদের সাধারণ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে যদিও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পার্থিব বিষয়ে মুসলমানদেরকে তিন দিন সময় দেওয়া হয়েছে যেখানে তারা অন্য মুসলমানকে এড়িয়ে যেতে পারে। এই ছাড়ের কারণ হ'ল নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে এবং বেশিরভাগ লোকের এটি অর্জনের জন্য সময় লাগে এবং জাগতিক সমস্যাটি উপলব্ধি করার সময় সম্পর্ক ছিন্ন করা মূল্যবান নয়। যারা তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে সংগ্রাম করে তাদের এই ছাড়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং যার সাথে তারা রাগান্বিত তা এড়িয়ে চলা উচিত, যেমন একজন প্রায়ই রাগ করার সময় এমন কিছু করে এবং বলে যা উভয় জগতের আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। ইসলাম মানুষের মানসিকতার সাথে পুরোপুরি উপযোগী এবং তাই আচরণবিধি নির্ধারণ করার সময় এটি বিবেচনায় নেয়।

যে ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ের জন্য অন্য মুসলমানদের তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করে, তার ভয় করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর রহমতে তাদের পরিত্যাগ করা হবে, যেমনটি তারা অন্যদের সাথে যেভাবে আচরণ করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে যেমন আচরণ করেন। এটি সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামাজিকীকরণ - 31

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, ২৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমন একটি বৈশিষ্ট্যের উপদেশ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমকে জান্নাতে নিয়ে যায়, অর্থাৎ মানুষের ক্ষতি থেকে দূরে রাখা। এটি পূরণ করা অত্যাবশ্যক কারণ সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম বা বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতিকে একজন ব্যক্তি এবং তার সম্পদ থেকে দূরে রাখে, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে। যে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে সে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে। তারা তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে দিতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে তাদের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। এর পরিবর্তে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা কেবল তাদের ক্ষতিকে অন্যদের থেকে দূরে রাখবে না বরং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের উপায় অনুসারে অন্যদের সাহায্য করবে।

সামাজিকীকরণ - 32

জামে আত তিরমিযী, 1921 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে একজন ব্যক্তি যদি ছোটদের প্রতি দয়া দেখাতে, বড়দের সম্মান করতে এবং আদেশ দিতে ব্যর্থ হয় তবে সে প্রকৃত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ভাল এবং মন্দ নিষেধ।

ধর্ম, বয়স বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্মান ও দয়ার সাথে আচরণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এবং এটি নিঃসন্দেহে অন্যদের দ্বারা সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, কেউ একজন প্রকৃত মুসলমান বা বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের এবং তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যুবকদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের মধ্যে রয়েছে তাদের মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করা, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এতে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তরুণদের শিক্ষা দেওয়া উচিত উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্বের মাধ্যমে, কারণ এটি অন্যদের, বিশেষ করে যুবকদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীদের নেতিবাচক বা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করার কারণে তাদের শুধুমাত্র ভাল লোকেদের সাথে যেতে উত্সাহিত করা উচিত। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরিশেষে, তাদের দেখানো উচিত যে ইসলাম একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম যা তাদের প্রচুর বৈধ মজা করার অনুমতি দেয়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4835 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তরুণদের প্রতি দয়াশীল হওয়া তাদের অন্যদের প্রতিও দয়াশীল হতে শেখাবে। যে অন্যদের প্রতি করুণা দেখায় সে মহান আল্লাহর রহমত লাভ করবে। সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীনদের সম্মান করার মধ্যে রয়েছে তাদের সঙ্গে ধৈর্যশীল হওয়া এবং তাদের সঙ্গে তর্ক না করা। একজন মুসলিম বড়দের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে তবে সর্বদা ভাল আচরণ এবং সম্মান বজায় রাখতে হবে। তাদের অবশ্যই সর্বদা সমর্থন করা উচিত যার মধ্যে শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, বড়দের সম্মান দেখানোর অর্থ এই নয় যে তাদের আল্লাহকে অমান্য করার অনুমতি দেওয়া উচিত। একজনের উচিত মন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সদয়ভাবে আপত্তি করা এবং কারো বয়স তাকে তা করতে বাধা না দেওয়া। আলোচ্য প্রধান হাদীসের শেষ অংশে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সহজ কথায়, একজন প্রবীণদের সাথে কীভাবে আচরণ করে তা হল তারা যখন বয়স্ক হয় তখন অন্যরা তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করবে।

পরিশেষে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান অনুযায়ী ভালো কাজের আদেশ দিতে হবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করতে হবে। কঠোরতা প্রায়ই মানুষকে সত্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়। যখন সম্ভব, একজনকে ব্যক্তিগতভাবে অন্যদের পরামর্শ দেওয়া উচিত, কারণ প্রকাশ্যে তা করা লোকেদের বিব্রত করতে পারে। একজন বিব্রত ব্যক্তি ভালো পরামর্শে মনোযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা কম। একজন মুসলমানের এই দায়িত্ব পালন করা উচিত, তা মানুষকে প্রভাবিত করুক বা না করুক, কারণ এটি তাদের নিয়ন্ত্রণে নয়। তারা তাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত হবে। তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি এই দায়িত্ব থেকে কখনই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের নির্ভরশীলদের পরিচালনা করা তাদের কর্তব্য। পরিশেষে, একজনের উচিত তাদের নিজের উপদেশ অনুযায়ী তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা, অন্যথায় অন্যদের কাছে তাদের পরামর্শ অকার্যকর হয়ে যাবে।

সামাজিকীকরণ - 33

সহীহ মুসলিমের ৬৫৯৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত ও অপবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

গীবত হল যখন কেউ তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে সমালোচনা করে যা তাদের কাছে অপছন্দনীয় হবে, যদিও এটি সত্য। যদিও, অপবাদ গীবত করার মতই, তবে উক্তিটি সত্য নয়। এই পাপগুলি প্রধানত বক্তৃতা জড়িত কিন্তু অন্যান্য জিনিস অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যেমন হাতের সংকেত ব্যবহার করা। এ দুটিই বড় পাপ এবং গীবতকে পবিত্র কুরআনে ভাইয়ের লাশের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"...এবং একে অপরকে গুপ্তচরবৃত্তি বা গীবত করবেন না। তোমাদের কেউ কি মৃত অবস্থায় তার ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তুমি এটা ঘৃণা করবে..."

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই গুনাহগুলি একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে থাকা বেশিরভাগ পাপের চেয়েও খারাপ। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যকার গুনাহসমূহ তিনি ক্ষমা করে দেবেন, যদি পাপী আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ একজন গীবতকারী বা নিন্দাকারীকে ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে, তাহলে বিচারের দিন গীবতকারী/নিন্দাকারীর নেক আমলগুলি তাদের শিকারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শিকারের পাপগুলি তাদের

গীবতকারী/নিন্দাকারীকে দেওয়া হবে। এর ফলে গীবতকারী/নিন্দাকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

গীবত করা তখনই বৈধ যখন একজন অন্য ব্যক্তিকে সতর্ক করে এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করে বা যদি একজন ব্যক্তি তৃতীয় পক্ষের সাথে অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের সমাধান করে, যেমন একটি আইনি মামলা।

এসব বড় পাপের কুফল সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে গীবত ও অপবাদ পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তির কেবলমাত্র এমন শব্দগুলি উচ্চারণ করা উচিত যা তারা আনন্দের সাথে ব্যক্তির সামনে বলবে, পুরোপুরি জেনে যে তারা এটিকে আক্রমণাত্মক উপায়ে নেবে না। তৃতীয়ত, একজন মুসলমানের কেবল তখনই অন্যের সম্বন্ধে শব্দ উচ্চারণ করা উচিৎ যদি সে অন্য কেউ তাদের সম্পর্কে ঐ বা অনুরূপ কথা বললে কিছু মনে না করে। অর্থ, তারা অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতে হবে যেভাবে তারা চায় যে লোকেরা তাদের সম্পর্কে কথা বলুক। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং আন্তরিকভাবে করা হলে তা তাদের গীবত করা এবং অন্যের অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত রাখবে।

একজনকে গীবতকারী এবং নিন্দাকারীদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ তারা সমস্যা সৃষ্টিকারী, যারা শীঘ্রই বা পরে, তাদের গীবত করবে বা অপবাদ দেবে। তাদের উচিত অন্যদেরকে এই বড় পাপ থেকে সাবধান করা, যতক্ষণ না তারা শারীরিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। তাদের কখনই অন্যদের সম্পর্কে বলা গসিপ বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ বেশিরভাগ গসিপ হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা বা এটি অনেক মিথ্যার সাথে মিশ্রিত। একজনের পরিবর্তে অন্যের সম্মান রক্ষা করা

উচিত, যেমন তারা চায় যে লোকেরা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সম্মান রক্ষা করুক। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। জামি আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদের সম্পর্কে তারা যে গসিপ শোনে তা উপেক্ষা করা উচিত এবং তাদের প্রতি তাদের আচরণকে কখনই প্রভাবিত করতে দেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যের অধিকার পূরণ করা উচিত।

একজন মুসলমানকে কখনই বোকা বানাতে হবে না যে অন্যের গীবত করা এবং অপবাদ দেওয়া সমাজে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। অন্যের পাপ মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে কখনোই একজনের পাপের তীব্রতা কমাতে পারে না এবং অন্যের পাপ পাপ করার ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। এটা এমন এক মূর্খ মনোভাব যা একজন জাগতিক বিচারকও মেনে নেবেন না, তাহলে একজন মুসলমান কিভাবে মহান আল্লাহ বিচারকদের কাছে এটা মেনে নেবেন বলে আশা করা যায়?

সামাজিকীকরণ - 34

জামে আত তিরমিযী, 1855 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমকে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবে।

উল্লিখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হল শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া। একজন মুসলমানের উচিত তাদের কর্ম ও কথার মাধ্যমে সকলকে শান্তি প্রদানের মাধ্যমে এই সৎ কাজের প্রকৃত অর্থ পূরণ করা। কাউকে শান্তির ইসলামি অভিবাদন জানানো এবং তারপর তার কাজ ও কথাবার্তার মাধ্যমে তার ক্ষতি করা মুনাফিক।

একজন সত্যিকারের মুসলিম ও মুমিনকে অবশ্যই তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতিকে অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে দূরে রাখতে হবে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যকে নিজের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করা, যেমন মানসিক বা শারীরিক সমর্থন অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে তাকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সমর্থন প্রদান করা হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সহজভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা তাদের কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে মানুষের কাছে আচরণ করতে চায়।

সামাজিকীকরণ - 35

সহীহ মুসলিম, 7432 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সেই বান্দাকে ভালবাসেন যে সৃষ্টির থেকে স্বাধীন। এর অর্থ হল, একজন মুসলমানকে তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়সমূহ যেমন তাদের শারীরিক শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। তাদের অলস আচরণ করা উচিত নয় এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে মানুষের কাছ থেকে জিনিসগুলি চাওয়া উচিত নয়, কারণ এই অভ্যাস তাদের উপর নির্ভরশীলতার দিকে পরিচালিত করে এবং এটি মহান আল্লাহর উপর একজন ব্যক্তির আস্থা হ্রাস করে। একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে যাই ঘটুক না কেন, যা কিছু তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল তা তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের সম্পদ, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা এবং বিশ্বাস করা যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম তা দেবেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ অন্যের উপর ভুলভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে যখন তারা বিশ্বাস করে যে একজন ব্যক্তি, যেমন একজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক, তাদের প্রার্থনা এবং সুপারিশের মাধ্যমে উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের যথেষ্ট হবে। এই মনোভাব শুধুমাত্র অলসতাকে উত্সাহিত করে, কারণ কেউ বিশ্বাস করে যে তারা যেভাবে ইচ্ছা করে আচরণ করতে স্বাধীন এবং এখনও তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষকের মাধ্যমে উভয় জগতেই সাফল্য অর্জন করবে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন, তবুও মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য আন্তরিকভাবে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। , তারা তাকে খুশি করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে আশীর্বাদ ব্যবহার করে. এটাই সঠিক মনোভাব যা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে বেনামী। এর অর্থ হল একজন মুসলমানের খ্যাতি বা খ্যাতি অর্জনের জন্য পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করা উচিত নয়। এই মনোভাব অনেক গুনাহের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেমন প্রদর্শন, যা একজনের সওয়াবকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে খ্যাতি অন্বেষণ করা একটি ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া দুটি নেকড়ের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য চেষ্টা করা এবং তারা যদি প্রাধান্য লাভ করে, তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা বজায় রাখতে হবে, মানুষকে খুশি করার জন্য তাঁর আনুগত্য পরিবর্তন না করে, কারণ এটি উভয় জগতের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

সামাজিকীকরণ - 36

জামে আত তিরমিযী, 2315 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার অভিশাপ দিয়েছেন, যে লোককে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে।

সত্যের উপর লেগে থাকা অবস্থায় রসিকতা করা পাপ নয় তবে ধারাবাহিকভাবে করা কঠিন। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ঠাট্টা করে সে শেষ পর্যন্ত ছিটকে যাবে এবং পাপপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করবে, যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা বা অন্যকে উপহাস করা। অতএব, অতিরিক্ত ঠাট্টা করা এড়ানো নিরাপদ, যা জামি আত তিরমিযী, 1995 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত রসিকতা করে যদিও তারা সর্বদা সত্য কথা বলে এবং কাউকে অসন্তুষ্ট না করে, সে মুখোমুখি হবে। একটি আধ্যাত্মিক রোগ যা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে ইবনে মাজাহ, 4193 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হৃদয়। এটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে যে অত্যধিক রসিকতা করে এবং হাসে, কারণ এই মানসিকতা দাবি করে যে তারা সর্বদা মজার বিষয় নিয়ে চিন্তা করে এবং আলোচনা করে এবং গুরুতর সমস্যাগুলি এড়িয়ে চলে। মৃত্যু এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির বিষয়টি গুরুতর বিষয় এবং যদি কেউ সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা এড়িয়ে চলে তবে সে কখনই সঠিকভাবে তাদের জন্য প্রস্তুত হবে না। এই প্রস্তুতির অভাব তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মৃত্যু ঘটাবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি যত বেশি গুরুত্বের সাথে পরকালের বিষয়ে চিন্তা করবে তত কম তারা হাসবে এবং তামাশা করবে। এটি সহীহ বুখারী, 6486 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অনেক সময় ঠাট্টা করার কারণেও অন্যরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। এটি অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, যেমন তারা যখন ভাল আদেশ দেয় এবং

মন্দ নিষেধ করে তখন গুরুত্বের সাথে না নেওয়া, এমনকি তা তাদের নিজের সন্তানদের জন্যও হয়।

অত্যধিক রসিকতা প্রায়শই মানুষের মধ্যে শত্রুতার দিকে নিয়ে যায়, কারণ কেউ সহজেই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে নিতে পারে। এর ফলে সম্পর্ক ভেঙে যায় এবং ভেঙে যায়। প্রকৃতপক্ষে, অনেক লোক প্রায়ই রসিকতার কারণে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সমাজের মানুষের মধ্যে বেশিরভাগ তর্ক-বিতর্ক এবং মারামারি রসিকতা হিসাবে শুরু হয়।

উপরন্তু, ঠাট্টা করার সময় উচ্চস্বরে বা মুখের হাসি এড়ানো উচিত, কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয়। সহীহ বুখারী, ৬০৯২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাসি ছিল একটি হাসি।

একজন মুসলিমকে যেকোন মূল্যে মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত এমনকি তামাশা করার সময়ও, কারণ এর ফলে তারা জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘর পেতে পারে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4800 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের মোটেই রসিকতা করা উচিত নয়। মিথ্যা বলার মতো পাপ এড়িয়ে চলার সময় সময়ে সময়ে রসিকতা করা গ্রহণযোগ্য, যেমনটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে রসিকতা করতেন। জামি আত তিরমিযী, 1990 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অতিরিক্ত রসিকতা যা কোন পাপের সাথে সম্পর্কিত হলে এটি অপছন্দনীয় এবং গুনাহের কাজ। নিজের ইচ্ছা

পূরণের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্যের ভুল ব্যাখ্যা করা পাপ। যদি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো পাপ না করে কদাচিৎ কৌতুক করেন, তাহলে মুসলমানদেরও তা করা উচিত এবং নিজেদের ইচ্ছা পূরণের জন্য সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়।

উপরন্তু, মানুষের সাথে প্রফুল্ল হওয়ার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে, যেমন হাসি, এবং অতিরিক্ত রসিকতা। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 301 নম্বর হাদিস অনুসারে প্রফুল্ল হওয়া মহান আল্লাহর একটি নিয়ামত। এমনকি অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য হাসি দেওয়াও জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে দাতব্য কাজ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। , সংখ্যা 1970। সুতরাং একজনের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে অতিরিক্ত রসিকতা এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হল যে মানুষ সবসময় দুঃখিত এবং বিষণ্ণ থাকা উচিত। মেজাজ

সামাজিকীকরণ - 37

সহীহ বুখারী, 2673 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করার জন্য মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তাদের প্রতি রাগান্বিত হন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এটি তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষের সম্পত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফরয নামাযের মতো জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যদি কেউ মহান আল্লাহকে মান্য করে, তাহলেও এর ফলাফল হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি সাধারণত ঘটে থাকে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে, যেখানে মুসলিমরা সম্পদ এবং সম্পত্তির মতো তাদের নয় এমন কিছু নেওয়ার জন্য আইনি আদালতে মিথ্যা দাবি করে। সহীহ বুখারী, 2654 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিস মিথ্যাচারকে শিরক এবং পিতামাতার অবাধ্যতার পাশে রাখে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনেও তাই করেছেন। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 30:

"...সুতরাং মূর্তির অপবিত্রতা পরিহার করুন এবং মিথ্যা বক্তব্য পরিহার করুন।"

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস একজন ব্যক্তিকে কঠোর সতর্কবাণী দেয় যে মিথ্যা সাক্ষী হতে আন্তরিকভাবে তওবা করে না। যদি তারা তওবা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিচারের দিন তারা নড়বে না যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাদের জাহান্নামে পাঠান। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এমন কিছু

নেওয়ার জন্য মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে কাজ করে যার কোনো অধিকার তাদের নেই, তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে যদিও তারা যে জিনিসটি নিয়েছিল তা একটি গাছের ডালও হয়। এটি সহীহ মুসলিম, 353 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মিথ্যা সাক্ষী হওয়া একটি গুরুতর পাপ কারণ এতে মিথ্যা বলার মতো আরও অনেক ভয়ঙ্কর পাপ রয়েছে। মিথ্যা সাক্ষী যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে পাপ করে। এই পাপ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তাহলে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যা সাক্ষীর নেক আমল ভিকটিমকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে ভিকটিমের পাপ মিথ্যা সাক্ষীকে দেওয়া হবে। এর ফলে মিথ্যা সাক্ষীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। মিথ্যা সাক্ষী যদি অন্য কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তারাও গুনাহ করে, যাতে পরবর্তীরা এমন কিছু নিতে পারে যার তাদের অধিকার নেই। এই মনোভাব স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে যা মুসলমানদের একে অপরকে মন্দ কাজে সাহায্য না করে বরং ভালো কাজে একে অপরকে সাহায্য করার পরামর্শ দেয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মিথ্যা সাক্ষী এমন কিছু ব্যবহার করে আরও পাপ করবে যা প্রাপ্তির উপায়ের কারণে অবৈধ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করে এবং তারপরে তা দান করে তবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং একটি পাপ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে, কারণ মহান আল্লাহ শুধুমাত্র

বৈধকে গ্রহণ করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা সম্পদের সাথে যা কিছু করবে তা অনুগ্রহের অনুপস্থিত এবং একটি পাপ হবে কারণ এটি অবৈধভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল।

সাধারণ দৈনন্দিন কথাবার্তায় হোক বা আইনি আদালতের মামলায় শপথের অধীনে হোক সবসময় সত্য কথা বলা সকল মুসলমানের কর্তব্য। সব ধরনের মিথ্যা বলা পাপের দিকে নিয়ে যায় যা ফলস্বরূপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে মিথ্যা বলতে থাকবে তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা বড় মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। বিচার দিবসে এমন একজন ব্যক্তির সাথে কী ঘটতে পারে যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন তা নির্ধারণ করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

পরিশেষে, আইনী আদালতের মামলার মাধ্যমে বা অন্য উপায়ে অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ এটি একজন সত্যিকারের মুসলিম ও বিশ্বাসীর চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃত মুসলমান ও মুমিন সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতিকে মানুষ ও তাদের মাল থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মানুষকে এবং তাদের সম্পদের সাথে সেভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের এবং তাদের সম্পদের সাথে ব্যবহার করুক।

সামাজিকীকরণ - 38

জামে আত তিরমিযী, 1977 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন যা একজন সত্যিকারের মুমিনের মধ্যে পাওয়া যায় না।

প্রথম নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল অন্যের সম্মানকে অপমান করা। একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী তাদের কথাবার্তা বা শারীরিক কাজের মাধ্যমে অন্যের সম্মানের ক্ষতি করে না। মহান আল্লাহ মুসলমানদের সম্মানকে পবিত্র করেছেন যেমন তাদের জান ও মাল পবিত্র। সুনানে ইবনে মাজা, 3933 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী অন্যের নিজের বা সম্পদের ক্ষতি করতে পারে না, সে অবশ্যই অন্যদের অসম্মান করবে না। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের সম্মান লঙ্ঘিত হলে তাদের সম্মান রক্ষা করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্মান রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। একজনকে অবশ্যই অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতে হবে এবং এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় যে লোকেরা তাদের সম্পর্কে কথা বলুক এবং তাদের সাথে আচরণ করুক।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল একজন প্রকৃত মুমিন অভিশাপ দেয় না। এটি একটি মন্দ অভ্যাস কারণ একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করছেন, যা কিছু বা কারো কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য। এটি ইসলামের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, যখন তাকে

মক্কার অমুসলিমদের অভিশাপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তাকে অভিশাপদাতা হিসাবে মহান আল্লাহ প্রেরিত করেননি, বরং মানবজাতির জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমতের জন্য অন্যদের কাছ থেকে দূরীভূত হওয়ার জন্য দো'আ করে, সম্ভবত তাদের কাছ থেকে তা সরিয়ে ফেলা হবে। একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4905 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি বা জিনিসকে অভিসম্পাত করেছে তা না বললে অভিশাপ তার কাছে ফিরে আসে। এটা প্রাপ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা না. অতএব, মুসলমানদের এই পাপকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা কোন জিনিসকে অভিশাপ দেয় না কারণ এটি একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর লক্ষণ নয়। তারা বরং মহান আল্লাহর রহমত সকলের উপর অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। এটি তাদের উপর মহান আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে যাবে। একজনের সাথে অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে সে অনুযায়ী আচরণ করা হবে। কেউ যদি অন্যকে অভিশাপ দেয় তবে তারা অভিশপ্ত হবে কিন্তু যদি তারা অন্যের সাথে করুণার আচরণ করে তবে তাদের সাথে করুণার আচরণ করা হবে। এটি সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল অনৈতিক পাপ করা। এর মধ্যে নিজের এবং মহান আল্লাহর মধ্যকার সকল ছোট-বড় গুনাহ যেমন ফরজ সালাতকে অবহেলা করা এবং গীবত করার মতো ব্যক্তি ও অন্যদের মধ্যেকার পাপ অন্তর্ভুক্ত। এই পাপগুলি ভাল আচরণের স্বীকৃত মানগুলির বিরুদ্ধে। এবং এটি সেই সমস্ত পাপকেও নির্দেশ করতে পারে যা প্রকাশ্যে করা হয়। এগুলি গোপন পাপের চেয়েও খারাপ, কারণ তারা অন্যদের অনুসরণ করতে এবং খারাপ কাজ করতে উত্সাহিত করে। এই কারণেই জিহ্বার পাপ, যেমন গীবত, বেশিরভাগ সমাজে একটি গ্রহণযোগ্য অভ্যাস হয়ে উঠেছে, যেমন এটি জনসমক্ষে সংঘটিত হয়, উদাহরণস্বরূপ, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। যে মন্দ কাজ করে সে তার নিজের পাপের বোঝা বহন করবে এবং সেই সাথে

অন্যদেরকে যে পাপের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 203 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। যদি ভাল আচরণ বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে, যা জামি আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ অনুমান করতে পারে অনৈতিকতার মন্দতা সাধারণভাবে বলতে গেলে, অনৈতিকতার সাথে যুক্ত পাপগুলিকে সর্বদা সমস্ত সমাজ দ্বারা মন্দ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। একজনকে কেবল অনৈতিক পাপ থেকে বিরত থাকতে হবে না বরং খারাপ সঙ্গ এবং যে জায়গাগুলিতে এই পাপগুলি বেশি সংঘটিত হয় সেগুলি থেকেও দূরে থাকতে হবে। তাদের এই বিষয়ে দৃঢ় থাকা উচিত এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করা উচিত, যেমন তাদের নির্ভরশীলদেরও তা করতে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একজন প্রকৃত মুমিন ফাউল নয়। অর্থ, তারা অন্যদের বিরুদ্ধে পাপ করে কার্যত খারাপ আচরণ করে না এবং তারা ভাষায়ও নোংরা নয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই খারাপ বৈশিষ্ট্যটি এমন লোকেদের মধ্যে খুব সাধারণ হয়ে উঠেছে যারা এখনও নিজেদেরকে শুদ্ধ হৃদয়ের দাবি করে, বিশেষ করে তাদের ভাষায় অত্যন্ত নোংরা। এটি তাদের ঘোষণার বিরোধিতা করে কারণ ভিতরে যা আছে তা বাহ্যিকভাবে প্রতিফলিত হয়। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, অশ্লীল আচরণ বিশেষ করে, অশ্লীল ভাষা পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য এটি শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজনকে মনে রাখতে হবে যে নোংরা কথা প্রায়ই খারাপ কাজের দিকে পরিচালিত করে, তাই একজনের জন্য তাদের কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা কেবল ভাল কথা বলে বা চুপ থাকে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপকে হেফাজত করুন, যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে।

সামাজিকীকরণ - 39

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের গ্রহণ করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন।

উল্লেখিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ হল প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের সাথে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসকে সংযুক্ত করেছিলেন। এটি সহীহ মুসলিমের 174 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র এই হাদিসটিই প্রতিবেশীদের সাথে সদয় আচরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার গুরুতরতা নির্দেশ করার জন্য যথেষ্ট। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন মহিলা যে তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং অনেক স্বেচ্ছায় ইবাদত করেছে সে জাহান্নামে যাবে কারণ সে তার বক্তৃতার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। যদি কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে, তাহলে তার প্রতিবেশীর শারীরিক ক্ষতি কতটা গুরুতর তা কল্পনা করা যায়? দয়ার অর্থ হল আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সাহায্যের মতো একজনের উপায় অনুসারে তাদের যা ভাল তা সাহায্য করা। তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি তাদের থেকে দূরে রাখতে হবে। একজন বিশ্বাসীকে অবশ্যই এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা তাদের প্রতিবেশীদের জন্য বিঘ্ন এবং অস্বস্তির কারণ হতে পারে যেমন উচ্চ শব্দ।

তাদের অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে এবং তাদের প্রতিবেশীদের ক্ষমা করতে হবে, যতক্ষণ না তারা সীমা অতিক্রম না করে, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার শিক্ষা দেয়। সহজ কথায়, একজনকে অবশ্যই তাদের প্রতিবেশীর সাথে

এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা তাদের প্রতিবেশীদের সাথে আচরণ করতে চায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল একজন প্রকৃত মুসলমান অন্যদের জন্যও তাই পছন্দ করে যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে। এটা শুধু কথার মাধ্যমে ঘোষণা না করে ব্যবহারিকভাবে দেখানোটা জরুরি। একজন মুসলমানকে তাদের উপায় অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে, যেমন মানসিক এবং শারীরিক সাহায্য, ঠিক যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সাহায্য করুক। এর ফলে তারা মহান আল্লাহর সমর্থন লাভ করবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বর একটি হাদিসে পাওয়া যায়। একজন ব্যক্তি যেমন পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সফল হতে চায়, তেমনি একজনকে এটি অর্জনে অন্যদেরকেও ব্যবহারিকভাবে সাহায্য করতে হবে। একইভাবে একজন মুসলিম চায় যে তাদের নিজের এবং সম্পদ অন্যের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকুক, যা একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের সাথে আচরণ করতে হবে। একই ভাবে এই পদ্ধতিতে আচরণ করা অনেক নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন হিংসা, শত্রুতা এবং ঘৃণা দূর করে এবং একজনকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে উত্সাহিত করে, যেমন ভদ্রতা, সহানুভূতি এবং সহনশীলতা।

সামাজিকীকরণ - 40

জামে আত তিরমিযী, 2406 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কীভাবে নাজাত অর্জন করতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম কথা হলো নিজের কথাকে নিয়ন্ত্রণ করা। একজন মুসলমানের মন্দ কথা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ বিচারের দিনে তাদের জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজন মুসলিমের উচিত অনর্থক ও অনর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে চলা কারণ এটি প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার প্রথম ধাপ এবং এতে একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, যা তাদের জন্য বড় আফসোসের কারণ হবে। বিচার দিবস। একজন মুসলিমের উচিত ভালো কথা বলার চেষ্টা করা অথবা চুপ থাকা। সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যখন কেউ এইভাবে আচরণ করে, এমনকি তাদের নীরবতাও একটি ভাল কাজ হিসাবে গণ্য হয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তি যেন অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হয়। এইভাবে আচরণ করা সময় নষ্ট করে এবং মৌখিক ও শারীরিক উভয় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যদি কেউ সত্যিকারের এবং আন্তরিকভাবে চিন্তা করে, তবে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের বেশিরভাগ পাপ এবং তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা অন্যদের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকতার কারণে হয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে এটি সর্বদা অন্যের দোষ ছিল তবে এর অর্থ যদি কেউ অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়া এড়িয়ে যায় তবে তারা কম পাপ করবে এবং কম সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে। এটি ইসলামিক জ্ঞানের মতো দরকারী জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার

জন্য তাদের সময়ও খালি করে দেবে, যা একজন ব্যক্তির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে উপকারী। সামাজিকীকরণ অকারণে সময়ের অনন্য আশীর্বাদকে নষ্ট করে, যা কেটে যাওয়ার পরে আর ফিরে আসে না। যারা নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ কাজে তাদের সময় নষ্ট করেছে তারা এই পৃথিবীতে চাপের মুখোমুখি হবে এবং বিচারের দিনে একটি বড় আফসোসের সম্মুখীন হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে তাদের পুরস্কারের সাক্ষী। উপরন্তু, অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকীকরণ একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধা দেয়। এটি একজনকে আত্ম-প্রতিফলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকেও বাধা দেয়। একজন ব্যক্তি জীবনে সঠিক পথে যাচ্ছে এবং তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজন। আত্ম-প্রতিফলনের অভাব একটি লক্ষ্যহীন জীবনের দিকে পরিচালিত করে যেখানে একজন ব্যক্তির তাদের পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনে কোন দৃঢ় নির্দেশনা থাকে না। অতিরিক্ত সামাজিকীকরণ একজনকে নির্ভরশীল হতে এবং মানুষের প্রতি আঁকড়ে থাকতে উৎসাহিত করে এবং এটি সর্বদা মানসিক, মানসিক এবং সামাজিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, কারণ একজনের সমগ্র জীবন, তাদের সুখ এবং দুঃখ, সবকিছুই মানুষ এবং তাদের সম্পর্কের চারপাশে আবর্তিত হয়। এই সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব থেকে কেউ নিজেকে বাঁচাতে পারে শুধুমাত্র যখন প্রয়োজন হয় তখন সামাজিকতার মাধ্যমে।

সামাজিকীকরণ - 41

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 2520 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে যে চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা হল অতিরিক্ত শব্দ রোধ করা। মন্দ কথা সবসময় এড়িয়ে চলতে হবে। নিরর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় শব্দগুলিও এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ তারা প্রায়শই খারাপ কথার দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে একজন ব্যক্তির বেশিরভাগ সমস্যা, অসুবিধা এবং তর্কের সম্মুখীন হয় অপ্রয়োজনীয় শব্দ এবং কথোপকথনের কারণে। তাই একজন মুসলিমের হয় ভালো কথা বলা উচিত নয়তো চুপ থাকা উচিত, যা সহীহ মুসলিম, ১৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

সামাজিকীকরণ - 4 2

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়েছেন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল পণ্ডিত এবং জ্ঞানীদের সাথে মেলামেশা করা। একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা তাদের সঙ্গীকে বুদ্ধিমত্তার সাথে নির্বাচন করা কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যখন কেউ ধার্মিকদের সঙ্গী এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করে তখন তারা কেবল ধার্মিক বৈশিষ্ট্যই গ্রহণ করবে না বরং এটি তাদের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রমাণ করবে। এবং এর ফলে তারা পরকালে ধার্মিকদের সাথে পরিনত হবে। সহীহ বুখারী, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি সৎভাবে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে সমস্যা, সমস্যা এবং তর্কের সম্মুখীন হয়েছে তার বেশিরভাগই সামাজিকীকরণের ফলাফল। সঠিক লোকেদের সাথে মেলামেশা করলে এই সমস্যাগুলো ব্যাপকভাবে কমে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ধার্মিকদের সাথে মেলামেশা করা একজনকে সঠিক মনোভাব এবং আচরণ গ্রহণ করতে সাহায্য করবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। একজন মুসলমানের উচিত ধার্মিক এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে থাকা উচিত অন্যথায় নির্জনতা খোঁজা, কারণ নিরাপত্তা এই দিন এবং যুগে বিশেষত এর মধ্যেই রয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল সর্বজনীন মহৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়া। অর্থ, এই মুসলিম ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে মহৎ চরিত্র প্রদর্শন করে, কারণ তারা বোঝে যে একজন প্রকৃত মুসলমান ও মুমিন

সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতিকে একজন ব্যক্তি এবং তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসাই, নং 4998-এ পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তারা অন্যদের জন্য তাদের ভালবাসার প্রমাণ দেয় যে তারা নিজের জন্য যা চায় তা কেবল কথার মাধ্যমে নয়, কারণ এই বাস্তব বাস্তবায়ন একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে হাদিস পাওয়া গেছে। তারা শুধুমাত্র সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যে উল্লিখিত মহান আল্লাহর প্রতি সৎ আচরণই করে না বরং দেখায়। সৃষ্টির জন্য মহৎ চরিত্র, যেহেতু তারা জানে একজন প্রকৃত মুমিন ঈমানের উভয় অংশ পূরণ করে, যথা, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করা এবং সৃষ্টির প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা। যে ব্যক্তি লোকেদের প্রতি উত্তম চরিত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়, যার মধ্যে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা জড়িত যে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, সে দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তারা তাদের ভাল কাজগুলি তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে যাদের তারা অন্যায় করেছে এবং প্রয়োজনে তারা তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তাদের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল দুষ্ট লোকের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা। এর মানে হল যে তারা ভাল জিনিসগুলিতে অন্যদের সাহায্য করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এবং যারাই অংশ নিচ্ছে বা সংগঠিত করছে তা নির্বিশেষে খারাপ জিনিসগুলিতে তাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় যারা তারা কি করছে তা দেখার পরিবর্তে কে কিছু করছে তার উপর নির্ভর করে অন্যদের সাহায্য করা বা না করা বেছে নেয়। এটি এমনকি পণ্ডিতদের এবং ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রভাবিত করেছে, যারা প্রায়শই শুধুমাত্র তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থন করে। মুসলমানরা যদি সামাজিক শক্তি পুনরুদ্ধার করতে চায় এবং ধার্মিক পূর্বসূরিদের প্রভাবিত করতে চায় তবে এটি অবশ্যই পরিবর্তন হবে, কারণ তারা সর্বদা এই দায়িত্ব পালন করেছে, লোকেরা ভাল জিনিসের সংগঠিত বা নেতৃত্ব দিচ্ছে না কেন। পরিশেষে, হাদিসের এই অংশটি খারাপ সঙ্গী এবং গুনাহের সাথে বেশি সম্পৃক্ত স্থানগুলির বিরুদ্ধেও সতর্ক করে। খারাপ সঙ্গী শুধুমাত্র একজনকে খারাপ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে এবং অন্ধ আনুগত্য বিকাশ করতে উত্সাহিত করে, যা প্রায়শই একজনকে মন্দ কার্যকলাপে সমর্থন এবং অংশ নিতে উত্সাহিত করে।

সামাজিকীকরণ - 43

সহীহ বুখারী, 6133 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে একজন মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশনে পড়ে না।

এর অর্থ হল একজন বিশ্বাসী কোনো কিছু বা কারো দ্বারা দুবার বোকা হয় না। এর মধ্যে গুনাহ করা অন্তর্ভুক্ত। একজন প্রকৃত মুমিন পাপ করার থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু যখন তারা সেগুলি করে, তখন তারা তাদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করে না এবং বরং মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে শিখে এবং পরিবর্তন করে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং যে কোনও অধিকার আদায় করে নেওয়া। আল্লাহ, মহান, এবং মানুষের সম্মান লঙ্ঘন করা হয়েছে.

একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী মানুষকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে না যার ফলে তাদের দ্বারা অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু যদি তারা কেউ দ্বারা প্রতারিত হয়, তবে তাদের উপেক্ষা করা উচিত এবং ক্ষমা করা উচিত, কারণ এটি তাদের ক্ষমার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

কিন্তু ভবিষ্যতে এই ব্যক্তির সাথে আচরণ করার সময় তাদের সতর্কতার সাথে তাদের আচরণ পরিবর্তন করা উচিত, যাতে তারা আবার বোকা না হয় তা নিশ্চিত করে। অন্যদের ক্ষমা করা এবং বিশেষ করে কারো প্রতি অন্যায় করার পরে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদিসটি একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি যিনি ক্রমাগত তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন যাতে তারা আরও ভাল পরিবর্তন করতে পারে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করে, তাঁর আনুগত্য পূরণ করে। হুকুম, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

পরিশেষে, মূল হাদীসটি ক্ষমা ও ভুলে যাওয়ার ভুল ধারণা দূর করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যকে ক্ষমা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিন্তু ভুলে যাওয়া শুধুমাত্র মানুষের জন্য আবার অন্যায় করার দরজা খুলে দেয়। মানুষ তাদের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে না এবং করা উচিতও নয়। পরিবর্তে, একজনের উচিত অন্যকে ক্ষমা করা, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যের অধিকার পূরণের জন্য সচেষ্ট হওয়া, কিন্তু মানুষের সাথে আচরণ করার সময় সাবধানে চলা উচিত, বিশেষ করে যারা অতীতে তাদের সাথে অন্যায় করেছে, যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়।

সামাজিকীকরণ - 44

জামে আত তিরমিযী, 1660 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন সবচেয়ে নেককার লোকের কথা উল্লেখ করেছেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হল সেই ব্যক্তি যে এর দ্বারা সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, লোকদের থেকে তাদের মন্দকে দূরে রাখে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকে। একজন মুসলমান যদি তাদের উপর নির্ভরশীল থাকে তবে তাদের এইভাবে আচরণ করা অনুমোদিত নয়, কারণ তাদের অবহেলা করা একটি পাপ। সুনানে আবু দাউদ, 1692 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, তাদের মন্দ থেকে নিরাপদে থাকার জন্য মানুষকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়, বরং তাদের নিজেদের মন্দ লোকদের থেকে দূরে রাখার জন্য এটি করা উচিত। যেহেতু পূর্বের মনোভাব গর্বিত হতে পারে, যেখানে একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তারা ধার্মিক এবং অন্যরা পাপী। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন পরমাণুর গর্ব কাউকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের 265 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মানুষের সাথে মেলামেশা কম করা অনেক ভালোর দিকে নিয়ে যেতে পারে কারণ এটি তাদের কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের পাপ করার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। এটি একজনকে অনেক তর্ক, অসুবিধা এবং সমস্যার মুখোমুখি হতে বাধা দেয়, যা মূলত অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকীকরণের কারণে ঘটে। এটি তাদের দায়িত্ব এবং দায়িত্বগুলিতে আরও মনোনিবেশ করার জন্য তাদের সময় মুক্ত করবে। এটি তাদের ইসলামিক জ্ঞান শিখতে এবং তার উপর কাজ করার জন্য আরও সময় দেয়, যা উভয় জগতে সত্য এবং স্থায়ী

সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে সুবিধাগুলি পাওয়া যেতে পারে তবে এই দিন এবং যুগে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকতা এড়ানো অনেক বেশি নিরাপদ।

সামাজিকীকরণ - 45

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

"আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন, তাই একজন মুসলমানের উচিত ধৈর্য ধরে রাখা, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা কারণ এটি কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়। , তাদের পাপ ক্ষমা করা. অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর, যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য, কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

যাদের অন্যদেরকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং তারা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও সর্বদা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং তাদের প্রতিটি ছোট-বড় গুনাহ যাচাই করে দেখেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমার দিকে নিয়ে যায়। এছাড়াও, মনের শান্তি দূর হয় যখন কেউ তাদের বিরক্ত করে এমন প্রতিটি ছোট সমস্যা ধরে রাখার অভ্যাস গ্রহণ করে। অতএব, অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করতে শেখা একজনকে ছোটখাটো সমস্যাগুলি ছেড়ে দিতে সাহায্য করে, যা তাদের মনের শান্তি অর্জনে সহায়তা করে।

অবশেষে, মূল হাদিসের অর্থ এই নয় যে অন্যরা যখন লাইন অতিক্রম করে তখন নিজেকে রক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার শিক্ষা দেয়। উপরন্তু, এমনকি যখন একজন অন্যকে ক্ষমা করে, এর অর্থ এই নয় যে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত বা স্বাভাবিকভাবে তাদের সাথে সামাজিকতা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এটি কেবল তাদের আবার অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করা উচিত, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অবশ্যই অন্যের অধিকার পূরণ করতে হবে এবং অতীতে যারা তাদের সাথে অন্যায় করেছে তাদের সাথে আচরণ করার সময় সতর্কতার সাথে চলা উচিত। এটি নিশ্চিত করবে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না এবং তারা উভয় জগতেই আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে।

সামাজিকীকরণ - 46

সুনানে আবু দাউদ, 4860 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করেছেন, কারণ এটি মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি খারাপ অনুভূতি সৃষ্টি করে।

এটা প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় যে পরিবার, বিশেষ করে এশিয়ান সম্প্রদায় থেকে, সময়ের সাথে সাথে ভেঙে যায়। এটি পরিবারের সদস্যদের, যেমন পিতামাতার সবচেয়ে বড় অভিযোগ। তারা ভাবছে কেন তাদের সন্তানরা আলাদা হয়ে গেছে যদিও তারা একসময় দৃঢ়ভাবে একসাথে ছিল।

আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল কারণ কেউ একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছে। এটি প্রায়শই পরিবারের সদস্য দ্বারা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা তার অন্য সন্তানের কাছে তার ছেলে সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবেন। এতে দুই আত্মীয়ের মধ্যে শত্রুতা বাড়ে এবং সময়ের সাথে সাথে তা গড়ে ওঠে এবং উভয়ের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। যারা এক সময় একজনের মতো ছিল তারা একে অপরের অপরিচিতের মতো হয়ে যায়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ ফেরেশতা নয়। খুব অল্প কিছু বাদে, যখন একজন ব্যক্তির কাছে অন্যের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা হয়, তখন তারা এটি দ্বারা প্রভাবিত হবে, যদিও তারা এটি ঘটতে চায় না। এই শত্রুতা এখনও

ঘটবে এমনকি যদি প্রাথমিক ব্যক্তি যে কারো আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছিল সে আত্মীয়দের মধ্যে ফাটল তৈরি করতে চায় না। কেউ কেউ প্রায়শই অভ্যাসের বাইরে এইভাবে কাজ করে এবং সম্পর্কের ক্ষতি করার চেষ্টা করে না। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা প্রায়শই এই অভ্যাসটি গ্রহণ করে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে তারা তাদের সন্তানদের সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ুক বা ভেঙে যাক।

এই মনোভাব মানুষের মানসিকতার উপর এমন মারাত্মক প্রভাব ফেলে যে এটি এমন আত্মীয়দেরও প্রভাবিত করে যারা একে অপরের সাথে খুব কমই দেখা বা কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তাদের একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক জিনিসগুলি উল্লেখ করবে, যদিও তাদের আত্মীয় এমনকি তাদের মতো একই দেশে বাস নাও করতে পারে। এই আচরণ তাদের হৃদয়ে শত্রুতা জাগিয়ে তোলে এবং সময়ের সাথে সাথে তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের দূরবর্তী আত্মীয়কে অপছন্দ করে, যদিও তারা তাদের খুব কমই জানে।

এই সমস্যাটি প্রায়শই ঘটে যখন দুজন ব্যক্তি অন্য লোকেদের সামনে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা তাদের সন্তানদের সামনে তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে। যদিও, তারা তাদের সন্তানদের সরাসরি কিছু বলছে না, তবুও এটি তাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। যদি কেউ সত্যিই এক মুহুর্তের জন্য প্রতিফলিত হয় তবে তারা বুঝতে পারবে যে অন্যদের প্রতি তাদের বেশিরভাগ অসুস্থ অনুভূতি সেই ব্যক্তি যা করেছে বা তাদের সরাসরি বলেছে তার কারণে হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি একটি তৃতীয় পক্ষের কারণে ঘটেছে, যারা তাদের কাছে সেই ব্যক্তির সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু উল্লেখ করেছে।

যে ক্ষেত্রে একজন আরেকজনকে বিপদের বিষয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করছে, সেক্ষেত্রে অন্য একজনকে নেতিবাচকভাবে উল্লেখ করা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য। যদি কেউ অন্য ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে তাদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং ব্যক্তির নাম না করেই নেতিবাচক কথা উল্লেখ করা। এই সুন্দর মানসিকতার একটি উদাহরণ সহীহ বুখারি, 6979 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তির নাম না করে একটি নেতিবাচক জিনিস উল্লেখ করা কাউকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের আত্মীয় বা অন্যদের সম্পর্কে, ব্যক্তিগতভাবে বা প্রকাশ্যে নেতিবাচক কথা বলার আগে গভীরভাবে চিন্তা করা। অন্যথায়, তারা ভালভাবে খুঁজে পেতে পারে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব একে অপরের থেকে আলাদা এবং আবেগগতভাবে দূরে হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শোনে, তাকে অবশ্যই বক্তাকে গীবত করা থেকে বিরত থাকতে এবং তাদের কর্মের পরিণতি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের অবশ্যই একজন ব্যক্তির সম্পর্কে বলা নেতিবাচক বিষয়গুলিতে ফোকাস করা এড়াতে হবে এবং পরিবর্তে মনে রাখবেন যে একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করে না। যে ব্যক্তির সম্পর্কে তারা নেতিবাচক কথা শুনেছে তার প্রতি তাদের অবশ্যই উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের অধিকার পূরণ করতে হবে। সহজ কথায়, মানুষের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়। এইভাবে আচরণ করা অন্যদের সম্পর্কে যারা নেতিবাচক কথা বলে তাদের দ্বারা সৃষ্ট একজনের হৃদয়ে নেতিবাচক প্রভাবগুলি হ্রাস করবে।

সামাজিকীকরণ - 47

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদের বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন, কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

“সুতরাং আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলিমকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তারা কখনোই নবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারবে না এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ) কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

কঠোরতা শুধুমাত্র মানুষকে ইসলাম থেকে বিতাড়িত করে এবং অন্যদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে এটি একটি কঠোর এবং অশোধিত ধর্ম। এইভাবে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা একটি গুরুতর অপরাধ যা সকল মুসলমানকে এড়িয়ে চলতে হবে।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা, কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মূল হাদিসটির অর্থ এই নয় যে অন্যরা যখন লাইন অতিক্রম করে তখন নিজেকে রক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার শিক্ষা দেয়। কিন্তু এটি মুসলমানদের শেখায় যে তারা অন্যদের সুবিধা নিতে না দিয়ে সাধারণভাবে তাদের পথ হিসাবে ভদ্রতা গ্রহণ করতে।

পরিশেষে, একজনকে সর্বদা একটি সহজ ইসলামী দর্শন মনে রাখতে হবে, একজন অন্যের সাথে কীভাবে আচরণ করে তা হল মহান আল্লাহ তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করবেন। যদি কেউ অন্যের প্রতি তাদের কথাবার্তা ও কাজে কঠোরতা দেখায়, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সাথে একই আচরণ করবেন। পক্ষান্তরে, তারা যদি অন্যদের জন্য নম্র আচরণ করে, অন্যদের জন্য সহজ করে, অন্যদের ভাল কাজে সাহায্য করে এবং অন্যের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে, তবে মহান আল্লাহ তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করবেন।

সামাজিকীকরণ - 48

জামে আত তিরমিযী, 1964 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুমিন এবং একজন মন্দ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীকে নিষ্পাপ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ তারা সবসময় অন্যদের সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করার পরিবর্তে অন্যের কথা এবং কাজকে ইতিবাচক উপায়ে ব্যাখ্যা করে। তারা অন্যদের সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত রায় দেয় না, জেনে রাখা ভাল মানুষ পরিবর্তন করতে পারে এবং তারা তাদের সাথে আচরণ করে যেভাবে তারা অন্যদের সাথে আচরণ করতে চায়। জামে আত তিরমিযী, 2515 নং হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে অন্যের জন্য ভালবাসা প্রকৃতপক্ষে একজন সত্যিকারের মুমিনের চিহ্ন। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে অন্যদেরকে তাদের উপায় অনুযায়ী সমর্থন করে যেমন, আর্থিক এবং মানসিক সমর্থন দ্বারা এটি প্রমাণ করে। . তারা একটি সরল এবং সোজা সামনের মানসিকতা গ্রহণ করে যার মাধ্যমে তারা অন্যদের সাথে একটি আগাম এবং স্পষ্টভাবে আচরণ করে। অর্থ, তারা ট্রিকির সাথে যুক্ত সমস্ত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে চলে, যেমন দ্বিমুখী হওয়া।

এই হাদিসটি একজন বিশ্বাসীকে মহৎ বলে বর্ণনা করে কারণ তারা প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই উত্তম চরিত্রের সাথে কাজ করে। অর্থ, তারা মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিক নিয়ত এবং কার্যত তাঁর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করার মাধ্যমে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করে। তার উপর এটি নিশ্চিত করে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার

করতে পারে। তারা ঈমানের অন্য দিকটিও পূরণ করে যা হল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের সাথে আচরণ করার মাধ্যমে তাদের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা, যার মধ্যে তাদের নির্ভরশীলদের মতো অন্যদের অধিকার পূরণ করা অন্তর্ভুক্ত। তাদের আভিজাত্য তাদের উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কর্মের সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করে, কারণ প্রকৃত আভিজাত্য আচার-আচরণের সাথে জড়িত, পার্থিব সম্পদ বা সামাজিক মর্যাদার সাথে নয়।

অন্যদিকে একজন দুষ্ট ব্যক্তি এই বৈশিষ্ট্যের বিপরীত আচরণ করে। বিশেষ করে, তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছে যে অধিকারের কাছে ঋণী তার ব্যাপারে তারা প্রতারক এবং বিশ্বাসঘাতক। তারা তাদের অধিকার পূর্ণ দাবি করে কিন্তু অন্যের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয়। তারা বেআইনি উপায় সহ প্রয়োজনীয় যেকোন উপায়ে তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণ করার চেষ্টা করে এবং এই প্রক্রিয়াতে তারা কে ভুল করে তা নিয়ে চিন্তা করে না। তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে নিজের এবং অন্যদের ক্ষতি করে। তারা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে আভিজাত্য সামাজিক মর্যাদা এবং সম্পদের সাথে নিহিত থাকে এবং ফলস্বরূপ, তারা যে কোনও মূল্যে এই জিনিসগুলি অর্জনের চেষ্টা করে, এমনকি তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হয়। তারা যা কিছু অর্জন করে তা উভয় জগতে তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা কখনই মানুষের সত্যিকারের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করতে পারে না। তাদের প্রতি দেখানো শ্রদ্ধা বা ভালবাসার যে কোনো বাহ্যিক রূপ জাল এবং বদ্ধ উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত, এমন কিছু যা তারা ভালভাবে জানে, যদিও তারা স্বীকার করতে ভয় পায়।

উপসংহারে, মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের ঘোষণার উপর নির্ভর করবে না বরং ইসলামে আলোচিত মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রহণ করার চেষ্টা করবে, কারণ বিশ্বাসের প্রতি তাদের মৌখিক দাবিকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহারিক ধার্মিক কর্ম এবং আচরণের প্রয়োজন যাতে তারা সফল হয়। উভয় জগতে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

সামাজিকীকরণ - 49

সুনানে ইবনে মাজাহ, 3775 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুজন ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে যদি তৃতীয় কেউ উপস্থিত থাকে তবে তারা একান্তে কথা না বলুন, কারণ এটি তাদের অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

ইসলাম যেহেতু একতাকে উৎসাহিত করে, এমনকি ছোট ছোট কাজ যা মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে তার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসে এমন একটি ভাষায় কথা বলাও রয়েছে যা তৃতীয় ব্যক্তি বুঝতে পারে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল সর্বদা অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা এবং এটি এমন একটি কারণ যা মুসলমানদেরকে তাদের চেনা বা অচেনা লোকদের কাছে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে একান্তে কথা বলা এই দায়িত্বের পরিপন্থী কারণ এটি অন্যদের অস্বস্তিকর বোধ করতে পারে। শুধুমাত্র জরুরী পরিস্থিতিতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে দুজন লোকের গোপনে কথা বলা উচিত অন্যথায়, তাদের অপেক্ষা করা উচিত যতক্ষণ না হয় তৃতীয় ব্যক্তি চলে যায় বা অন্য কেউ দলে যোগ দেয় যাতে তৃতীয় ব্যক্তিটি বাদ না বোধ করে।

একজন মুসলমানের উচিত এই শিক্ষাটি বাস্তবায়ন করা, অন্যদেরকে তাদের জীবনের সমস্ত দিক ও পরিস্থিতিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা, যতক্ষণ না এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। এর একটি দিক হল মানুষের সাথে এমনভাবে আচরণ করা যা একজন অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চান। তাদের উচিত প্রকাশ্যে অন্যদের বিব্রত করা এড়িয়ে যাওয়া এবং তাই গোপনে এবং নম্রভাবে ভালোর আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। তাদের স্বাগত জানানো উচিত যাতে অন্যরা তাদের চারপাশে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। মহান

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য অন্যের চাহিদা পূরণের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সচেষ্ট হওয়া উচিত, কারণ অপূর্ণ চাহিদা মানুষকে অস্বস্তি বোধ করে।

সামাজিকীকরণ - 50

জামে আত তিরমিযী, 2018 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তিনি যে ধরণের লোকদের অপছন্দ করেন তার উল্লেখ করেছেন এবং সেইজন্য বিচারের দিন তাঁর থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবেন।

প্রথম প্রকার হল যারা অতিরিক্ত কথা বলে। এটি অপছন্দের কারণ যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে তার নিরর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলার সম্ভাবনা অনেক বেশি, যা পাপ নাও হতে পারে তবে প্রায়শই পাপের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, অনর্থক কথাবার্তা শুধুমাত্র সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে বক্তার জন্য বড় আফসোস হবে। আর যে অতিরিক্ত কথা বলে তার দৈহিক পাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে বিচারের দিন জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দ লাগে, জামে আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। , অন্যদের সাথে বিতর্ক এবং সমস্যা। এই সমস্ত জিনিসগুলি প্রায়শই অন্যান্য পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন অন্য লোকেদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যিনি অত্যধিক কথা বলেন তিনি প্রায়শই জিনিসগুলিকে যথাযথভাবে চিন্তা করতে ব্যর্থ হন এবং ফলস্বরূপ তারা তাড়াহুড়ো এবং ভুল বিচার করে। এটি কেবল তাদের জন্য উভয় জগতেই চাপের দিকে নিয়ে যাবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী প্রকারের ব্যক্তি হল উচ্চস্বরে যারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে অহংকার ও প্রদর্শনের জন্য অতিরিক্ত এবং কৃত্রিমভাবে কথা বলে। এই ব্যক্তি অন্যদের দেখাতে চায় যে তারা কতটা জ্ঞান রাখে যার ফলে নিজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই ব্যক্তি প্রায়শই মহান আল্লাহর পরিবর্তে তাদের কাজের মাধ্যমে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চায়। এর ফলে তারা তাদের সৎ কর্মের জন্য পুরস্কার হারাবে। প্রকৃতপক্ষে, বিচার দিবসে

তাদের বলা হবে যে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার পেতে। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত চূড়ান্ত ব্যক্তি হলেন অহংকারী ব্যক্তি। এটি একটি মন্দ এবং মূর্খ মানসিকতা কারণ একটি পরমাণুর মূল্যের অহংকার একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যখন স্রষ্টা ও প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নন, তখন তার কাছে থাকা কিছু নিয়ে কীভাবে গর্ব করা যায়? এটা তার মতই মূর্খ যে অন্যের সম্পত্তি ও দখল নিয়ে গর্ব করে। অহংকার শুধুমাত্র একজনকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উত্সাহিত করে যখন এটি অন্যের কাছ থেকে আসে এবং একজনকে অন্যের দিকে তাকানোর কারণ করে। সত্যকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, তা কার কাছ থেকে আসুক না কেন, কারণ সত্যের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। তাই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা মহান আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল। অন্যের দিকে তাকানো মূর্খতা কারণ এই পৃথিবীতে বা পরলোকগত কোন ব্যক্তির প্রকৃত মূল্য এবং মর্যাদা মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যে ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক মনে করে সে মহান আল্লাহর কাছে তুচ্ছ হতে পারে এবং তারা তাদের বিশ্বাস ছাড়াই মারা যেতে পারে, কারণ তাদের বিশ্বাসের সাথে কেউ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। এটা মনে রাখা অহংকার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত.

সামাজিকীকরণ - 51

সহীহ বুখারী, 2662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যের প্রশংসা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

এটি একটি অপছন্দনীয় কাজ কারণ এটি প্রথমে পাপ হতে পারে যদি প্রশংসা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে হয়, যা প্রায়শই ঘটে যখন কেউ অন্যের প্রশংসা করে। এমনকি যদি এটা সত্যও হয়, মানুষের অতিরিক্ত প্রশংসা করা, বিশেষ করে অজ্ঞদের, তাদের গর্বিত হতে পারে। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য, কারণ এটির একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রশংসা করা এমনকি প্রশংসিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহকে মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্যতা পূরণ করেছে, এবং তাই তাঁর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই।

একজন মুসলিমকে অন্যের প্রশংসা করে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ তারা তাদের কাজ এবং ভিতরের লুকানো চরিত্র অন্য যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে ভালো জানে। মহান আল্লাহ তায়ালা অসংখ্যবার মানুষের কাছ থেকে তাদের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রেখেছেন তা নিয়ে চিন্তা করলে তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখা উচিত। সত্য হল, অন্যের সমস্ত গোপন দোষ ও পাপ যদি অন্যরা জানত, তবে কেউ অন্যের প্রশংসা করত না। উপরন্তু, তাদের মনে রাখা উচিত যে তারা যে প্রশংসিত গুণের অধিকারী, তা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন, তাই সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহর প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হওয়া, তাদের কাছে থাকা আশীর্বাদগুলোকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। এই হাদিস সম্পর্কে

অন্যদের উপদেশ দেওয়া উচিত এবং অন্যের প্রশংসা না করার জন্য সতর্ক করা উচিত।

শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে অন্যের প্রশংসা করা গ্রহণযোগ্য। একজনকে অবশ্যই অতিরিক্ত প্রশংসা করা এড়াতে হবে, সর্বদা সত্যকে মেনে চলতে হবে এবং তাদের আরও ভাল কাজ করতে উত্সাহিত করার জন্য এটি করা উচিত। এটি বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন, তাদের স্কুলের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা করা, ভালো আচরণ করা এবং যখন তারা ইসলামের দায়িত্ব পালন করে।

সামাজিকীকরণ - 52

জামে আত তিরমিযী, 1959 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে ব্যক্তিগত কথোপকথন একটি আমানত যা অবশ্যই রক্ষা করা উচিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে, অনেকেরই লোকেদের ব্যক্তিগত কথোপকথন অন্যদের কাছে প্রকাশ করার বদ অভ্যাস রয়েছে। এটি একটি অবিশ্বাস্যভাবে খারাপ বৈশিষ্ট্য যা একজন সত্যিকারের মুসলমানের মনোভাবের সাথে সাংঘর্ষিক। অনেকে তাদের নিকটাত্মীয়দের সাথে এটি গ্রহণযোগ্য বলে বিশ্বাস করে, যখন এটি স্পষ্টতই নয়। একজন মুসলমানের সবসময় কথোপকথনে বলা কথাগুলো গোপন রাখা উচিত যদি না তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হয় যে তারা যার সাথে কথোপকথন করেছে সে তথ্যটি তৃতীয় পক্ষের কাছে উল্লেখ করার বিষয়ে কিছু মনে করবে না। যদি তারা তা করতে পারে, তাহলে এটি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং এটি তাদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার পরিপন্থী। সুনানে আন নাসাই নং 4204-এ পাওয়া একটি হাদিসে অন্যের প্রতি আন্তরিক হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যদি কেউ বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তার কথোপকথন অন্যদের কাছে প্রকাশ করায় কিছু মনে করবে না, তবুও, এটি নিরাপদ এবং উচ্চতর। এখনও তৃতীয় পক্ষের সাথে কথোপকথন ভাগ করা থেকে বিরত থাকতে।

মূল হাদীসের উপর আমল করা জরুরী কারণ এটি গীবত ও পরচর্চার মতো পাপ থেকে বিরত রাখে এবং মানুষের মধ্যে নেতিবাচক অনুভূতির বিকাশ রোধ করে। এটি প্রায়শই ঘটে কারণ তৃতীয় পক্ষের সাথে কথোপকথনগুলি প্রায়শই ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল বোঝাবুঝির দিকে পরিচালিত করে। এই সব শুধুমাত্র ভাঙা এবং

ভাঙা সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে। যদি কেউ তাদের জীবনের প্রতি সৎভাবে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে বেশিরভাগ লোকের প্রতি তারা নেতিবাচক অনুভূতি অনুভব করেছে তাদের সম্পর্কে তাদের যা বলা হয়েছিল তার কারণে তারা সরাসরি তাদের কাছ থেকে যা দেখেছিল তা নয়। ব্যক্তিগত কথোপকথন প্রকাশ করা মানুষের মধ্যে বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে ঐক্যকে বাধা দেয়। এবং ইসলামের অনেক শিক্ষায় ঐক্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, ৬০৬৫ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৫৮:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ আপনাকে আমানত প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছেন যাদের কাছে তারা প্রাপ্য..."

একজনের অন্যের কথার সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় যে লোকেরা তাদের কথোপকথনের সাথে আচরণ করুক।

সামাজিকীকরণ - 53

সুনানে আবু দাউদ, 5130 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে কোন কিছুর প্রতি ভালবাসা কাউকে বধির ও অন্ধ করে দিতে পারে।

এর মানে হল যে, কোন কিছুকে অতিরিক্ত ভালবাসা কাউকে অন্ধ ও বধির করে দিতে পারে তার ত্রুটি এবং এর নেতিবাচক প্রভাব তার প্রেমিকের উপর, যেমন মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দান করা হয়েছে তা ব্যবহার করা এবং যখন কেউ তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় তখন তা অর্জন করা হয়। তার উপর এই হাদিসটির অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের জিনিসের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত নয় বরং এর অর্থ হল কোন কিছুর প্রতি তাদের ভালবাসা কখনই অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়। এটি তখনই হয় যখন একজনের ভালবাসা তাদের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যায়। এই বেঞ্চমার্ক। যদি কোনো কিছুর প্রতি কারো ভালোবাসা বা কেউ তাকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেয় এবং পরিবর্তে তাকে নিরর্থক বা পাপ উপায়ে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করে, তবে এটি তাদের জন্য খারাপ, যদিও তারা তা করেও। অবিলম্বে এটা বুঝতে না. কিন্তু কারো ভালোবাসার ফলে যদি কোনো কিছুর প্রতিফলন না ঘটে তাহলে দেখায় তাদের ভালোবাসা অস্বাস্থ্যকর নয়।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও ভালবাসাকে অন্য সব কিছুর উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে, কারণ এটি তাদের সমস্ত পার্থিব জিনিস এবং সম্পর্ককে তাদের জীবনে তাদের সঠিক জায়গায় স্থাপন করতে

এবং তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার থেকে রক্ষা করবে। কিছু বা অন্য কারো প্রতি অত্যধিক ভালবাসা।

অতিরিক্ত ভালবাসা একজনকে তাদের প্রিয়জনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য অবলম্বন করে। এটি একজনকে তাদের প্রিয়তমকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সমর্থন করতে উত্সাহিত করে, এমনকি তারা ভুল হলেও। এই আনুগত্য এমনকি মহান আল্লাহর প্রতি যে আনুগত্য থাকা আবশ্যক তাকে অতিক্রম করতে পারে। এই অন্ধ আনুগত্য একজনকে তাদের প্রিয়জনকে খুশি করার জন্য মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে উত্সাহিত করতে পারে, যে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। একজন ব্যক্তি এতটাই অন্ধ এবং বধির হয়ে যেতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তার প্রিয়জনের জন্য ভালবাসতে, ঘৃণা করতে, দিতে এবং বন্ধ করতে শুরু করে। এটি মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়। তাঁর প্রতি অকৃত্রিমতা বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়, যেহেতু একজন শয়তানের কাছে সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে ওঠে। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 39-40:

"[ইবলিস] বললো, "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ভুল পথে ফেলেছেন, তাই আমি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের [অর্থাৎ মানবজাতির] কাছে [অবাধ্যতা] আকর্ষণীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করব। ব্যতীত, তাদের মধ্যে আপনার আন্তরিক বান্দারা।"

একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তারা যাই ভালোবাসুক না কেন, একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন তারা এটি থেকে বিদায় নেবে বা এর প্রতি তাদের অনুভূতি পরিবর্তিত হবে, কারণ ভালবাসা একটি চঞ্চল জিনিস। একমাত্র ব্যতিক্রম হল মহান আল্লাহর প্রকৃত ভালবাসা, যা কেবল সময়ের সাথে সাথে শক্তিশালী হবে এবং মৃত্যুর পরে আরও শক্তিশালী হবে।

সামাজিকীকরণ - 54

সুনানে আবু দাউদ 4918 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মুমিনরা একে অপরের আয়নার মতো।

এর অর্থ এই যে, একজন ব্যক্তি যেভাবে নিজের বাহ্যিক ত্রুটি দূর করার জন্য আয়না ব্যবহার করে, তাদের উচিত অন্যদেরকে আন্তরিকভাবে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করা যাতে তারা তাদের চরিত্রের বাইরের এবং ভিতরের ত্রুটিগুলি দূর করতে পারে। একজন মুসলমান যেভাবে আয়নায় দেখে তার শরীরে বাহ্যিক ত্রুটি রেখে যাওয়া অপছন্দ করে, একইভাবে তাদের উচিত হবে অন্য মুসলমানের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা না দিয়ে আন্তরিকভাবে পরামর্শের মাধ্যমে তা দূর করার চেষ্টা করা। যারা তাদের সঙ্গীর ত্রুটিগুলি উপেক্ষা করে তারা প্রকৃত বন্ধু নয়, একজন প্রকৃত বন্ধু হিসাবে সর্বদা তাদের সঙ্গীর জীবনকে ইহকাল এবং পরকালের জন্য আরও ভাল করতে চায়। এটা একমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণ করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। যে কোনো ব্যক্তি যে তাদের সঙ্গীকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছাকাছি আনতে চায় না বা চেষ্টা করে না, সে ভালো বন্ধু নয় এবং তারা এই হাদীসে বর্ণিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, সমাজ অনেক মুসলমানকে বুঝিয়েছে যে একজন ভালো বন্ধু তাদের বন্ধুকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সমর্থন করে, এমনকি যদি তারা ভুলও হয় এবং শুধুমাত্র এমন কথাই বলে যা তাদের খুশি করে। যদিও অন্যদেরকে ভালো বোধ করানো ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা এড়ানো যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত, একজন ভাল বন্ধু সর্বদা তাদের বন্ধুর কাছে সত্য তুলে ধরেন, এমনকি যদি এটি তাদের বিরক্ত করে, কারণ তারা তাদের বন্ধু কামনা করে না। পার্থিব বা ধর্মীয় উভয় বিষয়েই বিপথগামী হওয়া।

এটা জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, আন্তরিক উপদেশ অবশ্যই সদয় এবং নম্রভাবে দেওয়া উচিত কারণ লোকেরা প্রায়শই অন্যদের কঠোরভাবে উপদেশ দিয়ে উন্নতি থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। উপরন্তু, এটি অন্য ব্যক্তির বিব্রত এড়াতে এবং ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত, কারণ একজন অজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ খুব কমই একটি ভাল ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়।

এই হাদিসটি উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়ার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজনের বন্ধুরা তাদের বন্ধুর অভ্যাস গ্রহণ করতে পারে। এটি সুনান আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। নিজেকে সঠিকভাবে পরিচালিত করুন এবং তাদের বন্ধুদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করুন। এটি একমাত্র বন্ধুত্ব যা উভয় জগতের একজনকে সত্যিকার অর্থে উপকৃত করবে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

আয়না যেমন একজন ব্যক্তির চিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি মুসলমানরা একে অপরের প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ইতিবাচক উপায়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে কারণ এটি একজন মুসলমানের কর্তব্য। যখন কেউ খারাপ আচরণ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে ভুলভাবে উপস্থাপন করে তখন এটি কেবল অমুসলিমদের এমনকি

অন্যান্য মুসলমানদেরকে ইসলামের শিক্ষা থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। এই অপপ্রচার এমন একটি বিষয় যার জবাব মহান আল্লাহর দরবারে দিতে হবে।

অবশেষে, মূল হাদিসটি অন্যান্য মুসলমানদের সাথে আন্তরিকভাবে আচরণ করার গুরুত্বও নির্দেশ করে, বিশেষ করে যখন তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাদের অন্যের কষ্টকে তাদের নিজের কষ্ট হিসাবে দেখা উচিত, তাদের অন্যের চাপকে তাদের নিজের চাপ হিসাবে দেখা উচিত এবং তাই অন্যদেরকে তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত, যেমন মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সাহায্য। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন পাবে। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সামাজিকীকরণ - 55

জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি অন্য মুসলমানের সম্মান রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

একজন মুসলমান যেমন তাদের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে অন্যের সম্মান রক্ষা করতে চায়, তেমনি তাদের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতেও অন্যের সম্মান রক্ষা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, নিজের জন্য যা চায় তা অন্যের জন্য ভালবাসাই একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য, জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সম্মান রক্ষা করা যখন অন্য কেউ তাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে, যেমন গীবত বা অপবাদ, নির্বিশেষে তারা যা বলছে তা সত্য বা না। এটি অন্যের দোষ গোপন করার একটি দিক এবং মহান আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়, উভয় জগতে তাদের দোষ গোপন করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এমন আচরণ করা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের প্রতি ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ, যা একটি হাদিস অনুসারে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। জামি আত তিরমিযী, 2688 নম্বরে পাওয়া গেছে।

আলোচ্য প্রধান হাদিসটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে একজন মুসলিম অন্যদের সমর্থন করে উপকৃত হয়, তাই এমনকি তারা যদি অন্যের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি ব্যস্ত থাকে তবে তাদের অন্তত নিজের স্বার্থে এই পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত। এই বাস্তবতা সমস্ত ভাল কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন দাতব্য। একটি ভাল কাজ করার সময় তারা যে পুরষ্কার লাভ করে তার মাধ্যমেই কেবল নিজেরাই উপকৃত হয়। মহান আল্লাহ, তাঁর আনুগত্য করার জন্য কারো

প্রয়োজন নেই এবং অভাবীকে একভাবে বা অন্যভাবে সরবরাহ করা হবে। মহান আল্লাহ শুধুমাত্র মানুষকে সাহায্য করার মাধ্যমে পুরস্কার লাভের সুযোগ দেন।

উপরন্তু, যে ব্যক্তি অন্যের সম্মান রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় যখন তারা এটি করার সুযোগ এবং শক্তি থাকে, ক্ষতির ভয় ব্যতীত, তার ভয় করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের সম্মান রক্ষা করবেন না এমন সময় এবং স্থানে যেখানে এটি হবে। অন্যদের দ্বারা লঙ্ঘন করা হচ্ছে এবং বিশেষ করে, কেয়ামতের দিন।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদীসটি যেমন অন্যের সম্মান রক্ষার পরামর্শ দেয়, তেমনি এটি পরোক্ষভাবে অন্যের সম্মান লঙ্ঘন না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সুনানে আন নাসাই, নং 4998-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃতপক্ষে একজন সত্যিকারের মুসলিম এবং বিশ্বাসীর লক্ষণ। বিশেষ করে, এটি পরামর্শ দেয় যে একজন সত্যিকারের মুসলিম এবং বিশ্বাসী তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতিকে অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রাখে। .

সামাজিকীকরণ - 56

সুনানে ইবনে মাজাহ, 1601 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো শোকাহত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয় তাকে বিচারের দিন সম্মানের পোশাক পরানো হবে।

যেহেতু অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সকলের জন্য নিশ্চিত, এটি একটি দুর্দান্ত পুরস্কার পাওয়ার একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যার জন্য খুব বেশি সময়, শক্তি বা অর্থের প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে রয়েছে মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিক সহায়তার মতো একজনের উপায় অনুযায়ী অসুবিধার সম্মুখীন পরিবারকে সাহায্য করার চেষ্টা করা। একজন মুসলিমকে অবশ্যই অগ্নিপরীক্ষার সময় ধৈর্য ধরে থাকতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদের পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসগুলি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, যেগুলি ধৈর্যশীল হওয়ার গুরুত্ব এবং মহান পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করে। তাদের মনে করিয়ে দিয়ে ইতিবাচকভাবে কথা বলা উচিত যে জিনিসগুলি শুধুমাত্র একটি সঙ্গত কারণে ঘটে, এমনকি যদি লোকেরা তাদের পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তির এই সৎ কাজটি করার জন্য একজন পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিছু সমর্থনের কথাই যথেষ্ট যাতে কেউ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এবং কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শারীরিকভাবে সেখানে থাকাই তাদের সমর্থনের অনুভূতি প্রদান করার জন্য যথেষ্ট, এমনকি যদি কোন কথা না বলা হয়।

এই মনোভাব সহজেই গৃহীত হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যেভাবে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

পরিশেষে, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে মুসলমানরা এই সৎ কাজটি করার সময় তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করে অর্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এটি করুন এবং অন্যদের, যেমন তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দেখানোর জন্য এটি করবেন না বা ভয়ের কারণে করবেন না। অন্যদের দ্বারা সমালোচিত হচ্ছে যদি তারা তা করতে ব্যর্থ হয়। যারা অন্যের জন্য কাজ করে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে যে তারা তাদের কাজ থেকে তাদের পুরষ্কার লাভ করবে যার জন্য তারা কাজ করেছে যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সামাজিকীকরণ - 57

সহীহ বুখারী, 6032 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে বিচারের দিন তারাই নিকৃষ্ট লোক যারা তাদের খারাপ আচরণের কারণে এড়িয়ে যায়।

এই ব্যক্তি বিশেষ করে মানুষের প্রতি খারাপ চরিত্রের অধিকারী। তারা তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে অন্যদেরকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, যেমন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করে, যেমন শারীরিক সহিংসতা এবং ভয় দেখানো। হাশরের দিনের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র হবে সবচেয়ে ভারী জিনিস, জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ খারাপ চরিত্র হবে তা বিচার করতে পারে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মন্দ আচরণ একজন সত্যিকারের মুসলিম এবং বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। এটি পরামর্শ দেয় যে একজন সত্যিকারের মুসলিম এবং বিশ্বাসী তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রাখে।

একজন মুসলমানের উচিত ঈমানের উভয় দিক পরিপূর্ণ করার গুরুত্ব বোঝা। প্রথমটি হল মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি সৎ চরিত্র প্রদর্শন করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এর ফলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ঈমানের আরেকটি দিক হলো, নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য ব্যবহারিকভাবে ভালোবাসার মাধ্যমে অন্যদের ভালো চরিত্র প্রদর্শন করা। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একজন সত্যিকারের মুমিনের বৈশিষ্ট্য। এতে নিঃসন্দেহে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন কেউ চায় যে লোকেরা তাদের সাথে দয়া ও সম্মানের সাথে আচরণ করুক।

পরিশেষে, একজন মুসলিমকে সর্বদা অন্যদের কথা বা কাজের মাধ্যমে অন্যায় করা এড়িয়ে চলতে হবে। বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মাধ্যমে একজন নিপীড়ক তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতককে তাদের শিকারের পাপ প্রদান করা হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এটি স্পষ্ট করে যে মন্দ আচরণ এই পৃথিবীতে একাকীত্বের দিকে নিয়ে যায়, কারণ কোনও ভদ্র ব্যক্তি এই ধরনের মন্দ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করতে চায় না এবং এটি উভয় জগতে সমস্যা এবং চাপের দিকে নিয়ে যায়।

সামাজিকীকরণ - 58

সুনানে আবু দাউদ, 4992 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে অন্যের কাছে যা কিছু শোনে তার কথা বলাই তাদের পাপ করার জন্য যথেষ্ট।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, একজনকে প্রথমে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা শুধুমাত্র বৈধ বক্তৃতা শুনেছে, কারণ পাপপূর্ণ বক্তৃতা জড়িত এমন কথোপকথনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা তাদের উভয় জগতে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। একজন মুসলমানের উচিত অনর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় বক্তৃতা যুক্ত কথোপকথন এড়ানোর চেষ্টা করা, কারণ এটি প্রায়শই পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে পরিচালিত করে এবং এটি একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে, যা বিচার দিবসে তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হবে, বিশেষত যখন তারা তাদের প্রদত্ত পুরষ্কারগুলি পালন করে। যারা তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে।

দ্বিতীয়ত, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে তারা যা শুনেছে তা অন্যদের সাথে সম্পর্কিত না করে, কারণ এটি সহজেই গীবত এবং অপবাদের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা বড় পাপ। এটি প্রায়শই ফাটল এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়, বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে, কারণ মানুষের হৃদয়ে নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি হয় যখন তারা এমন কিছু শুনতে পায় যা তাদের উদ্দেশ্যে ছিল না। একজন মুসলমানের কেবলমাত্র তারা যা শুনেছে তা বর্ণনা করা উচিত যদি তারা পাপ এড়াতে পারে এবং যদি তথ্য অন্যদের জন্য উপকারী হয়। উপরন্তু, তারা যে তথ্য দেয় তা অবশ্যই যাচাই করা এবং খাঁটি হতে হবে, কারণ যাচাই করা হয়নি এমন জিনিসগুলিকে পৌঁছে দেওয়া পবিত্র কুরআনের আদেশের

পরিপন্থী। যে মুসলমান মানুষের উপকার করতে চায় সে এইভাবে কাজ করে তাদের ক্ষতি করতে পারে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান কর, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"

এর পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই তাদের বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তারা কেবল ভাল কথা বলে বা নীরব থাকে, কারণ নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ বক্তৃতা শুধুমাত্র উভয় জগতেই চাপ এবং সমস্যা সৃষ্টি করে।

অনর্থক বা পাপপূর্ণ কথা শোনা থেকে বিরত থাকার জন্য একজনকে অবশ্যই ভাল সঙ্গ অবলম্বন করতে হবে। এটি তাদের তৃতীয় পক্ষের কাছে নিরর্থক বা পাপপূর্ণ বক্তৃতা দিতে বাধা দেবে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমান যেমন তাদের আলোচনার বেশিরভাগ বিষয় অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া পছন্দ করে না, তেমনি অন্যরা যা বলে তার সাথেও তাদের আচরণ করা উচিত নয়।

সামাজিকীকরণ - 59

সহীহ বুখারী, 12 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের মধ্যে পাওয়া একটি ভাল গুণের পরামর্শ দিয়েছেন। যথা, চেনা ও অপরিচিত লোকেদের কাছে শান্তির ইসলামি অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া।

এই ভাল বৈশিষ্ট্যের উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকাল মুসলমানরা প্রায়শই কেবল তাদের পরিচিতদের কাছে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা প্রচার করে। এটি সবার কাছে ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষের মধ্যে ভালবাসার দিকে নিয়ে যায় এবং ইসলামকে শক্তিশালী করে। প্রকৃতপক্ষে, এই বৈশিষ্ট্যটি সহীহ মুসলিমের 194 নম্বর হাদিস অনুসারে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। অন্য মুসলমানদেরকে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন না জানিয়ে শুধুমাত্র তাদের সাথে করমর্দনের খারাপ অভ্যাস পরিহার করতে হবে। শান্তির মৌখিক অভিবাদন শুধুমাত্র করমর্দনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মুসলিমের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তারা অন্যদের কাছে প্রসারিত শান্তির প্রতিটি শুভেচ্ছার জন্য ন্যূনতম দশটি পুরস্কার পাবে, এমনকি অন্যরা তাদের উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেও। সুনানে আবু দাউদ, 5195 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতিকে মানুষ ও তাদের সম্পদ থেকে দূরে রেখে অন্যদের প্রতি তাদের অন্যান্য বক্তৃতা ও কর্মে এই শান্তি প্রদর্শন করে শান্তির ইসলামী অভিবাদন সঠিকভাবে

পূরণ করা। এটি প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বর হাদিস অনুযায়ী একজন প্রকৃত মুসলিম ও মুমিনের সংজ্ঞা। কেউ কাউকে শান্তির শুভেচ্ছা জানানো এবং তারপর তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা মুনাফিক। আসলে এই মনোভাব অন্যদের কাছে শান্তির শুভেচ্ছা জানানোর উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে।

সামাজিকীকরণ - 60

সহিহ বুখারির ৬৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামে একজন মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি ও সম্মান পবিত্র।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, মুসলমানদের শেখায় যে সফলতা তখনই পাওয়া যেতে পারে যখন কেউ আল্লাহর অধিকার, যেমন ফরজ নামাজ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করে। একটি ছাড়া অন্যটি যথেষ্ট ভাল নয়। বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মাধ্যমে একজন নিপীড়ক তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতককে তাদের শিকারের পাপ প্রদান করা হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

একজন প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম সেই ব্যক্তি যে নিজের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের জন্য তাদের কাজ বা কথার মাধ্যমে অন্যদের ক্ষতি না করা অত্যাবশ্যক।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যের সম্পত্তিকে সম্মান করতে হবে এবং অন্যায়ভাবে সেগুলি অর্জনের চেষ্টা করবেন না, উদাহরণস্বরূপ, একটি আইনি মামলায়। সহীহ মুসলিমে প্রাপ্ত একটি হাদিস, 353 নম্বর, সতর্ক করে দেয় যে যে

ব্যক্তি এটি করবে সে জাহান্নামে যাবে, এমনকি যদি তারা অর্জিত জিনিসটি গাছের ডালের মতো নগণ্য হয়। মুসলমানদের উচিত অন্যের সম্পত্তি তাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা এবং তাদের মালিককে খুশি করার উপায়ে ফিরিয়ে দেওয়া। একজনের অন্যের সম্পত্তির সাথে এমনভাবে আচরণ করা উচিত যে তারা চায় মানুষ তাদের নিজস্ব সম্পদের সাথে আচরণ করুক।

গীবত বা অপবাদের মতো কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে কোনো মুসলমানের সম্মান লঙ্ঘন করা উচিত নয়। একজন মুসলিমের উচিত অন্যের সম্মান রক্ষা করা, তাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে, কারণ এটি তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজনের কেবল অন্যদের সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলা উচিত যেভাবে অন্যরা তাদের সম্পর্কে কথা বলতে চায়। তাই ভালো কথা বলা বা চুপ থাকা উচিত।

উপসংহারে বলা যায়, অন্যেরা তাদের সাথে যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে অন্যের নিজের, সম্পত্তি বা সম্মানের প্রতি অন্যায় করা এড়াতে হবে। যেমন একজন নিজের জন্য এটি পছন্দ করে, তাদের উচিত অন্যদের জন্য এটি পছন্দ করা এবং তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত মুমিনের চিহ্ন।

সামাজিকীকরণ - 61

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি হিংসুক আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিগুলিকে অপছন্দ করে এবং পরিবর্তে মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ

অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলিমকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যার প্রতি ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের অন্তর থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তারা যাকে ঈর্ষা করে তার অধিকার পূরণ করে চলা উচিত। তাদের উচিত ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা যাতে বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বোত্তম জিনিস দান করেন এবং যদি তাদেরকে কোন বিশেষ পার্থিব আশীর্বাদ প্রদান করা না হয়ে থাকে তবে এর অর্থ না হওয়াই তাদের জন্য উত্তম। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সম্মান ও সদয় আচরণ করে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করার জন্য কিন্তু তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসতে থাকা উচিত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই পাপ অপছন্দ করতে হবে কিন্তু ব্যক্তিকে নয়, কারণ একজন ব্যক্তি সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হতে পারে। ইসলামের সীমারেখার মধ্যে তাদের পাপের প্রতি তাদের অপছন্দ দেখাতে হবে। তাদের উচিত অন্যদের মন্দ কাজের বিরুদ্ধে মৃদু উপদেশ দেওয়া, কারণ কঠোর হওয়া প্রায়শই মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট আলেমকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তাদের উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে

তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করে। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতপার্থক্য থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এবং অন্যদেরকে অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, মুসলমানদের একে অপরের থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরের বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানের উচিত অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়ানো যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয়, কারণ দয়ার এই কাজটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে

সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্যান্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাজায় অংশ নেওয়া এবং তাদের উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের অধিকারের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা বিচারের দিন অন্য মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। একজনকে অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

সুনানে আবু দাউদ 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমকে

লাঞ্ছিত করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলিমকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে। এবং গর্ব একজনকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উত্সাহিত করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়, কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত আরেকটি বিষয় হল, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন ইসলামী পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যটি বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তাই, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে

যাতে তারা মহান আল্লাহর সাথে যেভাবে যোগাযোগ করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও, একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপ অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না, কারণ এটি প্রমাণ করবে যে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জীবন, সম্পদ ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানের এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিম সহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তাহলে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মাধ্যমে

নির্যাতকের নেক আমল নির্যাতিতকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপ নির্যাতককে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে ব্যবহার করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

সামাজিকীকরণ - 62

জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, ভালোর ভিত্তি হল নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিহ্বাকে সংযত রাখা, হেফাজত করা এবং ইসলামের নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখাই সকল কল্যাণের উৎস। অতএব, যে ব্যক্তি তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে সে তাদের বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিসটি এই ঘোষণা দিয়ে শেষ করে যে, ভাষণই মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ। এটি অন্যান্য অনেক হাদিস দ্বারা সমর্থিত, যেমন জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি, যা সতর্ক করে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি খারাপ শব্দ লাগে। এর কারণ হল অধিকাংশ বড় গুনাহের মধ্যে বক্তব্যের একটি উপাদান থাকে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের কাজের চেয়ে কথার মাধ্যমে পাপ করা অনেক সহজ। যখন একজন মুসলিম তাদের কথাবার্তা সংশোধন করে তখন তাদের সকল কাজ সঠিক হয়ে যায় কিন্তু তারা যদি তা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা তাদের খারাপ কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের ভাল কাজগুলিকে ধ্বংস করবে। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 70-71:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যথাযথ ন্যায়বিচারের কথা বল, তিনি [অতঃপর] তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই অযথা কথাবার্তা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি সময়ের অপচয় এবং বিচার দিবসে তাদের জন্য একটি বড় আফসোস হবে। এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি যে সমস্ত তর্ক, সমস্যা এবং অসুবিধার

সম্মুখীন হয় তার অধিকাংশের মূল কারণও নিরর্থক কথাবার্তা। নিরর্থক বক্তৃতা প্রায়শই খারাপ কথাবার্তার আগে প্রথম ধাপ, যেমন মিথ্যা, গীবত এবং অপবাদ। একজনকে অবশ্যই সমস্ত ধরণের খারাপ কথাবার্তা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে। উপসংহারে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে প্রদত্ত সুদূরপ্রসারী উপদেশের উপর আমল করতে হবে, অর্থাৎ, তাদের হয় ভাল কথা বলা উচিত নয়তো চুপ থাকা উচিত।

সামাজিকীকরণ - 63

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা সকল মুসলমান আশা করে। তারা সকলেই আশা করে যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্তত পক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব

একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

সামাজিকীকরণ - 64

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একগুঁয়েতার খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং এটির অধিকারী এবং তাদের আশেপাশের লোকদের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে চিন্তা করছিলাম। যদিও এই বৈশিষ্ট্যটি অনেক সমস্যার কারণ হতে পারে শুধুমাত্র একটি প্রধান আলোচনা করা হবে. কেউ কেউ পার্থিব বিষয়ে হঠকারিতা অবলম্বন করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে না। পরিবর্তে, তারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের মহান শক্তি এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ। বিশ্বাসের বিষয়ে অটল থাকা একটি প্রশংসনীয় মনোভাব কিন্তু অধিকাংশ পার্থিব বিষয়ে একে বলা হয় একগুঁয়েমি, যা দোষারোপযোগ্য।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে যদি তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তবে এটি দুর্বলতা প্রদর্শন করে বা এটি দেখায় যে তারা তাদের দোষ স্বীকার করছে এবং এই কারণে তারা জেদীভাবে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাপ্তবয়স্করা অপরিণত শিশুদের মতো আচরণ করে এই বিশ্বাস করে যে তারা যদি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তবে এর অর্থ তারা হেরেছে এবং অন্যরা যারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে তারা জিতেছে। এটা নিছক শিশুসুলভ।

প্রকৃতপক্ষে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকবে তবে পার্থিব বিষয়ে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে, যতক্ষণ না এটি পাপ নয়, তাদের জীবনকে সহজ করার জন্য। তাই নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য পরিবর্তন করা দুর্বলতার লক্ষণ নয় এটি আসলে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

অনেক ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেন এবং তাদের জীবনে অন্যরা তাদের পরিবর্তন করতে চান, যেমন তাদের আত্মীয়রা। কিন্তু প্রায়শই যা ঘটে তা হ'ল একগুঁয়েমির কারণে সবাই একই অবস্থায় থাকে যা কেবল নিয়মিত মতবিরোধ এবং তর্কের দিকে নিয়ে যায়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝেন যে যদি তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের উচিত তার চেয়ে ভাল পরিবর্তন না করে। এই পরিবর্তন তাদের জীবনের মান এবং অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে যা মানুষের সাথে বৃত্তাকার তর্কে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। এই ইতিবাচক মনোভাব শেষ পর্যন্ত অন্যদের তাদের সম্মান করতে বাধ্য করবে কারণ ভালোর জন্য একজনের চরিত্র পরিবর্তন করতে প্রকৃত শক্তি লাগে।

যারা একগুঁয়ে থাকে তারা সবসময় বিরক্ত হওয়ার মতো কিছু খুঁজে পায় যা তাদের জীবন থেকে শান্তি সরিয়ে দেবে। এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরও অসুবিধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু যারা মানিয়ে নেয় এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে তারা সবসময় শান্তির এক স্টেশন থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। যদি কেউ এই শান্তি অর্জন করে তবে অন্যরা বিশ্বাস করে যে তারা কেবল ভুল ছিল বলে তারা পরিবর্তন করেছে তা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ?

উপসংহারে বলা যায়, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর অবিচল থাকা প্রশংসনীয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো পাপ সংঘটিত হয় না একজন ব্যক্তির উচিত মানিয়ে নিতে এবং তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে শেখা যাতে তারা এই পৃথিবীতে কিছুটা শান্তি পায়।

সামাজিকীকরণ - 65

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি ভাবছিলাম যে কিছু লোক যখন তাদের সমালোচনা করা হয় তখন কীভাবে অতিরিক্ত দু: খিত হয়। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রথমটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় কারণ তাদের অন্যদের সমালোচনা পবিত্র কুরআনে পাওয়া সমালোচনা এবং উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনটি সর্বদা গঠনমূলক হবে এবং উভয় জগতের আশীর্বাদ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখাবে। এই লোকেরাও অন্যের বেশি বা কম প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা তাদের গর্বিত এবং অহংকারী হতে পারে। অন্যদের প্রশংসা করার অধীনে তাদের অলস হয়ে যেতে পারে এবং তাদের ভাল কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া প্রায়ই শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রশংসা করা অন্যদেরকে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এটি তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব, এই ব্যক্তির প্রশংসা এবং গঠনমূলক সমালোচনা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে সমালোচনা করে। এই সমালোচনা বেশিরভাগই গঠনমূলক এবং শুধুমাত্র একজনের খারাপ মেজাজ এবং মনোভাব দেখায়। এই লোকেরা প্রায়শই অন্যদের প্রশংসা করে যখন তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই দুটির নেতিবাচক প্রভাব আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রশংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা উচিত যদিও তা প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে কারণ এটি কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রে অহেতুক দুঃখিত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যে অন্যদের বেশি প্রশংসা করে সে প্রায়শই তাদের সমালোচনাও করবে। যে নিয়মটি সর্বদা অনুসরণ করা উচিত তা হল তাদের কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে সমালোচনা ও প্রশংসা গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য সমস্ত জিনিস উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়।

সামাজিকীকরণ - 66

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি নির্দিষ্ট মানসিকতা সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম যা কিছু মুসলমান গ্রহণ করেছে। এটা হল যখন একজন ব্যক্তি তাদের সমস্যার কথা অনেক লোককে বলে। এই মনোভাবের সমস্যা হল যে যখন কেউ অনেক লোককে বলে তখন তাদের সমস্যাগুলি ভাগ করে নেওয়া এবং পরামর্শ চাওয়া তাদের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে অভিযোগ করার একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে যা তাদের অধৈর্যতার স্পষ্ট লক্ষণ। উপরন্তু, এই মনোভাব শুধুমাত্র একজনকে বিভ্রান্তিতে ফেলবে কারণ তারা যে উপদেশ প্রাপ্ত হবে তা বৈচিত্র্যময় হবে যার কারণে তারা সঠিক পথ সম্পর্কে আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অথচ, কয়েকজন বিজ্ঞ লোকের সাথে পরামর্শ করলেই তার নিশ্চিততা বৃদ্ধি পাবে। অনেক লোকের কাছে বারবার একজনের সমস্যা পুনরাবৃত্তি করাও তাদের সমস্যার উপর খুব বেশি ফোকাস করার কারণ হয় যা এটিকে সত্যিকারের চেয়ে বড় এবং আরও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করে, এমনকি এটি তাদের অন্যান্য দায়িত্ব অবহেলা করার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা কেবলমাত্র এই সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। আরো অধৈর্যতা।

তাই মুসলমানদের তাদের অসুবিধার বিষয়ে শুধুমাত্র কয়েকজনের সাথে পরামর্শ করা উচিত। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। যেমন একজন ব্যক্তি তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকামী হবে একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের সমস্যাগুলি তাদের সাথে শেয়ার করা যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে যুক্ত ইসলামী শিক্ষাগুলি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সমস্যা তাদের সাথে শেয়ার করা যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

সামাজিকীকরণ - 67

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে যখনই তাদের পরামর্শের উপর কাজ করা হয় না তখনই একজনকে সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত। পরামর্শ চাওয়া ব্যক্তি যখন একটি বেআইনি সিদ্ধান্ত বেছে নেয় যা তাদের দেওয়া পরামর্শের বিপরীতে পরামর্শদাতার উচিত তাদের পছন্দের প্রতি অপছন্দ দেখানো কারণ এটি বিশ্বাসের একটি শাখা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো কিছুকে অপছন্দ করা, সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুযায়ী ঈমানকে পূর্ণ করার একটি দিক। কিন্তু তারপরও তাদের অপছন্দ দেখানোর সময় ইসলামের সীমার মধ্যে থাকতে হবে।

যদি পছন্দ দুটি বৈধ বিকল্পের মধ্যে হয় এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করা হয় তাহলে পরামর্শ চাওয়া ব্যক্তির প্রতি তাদের বিরক্ত হওয়া উচিত নয় কারণ তারা একটি বৈধ পছন্দ বেছে নিয়েছে। তাদের পরিবর্তে তাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করা উচিত এবং তাদের প্রতি কোন খারাপ অনুভূতি পোষণ করা উচিত নয় বা বাহ্যিকভাবে বিরক্তির কোন লক্ষণ দেখাবেন না, যেমন তাদের বলা যে তারা তাদের বলেছে তাই যদি তাদের সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে কার্যকর না হয়। লোকেরা ফেরেশতা নয় তারা ভুল করবে তাই তারা পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেও অন্যদের প্রতি সদয় হওয়া ভাল। একজনের উচিত অন্যকে উত্তম ও আন্তরিক উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছ থেকে তাদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পুরস্কারের আশা করা উচিত।

উপরন্তু, যারা পরামর্শ চাচ্ছেন তাদের পরামর্শ চাওয়া উচিত নয় যদি তারা ইতিমধ্যেই তাদের মন তৈরি করে ফেলেছে কারণ এটি শুধুমাত্র একটি সম্ভাব্য তর্কের দরজা খুলে দেয় যদি তারা শুধুমাত্র এটিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য কারো পরামর্শ চায় কারণ এটি তাদের পূর্ব-নির্ধারিত পছন্দের বিরোধিতা করে।

সামাজিকীকরণ - 68

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এমন কিছু লোকের আচরণ নিয়ে চিন্তা করছিলাম যারা সর্বদা অন্যদের থেকে তাদের সম্পূর্ণ অধিকার এবং আরও অনেক কিছু আদায় করার চেষ্টা করে। এই দিন ও যুগে অজ্ঞতার কারণে পিতামাতার মতো মানুষের অধিকার পূরণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। যদিও একজন মুসলমানের কাছে কোনো অজুহাত নেই কিন্তু সেগুলো পূরণ করার জন্য চেষ্টা করা মুসলমানদের একে অপরের প্রতি করুণাময় হওয়া জরুরি। সহীহ বুখারি, 6655 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন যারা অন্যদের প্রতি করুণাময়।

এই করুণার একটি দিক হল একজন মুসলমান অন্যের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি না করা। পরিবর্তে, তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করতে এবং অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তির মতো উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে, যখন একজন মুসলমান অন্যদের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে এবং তারা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাদের শাস্তি হতে পারে। অন্যদের প্রতি করুণাময় হওয়ার জন্য তাদের তাই কিছু ক্ষেত্রে তাদের অধিকার দাবি করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের অন্যের অধিকার পূরণের জন্য চেষ্টা করা উচিত নয় বরং এর অর্থ হল যে তাদের অধিকার রয়েছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে মাফ করে দিতে পারেন এবং যদি তারা নিজেরা কষ্ট না করে তা করার উপায় রাখে, বিশেষ করে যদি তারা কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা ও করুণা শুধু মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও করুণাময় করে তুলবে না বরং এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার

দাবি করে সে পাপী নয় তবে তারা এইভাবে আচরণ করলে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করা এবং আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া এবং পরকালে সবকিছু সহজ করে দেবেন।

সামাজিকীকরণ - 69

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি সকল মুসলমানের জন্য ভালো কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

" তোমরা সর্বোত্তম জাতি [উদাহরণস্বরূপ] মানবজাতির জন্য উৎপন্ন। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখ..."

যদিও, এটি প্রতিটি মুসলমানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য তবুও তারা এমন লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের দেওয়া উপদেশ শুনবে না বা কাজ করবে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে এই দিন এবং বয়সে এটি বেশ স্পষ্ট। এই ধরনের ক্ষেত্রে হাল ছেড়ে না দেওয়াই ভাল কিন্তু নিজের কৌশল পরিবর্তন করার কথা বিবেচনা করা। কথার মাধ্যমে অন্যকে উপদেশ দেওয়া ভালোর আদেশ এবং মন্দ থেকে নিষেধ করার একটি উপায় কিন্তু একটি উত্তম উপায় হল নিজের কাজের মাধ্যমে অন্যকে উপদেশ দেওয়া। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক যেমন তিনি তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদের উপদেশ দিতেন। উদাহরণ কৌশল দ্বারা এই নেতৃস্থানীয় গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একটি ইতিবাচক উপায়ে অন্যদের প্রভাবিত করার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যারা এখনও ভালোর আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার এই কৌশল গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তাদের একা ছেড়ে দেওয়া উচিত। একজনের একটি ব্যবহারিক উদাহরণ দেখানো চালিয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু সম্ভবত মৌখিকভাবে তাদের উপদেশ দেওয়া থেকে এক ধাপ পিছিয়ে নেওয়া উচিত কারণ যারা মনোযোগ দেয় না তাদের ক্রমাগত উপদেশ দেওয়া উভয় পক্ষকে বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হতে

পারে। এটি একজন মুসলমানের যে মনোভাবের অধিকারী হওয়া উচিত তা বিরোধিতা করে যখন তারা অন্যকে ভালোর দিকে পরামর্শ দেয়। এটি একটি দুঃখজনক সত্য যে একজনকে মৌখিকভাবে নিজেকে এমন লোকেদের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় যারা তারা কী বলতে চায় তা চিন্তা করে না। কিন্তু তাদের উচিত তাদের কর্মের মাধ্যমে অন্যদের উপদেশ দেওয়া। এইভাবে একজন ব্যক্তি কেবল তাদের নিজস্ব চরিত্রকে পরিমার্জিত করেই সাহায্য করে না, বরং ভালোর আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্বও পালন করে। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 17:

“...সৎকাজের নির্দেশ দাও, অন্যায়কে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। প্রকৃতপক্ষে, [সমস্তই] বিষয়গুলির [প্রয়োজনীয়] সমাধান।"

সামাজিকীকরণ - 70

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ধার্মিক পূর্বসূরিদের বিদায়ের পর থেকে মুসলিম জাতির শক্তি নাটকীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা যৌক্তিক যে একটি দলে যত বেশি লোকের সংখ্যা বেশি হবে সেই দলটি তত শক্তিশালী হবে কিন্তু মুসলিমরা এই যুক্তিকে কোনো না কোনোভাবে অস্বীকার করেছে। মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মুসলিম জাতির শক্তি কমেছে। এটি হওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2 এর সাথে সংযুক্ত:

"... আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে কোনো ভালো বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কোনো বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন না করতে। ধার্মিক পূর্বসূরিরা এটিই করেছে কিন্তু অনেক মুসলমান তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক মুসলমান এখন তারা কী করছে তা দেখার পরিবর্তে কে একটি কর্ম করছে তা পর্যবেক্ষণ করে। যদি ব্যক্তিটি তাদের সাথে সংযুক্ত থাকে, উদাহরণস্বরূপ, একটি আত্মীয়, তারা তাদের সমর্থন করে যদিও জিনিসটি ভাল না হয়। একইভাবে, যদি ব্যক্তির সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক না থাকে তবে জিনিসটি ভাল হলেও তারা তাদের সমর্থন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই মনোভাব ধার্মিক পূর্বসূরিদের ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা এটি করছে তা নির্বিশেষে তারা ভালভাবে অন্যদের সমর্থন করবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের উপর আমল করতে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে তারা এমনকি তাদের সমর্থন করবে যেগুলিকে তারা মেনে নিতে পারেনি যতক্ষণ না এটি একটি ভাল জিনিস ছিল।

এর সাথে যুক্ত আরেকটি বিষয় হল যে অনেক মুসলমান একে অপরকে ভালোভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা যাকে সমর্থন করছে সে তাদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে। এই অবস্থা এমনকি পণ্ডিত এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করেছে। তারা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য না করার জন্য খোঁড়া অজুহাত তৈরি করে কারণ তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই এবং তারা ভয় করে যে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভুলে যাবে এবং তারা যাদের সাহায্য করবে তারা সমাজে আরও সম্মান অর্জন করবে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ সত্যকে পর্যবেক্ষণ করতে ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা হয়, ততক্ষণ অন্যদের ভাল কাজে সহায়তা করা সমাজে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে আনবেন যদিও তাদের সমর্থন অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তখন উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সহজেই খিলাফতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন এবং তাঁর পক্ষে প্রচুর সমর্থন পেতেন। কিন্তু তিনি জানতেন সঠিক কাজটি হল আবু বক্কর সিদ্দিক (রা.) কে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত করা। উমর বিন খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তিনি যদি অন্য ব্যক্তিকে সমর্থন করেন তবে সমাজ তাকে ভুলে যাওয়ার চিন্তা করতেন না। তিনি পরিবর্তে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের আদেশ পালন করেছেন এবং যা সঠিক তা সমর্থন করেছেন। সহীহ বুখারি নম্বর 3667 এবং 3668 তে পাওয়া হাদিসগুলিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজে উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্মান ও সম্মান কেবলমাত্র এই কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যারা সচেতন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট।

মুসলমানদের অবশ্যই এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে এবং যারাই এটি করছে তা নির্বিশেষে অন্যদের ভালো করতে সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং তাদের সমর্থন

তাদের সমাজে বিস্মৃত হওয়ার ভয়ে পিছপা হবে না। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো বিস্মৃত হবে না। প্রকৃতপক্ষে উভয় জগতেই তাদের সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

সামাজিকীকরণ - 71

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি সেই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা একজন ব্যক্তিকে ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে বাধা দেয়। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু লোক এখনও পরীক্ষা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে, তাদের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করে না। যদিও, অনেক সম্ভাব্য কারণ আছে শুধুমাত্র একটি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে.

কিছু ক্ষেত্রে, লোকেরা ভালভাবে পরিবর্তিত হয় না কারণ তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের এটি করতে উত্সাহিত করে না। আসলে, অনেকেরই এই অভ্যাস আছে শুধুমাত্র অন্যের পিঠে থাপ্পড় দেওয়া এবং তারা যা শুনতে চায় তা বলে। তারা একরকম বিশ্বাস করে যে এটি একটি ভাল সঙ্গী এবং বন্ধুর চরিত্র। তারা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে এইভাবে অভিনয় করা অন্যদের প্রতি তাদের গভীর ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার লক্ষণ। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ এই আচরণ শুধুমাত্র একজনকে উন্নতি না করে তাদের মনোভাব চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। অন্যদের মানসিক সান্ত্বনা প্রদানে কোন ভুল নেই তবে একজন ভাল বন্ধু সর্বদা দয়া করে তাদের বন্ধু বা আত্মীয়রা তাদের চরিত্রের উন্নতি করতে পারে এমন উপায়গুলি নির্দেশ করবে। এটি প্রকৃতপক্ষে তাদের সঙ্গীর দুনিয়া ও পরকালের জীবনের মান ও অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। শুধুমাত্র অন্যদের পিঠে থাপ্পড় দিলে তাদের কেবল সাময়িক আরাম পাওয়া যাবে কিন্তু কোনোভাবেই পরিস্থিতি বা তাদের চরিত্রের উন্নতি হবে না। অন্যকে অসম্মান না করে সঠিক মনোভাব অর্জন করা সম্ভব। এটি অন্যদের প্রতি একজন ব্যক্তির বিশেষত, তাদের আত্মীয়দের কর্তব্য। বাস্তবে, যদি একজন ব্যক্তির বন্ধু বা আত্মীয় তাদের ভাল পরামর্শ অপছন্দ করে তবে তারা তাদের সাথে তাদের সম্পর্ককে মূল্য দেয় না। একজন ব্যক্তির কখনই কিছু হতে দেওয়া উচিত নয়, যেমন একজন ব্যক্তির বয়স, তাকে সত্য বলতে বাধা দেয় এবং ভালোর জন্য তাদের মনোভাব পরিবর্তন করার জন্য দয়া করে পরামর্শ দেয়। এমনকি যদি এটি নিজের

পিতামাতার হয় তবে তাদের এখনও এই দায়িত্ব পালন করা উচিত কারণ এই আচরণটি তাদের সাথে সদয় আচরণ করার সারাংশ। কেবলমাত্র তারা একজনের পিতামাতা হওয়ার কারণে কেবল চুপচাপ থাকা একজন ব্যক্তির মনোভাব হওয়া উচিত নয় যদি না তারা জানে যে তাদের পরামর্শ দেওয়া প্রত্যেকের জন্য আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে।

কান্নার জন্য কাঁধ তখনই কার্যকর যখন এটি একজন ব্যক্তিকে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করে। এমনকি যদি একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির মনোভাব সঠিক না হয় তবে পরিস্থিতি থেকে তারা সবসময় শিক্ষা নিতে পারে, যা অন্যদের দ্বারা তাদের কাছে নির্দেশ করা উচিত।

উপসংহারে, একজনকে অবশ্যই অন্যদের ভাল কাজ করার এবং মন্দ থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে এবং কেবলমাত্র অন্যের পিঠে চাপ দিয়ে মানসিক সমর্থন প্রদান করতে হবে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সামাজিকীকরণ - 72

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা সম্পর্কে লোকেরা সাধারণত অভিযোগ করে, বিশেষ করে বাবা-মা। একজন ব্যক্তির যৌবনকালে দায়িত্বের অভাব এবং একটি সাধারণ দৈনিক সময়সূচী ভাগ করে নেওয়ার কারণে, যেমন একই স্কুলে পড়া, লোকেরা অন্যদের সাথে দৃঢ় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধন তৈরি করে, যেমন ভাইবোন বা বন্ধু। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মানুষের দায়িত্ব বৃদ্ধি ও তারতম্যের সাথে সাথে তাদের দৈনন্দিন সময়সূচীর পরিবর্তনের কারণে মানুষ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। এটি তাদের মধ্যে বন্ধনকে দুর্বল করে দেয় এবং কিছু ক্ষেত্রে তারা একে অপরের থেকে বেশ দূরে হয়ে যায়।

এটি প্রায়শই যেসব বাড়িতে অনেক ভাইবোন বা বন্ধুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জীবনের নিজস্ব পথ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা অন্যদের থেকে আলাদা। এটা তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন। কোটি কোটি মানুষ এখনো, কোন দুটি পথ এক নয়। মানুষ একে অপরের থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রধান কারণ এই পথের পার্থক্য। বেস্ট ফ্রেন্ড শুধু নামেই বন্ধু হয়ে যায়। ঘনিষ্ঠ ভাইবোন একে অপরের থেকে আবেগগতভাবে দূরে হয়ে যায়। এটি নিয়তির একটি অংশ এবং সত্যিই অনিবার্য। এই বিষয়টি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিছু লোক এর কারণে মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারে। তারা তাদের জীবনের পরিবর্তনগুলি অপছন্দ করে যা অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু তাদের জীবনে এই পরিবর্তনগুলি এমন কিছু যা আল্লাহ, মহান, পছন্দ করেছেন তাই তাদের অপছন্দ করা মহান আল্লাহর পছন্দকে অপছন্দ করা। একজন মুসলমানের উচিত বিষয়গুলোকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা। অর্থ, তাদের আশা করা উচিত যে একদিন পরকালে তারা যে দৃঢ় সহভাগিতা ভাগ করে নিয়েছিল তা আবার জাল হবে কিন্তু অনেক উচ্চতর এবং অলঙ্ঘনীয় স্তরে। এই আশা একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর প্রতি আরও বেশি আনুগত্য করতে

অনুপ্রাণিত করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবেলা করার মাধ্যমে যে এই পরিণতি কেবল তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদেরই দেওয়া হবে। উপরন্তু, এটি একজন মুসলমানকে তাদের সঙ্গীর জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা করতে বাধ্য করবে। সুনানে আবু দাউদ, 1534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একটি সৎ কাজ। তারা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসের উপর আমল করার জন্যও পুরস্কৃত হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে ভালোবাসে। অন্যদের জন্য যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে। সুতরাং এই মানসিকতা অবলম্বন করা একজন মুসলমানকে অকৃতজ্ঞতা এড়াতে, মহান আল্লাহর আনুগত্যে কঠোর পরিশ্রম করতে এবং আরও বেশি পুরষ্কার অর্জন করতে সাহায্য করবে এই আশায় যে তারা আবার তাদের সঙ্গীর সাথে ভাগ করে নেওয়া একটি শক্তিশালী বন্ধনে আশীর্বাদ পাবে। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 47:

"এবং তাদের বুকের মধ্যে যা কিছু অসন্তোষ আছে আমরা তা দূর করে দেব, [তাই তারা হবে] ভাই ভাই, সিংহাসনে একে অপরের মুখোমুখি।"

সামাজিকীকরণ - 73

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি অদ্ভুত মনোভাব নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা অনেক লোক গ্রহণ করেছে। যখন তাদের কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন তারা সত্য স্বীকার না করে এমন একটি উত্তর দেয় যার সত্যের খুব কম বা কোন ভিত্তি নেই। বিশেষ করে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে এটি একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। একজন মুসলিম ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য শাস্তি পেতে পারে যা অন্যরা কাজ করে। এটি সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ, মহান বা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর জিনিস আরোপ করেছে। এসব লোকের কারণে ইসলামের সাথে অদ্ভুত আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি জড়িয়ে গেছে যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত সত্য থেকে এক বিরাট বিচ্যুতি। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানদের অনেক সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ইসলামের অংশ বলে বিশ্বাস করে গ্রহণ করেছে এই অজ্ঞ মানসিকতার কারণে।

এই লোকেরা বিশ্বাস করে যে যদি তারা কেবল স্বীকার করে যে তারা কিছু জানে না তবে তারা অন্যদের কাছে বোকা বলে মনে হবে। এই মানসিকতা নিজেই অত্যন্ত মূর্খ কারণ ধার্মিক পূর্বসূরিরা নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন যাতে অন্যরা বিপথগামী না হয়। প্রকৃতপক্ষে, ধার্মিক পূর্বসূরিরা কেবল সেই ব্যক্তিকে গণ্য করতেন যে এই পদ্ধতিতে আচরণ করেছিল একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং যে তাদের কাছে উত্থাপিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয় তাকেই বোকা হিসাবে গণ্য করতেন।

এই মনোভাব প্রায়শই প্রবীণদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যারা প্রায়শই তাদের সন্তানদেরকে তাদের অজ্ঞতা স্বীকার না করে এবং সত্য জানে এমন একজনের

কাছে নির্দেশ না দিয়ে দুনিয়া ও ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ দেন। প্রবীণরা যখন এইভাবে কাজ করে তখন তারা তাদের নির্ভরশীলদের সঠিকভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত, অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা উচিত, তা পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে এবং যদি তারা কিছু জানেন না তবে তাদের তা স্বীকার করা উচিত কারণ এটি তাদের পদমর্যাদাকে কোনভাবেই হ্রাস করবে না। যদি কিছু হয় আল্লাহ, মহান, এবং মানুষ তাদের সততা প্রশংসা করবে.

সামাজিকীকরণ - 74

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অন্যদের উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদেরকে ভালোর দিকে উপদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা মুসলমানদের কর্তব্য কিন্তু একজন মুসলমানের এমন আচরণ করা উচিত নয় যেন তারা অন্যদের ওপর নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই মনোভাব শুধুমাত্র রাগ এবং তিক্ততার দিকে পরিচালিত করে, বিশেষ করে যখন অন্যরা তাদের পরামর্শ অনুসরণ করে না। অন্যদের উপদেশ দিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করা মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম কিন্তু তাদের পরামর্শের অর্থের অর্থের উপর চাপ দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, ব্যক্তিটি তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে কি না। মহান আল্লাহ যদি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উপদেশ দেন, তাহলে পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় ফলাফলের ওপর জোর না দেওয়ার জন্য একজন মুসলমান কীভাবে দাবি করতে পারে বা আচরণ করতে পারে? তারা অন্যদের দায়িত্বে রাখা হয়েছে. অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দিন, [হে মুহাম্মদ]; আপনি শুধুমাত্র একটি অনুস্মারক. আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নন।"

যে মুসলিম একজন নিয়ন্ত্রক হিসাবে আচরণ করে তারা কেবল তখনই তিক্ত হবে না যখন লোকেরা তাদের পরামর্শ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে এটি তাদের অন্যদের উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিতে পারে যা তাদের সামর্থ্য অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য।

উপরন্তু, এই মনোভাব মুসলমানদের নিজেদের এবং তাদের নিজেদের কর্তব্যকে অবহেলা করার কারণ হবে কারণ তারা অন্যের দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের সম্পর্কে খুব বেশি ব্যস্ত। অতএব, মুসলমানদের উচিত ভালো কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধে অটল থাকা কিন্তু তাদের উপদেশের ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মাথা ঘামানো থেকে বিরত থাকা।

সামাজিকীকরণ - 75

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য সঠিকভাবে এবং আন্তরিকভাবে পরামর্শ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে ইসলামের একটি দিক। তাদের নিজস্ব চরিত্রের উপর ভিত্তি না করে পরামর্শ চাওয়া একজন। এটি প্রকৃতপক্ষে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি রেওয়ায়েত, যিনি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে একই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা আলাদা এবং একজন ব্যক্তি যা সহনীয় মনে করেন তা অন্যজন নাও হতে পারে তাই প্রশ্নকর্তার চরিত্রের উপর ভিত্তি করে পরামর্শ দেওয়া ভাল। এই মনোভাব একজনের পক্ষপাতদুষ্ট মতামত দেওয়ার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেবে যা তাদের নিজস্ব চরিত্র এবং জীবনযাত্রার জন্য উপযুক্ত।

উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আইনানুগ বিষয়ে লোকেদের সরাসরি পরামর্শ না দেওয়াই ভালো যে কি করতে হবে তার পরিবর্তে তাদের পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং প্রতিটি সম্ভাব্য পছন্দের সুবিধা-অসুবিধার একটি তালিকা একত্রিত করার জন্য সাহায্য করা উচিত এবং তারপর এই তালিকার উপর ভিত্তি করে একটি অবগত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। . এটি সম্ভবত একটি ভাল এবং সন্তোষজনক ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে এবং এটি ভবিষ্যতে একজন ব্যক্তিকে তাদের উপদেষ্টাকে দোষারোপ করতে বাধা দেয় কারণ তারা একটি নির্দিষ্ট বিকল্প বেছে নেওয়ার কথা বলে সরাসরি তাদের পরামর্শ দেয়নি।

পরিশেষে, একজন ব্যক্তির কখনই স্বীকার করতে লজ্জিত হওয়া উচিত নয় যে তারা একটি বিষয়ে অনিশ্চিত এবং প্রয়োজনে অন্যদেরকে আরও যোগ্য কারও কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

সামাজিকীকরণ - 76

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস জুড়ে, মুসলমানদেরকে অন্যদের প্রতি দয়ালু হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যারা সৃষ্টির প্রতি করুণা করে তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত করবেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, করুণা দেখানো শুধুমাত্র নিজের কাজের মাধ্যমে নয়, যেমন গরীবদের সম্পদ দান করা। এটি প্রকৃতপক্ষে একজনের জীবনের প্রতিটি দিক এবং অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন একজনের কথা। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছেন যারা দাতব্য দান করে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে যে তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে করুণা দেখাতে ব্যর্থ হওয়া, যেমন অন্যদের প্রতি করা তাদের অনুগ্রহ গণনা করা, শুধুমাত্র তাদের পুরস্কার বাতিল করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

সত্যিকারের করুণা সব কিছুতে দেখানো হয়: একজনের মুখের অভিব্যক্তি, একজনের দৃষ্টি এবং তাদের কথার স্বর। এটি ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রদর্শিত সম্পূর্ণ করুণা, এবং তাই মুসলমানদের অবশ্যই কাজ করতে হবে।

উপরন্তু, করুণা প্রদর্শন করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও অগণিত সুন্দর ও মহৎ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তবুও যা মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রতি মানুষের হৃদয় ও ইসলাম ছিল রহমত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

“অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

এটা স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, করুণা ছাড়া মানুষ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পালিয়ে যেত। তার প্রতি যদি এমনই হয়, যদিও তার মধ্যে অগণিত সুন্দর বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদিও মুসলমানরা, যাদের মধ্যে এমন মহৎ বৈশিষ্ট্য নেই, তারা সত্যিকারের করুণা না দেখিয়ে অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি করে?

সহজ কথায়, মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেমন তারা আল্লাহ, মহান এবং অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা নিঃসন্দেহে সত্য এবং পূর্ণ করুণার সাথে।

মুসলমানদের জন্য, বিশেষ করে এই দিন এবং যুগে, যারা ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে উপকৃত হওয়ার জন্য বিতর্কিত বলে বিবেচিত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন তাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদের মনোযোগ। যারা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন চায় তারা সবসময় অন্যদের প্রতি সম্মান ও ভালো চরিত্র প্রদর্শন করবে বিশেষ করে যাদেরকে তারা তাদের কথার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করছে। তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ঘোষণা করার জন্য কখনই অশ্লীল ভাষা বা কর্মের ফল দেয় না। তারা পরিবর্তে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করার জন্য ভুল ব্যাখ্যা বা মিথ্যা তথ্য না দিয়ে তারা যে বিষয়ে বিতর্ক করছেন তা অধ্যয়ন এবং বোঝেন। তাদের সমালোচনা সর্বদা গঠনমূলক এবং সমাজের উন্নতির জন্য তাদের অকৃত্রিম ও আন্তরিক অভিপ্রায় তাদের আচরণ ও কথার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এরা এমন লোক যাদের প্রতি মুসলমানদের মনোযোগ দেওয়া উচিত, তারা যদি সঠিক হয় তবে এটি সবার জন্য সমাজের উন্নতি করবে। কিন্তু যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল হয়, তবে তারা সত্যকে গ্রহণ করবে যখন এটি অন্যদের দ্বারা তাদের কাছে স্পষ্ট হবে। কিন্তু যারা এই সঠিক মনোভাবের বিপরীত আচরণ করে, তারা মিডিয়ায় বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না কেন, তাদের কেবল উপেক্ষা করা উচিত, কারণ তারা মানুষের জীবনের উন্নতি করতে চায় না। তারা মনোযোগের জন্য ক্ষুধার্ত এবং অন্যদের কাছ থেকে কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য একটি শিশুর মতো কাজ করে। মুসলমানদের ভিডিও বা অন্যান্য বিষয়বস্তু প্রচার করা উচিত নয় যা এই ধরনের লোকেদের সাথে লিঙ্ক করা হয়েছে, কারণ তারা সরাসরি তাদের হাতে খেলছে এবং তাদের মনোযোগ দিচ্ছে যা তারা খুব খারাপভাবে চায়। এই লোকদের সাথে বিতর্ক করা তাদের খারাপ উদ্দেশ্য এবং আচরণের কারণে সম্পূর্ণ সময়ের অপচয়। মুসলমানদের উচিত তাদের প্রচেষ্টাকে অন্য দরকারী জায়গায় রাখা যা তাদের এবং উভয় জগতের অন্যদের উপকার করে।

সামাজিকীকরণ - 78

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি করোনভাইরাস প্রাদুর্ভাবের বিষয়ে অনেক দেশের প্রতিক্রিয়া এবং এর বিস্তার কমাতে তাদের প্রচেষ্টার প্রতিবেদন করেছে।

অধ্যায় 4 আন নিসা, 59 নং আয়াতে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী..."

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয় এমন সব বিষয়ে সরকারের আনুগত্য করা মুসলমানদের জন্য জরুরী। . মুসলমানদের উচিত তাদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ ও নির্দেশ অনুসরণ করা এবং তাদেরকে উপেক্ষা করে সমাজ ও ইসলামের জন্য আরও সমস্যা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

উপরন্তু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, দ্বীন অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়া , যার মধ্যে কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হল মুসলমানদের অবশ্যই তাদের এমন বিষয়ে সমর্থন করতে হবে যা উপকারী এবং সমাজকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, যেমন সামাজিক বিধিনিষেধ যা সরকার দ্বারা আরোপ করা হয়েছে।

পরিশেষে এ হাদীসে সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিক হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এটি তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের জন্য প্রযোজ্য বা কেউ যদি তাদের ব্যক্তিগতভাবে জানে বা না জানে। যদিও, একজন মুসলিম বা তাদের প্রিয়জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর ক্ষতির ঝুঁকিতে নাও থাকতে পারে তবে সমাজে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা মারাত্মক ক্ষতি এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছে। এই লোকেদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার জন্য, একজন মুসলমানকে অবশ্যই সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে, কারণ এই বিধিনিষেধের লক্ষ্য তাদের রক্ষা করা এবং ভাইরাসের বিস্তার রোধ করা।

একজন মুসলমানের কর্তব্য হল তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের সমর্থন করা যেটা ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয়, যেমন সমাজের উপকারী বিষয়। পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি দিক।

সামাজিকীকরণ - 79

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি যিনি মারা গেছেন এবং যারা তাদের প্রশংসা করেছেন তাদের ভাল জিনিস সম্পর্কে রিপোর্ট করেছেন। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যখন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে বাস্তবে তা নিজেদের উপকার করে। এর কারণ হল অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা একটি সওয়াব লাভ করে।

উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের প্রতি সদয় হয় তখন তারা জীবিত অবস্থায় তাদের জন্য দোয়া করবে যা তাদের উপকারে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 6929 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, গোপনে একজন ব্যক্তির জন্য করা প্রার্থনা সর্বদা উত্তর দেওয়া হয়। যে লোকেদের প্রতি সদয় সে প্রায়ই তাদের প্রয়োজনের সময় অন্যদের সাহায্য করে। সহজ কথায়, একজন অন্যদের সাথে কীভাবে আচরণ করে তা হল লোকেরা কীভাবে তাদের সাথে আচরণ করে।

উপরন্তু, লোকেরা মারা যাওয়ার পরে তাদের জন্য প্রার্থনা করবে যা অবশ্যই উত্তর দেওয়া হবে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 10:

"...বলেছে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন যারা ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী..."

পরিশেষে, যে ব্যক্তি অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেছে সে বিচারের দিন তাদের সুপারিশ লাভ করবে, যেদিন মানুষ অন্যদের সুপারিশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। এটি সহীহ বুখারী, 7439 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, যদিও তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, তারা পূর্বে উল্লেখিত সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হবে। এবং বিচারের দিন তারা দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা পছন্দ না করে, তাহলে অত্যাচারীর নেক কাজ তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে শিকারের পাপ তাদের অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যের প্রতি সদয় হয়ে নিজের প্রতি সদয় হওয়া, যেমনটি বাস্তবে উভয় জগতেই তাদের নিজেদের কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 6:

"এবং যে চেষ্টা করে সে কেবল নিজের জন্যই চেষ্টা করে..."

সামাজিকীকরণ - 80

আমি একটি সংবাদ নিবন্ধ পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি রিপোর্ট করেছে যে কীভাবে একজন তর্ক এড়াতে পারে এবং পরিবর্তে একটি পরিপক্ক উপায়ে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন সত্যিকারের মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হল নিজেকে এবং তাদের মতামত প্রচার করার জন্য অন্যদের সাথে তর্ক বা তর্ক করা নয়। সত্য প্রচার করার জন্য তাদের পরিবর্তে তথ্য উপস্থাপন করা উচিত। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। যার উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা সে তর্ক করবে না। যে নিজেকে উন্নীত করার চেষ্টা করছে কেবল সে-ই করবে। অনেকে যা বিশ্বাস করেন তার বিপরীতে, জয়যুক্ত যুক্তি কোনোভাবেই কারও পদমর্যাদা বাড়ায় না। উভয় জগতে একজন ব্যক্তির পদমর্যাদা শুধুমাত্র তখনই বৃদ্ধি পায় যখন একজন ব্যক্তি তর্ক করা এড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তে সত্য উপস্থাপন করে বা তাদের সামনে উপস্থাপন করা হলে তা গ্রহণ করে। একজন মুসলিমের উচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় অন্যদের সাথে পিছিয়ে যাওয়া এড়ানো, কারণ এটি তর্ক করার একটি বৈশিষ্ট্য। তর্ক করা এড়িয়ে চলা জরুরী যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি বাড়ির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি তর্ক করা ছেড়ে দেয়, এমনকি যখন তারা সঠিক হয়। জামি আত তিরমিযী, 1993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটাই সঠিক মানসিকতা যা 16 আন নাহল, আয়াত 125 এ নির্দেশিত হয়েছে:

"প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার প্রভুর পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সর্বোত্তম..."

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তাদের দায়িত্ব মানুষকে কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য করা নয়। তাদের দায়িত্ব হল সত্যকে সহজভাবে উপস্থাপন করা , কারণ জোর করা যুক্তির একটি বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 21-22:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দিন, আপনি কেবল একটি অনুস্মারক। আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নন।"

উপসংহারে বলা যায়, সত্য উপস্থাপন করা এবং তর্ক না করে তা গ্রহণ করা অন্যদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করবে এবং একজনের চাপ কমবে।

সামাজিকীকরণ - 81

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যিনি তার পরিবারের সদস্য হওয়ার সাথে সাথে আসা ভূমিকা থেকে এক ধাপ পিছিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দেখে মনে হয়েছিল যেন তিনি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন যে তিনি একজন সক্রিয় সদস্য হবেন এবং এই ভূমিকাটি সম্পূর্ণরূপে পালন করবেন নাকি এটি এবং তার পরিবার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হবেন।

দুর্ভাগ্যবশত, এই ধরনের মনোভাব মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষ করে এশিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই সাধারণ। তারা প্রায়ই তাদের আত্মীয়দের চরম আল্টিমেটাম দেয় মানে, তারা হয় তাদের সাথে থাকে বা তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। এটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ তারা তাদের প্রতিক্রিয়াকে ভিত্তি করে ইসলামের শিক্ষার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব অনুভূতি এবং আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন ছেলে এমন কাউকে বিয়ে করতে চায় যা তার জন্য ইসলামে বৈধ কিন্তু বাবা-মা তার পছন্দ অপছন্দ করেন, তারা তাকে একটি আল্টিমেটাম দেয়; সে হয় তাকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয় অথবা যদি সে করে তবে তারা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এই আচরণ ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা কীভাবে বুঝতে পারে না যে তারাই ফলাফলের জন্য অন্য কারও চেয়ে বেশি শোক করবে। আর আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হওয়ার দাবী করলেও তা নিঃসন্দেহে বড় পাপ। প্রকৃতপক্ষে, এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যে, সহীহ বুখারি, 5984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ এমন আচরণকারীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, যা তাদের ভুল সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে বাধা দেয়। এটি সহীহ বুখারী, 5987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত শুধুমাত্র তাদের আত্মীয় বা বন্ধুদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা যদি এটি অবৈধ হয়। যদি এটি বৈধ হয় কিন্তু তারা তাদের পছন্দের সাথে একমত না হয় তবে তাদের উচিত তাদের মতামত প্রকাশ করা তবে ব্যক্তি যদি তাদের পছন্দ অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তাদের এটি মেনে নেওয়া উচিত এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করা উচিত। তাদের উচিত তাদের সমর্থন করা এবং তাদের অপমান করা উচিত যদি তাদের পছন্দটি খারাপ হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ নিখুঁত নয়। এটি আত্মীয় বা বন্ধুদের সম্পর্ক বজায় রাখা এবং একে অপরকে সম্মান করা নিশ্চিত করবে। এটি একটি কর্তব্য যা সকল মুসলমানকে পালন করতে হবে।

সামাজিকীকরণ - 82

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কীভাবে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের কিছু তরুণ প্রাপ্তবয়স্করা তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল যা তারা বিশ্বাস করেছিল যে সত্যিকারের ভালবাসা।

মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে সত্যিকারের ভালবাসার একটি প্রধান চিহ্ন হল যখন কেউ তাদের প্রিয়তমকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে নির্দেশ করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া, তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। কারণ আনুগত্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি একজন ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তা এবং সাফল্য কামনা করে না সে কখনই তাকে সত্যিকারের ভালবাসতে পারে না, তারা যা দাবি করুক বা অন্য ব্যক্তির সাথে কীভাবে আচরণ করুক না কেন। যেভাবে একজন মানুষ সুখী হয় যখন তার প্রিয় পার্থিব সাফল্য লাভ করে, যেমন একটি কাজের মতো, তারাও তাদের প্রিয়জনকে উভয় জগতের মানসিক ও দেহের শান্তি পেতে চায়। যদি একজন ব্যক্তি অন্যের নিরাপত্তা এবং সাফল্য লাভের বিষয়ে চিন্তা না করে, বিশেষ করে পরবর্তী জগতের ক্ষেত্রে, তবে তারা তাদের ভালোবাসে না।

একজন সত্যিকারের প্রেমিক তাদের প্রেয়সীকে ইহকাল বা পরকালে কষ্ট ও শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখে ও তা সহ্য করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর

আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে পরিহার করা যায়। অতএব, তারা সর্বদা তাদের প্রিয়তমকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে। কোন ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যকে তার নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে, তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের প্রকৃতপক্ষে ভালবাসে না। এটি সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য , যেমন বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়।

অতএব, একজন মুসলমানের মূল্যায়ন করা উচিত যে তাদের জীবনে যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে কি না। যদি তারা তা করে তবে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালবাসার স্পষ্ট লক্ষণ। যদি তারা তা না করে তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের সত্যিকারের ভালবাসে না। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন ব্যক্তি কীভাবে একজন বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয় সে সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। পৃথিবীতে এমন অগণিত উদাহরণ রয়েছে যে কীভাবে একজন ব্যক্তি তার বন্ধুকে জীবনে ভুল পথে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যা তাদের গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, যেমন জেল। একজনকে শুধুমাত্র খারাপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিদের থেকে সতর্ক হওয়া উচিত নয়, কারণ তারা তাদের বন্ধুদেরকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। সুনান আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু একজন মুসলিমকে তাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার অধিকারী বলে মনে হয়, বিশেষ করে যাদের ইসলামিক জ্ঞান নেই তাদের ব্যাপারেও সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ যার ইসলামিক জ্ঞান নেই সে কখনও কখনও তাদের প্রিয়জনকে ভুল উপদেশ দেয়, বিশ্বাস করে যে তারা তাদের সঙ্গীর প্রতি তাদের ভালবাসা পূরণ করেছে এবং দেখিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন স্ত্রী তার ক্লান্ত স্বামীকে মসজিদে জামাতে নামায না দিয়ে বাড়িতে তার ফরয নামায পড়ার পরামর্শ দিতে পারেন। যদিও কিছু পণ্ডিতদের মতে এখনও বাড়িতে ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ, এই উপদেশ কেবলমাত্র একজনকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। এটি কেবল তাদের মহান আল্লাহর কাছ থেকে আরও দূরে নিয়ে যাবে। এই স্ত্রী বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি প্রেমময়ভাবে আচরণ করেছেন, যদিও তিনি তা করেননি। এ কারণেই সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সকল মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এর কারণ হল কিছু জিনিস বাহ্যিকভাবে কঠিন মনে হলেও তাদের মধ্যে অনেক বরকত নিহিত রয়েছে। এবং অনেক কিছু সহজ এবং এমনকি হালাল মনে হতে পারে কিন্তু তারা শুধুমাত্র একটি মহান আল্লাহর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়। অতএব, একজন মুসলমানকে সতর্ক হওয়া উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা উচিত, তাঁর

আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। , এবং প্রিয়জনের পরামর্শ দ্বারা প্রতারিত হবেন না। তাদের অনুমান করা উচিত নয় যে পরামর্শটি তাদের উপকার করবে কারণ এটি একটি প্রিয় সঙ্গীর কাছ থেকে আসে। তাদের অবশ্যই এই উপদেশকে ইসলামের শিক্ষার সাথে তুলনা করতে হবে এবং ইসলাম এটি অনুমোদন করলেই তা মেনে চলবে। যদি এটি অনুমোদন না করে, তবে তাদের অবশ্যই এর উপর কাজ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের সঙ্গীকে সঠিক পদক্ষেপের পরামর্শ দিতে হবে।

সামাজিকীকরণ - 84

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যিনি একটি নির্দিষ্ট বৈধ পেশা অনুসরণ করতে চান এবং তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্যদের কাছ থেকে বিশেষ করে তার আত্মীয়দের কাছ থেকে তিনি যে অসুবিধা পেয়েছিলেন।

এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সাধারণত যখন কেউ এমন একটি পথ বেছে নেয় যা অন্যদের পথ থেকে ভিন্ন, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব, তারা তাদের কাছ থেকে সমালোচনা এবং প্রতিরোধের মুখোমুখি হবে। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ সমালোচনা একজন ব্যক্তির আত্মীয়দের কাছ থেকে আসে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন একজন মুসলিম ইসলামের শিক্ষার উপর আরো বেশি মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যদি এটি এমন কিছু হয় যা তাদের পরিবার নিজেরাই অনুসরণ করে না, তখন তারা তাদের কাছ থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হবে। তারা বোকা এবং চরম বলে আখ্যা দেবে যারা তারা বিশ্বাস করেছিল যে তাদের পথে তাদের সমর্থন করবে। মুসলমানদের জন্য তাদের বেছে নেওয়া বৈধ পথের উপর অবিচল থাকা এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাহায্যে বিশ্বাস রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসগুলো এই অসুবিধাগুলো থেকে উত্তরণের জন্য।

এটি মানুষের কাছ থেকে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া, যেহেতু একজন ব্যক্তি যখন অন্যদের থেকে জীবনের একটি ভিন্ন পথ বেছে নেয় তখন তাদের মনে হয় যে তার পথটি খারাপ বা মন্দ এবং এই কারণেই ব্যক্তিটি একটি ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে। যদিও ব্যক্তি এটি বিশ্বাস করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি ভিন্ন পথ বেছে নেয় বিশ্বাস করে যে এটি তাদের জন্য ভাল, তবুও তারা সমালোচনার সম্মুখীন হবে। একই কারণে সমস্ত নবী (সাঃ) তাদের লোকদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল , কারণ তারা বেছে নিয়েছিলেন এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্যদেরকে একটি ভিন্ন ভাল পথের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

উপসংহারে বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের জীবনে চলার পথ বৈধ, ততক্ষণ তাদের অবিচল থাকা উচিত এবং অন্যের সমালোচনায় বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাদের অবস্থা ও চরিত্রের উন্নতির চেষ্টা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের বৈধ পছন্দ অনুসরণ করতে তাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়।

সামাজিকীকরণ - 85

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি দল হিসাবে কাজ করার জন্য কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে ইতিবাচক উপায়ে যোগাযোগের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম সব মানুষের সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলিত হওয়ার জন্য মুসলমানদের দাবি করে না। যেহেতু মানুষ ভিন্নভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাই সবার সাথে মিলেমিশে থাকা সম্ভব নয়। মানসিকতার পার্থক্যের কারণে, লোকেরা সবসময় অন্যদের সাথে একমত হবে না যারা একটি ভিন্ন মানসিকতার অধিকারী। একমাত্র ব্যক্তি যিনি এটি অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেন একজন দ্বিমুখী ব্যক্তি যিনি কার সাথে আছেন তার উপর নির্ভর করে তাদের আচরণ এবং মনোভাব পরিবর্তন করেন। কিন্তু এমনকি এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ দ্বারা উন্মোচিত হবে। একজন ব্যক্তি অন্যদের সাথে মিলিত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে তারা তাদের অপছন্দ করে। এর অর্থ শুধুমাত্র তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণে ভিন্নতা রয়েছে। ঠিক যেমন একটি স্কুলের শিশু যে তাদের ক্লাসের প্রতিটি শিশুর সাথে বন্ধুত্ব করে না। এর মানে এই নয় যে তারা যাদের সাথে বন্ধুত্ব করে না তাদের অপছন্দ করে।

অতএব, একজন মুসলমানের দুঃখী হওয়া উচিত নয় যদি তারা সকলের সাথে, এমনকি তাদের নিজের আত্মীয়দের সাথে না যায়। কিন্তু অন্য সকলের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করা এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার পূরণ করা সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য, যদিও তারা তাদের সাথে না মিলিত হয়, কারণ এটি একজন মুসলমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইসলাম এটিই নির্দেশ করে এবং যদি কেউ সবার সাথে এইভাবে কাজ করে, তবে তারা তাদের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও উভয় জগতের মানুষের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া শান্তিপূর্ণ এবং উপকারী পাবে।

সামাজিকীকরণ - 86

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি বড় সমস্যা নিয়ে রিপোর্ট করেছে যা সমাজের মুখোমুখি হচ্ছে, সমাজের মধ্যে ভুয়া খবর ছড়ানো। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার এই সময়ে এটি নিয়ন্ত্রণ করা কতটা কঠিন তা কেউ কল্পনা করতে পারেন। তাই মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের উপর আমল করা এবং অন্যদের কাছে তথ্য না ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা প্রথমে তথ্য যাচাই না করে এটি করে অন্যদের উপকার করছে। অর্থ, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে এসেছে এবং সঠিক। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

" হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করো, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"

যদিও, এই শ্লোকটি একজন দুষ্ট ব্যক্তিকে সংবাদ ছড়ানোর ইঙ্গিত দেয়, তবুও এটি এমন সমস্ত লোকের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে যারা অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে। এই আয়াতে উল্লিখিত হিসাবে, একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে যে তারা অন্যদের সাহায্য করছে কিন্তু অযাচাইকৃত তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে তারা অন্যদের ক্ষতি করতে পারে, যেমন মানসিক ক্ষতি। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই বিষয়ে গাফিলতি করে এবং তাদের যাচাই না করেই টেক্সট মেসেজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তথ্য ফরোয়ার্ড করার অভ্যাস রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে তথ্য

ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, সেসব ক্ষেত্রে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার আগে যাচাই করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তারা তাদের দেওয়া ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অন্যদের কাজের জন্য শাস্তি পেতে পারে। এটি সহীহ মুসলিমের 2351 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এছাড়াও, বিশ্বে যা কিছু চলছে এবং এটি কীভাবে মুসলমানদের প্রভাবিত করছে তার সাথে তথ্য যাচাই করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যা ঘটেনি সে বিষয়ে অন্যদের সতর্ক করা কেবল সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং মুসলমানদের মধ্যে ফাটল বাড়িয়ে দেয়। সম্প্রদায়গুলি এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

একজন মুসলিমকে বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করবেন না কেন তারা বিচারের দিন অন্যদের সাথে অসমাপ্ত তথ্য শেয়ার করেননি। তবে তিনি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করবেন যদি তারা অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে, তা যাচাই করা হোক বা না হোক। অতএব, একজন বুদ্ধিমান মুসলিম কেবলমাত্র যাচাইকৃত তথ্য শেয়ার করবে এবং যা যাচাই করা হয়নি, তারা চলে যাবে, জেনে রাখবে যে তারা এর জন্য দায়ী হবে না।

সামাজিকীকরণ - 87

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি এমন একজন মায়ের সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যিনি আলোচনা করেছিলেন যে বিয়ের পর তার প্রতি তার ছেলের আচরণ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি তার মাকে অবহেলা করতেন এবং তার স্ত্রীর সাথে দূরে চলে যাওয়ার পর খুব কমই তার সাথে যোগাযোগ করতেন। কিন্তু এই মা যা ঘটেছে তা নিয়ে বাঁচতে শিখেছেন এবং দাবি করেছেন যে মানুষ আসে এবং যায়।

এ থেকে শেখার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল যে, যখন একজন মুসলিমকে সন্তান বা ভাই-বোনের মতো কোনো সম্পর্কের আশীর্বাদ করা হয়, তখন তাদের উচিত সেই সম্পর্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। প্রতিটি ক্ষেত্রে, তাদের উচিত শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই সব মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করুন, কারণ তিনিই তাদের জীবনে মানুষের অধিকার পূরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি কেউ সত্যিকার অর্থে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, তবে তারা কখনই মানুষের কাছে কিছু আশা করবে না বা চাইবে না। লোকেরা যখন তাদের জন্য কৃতজ্ঞতা দেখানোর মতো কিছু করে তখন তারা অতিরিক্ত আনন্দ করবে না এবং তারা তাদের অবহেলা করলে তারা দুঃখিত হবে না। যেহেতু তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যক্তির অধিকার পূরণ করেছে, তারা কেবল মহান আল্লাহর কাছে প্রতিদান চায়, মানুষের নয়। এটি একজন ব্যক্তিকে দু: খিত বা হতাশাগ্রস্ত হতে বাধা দেবে যদি তাদের আত্মীয় বা বন্ধু বছরের পর বছর সাহায্য করার পরে তাদের অবহেলা করে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পর্ক তৈরি করে। তারা তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের কাছ থেকে কিছু ফিরে পাওয়ার জন্য বিয়ে করে এবং সন্তান ধারণ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে,

বিশেষ করে এই দিন এবং যুগে, যদি তারা এই মনোভাব গ্রহণ করে তবে তারা হতাশ হবে। প্রতিটি মুসলমানের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা এবং মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পর্ক স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাই শুধুমাত্র তাঁর কাছে উপকার ও প্রতিদান কামনা করা। যারা এই পদ্ধতিতে কাজ করে তারা প্রমাণ করে যে তারা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেছে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাকে ইহকাল বা পরকালে হতাশ করা হবে না। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

যে ব্যক্তি ভুল উদ্দেশ্য অবলম্বন করে এবং মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য সম্পর্ক তৈরি করে সে মানুষের উপর আস্থা রেখেছে। এবং যে ব্যক্তি নির্ভর করে এবং লোকেদের উপর আস্থা রাখে সে শীঘ্রই বা পরে হতাশ হবে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 73:

" দুর্বল (প্রকৃতপক্ষে) অন্বেষণকারী এবং অন্বেষণকারী!"

এই আলোচনার অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান তাদের জন্য যা করেছে তার জন্য অন্যের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানানোর একটি অংশ, জামি আত তিরমিযী, 1954 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। তবে এর অর্থ হল যদি কেউ একজন মুসলিমকে তাদের কৃতকর্মের

জন্য প্রশংসা করে না, তাদের এতে বিরক্ত করা উচিত নয়, কারণ তাদের উচিত আল্লাহর কাছ থেকে ফেরত ও পুরস্কারের আশা করা, মানুষ নয়।

সামাজিকীকরণ - ৪৪

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি সংস্কৃতি এবং সমাজের মধ্যে সময়ের সাথে সাথে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করেছে। যদি কেউ ধার্মিক পূর্বসূরিদের জীবন অধ্যয়ন করে তবে তারা তাদের এবং আজকের মুসলমানদের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করবে। একটি বড় পার্থক্য হ'ল লোকেরা তাদের প্রতি সাড়া দেওয়ার উপায় যারা ভাল আদেশ দেয় এবং মন্দকে নিষেধ করে, যা তাদের জ্ঞান অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এই আচরণগত পরিবর্তন বোঝা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনেক তর্ক এবং শত্রুতা প্রতিরোধ করতে পারে। অতীতে মুসলিমরা তাদের ভালবাসত যারা তাদের ভাল কাজ করার পরামর্শ দিত এবং খারাপ কাজের বিরুদ্ধে সতর্ক করত। প্রকৃতপক্ষে, তারা কাউকে আন্তরিক বন্ধু মনে করে না যতক্ষণ না তারা তাদের সাথে এইভাবে আচরণ করে। তারা আসলে তাদেরকেও ভালোবাসত যারা তাদেরকে এমন বিষয়ের ব্যাপারে পরামর্শ দিত যেগুলো ইসলামে পাপ হিসেবে বিবেচিত হয় না কিন্তু শুধুমাত্র অপছন্দনীয় বিষয় ছিল। এটি একটি বড় পরিবর্তন যা ঘটেছে। অনেক মুসলিম আজকাল এই পদ্ধতিতে গঠনমূলক সমালোচনা করা অপছন্দ করে। যেসব ক্ষেত্রে বেআইনি ঘটনা ঘটছে, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এর বিরুদ্ধে নম্রভাবে এবং সদয়ভাবে সতর্ক করা একজন মুসলমানের কর্তব্য, যদিও অন্যরা তাদের আচরণ অপছন্দ করে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যেখানে অন্যরা পাপ করছে না বরং কেবল অপছন্দনীয় কাজ করছে, সেখানে একজন মুসলিমের পক্ষে তাদের নিয়ে তাদের সমালোচনা না করাই উত্তম, কারণ এটি কেবল শত্রুতা, তর্ক-বিতর্কের দিকে নিয়ে যাবে এবং এমনকি এটি একজনকে ক্ষতির কারণ হতে পারে। তারা প্রাপ্ত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কারণে অন্যদের উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিন। ব্যতিক্রম হল যখন একজনকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে সে এমনভাবে উপদেশ দেওয়া পছন্দ করে। অতএব, একজন মুসলিম যে তাদের দায়িত্ব পালন করতে চায় এবং অন্যের সাথে তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলতে চায়, তার উচিত সৎকাজের আদেশ

দেওয়া এবং হারামের বিরুদ্ধে সতর্ক করা তবে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না এমন জিনিসগুলিকে বাদ দেওয়া।

সামাজিকীকরণ - 89

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি বিভিন্ন সমাজে পাওয়া নাইট-লাইফ সংস্কৃতির প্রতিবেদন করেছে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সন্ধ্যায় ফরজ সালাতের আগে ঘুমানো অপছন্দ করতেন এবং তা আদায় করার পর কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া অপছন্দ করতেন।

যদিও, সন্ধ্যার শেষের দিকে ফরজ সালাতের আগে ঘুমানো নিষেধ নয়, তবে এটি আগে পড়া অনেক উত্তম এবং নিরাপদ, কারণ এটি ঘুমানোর আগে ঘুমানোর সময় পার করে। উপরন্তু, এমনকি যদি কেউ জেগে উঠতে পারে, তবে ঘুমের কারণে সৃষ্ট অলসতা তাদের এতে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে বাধা দিতে পারে, যার ফলে তাদের পুরষ্কার হ্রাস পায়। পরিশেষে, এটি হওয়ার সাথে সাথেই এটি এবং বাকি সমস্ত ফরজ নামাজ আদায় করা উত্তম, কারণ এটি সুনানে আন নাসায়ী, 612 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নেক আমলগুলির একটি। এবং এইভাবে আচরণ করা একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 103:

"... অবশ্যই, মুমিনদের উপর নামায ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।"

দুর্ভাগ্যবশত, এটি একটি বহুল প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে এশিয়ান মুসলমানদের মধ্যে, তারা বাধ্যতামূলক গভীর সন্ধ্যার নামাজ আদায় করার পরে পার্থিব সমাবেশ এবং কথোপকথন করা। যদিও, এটি নিষিদ্ধ নয় তবুও এটি প্রায়শই নিরর্থক কথাবার্তার দিকে পরিচালিত করে , যা সময়ের অপচয়। বিচার দিবসে এটি তাদের জন্য একটি বড় আফসোসের বিষয় হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহারকারীদের দেওয়া পুরস্কারটি পর্যবেক্ষণ করবে। এটি প্রায়শই পাপের দিকে নিয়ে যায়, যেমন পরচর্চা, গীবত এবং অপবাদ। এবং এমনকি যদি কেউ এর থেকে রক্ষা পায়, তবে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সন্ধ্যায় জেগে থাকা তাদের কেবল আরও ক্লান্ত করে তুলবে, যার ফলে তাদের জন্য জাগ্রত হওয়া এবং ফজরের নামাজ সঠিকভাবে আদায় করা কঠিন হয়ে পড়বে। এই ক্লান্তি প্রায়শই কারণ অনেক মুসলমান মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ ফজরের নামাজ আদায় করেন না। এই ক্লান্তি একজনকে রাতের স্বেচ্ছায় নামায পড়া থেকেও বিরত রাখতে পারে, যেটি ফরয নামাযের পরে সর্বোত্তম নামায, সুনানে আন নাসায়ী, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সামাজিকীকরণ - 90

মুসলমানদের অবশ্যই তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে অবিচল থাকতে হবে, যেমন শয়তান, তাদের ভিতরের শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়, তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলিম এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র প্রদান করা হয় যাকে পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

সামাজিকীকরণ - 91

জামে আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

এর অর্থ হল যে ব্যক্তি অনর্থক বা মন্দ কথা থেকে চুপ থাকে এবং কেবল ভাল কথা বলে তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ রক্ষা করবেন। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রধান কারণ তাদের কথাবার্তা। জামি আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিচারের দিন একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দ লাগে। জামে আত তিরমিযী, ২৩১৪ নং হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বক্তৃতা তিন প্রকার হতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথাবার্তা যা যেকোনো মূল্যে পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়টি হল অনর্থক বক্তৃতা যা শুধুমাত্র একজনের সময় নষ্ট করে যা পরিণামে বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনার দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রথম ধাপ প্রায়ই অসার বক্তৃতা. তাই এই ধরনের কথাবার্তা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। চূড়ান্ত প্রকারটি ভাল বক্তৃতা যা সর্বদা গ্রহণ করা উচিত। এই দিকগুলির উপর ভিত্তি করে, একজনের জীবন থেকে বক্তব্যের দুই তৃতীয়াংশ মুছে ফেলা উচিত।

উপরন্তু, যে খুব বেশি কথা বলে সে কেবল তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং পরকালের প্রতি একটু ভাববে, কারণ এর জন্য নীরবতা প্রয়োজন। এটি একজনকে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে বাধা দেবে, যা একজনকে আরও সৎ কাজ করতে এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে। এই ব্যক্তি তখন আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকবে।

অত্যধিক কথা বলা একজন ব্যক্তিকে এমন কিছুতে জড়িত করতে পারে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এটি সর্বদা নিজের এবং অন্যদের জন্য সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, যেমন ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক। উপরন্তু, যে ব্যক্তি সেসব বিষয় পরিহার করতে ব্যর্থ হয় যা তাদের জন্য চিন্তা করে না, সে তার ইসলামকে সুন্দর করে তুলতে পারবে না। জামে আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। নিজের ঈমানকে উৎকৃষ্ট করার চেষ্টা করার মধ্যেই মুক্তি নিহিত।

অত্যধিক কথা বলা নিয়মিত তর্ক এবং মতবিরোধের দিকে পরিচালিত করে, যা শুধুমাত্র বক্তা এবং অন্যদের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, অসার ও মন্দ কথা এড়িয়ে চলা এটিকে প্রতিরোধ করবে যার ফলে ব্যক্তি শান্তি লাভ করবে।

অবশেষে, যারা খুব বেশি কথা বলে তারা প্রায়ই এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা বিনোদন এবং মজাদার। এটি তাদের এমন একটি মানসিকতা অবলম্বন করবে যার ফলে তারা মৃত্যু এবং পরকালের মতো গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করা বা শুনতে অপছন্দ করে। এটি তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে, যা একটি বড় অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

এই সব এড়ানো যেতে পারে যদি কেউ পাপপূর্ণ এবং নিরর্থক কথাবার্তা থেকে নীরব থাকে এবং পরিবর্তে কেবল ভাল কথা বলে। অতএব, যে এভাবে নীরব থাকবে সে দুনিয়াতে কষ্ট ও পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

সামাজিকীকরণ - 92

সহীহ বুখারী, 6116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ব্যক্তিকে রাগ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিসটির অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তির কখনই রাগ করা উচিত নয় কারণ রাগ একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যা এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। আসলে, কিছু বিরল ক্ষেত্রে রাগ উপকারী হতে পারে যেমন, আত্মরক্ষায়। এই হাদিসটির প্রকৃত অর্থ হল একজন ব্যক্তির উচিত তাদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে এটি তাকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে না যায়, যা মহানবী (সাঃ) দ্বারা নিখুঁতভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদিসটি দেখায় যে রাগ অনেক মন্দের দিকে নিয়ে যায় এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করা অনেক কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

প্রথমত, এই উপদেশ এমন সব ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার নির্দেশ যা একজনকে তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করবে, যেমন ধৈর্য।

এই হাদিসটিও ইঙ্গিত করে যে একজন ব্যক্তি তার রাগ অনুযায়ী কাজ করবে না। পরিবর্তে, এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের নিজেদের সাথে লড়াই করা উচিত যাতে এটি তাদের পাপের দিকে নিয়ে না যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান কাজ এবং ঐশ্বরিক ভালবাসার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 134:

"...যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে - এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"

ইসলামের মধ্যে এমন অনেক শিক্ষা রয়েছে যা মুসলমানদের তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে উত্সাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, রাগ শয়তানের সাথে যুক্ত এবং অনুপ্রাণিত হওয়ার কারণে, সহীহ বুখারি, 3282 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন রাগান্বিত ব্যক্তিকে শয়তান থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে একজন ক্ষুব্ধ মুসলিমকে মাটিতে আঁকড়ে ধরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে যে তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে সেজদা করবে। প্রকৃতপক্ষে, যত বেশি একজন নিষ্ক্রিয় শরীরের অবস্থান নেয় ততই তাদের রাগ করার সম্ভাবনা কম। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4782 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই উপদেশের উপর কাজ করা একজনকে তাদের রাগকে নিজের মধ্যে বন্দী করার অনুমতি দেয় যতক্ষণ না এটি চলে যায় যাতে এটি অন্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না করে।

একজন মুসলমান যে রাগান্বিত হয় তার উচিত সুনানে আবু দাউদ, 4784 নম্বরে পাওয়া হাদিসে দেওয়া উপদেশ অনুসরণ করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) রাগান্বিত মুসলমানকে অজু করার পরামর্শ দিয়েছেন। এর কারণ হল জল ক্রোধের সহজাত বৈশিষ্ট্যকে কাউন্টার করে, তাপ। যদি কেউ তখন প্রার্থনা করে তবে এটি তাদের রাগকে আরও নিয়ন্ত্রণ করতে এবং একটি মহান পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করবে।

এ পর্যন্ত আলোচিত উপদেশ একজন রাগান্বিত মুসলমানকে তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। কারো কথা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাগ হলে কথা বলা থেকে বিরত থাকাই ভালো। দুর্ভাগ্যবশত, শব্দগুলি প্রায়ই শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে অন্যদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। রাগের মাথায় বলা কথার কারণে অগণিত সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে গেছে। এই আচরণ প্রায়ই অন্যান্য পাপ এবং অপরাধের দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলিমের জন্য সুনানে ইবনে মাজা, 3970 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, যা সতর্ক করে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয়।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান গুণ এবং যে ব্যক্তি এটি আয়ত্ত করে তাকে সহীহ বুখারি, 6114 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ক্রোধ, অর্থ, তারা তাদের ক্রোধের কারণে কোন পাপ করে না, তাদের অন্তর শান্তি ও সত্য বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4778 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি পবিত্র হৃদপিণ্ডের একটি বৈশিষ্ট্য যা পবিত্র কুরআনে

উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একমাত্র হৃদয় যা কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দেওয়া হবে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

আগেই বলা হয়েছে, সীমার মধ্যে রাগ উপকারী হতে পারে। এটি নিজের নফস, বিশ্বাস এবং সম্পদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত যা সঠিকভাবে করা হলে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধ হিসাবে গণ্য হয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা, যিনি কখনো নিজের কামনা-বাসনার জন্য রাগান্বিত হননি। তিনি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হয়েছিলেন, যা সহীহ মুসলিম, 6050 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন, যা সহীহ মুসলিম, 1739 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তিনি যা খুশি তা নিয়ে খুশি হবেন এবং যা রাগান্বিত হবে তাতে রাগান্বিত হবেন। উপরন্তু, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা একজনের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। সুনানে আবু দাউদ 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঘৃণার মূল হল রাগ। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলাম কাউকে রাগ দূর করার নির্দেশ দেয় না, কারণ এটি অর্জন করা সত্যিই সম্ভব নয়, বরং এটি তাদের ইসলামের সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়।

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হওয়া প্রশংসনীয় কিন্তু এই রাগ যদি সীমা অতিক্রম করে তবে তা দোষারোপযোগ্য হয়ে যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হলেও ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের রাগ

নিয়ন্ত্রণ করা একজনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুনান আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 4901 নম্বর, এমন একজন উপাসককে সতর্ক করে যে ক্রোধের সাথে দাবি করে যে আল্লাহ, মহান, একটি নির্দিষ্ট পাপী ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। ফলস্বরূপ এই উপাসককে জাহান্নামে পাঠানো হবে এবং বিচারের দিনে পাপীকে ক্ষমা করা হবে।

মন্দের উত্স চারটি জিনিস নিয়ে গঠিত: নিজের ইচ্ছা, ভয়, খারাপ ক্ষুধা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি এই হাদীসের উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের চরিত্র ও জীবন থেকে এক চতুর্থাংশ মন্দতা দূর করবে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক, তাই এটি তাদের এমনভাবে কাজ বা কথা বলে না যা তাদের এই দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই বড় আফসোসের দিকে নিয়ে যায়।

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটি সাধারণত দেখা যায় যে যখন কেউ একটি ভাল কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় যার জন্য সময়, শক্তি এবং এমনকি সম্পদের প্রয়োজন হয়, তখন তারা প্রায়শই অন্যদের দ্বারা বন্ধ করে দেয়। প্রথম বাধা হল শয়তান, যে ভালো কাজ করা থেকে বিরত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। দ্বিতীয় বাধা হ'ল নিজের অভ্যন্তরীণ স্বভাব, যা অলসতা এবং লোভে অভ্যস্ত। চূড়ান্ত বাধা অন্য লোকেরা। দুর্ভাগ্যবশত, এই বাধাদানকারীদের মধ্যে অনেকেই প্রায়ই দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী মুসলিম। তাদের বিশ্বাস দুর্বল হওয়ায় তারা ছোটখাটো ভালো কাজ করার মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। আর তাদের দুর্বল ঈমান তাদেরকে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার দিকে ঝুঁকে দেয় যা সরাসরি ভালো কাজ করার সাথে সাংঘর্ষিক। তাই এই লোকেরা প্রায়শই প্রশ্ন করে যে কেন একজন মুসলমান একটি ভাল কাজ করার চেষ্টা করছে, বিশেষ করে সেই কাজগুলির জন্য সময়, শক্তি এবং সম্পদ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হতে পারে যা ইসলামিক জ্ঞান শেয়ার করে। অন্যরা প্রায়শই তাদের পরিকল্পনাকে ছোট করে তা বন্ধ করে দেয়, কারণ তারা ভাল কাজের গুরুত্বকে গুরুত্ব দেয় না। যারা দান করার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ তারা দুর্বল ঈমানের অধিকারী অন্যরা বন্ধ করে দেবে। যদি তারা অপ্রত্যাশিত আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে তারা তাদের সম্পদ ধরে রাখতে ভয় দেখানোর চেষ্টা করবে। লোকেরা, বিশেষ করে দুর্বল বিশ্বাসের মুসলিমরা কীভাবে অন্যদেরকে ভাল কাজ করা থেকে বিরত রাখে, তারা যা করতে চায় তা ছোট করে দেখানোর উদাহরণগুলি অবিরাম।

এই ধরনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিম যে ভালো কিছু করতে চায় তাদের অবশ্যই বুদ্ধিমানের সাথে পরামর্শ করতে হবে। যেমন একজন অসুস্থ ব্যক্তি শুধুমাত্র

একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে, অথবা যখন কেউ গাড়ির সমস্যায় পড়ে শুধুমাত্র একজন মেকানিকের সাথে পরামর্শ করে, একজন মুসলিমকে শুধুমাত্র দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারীদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। এই সেই ব্যক্তি যিনি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে শিখেন এবং আমল করেন। শুধুমাত্র এই ব্যক্তি ছোট ভাল কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং তাই অন্যদেরকে সেগুলি করতে উত্সাহিত করবে। ইসলামিক জ্ঞানের অধিকারী নয় এমন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা উচিত নয়, কারণ তারা কেবল তাদের পরিকল্পনাকে ছোট করবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের তা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে, এমনকি তাদের উদ্দেশ্য খারাপ না হলেও। এই পরামর্শটি অধ্যায় 30 আর রুম, 60 আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"...এবং তারা যেন আপনাকে বিচলিত না করে যারা [বিশ্বাসে] নিশ্চিত নয়।"

সামাজিকীকরণ - 94

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা আশ্চর্যজনক যে কত লোক প্রায়ই অন্যকে স্বার্থপর বলে লেবেল করে যদিও তারা স্বার্থপর হয়। তাদের মতে, স্বার্থপর হচ্ছে যখন কেউ অন্যের পছন্দ, মতামত এবং সুখের বিরোধিতা করে নিজের সুখ বেছে নেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা স্বার্থপরতা নয় যদি না অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করা হয় তাদের বৈধ পার্থিব পছন্দের জন্য। একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের সাথে সরাসরি জড়িত এমন পরিস্থিতিতে, যেমন নিজের জন্য একজন জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা, তারপর নিজের সুখানুযায়ী কাকে বিয়ে করতে হবে সে বিষয়ে একটি বৈধ পছন্দ করা স্বার্থপরতা নয়, যদিও অন্যের মতামত, পছন্দ এবং সুখ, যেমন আত্মীয় হিসাবে, পরস্পরবিরোধী হয়. বাস্তবে, যিনি অন্যদেরকে তাদের মতামত এবং সুখ অনুসরণ করার দাবি করেন, যদিও পরিস্থিতি তাদের সরাসরি জড়িত করে না, যেমন তাদের আত্মীয়রা জীবনসঙ্গী বেছে নেয়, সে হল স্বার্থপর ব্যক্তি। যখন একটি বৈধ পরিস্থিতি সরাসরি একজন ব্যক্তিকে জড়িত করে, তখন তাদের অন্যদের মতামত বিবেচনা করা উচিত কিন্তু অন্যের অধিকার লঙ্ঘন না হওয়া পর্যন্ত তাদের খুশি করার জন্য বেছে নেওয়া কোনভাবেই স্বার্থপর নয়। এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার একটি কাজ যখন কেউ তাদের মতামত এবং পছন্দকে দূরে রাখে এমন পরিস্থিতিতে যা তাদের সরাসরি জড়িত করে না এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র পরিস্থিতির সাথে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিদের সুখ বিবেচনা করে, যেমন দম্পতি বিবাহিত। যেখানে সরাসরি জড়িত নয় এমন পরিস্থিতিতে নিজের মতামত এবং পছন্দকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া স্বার্থপরতা, কারণ পরিস্থিতির সাথে সরাসরি জড়িত মানুষের সুখ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যতক্ষণ না এটি আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে জড়িত না হয়, শ্রেষ্ঠ এটা খুবই লজ্জার বিষয় যে কতজন মানুষ অন্যদেরকে স্বার্থপরতার অভিযোগ এনে খারাপ বোধ করে, যদিও তারা স্বার্থপর।

উপসংহারে বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহর অবাধ্যতা পরিহার করা হয়, যার মধ্যে মানুষের অধিকার লঙ্ঘন অন্তর্ভুক্ত থাকে, ততক্ষণ একজন মুসলমানের উচিত তাদের পছন্দ, মতামত এবং সুখ নির্বাচন করা উচিত যে পরিস্থিতিতে সরাসরি জড়িত, কারণ এটি স্বার্থপর আচরণ নয়।

সামাজিকীকরণ - 95

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। লোকেরা প্রায়শই যত্ন নেয় এবং অন্যদের জিজ্ঞাসা করে যে তারা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন ভাল ব্যক্তি কিনা। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা তার সন্তানকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা মনে করেন যে তিনি একজন ভাল মা। একজন ব্যক্তি তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে যে তারা মনে করে যে তারা একজন ভাল বন্ধু কিনা। সমাজে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো মনে করা একজন মুসলমানের প্রধান উদ্বেগ হওয়া উচিত নয়। তাদের প্রধান উদ্বেগ হওয়া উচিত যে তারা মহান আল্লাহর একজন ভাল বান্দা কি না। এই প্রশ্নের উত্তর সমাজ, সংস্কৃতি বা ফ্যাশন দিয়ে দেওয়া যায় না। এর উত্তর তখনই পাওয়া যেতে পারে যখন কেউ তাদের আচরণকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে তুলনা করে। যখন কেউ বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছায় তখন এটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পৃথিবীতে তাদের সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশন দ্বারা নির্ধারিত মতামত এবং মান অনুযায়ী মানুষের সাথে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজনকে ভাল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় কিনা তা নিয়ে উদ্বেগের বিষয় হল যে এই জিনিসগুলি অস্থির এবং মানুষের মতামত ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। ফলস্বরূপ, কেউ তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন ভাল ব্যক্তিকে বিবেচনা করে যেমন একজন ভাল মা, অন্য ব্যক্তি একই সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের খারাপ ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে তাদের মাকে ভালো মা হিসেবে বিবেচনা করতে পারে, যেখানে তার বোন তাদের মাকে খারাপ মা হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। এটি প্রায়ই সমাজে ঘটে। এই অস্থিরতার ফলস্বরূপ, কেউ কখনই মানুষকে খুশি করতে পারে না এবং তাই তারা তাদের মতামতে স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তি পাবে না।

উপরন্তু, যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষ, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি এবং তাদের সম্পর্কের বিষয়ে তাদের মতামত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকে, সে মহান আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে সহজেই অবহেলা করবে, যার ফলে তারা খারাপ গোলামে পরিণত হতে পারে। যেহেতু মহান আল্লাহ একাই এই দুনিয়া এবং পরকালের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উত্তম বান্দা হতে ব্যর্থ হয়, সে কোন জগতেই শান্তি ও সফলতা পাবে না, যদিও তারা তা অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও। তাদের পার্থিব সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের ভালো মতামত।

পরিশেষে, কেউ যদি তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির ভাল মতামত অর্জন করে তবে তা বিচার দিবসে মহান আল্লাহর খারাপ বান্দা হওয়ার পরিণতি থেকে তাদের রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর উত্তম বান্দা হওয়ার দিকে মনোনিবেশ করবে, সে মনের শান্তি পাবে, কারণ তারা অগণিত লোকের বিভিন্ন মতামতের পরিবর্তে কেবলমাত্র তাঁর এবং তাদের সম্পর্কে তাঁর মতামত নিয়েই চিন্তিত হবে। অনেককে খুশি করার চেয়ে একজনকে খুশি করা সহজ এবং বেশি তৃপ্তিদায়ক। উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ভাল বান্দা হওয়ার চেষ্টা করবে, সে অনিবার্যভাবে মানুষের সাথে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন ভাল ব্যক্তি হয়ে উঠবে যেমন একজন ভাল মা, বন্ধু, প্রতিবেশী ইত্যাদি, কারণ মানুষের অধিকার পূরণ করা। মহান আল্লাহর উত্তম বান্দা হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু এর সাথে মানুষের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার নেতিবাচক মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য হল, মহান আল্লাহর এই উত্তম বান্দা মানুষের অধিকার পূরণ করবে কিন্তু তাদের সম্পর্কে এবং তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে মানুষের মতামত নিয়ে মাথা ঘামবে না। লোকেরা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের খারাপ বিবেচনা করলে তারা পাত্তা দেবে না, কারণ বেশিরভাগ লোকের মতামত জাগতিক মানগুলির উপর ভিত্তি করে। তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ডের যত্ন নেবে এবং জীবনযাপন করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে জীবনযাপন করবে সে এই পৃথিবীতে বা বিচারের দিনে মানুষের, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির খারাপ মতামত দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা বিশ্বাস করতে পারেন যে তার ছেলে একটি ভয়ঙ্কর পুত্র, কারণ তিনি তাকে

জাগতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিচার করেন। কিন্তু যেহেতু সে মহান আল্লাহর একজন উত্তম বান্দা, সেহেতু সে এই পৃথিবীতে তার মায়ের অধিকার পূরণ করে এবং তার প্রতি তার নেতিবাচক মতামত তাকে এই পৃথিবীতে বা বিচার দিবসে প্রভাবিত করবে না, অর্থাৎ তার বিচার হবে আল্লাহ। মহান, একটি ভাল পুত্র হিসাবে.

উপসংহারে বলা যায়, মনের শান্তি ও সাফল্য নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহর একজন উত্তম বান্দা হওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং শুধুমাত্র তাদের সম্পর্কে তাঁর মতামত নিয়ে চিন্তা করা। যেখানে, উভয় জগতের উদ্বেগ, চাপ এবং অসুবিধা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্যে নিহিত।

সামাজিকীকরণ - 96

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। একটি সাধারণ ভুল ধারণা রয়েছে যা একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের চরিত্রের উন্নতি করতে বাধা দেয়। লোকেরা প্রায়শই মন্তব্য করে যে একজনের অন্যদের বিচার করা উচিত নয়। যদিও এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সত্য, দুর্ভাগ্যবশত, অনেক লোক তাদের আচরণের উন্নতি এড়াতে এটিকে একটি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করার জন্য এটির অর্থকে প্রেক্ষাপটের বাইরে সম্পূর্ণভাবে পাক করে ফেলেছে। বাস্তবে, অন্যদের বিচার করা একজনের জীবনের প্রতিটি দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবেন কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অন্যদের বিচার করেন। তারা তাদের জন্য একজন ভালো জীবনসঙ্গী করবে কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন আরেকজনকে বিচার করে। একজন ব্যক্তি সেখানে চাকরির জন্য আবেদন করার আগে একটি কোম্পানির বিচার করেন। একজন নিয়োগকর্তা তাদের দলে যোগদানের জন্য সেরা একজনকে খুঁজে বের করার জন্য প্রার্থীদের বিচার করেন। একজন অভিভাবক তাদের সন্তানের জন্য একজনকে নিয়োগ করার আগে বিভিন্ন গৃহশিক্ষকের বিচার করেন। একজন ব্যবসার মালিক তাদের সাথে ব্যবসা করবেন কিনা তা নির্ধারণ করতে অন্য ব্যবসার মালিককে বিচার করবেন। তাদের আচরণ, চরিত্র এবং কর্মের ক্ষেত্রে অন্যদের বিচার করার উদাহরণ কার্যত সীমাহীন। তাই অন্যের বিচার করা উচিত নয় এমন দাবি করা নিছক বোকামি, কারণ অন্যের বিচার না করে কেউ এই পৃথিবীতে বাঁচতে পারে না।

ইসলামের ক্ষেত্রে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই অন্যের কাজের বিচার করতে হবে, অন্যথায় তারা সমাজে ভাল উপদেশ এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে পারে না। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

"তোমরা সর্বোত্তম জাতি [উদাহরণস্বরূপ] যা মানবজাতির জন্য উত্পাদিত হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অন্যায়কে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখ..."

সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা, ঘৃণা, দান করা এবং আটকানো ছাড়া একজন মুসলমান তাদের ঈমানকে পূর্ণ করতে পারে না। অন্যদের বিচার না করে কীভাবে এটি অর্জন করা সম্ভব?

অন্যদের ভাল কাজে সাহায্য করা এবং খারাপ কাজে সাহায্য করা এড়িয়ে চলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অন্যদের এবং তাদের কর্মের বিচার না করে অর্জন করা যায় না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

পূর্বে তালিকাভুক্ত অনেক উদাহরণ ইসলাম দ্বারা উৎসাহিত করা হয়েছে, যেমন একজন উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা এবং উপযুক্ত বন্ধু বাছাই করা। অন্যদের বিচার না করে এসবের কোনোটাই পূর্ণ হতে পারে না।

মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার জন্য এবং অন্যদেরকে অনুরূপ করতে উত্সাহিত করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যের কর্মের বিচার করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই ক্ষেত্রে, মানুষের বিচার একজন ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছে বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি মহান আল্লাহর ফয়সালা। কিছু, কোন মুসলমানকে অবজ্ঞা বা সমালোচনা করা উচিত নয়।

একজন ব্যক্তির চূড়ান্ত ফলাফল বিচার করা; মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কি করবেন না বা তারা জান্নাতে যাবেন কি না, বা তাদের উদ্দেশ্য বিচার করা এমন কিছু যা একজন মুসলমানের করা অনুমোদিত নয়, কারণ এগুলো একজন মুসলমানের জ্ঞানের বাইরে এবং তাই তারা তাদের নিয়ে আলোচনা বা মন্তব্য করার কোন অধিকার নেই।

উপসংহারে, মুসলমানরা অন্যদের বিচার করার সঠিক ধারণাটি বোঝে যাতে তারা অন্যদের কাছ থেকে ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক সমালোচনাকে আরও সহজে গ্রহণ করে, যাতে তারা আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের চরিত্র উন্নত করে। এই পদ্ধতিতে আচরণ করা সঠিক দিকনির্দেশনা এবং উভয় জগতে সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সামাজিকীকরণ - 97

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সময়ের সাথে সাথে মানুষের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার একটি বড় কারণ হল অজ্ঞতা। যখন কেউ জানে না যে তারা অন্যদের পাওনা বা অধিকার তাদের পাওনা, তখন ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, লোকেরা এমন জিনিসগুলি প্রত্যাশা করতে শুরু করে এবং দাবি করতে শুরু করে যা তাদের প্রাপ্য নয় এবং তারা অন্যদের কাছেও যে অধিকারগুলি পাওনা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, পিতামাতারা প্রায়শই বিশ্বাস করেন যে তাদের সন্তানেরা তাদের সম্পূর্ণ বাধ্যতা এবং জমা দেওয়ার অর্থ ঋণী, তাদের সন্তানকে অবশ্যই তাদের পিতামাতার পরামর্শের সাথে একমত হতে হবে এবং তা করতে হবে। কিন্তু ইসলামে এটা ঠিক নয়। একটি শিশুর জীবনে তাদের নিজস্ব আইনসম্মত পছন্দ করার অধিকার আছে, এমনকি যদি এটি তাদের পিতামাতার মতামতের বিরোধিতা করে, যতক্ষণ না তারা তাদের পিতামাতার প্রতি ভাল আচরণ বজায় রাখে। বিবাহবিচ্ছেদের প্রধান কারণ হল যখন লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের স্ত্রীর কাছে ঋণী নয়। ভাইবোনরা প্রায়শই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তাদের ভাইবোনদেরও ব্যতিক্রম ছাড়াই এবং তাদের খুশি করার উপায়ে তাদের সমর্থন করা উচিত। উদাহরণ কার্যত অন্তহীন.

একজনের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে অবজ্ঞা এবং অন্যদের যে অধিকার তাদের পাওনা তা একজনকে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশন অনুসারে এই মানগুলি তৈরি করতে উত্সাহিত করে। যেহেতু মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলি যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়, এই বানোয়াট মানগুলি মানুষ কখনই পূরণ করে না। এটি মানুষের মধ্যে তিক্ততার দিকে নিয়ে যায়, যা সময়ের সাথে সাথে ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে এই পরিণতি এড়াতে হবে যাতে তারা অন্যদের পাওনা অধিকারগুলি জানে এবং তা পূরণ করে এবং জনগণ তাদের যে অধিকারগুলি প্রাপ্য তা জানে।

উপরন্তু, যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে এবং তার উপর কাজ করে তখন এটি তাদের অন্যদের সাথে নম্র আচরণ করতে উত্সাহিত করবে, এই আশায় যে মহান আল্লাহ তাদের সাথে নম্র আচরণ করবেন। এই নম্রতা একজনকে অন্যের কাছ থেকে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করতে বাধা দেবে যার ফলে অন্যদের জীবন সহজ হবে এবং তর্কের ঝুঁকি হ্রাস পাবে। এই নম্রতা একজনকে অন্যের দ্বারা অন্যায় করা হলে জিনিসগুলি ছেড়ে দিতে উত্সাহিত করবে, যাতে তারা তুচ্ছতা এড়ায়। এটি ইতিবাচকতা এবং মনের শান্তির দিকে নিয়ে যায় এবং ভেঙে যাওয়া এবং ভাঙা সম্পর্ক রোধ করে। অন্যদিকে, নিজের মান অনুযায়ী জীবনযাপন করলে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। একজন ব্যক্তি সহজেই ছোটখাটো বিষয়ে ছোট হয়ে যায়, তারা তিক্ত হয়ে ওঠে এবং কয়েক দশক ধরে ক্ষোভ ধরে রাখে। এটি শত্রুতা, নেতিবাচকতা এবং অন্যদের প্রতি একটি হতাশাবাদী মনোভাবের দিকে পরিচালিত করে। এই সমস্ত জিনিসগুলি মনের শান্তিকে বাধা দেয় এবং ভেঙ্গে ও ভাঙা সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং তার উপর কাজ করে অন্যদের সাথে তাদের স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক রয়েছে যাতে তারা মানুষের অধিকারগুলি জানে এবং তা পূরণ করতে পারে এবং জনগণ তাদের যে অধিকারগুলি পাওনা তা জানে।

সামাজিকীকরণ - 98

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ভাঙ্গা এবং ভাঙা সম্পর্কের একটি প্রধান কারণ এড়াতে মানুষের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। যথা, অন্যদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করা যখন তারা পাপ করেনি। পরিবারগুলিতে এটি প্রায়শই পরিলক্ষিত হয় যখন কেউ তাদের আত্মীয়দের সাথে এমন আচরণ করে, যার ফলে তারা প্রায়শই তাদের জীবন পছন্দ এবং জীবনযাত্রার সাথে তাদের অসম্মতি দেখানোর জন্য তাদের সমালোচনা করে, তিরস্কার করে এবং খুঁতখুঁত করে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানের প্রতি খোঁচা দিতে পারেন যে এমন কাউকে বিয়ে করে যাকে তারা অনুমোদন করেনি, যদিও কোনো পাপ করা হয়নি। লোকেরা, বিশেষ করে প্রবীণরা, ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যাদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে তাদের সকল পরিস্থিতিতে অবশ্যই তাদের ভালবাসতে হবে এবং সম্মান করতে হবে। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে মানুষ ফেরেশতা নয়। যদি কাউকে তিরস্কার করা হয় এবং এমন জিনিসগুলির জন্য যথেষ্ট সমালোচনা করা হয় যা পাপ নয়, তবে অবশ্যই এমন একটি দিন আসবে যখন ব্যক্তিটি তার নিজের পিতামাতা হলেও তার আত্মীয়ের সাথে কথা বলা, দেখা বা মেলামেশা করা অপছন্দ করবে। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের ভালবাসে না বা সম্মান করে না। এর মানে হল যে লোকেরা ফেরেশতা নয়, নেতিবাচক মনোভাব একজন ব্যক্তির হৃদয়ে নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি করে যার ফলে তারা যখনই তাদের আত্মীয়দের সাথে নেতিবাচক আচরণ করে তাদের সাথে তাদের আচরণ করতে হয় তখন তারা উদ্বেগ এবং চাপ অনুভব করে। এই চাপ এবং উদ্বেগ এড়াতে তারা তাদের আত্মীয়কে এড়িয়ে চলার মতো মনে করে, যদিও তারা এখনও তাদের ভালবাসে এবং সম্মান করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি এই চাপ এবং উদ্বেগের কারণে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা এড়িয়ে যাবেন, কারণ তারা নেতিবাচক আচরণ এবং মন্তব্যের শিকার হতে চান না। এটি একটি খুব সাধারণ প্রতিক্রিয়া এবং অন্যদের সাথে নেতিবাচক আচরণ করার পরিণতি যা প্রায়শই পরিবারের মধ্যে দেখা যায়।

মুসলমানদের অবশ্যই অন্যদের সাথে নেতিবাচকভাবে আচরণ করার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়, এমনকি যদি এটি শুধুমাত্র সমালোচনা এবং নেতিবাচক মন্তব্য জড়িত থাকে, কারণ এটি সময়ের সাথে সাথে গড়ে উঠতে পারে এবং তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যেতে পারে এবং ভেঙে যেতে পারে। যখন অন্যরা কোন পাপ করেনি, তখন তাদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করা উচিত নয় এবং পরিবর্তে তারা যে জীবন পছন্দ করে তা গ্রহণ করা উচিত। তারা অন্যদের সাথে যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে তাদের অধিকার পূরণে মনোনিবেশ করা উচিত, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের সাথে ইতিবাচক আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

সামাজিকীকরণ - 99

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আধুনিক বিশ্বে, সমস্ত মানুষের জীবনে যে জিনিসগুলিকে খুব বেশি জোর দেওয়া হয় এবং অনেক মনোযোগ দেওয়া হয়, তা হল সামাজিকীকরণ। ইসলাম অন্যদের সাথে মেলামেশা নিষিদ্ধ করে না এবং প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমানদের মানুষের অধিকার পূরণের নির্দেশ দেয়। কম নয়, ইসলাম সর্বদা মানুষকে সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য বুঝতে উৎসাহিত করে। মূল উদ্দেশ্য হল পরকালের জন্য কার্যত প্রস্তুতিতে একে অপরকে সাহায্য করা। এর মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করা এবং উৎসাহিত করা জড়িত যেগুলো তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে আল্লাহর কাছে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। এই মনোভাব উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অন্যদিকে, সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশন মানুষকে জাগতিক লাভ ও ভোগের জন্য সংযুক্ত এবং সামাজিকীকরণের আহ্বান জানায়। এই মনোভাব মানবজাতির এই পৃথিবীতে একসাথে থাকার উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে। সামাজিকীকরণ নিজেই একটি শেষ নয়, এটি কেবল শেষ করার একটি উপায়। শেষ পর্যন্ত নিরাপদে শেষ বিচারের দিনে পৌঁছানো। এই পৃথিবীতে একসাথে কাজ করার লক্ষ্যে লোকেদের একত্রিত করার উদাহরণ যাতে তারা

পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হয়, একটি ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের জন্য একসাথে কাজ করার জন্য একটি কোম্পানি কীভাবে অপরিচিতদের একটি দলকে একত্রিত করে, যেমন একটি পণ্য ডিজাইনিং, উত্পাদন এবং বিজ্ঞাপন হিসাবে। যদি এই দলটি তাদের একসাথে থাকার উদ্দেশ্য মনে রাখতে ব্যর্থ হয় তবে তারা মজা এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে সময় নষ্ট করবে। এর ফলে তারা একসাথে থাকার উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করবে এবং এইভাবে তাদের দলকে ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। একইভাবে, মুসলমানরা যদি সামাজিকীকরণের মূল কারণ বুঝতে এবং তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তারাও পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হবে, কারণ তারা পার্থিব কারণে সামাজিকতায় ব্যস্ত ছিল। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে একজনকে বৈধ মজা করার অনুমতি দেওয়া হয় তবে তাদের কখনই এমন আচরণ করা উচিত নয় যেন এটি সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য।

উপসংহারে, মানুষকে একত্রিত করা হয়েছে একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য নয় বরং একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য যাতে তারা একে অপরকে মহান আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করতে পারে। দুজনের মধ্যে পার্থক্য করতে কখনই ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়, অন্যথায় তারা এই পৃথিবীতে একসাথে থাকার উদ্দেশ্য পুরোপুরি মিস করবে। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এই বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই সর্বদা সংযুক্ত থাকতেন এবং একত্রে কাজ করতেন যাতে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা যায় এবং ফলস্বরূপ তারা সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তি ছড়িয়ে দেয় যা অন্য কোন গোষ্ঠী কখনও অর্জন করতে পারেনি। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য ভুলে যায় সে যখনই অন্যদের সাথে মেলামেশা করবে তখনই উভয় জগতেই তাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে। অধ্যায় 43 আয যুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

সামাজিকীকরণ - 100টি

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। একটি শক্তিশালী এবং বিভ্রান্তিকর মানসিকতা রয়েছে যা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর শিকড় গেড়েছে, যেমন, একজনের কাজ এবং পছন্দ সম্পর্কে "লোকে কী বলবে" ধারণা দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এই মানসিকতা প্রায়ই ধার্মিকতার ছদ্মবেশে পরিধান করা হয় যাতে মুসলমানরা এটি গ্রহণ করে। তারা দাবি করে যে কেউ যদি তাদের সম্পর্কে অন্যরা কী বলে তা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা নির্লজ্জ হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, নির্লজ্জতার মূলে রয়েছে আল্লাহর দৃষ্টি, শ্রবণ ও বিচারের প্রতি যত্নবান না হওয়া, মানুষের সমালোচনা নয়, কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের বেশিরভাগ সমালোচনার কোন মূল্য নেই এবং কেউ সহজেই তাদের নির্লজ্জ আচরণকে আড়াল করতে পারে। মানুষের কাছ থেকে

"লোকে কি বলবে" মানসিকতা একজন ব্যক্তির জীবন ও বিশ্বাসের অনেক দিককে প্রভাবিত করে এবং কলুষিত করে। তর্কাতীতভাবে, এর সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রভাব হল যে একজন মুসলমান মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে মানুষের জন্য ভাল কাজ করা শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান কেবলমাত্র তাদের আত্মীয়দের সন্তুষ্ট করার জন্য একজন আত্মীয়ের জানাজায় যোগদান করবে এবং মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য নয়। এই মুসলিম দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের বলা হবে তাদের অকৃত্রিম ভাল কাজের জন্য তাদের পুরষ্কার তাদের লোকদের কাছ থেকে পেতে যা তারা করা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষকে খুশি করার জন্য এমন আচরণ করা উচিত নয় কারণ এটি ছোট শিরক এবং এটি সওয়াবের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন। কোনো অংশীদার থেকে মুক্ত।

"লোকে কি বলবে" এর মানসিকতাও মুসলমানদেরকে এমন আচরণ করতে উৎসাহিত করে যা ইসলামের অপছন্দনীয়, যেমন অযথা, অপব্যয় এবং অতিরিক্ত হওয়া। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ মুসলিম বিবাহের লক্ষ্য বিবাহিত দম্পতির আত্মীয়দের খুশি করা, কারণ তারা মানুষের সমালোচনাকে ভয় পায়। এটি তাদের অযৌক্তিকভাবে এবং অযথা ব্যয় করে।

মানুষের সমালোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এই মানসিকতা একজনকে পাপ করতে উত্সাহিত করতে পারে।

"লোকে কি বলবে" মানসিকতা মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর কাজ করতে বাধা দেয়, কারণ তাদের শিক্ষাগুলি প্রায়শই মুসলমানদের মূর্খ সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও অনুশীলনের বিপরীতে থাকে। গৃহীত মানুষের দ্বারা সমালোচিত হওয়ার ভয় একজনকে তাদের সাংস্কৃতিক চর্চা পরিত্যাগ করতে বাধা দেয় নির্দেশনার দুটি উৎসের জন্য।

"মানুষ কি বলবে" এর মানসিকতাও মুসলমানদের সঠিক পছন্দ করতে বাধা দেয় যা তাদের সুখ ও মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, অনেক মুসলমান শুধুমাত্র লোকেদের সমালোচনার ভয়ে, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়দের, যদি তারা বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়, তাহলে তারা আপত্তিজনক বিয়ে করে।

অবশেষে, "মানুষ কি বলবে" মানসিকতা একজনকে ভালো বৈধ পছন্দ করতে বাধা দেয় কারণ তারা মানুষের সমালোচনাকে ভয় পায়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু দেশের মুসলমানরা তাদের সন্তানদের বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের বিয়ে করতে দেবে না কারণ তারা তাদের আত্মীয়দের সমালোচনার ভয় পায়, যদিও বিয়ের প্রস্তাবগুলো বৈধ এবং ভালো।

মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা একজন মুসলমানের কর্তব্য। তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের অধিকার পূরণ করতে হবে তবে এর অর্থ এই নয় যে তাদের খুশি করার জন্য কাজ করা উচিত। এর অর্থ হল, জনগণ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোক বা না হোক ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের অধিকার পূরণ করতে হবে। তাদের আনন্দ বা অভাব অপ্রাসঙ্গিক। যে ব্যক্তি মানুষের আনন্দানুসারে কাজ করে সে কখনোই এই পৃথিবীতে শান্তি ও সুখ পাবে না এবং মানুষের প্রশংসাও পাবে না। অথচ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করলে উভয় জগতে শান্তি ও সুখ আসে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে, তাকিফের অমুসলিম গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করেন। উহুদের যুদ্ধে হামজা বিন আব্দুল মুতালিবকে হত্যাকারী ওয়াহশী, যে ব্যক্তি তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এই প্রতিনিধি দলে যোগ দিয়েছিলেন। তাকে তিনি যখন মদিনায় পৌঁছেন, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তিনি কী করেছিলেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর ঈমানের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি অহেতুক তাঁর সাথে দেখা এড়াতে পারেন কিনা? ভবিষ্যৎ যেমন তাকে দেখে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে তার চাচা হামজা (রাঃ) এর হত্যা ও অঙ্গচ্ছেদ করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। এটি সহীহ বুখারী, 4072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও ওয়াহশীর পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তবুও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে অযথা তার সাথে দেখা এড়াতে অনুরোধ করেছিলেন। প্রথমত, এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মানবিক প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। তিনি একই অনুভূতি অনুভব করেছিলেন যা অন্য কোনো মানুষ অনুভব করতে পারে, যেমন রাগ এবং দুঃখ। উপরন্তু, এই অনুরোধটি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি বড় স্বস্তি ছিল কারণ এটি মুসলমানদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করে তুলেছিল। যদি হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন আচরণ করতেন যেন ওয়াহশী কিছুই

করেননি, তাহলে তা সমস্ত মুসলমানকে এমন আচরণ করতে বাধ্য করত, যেমনটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ অবলম্বন করে। তাকে, বাধ্যতামূলক। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

" *বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন...*"

মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা এমনভাবে অন্যদের সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। অতএব, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরোধ তাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে। এটি ক্ষমা এবং ভুলে যাওয়ার ভুল ধারণা সংশোধন করে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে মানুষ কম্পিউটার নয়, যারা তাদের মন থেকে স্মৃতি মুছে দিতে পারে। মানুষের কাছে অন্যের কাজ ভুলে যাওয়ার আশা করা হয় না, বরং তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ক্ষমা করতে এবং অন্যের অধিকার পূরণ করতে উৎসাহিত হয়। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, ৬১৩৩ নম্বর হাদিসে পাওয়া উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুমিনকে একই গর্তে দুবার দংশন করা যায় না।

অর্থ, একজন মুসলমানের উচিত অন্যকে ক্ষমা করা এবং তাদের অধিকার পূরণ করা, তবে তাদের উচিত অন্যদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়, বিশেষ করে যখন তারা অতীতে তাদের দ্বারা অবিচার করা হয়েছে। অন্যদের অতীত কর্ম উপেক্ষা তাদের ভবিষ্যতে একইভাবে আচরণ করতে উত্সাহিত করতে পারে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং অন্যকে ক্ষমা করতে শিখতে হবে এবং তাদের অধিকার পূরণে সচেষ্ট হতে হবে কিন্তু তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না যে তারা অন্যের কাজ ভুলে যাবে বা তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে না।

সামাজিকীকরণ - 102

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ইসলামের পূর্বে নারীরা নিজেরাই এমন কিছু হিসাবে গণ্য হবেন যা অন্যদের দ্বারা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেত। ইসলাম এই অন্যায় প্রথা রহিত করেছে এবং তাদের এমন অধিকার দিয়েছে যা অন্য সমাজকে ছাড়িয়ে গেছে।

একটি সাধারণ নোটে, ইসলামের আগে, জাহেলিয়াতের যুগে, মহিলাদের জন্য গৃহস্থালির সামগ্রীর সাথে সমতুল্য হওয়া সাধারণ অভ্যাস ছিল। গবাদি পশুর মতো কেনা-বেচা হতো। বিবাহের ক্ষেত্রে একজন মহিলার কোন অধিকার ছিল না। তার আত্মীয়দের কাছ থেকে উত্তরাধিকারের কিছু অংশের অধিকারী হওয়া থেকে দূরে, তিনি নিজেও অন্যান্য গৃহস্থালীর জিনিসের মতো উত্তরাধিকারের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হন। তাকে পুরুষদের মালিকানাধীন কিছু হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল যখন তাকে কিছুই করার অনুমতি ছিল না। এবং তিনি শুধুমাত্র একজন পুরুষের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যয় করতে পারেন। অন্যদিকে, পুরুষটি তার ইচ্ছানুযায়ী মজুরির মতো যে কোনও সম্পদ তার সম্পত্তি ব্যয় করতে পারে। এই পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকারও তার ছিল না। ইউরোপের কিছু গোষ্ঠী এমনকি নারীকে মানুষ না ভেবে তাকে পশুর সাথে সমতুল্য করে। ধর্মে নারীদের কোনো স্থান ছিল না। তারা পূজার অযোগ্য বলে বিবেচিত হত। কেউ কেউ এমনকি নারীদের আত্মা নেই বলেও ঘোষণা করেছেন। একজন পিতার পক্ষে তার নবজাতক বা অল্পবয়সী কন্যাকে হত্যা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়েছিল কারণ তারা পরিবারের জন্য লজ্জা হিসাবে দেখা হত। কেউ কেউ এমনও বিশ্বাস করেছিলেন যে একজন মহিলাকে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে বিচারের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কিছু প্রথা এমনকি মৃত স্বামীর স্ত্রীকেও হত্যা করেছিল কারণ তাকে ছাড়া বাঁচার মতো উপযুক্ত

দেখা যায়নি। কেউ কেউ এমনকি ঘোষণা করেছিলেন যে নারীদের উদ্দেশ্য কেবল পুরুষদের সেবা করা।

কিন্তু মহান আল্লাহ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে মানুষকে সকল মানুষকে সম্মান করতে শিখিয়েছেন, ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা বিধান করেছেন এবং পুরুষদের তাদের উপর তাদের নিজস্ব অধিকারের সমানভাবে নারীর অধিকার পূরণের জন্য দায়ী করা হয়েছে। . নারীকে স্বাধীন ও স্বাধীন করা হয়েছে। তিনি পুরুষদের মতোই তার নিজের জীবন এবং সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। কোন পুরুষ কোন নারীকে জোর করে কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। যদি তাকে তার সম্মতি ছাড়া বাধ্য করা হয় তাহলে বিয়ে চালিয়ে যাওয়া বা বাতিল করা তার পছন্দ হয়ে যায়। তার সম্মতি ও অনুমোদন ছাড়া তার যা আছে তা থেকে কোনো কিছু ব্যয় করার অধিকার কোনো পুরুষের নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর সে স্বাধীন হয়ে যায় এবং তাকে কেউ কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না। মহান আল্লাহ তাকে প্রদত্ত দায়িত্ব অনুসারে পুরুষদের মতো উত্তরাধিকারে অংশ পান। মহিলাদের জন্য ব্যয় করা এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করাকে মহান আল্লাহ তায়ালা ইবাদত বলে ঘোষণা করেছেন। এই সমস্ত অধিকার এবং আরও বেশি কিছু মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নারীদের দিয়েছেন। এটা আশ্চর্যজনক যে আজ যারা নারীর অধিকারের জন্য দাঁড়িয়েছে তারা কিভাবে ইসলামের সমালোচনা করছে যদিও ইসলাম নারীদের অধিকার দিয়েছে বহু শতাব্দী আগে।

সামাজিকীকরণ - 103

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি চিন্তা করছিলাম কিভাবে মানুষের হৃদয় এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে তার মধ্যে কিছু থাকতে হবে, এটি কখনই খালি হতে পারে না। এর অর্থ, এটি অবশ্যই কিছুর সাথে সংযুক্ত এবং ভালবাসতে হবে। এক মুহুর্তের জন্য যদি কেউ এই বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় তবে এটি বেশ স্পষ্ট। কিছু লোক অন্য লোকেদের ভালবাসে, কেউ প্রাণীকে ভালবাসে, কেউ তাদের ক্যারিয়ার এবং অন্যরা অন্যান্য জিনিস পছন্দ করে। কিন্তু একজন মানুষ যতই কিছু ভালোবাসুক না কেন অবশেষে এমন একটি দিন আসবে যেখানে তাকে বিদায় জানাতে হবে। এটি স্বেচ্ছায় করা হোক না কেন, উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তাদের কর্মজীবন থেকে অবসর নিচ্ছেন, বা জোরপূর্বক যেমন মৃত্যু তাদের প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এই কারণেই যারা জীবিত থাকাকালীন তারা যা পছন্দ করতেন তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, যেমন একজন ক্রীড়াবিদ তাদের খেলাধুলা থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তাদের হৃদয় ও মন তাদের প্রিয় জিনিসটির সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে তিক্ত হয়ে ওঠে কিন্তু তাদের শরীর আর ধরে রাখতে পারে না। এটা দিয়ে স্পটলাইটে তাদের মুহূর্তটি চলে যাওয়ার সাথে সাথে তারা তিক্ত হয়ে ওঠে এবং তারা তাদের ভালবাসা থেকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এটি একটি সর্বজনীন নীতি যা কারও বিশ্বাস বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। তবে একমাত্র ভালবাসা যা সময়ের সাথে সাথে এবং মৃত্যুর সাথে শক্তিশালী হয় তা হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা। এই ভালবাসার অধিকারী তার জন্য কোন বিদায় নেই শুধুমাত্র নির্ধারিত সাক্ষাতের প্রত্যাশা যা বর্ণনা করার শব্দের বাইরে। এই ভালবাসা কেবল সময়ের সাথে সাথে শক্তিশালী হয় যখন অন্যান্য সমস্ত বন্ধন দুর্বল হয়ে যায় এবং অবশেষে ভেঙে যায়। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা, তবে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসা, তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে

ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। যে এটি অর্জন করবে তাকে কখনই বিদায় জানাতে হবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 27-28:

"[ধার্মিকদের বলা হবে], "হে নিশ্চিন্ত আত্মা, তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও, সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট।" "

সামাজিকীকরণ - 104

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই দাবি করে যে তারা তাদের পার্থিব ক্রিয়াকলাপে খুব ব্যস্ত থাকায় তারা স্বেচ্ছামূলক ধার্মিক কাজগুলি করা কঠিন বলে মনে করে, বিশেষ করে মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন কাউকে শারীরিকভাবে সমর্থন করা। যদিও মুসলমানদের যথাসম্ভব স্বেচ্ছামূলক সৎকাজ সম্পাদনের চেষ্টা করা উচিত যাতে উভয় জগতে তাদের উপকার হয়, যদিও তাদের পার্থিব কর্মকাণ্ড কেবল তাদের এই পৃথিবীতেই উপকৃত করবে, কম নয়, এই মুসলমানদের অন্তত একটি নিরপেক্ষ মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত। অন্যদের এর অর্থ হল, একজন মুসলমান যদি অন্যদের সাহায্য করতে না পারে তবে তাদের উচিত তাদের বৈধ ও ভালো কাজে বাধা না দেওয়া। তারা যদি অন্যকে খুশি করতে না পারে তবে তাদের দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। তারা যদি অন্যদের হাসাতে না পারে তবে তাদের কাঁদানো উচিত নয়। এটি অগণিত পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অনেক মুসলমান অন্যদের ভালো করতে পারে, যেমন তাদের মানসিক সমর্থন প্রদান করে, কিন্তু একই সাথে তারা মানুষের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে তাদের ভাল কাজগুলিকে ধ্বংস করে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যদি একজন মুসলমান অন্যদের প্রতি নেতিবাচক আচরণে অতিরিক্ত হয় তবে বিচারের দিন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। নিরপেক্ষ মানসিকতা থাকা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা একটি ভালো কাজ। সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, অন্যদের সাথে ইতিবাচক আচরণ করাই উত্তম যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নং হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ।

নিরপেক্ষ উপায়। যেহেতু অন্যদের সাথে নেতিবাচক আচরণ করা একজনের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

S ঈমান মজবুত করা- ১

জামে আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম তাদের ইসলামকে সুন্দর করে তুলতে পারে না যতক্ষণ না তারা সেসব বিষয় এড়িয়ে চলে যা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই হাদিসটিতে একটি সর্বব্যাপী উপদেশ রয়েছে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। এতে একজন ব্যক্তির বক্তৃতা এবং সেইসাথে তাদের অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর অর্থ হল যে একজন মুসলমান যে তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করতে চায় সেগুলিকে অবশ্যই কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে এড়িয়ে চলতে হবে, যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এবং পরিবর্তে তাদের অবশ্যই সেই জিনিসগুলির সাথে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে যা করে। যে বিষয়গুলো তাদের উদ্বেগজনক তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা উচিত এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সাথে যে দায়িত্বগুলো রয়েছে তা পালন করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে কেউ যদি তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে তবে তারা তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দেয় সে সেসব এড়িয়ে চলে যা ইসলাম পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছে। অর্থ, একজনকে তাদের সকল দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, সমস্ত পাপ এবং ইসলামে অপছন্দনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে এবং এমনকি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকেও বিরত থাকতে হবে। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বৈশিষ্ট্য যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। এটি তখনই যখন কেউ মহান আল্লাহকে পালন করে এবং উপাসনা করে, যেন তারা তাকে পালন করতে পারে বা অন্ততপক্ষে তারা আল্লাহ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়। , মহিমান্বিত, তাদের

প্রতিটি চিন্তা এবং কর্ম পর্যবেক্ষণ. এই ঐশ্বরিক নজরদারি সম্পর্কে সচেতন হওয়া একজন মুসলিমকে সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ কাজের দিকে ত্বরান্বিত করতে উৎসাহিত করবে। যে বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলে না, সে এ শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছাতে পারবে না।

একজন ব্যক্তিকে উদ্বেগজনক নয় এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার একটি প্রধান দিক বক্তৃতার সাথে যুক্ত। অধিকাংশ গুনাহ তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। নিরর্থক কথা বলার সংজ্ঞা হল যখন একজন ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা পাপপূর্ণ নাও হতে পারে কিন্তু অকেজো এবং তাই তাদের উদ্বেগের বিষয় নয়। সহীহ বুখারি, 2408 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, অনর্থক কথাবার্তা মহান আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। অগণিত তর্ক, মারামারি এমনকি শারীরিক ক্ষতি হয়েছে কেবল এই কারণে যে কেউ এমন কিছু কথা বলেছে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। অনেক পরিবার বিভক্ত হয়ে গেছে; অনেক বিয়ে শেষ হয়েছে কারণ কেউ তাদের ব্যবসায় কিছু মনে করেনি। এ কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন ধরনের উপকারী কথাবার্তার পরামর্শ দিয়েছেন যেগুলো নিয়ে মানুষের চিন্তা করা উচিত। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

প্রকৃতপক্ষে, এমন শব্দ উচ্চারণ করা যা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয়, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ হবে। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে

পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, সমস্ত বক্তৃতা গণনা করা হবে। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যদি না এটি ভাল উপদেশ, মন্দ নিষেধ বা মহান আল্লাহর স্মরণের সাথে যুক্ত হয়। এর মানে হল যে অন্য সব ধরনের বক্তৃতা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয় কারণ তারা তাদের উপকার করবে না। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ভালো উপদেশ দেওয়া এমন কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজনের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবনে উপকারী, যেমন তারা পেশা।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যা তাদের জন্য উদ্বেগজনক নয় যাতে তারা তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারে। সহজ করে বললে, যে ব্যক্তি সেসব বিষয়ের জন্য সময় উৎসর্গ করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়, সে তাদের উদ্বেগজনক বিষয়গুলিতে ব্যর্থ হবে। এবং যে ব্যক্তি তাদের উদ্বেগজনক জিনিসগুলির সাথে নিজেকে ব্যস্ত রাখে সে যে বিষয়গুলিকে চিন্তা করে না সেগুলি ব্যয় করার জন্য সময় পাবে না। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর রহমতে উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করবে।

পরিশেষে, যে ব্যক্তি তাদের বিষয়গুলির সাথে নিজেকে আবদ্ধ করে সে সমস্ত দরকারী পার্থিব এবং ধর্মীয় বিষয়গুলি সম্পূর্ণ করবে যার জন্য তারা দায়ী এবং তাই মানসিক শান্তি পাবে। মানসিক চাপের একটি প্রধান উত্স হল যখন একজন ব্যক্তি নিজেকে এমন কিছু নিয়ে আবিষ্ট করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়, কারণ এটি তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়। সঠিক পদ্ধতিতে আচরণ করা একজনকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করার অনুমতি দেবে এবং নিশ্চিত করবে যে তাদের আরাম করার জন্য এবং তারা যে জিনিসগুলি উপভোগ করে তা করার জন্য তাদের প্রচুর অবসর সময় আছে।

ঈমান মজবুত করা- ২

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এই বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

পরিশেষে, এর মধ্যে এই দিকগুলোকে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী পূরণ করা জড়িত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্য কোন ভাল কাজ করে, যেমন প্রদর্শন করা। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা এবং চেরি বাছাই করা থেকে বিরত থাকা কখন এবং কোন ইসলামী শিক্ষা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী অনুসরণ করবে।

অটলতার মধ্যে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা অন্তর্ভুক্ত। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে তাদের জানা উচিত যে তাদের আকাঙ্ক্ষা বা মানুষ কেউই তাদেরকে মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা

করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানে অটল থাকার জন্য যথেষ্ট। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, অবিচল থাকার একটি দিক হল এমন কারো আনুগত্য করা যার হুকুম ও উপদেশ মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আন্তরিক আনুগত্যের মধ্যে নিহিত।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে

তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহর অবিচল আনুগত্যে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, কেউ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়কে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে, মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

ঈমান মজবুত করা- ৩

সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর একটি দীর্ঘ হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব বলতে বোঝায় আল্লাহ, মহান ও সৃষ্টির প্রতি একজনের আচরণ ও আচরণ। পবিত্র কুরআন জুড়ে শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করার কথা বলা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 26:

"যারা উত্তম কাজ করেছে তাদের জন্য সর্বোত্তম [পুরস্কার] - এবং অতিরিক্ত..."

সহীহ মুসলিমের ৪৪৯ ও ৪৫০ নম্বর হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন। এই আয়াতে অতিরিক্ত শব্দটি বোঝায় কখন জান্নাতবাসীরা আল্লাহর ঐশ্বরিক দর্শন লাভ করবে। , মহিমান্বিত। এই পুরষ্কারটি সেই মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত যারা শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করে যেমন শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ হল একজনের জীবন পরিচালনা করা যেন তারা মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য দিতে পারে, সর্বদা তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করে। যে ব্যক্তি একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ তাদের পর্যবেক্ষণ করতে পারে সে কখনই তাদের ভয়ে খারাপ আচরণ করবে না। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একবার কাউকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তারা সর্বদা এমন আচরণ করে যেন তারা প্রতিনিয়ত একজন ধার্মিক ব্যক্তির দ্বারা পরিলক্ষিত হয় যা তারা সম্মান করে। ইমাম তাবারানির আল মুজাম আল কাবীর, 5539 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে কাজ করবে সে খুব কমই পাপ করবে এবং সর্বদা ভাল কাজের দিকে ত্বরান্বিত হবে। এই মনোভাব মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে এবং দুনিয়াতে পরীক্ষার আগুন এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন

থেকে ঢাল হিসেবে কাজ করে। এই সতর্কতা নিশ্চিত করবে যে কেউ কেবল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে না, বরং এটি তাদের সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে উত্সাহিত করবে। যার শিখর হল আন্তরিকভাবে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এই ব্যক্তি জামি আত তিরমিযী, 251 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি পূরণ করবে, যা উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে।

শ্রেষ্ঠত্বের এই স্তরটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি সঠিক নিয়তে কাজ করে, যা ঈমানের ভিত্তি, সহীহ বুখারিতে পাওয়া হাদিস অনুসারে, 1 নম্বর। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে এবং সঠিক নিয়তে ভাল আচরণ প্রদর্শন করে তার জন্য সাফল্য নিশ্চিত করা হয়। মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য। একজন ব্যক্তি যত বেশি ভালো কাজ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঈমান ততই মজবুত হয় যতক্ষণ না তারা এমন একজন মুসলিম হয়ে ওঠে যারা গাফিলতি থেকে দূরে থাকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের পরকাল ও পার্থিব জীবনকে সুন্দর করার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করে থাকে।

আশংকা করা হয় যে, যারা মহান আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদেরকে এই পুরস্কারের বিপরীতে দেওয়া হবে। যেহেতু তারা মহান আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপী দৃষ্টিকে ভয় না করে জীবনযাপন করেছে, তারা আখেরাতে তাকে দেখতে পাবে না। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 15:

"না! নিশ্চয়ই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সেদিন তারা বিভক্ত হবে।"

যারা মহান আল্লাহকে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো আচরণের পর্যায়ে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, তাদের অবশ্যই আলোচনার মূল হাদীসে প্রদত্ত উপদেশের দ্বিতীয় অংশের উপর আমল করতে হবে, অর্থাৎ, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা যে মহান আল্লাহ তাদের প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করছেন। . যদিও এই অবস্থা তার চেয়ে নিম্ন স্তরের, যে ব্যক্তি এমনভাবে কাজ করে যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে, কোন অংশে কম নয়, এটি মহান আল্লাহকে সত্যিকারের ভয়কে অবলম্বন করার একটি দুর্দান্ত উপায়। আগেই বলা হয়েছে, এই মনোভাব একজনকে গুনাহ থেকে বিরত রাখবে এবং ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে। ইমাম তাবারানীর আল মুজাম আল কাবীর, ৭৯৩৫ নং নং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ অনুযায়ী, যে ব্যক্তি এই মানসিকতা অবলম্বন করার চেষ্টা করবে, বিচারের দিন আল্লাহ তাকে ছায়া দান করবেন। উচ্চাভিলাষী।

মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক উপস্থিতি পবিত্র কুরআন জুড়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 4:

আপনি যেখানেই থাকুন না কেন তিনি আপনার সাথে আছেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে মহান আল্লাহর ঐশী উপস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহান

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার সাথে আছেন যে তাকে স্মরণ করে। এই কারণেই হিলিয়াত আল আউলিয়া, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 84 এবং 85-এ বিশ্বস্ত সেনাপতি আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি চাকচিক্য ও আড়ম্বর থেকে দূরে ছিলেন। জড় জগতের এবং নিঃসঙ্গ রাতে সান্ত্বনা পাওয়া. অর্থ, তিনি মানুষের সাহচর্যের চেয়ে মহান আল্লাহর সাহচর্য চেয়েছিলেন।

মহান আল্লাহর স্বর্গীয় উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা অবলম্বন করা শুধুমাত্র পাপ প্রতিরোধ করে না এবং ভাল কাজের উত্সাহ দেয় তবে এটি একাকীত্ব এবং হতাশাকেও প্রতিরোধ করে। একজন ব্যক্তি খুব কমই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হয় যখন তারা ক্রমাগত এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে যে তাকে ভালবাসে এবং তাদের সাহায্য করে। মহান আল্লাহর চেয়ে সৃষ্টিকে কেউ বেশি ভালোবাসে না এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনিই সকল সাহায্যের উৎস। অতএব, শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাজ করা একজনের বিশ্বাস, কর্ম, মানসিক অবস্থা এবং বৃহত্তর সমাজকে উপকৃত করে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের মত হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে যারা মহান আল্লাহকে তাদের পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে তুচ্ছ মনে করে। এটি একটি গুরুতর আধ্যাত্মিক ব্যাধি যা আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি সকল প্রকার পাপ এবং খারাপ আচরণের দিকে নিয়ে যায়।

যে ব্যক্তি ক্রমাগত ঐশ্বরিক দৃষ্টিকে স্মরণ করে নিম্ন স্তরে কাজ করে তারা শেষ পর্যন্ত উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায় এবং এমনভাবে জীবনযাপন করে যেন তারা মহান আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে, ক্রমাগত তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ

করছে। এই পদ্ধতিতে জীবনযাপন সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর অবিচল আনুগত্য নিশ্চিত করে।

ঈমানের উৎকর্ষের উভয় স্তরই পাওয়া যায় যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং তার উপর আমল করে। তারা যত বেশি এটি করবে, তত বেশি তারা ঐশ্বরিক উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হবে। এই আচরণের উপর অবিচল থাকা তাহলে ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যাবে।

ঈমান মজবুত করা - 4

সহীহ বুখারির ৬৪০৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে করে না তার মধ্যে পার্থক্য জীবিত ব্যক্তির মতো। একজন মৃত ব্যক্তির কাছে।

মুসলমানদের জন্য যারা মহান আল্লাহর সাথে একটি দৃঢ় সংযোগ তৈরি করতে চায়, যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলভাবে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারে, যতটা সম্ভব মহান আল্লাহকে স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সহজ কথায়, তারা যত বেশি তাকে স্মরণ করবে ততই তারা এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করবে।

মহান আল্লাহর স্মরণের তিনটি স্তরে কার্যত আমল করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। প্রথম স্তর হল মহান আল্লাহকে অন্তরে ও নীরবে স্মরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। দ্বিতীয়টি হল জিহ্বা দ্বারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে কথা বলা বা চুপ থাকা জড়িত। সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে এটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যখন কারো বলার মতো ভালো কিছু নেই, এমন পরিস্থিতিতে চুপ থাকা একটি ভাল কাজ এবং তাই মহান আল্লাহকে স্মরণ করার অংশ।

মহান আল্লাহর সাথে নিজের বন্ধন দৃঢ় করার সর্বোচ্চ এবং কার্যকর উপায় হল কার্যতঃ তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা স্মরণ করা। তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। যে ব্যক্তি এটি করে সে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করবে। কিন্তু এর জন্য একজনকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে হবে, যা উভয় জগতের সকল কল্যাণ ও সাফল্যের মূল।

যারা প্রথম দুই স্তরে থাকবে তারা তাদের নিয়তের উপর নির্ভর করে পুরষ্কার পাবে কিন্তু তারা আল্লাহর স্মরণের তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই।

যে তিনটি স্তর পূরণ করে তাকে উভয় জগতেই মন ও দেহের শান্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান যারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং স্বেচ্ছায় ইবাদত করে তারা উপেক্ষা করে এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করার এই স্তরগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের ইবাদত এবং ভাল কাজ করা সত্ত্বেও এই পৃথিবীতে শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়।

ঈমান মজবুত করা - 5

সহীহ বুখারী, 574 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি দুটি শীতল ফরজ নামাজ কায়েম করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দুটি শীতল ফরজ নামাজ ভোর ও শেষ বিকেলের ফরজ নামাজকে (ফজর এবং আছর) বোঝায়, কারণ এই দুটি সময়ে আবহাওয়া অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতল থাকে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে।

ফরয নামায কায়েম করার মধ্যে রয়েছে তাদের সকল শর্ত ও শিষ্টাচার সঠিকভাবে পালন করা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যথাসময়ে আদায় করা। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে অর্পণ করা মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলির একটি। এটি সহীহ মুসলিমের 252 নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

যদিও, পাঁচটি ফরজ নামায রয়েছে যা এখনও কায়েম করতে হবে, আলোচনায় মূল হাদীসে মাত্র দুটির কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হল এই দুটি নামাজ তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সবচেয়ে কঠিন। ফরজ ফজরের নামায এমন সময়ে হয় যখন অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। অতএব, সঠিকভাবে অফার করার জন্য একজনের আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে যাওয়ার জন্য অনেক শক্তি এবং প্রেরণা

প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক দেরী বিকালের প্রার্থনা বেশিরভাগই এমন সময়ে ঘটে যেখানে বেশিরভাগ লোকেরা তাদের কর্মদিবস শেষ করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছে। তাই তাদের ফরজ নামাজ সঠিকভাবে আদায় করার জন্য ক্লান্তিকর এবং এমনকি চাপযুক্ত দিনের পর অবসর ত্যাগ করা কঠিন। অতএব, কেউ যদি এই দুটি নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করে তবে তারা মহান আল্লাহর রহমতে অন্যান্য ফরয নামাজগুলোকে সহজতর করে তুলবে, যা সাধারণত বেশি সুবিধাজনক সময়ে হয়।

তাই মুসলমানদের উচিত তাদের সকল ফরয নামায কায়েম করার জন্য সচেষ্ট হওয়া কারণ এটিই ইসলামের সারমর্ম এবং এটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসকে কুফর থেকে পৃথক করে। জামি আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আলোচ্য প্রধান হাদীসটির অর্থ এই নয় যে কেউ কেবলমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেই সফলতা অর্জন করতে পারে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের অন্যান্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ও দায়িত্বকে অবহেলা করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি তাদের ফরয নামায কায়েম করবে সে তার অন্যান্য সকল ফরয কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে, কারণ এটি ফরয নামায কায়েম করার অন্যতম ফলাফল। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

উপরন্তু, হাদিস তাদের জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি দেয় যে তাদের ফরজ নামাজ কায়েম করে কিন্তু তাদের পাপের ফলস্বরূপ তারা প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এমন গ্যারান্টি দেয় না। তাই বরাবরের মতো পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদিসকে সঠিক প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে।

ঈমান মজবুত করা - 6

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4168 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, দুর্বল বিশ্বাসীর চেয়ে শক্তিশালী বিশ্বাসী মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।

এটি অগত্যা শারীরিক শক্তিকে বোঝায় না, যা একজন সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করে। তবে এটি ঈমানের নিশ্চিততা অর্জনের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করাকেও নির্দেশ করে। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে তাদের জ্ঞান অনুযায়ী আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য সঠিকভাবে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে, সহজে এবং অসুবিধার সময় পালন করবে। অথচ, একজন দুর্বল মুমিন সহজে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে কঠিন পরিস্থিতিতে।

উপরন্তু, দুর্বল বিশ্বাসীর বিশ্বাস অন্যের অন্ধ অনুকরণের উপর ভিত্তি করে, ইসলামিক জ্ঞান নয়। অন্ধ অনুকরণ একজনকে নতুন জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তাদের আচরণের উন্নতি করতে বাধা দেয় এবং এটি প্রায়শই বিচ্যুত অভ্যাসের দিকে পরিচালিত করে, বিশেষ করে যখন একজন ব্যক্তি অনুকরণ করে সে নিজেই অজ্ঞ। যখন কেউ কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তখন অন্ধ অনুকরণই যথেষ্ট নয়, যার জন্য দৃঢ়তা প্রয়োজন, যার মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করা। যেমন, যে ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী নয় সে সহজেই নিয়তিকে প্রশ্ন করে এবং চ্যালেঞ্জ করে।

আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য যত বেশি শক্তিশালী হবে। এর ফলে উভয় জগতে তাদের সাফল্য বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

ঈমান মজবুত করা - 7

সহীহ বুখারী, ৬৫০২ নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি ঐশী হাদীসে মহান আল্লাহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘোষণা করেছেন। সর্বপ্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন যে তার কোনো সৎ বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে।

এটি ঘটে কারণ যে একজন ব্যক্তির বন্ধুর সাথে শত্রুতা দেখায় সে প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে ব্যক্তির সাথে শত্রুতা দেখাচ্ছে। এটি পরোক্ষভাবে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে যে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার শত্রুতা বা অপছন্দ দেখাবে না, কারণ এটি শয়তানের মতো মহান আল্লাহর শত্রুদের মনোভাব। অধ্যায় 60 আল মুমতাহানাহ, আয়াত 1:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না..."

এটা লক্ষ করা জরুরী যে, যে কোন প্রকারের অবাধ্যতা মহান আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল প্রকার অবাধ্যতা পরিহার করা, যার মধ্যে যারা তাঁর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তাদের অপছন্দ করা, কারণ এটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানায়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, 3862 নম্বরে

পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তি কখনই তার সাহাবীদেরকে অপমান করবেন না, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের অপমান করা অপমানের সমান। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যে কেউ তাকে ক্ষতি করে সে মহান আল্লাহকে অপমান করেছে। এবং এই পাপী ব্যক্তি শীঘ্রই শাস্তি পাবে, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

উপরন্তু, ধার্মিকতা, যা একজনের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে, মানুষের কাছ থেকে লুকানো হয়, মুসলমানদের অবশ্যই অন্য মুসলমানদের অপছন্দ করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ তারা জানে না কে মহান আল্লাহর একজন ধার্মিক বন্ধু। তাই মূল হাদিসের এই অংশটি সকল মুসলমানদের সাথে এমন আচরণ করার মাধ্যমে যেভাবে মানুষ ব্যবহার করতে চায় তাদের সাথে ভালো আচরণ করতে উৎসাহিত করে।

আলোচ্য প্রধান আসমানি হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল যে, একজন মুসলিম শুধুমাত্র তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। এবং তারা স্বেচ্ছায় সৎ কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারে।

এই বর্ণনা মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রথম দলটি আল্লাহর নিকট তাদের ফরয দায়িত্ব পালন করে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হয়, যেমন ফরয নামায, এবং মানুষের প্রতি সম্মান, যেমন ফরয সদকা ইত্যাদি। মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে এর সারমর্ম করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেনীর যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তারা প্রথম দল থেকে শ্রেষ্ঠ কারণ তারা শুধুমাত্র তাদের বাধ্যবাধকতাই পালন করে না বরং স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজে প্রচেষ্টা চালায়। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এটাই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ। যে ব্যক্তি এটি ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করবে সে এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেষ্টা না করে সাধুত্ব লাভের ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি এই দাবি করে সে কেবল মিথ্যাবাদী। সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চিত করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর যখন পবিত্র হয় তখন দেহের বাকি অংশও পবিত্র হয়। এটি সৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং একজন ব্যক্তি যদি সৎ কাজ যেমন তার ফরয কর্তব্য পালন না করে, তাহলে তার শরীর অপবিত্র যার অর্থ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ও অপবিত্র। এই ব্যক্তি কখনই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছামূলক সৎ কাজ করা যায়। যে কেউ তার ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে স্বেচ্ছামূলক সৎকাজ সম্পাদন করতে বেছে নেয়, তাকে শয়তান বোকা বানিয়েছে, কারণ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ ও কর্ম ব্যতীত কোন পথই কাউকে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী করতে পারবে না। . অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

ধার্মিক মুসলমান যারা দ্বিতীয় উচ্চ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তারাও যারা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে। এই মনোভাব তাদের স্বেচ্ছাসেবী ধার্মিক কাজ সম্পাদনের উপর তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে। এই দলটিই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা, ঘৃণা, দান এবং বন্ধ করে তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু, এই উচ্চ গোষ্ঠীর মুসলমানরা তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ যেমন তাদের শক্তি এবং সময়, মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। তারা এগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে না এবং পরকালে তাদের উপকারও করবে না, যদিও এই উপায়গুলি অনুমোদিত হয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল যে, যখন কেউ বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে এবং স্বেচ্ছায় সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তখন মহান আল্লাহ তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে বরকত দান করেন যাতে তারা তাদের আনুগত্যের জন্য ব্যবহার করে। এই নেক বান্দা খুব কমই পাপ করবে। দিকনির্দেশনার এই বৃদ্ধি 29 অধ্যায় আল আনকাবুত, 69 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

এই মুসলিম শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তখন হয় যখন একজন মুসলিম কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে। যারা এই স্তরে পৌঁছেছে সে তাদের মন ও শরীরকে পাপ থেকে রক্ষা করবে। এই সেই ব্যক্তি যে, যখন তারা কথা বলে, তখন মহান আল্লাহর জন্য কথা বলে, যখন তারা চুপ থাকে, তখন তারা মহান আল্লাহর জন্য নীরব থাকে। যখন তারা কাজ করে, তখন তারা তার জন্য কাজ করে এবং যখন তারা স্থির থাকে, তখন তারা তার জন্য। এটি একেশ্বরবাদের একটি দিক এবং মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝা।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই ক্ষমতায়নের মধ্যে ধৈর্যের সাথে অসুবিধার সাথে মোকাবিলা করা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষমতায়নের মধ্যে মানসিক শান্তি লাভ করাও অন্তর্ভুক্ত, কারণ যিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তার মানসিক অবস্থা সহজে নড়বড়ে হবে না বা এই বিশ্বের বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা ভেঙে পড়বে না।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, এই মুসলিমের দোয়া পূর্ণ হবে এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যারা হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করে তাদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট শিক্ষা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাদের প্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিত নয়। কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষক বা অন্য

কেউ একজন ব্যক্তিকে জিনিস প্রদান করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে এবং সেগুলি অর্জন করার জন্য তাদের ভাগ্য থাকে। উপরন্তু, কোন ব্যক্তি উভয় জগতে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে আরেকটি আশ্রয় ও সুরক্ষা দিতে পারে না এবং দেবে না। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই এই সুরক্ষা পাওয়া যায়। এটি এমন কিছু লোকের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে দূর করে যারা বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকতে পারে এবং এখনও তার শাস্তি থেকে সুরক্ষা পেতে পারে, বিশেষ করে পরকালে, অন্য কারো মধ্যস্থতার মাধ্যমে। হাশরের দিনে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যস্থতা একটি সত্য হলেও, এই ঠাট্টা-বিদ্রূপের আচরণের কারণে কেউ এটি হারাতে পারে না।

এই হাদিসটি উপসংহারে বলতে গেলে স্পষ্ট হয় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য কেবলমাত্র তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাঁর আদেশ পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়তের প্রতি ধৈর্য ধারণ করা। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অন্য সব নির্ধারিত পদ্ধতি মিথ্যা এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়, যার ইসলামে কোনো মূল্য বা ওজন নেই।

ঈমান মজবুত করা - 8

সহীহ বুখারী, 6806 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাতটি লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালার ছায়া দান করবেন।

এই ছায়া তাদের কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবে যার মধ্যে রয়েছে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনার কারণে সৃষ্ট অসহনীয় তাপ। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এই দলগুলির মধ্যে একটি হল একজন যুবক যিনি মহান আল্লাহর ইবাদতে বেড়ে উঠেছেন। যৌবনকালে পার্থিব জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং সেগুলি পাওয়ার জন্য মানসিক ও শারীরিক শক্তির অধিকারী হওয়াই এটি একটি মহান কাজ। উদাহরণস্বরূপ, বয়স্কদের নিয়মিত মসজিদে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করা সাধারণ কিন্তু একজন যুবককে পর্যবেক্ষণ করা বিরল। তাই তারা যদি তাদের কামনা-বাসনাকে একপাশে রেখে মহান আল্লাহর হুকুম পালনে সর্বাগ্রে চেষ্টা করে, তাহলে তাদের প্রতিদান হবে মহান।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এই হাদিসটি এমন একজন যুবককে নির্দেশ করে না যে সর্বদা মহান আল্লাহর ইবাদত করে। এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, যেমন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ফরজ নামাজ এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে অন্যান্য হালাল কাজ করার জন্য প্রচুর সময় পাবে। কিন্তু এই মনোভাব খুব কমই একজন অল্পবয়সী ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় কারণ বেশিরভাগ মুসলিমরা বয়স্ক হলেই তাদের দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এই কারণে পিতামাতা এবং প্রবীণদের জন্য তাদের সন্তানদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনে উত্সাহিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমনকি সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পিতামাতাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তাদের সন্তানদের ফরজ নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করার জন্য তারা তাদের বয়সে পৌঁছানোর আগে যখন তারা তাদের উপর ফরজ হয়। . এই প্রস্তুতি নিশ্চিত করে যে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবে যখন তারা তাদের উপর বাধ্য হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি শিশুদের লালন-পালনের একটি দিক যা মুসলিমরা প্রায়শই উপেক্ষা করে কারণ তারা তাদের সন্তানদের জাগতিক বিষয়ে সফল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষা বিলম্বিত করে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তারা মহান আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য তাদের পথ স্থির করে।

কিয়ামতের দিন পরবর্তী ব্যক্তিকে ছায়া দেওয়া হবে সেই মুসলমান যার হৃদয় মসজিদের সাথে সংযুক্ত। এর মধ্যে সেই মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত যারা মসজিদে তাদের ফরয নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার চেষ্টা করে। সহীহ মুসলিম, 1481 নম্বর হাদিসটি বোঝার মাধ্যমে যে কেউ এই কাজটি না করার গুরুতরতা বুঝতে পারে। এতে সতর্ক করা হয়েছে যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের গৃহে আদেশ দিতে চেয়েছিলেন যারা তাদের প্রস্তাব দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। একটি বৈধ অজুহাত ছাড়া মসজিদে জামাতে নামাজ পুড়িয়ে ফেলা হবে.

এই দিন এবং যুগে একজন শ্রমজীবী মুসলমানের জন্য মসজিদে জামাতের সাথে তাদের সমস্ত ফরজ নামাজ আদায় করা কঠিন। কিন্তু তারপরও কিছু বাদে প্রত্যেক

মুসলমান প্রতিদিন মসজিদে জামাতে অন্তত কয়েকটি ফরজ নামাজ আদায় করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যারা রাতের শিফটে কাজ করেন তারা দিনের বেলায় হওয়া ফরজ নামাজ পড়তে পারেন। এবং যারা দিনের শিফটে কাজ করেন তারা মসজিদে জামাতের সাথে রাতে পড়া ফরজ নামাজ পড়তে পারেন।

এই হাদিসটি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করে যারা নিয়মিতভাবে ইসলামিক জ্ঞান শেখানোর বা শেখার জন্য মসজিদে যায় কারণ এই কাজটি তাদের হৃদয়কে মসজিদে ফিরে যেতে বাধ্য করে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত ব্যক্তি যিনি বিচার দিবসে ছায়া লাভ করবেন তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহকে স্মরণ করেন, নির্জনে এবং কাঁদেন। প্রথমত, এই প্রতিক্রিয়া যে নির্জনতার মধ্যে ঘটে তা মুসলমানদের আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়, তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এই প্রতিক্রিয়াটি বেশ কয়েকটি কারণের কারণে হতে পারে যার মধ্যে একজনের অগণিত আশীর্বাদের উপলব্ধি অন্তর্ভুক্ত যা তারা মঞ্জুর করা হয়েছে যদিও তারা তাদের ভুলভাবে ব্যবহার করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অভাব দেখায়। মহান আল্লাহর রহমত সম্পর্কে একজনের উপলব্ধি, যখন তিনি সৃষ্টির কাছ থেকে তাদের পাপ গোপন করেন। একজন মুসলিম ক্রমাগত আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে, এমনকি যখন তারা পাপ করে। একজন মুসলমানের প্রতিফলন এবং তাদের নিজস্ব কাজের মূল্যায়ন যা তাদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করে। একজনের উপলব্ধি যে তারা কেবল মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে ক্ষমা এবং জান্নাত লাভ করবে, তাদের সৎ কাজের কারণে নয়, যা সহীহ বুখারি, 6467 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। প্রতিক্রিয়া তখনই ঘটে যখন কেউ সত্যিকারের এই জড় জগত, পরকাল, মৃত্যু, বিচার দিবস এবং তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে চিন্তা করে। যে এ বিষয়ে গাফিলতি করবে সে কখনোই এ পরিণতি অর্জন করতে পারবে না।

ঈমান মজবুত করা - 9

জামে আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। প্রথমটি হল তাকওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে ভয় করা।

এটা অর্জিত হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। এটি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এই উপদেশ ইসলামের সকল শিক্ষা ও কর্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। যখন কেউ এই পদ্ধতিতে চেষ্টা করে তারা অবশেষে শ্রেষ্ঠত্ব নামক বিশ্বাসের উচ্চ স্তরে পৌঁছাবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ কাজ করে, যেমন সালাত আদায় করা, যেন তারা আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করছে, তাদের পর্যবেক্ষণ করছে। সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টি উভয়ের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে। শেষেরটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মানুষের অধিকার পূরণের সাথে জড়িত। এটি অন্যদের সাথে আচরণ করার মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে পরিপূর্ণ হয় যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চান।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে প্রদত্ত দ্বিতীয় উপদেশটি হল যে, একজন মুসলমানের উচিত একটি নেক আমলের সাথে একটি পাপ অনুসরণ করা যাতে তা গুনাহকে মুছে ফেলে। এটি ছোট পাপকে বোঝায় কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। যদি কেউ তাদের সৎ কাজের সাথে আন্তরিক অনুতাপ যোগ করে তবে এটি ছোট বা বড় যে কোনও পাপ মুছে ফেলবে। কিন্তু

সঠিকভাবে কাজ করার একটি অংশ হল পাপের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সচেষ্ট হওয়া, কারণ একটি সৎ কাজের সাথে তা অনুসরণ করার অভিপ্রায়ে পাপ করা একটি বিপজ্জনক বিপথগামী মানসিকতা। একজনকে পাপ না করার চেষ্টা করা উচিত এবং যখন সেগুলি ঘটে, তখন তাকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং যে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যে অধিকারগুলো আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

ঈমান মজবুত করা - 10

সুনানে ইবনে মাজা 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে একজন মুসলিমকে কখনই মদ সেবন করা উচিত নয়, কারণ এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি।

দুর্ভাগ্যবশত, সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে এই মহাপাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়। এটি বেশ সুস্পষ্ট কারণ একজন মাতাল তাদের জিহ্বা এবং শারীরিক কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মদ্যপানের কারণে কতটা অপরাধ সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য একজনকে কেবল খবরটি দেখতে হবে। এমনকি যারা পরিমিত মদ্যপান করে তাদের শরীরের ক্ষতি হয়, যা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। অ্যালকোহলের সাথে জড়িত শারীরিক এবং মানসিক রোগগুলি অসংখ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং করদাতাদের উপর একটি ভারী বোঝা সৃষ্টি করে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি একজন ব্যক্তির তিনটি দিককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে: তাদের শরীর, মন এবং আত্মা। এটি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে, কারণ অ্যালকোহল একজনের আচরণকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যালকোহল সেবন এবং গার্হস্থ্য সহিংসতার মধ্যে একটি স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

এই আয়াতে শিরকবাদের সাথে যুক্ত জিনিসগুলির পাশে মদ পান করাকে যে স্থান দেওয়া হয়েছে, তা এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে।

এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যে, সুনানে ইবনে মাজা, 3376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত মদ পান করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সুনানে ইবনে মাজা, 68 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া জান্নাত লাভের একটি চাবিকাঠি। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 1017 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস, মুসলিমদের এমন কাউকে অভিবাদন না করার পরামর্শ দেয়। নিয়মিত অ্যালকোহল পান করে।

অ্যালকোহল একটি অনন্য বড় পাপ কারণ সুনানে ইবনে মাজা, 3380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটিকে দশটি ভিন্ন উপায়ে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যালকোহল নিজেই, যে এটি উত্পাদন করে, যার জন্য এটি তৈরি করা হয়, যার জন্য যে এটি বিক্রি করে, যে এটি কেনে, যে এটি বহন করে, যার কাছে এটি বহন করা হয়, যে এটি বিক্রি করে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে, যে এটি পান করে এবং যে এটা ঢালা. যে ব্যক্তি এইভাবে অভিশপ্ত কিছু নিয়ে কাজ করে সে প্রকৃত সফলতা পাবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

যদিও, অ্যালকোহল আসক্তি ভাঙা কঠিন, তবুও কম নয়, একজনকে অবশ্যই এমন সমস্ত জিনিস এড়াতে কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে যা তাকে এর দিকে প্রলুব্ধ করবে, যেমন খারাপ বন্ধু। তাদের অবশ্যই কাউন্সেলিং সেশনের মতো তাদের কাছে উপলব্ধ সমস্ত সহায়তা ব্যবহার করতে হবে। তাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির উপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তারা পূরণ করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

এই বিষয়গুলো তাদের এই বড় পাপ থেকে ভালোর জন্য দূরে সরে যেতে সাহায্য করবে।

ঈমান মজবুত করা - 11

সহীহ বুখারী, 6464 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে কাজগুলি সঠিকভাবে, আন্তরিকভাবে এবং পরিমিতভাবে করা উচিত। তিনি আরও বলেছেন যে একজন ব্যক্তির আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না এবং উপসংহারে পৌঁছেছেন যে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলি হল সেগুলি যা নিয়মিত হয় যদিও তা কম হয়।

মুসলমানদের নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিক অর্থে কাজগুলো করছে, কারণ এই নির্দেশনা ব্যতীত কোনো কাজ করা একজনকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে দূরে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

পরবর্তীতে, তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এগুলি সম্পাদন করবে, প্রদর্শনের মতো অন্য কোনও কারণে নয়। এই লোকদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত নিজেদেরকে অতিরিক্ত বোঝা না দিয়ে পরিমিতভাবে স্বেচ্ছামূলক ধার্মিক কাজ করা কারণ এটি প্রায়শই একজনকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়। পরিবর্তে, তাদের তাদের সামর্থ্য এবং উপায় অনুসারে নিয়মিত কাজ করা উচিত যদিও এই ক্রিয়াগুলি আকার এবং সংখ্যায় সামান্যই হয়, কারণ এটি একটি সময়ে একবার সম্পাদিত বড় ক্রিয়াগুলির থেকে অনেক উচ্চতর। মধ্যপন্থা একজনকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কোনো অবহেলা থেকে বিরত রাখে, তা সে আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতিই হোক না কেন। সংযম একজনকে তাদের সমস্ত দায়িত্ব পালন করার অনুমতি দেয় এবং নিশ্চিত করে যে তারা অতিরিক্ত, বাড়াবাড়ি বা অপচয় ছাড়াই বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় আছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের সৎ কাজগুলি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আশীর্বাদ, কারণ সেগুলি সম্পাদন করার অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, শক্তি এবং সুযোগ মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। অতএব, মুসলিমরা কেবল মহান আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উপরন্তু, কেউ যত ভালো কাজই করুক না কেন, মহান আল্লাহ তায়ালা যে অগণিত নেয়ামত দান করেছেন তার জন্য তারা কখনই পর্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবে না। এই তথ্যগুলি বোঝা একজনকে অহংকারের মারাত্মক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৬ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

ঈমান মজবুত করা - 12

জামে আত তিরমিযী, 2389 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, ধার্মিকতা হল উত্তম চরিত্র এবং একটি পাপ একটি নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং এর কাজকারী অন্যরা এটি সম্পর্কে জানতে অপছন্দ করবে।

এই হাদিসটি নির্দেশ করে যে, সকল কল্যাণ ও ন্যায়পরায়ণতার মূল হচ্ছে উত্তম চরিত্র। এটি তখনই হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়ে। আর এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের অধিকার পূরণ করা অন্তর্ভুক্ত। এটি পূর্ণ হতে পারে যখন একজন মানুষের সাথে একইভাবে আচরণ করে যেভাবে তারা অন্যদের সাথে আচরণ করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা জরুরী কারণ বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় এটিই হবে সবচেয়ে ভারী জিনিস এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যে নামায ও রোযা রাখে তার সমতুল্য সওয়াব লাভ করবে। জামি আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদিসটিও নির্দেশ করে কিভাবে একজনের কর্মের বিচার করতে হয়। একটি পাপ এমন কিছু যা একটি নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ অনুভূতি তৈরি

করে এবং পাপী অন্যদের তাদের কর্ম সম্পর্কে খুঁজে পাওয়া অপছন্দ করে। যদি একজন মুসলিম এই উপদেশ মেনে চলে তবে তারা বেশিরভাগ পাপ থেকে দূরে থাকবে, কারণ মানুষ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা তাদের অধিকাংশ পাপ করার সময় সতর্ক করে। এই দোষী বিবেক প্রকৃতপক্ষে, একটি প্রমাণ যে একজনের আত্মা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার উপর বিশ্বাস করার জন্য পূর্বাভাসিত হয়েছে, কারণ একজন ব্যক্তি পাপের প্রতি নেতিবাচক বোধ করে, এমনকি যখন তারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে তারা মানুষের দ্বারা তাদের জন্য জবাবদিহি করা হবে না, যেমন পুলিশ হিসাবে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলিমদেরকে এখনও ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ এই অভ্যন্তরীণ সতর্কীকরণ সমস্ত পাপের সাথে ঘটে না এবং তারা যদি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে তবে তারা এই সতর্কীকরণ ব্যবস্থাটি হারাবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4244 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে এটি কম নয়, এটি এখনও পাপ থেকে একটি দুর্দান্ত প্রতিরোধ, যা মুসলমানদের অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে।

ঈমান মজবুত করা - 13

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, ২৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমকে জান্নাতে নিয়ে যায়।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, ২৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিনটি বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমকে জান্নাতে নিয়ে যায়।

প্রথমটি হল হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। এর মধ্যে রয়েছে নিজের জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে সম্পদের মতো অবৈধ জিনিস প্রাপ্ত করা এবং ব্যবহার করা এড়ানো। সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, হারাম রিযিক ব্যবহারকারী মুসলিমের নেক আমল মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। হালাল রিযিক পাওয়া ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর, এটা ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়। যেহেতু নভোমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য হালাল রিযিক বরাদ্দ করা হয়েছিল, সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানকে তাই পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে এটি পাওয়ার জন্য তাদের শক্তি এবং সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। তারা এটা গ্রহণ করবে। এটি তাদের বেআইনী অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা। এর অর্থ কেবল

তাদের শেখা নয় বরং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের উপর অভিনয় করা অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। একজন মুসলিমকে কখনই তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য কোন ঐতিহ্য অনুসরণ করতে হবে বা তাদের ভুল ব্যাখ্যা করতে হবে না। তারা তার ঐতিহ্যের অগ্রাধিকারের ক্রম পুনর্বিন্যাস করা উচিত নয় অর্থ, প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যগুলি প্রথমে অ-প্রতিষ্ঠিত অর্থ, অ-নিয়মিত ঐতিহ্য অনুসরণ করা উচিত। যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের বাস্তব আদর্শ, তাই বাস্তবিকভাবে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ না করে ইহকাল বা পরকাল উভয়েই সফলতা ও শান্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

ঈমান মজবুত করা - 14

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় এটি অনুসরণ করবে বিচারের দিন এটি দ্বারা জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের মাধ্যমে বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পবিত্র কুরআনের উপর সঠিকভাবে কাজ করবে, কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন পবিত্র কুরআনের বাস্তব বাস্তবায়ন। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু প্রধান হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলির উপর কাজ করে। কিন্তু যারা এটিকে উপলব্ধি ও আমল করা এড়িয়ে যায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা করে এবং পরিবর্তে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে তারা বিচারের দিন এই সঠিক দিকনির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানের শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবলমাত্র তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি তেলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত, যা একটি অসুবিধার সময় সরানো হয় এবং তারপর সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল দুনিয়ার কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর জন্য পথ প্রদর্শন করা। পবিত্র কুরআন না বুঝে ও আমল করা ছাড়া এ উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। অন্ধ আবৃত্তি কেবল যথেষ্ট নয়। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং এটিকে শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কেনেন তবুও এটি চালানো যায় না, যা একটি গাড়ির মূল উদ্দেশ্য। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

ঈমান মজবুত করা - 15

সহীহ মুসলিম, 1528 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ব্যতীত অন্য স্থানে যেতে নিষেধ করে না এবং সর্বদা মসজিদে বসবাস করার নির্দেশ দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাজার এবং অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের চেয়ে জামাতের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন শপিং সেন্টারের মতো অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলমানের উচিত অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের কাছে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়া, কারণ তারা এমন জায়গা যেখানে পাপ বেশি হয়। যখনই তারা অন্য জায়গায় যায় তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এড়াবে, যার মধ্যে অন্যদের উপর অন্যায় করা অন্তর্ভুক্ত। তাদের অতি সামাজিকতা এড়ানো উচিত, কারণ এটিই সমাজে সংঘটিত বেশিরভাগ পাপের কারণ।

মসজিদগুলিকে বোঝানো হয়েছে পাপ থেকে আশ্রয়স্থল এবং মহান আল্লাহকে আনুগত্য করার জন্য একটি আরামদায়ক স্থান। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র

ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। নবী মুহাম্মদ সা. একটি লাইব্রেরি থেকে একজন ছাত্র যেমন উপকৃত হয়, যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য তৈরি একটি পরিবেশ, একইভাবে, মুসলমানরা মসজিদগুলি থেকে উপকৃত হতে পারে, কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের দরকারী জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার জন্য উত্সাহিত করা যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। , সঠিকভাবে।

মসজিদগুলি তাদের উদ্দেশ্যগুলির একটিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যও একটি চমৎকার জায়গা, যা হল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা, তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে। মসজিদগুলি একজনকে তাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে সঠিক উপায়ে অগ্রাধিকার দিতে উত্সাহিত করে, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করতে পারে, পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারে এবং পরিমিতভাবে বৈধ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। যে ব্যক্তি মসজিদ পরিহার করে, সে প্রায়শই অনর্থক ও অর্থহীন কাজে তাদের সময় ও সম্পদ নষ্ট করে এবং তাই উভয় জগতের কল্যাণ লাভে তারা হারায়।

একজন মুসলমানের শুধু মসজিদকে অন্য জায়গার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের উচিত অন্যদের, যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়ানোর জন্য একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে কষ্ট এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

ঈমান মজবুত করা - 16

সুনানে ইবনে মাজাহ, 1081 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে তাদের বিধান, খোদায়ী সমর্থন এবং তাদের অবস্থা ও অবস্থার উন্নতিতে কীভাবে আশীর্বাদ লাভ করতে হবে তার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম কাজটি হল, মৃত্যুর আগে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করা। যেহেতু মৃত্যুর সময় অজানা, এই হাদিসটি আসলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেয় যখনই কেউ পাপ করে, অর্থাৎ বিলম্ব না করে অনুতপ্ত হয়। এর মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং অন্য যে কারো সাথে অন্যায় করা হয়েছে, আবার একই বা অনুরূপ পাপ না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সম্ভব হলে, লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। মহান আল্লাহ, এবং মানুষের সম্মানে।

প্রধান হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী বিষয় হল যে একজন মুসলিমকে দায়িত্ব, অসুস্থতা বা অসুবিধায় ব্যস্ত হওয়ার আগে তাদের সময়কে কাজে লাগাতে হবে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের সম্পদ, যেমন তাদের সময়, এমন জিনিসগুলিতে ব্যবহার করতে হবে যা মহান আল্লাহকে খুশি করে এবং অনর্থক এবং পাপ কাজগুলি এড়িয়ে চলে। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বিচার দিবসে তারা যে মহান অনুশোচনার মুখোমুখি হবেন যখন তারা তাদের দেওয়া পুরষ্কার লক্ষ্য করবে যারা তাদের সম্পদ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করেছে, যদি তারা তা করতে ব্যর্থ হয়। তারা এমন একটি সময় বা দিনে ভালো কাজ স্থগিত করবেন না যেখানে তাদের পৌঁছানোর নিশ্চয়তা নেই এবং এমনকি যদি তারা সেখানে পৌঁছায় তবে তারা ভাল কাজ করার সঠিক অবস্থানে নাও থাকতে পারে। আশা করা যায় যে এই আচরণকারীকে

মহান আল্লাহ তায়ালা সমর্থন করবেন, যখন তারা পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে অতিরিক্ত সৎ কাজ করার মতো অবস্থায় থাকবে না। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানকে প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের সময়কে কম করে এমন জিনিসগুলিতে ব্যবহার করা যা তাদের দুনিয়া বা পরকালের জন্য উপকারী নয়। এর পরে, তাদের উচিত সেই জিনিসগুলি কমিয়ে আনার চেষ্টা করা যা কেবলমাত্র এই দুনিয়ায় তাদের উপকার করে এবং আখিরাতে তাদের উপকারে আসে এমন কাজগুলিতে আরও মনোনিবেশ করা, যা সংজ্ঞা হিসাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই পৃথিবীতেও তাদের উপকার করে। যে ব্যক্তি এতে অটল থাকবে সে তাদের সম্পদ, যেমন তাদের সময়, সঠিক উপায়ে, মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল যে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সাথে তাদের বন্ধন দৃঢ় করতে হবে, তাঁকে অনেক বেশি স্মরণ করে। মহান আল্লাহর প্রকৃত স্মরণ তিনটি স্তরে গঠিত। প্রথমটি হল অভ্যন্তরীণ স্মরণ অর্থ, একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র তাকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এটি প্রমাণিত হয় যখন কেউ মানুষের কাছ থেকে কোন প্রত্যাবর্তন বা কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা আশাও করে না। দ্বিতীয় স্তরটি হল মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, ভাল কথা বলা এবং অনর্থক ও পাপপূর্ণ কথা পরিহার করা। এবং সর্বোচ্চ স্তর হল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, নিজের কর্মের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করে। পবিত্র কুরআনে এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মূল হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বিষয় হল গোপন ও প্রকাশ্য উভয় প্রকার দান করা। এর মধ্যে বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এটা মনে রাখা জরুরী, এর অর্থ হল নিজের সাধ্য অনুযায়ী দান করা, তা বেশি হোক বা কম। মহান আল্লাহ, পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করেন না, তিনি গুণগত অর্থ,

একজনের আন্তরিকতার উপর ভিত্তি করে কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এটি সহীহ বুখারী, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা ছাড়া আর কোন অজুহাত নেই। উপরন্তু, নিয়মিতভাবে একবারের পরিবর্তে নিয়মিত দান করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নিয়মিত কাজগুলি অল্প হলেও মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে বেশি প্রিয়। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে । পরিশেষে, যারা অন্যকে দান করতে উৎসাহিত করতে চান তারা প্রকাশ্যে দিতে পারেন। এটি তাদের অনুপ্রেরণার কারণে দানকারীদের সমান পুরষ্কার অর্জন করতে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের 2351 নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা প্রদর্শনের ভয়ে ভীত, যা তাদের পুরস্কার বাতিল করে, তাদের উচিত গোপনে তা করা। উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভের জন্য ইসলাম মুসলমানদের জন্য অনেক পুরষ্কার লাভের জন্য অনেক বিকল্প এবং সুযোগ প্রদান করেছে। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে দাতব্যের মধ্যে সমস্ত ভাল কাজ অন্তর্ভুক্ত যা অন্যদের সাহায্য করে, কেবল সম্পদ নয়। সুতরাং যার সম্পদ নেই, তার উচিত অন্য উপায়ে দান করা, যেমন অন্যদের সময়, শক্তি এবং মানসিক সমর্থন দেওয়া। অন্তত একটি করতে পারে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখা, এটি নিজেকে দান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ঈমান মজবুত করা - 17

সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে তাকে তাদের একজন হিসাবে গণ্য করা হয়।

সমস্ত মুসলিম তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে গণনা করতে এবং পরবর্তী পৃথিবীতে ধার্মিকদের সাথে শেষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, একজন মুসলমান কেবলমাত্র একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তাদের সাথে শেষ পর্যন্ত হবে যদি তারা ধার্মিকদের অনুকরণ করে। এই অনুকরণ একটি ব্যবহারিক জিনিস শুধু শব্দের মাধ্যমে ঘোষণা নয়। এই অনুকরণটি মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে সঠিকভাবে করা হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 9:

"আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করব।"

কিন্তু যারা মৌখিকভাবে ধার্মিকদের প্রতি তাদের ভালবাসা ঘোষণা করে এবং তাদের অনুকরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে মুনাফিক এবং পাপীদের

মধ্যে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুকরণ করে তাদের একজন হিসাবে বিবেচিত এবং বিচার করা হবে। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের বিশ্বাস হারাবে তবে এর অর্থ তাদের অবাধ্য মুসলমান হিসাবে বিচার করা হবে। কিভাবে একজন অবাধ্য মুসলমানকে একজন আজ্ঞাবহ মুসলমান হিসাবে গণ্য করা যায় এবং ধার্মিকদের সাথে শেষ করা যায়? এটা শুধুমাত্র ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা যার ইসলামে কোন মূল্য নেই। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 58:

"এবং অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান সমান নয় এবং যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে এবং অন্যায়কারী সমান নয়। তোমরা খুব কমই স্মরণ কর।"

পরিশেষে, মূল হাদিসটি ভাল লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজন তাদের সঙ্গীদের দ্বারা নেতিবাচক বা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, কেউ যদি ধার্মিকদের অনুকরণ করতে চায় তবে তাদের দুনিয়াতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। এই সঙ্গ এবং অনুকরণ ধার্মিকদের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করবে। এই প্রকৃত ভালবাসা পরকালে তাদের প্রিয়জনের সাথে এক করে দেয়। সহীহ বুখারী, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ঈমান মজবুত করা - 18

সুনানে আন নাসাই, 2219 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, রোজা ব্যতীত লোকেরা যে সমস্ত সৎ কাজ করে থাকে তা তাদের নিজেদের জন্য, কারণ এটি মহান আল্লাহর জন্য এবং তাঁর জন্য। সরাসরি পুরস্কৃত করা হবে।

এই হাদিসটি রোজার স্বতন্ত্রতা নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করার একটি কারণ হল অন্যান্য সমস্ত সৎ কাজ লোকেদের কাছে দৃশ্যমান, যেমন নামায, বা সেগুলি মানুষের মধ্যে থাকে, যেমন গোপন দান। যদিও, উপবাস একটি অনন্য ধার্মিক কাজ, কারণ অন্যরা জানতে পারে না যে কেউ কেবল তাদের পালন করে উপবাস করছে।

উপরন্তু, রোজা একটি সৎ কাজ যা নিজের প্রতিটি দিকের উপর তালা লাগিয়ে দেয়। অর্থ, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে তাকে মৌখিক ও শারীরিক গুনাহ থেকে বিরত রাখা হবে, যেমন হারাম জিনিস দেখা ও শোনা। এটি প্রার্থনার মাধ্যমেও অর্জন করা হয় তবে প্রার্থনাটি কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য করা হয় এবং অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয় যেখানে, উপবাস সারা দিন ঘটে এবং অন্যদের কাছে অদৃশ্য। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

নিচের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে যে ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত মুমিন হবে না, কারণ দুটি সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যদি কোনো মুসলমান বৈধ কারণ ছাড়া একটি ফরজ রোজা পূর্ণ না করে তবে সে রোজা পূরণ করতে পারবে না। পুরষ্কার এবং আশীর্বাদ হারিয়েছে, এমনকি যদি তারা তাদের সারা জীবন রোজা রাখে।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, সঠিকভাবে রোজা তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। অর্থ, শুধু দিনের বেলায় ক্ষুধার্ত থাকা তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে না বরং গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকাজের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নম্বর হাদিসটিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা ও কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তাহলে রোজা তাৎপর্যপূর্ণ হবে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1690 নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস সতর্ক করে যে কিছু রোজাদারদের ক্ষুধা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। যখন কেউ উপবাসে থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ব্যাপারে আরও সচেতন ও সতর্ক হয়ে ওঠে, তখন এই অভ্যাসটি তাদের প্রভাবিত করে যাতে তারা রোজা না থাকা অবস্থায়ও একই রকম আচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রকৃত তাকওয়া।

পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াতে উল্লিখিত ধার্মিকতা উপবাসের সাথে যুক্ত, কারণ উপবাস একজনের মন্দ ইচ্ছা এবং আবেগকে হ্রাস করে। এটি অহংকার এবং পাপের উৎসাহ রোধ করে। কারণ রোজা পেটের ক্ষুধা ও শারীরিক কামনা-বাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই দুটি জিনিস অনেক গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, এই দুটি জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য হারাম জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। সুতরাং যে ব্যক্তি রোজার মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে সে দুর্বল মন্দ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর করবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, রোযার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। রোযার প্রথম এবং সর্বনিম্ন স্তর হল যখন কেউ এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে যা তার রোজা ভঙ্গ করে, যেমন খাবার। পরবর্তী স্তর হল পাপ থেকে বিরত থাকা যা একজনের রোযার ক্ষতি করে যার ফলে তার রোযার সওয়াব কমে যায়, যেমন মিথ্যা বলা। সুনানে আন নাসায়ী, 2235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জড়িত রোজা পরবর্তী স্তর। এটি হল যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ গুনাহ থেকে রোজা রাখে যেমন, চোখ হারামের দিকে তাকানো থেকে, কান হারামের কথা শোনা থেকে ইত্যাদি। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ রোজা না থাকা অবস্থায়ও এইভাবে আচরণ করে। পরিশেষে, সর্বোচ্চ স্তরের রোজা হল এমন সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত নয়, অর্থাত্, কেউ তাদের দেওয়া আশীর্বাদ যেমন তাদের সময়কে এমনভাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে যা পাপ বা নিরর্থক।

একজন মুসলমানের অভ্যন্তরীণভাবে রোজা রাখা উচিত যেমন তাদের শরীর পাপ বা অসার চিন্তা থেকে বিরত থেকে বাহ্যিকভাবে রোজা রাখে। তাদের ইচ্ছার প্রতি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় অবিচল থেকে রোজা রাখা উচিত এবং

তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা উচিত। উপরন্তু, তারা মহান আল্লাহর আদেশকে অভ্যন্তরীণভাবে চ্যালেঞ্জ করা থেকে রোজা রাখবে এবং এর পরিবর্তে নিয়তি ছাড়া এবং যা কিছু আল্লাহকে চিনতে পারে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম বেছে নেন, এমনকি যদি তারা এই পছন্দগুলির পিছনে প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের রোজা গোপন রেখে সর্বোচ্চ সওয়াবের লক্ষ্য করা এবং তা পরিহারযোগ্য হলে অন্যদের জানানো না, কারণ অন্যদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জানানো সওয়াবের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কারণ এটি প্রদর্শনের একটি দিক।

ঈমান মজবুত করা - 19

সহীহ বুখারি, 1773 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র তীর্থযাত্রার পুরস্কার জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র তীর্থযাত্রার আসল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে তাদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলমান পবিত্র তীর্থযাত্রা করার জন্য তাদের বাড়ি, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা রেখে যায়, এটি তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে, যখন তারা তাদের আখিরাতে শেষ যাত্রা করবে। প্রকৃতপক্ষে, জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ভাল-মন্দ কাজগুলি তাদের কাছে থাকে।

যখন একজন মুসলমান তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় এটি মনে রাখে, তখন তারা এই দায়িত্বের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবে। এই মুসলিম একটি পরিবর্তিত ব্যক্তি হিসাবে ঘরে ফিরে আসবে, কারণ তারা এই জড় জগতের অতিরিক্ত দিকগুলিকে একত্রিত করার চেয়ে পরকালে তাদের শেষ যাত্রার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। তারা মহান আল্লাহর হুকুম পালনে সচেষ্ট থাকবে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের পূর্ণ করার জন্য দুনিয়া থেকে নেয়া। প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন অপচয়, অত্যধিকতা বা বাড়াবাড়ি ছাড়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

মুসলমানদের পবিত্র তীর্থযাত্রাকে ছুটির দিন এবং শপিং ট্রিপ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় কারণ এই মনোভাব এর উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেয়। এটি অবশ্যই মুসলমানদের পরকালে তাদের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে, এমন একটি যাত্রা যার কোনো প্রত্যাবর্তন নেই এবং দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই। শুধুমাত্র এটিই একজনকে পবিত্র তীর্থযাত্রা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রা দ্বারা জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

ঈমান মজবুত করা - 20

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের গ্রহণ করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন।

প্রথমটি হল, সর্বোত্তম ইবাদতকারী সেই যে হারাম কাজ পরিহার করে। এর মধ্যে সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ পরিহার করা অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পূর্ণ করা, কারণ সেগুলো পরিত্যাগ করা বেআইনি। এর মধ্যে রয়েছে পাপপূর্ণ উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এড়ানো। উপরন্তু, একজন মুসলমানকে কখনই সম্পদের মতো অবৈধ বিধান প্রাপ্ত করা এবং ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এর ফলে তাদের সমস্ত সৎ কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে, কারণ ভাল কাজের ভিত্তি অবশ্যই বৈধ হতে হবে। সহীহ মুসলিমের 2342 নম্বর হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল পাওয়া এবং ব্যবহার করা। একজন মুসলিমকে সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি প্রায়শই হারামের দিকে নিয়ে যায়। যা সন্দেহ সৃষ্টি করে তা এড়িয়ে চলা একজনের বিশ্বাস ও সম্মান রক্ষা করবে। জামি আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যখন কেউ এইভাবে আচরণ করবে, তখন তার সমস্ত নেক ইবাদত ও নেক আমল মহান আল্লাহ কবুল করবেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে সর্বশেষ যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, অত্যধিক হাসি আধ্যাত্মিক হৃদয়কে হত্যা করে। এই মানসিকতা একজনকে সবসময় মজার বিষয় নিয়ে ভাবতে এবং আলোচনা করতে এবং গুরুতর

সমস্যাগুলি এড়াতে চায়। মৃত্যু ও পরকালের জন্য প্রস্তুতির বিষয়টি গুরুতর বিষয় এবং কেউ যদি সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং আলোচনা করা এড়িয়ে যায় তবে সে কখনই তাদের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হবে না। এটি একটি মৃত আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই প্রফুল্ল এবং আশাবাদী হতে হবে তবে তাদের অবিরাম রসিকতার মনোভাব গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এই মনোভাব নিরর্থক এবং এমনকি পাপপূর্ণ জিনিসের দিকে নিয়ে যায়।

ঈমান মজবুত করা - 21

জামে আত তিরমিযী, 2012 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, চিন্তা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, অথচ তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

এটি বোঝার এবং কাজ করার জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, কারণ মুসলিমরা যারা অনেক সৎ কাজ করে তারা প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে তাদের ধ্বংস করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা ক্রোধের সাথে কিছু খারাপ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে যা তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত হতে পারে। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বেশিরভাগ পাপ এবং অসুবিধা, যেমন তর্ক-বিতর্ক, ঘটতে পারে কারণ লোকেরা জিনিসগুলি চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে কাজ করে। বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হল যখন কেউ কথা বলার বা কাজ করার আগে চিন্তা করে এবং কেবল তখনই আগে আসে যখন তারা জানে যে তাদের কথা বা কাজ পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে ভাল এবং উপকারী।

যদিও, একজন মুসলমানের সৎকাজ সম্পাদনে বিলম্ব করা উচিত নয়, তবুও সেগুলি সম্পাদন করার আগে তাদের চিন্তা করা উচিত। এর কারণ হল একটি সৎ কাজের কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না শুধুমাত্র এই কারণে যে এর শর্ত ও শিষ্টাচার কারোর তাড়াহুড়ার কারণে পরিপূর্ণ হয়নি। এই ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়ে চিন্তা করার পরেই একজনকে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে কেবল তাদের পাপগুলিকে কম করবে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করবে, তবে তারা তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক, অসুবিধা এবং মতানৈক্যের মতো সমস্যাগুলিকে হ্রাস করবে।

ঈমান মজবুত করা - 22

জামে আত তিরমিযী, 2306 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি জিনিস ঘটার আগে মুসলমানদের সৎকাজ সম্পাদনে ত্বরান্বিত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথমটি হল অপ্রতিরোধ্য দারিদ্র্য। এটি আর্থিক সমস্যাগুলিকে নির্দেশ করতে পারে যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিক্ষিপ্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। . উপরন্তু, সম্পদের উপর জোর দেওয়া একজনকে বেআইনি দিকে ঠেলে দিতে পারে। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে হারামের মধ্যে নিহিত যে কোন সৎ কাজ মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত হবেন। সহীহ মুসলিমে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে, 2342 নম্বর। মহান আল্লাহ তায়ালা নভোমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সমগ্র সৃষ্টির জন্য বিধান বরাদ্দ করেছেন, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, সংখ্যা 6748. অতএব, একজন মুসলিমের বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের হালাল রিযিক তাদের কাছে পৌঁছাবে যতক্ষণ না তারা তার জন্য হালাল উপায়ে চেষ্টা চালিয়ে যাবে, শিক্ষা অনুসারে ইসলামের একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম প্রজ্ঞা অনুসারে তাঁর বান্দাদের জন্য যা উত্তম তা বেছে নেন। তিনি কারও ইচ্ছা অনুযায়ী দেন না, কারণ এটি সম্ভবত তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এবং অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

“আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন..."

পরিশেষে, হাদিসের এই অংশটি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে নিজের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহার করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, এমন একটি সময় আসার আগে যখন তারা দান করতে চায় কিন্তু তা করার জন্য সঠিক আর্থিক অবস্থানে নাও থাকতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, ধন-সম্পদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার আগেই মুসলমানদের সৎকাজ সম্পাদনে ত্বরা করা উচিত। সম্পদ নিজেই মন্দ নয় কিন্তু কীভাবে একজন ব্যক্তি এটি অর্জন করে এবং ব্যবহার করে তার উপর নির্ভর করে এটি হয় তাদের জন্য একটি মহান আশীর্বাদ বা উভয় জগতে তাদের জন্য একটি বড় বোঝা হতে পারে। কোনো মুসলমান যদি আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করে এবং সম্পদ জমা করে বা অপব্যয় করে, তাহলে তা উভয় জগতে তাদের জন্য মহা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

কিন্তু কোনো মুসলমান যদি অতিরিক্ত, অপচয় বা বাড়াবাড়ি না করে তাদের চাহিদা ও নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্জন করে এবং তাদের নিয়ামত যেমন ধন-সম্পদ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য উপায়ে ব্যবহার করে, তবে তারা উভয় জগতেই প্রকৃত সমৃদ্ধি অর্জন করবে। . অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় যা সৎকর্মে বাধা দেয় তা হল একটি দুর্বল ব্যাধি। এটি অসুস্থতার সম্মুখীন হওয়ার আগে একজনের ভাল স্বাস্থ্য ব্যবহার করার জন্য একটি সতর্কতা। যারা অসুস্থতা বা বার্ধক্যজনিত কারণে তাদের সুস্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছে তাদের পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং তাই তাদের সুস্বাস্থ্যকে কাজে লাগানো উচিত, পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সফলতা লাভের চেষ্টা করা এবং বিশ্বের উপর ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সুস্বাস্থ্য ব্যবহার করে নিয়মিত মসজিদে যাত্রা করার জন্য জামাতের সাথে তাদের ফরয নামায পড়ার জন্য এমন সময় আসার আগে যখন তারা এটি করতে চায় কিন্তু তা করার জন্য শারীরিক শক্তি রাখে না। নিজের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে, শেষ পর্যন্ত একজন মুসলিম যখন তা হারাবে, তখন মহান আল্লাহ তাদের সেই পুরস্কার প্রদান করতে থাকবেন যা তারা তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় ভাল কাজ

করার সময় পেতেন। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা গাফিলতিতে থাকে এবং তাদের ভাল স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় তারা তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় বা অসুস্থ হলে কোন পুরস্কার পাবে না।

এটি আলোচনার অধীন প্রধান হাদীসে বর্ণিত পরবর্তী বিষয়ের সাথে যুক্ত, যথা, বার্ধক্য। বার্ধক্যে পৌঁছনোর আগেই একজন মুসলিমের উচিত তাদের যৌবন এবং শক্তিশালী বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানো। এর মধ্যে রয়েছে জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা এবং নিজের মানসিক শক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা, তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। . এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। বৃদ্ধ বয়সে তারা ইসলামিক জ্ঞান শিখতে এবং আমল করতে পারবে বলে বিশ্বাস করে এতে দেরি করা উচিত নয় কারণ তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। উপরন্তু, এমনকি যদি তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছায়, তাদের জন্য ইসলামী জ্ঞান শেখা কঠিন হবে, কারণ শেখার প্রধান বয়স হল যখন একজন কম বয়সী। অবশেষে, এমনকি যদি তারা বৃদ্ধ বয়সে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবুও তাদের পক্ষে জ্ঞান বাস্তবায়ন করা আরও কঠিন হবে, কারণ বয়স্ক লোকেরা তাদের অভ্যাসের সাথে আরও সহজে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তাই তাদের আচরণ ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়। অতএব, একজনকে তাদের মানসিক শক্তি ব্যবহার করতে দেরি করা উচিত নয় যখন তারা অল্প বয়সে দরকারী জ্ঞান শিখতে এবং কাজ করে। পরিশেষে, বার্ধক্য হওয়ার আগে এইভাবে আচরণ করা জরুরী, যেমনটি সহীহ বুখারী, 6390 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও বার্ধক্য থেকে আশ্রয় চেয়েছিলেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় যা সৎকর্মে বাধা দেয় তা হল আকস্মিক মৃত্যু। মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু সময় অজানা। একজন মুসলমানের গাফিলতিতে বেঁচে থাকা উচিত নয় এই বিশ্বাস করে যে তাদের মৃত্যু অনেক দূরে, কারণ অগণিত লোক তাদের আয়ুতে পৌঁছানোর অনেক আগেই মারা যাবে এবং মারা যাবে। কিংবা তাদের এমনভাবে বেঁচে থাকা উচিত নয় যেন তারা একেবারেই মারা যাচ্ছে না। দীর্ঘ জীবনের আশা থাকাকে সমস্ত মন্দের মূল হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ এটি একজনকে ধার্মিক কাজগুলি করতে বিলম্বিত করে, বিশ্বাস করে যে তারা সর্বদা আগামীকাল সেগুলি সম্পাদন করতে পারে। এটি তাদের আন্তরিক অনুতাপকে বিলম্বিত করে, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তাদের উন্নতির জন্য অনেক সময় আছে। এবং দীর্ঘ জীবনের আশা থাকার কারণে এই পৃথিবীতে তাদের প্রত্যাশিত দীর্ঘ জীবন আরামদায়ক করার জন্য পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ অর্জনকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। এই বিষয়গুলি একজনকে পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে বাধা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। মুসলমানদের তাই দীর্ঘ জীবনের জন্য তাদের আশা কমানো উচিত যাতে তারা ভালোর জন্য পরিবর্তিত হয় এবং তাদের মনোযোগ স্থায়ী পরকালের দিকে পরিচালিত করে। মুসলমানদের দেরি করা উচিত নয় এবং তার পরিবর্তে আজকের মতো কাজ করা উচিত যা তারা আশা করে যে তারা কখনই আসবে না। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এমন একটি দিনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়াকে অগ্রাধিকার দেন না যেখানে তারা কখনই পৌঁছাতে পারে না, যেমন তাদের অবসর গ্রহণ, যে দিনের জন্য তারা নিশ্চিতভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করবে, যেমন তারা মারা যাবে। এছাড়াও, তাদের সৎকর্ম সম্পাদনের জন্যও সচেষ্ট হওয়া উচিত যা তাদের জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ হলে তাদের উপকার করবে, যেমন একটি চলমান দাতব্য, যা দাতার উপকার করে, যতক্ষণ দাতব্য অন্যদের উপকার করতে থাকে। জামে আত তিরমিযী, ১৩৭৬ নং হাদিসে এ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল খ্রীষ্ট বিরোধীদের আগমন। এই ঘটনা একজনকে সৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখবে এবং পরিবর্তে তাকে কুফরের দিকে প্ররোচিত করবে। এর থেকে একটি শিক্ষা নেওয়ার বিষয় হল

সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলার গুরুত্ব। যেভাবে একজন ব্যক্তি যে সীমান্তের কাছাকাছি যাত্রা করে তার এটি অতিক্রম করার সম্ভাবনা বেশি, অনুরূপভাবে, একজন মুসলিম যে প্রলোভনে আবদ্ধ থাকে তার পথভ্রষ্ট হওয়ার এবং সৎকাজ করতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যে স্থান এবং জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলে যা তাদের পাপের জন্য প্রলুব্ধ করে সে তাদের ঈমান ও সম্মান রক্ষা করবে। জামি আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই মুসলমানদের উচিত জিনিস, স্থান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ বা প্রলুব্ধ করে তাদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে তাদের ঈমানের হেফাজত করা এবং তাদের নির্ভরশীলদের নিশ্চিত করা। তাদের সন্তানদের হিসাবে, একই কাজ.

আলোচ্য প্রধান হাদীসে যে চূড়ান্ত বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, যা মানুষকে সৎ কাজ করতে বাধা দেয়, তা হলো শেষ কিয়ামত।

এই যখন শিঙা বিস্ফোরণ ঘটবে. তূর্য বিস্ফোরণে সৃষ্টির মৃত্যু ঘটবে। এটি সহীহ মুসলিম, 7381 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি এমন একটি কল যা কেউ সাড়া দিতে পারে না বা প্রত্যাখ্যান করবে না। এটি পুনরুত্থান এবং চূড়ান্ত বিচারের দিকে পরিচালিত করবে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দেওয়া, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 24:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়..."

এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

এই পৃথিবীতে যে কেউ এই আহ্বানে ইতিবাচকভাবে সাড়া দেবে সে চূড়ান্ত আহ্বান সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়া সহজ বলে মনে করবে। অথচ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর ডাকে গাফেল হয়ে জীবনযাপন করে, সে এই পৃথিবীতে শান্তি পাবে না এবং তারা শিঙার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হবে, যা সহ্য করা তাদের জন্য বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এবং সাড়া একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে, যতক্ষণ না চূড়ান্ত আহ্বানটি ঘটবে, শীঘ্র বা পরে, এবং কেউ তা এড়াতে বা উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে না। যদি এটি অনিবার্য হয়, তবে এটা বোঝা যায় যে কেউ গাফিলতিতে জীবনযাপন করার পরিবর্তে এখনই এর প্রতিক্রিয়া জানায়। যদি কেউ গাফেল অবস্থায় শিঙার বিস্ফোরণ শুনতে পায়, তবে কোন কাজ বা অনুশোচনা তাদের উপকারে আসবে না এবং এই ব্যক্তির জন্য যা হবে তা আরও ভয়ঙ্কর হবে।

ঈমান মজবুত করা - 23

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়েছেন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল হালাল রিযিক উপার্জন। এটা বুঝতে হবে যে কারো জীবনের ভিত্তি যদি হারামের উপর ভিত্তি করে থাকে তবে তার উপরে যা কিছু তৈরি করা হবে তা হবে নাপাক। যে ব্যক্তি হারাম লাভ করে এবং ব্যবহার করে তার সৎকাজ যেমন দান-খয়রাত প্রত্যাখ্যাত হবে। সহীহ মুসলিমের 2342 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেভাবে ব্যক্তির উদ্দেশ্য, একইভাবে ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল পাওয়া এবং ব্যবহার করা। একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে, তাদের রিজিক, যার মধ্যে রয়েছে সম্পদ, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বরাদ্দ কখনই পরিবর্তিত হতে পারে না, তাই হারাম প্রাপ্ত এবং ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ এটি এই পৃথিবীতে অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়, যেহেতু তারা হারামের মাধ্যমে যা কিছু অর্জন করে তা হয়ে যায়। তাদের জন্য চাপের উৎস, এবং এটি একটি মহান দিনে একটি কঠিন শাস্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্যটি হল একান্তে এবং অন্যের পর্যবেক্ষণ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও সৎ আচরণ করা। এই মুসলমান সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয় যে ঐশী দৃষ্টি প্রতিনিয়ত তাদের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করছে। এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ তারা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকা সত্ত্বেও সৎ আচরণ করে। যেহেতু এই মুসলিমরা ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করেছে এবং তার উপর আমল করেছে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করেছে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে, শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। তার উপর তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। এটি তখন হয় যখন কেউ কাজ করে, যেমন নামায পড়া, যেন তারা মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তাদের পর্যবেক্ষণ করে। সহীহ মুসলিমের ৭৭ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তাদেরকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে বিরক্ত করা থেকে বিরত রাখে, কারণ তারা ঐশ্বরিক দৃষ্টির প্রতি খুব বেশি মনোযোগী এবং সতর্ক থাকে। এই আন্তরিকতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে কেউ শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং একান্তে তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে।

ঈমান মজবুত করা - 24

জামে আত তিরমিযী, 1660 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে নেককার লোকদের উল্লেখ করেছেন। এই সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর পথে আন্তরিকভাবে সংগ্রাম করে।

এর মধ্যে রয়েছে নিজের কু-আকাঙ্খা ও অন্যের মন্দ কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, তাঁর আদেশ-নিষেধ পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা, যেমন বর্ণনা করা হয়েছে এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করা, উদাহরণস্বরূপ, এই জড়জগতে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই। এবং এর মধ্যে রয়েছে ইসলামিক জ্ঞান অনুযায়ী মৃদুভাবে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি তাদের দেওয়া সমস্ত আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। একজন মুসলিম এই হাদীসটি পূরণ করবে না যতক্ষণ না তারা তাদের দায়িত্বের উভয় দিকই পালন করবে।

ঈমান মজবুত করা - 25

জামে আত তিরমিযী, 2324 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, বস্তুগত জগত মুমিনের জন্য কারাগার এবং অবিশ্বাসীর জন্য জান্নাত।

মুসলমানদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যথা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এই দায়িত্বের মধ্যে সৃষ্টির সাথে এমনভাবে আচরণ করাও অন্তর্ভুক্ত যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের সাথে অন্যদের আচরণ করতে চায়। এই কোডের কারণে, মুসলমানরা ক্রমাগত তত্ত্বাবধানে থাকে এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং কেয়ামতের দিন তাদের বিচার করা হবে। এই সত্যের কারণে একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের মন্দ ও নিরর্থক আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা এভাবেই চলতে থাকে যতক্ষণ না তারা এই কারাগার থেকে মুক্তি পায় এবং পরকালের অনন্ত সুখে পৌঁছায়।

অন্যদিকে, একজন অমুসলিম এই নিয়ম অনুযায়ী জীবনযাপন করে না এবং তার পরিবর্তে তাদের আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয় যাতে এই পৃথিবী তাদের জন্য একটি স্বর্গের মতো হয়ে যায়, যেখানে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করে। কিন্তু এ অবস্থায় মারা গেলে পরকাল তাদের চিরস্থায়ী কারাগারে পরিণত হবে।

তাই একজন মুসলমানের উচিত মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার নিয়ম-কানুন মেনে চলার মাধ্যমে তাদের জীবনকে সহজ করা। কিন্তু যদি তারা তাদের ভাঙতে থাকে তবে তারা কেবল একের পর এক কষ্টের সম্মুখীন হবে, ঠিক যেমন একজন বন্দী যদি তাদের কারাগারের নিয়ম ভঙ্গ করতে থাকে তবে তাদের কষ্ট হয়।

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এর মানে এই নয় যে একজন মুসলিমের জীবন খারাপ। এর অর্থ কেবলমাত্র তারা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং সফল হওয়ার জন্য তাদের অবশ্যই একটি নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করতে হবে, তাদের অবশ্যই তাদের আশীর্বাদগুলি মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। সত্য হলো, যে মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে মান্য করে, সে বাহ্যিকভাবে কঠিন মনে হলেও মনে ও শরীরে শান্তি পাবে। এর কারণ হল, মহান, অন্তরের নিয়ন্ত্রক আল্লাহ তাদের অন্তরে সন্তুষ্টি স্থাপন করেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এটি তাদের সরাসরি বিপরীত যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করে, যারা বাহ্যিকভাবে বিশ্বের বিলাসিতা উপভোগ করছে বলে মনে হয় কিন্তু উদ্বেগ, চাপ, হতাশা এবং আত্মহত্যার চিন্তার সম্মুখীন হয় কারণ তারা মানসিক শান্তি পায়নি। বা শরীর। তাই একজন

মুসলিমকে কখনোই বাহ্যিক চেহারা দেখে বোকা বানানো উচিত নয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

ঈমান মজবুত করা - 26

সহীহ মুসলিমের ৬৮৩৩ নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যত বেশি ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করবে, তার আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী, মহান আল্লাহর রহমত যত বেশি হবে, তারা গ্রহণ প্রতিটি ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের ন্যূনতম প্রচেষ্টা একটি বৃহত্তর করুণা লাভের দিকে পরিচালিত করবে। এই করুণা নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে যাতে তারা উভয় জগতের মানসিক, দেহের শান্তি এবং সত্যিকারের স্থায়ী সাফল্য পেতে তাদের কাটিয়ে উঠতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকে এবং এর পরিবর্তে তাদের প্রদত্ত নেয়ামতগুলোকে নিজেদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, সে এই রহমত পাবে না এবং তাই তারা তাদের জীবনে সঠিক পথনির্দেশ পাবে না। পরিবর্তে তারা একের পর এক অসুবিধা, একের পর এক অন্ধকারের মুখোমুখি হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

ঈমান মজবুত করা - 27

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যা ক্ষতিকর।

তাকওয়া বলতে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি মানুষের অধিকার পূরণের অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে অন্যদের সাথে আচরণ করা জড়িত যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চান।

ধার্মিকতার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক শুধু হারাম নয়। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যায়। যেটা বেআইনীর যত কাছে থাকে তার মধ্যে পড়া তত সহজ। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করে এবং শুধুমাত্র হালাল জিনিস ব্যবহার করে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে।

সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে ধীরে ধীরে, হঠাৎ করে নয়। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম

একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন, নিরর্থক ও অনর্থক কথার অর্থ, যে কথার কোনো উপকার হয় না বা পাপও হয় না, তা প্রায়শই গীবত, মিথ্যা ও অপবাদের মতো মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়ে প্রথম পদক্ষেপটি এড়িয়ে যায় তবে সে মন্দ কথা এড়িয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত পূর্বে বর্ণিত তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করা, যার একটি শাখা হল নিরর্থক ও সন্দেহজনক জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলার ভয়ে যে তারা হারামের দিকে নিয়ে যাবে।

ঈমান মজবুত করা - 28

জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল ফরজ নামায ত্যাগ করা।

এই দিন এবং যুগে এটি অনেক বেশি সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেকে তুচ্ছ কারণে তাদের ফরয নামায ছেড়ে দেয়, যার সবগুলোই নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত। যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত তার জন্য যদি নামাযের ফরজ বাদ না দেওয়া হয় তবে তা অন্য কারো থেকে কিভাবে সরানো যাবে? অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 102:

"এবং যখন আপনি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর কমান্ডার] তাদের মধ্যে থাকবেন এবং তাদের নামাযে নেতৃত্ব দেবেন, তখন তাদের একটি দল আপনার সাথে [প্রার্থনায়] দাঁড়াবে এবং তাদের অস্ত্র বহন করুক। এবং যখন তারা সেজদা করে, তখন তাদের আপনার পিছনে [অবস্থানে] থাকতে দিন এবং অন্য দলটিকে এগিয়ে আসতে দিন যারা [এখনও] নামায পড়েনি এবং তারা সতর্কতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে আপনার সাথে সালাত আদায় করুক..."

মুসাফির বা অসুস্থ কেউই তাদের ফরয নামায পড়া থেকে রেহাই পায় না। মুসাফিরকে তাদের জন্য বোঝা কমানোর জন্য কিছু ফরজ নামাজে চক্রের পরিমাণ কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা সেগুলি নামায থেকে রেহাই পায়নি। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 101:

"এবং যখন আপনি সারা দেশে ভ্রমণ করেন, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করার জন্য আপনার উপর কোন দোষ নেই.."

অসুস্থদের শুকনো অযু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যদি পানির সংস্পর্শে তাদের ক্ষতি হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 6:

"...তবে যদি তুমি অসুস্থ হও বা সফরে থাকো বা তোমাদের মধ্যে কেউ স্বস্তির স্থান থেকে আসে বা নারীদের সাথে যোগাযোগ করে পানি না পেয়ে, তাহলে পরিষ্কার মাটির সন্ধান করো এবং তা দিয়ে তোমার মুখমন্ডল ও হাত মুছে ফেলো..."

এছাড়াও, অসুস্থ ব্যক্তিরা ফরজ সালাত এমনভাবে আদায় করতে পারে যা তাদের পক্ষে সহজ। অর্থ দাঁড়াতে না পারলে বসার অনুমতি রয়েছে এবং বসতে না পারলে শুয়ে ফরজ নামাজ পড়তে পারে। জামে আত তিরমিযী, 372 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আবার, অসুস্থ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয় না যদি না কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয় যা তাদের নামাযের বাধ্যবাধকতা বুঝতে বাধা দেয়।

অন্য প্রধান সমস্যা হল যে কিছু মুসলিম তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে এবং তাদের সঠিক সময়ের পরে আদায় করে। এটা পরিষ্কারভাবে পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে, কারণ মুমিনদেরকে তাদের ফরজ নামাজ

যথাসময়ে আদায়কারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 103:

"... অবশ্যই, মুমিনদের উপর নামায ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।"

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি তাদের নির্দেশ করে যারা অকারণে তাদের ফরজ নামাজে বিলম্ব করে। তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড 10, পৃষ্ঠা 603-604-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 107 আল মাউন, আয়াত 4-5:

"অতএব যারা নামাজ পড়ে তাদের জন্য দুর্ভোগ। [কিন্তু] যারা তাদের নামাযের প্রতি উদাসীন।"

এখানে যারা এই মন্দ স্বভাব অবলম্বন করেছে তাদের উপর মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে অভিশাপ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকলে দুনিয়া বা পরকালে সফলতা কিভাবে পাওয়া যাবে?

সুনানে আন নাসাই নং 512-এ পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, ফরয নামায অকারণে বিলম্বিত করা মুনাফিকির লক্ষণ। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ হল ফরজ নামাজ আদায়ে ব্যর্থ হওয়া। অধ্যায় 74 আল মুদ্দাত্থির, আয়াত 42-43:

"[এবং তাদের জিজ্ঞাসা], "কি আপনাকে সাকারে ফেলেছে?" তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

ফরয নামায ত্যাগ করা এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যে, জামে আত তিরমিযী, ২৬২১ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, যে এ পাপ করবে সে ইসলামে কাফের।

উপরন্তু, অন্য কোন নেক আমল একজন মুসলিমকে উপকৃত করবে না যতক্ষণ না তাদের ফরজ নামাজ কায়েম হয়। সহীহ বুখারি, 553 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যদি কেউ দুপুরের ফরজ সালাত মিস করে তাহলে তার নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। যদি একটি ফরজ নামায পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে এমন হয় তাহলে কি সবগুলো পরিত্যাগের শাস্তি কল্পনা করা যায়?

সহীহ মুসলিমের ২৫২ নম্বর হাদিসে সঠিক সময়ে ফরয নামায পড়াকে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে নির্ণয় করা যায় যে, ফরয নামাযকে সময় অতিক্রম করতে বিলম্ব করা বা ফরয নামায আদায় করা। তাদের সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত মহান আল্লাহ দ্বারা সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ এক.

তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করা সকল প্রবীণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাতে তারা তাদের উপর আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই তা প্রতিষ্ঠা করে। যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা এটি বিলম্বিত করে এবং তাদের সন্তানদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ব্যর্থ হয়েছে। যে শিশুদের শুধুমাত্র ফরয নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল যখন এটি তাদের উপর ফরয হয়ে যায় তারা খুব কমই তাদের দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে তাদের কয়েক বছর লেগে যায়। আর দোষটা পড়ে পরিবারের বড়দের, বিশেষ করে বাবা-মায়ের ওপর। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ফরজ নামাজ পড়তে উত্সাহিত করে।

অন্য একটি বড় সমস্যা যা অনেক মুসলমানের মুখোমুখি হয় তা হল তারা ফরজ নামাজ পড়তে পারে কিন্তু সঠিকভাবে করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, অনেকে নামাজের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না এবং এর পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 757 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ পড়ে সে আদৌ নামাজ পড়েনি। অর্থ, তারা তাদের সালাত আদায়কারী ব্যক্তি হিসাবে লিপিবদ্ধ নয় এবং তাই তাদের বাধ্যবাধকতা পূর্ণ হয়নি। জামে আত তিরমিযী, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতিটি অবস্থানে স্থির থাকে না তার দোয়া কবুল হয় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি নামাজে সঠিকভাবে রুকু বা সেজদা করে না তাকে নিকৃষ্ট চোর বলে বর্ণনা করেছেন। মুওয়াত্তা মালিক, বই নম্বর 9, হাদিস নম্বর 75-এ পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা তাদের ফরয এবং অনেক স্বেচ্ছায় নামাজ আদায় করে কয়েক দশক অতিবাহিত করেছে,

তারা দেখতে পাবে যে তাদের কেউই গণনা করেনি এবং এভাবেই তারা গুনাহ করবে। যে তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করেনি সে হিসাবে বিবেচিত হবে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 1313 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন সাধারণত একটি মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ পড়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 43:

"... আর রুকু কর তাদের সাথে যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে]।

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের কারণে কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের জন্য এটিকে ফরজ ঘোষণা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে আবু দাউদ, 550 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে সমস্ত মুসলিমরা মসজিদে জামাতের সাথে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করবে না তাদেরকে সাহাবীগণ মুনাফিক বলে গণ্য করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি কোনো বৈধ অজুহাত ছাড়াই মসজিদে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ পুরুষদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এটি সহীহ মুসলিম, 1482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যে সমস্ত মুসলিমরা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তারা অন্য ধার্মিক কাজগুলো করছেন, যেমন তাদের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করার মতো দাবী করে নিজেদের বোকা বানানো উচিত নয়। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি রেওয়ায়েত, তবে তার রেওয়ায়েতের গুরুত্বকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস না করা গুরুত্বপূর্ণ। যে এটা করে তারা তার ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না, তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার

অনুসরণ করছে, যদিও তারা একটি সৎ কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিস উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে যখন ফরয সালাতের সময় হবে, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

পরিশেষে, প্রধান হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, যে ব্যক্তি ফরজ নামায ত্যাগ করার উপর অবিচল থাকে সে হয়তো তাদের বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, তারা তাদের জীবনের সময় এটি উপলব্ধি না করেও এটি হারাতে পারে। বাধ্যতামূলক প্রার্থনার মতো ক্রিয়া দ্বারা বিশ্বাসের প্রতি তাদের মৌখিক দাবিকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হওয়া গ্রহণযোগ্য বলে কেউ কখনই নিজেকে বোকা বানাবেন না। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মুসলিমের সংজ্ঞা হল সেই ব্যক্তি যে বাস্তবিক ও অভ্যন্তরীণভাবে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। অতএব, ইসলাম পালন করে না এমন মুসলমান হওয়ার মতো কোন বিষয় নেই, কারণ এই মনোভাব একজন মুসলমানের সংজ্ঞার সাথে সাংঘর্ষিক। একজন ব্যক্তি যদি একজন মুসলমানের সংজ্ঞা পূরণ না করে, তাহলে তারা কীভাবে নিজেকে একজন হিসাবে বিবেচনা করবে?

ঈমান মজবুত করা - 29

জামে আত তিরমিযী, 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, দোয়া হল ইবাদতের সারাংশ।

কারণ এটা নম্রতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি একজনের দাসত্বের একটি বাস্তব প্রদর্শনী, কারণ মালিকের কাছে চাওয়া বান্দার জন্য উপযুক্ত।

জেনে রাখা জরুরী যে জামে আত তিরমিযী, 3604 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, প্রতিটি ভাল দোয়া তিনটি উপায়ে কবুল হয়। তা হয় পূর্ণ হয়, পরকালে সমতুল্য পুরস্কার দেওয়া হয় অথবা একজনের জীবন থেকে সমতুল্য মন্দ দূর করা হয়।

নিম্নলিখিত আয়াতে, মহান আল্লাহ, যারা প্রার্থনা করে তাদের সকলের প্রতি উত্তর দেওয়ার গ্যারান্টি দিয়েছেন। অতএব, একজনকে সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং প্রার্থনায় অবিরত থাকা উচিত। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

"আর তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব..."

এমনকি প্রার্থনা করার আগেও নিশ্চিত হওয়া উচিত যে তাদের উপার্জন হালাল এবং তারা যা গ্রহণ করে তা হালাল। জামে আত তিরমিযী, ২৯৮৯ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে এবং সেবন করে তার দো'আ কবুল হবে না।

দোয়ার প্রথম আদব হলো দোয়া করার সময় কিবলামুখী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এটি ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি। এই কর্মের একটি উদাহরণ সুনানে আন নাসাই, 2899 নম্বরে পাওয়া যায়।

তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য মহান আল্লাহর কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করা উচিত, কারণ এটি ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুশীলন। এটি সহীহ বুখারী, 1030 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 3556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ এমন একজন ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য খুবই লজ্জাশীল এবং উদার, যে তার কাছে হাত তোলে।

প্রথমে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তারপর মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করে প্রার্থনা শুরু ও শেষ করা উচিত। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1481 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 486 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন ব্যক্তির দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যে স্থগিত থাকে যতক্ষণ না তারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ না পাঠায়।

পবিত্র কুরআনে বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে উল্লিখিত বাক্যাংশ সহ মহান আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। মহান আল্লাহর সুন্দর নামগুলো এই ঐশ্বরিক শিক্ষা জুড়ে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় এবং সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 24:

“তিনি আল্লাহ, স্রষ্টা, প্রযোজক, রূপকার; সর্বোত্তম নামগুলো তাঁরই..."

সর্বোত্তম প্রার্থনা পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে পাওয়া যায় এবং তাই ব্যবহার করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 41:

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব কায়েম হবে।"

তবে নির্দিষ্ট কিছুর জন্য দোয়া করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ না সেগুলো বৈধ।

পবিত্র কুরআনে যেমন উপদেশ দেওয়া হয়েছে, একজনের উচিত মহান আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে, তাঁর করুণার আশায় এবং তাঁর মহত্ত্বের ভয়ে প্রার্থনা করা। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 56:

"...এবং ভয়ে ও আকাঙ্ক্ষায় তাকে ডাকুন..."

মহান আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন এই বিশ্বাস নিয়ে উৎসাহের সাথে প্রার্থনা করা জরুরী। উপরন্তু, জামে আত তিরমিযী, 3479 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ, মহান, যে ব্যক্তি গাফেল বা বিভ্রান্ত হয়ে প্রার্থনা করে তার প্রতি সাড়া দেন না।

জামে আত তিরমিযী, 3505 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করা হয় তখন সর্বদা দোয়া কবুল হয়। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 87:

"...তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; তুমি মহিমান্বিত। নিশ্চয়ই আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।"

একজনের উচিত তাদের প্রার্থনাকে আমীন শব্দ দিয়ে সীলমোহর করা, কারণ এটি তার গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে। সুনানে আবু দাউদ, 938 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

দোয়া শেষ হওয়ার পর, তাদের মুখের উপর হাত মুছতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি অভ্যাস। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1492 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজনের প্রার্থনায় অবিচল থাকা উচিত, কারণ হাল ছেড়ে দেওয়া একটি তাড়াহুড়োমূলক কাজ যার ফলে প্রার্থনা অপূর্ণ হতে পারে। জামে আত তিরমিযী, ৩৩৮৭ নং হাদিসে এই সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে।

স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করার অভ্যাস করা উচিত যাতে মহান আল্লাহ তাদের কঠিন সময়ে সাহায্য করেন। মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, 3499 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ফরজ নামাজের পরে এবং রাতের শেষ অংশে করা দোয়া সহজে কবুল করেন। . সহীহ বুখারি, 6321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে রাতের শেষ অংশে ঐশী অবতরণ ঘটে যে সময়ে মহান আল্লাহ ডাকেন এবং প্রার্থনায় সাড়া দেন। সুনানে আবু দাউদ, 521 নম্বরে একটি হাদিস পাওয়া যায়, যেটি উপদেশ দেয় যে দুই আযানের মধ্যবর্তী দোয়া কখনোই প্রত্যাখ্যাত হয় না। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, একজন মুসলমান আল্লাহর সবচেয়ে কাছের, যখন তারা সিজদা করছে এবং তাই তাদের

উচিত এই সময়ে তাঁর কাছে দোয়া করা। এটি সুনানে আন নাসাই, 1138 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। সুনানে আবু দাউদ, 1046 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতি শুক্রবারে এমন একটি ঘন্টা রয়েছে যেখানে মহান আল্লাহ তায়ালা সহজেই দোয়া কবুল করেন। রোজাদার যখন ইফতার করে তখন তাদের দোয়াও কবুল হয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1753 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে তাদের জন্য দোয়া করতে বলা উচিত, যেমনটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 1441 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের দোয়া প্রার্থনার মতো। দেবদূতদের জমজমের পানি পান করার সময় যে দোয়া করা হয় তা সর্বদা কবুল হয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, 3062 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুনানে আবু দাউদ, 2540 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস বৃষ্টিপাতের সময় দোয়া কবুল হওয়ার পরামর্শ দেয়। সুনানে আবু দাউদ, 1534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস মানুষকে তাদের অনুপস্থিতিতে অন্যদের জন্য প্রার্থনা করতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা সহজেই গৃহীত হয়। যদি কেউ কোন প্রকার অত্যাচারের সম্মুখীন হয় তবে তারা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, কারণ তারা কবুল হবে। জামে আত তিরমিযী, 1905 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদীসটি উপদেশ দেয় যে মুসাফিরের দুআ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না। অবশেষে, একজনের উচিত তাদের পিতামাতাকে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে উত্সাহিত করা কারণ তারা সহজেই গৃহীত হয়। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 3862 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত।

কেউ কেউ নিয়মিতভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, কারণ তারা দাবি করে যে তিনি সর্বজ্ঞাতা এবং কাউকে তাদের আকাঙ্ক্ষার কথা জানাতে চান না। যদিও এটি একটি বাস্তবতা, তবুও দোয়া করা উত্তম, কারণ এটি সকল নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য এবং পবিত্র কুরআনে এর উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

"আর তোমার রব বলেন, তুমি আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দেব।" প্রকৃতপক্ষে, যারা আমার উপাসনাকে অবজ্ঞা করে তারা অবজ্ঞার সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

দোয়া করা হল মহান আল্লাহর কাছে নম্রতা ও দাসত্ব প্রদর্শনের একটি চমৎকার উপায়। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3370 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে সম্মানিত আর কিছুই নেই। অবশেষে, মহান আল্লাহ রাগান্বিত হন যখন একজন ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন না, কারণ এটি ইঙ্গিত করে যে তারা বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর থেকে স্বাধীন, যা সত্য নয়। জামি আত তিরমিযী, 3373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের মধ্যে যে দোয়াগুলো পাওয়া যায় তা কর্মের জন্য গৌণ। অর্থ, প্রায়োগিক আনুগত্যের একটি কাজের পরে প্রার্থনা করা হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রার্থনাগুলি কাজকে সমর্থন করে। অতএব, মহান আল্লাহর বাস্তব আনুগত্য ব্যতীত দোয়া ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবীগণের অভ্যাস ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম প্রার্থনা করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে কিন্তু কার্যত মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে তারা তাকে খুশি করে। এমনকি আলোচ্য প্রধান হাদীসটি ব্যবহারিক ইবাদতের গুরুত্ব নির্দেশ করে, যা প্রার্থনা দ্বারা সমর্থিত। মিনতি ব্যবহারিক আনুগত্য প্রতিস্থাপন করতে পারে না, তারা পরিবর্তে তাদের সমর্থন করে। উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য অর্জনের জন্য উভয়কেই উপস্থিত থাকতে হবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 10:

"...তাঁর কাছে উত্তম বক্তৃতা আরোহণ করে, এবং সৎ কাজ এটিকে উন্নীত করে..."

ঈমান মজবুত করা - 30

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, তবে এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি উত্স থেকে নেওয়া নয় এমন জিনিসগুলির উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও সেগুলি নেক আমল হলেও, সে এই দুটি হিদায়াতের উত্সের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলিম তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার এই দুটি সূত্রের ভিত্তি নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয়, তবুও তারা মুসলিমদেরকে এই দুটি দিকনির্দেশনার উত্স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে, কারণ তারা তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়, যা কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই দুটি পথ নির্দেশনা শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে এবং শুধুমাত্র তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকাজের উপর কাজ করতে হবে যদি তাদের সময় ও শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতা ও বানোয়াট অভ্যাস বেছে

নেয়, যদিও সেগুলি পাপ নাও হয়, এই দুটি পথনির্দেশের উৎসের উপর জ্ঞানার্জন ও আমল করে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

পরিশেষে, অজ্ঞতার কারণে যখন কেউ এমন কাজ করতে থাকে যা সরাসরি নির্দেশনার দুটি উত্সের সাথে যুক্ত নয়, তখন তারা সহজেই এমন অনুশীলন ও বিশ্বাসের মধ্যে পড়ে যা প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি মুসলিমকে পাপ ও বিপথগামীতার পথে নিয়ে যায় যখন তারা মনে করে যে তারা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে। যে জানে যে তারা হারিয়ে গেছে সে সম্ভবত অন্যদের পরামর্শ দিলে তারা গ্রহণ করবে এবং তাদের দিক পরিবর্তন করবে। কিন্তু যিনি মনে করেন যে তারা সঠিক পথে আছেন তিনি তাদের দিক পরিবর্তন এবং সংশোধন করার সম্ভাবনা খুব কম, এমনকি যখন তাদের জ্ঞান এবং স্পষ্ট প্রমাণ আছে এমন অন্যদের দ্বারা সতর্ক করা হয়। এই পরিণতি এড়ানোর একমাত্র উপায় হল পথনির্দেশের দুটি সূত্রে পাওয়া জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা এবং তার উপর কাজ করা এবং অন্যান্য কাজগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া, যদিও সেগুলি ভাল কাজ বলে মনে হয়।

ঈমান মজবুত করা - 31

জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হালাল ও হারামকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে যা নিজের ঈমান ও সম্মান রক্ষার জন্য এড়িয়ে চলা উচিত।

মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং মদ পানের মতো অধিকাংশ হারাম জিনিস সম্পর্কে সচেতন। তাই এগুলো মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে না। অতএব, তাদের স্পষ্ট জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করা উচিত। অর্থ: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ফরজ দায়িত্ব পালন করুন এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকুন। অন্য সব বিষয় যা বাধ্যতামূলক নয় এবং সমাজে সন্দেহ সৃষ্টি করে তাই পরিহার করা উচিত। মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না কেন কেউ স্বেচ্ছাকৃত কাজ করেনি, বরং তিনি জিজ্ঞাসা করবেন কেন তারা একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ করেছে। অতএব, স্বেচ্ছামূলক কাজ ত্যাগ করলে পরকালে কোন পরিণতি হবে না যেখানে স্বেচ্ছামূলক কাজ করা হবে শাস্তি, পুরস্কার বা ক্ষমা। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটির উপর আমল করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অনেক সমস্যা ও বিতর্কের সমাধান করবে এবং প্রতিরোধ করবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন কেউ সন্দেহজনক বা এমনকি নিরর্থক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হয় তখন এটি তাকে বেআইনীর এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রায়ই নিরর্থক এবং অকেজো বক্তৃতা দ্বারা পূর্বে হয়। তাই সন্দেহজনক ও অনর্থক বিষয় এড়িয়ে চলা একজন মুসলিমের ঈমান ও সম্মানের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ।

এই হাদিসটি ইসলামের মৌলিক এবং সুস্পষ্ট শিক্ষাগুলিকে মেনে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে এবং যে বিষয়গুলিকে নির্দেশিত করার দুটি উত্সে স্পষ্ট করা হয়নি বা আলোচনা করা হয়নি: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। তাকে যদি এই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হত, তবে সেগুলি নির্দেশনার দুটি সূত্রে আলোচনা করা হত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান পাশবিক বিষয় নিয়ে বিতর্কে এত বেশি মনোনিবেশ করে, যে বিষয়গুলোকে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে না, তারা নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে সেই বিষয়গুলো থেকে বিভ্রান্ত করে যেগুলো সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাদের প্রশ্ন করবেন। এই মনোভাব পরিহার করতে হবে।

ঈমান মজবুত করা - 32

সহীহ মুসলিমের ৭৪০০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ব্যাপক অশান্তি ও বিদ্রোহের সময় মহান আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখে সে সেই ব্যক্তির মতো যে পবিত্রে হিজরত করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সা.

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় হিজরত করার সওয়াব ছিল একটি মহান কাজ। প্রকৃতপক্ষে, এটি একজনের পূর্বের সমস্ত গুনাহ মুছে ফেলে, সহীহ মুসলিম, 321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে।

মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার অর্থ হল মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়তের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া। এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি যে আশীর্বাদগুলি প্রদান করা হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা অব্যাহত রাখে।

স্পষ্টতই এ হাদীসে উল্লেখিত সময় এসে গেছে। মুসলিম জাতির জন্য জাগতিক কামনা-বাসনা উন্মুক্ত হওয়ায় ইসলামের শিক্ষা থেকে বিপথগামী হওয়া খুবই সহজ হয়ে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির অগ্রগতির কারণে মুসলমানদের জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করার মধ্যে মানসিক শান্তি মিথ্যা বিশ্বাস করা সহজ হয়ে উঠেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুসরণ করার

মানসিকতা গ্রহণ করা সহজ হয়ে উঠেছে , যারা বিশ্বাসকে খালি অভ্যাসগুলিতে হ্রাস করেছে যার কোনও প্রভাব নেই যে তারা কীভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে ব্যবহার করে। মহান আল্লাহর ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা মুসলিম জাতির মধ্যে ব্যাপক হয়ে উঠেছে যার ফলে তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে, তবুও উভয় জগতে শান্তি ও মুক্তির প্রত্যাশা করে। যে কোনও বিবেকবান ব্যক্তির দ্বারা বিচ্যুতিপূর্ণ আচরণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এমন কিছু হয়ে উঠেছে যা মানুষকে আলিঙ্গন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই সমস্ত বিভ্রান্তি থেকে সরে আসা কঠিন হবে এবং এমনকি একজনের পরিবার এবং বন্ধুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুসরণ না করে ইসলামের শিক্ষাকে ধরে রাখার জন্য তাদের সমালোচনা করবে। কিন্তু যদি কেউ অবিচল থাকে, মহান আল্লাহ তায়ালা তার যে কোনো ক্ষতি যেমন বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে ভালোবাসা এবং সম্মানের হারানোর মতো, অনেক উন্নত কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করবেন, যথা, মানসিক এবং শরীরের শান্তি। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আর মহান আল্লাহ তাদের জন্য পরকালে যা রেখেছেন তা অনেক বড়। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফলে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তারা দেখতে পাবে যে তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পর্ক ও নিয়ামত দুনিয়াতে তাদের জন্য চাপ ও অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবং পরকালে তারা যা পাবে তা হবে আরও খারাপ। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই, মুসলমানদের উচিত পার্থিব কামনা-বাসনা যা ব্যাপক হয়ে উঠেছে তাতে বিভ্রান্ত না হওয়া এবং বিতর্কিত বিষয় ও মানুষ এড়িয়ে চলা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, যদি তারা এই হাদীসে বর্ণিত পুরস্কার পেতে চায়।

ঈমান মজবুত করা - 33

সহীহ বুখারী, 1145 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তাঁর অসীম মহিমা অনুসারে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর কাছে অনুরোধ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাদের চাহিদা পূরণ করুন যাতে তিনি তাদের পূরণ করতে পারেন।

স্বেচ্ছায় রাতের ইবাদত মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না। এটি অর্পণ করা মহান আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের একটি মাধ্যম এবং এটি তাঁর কাছে একজনের দাসত্বের লক্ষণ। এর অগণিত ফজিলত রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

“এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

জামি আত তিরমিযী, 3579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান রাতের শেষ অংশে মহান আল্লাহর নিকটতম। অতএব, এই সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করলে কেউ অগণিত নিয়ামত লাভ করতে পারে।

সকল মুসলমানই কামনা করে যে তাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হোক এবং তাদের চাহিদা পূরণ হোক। অতএব, তাদের স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে প্রতি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামায কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি একজন ব্যক্তিকে অর্থহীন সামাজিক সমাবেশ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

একজনকে স্বেচ্ছায় রাতের প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত করা উচিত, বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে, কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে,

একজনকে পাপ পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধগুলি থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকারী হিসাবে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। স্বেচ্ছায় রাতের নামায পড়া সহজ মনে করুন।

পরিশেষে, মূল হাদিসটিও আশা ত্যাগ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে কারণ অনুতাপ ও সাফল্যের দরজা সর্বদা খোলা থাকে। মানুষকে প্রতি দিন ও রাতে সুযোগ দেওয়া হয় আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য, যাতে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য পেতে পারে। মহান আল্লাহ যে মহান করুণা প্রদর্শন করেন তার প্রশংসা করা উচিত, কারণ তিনি সৃষ্টির প্রয়োজন নন তবুও তাদের নিজের কাছে আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা সফল হতে পারে। তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই এই সুযোগগুলো নিতে হবে এবং তাদের কাছে আফসোস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ঈমান মজবুত করা - 34

সহীহ বুখারীর ৫২ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, কারো আধ্যাত্মিক হৃদয় সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু যদি তার আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয় তবে পুরো শরীর সুস্থ হয়ে যাবে। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে

প্রথমত, এই হাদিসটি সেই মূর্খ বিশ্বাসকে খণ্ডন করে যেখানে কেউ তার কথা ও কাজ খারাপ হওয়া সত্ত্বেও একটি শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী বলে দাবি করে। কারণ ভিতরে যা আছে তা শেষ পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পাবে।

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের পরিশুদ্ধি তখনই সম্ভব যখন কেউ নিজের থেকে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে এবং ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে তাদের প্রতিস্থাপন করে। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখে এবং তার উপর আমল করে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তাকে এইভাবে আচরণ করা একটি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করবে। এই শুদ্ধিকরণ তখন শরীরের বাহ্যিক অঙ্গে প্রতিফলিত হবে, যেমন একজনের জিহ্বা এবং চোখ। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের নেয়ামত ব্যবহার করবে। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধার্মিক বান্দার প্রতি যে ভালবাসা রেখেছেন তা দেখানো হয়েছে, সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই শুদ্ধি একজনকে সমস্ত জাগতিক অসুবিধার মধ্য দিয়ে সফলভাবে পথ দেখাবে যাতে তারা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই শান্তি ও সাফল্য অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং আমল করা ছেড়ে দেয়, তখন তারা সেই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে যা সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশন দ্বারা সমর্থন করা হয়। এই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো তাদেরকে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই স্ট্রেস এবং অসুবিধা হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে সুস্থ হৃদয় নিয়ে আসে।"

ঈমান মজবুত করা - 35

সহীহ বুখারী, 528 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষের গুনাহ মুছে দেয় যেমন দিনে পাঁচবার গোসল করলে শরীর ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়।

সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, এই হাদিসটি শুধুমাত্র ছোট গুনাহকেই নির্দেশ করে, কারণ বড় গুনাহের জন্য আন্তরিক তওবা প্রয়োজন। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং যে কোনও অধিকার আদায় করে নেওয়া। আল্লাহ, মহান, এবং মানুষের সম্মান লঙঘন করা হয়েছে.

উপরন্তু, মুসলমানদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে পাঁচটি ফরয নামায কায়েম করার মাধ্যমে শুধুমাত্র তাদের বাহ্যিক সত্তাকে ছোটখাট পাপ থেকে শুদ্ধ করাই নয়, বরং শুদ্ধির অন্য দিকটিও পূরণ করা, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি। এর দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায একত্রিত না হয়ে সারাদিনে ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থ, একজন মুসলমানকে সারাদিনে বারবার আভ্যন্তরীণভাবে মহান আল্লাহর দিকে ফিরতে হবে, যেমন তাদের শরীর ফরজ নামাজের মাধ্যমে দিনে পাঁচবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। এই অভ্যন্তরীণ শুদ্ধির মধ্যে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা জড়িত যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে। এটিই ইসলামের ভিত্তি এবং এটিই মহান আল্লাহ কোন কাজের বিচার করার সময় মূল্যায়ন করেন। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে, নম্বর 1। যারা অন্য

লোকের স্বার্থে কাজ করে তাদেরকে বিচার দিবসে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভের জন্য বলা হবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

পরিশেষে, এই অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকরণের মধ্যে রয়েছে ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখা এবং তার উপর কাজ করা যাতে একজন ব্যক্তি তাদের মধ্যে থাকা খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে সরিয়ে দেয়, যেমন হিংসা, এবং পরিবর্তে ধৈর্যের মতো ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে। বাহ্যিক শুদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একজন মুসলিম যদি সফলতা অর্জন করতে চায় এবং উভয় জগতের সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে চায় তবে তাদের অবশ্যই তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার পাশাপাশি তাদের বাহ্যিক সত্তাকেও শুদ্ধ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি নিশ্চিত করবে যে একজন সঠিকভাবে কথা বলে এবং কাজ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি পরিহার করা একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে বাধা দেবে, এমনকি যদি তারা ইসলামের মৌলিক বাধ্যবাধকতাগুলি পালন করে। এটা তাদেরকে আল্লাহর সকল হক, বিশেষ করে মানুষের অধিকার পূরণে বাধা দেবে। এটি

উভয় জগতেই একটি কঠিন এবং চাপপূর্ণ জীবনের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

ঈমান মজবুত করা - 36

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সর্বোত্তম মানুষ তারা যারা অন্যদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন তারা পালন করা হয়।

এটি তাদের উল্লেখ করে না যারা ইসলামিক বাহ্যিক চেহারা গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরিধান করে, কারণ এই লোকেদের অনেকেই অন্যদেরকে আল্লাহ, মহান,কে মোটেও স্মরণ করিয়ে দেন না। এই হাদিসটি তাদের বোঝায় যারা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। তার উপর এটি একজনের হৃদয়ের পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে যা তাদের বাহ্যিক অঙ্গগুলির পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে স্মরণ করতে বাধ্য করবে, যখন তারা এই ধার্মিক মুসলমানদের কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করবে, কারণ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করবে। আল্লাহ, মহান, পরিবর্তে উপায়ে নিজেদের এবং অন্যদের খুশি. আর এই স্মরণ তখনই বাড়বে যখন এই ধার্মিক মুসলিমরা কথা বলে, কারণ তারা কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে কথা বলে, অর্থাত্, তারা মন্দ ও অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করে এবং শুধুমাত্র দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য উপকারী বিষয়ে কথা বলে। তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে, অপছন্দ করে, দান করে এবং বন্ধ করে দেয়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার দিকে নিয়ে যায়।

ঈমান মজবুত করা - 37

সুনানে আবু দাউদ, 2511 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীরু আচরণের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এই মনোভাব মহান আল্লাহ, এবং তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমন একজনের নিশ্চিত বিধানের উপর আস্থা রাখতে বাধা দেয়। এটি সন্দেহজনক এবং বেআইনি উপায়ে তাদের বিধান সন্ধান করতে পারে, যা উভয় জগতের একজন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। মহান আল্লাহ এমন কোন কাজ কবুল করেন না যার ভিত্তি হারাম। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন মানুষের উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হলো হালাল পাওয়া ও ব্যবহার করা।

উপরন্তু, কাপুরুষ হওয়া একজনকে শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বাধা দেয় এবং একজনের অভ্যন্তরীণ শয়তান যার জন্য প্রকৃত সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। এটি একজনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এবং তাই এটি তাদের জনগণের অধিকার পূরণে বাধা দেবে। পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা এবং সময় প্রয়োজন। একজন কাপুরুষ এই সংগ্রাম করতে খুব ভয় পাবে এবং পরিবর্তে অলস হবে যা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়।

উপরন্তু, একটি কাপুরুষ সহজেই দাবি করবে যে তারা মহান আল্লাহকে মান্য করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, যদিও তারা খুব কমই কোনো প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা এটা দাবি করে যদিও পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, যদি একজন ব্যক্তি তার যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে

তাহলে সে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার সঠিকভাবে পালন করবে। এর কারণ হলো, মহান আল্লাহ কখনো কোনো ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব দেন না যা পূরণ করার ক্ষমতার বাইরে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

ভীরুতা একজনকে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় বিষয়েই ন্যূনতম লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত করবে। তারা তাদের সম্ভাব্যতা পূরণ করা থেকে বিরত থাকবে, কারণ এর জন্য প্রকৃত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই মনোভাব শুধুমাত্র উভয় জগতেই স্ট্রেস এবং অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করবে।

ঈমান মজবুত করা - 38

জামে আত তিরমিযী, 1999 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করেন।

ইসলাম একজন মুসলিমকে নিজেদের সুন্দর করার জন্য শক্তি, সময় এবং অর্থ উৎসর্গ করতে নিষেধ করে না, কারণ এটি তাদের শরীরের অধিকার পূরণ বলে বিবেচিত হতে পারে। সহীহ বুখারী, 5199 নং হাদিসে এটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে মূল জিনিসটি যা এই পদ্ধতিতে কাজ করাকে অপছন্দনীয় বা এমনকি পাপ কাজ করার সাথে পার্থক্য করে তা হল যখন কেউ নিজেকে সুন্দর করার সময় অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি করে। এটি নির্ণয় করার একটি ভাল উপায় হল যে নিজেকে সুন্দর করা কখনই আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তার কর্তব্য পালনে অবহেলা করার কারণ হওয়া উচিত নয়, যা ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা ছাড়া পূরণ করা সম্ভব নয়। কিংবা নিজেকে সুন্দর করে তোলার ফলে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। এবং বাস্তবে একজনের শারীরিক চেহারা সংশোধন করা যাতে তারা পরিষ্কার এবং স্মার্ট দেখায় তা ব্যয়বহুল নয় এবং এটি খুব বেশি সময় বা প্রচেষ্টাও নেয় না।

এই সৌন্দর্যময় মনোভাব সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন একজনের বাড়ির। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বাড়াবাড়ি ও অপব্যয় এড়িয়ে চলে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে থাকে, ততক্ষণ তারা নিজেদের জন্য পরিমিত উপায়ে জিনিসগুলিকে আরামদায়ক করতে স্বাধীন।

উপরন্তু, এটা বোঝা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকৃত সৌন্দর্য যা মহান আল্লাহ ভালোবাসেন তা অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য অর্থ, চরিত্রের সাথে যুক্ত। এই সৌন্দর্য উভয় জগতেই টিকে থাকবে যেখানে সময়ের সাথে সাথে একজনের বাহ্যিক সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যাবে। তাই বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে এই সত্যিকারের সৌন্দর্য অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্য যাতে তারা তাদের চরিত্র থেকে হিংসা-বিদ্বেষের মতো খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে এবং উদারতার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। এটি মহান আল্লাহ তায়ালার হক আদায়ে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে সাহায্য করবে এবং তাদের সাহায্য করবে। মানুষের অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে, যার মধ্যে অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত যা মানুষ তাদের সাথে আচরণ করতে চায়।

ঈমান মজবুত করা - 39

জামে আত তিরমিযী, 2347 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে তার প্রকৃত বন্ধু সেই ব্যক্তি যার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল তারা নামাজে ভাল অংশীদার। এর অর্থ হল তারা তাদের ফরয নামায যথাসময়ে আদায় করার মত সকল শর্ত ও শিষ্টাচার সহ সঠিকভাবে পূর্ণ করে তাদের ফরয নামায কায়েম করে। এর মধ্যে স্বেচ্ছায় নামায প্রতিষ্ঠা করাও অন্তর্ভুক্ত যা মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে, যেমন স্বেচ্ছায় রাতের নামায। সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি আসলে ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম নামাজ। নামাজের একটি ভাল অংশের মধ্যে সম্ভব হলে মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করাও অন্তর্ভুক্ত। এটা দেখে দুঃখ হয় যে কত মুসলমান একটি মসজিদের সান্নিধ্যে বাস করে তবুও তারা কাজ থেকে মুক্ত থাকা সত্ত্বেও জামাতে যোগ দেয় না।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা হল, এই মুসলিম মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। তার উপর, প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে। একান্তে এটি করা একজন ব্যক্তির মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়, যার অর্থ, তারা কেবলমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। এই সেই ব্যক্তি যিনি দৃঢ়ভাবে মনে রাখেন যে তারা যেখানেই থাকুন না কেন, তাদের সত্তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক সর্বদা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। যদি কেউ এই বিশ্বাসের উপর অবিচল থাকে তবে তারা

ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণ করবে, যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হল তারা কাজ করে, যেমন সালাত আদায় করা, যেন তারা মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তাদের দেখছে। . এই মনোভাব সৎ কাজকে উৎসাহিত করে এবং পাপ থেকে বিরত রাখে।

ঈমান মজবুত করা - 40

সহীহ বুখারী, 2736 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিরানব্বই নাম জানবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জানা মানে শুধু মুখস্থ করা নয়। এটি আসলে তাদের অধ্যয়ন করা এবং একজনের মর্যাদা এবং সম্ভাবনা অনুযায়ী তাদের উপর কাজ করার অর্থ। যেমন, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী পরম করুণাময়। এই গুণের অর্থ হল, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে অগণিত অনুগ্রহ দান করেন এবং সর্বদা তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। এই একই বৈশিষ্ট্য অন্যদের জন্য আরোপিত হয়েছে, যেমন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অধ্যায় 9 এ তওবাহ, আয়াত 128:

"নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল এসেছেন। তোমরা যা কষ্ট পাও তা তার জন্য দুঃখজনক; [তিনি] আপনার [অর্থাৎ, আপনার পথনির্দেশ] সম্পর্কে চিন্তিত এবং মুমিনদের প্রতি দয়ালু ও করুণাময়।"

সৃষ্টির রেফারেন্সে ব্যবহার করা হলে, করুণাময় মানে নরম-হৃদয় এবং করুণাময়। একইভাবে, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে সমস্ত ক্ষমাশীল। এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করে এই গুণটি গ্রহণ করা ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

সুতরাং মহান আল্লাহর ঐশী গুণাবলী মুসলমানরা তাদের মর্যাদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারে।

অতএব, মুসলমানদেরকে প্রথমে ঐশী গুণাবলী ও নামের অর্থ বুঝতে হবে এবং তারপর তাদের চরিত্রে নামের অর্থকে কর্মের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে, যতক্ষণ না তারা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় যাতে তারা মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারে। এই মহৎ চরিত্রটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যেমন পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এতে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ঈমান মজবুত করা - 41

সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, যিনি তাঁকে স্মরণ করেন তিনি তাঁর সাথে আছেন।

বিষণ্নতার মতো মানসিক সমস্যা এবং ব্যাধির উত্থানের সাথে, এই ঘোষণার গুরুত্ব বোঝা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক। একজন ব্যক্তির মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার একটি ছোট সম্ভাবনা থাকে যখন তারা ক্রমাগত তাদের ঘিরে থাকে এবং তাকে সত্যিকারের ভালবাসে এমন কাউকে সাহায্য করে। যদি এটি একজন ব্যক্তির জন্য সত্য হয় তবে নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর জন্য আরও উপযুক্ত, যিনি তাকে স্মরণকারীর সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধুমাত্র এই ঘোষণার উপর কাজ করলে মানসিক সমস্যা দূর হবে, যেমন বিষণ্নতা। এ কারণেই অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা অন্যদের মধ্যে থাকা নেককার পূর্বসূরিদের মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করেনি কারণ তারা সর্বদা মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে ছিল। এটা স্পষ্ট যে, যখন কেউ মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে, তখন তারা পরকালে তাঁর নৈকট্য না পাওয়া পর্যন্ত সকল বাধা-বিপত্তি সফলভাবে অতিক্রম করবে।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে এই ঘোষণাকে কোনোভাবেই সীমাবদ্ধ করেননি। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ঘোষণা করেননি যে তিনি শুধুমাত্র ধার্মিকদের সাথে বা যারা নির্দিষ্ট ভাল কাজ করে তাদের সাথে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে তাদের ঈমানের শক্তি বা তারা কত পাপ করেছেন তা নির্বিশেষে পরিবেষ্টন করেছিলেন। অতএব, একজন মুসলমানের কখনই মহান আল্লাহর রহমত থেকে আশা হারানো উচিত নয়। কিন্তু এই হাদীসে উল্লেখিত শর্তটি লক্ষ্য করা জরুরী অর্থাৎ মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। এই স্মরণের মধ্যে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা অন্তর্ভুক্ত

যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং তাই মানুষের কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা আশা বা আশা না করে। জিহ্বা দিয়ে স্মরণ করার মধ্যে যা ভাল তা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এবং স্মরণের সর্বোচ্চ স্তর হল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদগুলি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। এটাই মহান আল্লাহর প্রকৃত স্মরণ। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে মহান আল্লাহর সঙ্গ ও সমর্থনে ধন্য হবে।

সহজ কথায়, যে ব্যক্তি যত বেশি আনুগত্য করবে এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে, তত বেশি তারা তাঁর সঙ্গ লাভ করবে। একজন যা দেয় তাই তারা পাবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে একান্তে স্মরণ করবে, তিনি তাকে একান্তে স্মরণ করবেন। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করবে, সর্বোত্তম, সর্বজনীন অর্থে, একটি সমাবেশে, মহান আল্লাহ তাকে স্বর্গীয় ফেরেশতাদের মধ্যে একটি উত্তম সমাবেশের অর্থে স্মরণ করবেন।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসের মধ্যে পাওয়া অন্যান্য উদাহরণের মতো এটিও ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষাকে নির্দেশ করে, যেমন, কেউ যা দেয় তাই তারা পাবে। আরেকটি উদাহরণ, যা এই হাদীসটিকে নিশ্চিত করে আল বাকারাহ, 152 নং আয়াতে পাওয়া যায়:

“সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি তোমাকে মনে রাখব..."

জামি আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে যে সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে তাকে স্রষ্টার দ্বারা দয়া করা হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই জড় জগতে একজন ব্যক্তি তার প্রচেষ্টা অনুসারে জিনিসগুলি গ্রহণ করে। তবুও, আশ্চর্যজনকভাবে কেউ কেউ কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই জান্নাতের উচ্চ পদ পাওয়ার আশা করে। এই শিক্ষাগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে একজন মুসলিম তাদের প্রচেষ্টার ভিত্তিতে আশীর্বাদ ও করুণা লাভ করবে। তারা যত বেশি আনুগত্য করবে আল্লাহর প্রতি, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, বিনিময়ে তারা তত বেশি পাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহ যাকে চান যাকে তিনি চান তা দিতে পারেন, তারা তাঁর আনুগত্যের জন্য যতই চেষ্টা করুক বা কম করুক না কেন, কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা এমন একটি ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন যা অনুসরণ করা আবশ্যক, তা হল তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা। আনুগত্য যাতে আরো আশীর্বাদ এবং রহমত পেতে. অতএব, প্রতিটি মুসলমানকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা কতটা মহান আল্লাহর রহমত ও আশীর্বাদ কামনা করে এবং তারপর সেই অনুসারে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য চেষ্টা করে।

এই বাস্তবতা এই হাদীসের শেষ অংশে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যেখানে মহান আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য যত বেশি চেষ্টা করা হবে, তত বেশি তাঁর রহমত তারা পাবে।

ঈমান মজবুত করা - 42

সহীহ বুখারি, 6412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দুটি নিয়ামত রয়েছে যা মানুষ প্রায়শই মূল্যায়ন করে না যতক্ষণ না তারা সেগুলি হারায়, তা হল সুস্বাস্থ্য এবং অবসর সময়।

সুস্বাস্থ্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে দুনিয়া ও ধর্মের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আশীর্বাদ লাভের সুবিধা নিতে দেয়। ছোটখাটো অসুখের পিছনে একটি প্রজ্ঞা হল যে তারা একজন মুসলিমকে সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হল যখন কেউ তার কাছে থাকা আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে, এক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্যের জন্য, ইসলামের নির্দেশিত সঠিক উপায়ে। যারা অসুস্থতার কারণে বা বার্ধক্যজনিত কারণে তাদের সুস্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছেন তাদের পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং তাই তারা জড় জগতের চেয়ে ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করে তাদের সুস্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সময় আসার আগে যখন তারা এটি করতে চায় কিন্তু শারীরিক শক্তি রাখে না তখন জামাতের সাথে তাদের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাত্রা করার জন্য তাদের সুস্বাস্থ্য ব্যবহার করা উচিত। তাদের উচিত স্বেচ্ছায় রোজা রাখা, বিশেষ করে শীতের ছোট দিনে, তারা তাদের ভালো স্বাস্থ্য হারানোর আগে। তাদের নিয়মিত স্বেচ্ছায় রাতের নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত, কারণ সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

একজনের স্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার বিষয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে তারা অবশেষে যখন এটি হারাবে, মহান আল্লাহ তাদের সেই পুরস্কার প্রদান

করতে থাকবেন যা তারা তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় ভাল কাজ করার সময় পেতেন। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা গাফিলতিতে থাকে তারা তাদের ভাল স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হবে এবং তাই তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় বা অসুস্থ হলে কোন পুরস্কার পাবে না।

ভাল স্বাস্থ্যের জন্য প্রশংসা করার এবং সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা দেখানোর একটি দিক হল তাদের সাহায্য করা যারা নিজের উপায় অনুযায়ী তাদের ভাল স্বাস্থ্য হারিয়েছে, যেমন মানসিক বা আর্থিক সাহায্য। নিয়মিত অসুস্থদের নিয়ে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একজনকে তাদের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবে।

পরিশেষে, যারা তাদের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের অসুস্থতার সময় মহান আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করবেন। যদিও, যারা তা করে না, তারা এই সমর্থন পাবে না এবং তাই অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়ার সময় অধৈর্য হয়ে উঠবে। এই নেতিবাচক মনোভাব কেবল তাদের জন্য আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে এবং তাদের অনেক পুরষ্কার হারাতে হবে।

এই উপাদানের সবকিছু কেনা যায়, এমনকি অবৈধ উপায়ে, সময় ছাড়া। এটি এমন একটি আশীর্বাদ যা মানুষকে ছেড়ে যাওয়ার পরে ফিরে আসে না। যদিও এই বাস্তবতা এখনও তাদের ধর্ম নির্বিশেষে কেউ অস্বীকার করে না, তবুও অনেক মুসলিম তাদের দেওয়া সময়কে উপলব্ধি করে না এবং সঠিক ব্যবহার করে না। আগামীকাল পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেবেন এমন মানসিকতা অনেকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে এই আগামীকাল ততক্ষণ পর্যন্ত বিলম্বিত হতে থাকে, যতক্ষণ না অনেক ক্ষেত্রে এই আগামীকাল আসে না। এবং তারা কেবল আগামীকাল এটি উপলব্ধি করতে পারে যখন এটি তাদের মৃত্যুর

সময় খুব দেরি হয়ে গেছে। যারা সৌভাগ্যবান তাদের জীবনকালে আগামীকাল এ পৌঁছাতে পেরেছে তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে মসজিদে বসবাস করতে পারে কিন্তু তারা যেহেতু জড় জগতের জন্য অনেক সময় এবং শক্তি উৎসর্গ করেছে তাদের দেহ মসজিদে থাকতে পারে, তাদের হৃদয় ও জিহ্বা এখনও মগ্ন। বস্তুগত জগতে। যারা নিয়মিত মসজিদে যান তাদের কাছে এটা স্পষ্ট। এই মুসলিমরা তাদের বয়স্ক বয়স এবং তাদের পার্থিব মানসিকতার কারণে ইসলামিক শিক্ষাগুলি শিখতে এবং তার উপর কাজ করার সম্ভাবনা কম। তাই তারা মসজিদে উপস্থিত হতে পারে তবুও তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার চালিয়ে যেতে পারে।

উপরন্তু, সময়ের সাথে সাথে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একজনের দায়িত্ব শুধুমাত্র বৃদ্ধি পায়, যেমন বিয়ে এবং সন্তান লালনপালন। তাই আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেরি করা যতক্ষণ না একজন কথিতভাবে আরও মুক্ত হয়, তা নিছক বোকামি। ইসলাম মুসলমানদেরকে দুনিয়া ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদেরকে তাদের সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে, জড়জগত থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়ে তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্বগুলিকে অযথা বা অপচয় ছাড়াই পূরণ করার জন্য এবং তারপরে তাদের বাকি প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে। স্থায়ী পরকালের জন্য প্রস্তুতি। তাদের উচিত পাপপূর্ণ ও নিরর্থক জিনিসে তাদের সময় কম ব্যবহার করা, যা তাদের ইহকাল বা পরকালের জন্য উপকারী হবে না এবং তাদের সময় এবং সম্পদের বেশি সেসব কাজে উৎসর্গ করা উচিত যা উভয় জগতে তাদের উপকার করবে। এভাবেই একজন তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। কতজন মুসলমান সততার সাথে বলতে পারে যে তারা তাদের সাময়িক দুনিয়াকে সুন্দর করার জন্য অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রচেষ্টার অধিকাংশ উৎসর্গ করেছে?

জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ বর্ণনা করেছেন যেগুলি পালন করার জন্য মুসলমানদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। মহানবী (সা.) রোজাকে ঢাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1639 নম্বরে পাওয়া অন্য একটি হাদিসে, তিনি এই উপদেশ দিয়ে আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে রোজা আগুনের বিরুদ্ধে একটি ঢাল, যেমন ঢাল একজন ব্যক্তিকে লড়াইয়ে রক্ষা করে।

এর অর্থ এই হতে পারে যে, রোজা হল এই দুনিয়ায় কষ্টের আগুন এবং পরবর্তীতে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা। উপরন্তু, রোজা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার বিরুদ্ধে একটি ঢাল, কারণ পবিত্র কুরআন রোজাকে ন্যায়পরায়ণতা অর্জনের একটি উপায় বলে ঘোষণা করেছে এবং এর একটি দিক হলো মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 183:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, রোজা ঢাল হিসেবে কাজ করে যতক্ষণ না কেউ মন্দ কথাবার্তা বা কাজের মাধ্যমে তাদের রোজা নষ্ট না করে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 2235 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ গ্রন্থে পাওয়া একটি হাদিসে রোজাদারকে

অশালীন আচরণ বা অন্যের সাথে ঝগড়া না করার জন্য সতর্ক করেছেন। বুখারী, সংখ্যা 1894।

জামে আত তিরমিযী, ৭০৭ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা চান না যে কেউ যদি অশ্লীল কথাবার্তা পরিহার না করে তবে তাদের খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করুক। এবং কর্ম। এই আচরণ পরিষ্কারভাবে রোজার উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে। প্রকৃতপক্ষে, একটি রোজা তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে প্রভাবিত করা উচিত, কেবল তাদের পাকস্থলী নয়, পাপ থেকে রক্ষা করে।

তাই একজন মুসলিমের উচিত তাদের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে এবং পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে একটি রোজার সমস্ত শিষ্টাচার ও শর্তাবলী পূরণ করা যাতে তারা সারা বছর এই আচরণটি বাস্তবায়ন করতে পারে, এমনকি তারা রোজা না থাকলেও। এটি একটি প্রকৃত রোজা যা তাকওয়া এবং দুনিয়ার কষ্ট এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে সুরক্ষার দিকে নিয়ে যায়।

মূল হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয়টি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের গুরুত্ব তুলে ধরে। এই হাদিসটি ইঙ্গিত করে যে এটি দানের মতোই গুনাহ মুছে দেয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামাযের অগণিত ফজিলত রয়েছে উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস ঘোষণা করে যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা। সেই রাত্রি যখন মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে এই পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর ক্ষমা ও রহমতের দিকে আমন্ত্রণ

জানান। এটি সহীহ বুখারী, 6321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

কেয়ামতের দিন বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি রাতের নামাযের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

"এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

সকল মুসলমানই কামনা করে যে তাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হোক এবং তাদের চাহিদা পূরণ হোক। অতএব, তাদের উচিত স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ আদায় করার জন্য সচেষ্ট হওয়া যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনা করা হয়। সবসময় উত্তর দেয়।

রাতের নামাজ কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, কারণ এটি তাদের অর্থহীন সামাজিক জমায়েত এড়াতে সাহায্য করে এবং এটি অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকেও রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রাতের নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে, বিশেষ করে ঘুমানোর আগে, কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করা উচিত , কারণ আনুগত্যকারীরা এটি সহজ মনে করে। স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ আদায় করা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হচ্ছে ফরজ নামাজ কায়েম করা।

ফরয নামায কায়েম করার অর্থ হল এর সকল আদব ও শর্ত সঠিকভাবে পূরণ করা, যেমন যথাসময়ে আদায় করা। এটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং তা ছাড়া দুনিয়া বা পরকালের সফলতা কার্যত অপ্রাপ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক আয়াত ও হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে, যেমন জামে আত তিরমিযী, ২৬১৮ নম্বরে পাওয়া যায়। এটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, নামাজ কায়েম করা ঈমানকে কুফর থেকে পৃথক করে। যারা নামায কায়েম করতে ব্যর্থ হয় তাদের ঈমান ছাড়াই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি। যেহেতু মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির উপর তাদের সীমার বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না, কোন মুসলমানের কাছে তাদের নামাজ কায়েম না করার জন্য অজুহাত নেই। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

সর্বোত্তম চেষ্টা করার দাবি করে ফরজ নামাজ কায়েম করতে ব্যর্থ হওয়া এই সত্যের বিরোধিতা করে। আর পবিত্র কুরআন যে সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ফরজ নামাজ যেহেতু ইসলামের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ, এটি ইঙ্গিত দেয় যে কেউ যদি তাদের প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের ইসলামের ঘর ভেঙ্গে পড়বে, তারা অন্য কোন ভাল কাজ করুক না কেন। ফরয নামায অন্য কোন আমল বা অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, ফরয নামায হল একজনের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব প্রমাণ। এই বাস্তব প্রমাণ ব্যতীত ইহকাল বা পরকালে সফলতা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 14:

"... আমার স্মরণের জন্য সালাত কায়েম কর।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে

[অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

ঈমান মজবুত করা - 44

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি পবিত্র কুরআনের 47 অধ্যায়ে মুহাম্মাদ, 7 নং আয়াতে পাওয়া আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করছিলাম :

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"

এই আয়াতের অর্থ হল কেউ যদি ইসলামকে সাহায্য করে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের উভয় জগতেই সাহায্য করবেন। এটা আশ্চর্যজনক যে অগণিত মানুষ মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবুও মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে এই আয়াতের প্রথম অংশটি পূরণ করে না। . বেশিরভাগ লোকেরা যে অজুহাত দেয় তা হল তাদের সৎ কাজ করার সময় নেই। তারা মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবুও তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দেবে না। এই অর্থে করা হয়? যারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে না এবং তাদের প্রয়োজনের মুহুর্তে মহান আল্লাহর সাহায্যের আশা করে তারা নিতান্তই মূর্খ। এবং যারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তবুও তাদের অতিক্রম করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তারা যে সাহায্য পাবে তা সীমিত। একজন কিভাবে আচরণ করে তাদের সাথে কিভাবে আচরণ করা হয়। যত বেশি সময় এবং শক্তি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা হবে, তারা তত বেশি সমর্থন পাবে। এটা সত্যিই যে সহজ.

একজন মুসলমানকে বুঝতে হবে যে বেশিরভাগ বাধ্যতামূলক কর্তব্য, যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, একজনের দিনে অল্প সময় লাগে। একজন মুসলমান প্রতিদিন মাত্র এক ঘণ্টা ফরজ নামাজের জন্য উৎসর্গ করার এবং তারপর সারাদিনের জন্য মহান আল্লাহকে অবহেলা করার এবং সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও তাঁর অব্যাহত সমর্থন আশা করতে পারে না। একজন ব্যক্তি এমন একজন বন্ধুকে অপছন্দ করবে যে তাদের সাথে এমন আচরণ করে। তাহলে বিশ্বজগতের রব মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে এমন আচরণ কিভাবে করা যায়?

কেউ কেউ শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় নিবেদন করে, যখন তারা কোন পার্থিব সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে তা সমাধানের দাবি করে যেন তারা স্বেচ্ছায় সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ করেছেন। এই মূর্খ মানসিকতা স্পষ্টতই মহান আল্লাহর দাসত্বের বিরোধিতা করে। এটা আশ্চর্যজনক যে এই ধরনের ব্যক্তি কীভাবে তাদের অন্যান্য অবসরের কাজগুলি করার জন্য সময় খুঁজে পান, যেমন পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো, টিভি দেখা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা কিন্তু মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উত্সর্গ করার জন্য কোন সময় খুঁজে পান না। তারা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার এবং গ্রহণ করার সময় খুঁজে পায় না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন ও আমল করার সময় খুঁজে পাচ্ছেন বলে মনে হয় না। এই লোকেরা কোনওভাবে তাদের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা ব্যয় করার জন্য সম্পদ খুঁজে পায় তবে স্বেচ্ছায় দাতব্য দান করার মতো কোনও সম্পদ খুঁজে পায় না।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুসলিম তাদের আচরণ অনুযায়ী আচরণ করা হবে। অর্থ, যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় উৎসর্গ করে, তাহলে তারা নিরাপদে সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন পাবে। কিন্তু যদি তারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় বা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য কোন সময় নিবেদন না করে শুধুমাত্র তা পালন করে, তাহলে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবে। সহজ করে বললে, কেউ যত বেশি দেবে তত বেশি পাবে। কেউ বেশি না দিলে বিনিময়ে বেশি আশা করা উচিত নয়।

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের নিয়ে চিন্তা করছিলাম, এবং কী তাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সর্বকালের সেরা দলে পরিণত করেছে। তারা যে শারীরিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জীবদ্দশায় পর্যবেক্ষণ করেছেন তা অবশ্যই একটি বিষয়। কিন্তু যে কেউ তাদের জীবন এবং তাদের সৎকর্ম সম্পর্কে জানে সে বোঝে যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই অনন্য এবং মহান কাজের চেয়েও বেশি কিছু।

তাদের শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রধান কারণ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে জড়িত একটি হাদীসে দেখানো হয়েছে, যা সহীহ মুসলিমের ৬৫১৫ নম্বরে পাওয়া যায়। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সওয়ার ছিলেন। মরুভূমিতে তার পরিবহনে যখন তিনি একজন বেদুইনকে দেখতে পেলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেদুইনকে অভিবাদন জানালেন, বেদুঈনের মাথায় তার পাগড়ী রাখলেন এবং বেদুইনকে তার বাহনে আরোহণের জন্য জোর দিলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হয়েছিল যে তিনি বেদুইনকে যে সালাম দিয়েছিলেন তা যথেষ্ট ছিল কারণ বেদুইনরা মহান সাহাবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সন্তুষ্ট হতেন। , তাকে অভিবাদন। তবুও, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যান এবং বেদুইনদেরকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেন যে, তিনি এটা করেছেন শুধুমাত্র কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে সম্মান করতে পারে এমন একটি সর্বোত্তম উপায় হল তাদের প্রতি ভালবাসা ও

সম্মান প্রদর্শন করা। পিতামাতার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন যে, বেদুঈনের পিতা তাঁর পিতার বিশ্বস্ত সেনাপতি উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন।

এই ঘটনাটি সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তারা কেবল বাধ্যতামূলক দায়িত্বই পালন করেনি এবং সমস্ত পাপ পরিহার করেনি বরং তাদের জন্য সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মাত্রায় সুপারিশ করা সমস্ত কাজ সম্পূর্ণরূপে পূরণ করেছে। তাদের আত্মসমর্পণ তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে একপাশে রেখে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করতে বাধ্য করেছিল। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, বেদুইনকে সহজেই উপেক্ষা করতে পারতেন কারণ তার করা কোনো কাজই এখনও বাধ্যতামূলক ছিল না, অনেক মুসলিম যারা এই অজুহাত ব্যবহার করবে তার বিপরীতে, তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি যেভাবে করেছিলেন সেভাবে কাজ করেছিলেন। .

ইসলামের শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের অভাবই মুসলমানদের ঈমানকে দুর্বল করে দিয়েছে। কেউ কেউ শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং অন্যান্য সৎ কাজ থেকে দূরে সরে যায়, যেমন স্বেচ্ছায় দাতব্য, যা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী বলে দাবি করে যে কাজগুলি বাধ্যতামূলক নয়। সকল মুসলমান পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে শেষ হতে চায়। কিন্তু তাদের পথ বা পথে না চললে এটা কিভাবে সম্ভব? কোন মুসলমান যদি তাদের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ অনুসরণ করে তাহলে তারা কিভাবে তাদের সাথে মিলিত হবে? তাদের সাথে শেষ করতে তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু এটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে যেমনটি তারা করেছিল, তার পরিবর্তে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার পরিবর্তে।

ঈমান মজবুত করা - 46

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করছিলাম: অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

সকল মুসলমানের ইসলামে বিশ্বাস আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের শক্তি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে কারণ তাদের পরিবার তাদের বলেছিল যে তারা প্রমাণের মাধ্যমে এটিকে বিশ্বাস করে তার মতো নয়। যে ব্যক্তি কোন কিছুর কথা শুনেছে সে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না যেভাবে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এর একটি কারণ হল একজন মুসলমানের ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার এটাই সর্বোত্তম উপায়। এটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততা যত বেশি শক্তিশালী তারা সঠিক পথে অবিচল থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, বিশেষত যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয়। উপরন্তু, সুনানে ইবনে মাজা, 3849

নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন একটি সর্বোত্তম জিনিস হিসাবে বিশ্বাসের নিশ্চিত হওয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্ঞানটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শুধু একটি সত্য ঘোষণা করেননি বরং উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রমাণও দিয়েছেন। অতীতের জাতির মধ্যে যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায় তা নয়, উদাহরণগুলি যা নিজের জীবনে স্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো একজন ব্যক্তি কোনো জিনিসকে ভালোবাসে যদিও তা পেয়ে গেলে তাকে কষ্ট দেয়। একইভাবে, তারা একটি জিনিস ঘৃণা করতে পারে যখন তাদের জন্য অনেক ভাল লুকিয়ে আছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ইতিহাসে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে যেমন হুদাইবার চুক্তি। কিছু মুসলমান বিশ্বাস করেছিল যে এই চুক্তিটি, যা মক্কার অমুসলিমদের সাথে করা হয়েছিল, সম্পূর্ণরূপে পরবর্তী গোষ্ঠীর পক্ষে হবে। তবুও, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষপাতী ছিল। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, 2731 এবং 2732 নম্বরে পাওয়া হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ যদি তাদের নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা অনেক উদাহরণ পাবে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি তাদের জন্য খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে। এই উদাহরণগুলি এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা (বিচার দিবস) দেখবে যেদিন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে কিভাবে বড় বড় সাম্রাজ্য এসেছে এবং গেছে। কিন্তু যখন তারা চলে গেল তখন এমনভাবে চলে গেল যেন তারা ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতেই ছিল। তাদের কয়েকটি চিহ্ন বাদে সবগুলি এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে যেন তারা পৃথিবীতে প্রথম স্থানে ছিল না। একইভাবে, যখন কেউ তাদের নিজের জীবনের প্রতি চিন্তাভাবনা করে তখন তারা বুঝতে পারে যে তারা যতই বয়সী হোক না কেন এবং নির্দিষ্ট কিছু দিন যতই ধীরগতির মনে হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন এখন পর্যন্ত ঝাঁকুনিতে কেটে গেছে। এই আয়াতের সত্যতা বোঝা একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততাকে শক্তিশালী করে এবং এটি তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এ ধরনের উদাহরণে পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে এই খোদায়ী শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবং জান্নাতের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া পথে অবিচল থাকবে।

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অনেক মুসলমান আছে যারা হালাল জিনিস কামনা করে, যেমন একটি শিশু এবং মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা বেছে নিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে তারা পবিত্র কুরআন এবং ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মতো হালাল উপায়ে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে। পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যা ইসলামে স্পষ্টতই জায়েজ। তবুও, এই সমস্ত প্রচেষ্টা এবং চাপের পরেও তারা ইসলামের একটি সরল কিন্তু গভীর শিক্ষা বুঝতে পারে না বা কাজ করে না যা তাদের অনুসন্ধানে সহায়তা করবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রায়শই কিছু নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করে যা শুধুমাত্র তাদের অনুরোধ পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমানকে বোঝার জন্য একজন পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই যে, মহান আল্লাহর রহমত যদি তাদের কাছ থেকে সরে যায় তবে একজন মুসলমানের জন্য তারা যা চায় তা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। উদাহরণস্বরূপ, এটি ঘটতে পারে যখন কেউ অন্যকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই ব্যক্তিকে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। অভিশাপের ফলে মহান আল্লাহর রহমত দূর হয়ে যায়। এই মুসলিমদের মধ্যে কেউ কেউ যারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে জিনিস কামনা করে, তারাও গীবত করে এবং অন্যদের অপবাদ দেয়। এটি মহান আল্লাহর রহমতকেও অপসারণের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1:

"দুর্ভোগ প্রত্যেক নিন্দুক ও গীবতকারীর জন্য।"

আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে যা মহান আল্লাহর রহমতকে অপসারণের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে একজনের অনুরোধ পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। মুসলমানদের তাই তাদের বৈধ ইচ্ছা পূরণের জন্য আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মতো অন্যান্য উপায় খোঁজার আগে জ্ঞানের সন্ধান এবং কাজ করার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতির উপর কাজ করা উচিত কারণ এই জিনিসগুলি তাদের আচরণ সংশোধন না করা পর্যন্ত তাদের অনুরোধ পূরণে তাদের সাহায্য করবে না।

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি শয়তানের একটি শক্তিশালী অস্ত্র এবং ফাঁদ নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা প্রতিটি মুসলমানকে তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে প্রভাবিত করতে পারে। শয়তান মুসলমানদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে তারা সর্বদা তাদের চেয়ে খারাপ আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখবে যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে তাদের অভাবকে সমর্থন করে এবং তাদের চরিত্র ও আচরণকে আরও উন্নত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমান যে তাদের ফরজ নামাজ একবারে আদায় করে, সে এমন একজনকে দেখবে যে নিজেকে ভালো বোধ করার জন্য আদৌ নামাজ পড়ে না। একজন চোর একজন খুনীর দিকে তাকাবে এবং নিজেকে বোঝাবে চুরি করা এতটা খারাপ নয়। উদাহরণ অন্তহীন. এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, কিভাবে এই মুসলিমরা এত সহজে তাদের চেয়ে খারাপ লোকদের দেখে যে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাদের প্রচেষ্টার অভাবকে জায়েজ করার জন্য, কিন্তু এই একই লোকেরা তাদের থেকে খারাপ অবস্থানে থাকা লোকদের লক্ষ্য করবে না যখন তারা অসুবিধা সম্মুখীন উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি পিঠের ব্যথায় ভুগছেন তিনি শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করবেন না যাতে এটি তাদের অভিযোগ করতে বাধা দেয়। জামে আত তিরমিযী, 2513 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা এই মনোভাব বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু, যারা তাদের আচরণে খারাপ দেখায় তাদের পর্যবেক্ষণ করা যদি পার্থিব আদালতে শাস্তি থেকে রক্ষা না করে, যেমন একজন চোরকে বিচারক ক্ষমা করে দেয় কারণ পৃথিবীতে অনেক খুনি আছে, তাহলে এই অজুহাত টিকে থাকবে কিভাবে কল্পনা করা যায়? মহান আল্লাহর দরবারে?

তাই মুসলমানদের উচিত শয়তানের এই ফাঁদ পরিহার করে তাদের থেকে যারা ভালো দেখায় তাদের পর্যবেক্ষণ করে যাতে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের চরিত্র ও আচরণ ক্রমান্বয়ে উন্নত করতে অনুপ্রাণিত হয়। মহান আল্লাহ তা'আলা এর অর্থ দাবি করেন, তিনি পরিপূর্ণতা দাবি করেন না।

ঈমান মজবুত করা - 49

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই প্রশ্ন করে যে কিভাবে তারা তাদের পার্থিব জীবনের সাথে মানানসই করার জন্য তাদের বিশ্বাসকে ঢালাই করার পরিবর্তে তাদের জীবনকে তাদের বিশ্বাসের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এটি অর্জনের একটি উপায় হল মহিলাদের জন্য ফরয নামায পড়ার সাথে সাথেই আদায় করা এবং পুরুষদের জন্য মসজিদে ফরয নামায পড়া। যেহেতু নামাজ কায়েম করা ইসলামের প্রধান স্তম্ভ, যা জামি আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যখন কেউ এটিকে বর্ণনা অনুযায়ী পালন করে তখন এটি তাদের পার্থিব কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করে যাতে তারা তাদের বাধ্যতামূলক নামাজের আশেপাশে মানানসই হয়। পক্ষান্তরে, যখন কেউ তাদের ফরজ নামাজ দেরিতে আদায় করে বা মসজিদের পরিবর্তে ঘরে বসে ফরজ নামাজ আদায় করা সহজ হয়ে যায় তার পার্থিব সময় টেবিলের চারপাশে যা তাদের পার্থিব জীবনে তাদের ঈমানকে ঢালাই করে। সঠিক মনোভাব একজনকে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে বাধা দেবে, যেমন অপ্রয়োজনীয়ভাবে শপিং সেন্টার পরিদর্শন করা, কারণ এটি প্রায়শই একজন মুসলমানকে সময়মতো বা মসজিদে তাদের বাধ্যতামূলক নামাজ পড়তে বাধা দেয়। এই অপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা একজনকে তাদের ধর্মের চারপাশে তাদের জীবনকে ঢালাই করতে দেয়।

উপরন্তু, সময়মত ফরয নামায পড়া যেহেতু আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলির মধ্যে একটি, সুনানে আন নাসাই, 611 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের এই অভ্যাসটি মেনে চলা উচিত এবং তাদের ফরয নামায স্থগিত করা উচিত নয়। একটি অত্যন্ত ভাল কারণ ছাড়া যা শুধুমাত্র খুব কমই ঘটে। যদি কেউ তাদের জীবনকে তাদের বিশ্বাসের সাথে ঢালাই করতে চায়

তবে তাদের অবশ্যই সময়মতো তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে হবে যত তাড়াতাড়ি তারা মহিলাদের জন্য হবে এবং পুরুষদের উচিত মসজিদে জামাতের সাথে পূরণ করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা এই জড় জগতের আধিক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে।

ঈমান মজবুত করা - 50

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের প্রায়শই তাদের জীবনে এমন সময় থাকে যেখানে তারা তাদের উপাসনার পরিমাণ বাড়িয়ে নিজেদেরকে পরিশ্রম করে। এটি প্রায়শই পবিত্র রমজান মাসে ঘটে যেখানে মুসলমানরা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর পরিশ্রম করে তাদের জীবন পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়। অল্প সময়ের মধ্যে অত্যধিক পরিশ্রম করার সমস্যাটি হল যে এটি প্রায়শই একজনকে হাল ছেড়ে দেয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সর্বপ্রথম, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, 43 নং হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদীসে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন যে, নিজেদের উপর অতিরিক্ত বোঝা না নেওয়ার জন্য এবং শুধুমাত্র স্বেচ্ছাকৃত কাজগুলি করার জন্য যা তারা পরিচালনা করতে পারে। তিনি এই ঘোষণা দিয়ে উপসংহারে এসেছিলেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলি হল সেগুলি যেগুলি তাদের আকার নির্বিশেষে নিয়মিত করা হয়। মুসলমানদের তাই এই উপদেশ মেনে চলা উচিত কারণ তারা দীর্ঘ সময় ধরে তাদের আনুগত্য বজায় রাখার সম্ভাবনা বেশি।

বাস্তবে, গুরুত্বপূর্ণ সময়টি সেই সময় নয় যেখানে একজন আধ্যাত্মিক উচ্চতা অনুভব করে এবং অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালায়। গুরুত্বপূর্ণ সময় হল যখন কেউ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে কারণ আধ্যাত্মিক উচ্চতা খুব কমই স্থায়ী হয়। মুসলমানদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা যতই আধ্যাত্মিক উচ্চতা থেকে ফিরে আসুক না কেন তাদের অবশ্যই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে হবে। অতঃপর তাদের উচিৎ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য শেখার ও আমল করার জন্য কিছু সময় দেওয়া। এভাবে ধাপে ধাপে পরিবর্তন করা স্বল্প সময়ের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করার চেয়ে অনেক ভালো এবং পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হলে দীর্ঘ মেয়াদে মহান আল্লাহর প্রতি

তাদের উন্নত আনুগত্য বজায় রাখার একটি বড় সম্ভাবনা রয়েছে। . মুসলমানদের রাতারাতি সাধু হওয়ার দাবি কেউ করছে না। উন্নতির জন্য সময় লাগে কিন্তু এর অর্থ হল একজনের স্থির থাকা উচিত নয় এবং প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের উন্নতির জন্য ছোট কিন্তু নিয়মিত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে।

ঈমান মজবুত করা - 51

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যতই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করুক বা যতই ইবাদত ও সৎকর্ম করুক না কেন তারা শয়তানের আক্রমণ ও ফাঁদ থেকে কখনই নিরাপদ থাকবে না। এর কারণ হল শয়তান প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের কতটা জ্ঞানের অধিকারী এবং তারা কতটা সৎ কাজ করে সে অনুযায়ী আক্রমণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, যে মুসলমান তাদের বাধ্যতামূলক নামায পড়াতে কঠোর, তাদেরকে মসজিদে জামাতে না পড়ার জন্য বা তাদের ফরয নামায তাদের শুরুর সময়ের পরে বিলম্বিত করার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করবেন কারণ তিনি জানেন যে তিনি বোঝাতে সক্ষম হবেন না। তাদের ফরজ নামাজ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা। অথচ, যে মুসলমান তাদের ফরজ নামাজ কায়েম করার জন্য সংগ্রাম করছে তাদের ব্যাপারে তিনি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে তাদের নামাজ প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন তাই তাদের উচিত তখনই নামাজ পড়া উচিত যখন তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। যারা অনেক স্বেচ্ছামূলক সৎ কাজ করে তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর কাজ না করার জন্য তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন যাতে তারা মিথ্যা এবং গীবত করার মতো খারাপ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাদের ভাল কাজগুলিকে ধ্বংস করতে থাকে।

শয়তানের লক্ষ্য থাকে একজন ব্যক্তিকে উচ্চ স্তরে পৌঁছানো থেকে বিরত রাখা যদি সে তাকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে পদমর্যাদায় পড়তে রাজি করতে না পারে। অতএব, মুসলমানদের সর্বদা তার আক্রমন ও ফাঁদ থেকে সতর্ক থাকা উচিত, পদমর্যাদা বৃদ্ধি, তাদের চরিত্রের উন্নতি এবং অবাধ্যতামূলক কাজগুলি এড়ানোর জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যা সমস্ত কিছু ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়।

ঈমান মজবুত করা - 52

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের শক্তি কমেছে। প্রতিটি মুসলমান তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে বিশ্বাস করে এবং সন্দেহ করে যে এটি তাদের বিশ্বাস হারাতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য লাভের চাবিকাঠি দিয়েছেন যা সারা বিশ্বে মুসলিমরা যে দুর্বলতা ও শোক অনুভব করছে তা দূর করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

" সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে যদি তোমরা [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উভয় জগতে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য অর্জনের জন্য মুসলমানদেরকে প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে। প্রকৃত বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন অন্যের জন্য ভালোবাসা, যা নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য একজনকে ইসলামিক শিক্ষা ও আমল করতে হবে। শিক্ষা এই মনোভাবের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আর মুসলমানরা যদি তা অর্জন করতে

চায় তবে তাদের অবশ্যই এই সঠিকভাবে পরিচালিত মনোভাবের দিকে ফিরে আসতে হবে। যেহেতু মুসলমানরা পবিত্র কোরআনে বিশ্বাস করে তাদের উচিত এই সহজ শিক্ষাটি বোঝা এবং এর উপর আমল করা।

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলমান একটি দুর্বল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে যা তাদের উন্নতি করতে বাধা দেয়। যথা, তারা তাদের পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতিকে অন্যদের সাথে তুলনা করে যারা সহজ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং এটিকে একটি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি না করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি পূর্ণ সময় কাজ করেন তিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যে প্রচেষ্টার অভাবকে অজুহাত দেন, নিজেকে এমন একজনের সাথে তুলনা করে যিনি খণ্ডকালীন কাজ করেন এবং কেবল দাবি করেন যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা তাদের পক্ষে সহজ। যেহেতু তাদের বেশি অবসর সময় আছে। অথবা একজন দরিদ্র মুসলিম যারা বেশি সম্পদের অধিকারী তাদের দেখে এবং দাবী করে যে ধনী ব্যক্তি তাদের চেয়ে বেশি সহজে দান করতে পারে তা দেখে কোন প্রকার দান করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে এই অজুহাতগুলি তাদের আত্মাকে ভাল বোধ করতে পারে তবে এটি তাদের এই পৃথিবীতে বা পরকালে সাহায্য করে না। মহান আল্লাহ, মানুষ অন্যের উপায় অনুযায়ী কাজ করতে চান না, তিনি কেবল চান যে মানুষ তাদের নিজস্ব উপায় অনুযায়ী তার আনুগত্যের মধ্যে কাজ করুক। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি পূর্ণ সময় কাজ করেন তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের জন্য যে অবসর সময় পান তা উৎসর্গ করতে পারেন, যদিও তা খণ্ডকালীন কাজ করা ব্যক্তির চেয়ে কম হয়। এই ক্ষেত্রে পার্ট টাইমার যা করে তার উপর কোন প্রভাব নেই যিনি পুরো সময় কাজ করেন তাই তাদের কঠোর পরিশ্রম না করার অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করা কেবল একটি খোঁড়া অজুহাত। দরিদ্র মুসলমানের উচিত কেবল তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা, যদিও তা ধনী ব্যক্তির চেয়ে অনেক কম হয়, কারণ

মহান আল্লাহ তাদের যা করেন তার বিচার করবেন এবং অন্যান্য মুসলমান যা করেন সে অনুযায়ী তিনি তাদের বিচার করবেন না।

মুসলমানদের উচিত এইসব অযথা অজুহাত ত্যাগ করা এবং তাদের নিজস্ব উপায়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা।

ঈমান মজবুত করা - 54

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যদি একজন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়, যেমন একটি বাড়ি আঁকা, তারা যদি অন্য দায়িত্ব করার সিদ্ধান্ত নেয়, যেমন বাড়ি ঘোরাফেরা করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তাদের মজুরি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যদিও তারা যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা খারাপ নয় কিন্তু যেহেতু তারা একটি কাজ বেছে নিয়েছে তাদের নিয়োগ করা হয়নি কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের নিয়োগকর্তাকে অসন্তুষ্ট করবে। এটি বোঝা এবং গ্রহণ করা সহজ। একইভাবে, একজন মুসলমানকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতগুলি পালন করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা যদি অন্য কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই দায়িত্বকে অবহেলা করে তবে তা নির্বিশেষে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে এটি বৈধ, যেমন তাদের প্রয়োজনের বাইরে এই জড় জগতের আধিক্য অনুসরণ করা, এমন কাজ করা যা দুটি ঐশ্বরিক উত্সে যা নির্দেশ করা হয়েছে তার থেকে আলাদা বা কেবল বেআইনি তাদের উচিত। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার আশা করবেন না, যেমন তিনি স্পষ্ট করেছেন মুসলমানদের কি করা উচিত। একইভাবে একজন কর্মচারী যে ভিন্ন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয় তাদের মজুরি পাওয়ার আশা করা উচিত নয় এবং এমন একজন মুসলিমেরও উচিত নয় যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যা চেষ্টা করার জন্য বলা হয়েছে তা ছাড়া অন্য কিছুর জন্য সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। মুসলিমের ক্ষেত্রে মজুরির মধ্যে রয়েছে দোয়া, রহমত এবং উভয় জগতের মহান আল্লাহর ক্ষমা। সহজভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমান যদি এই মজুরি পেতে চায় তবে তাদের অবশ্যই তাদের কাজ করতে হবে এবং তাদের দায়িত্বের পরিপন্থী বা তাদের কর্তব্য থেকে ভিন্ন জিনিসগুলিতে নিজেকে ব্যস্ত করতে হবে না।

ঈমান মজবুত করা - 55

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অনেক মুসলমান আছে যারা তাদের অনেক সময়, শ্রম এবং সম্পদ এমন জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে যা সৎ কাজ বা পাপ নয়, এগুলো নিরর্থক জিনিস। নিরর্থক জিনিসগুলির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অর্জন করাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যেমন প্রয়োজনের বাইরে নিজের ঘরকে সুন্দর করা। যদিও, তারা তাদের দাবিতে সঠিক হতে পারে যে তারা পাপ করছে না, একটি সত্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। যথা, সময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মূল্যবান উপহার, যা একবার চলে গেলে লাভ করা যায় না। সময় ছাড়া অন্য সব জিনিস যেমন সম্পদ অর্জন করা যায়। সুতরাং যখন কেউ তাদের সময় এবং অন্যান্য আশীর্বাদ যেমন সম্পদকে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত জিনিসের অর্থ, নিরর্থক জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে, তখন তা বিচার দিবসে একটি বড় আফসোসের দিকে নিয়ে যায়। এটি তখন ঘটবে যখন তারা তাদের সময়কে সদ্ব্যবহার করে এবং সৎকাজ সম্পাদনকারীদের প্রদত্ত পুরষ্কার দেখে। সময় নষ্টকারীরা পাপ এড়িয়ে যেতে পারে যা তাদের শাস্তি থেকে বাঁচায় কিন্তু তারা অযথা কাজে সময় নষ্ট করার কারণে তারা সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে। এবং তারা অবশ্যই তাদের সময় এবং অন্যান্য আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে তারা যে পুরষ্কার অর্জন করতে পারত তা অবশ্যই হারাবে।

উপরন্তু, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যত বেশি নিরর্থক জিনিসে লিপ্ত হয় সে তত বেশি বাড়াবাড়ি এবং অপচয়ের মধ্যে পড়ে যা উভয়ই দোষের যোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, যারা আশীর্বাদ নষ্ট করে তারা শয়তানের ভাইবোন বলে বিবেচিত হয়। এবং এটি তর্ক করা যেতে পারে যখন কেউ নিরর্থক জিনিসের জন্য তাদের সময় উৎসর্গ করে যে তারা প্রকৃতপক্ষে সময়ের মূল্যবান আশীর্বাদকে নষ্ট করেছে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 27:

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই..."

ঈমান মজবুত করা - 56

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করছিলাম: অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 38:

"...এবং শয়তান তাদের কাজকে তাদের জন্য আনন্দদায়ক করে তুলেছিল এবং তাদের পথ থেকে বিরত রেখেছিল ..."

এই আয়াতে উল্লিখিত শয়তান তাদের জন্য ভুল পছন্দকে সুন্দর করে পাপ করার জন্য এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মানুষকে বোকা বানায়। এটি এমন পরিস্থিতিতে ঘটে যখন একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই দুই বা ততোধিক বিকল্পের মধ্যে একটি পছন্দ করতে হবে। এটি তখনও ঘটে যখন পছন্দটি বৈধ এবং অবৈধ এবং এমনকি দুটি বৈধ বিকল্পের মধ্যেও হয়। শয়তান যদি কাউকে পাপের দিকে পরিচালিত করতে না পারে তবে সে তাকে নিকৃষ্ট বিকল্পের দিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে, এমনকি এটি বৈধ হলেও, আশা করে যে এটি কোনও ধরণের পাপের দিকে নিয়ে যাবে, যেমন একজন ব্যক্তি জীবন এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করে। শয়তান একটি পছন্দকে সুন্দর করে তোলে যার ফলে একজনকে তার আপাত সুবিধার উপর এমন মাত্রায় মনোযোগ দেয় যে তারা বড় ছবি এবং পছন্দের পরিণতির উপর মনোযোগ হারায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক তখন এমন একটি শিশুর মতো আচরণ করে যে তাদের কর্মের ফলাফলের প্রতিফলন ছাড়াই পছন্দ করে। মানুষের পাপ করার জন্য এটি একটি প্রধান কারণ। বাস্তবে, কেউ যদি সত্যিই পাপের শাস্তির প্রতি চিন্তা করে তবে তারা কখনই সেগুলি করবে না।

কিছু যা এই ধরনের পরিস্থিতিতে সাহায্য করে তা হল মানসিকভাবে এক ধাপ পিছিয়ে যাওয়া এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা এবং ক্ষতির তুলনা করে বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা। শুধুমাত্র যখন কোন কিছুর বৈধ সুবিধা ক্ষতির চেয়ে বেশি হয় তখনই একজন ব্যক্তির এগিয়ে যাওয়া উচিত। অন্য জিনিস যা সাহায্য করে তা হল সম্ভাব্য বিকল্পগুলির পরিণতির উপর গভীরভাবে চিন্তা করা। কিছু পছন্দ বৈধ হতে পারে কিন্তু কেউ যদি সেগুলির সাথে এগিয়ে যায় তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে তাদের জীবনকে কঠিন করে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কখনও কখনও লোকেরা দৃশ্যত পছন্দ করে এমন কাউকে বিয়ে করতে ছুটে যায়। তারা তাদের সিদ্ধান্তকে শুধুমাত্র তাদের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে অন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির উপর প্রতিফলিত করার পরিবর্তে, উদাহরণস্বরূপ, তাদের সম্ভাব্য ভবিষ্যত সঙ্গী যদি একজন ভাল জীবনসঙ্গী বা একজন ভাল পিতামাতা তৈরি করে এবং যদি তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যে তাদের সাহায্য করে। অনেক বিবাহ বিবাহবিচ্ছেদে শেষ হয়েছে কারণ দম্পতি একটি সম্ভাব্য বিবাহের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে প্রতিফলিত করেনি। অনেক লোক প্রায়ই দাবি করে যে তাদের বিয়ের আগে তাদের জীবনসঙ্গী খুব আলাদা ছিল কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা একেবারেই বদলায়নি। সত্য হল বিয়ের আগে তারা তাদের সাথে এতটা সময় কাটায়নি তাই তারা কিছু বৈশিষ্ট্য পালন করেনি যা বিয়ের পরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কেউ কেউ প্রায়ই অ্যাকশনে ছুটে যান এবং পরে অনুশোচনা করেন কারণ তাদের পছন্দ তাদের আরও সমস্যা সৃষ্টি করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সমস্যাটি প্রথম স্থানে বড় ব্যাপার ছিল না। এই ধরনের ক্রিয়া কেবল তখনই এড়ানো যায় যখন কেউ পরিস্থিতির উপর প্রতিফলন করে এবং একটি পদক্ষেপ এগিয়ে নেওয়ার বৃহত্তর চিত্রের অর্থ, বিস্তৃত এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব এবং পরিণতিগুলি পর্যবেক্ষণ করে।

একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শুধুমাত্র কিছু বৈধ বা বেআইনি কিনা তা মূল্যায়ন করা উচিত নয়। যদিও, এটি এখনও বিবেচনা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটি একমাত্র জিনিস নয়। অনেক আইনসম্মত ভুল পছন্দ, যা শয়তান দ্বারা সুশোভিত করা হয়, তা জীবনে আরও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে কোনো পছন্দ করার আগে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একধাপ পিছিয়ে যেতে হবে এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশনায় এর বৈধতা এবং এর সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী উপকারিতা ও ক্ষতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্যের ধারায় শান্তি ও বরকত দান করতে হবে। তার উপর যারা এইরকম আচরণ করে তারা খুব কমই একটি ভুল পছন্দ করবে তারা পরে অনুশোচনা করবে।

ঈমান মজবুত করা - 57

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছিলাম যে প্রত্যেক মুসলমান প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), অন্যান্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। , পরকালে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি উদ্ধৃত করে, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি পরকালে তাদের সাথে থাকবে যাদের তারা ভালবাসে। আর এর কারণে তারা মহান আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে তারা এই ফলাফল কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসার দাবি করে, তবুও তারা তাকে খুব কমই চেনে কারণ তারা তাঁর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত। এটা বোকামি যে কিভাবে একজন সত্যিকারের ভালোবাসতে পারে যাকে তারা জানে না?

উপরন্তু, যখন এই লোকদের কাছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের ভালবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, হাশরের দিনে তারা কি বলবে? তারা কি উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ হচ্ছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন, চরিত্র ও শিক্ষার উপর অধ্যয়ন ও আমল করা। এই প্রমাণ ছাড়া একটি ঘোষণা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। এটা খুবই সুস্পষ্ট কারণ সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে ভালো ইসলামকে কেউ বুঝতে পারেনি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেন। এই কারণেই তারা পরকালে তার সাথে থাকবে।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালবাসা হৃদয়ে রয়েছে এবং এটিকে কাজের মাধ্যমে দেখানোর প্রয়োজন হয় না তারা সেই ছাত্রের মতো বোকা যে ছাত্রটি তাদের শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে জ্ঞান তাদের মনে রয়েছে তাই তাদের কার্যত লিখতে হবে না। কাগজে নিচে এবং তারপর এখনও পাস করার আশা.

যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, সে মহান আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

পরিশেষে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালবাসা দাবি করে, তাদের উপর শান্তি। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা অবশ্যই বিচারের দিন তাদের সাথে থাকবে না। এক মুহূর্তের জন্য যদি কেউ এই সত্যটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

ঈমান মজবুত করা - 58

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য একটি সহজ অথচ গভীর পাঠ বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা কখনো ইহকাল বা পরকালে পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সফল হতে পারবে না। কালের ঊষালগ্ন থেকে এই যুগ পর্যন্ত এবং শেষ সময় পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারেনি এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে কখনোই হবে না। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অতএব, যখন একজন মুসলমান এমন একটি পরিস্থিতিতে থাকে যা থেকে তারা একটি ইতিবাচক এবং সফল ফলাফল অর্জন করতে চায় তখন তাদের কখনই মহান আল্লাহকে অমান্য করা বেছে নেওয়া উচিত নয়, তা যতই প্রলুব্ধ বা সহজ মনে হোক না কেন। এমনকি যদি একজনকে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়রা তা করার পরামর্শ দেয় কারণ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কখনই মহান আল্লাহ ও তাঁর শাস্তি থেকে তাদের এই দুনিয়া বা পরকালে রক্ষা করতে পারবে না। একইভাবে, মহান আল্লাহ, যারা তাঁর আনুগত্য করে তাদের সাফল্য দান করেন তিনি তাঁর অবাধ্যদের থেকে একটি সফল পরিণতি সরিয়ে দেন যদিও এই অপসারণটি সাক্ষী হতে সময় লাগে। একজন মুসলিমকে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি শীঘ্র বা পরে ঘটবে। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছে যে, এই শাস্তি বিলম্বিত হলেও একটি মন্দ পরিকল্পনা বা কর্ম কেবলমাত্র কর্মকারীকে বেষ্টন করে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ব্যতীত ঘিরে রাখে না..."

অতএব, পরিস্থিতি এবং পছন্দ যতই কঠিন হোক না কেন মুসলমানদের সর্বদা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেওয়া উচিত কারণ এই সাফল্য অবিলম্বে স্পষ্ট না হলেও উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।

ঈমান মজবুত করা - 59

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটি সাধারণত লক্ষ্য করা যায় যে ইসলামী বছরের বিশেষ দিন ও রাতে, যেমন শক্তির রাত, যা সুনানে আবু দাউদ, 1386 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে রমজান মাসের 27 তম রাতে বলে মনে করা হয়। , মুসলমানরা ড্রোনে বেরিয়ে আসে এবং মসজিদে বাস করে বা বাড়িতে বেশি প্রার্থনা করে। যদিও, এটি একটি ভাল জিনিস এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুসলমানের কেবল ইসলামী বছরের বিশেষ দিন এবং রাতে এই পদ্ধতিতে আচরণ করা উচিত নয়। বরং তাদের উচিত তাদের প্রতি অবহেলা না করে তাদের দায়িত্ব পালন করে সারা বছর ধরে প্রতিটি দিন ও রাতকে সম্মান করা। তাদের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে বছরের একটি দিন বা রাতের উপাসনা তাদের বাকি বছরের অবহেলার জন্য তৈরি করবে কারণ এটি সম্পূর্ণ অসত্য এবং শয়তানের কৌশল। একজন মুসলিম হওয়া একটি 24/7 কর্তব্য এটি একটি কর্তব্য নয় যা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট দিন এবং রাতে প্রসারিত হয়। অর্থ, একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে, ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবেলা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি দিন মানুষের অধিকার পূরণ করতে হবে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। কিছু দিন এবং রাত চেরি বাছাই একটি প্রধান কারণ যে কারণে মুসলমানরা মহান আল্লাহ থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বোধ করে, কারণ তারা কেবল মাঝে মাঝে তাঁর দিকে ফিরে আসে। সত্যটি সহজ, মুসলমানরা মহান আল্লাহকে উৎসর্গ করে যা তারা বিনিময়ে পাবে। যদি তারা বছরের কয়েকটা দিন বা রাত তাঁর জন্য উৎসর্গ করে তবে তাদের একটি মহান প্রত্যাবর্তনের আশা করা উচিত নয়। ইসলাম একজনকে সারা রাত নামায পড়ার দাবি করে না বরং এটি মুসলমানদেরকে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের দাবি করে এবং যতটা সম্ভব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যগুলি পালন করতে চায়। এটি খুব বেশি সময় নেয় না এবং অন্য জিনিসগুলি করার জন্যও একজনকে প্রচুর সময় দেয়।

প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন ও রাতকে তাদের কর্তব্য পালন করে সম্মান করে না সে দেখতে পাবে যে বিশেষ দিন ও রাতগুলিও তাদের কাছে সাধারণ দিন ও রাত। কিন্তু যিনি প্রতি দিন ও রাতকে সম্মান করেন তিনি দেখতে পাবেন যে, প্রতিটি দিন ও রাত তাদের জন্য বিশেষ দিন ও রাতের মতো, শক্তির রাতের মতো। অর্থ, মহান আল্লাহ তাদের বরকত দান করবেন যেভাবে তিনি তাদেরকে ইসলামী বছরের বিশেষ দিন ও রাতে আশীর্বাদ করেন।

ঈমান মজবুত করা - 60

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি ব্যাপক দুর্নীতির বিষয়ে রিপোর্ট করেছে এবং এটি কীভাবে বেশিরভাগ দেশে প্রতিটি সামাজিক স্তরকে সংক্রামিত করেছে। ব্যাপক দুর্নীতি বেশ স্পষ্ট এবং এর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য গভীর তদন্ত বা গবেষণা জানা প্রয়োজন। কিছু ক্ষেত্রে এটি খোলা জায়গায় ঘটে।

দুর্নীতি সমাজে ছড়িয়ে পড়ার একটি কারণ, এমনকি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারাও এতে জড়িত, সাধারণ জনগণের দুর্নীতির প্রত্যক্ষ ফলাফল। যখন সাধারণ মানুষ শারীরিক বা আর্থিক উপায়ে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, এভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করে, কেউ তাদের জবাবদিহি করতে পারে না বলে বিশ্বাস করে, তখন শাস্তিস্বরূপ, মহান আল্লাহ তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা ও সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। অর্থ, একজন কিভাবে কাজ করে তার সাথে কিভাবে আচরণ করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সুনানে ইবনে মাজা, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যখন সাধারণ জনগণ একে অপরকে আর্থিকভাবে প্রতারণা করে, তখন মহান আল্লাহ তাদের অত্যাচারী নেতা নিয়োগ করে তাদের শাস্তি দেন। এই নিপীড়নের একটি দিক হলো দুর্নীতি যা সাধারণ জনগণকে চরম দুর্ভোগের কারণ। একই হাদিস সতর্ক করে যে, যখন সাধারণ জনগণ মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা পরাভূত হবে যারা তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। আবার, এটি দুর্নীতির একটি দিক যেখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা, যেমন সরকারি কর্মকর্তারা পরিণতির ভয় ছাড়াই অন্যের জিনিসপত্র অবাধে নিয়ে যায়।

সাধারণ জনগণ যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিরা একইভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়, বিশ্বাস করে যে এই আচরণ সাধারণ জনগণ গ্রহণ করে। এটি জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ জনগণ যদি দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা দুর্নীতিগ্রস্তভাবে কাজ করার সাহস করবে না, সাধারণ জনগণকে সম্পূর্ণরূপে জেনেও এর পক্ষে দাঁড়াবে না। এবং পূর্বে উদ্ধৃত হাদিস অনুসারে, সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে তিনি তাদের প্রভাবশালী পদে লোক নিয়োগ করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবেন যারা ন্যায়বিচারে রয়েছেন।

ব্যাপক দুর্নীতির জন্য অন্যদের দোষারোপ করার অপরিপক্ক পথ গ্রহণের পরিবর্তে, মুসলমানদের উচিত তাদের নিজেদের আচরণের প্রতি সত্যিকারভাবে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তাদের মনোভাব সামঞ্জস্য করা। তা না হলে সময়ের সাথে সাথে সমাজে দুর্নীতি বাড়বে। কেউ বিশ্বাস করবেন না যে তারা প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে না থাকায় সমাজে ঘটে যাওয়া দুর্নীতির উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সাধারণ জনগণের আচরণের কারণেই দুর্নীতি ঘটে এবং তাই সাধারণ জনগণের ভালো আচরণের মাধ্যমেই তা দূর করা যায়। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 11:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করে..."

ঈমান মজবুত করা - 61

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি এমন একজন ব্যক্তির বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যিনি তাদের জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান করেননি, যাকে কেউ কেউ দেশপ্রেমিক বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ এবং একজন জাতির কাছে একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক জাতীয় সঙ্গীতের সময় দাঁড়াতে বা পতাকাকে সালাম দিতে অস্বীকার করেন না। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক সেই ব্যক্তি যিনি অন্যদের সমর্থন করেন, যেমন তাদের সরকার, ইসলামের জন্য উপকারী এবং প্রশংসনীয় বিষয়গুলিতে, এর জন্য যারাই সংগঠিত বা দায়ী থাকুক না কেন। এবং যারা গঠনমূলকভাবে অন্যদের সমালোচনা করে, যেমন তাদের সরকার, যখন তারা ইসলামের দৃষ্টিতে দোষারোপ করার যোগ্য কিছু করে, তা নির্বিশেষে যারাই এটি সাজিয়েছে। এই সমালোচনা অবশ্যই আইনের সীমার মধ্যে গঠনমূলক হতে হবে এবং সব ধরনের অশ্লীল বা অশ্লীল কথাবার্তা এবং কাজ এড়িয়ে চলতে হবে। এটি কখনই বিদ্রোহের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, কারণ এটি কেবল নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়, যা ইতিহাস বারবার স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রতিটি মুসলিম রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাবের অবস্থানে না থাকলেও এইভাবে আচরণ করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের প্রতি, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমের মতো আচরণ করতে পারে, পূর্বে বর্ণিত অর্থ অনুযায়ী আচরণ করে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে ভালোকে সমর্থন করে এবং সদয়ভাবে মন্দকে নিষেধ করে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

যদি প্রতিটি পরিবারের ইউনিট এইভাবে আচরণ করে, তবে এটি নিঃসন্দেহে প্রতিটি শহর, শহর এবং অবশেষে জাতিকে প্রভাবিত করবে, যতক্ষণ না সত্যিকারের উন্নতি ঘটবে, যার ফলস্বরূপ তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপকার হবে। এই সৎ উদ্দেশ্য ও আন্তরিক কর্মকাণ্ডে সমর্থন করে একটি জাতিকে এভাবে উন্নত করাই প্রকৃত দেশপ্রেম। বাকি সবই অর্থহীন প্রদর্শনী মাত্র। এভাবেই একজন দেশকে আবার সত্যিকারের মহান করে তোলে।

ঈমান মজবুত করা - 62

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি সেলিব্রিটি এবং কীভাবে তারা তাদের সম্পদ উপার্জন করেছে এবং ব্যয় করেছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। পবিত্র কুরআন অপব্যয়কারীদেরকে শয়তানের ভাই-বোন বলে আখ্যায়িত করেছে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 27:

"*নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ।*"

বিভিন্ন কারণে শয়তানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রথমত, যারা অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য অত্যধিক ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা প্রায়শই অর্থ চিন্তা না করেই তাড়াহুড়ো করে, একজন আবেগপ্রবণ ব্যয়কারী। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2012 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে তাড়াহুড়ো করা শয়তানের পক্ষ থেকে এবং চিন্তা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। যদি কোন মুসলমান সত্যিকার অর্থে চিন্তা করে যে তারা কি কিনতে চায়, তাহলে তারা অপ্রয়োজনীয় ও অযথা খরচ করবে না কারণ এটা একজন প্রকৃত মুসলমানের লক্ষণ নয়।

উপরন্তু, যখন কেউ অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক জিনিসগুলিতে ব্যয় করে, তখন তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র সেই সংস্থাগুলিকে ইন্ধন জোগায় যারা মানুষকে সঠিক দিকনির্দেশনা থেকে বিভ্রান্ত করে মুনাফা অর্জন করে, যেমন বিনোদন শিল্প, যা শয়তানের প্রধান এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য।

অযথা ব্যয় করা সর্বদা একজনকে পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিক্ষিপ্ত করে, কারণ এই ব্যক্তি সম্পদ উপার্জনের জন্য, অপচয় করে ব্যয় করে এবং যা অর্জন করেছে তা উপভোগ করার জন্য অনেক সময় উৎসর্গ করে। একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করা শয়তানের আরেকটি লক্ষ্য। পরকালের জন্য প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে দেওয়া হয়েছে, যেমন সম্পদ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে।

পরিশেষে, আগে উদ্‌ধৃত আয়াতটি বিশেষভাবে শয়তানের অকৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় কাজে অপচয় করে সে তা করে কারণ তারাও তাদের কাছে যা আছে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ। যদি তাদের মধ্যে সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা থাকে তবে এটি তাদের এইভাবে কাজ করা থেকে বিরত রাখবে। ইসলাম কাউকে প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য ব্যয় করতে নিষেধ করে না, এটি আসলে মুসলমানদেরকে তা করতে উত্সাহিত করে। এমনকি হালাল অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য ব্যয় করাও গ্রহণযোগ্য, যদি তা মাঝে মাঝে এবং অযথা ব্যয় না করে করা হয়, কারণ এটি এমন একটি জিনিস যা মহান আল্লাহর কাছে অপছন্দ এবং সম্পদের অপচয়ের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 141:

"...এবং অত্যধিক হবে না. নিশ্চয়ই তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"

বিশ্বাস মজবুত করা

ঈমান মজবুত করা - 63

আমি কিছুক্ষণ আগে একটি সংবাদ পড়েছিলাম, যা আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি অতীত থেকে শেখার গুরুত্ব সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে।

একজন মুসলমানের জন্য একটি মূল সত্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, সৃষ্টির কিছুই বিজ্ঞ কারণ ছাড়া ঘটে না, এমনকি যদি মানুষ এই প্রজ্ঞা অবিলম্বে পালন না করে। একজন মুসলিমের উচিত যা ঘটে তার সবকিছুকে বোতলের বার্তা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত, তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা অসুবিধার মুখোমুখি হোক না কেন। বোতলটির মূল্যায়ন এবং পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের খুব বেশি ধরা পড়া উচিত নয়, কারণ এটি কেবলমাত্র একটি বার্তাবাহক যা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সরবরাহ করে। এটি তখন ঘটে যখন মুসলিমরা ঘটে যাওয়া ভাল জিনিসগুলির জন্য আনন্দিত হয়, যার ফলে ভাল জিনিসের মধ্যে থাকা বার্তার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। অথবা তারা অসুবিধার সময় শোকাহত হয়, যার ফলে অসুবিধার মধ্যে বার্তাটি বুঝতে খুব বেশি বিভ্রান্ত হয়। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের উপদেশ অনুসরণে মনোনিবেশ করা এবং ভারসাম্যপূর্ণভাবে প্রতিটি পরিস্থিতির সাথে যোগাযোগ করা। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 23:

"যাতে আপনি নিরাশ না হন তার জন্য এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তাতে উল্লাসিত না হন..."

এই আয়াতটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হতে নিষেধ করে না, কারণ এটি মানব প্রকৃতির একটি অংশ। কিন্তু এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির পরামর্শ দেয় যার মাধ্যমে একজন চরম আবেগ এড়িয়ে চলে যেমন, উল্লাস যা অত্যধিক সুখ, বা শোক যা অত্যধিক দুঃখ। এই ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা একজনকে তাদের মনকে বোতলের ভিতরের আরও গুরুত্বপূর্ণ বার্তার উপর ফোকাস করার অনুমতি দেবে, যার অর্থ পরিস্থিতির ভিতরে, তা স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার পরিস্থিতি হোক না কেন। লুকানো বার্তা মূল্যায়ন, বোঝা এবং কাজ করার মাধ্যমে, একজন মুসলিম তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় জীবনকে আরও উন্নত করতে পারে। কখনও কখনও বার্তাটি তাদের সময় শেষ হওয়ার আগে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি জাগরণ কল হবে। কখনও কখনও এটি তাদের পদমর্যাদা বাড়ানোর একটি উপায় হবে। অন্য সময় তাদের পাপ মুছে ফেলার একটি উপায় এবং কখনও কখনও একটি অনুস্মারক যাতে নিজেকে সাময়িক বস্তুগত জগতে এবং এর মধ্যে থাকা জিনিসগুলির সাথে সংযুক্ত না করা হয়। এই মূল্যায়ন ব্যতীত একজন ব্যক্তি তাদের পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনের উন্নতি না করে নিছক ঘটনার মধ্য দিয়ে যাত্রা করবে।

ঈমান মজবুত করা - 64

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজনের জীবনে সত্যই উপকারী এবং ক্ষতিকারক তা মূল্যায়ন করার জন্য একটি পদক্ষেপ পিছিয়ে নেওয়ার বিষয়ে রিপোর্ট করেছে। যখন একজন মুসলমান ইসলামের শিক্ষাগুলো পর্যবেক্ষণ করে তখন তারা দেখতে পাবে যে কিছু পার্থিব নেয়ামতকে ইতিবাচকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু অন্য জায়গায় তা নেতিবাচকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর কারণ বাস্তবে বেশিরভাগ জিনিসই জন্মগতভাবে ভালো বা খারাপ নয়। যা তাদের ভাল বা খারাপ করে তা হল তারা একজনকে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায় বা না করে। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআন একজন স্ত্রীকে প্রশান্তি, করুণা এবং স্নেহ খুঁজে পাওয়ার উপায় হিসাবে বর্ণনা করেছে। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 21:

"এবং তাঁর নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পেতে পার; এবং তিনি তোমাদের মধ্যে স্নেহ ও করুণা স্থাপন করেছেন..."

কিন্তু একই পবিত্র কোরআনেও সতর্ক করা হয়েছে যে একজন স্ত্রী এবং সন্তানরাও একজন মুসলমানের শত্রু হতে পারে। তাগাবুনে অধ্যায় 64, আয়াত 14:

"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাদের থেকে সাবধান হও..."

এটি ইঙ্গিত দেয় যে তারা প্রশান্তির উত্স হয়ে ওঠে যখন তারা কাউকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তার উপর হতে কিন্তু কারো পরিবার তাদের শত্রুতে পরিণত হতে পারে যদি তারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

তাই মুসলমানদের নিয়মিতভাবে তাদের পার্থিব নেয়ামতের মূল্যায়ন ও বিচার করা উচিত যাতে তারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করে, নাকি তা থেকে বিচ্যুত করে। এবং প্রয়োজনে উভয় জগতে নিজেদের উপকার করার জন্য পদক্ষেপ নিন। যে কেউ নিয়মিত এই আত্ম-মূল্যায়ন করে তারা দেখতে পাবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে থাকবে, যার ফলে তারা উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য খুঁজে পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যদি তারা এই আত্ম-মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়, তবে তারা অনিবার্যভাবে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে যা এই পৃথিবীতে একটি কঠিন জীবন এবং কঠোর জবাবদিহিতা এবং একটি মহান দিনে একটি সম্ভাব্য কঠিন শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 24:

"বলুন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, বাণিজ্য যার মধ্যে তোমরা পতনের আশংকা কর এবং যে বাসস্থানে তোমরা সন্তুষ্ট হও, তা তোমাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়। তাঁর পথে সংগ্রাম করুন, তারপর অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করেন।"

ঈমান মজবুত করা - 65

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি করোনাভাইরাস এবং এর থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে জনসাধারণের যে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত সে সম্পর্কে রিপোর্ট করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে এই পদক্ষেপগুলি যেগুলি অ-ইসলামী জাতিগুলি এখন বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে তা 1400 বছর আগে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, লোকেদের সারা দিন নিয়মিত তাদের হাত ধোয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেখানে, ইসলাম একজন মুসলমানকে তাদের হাত, বাহু, মুখ এবং পা ধোয়ার পরামর্শ দেয়, দিনে পাঁচবার যা বাধ্যতামূলক নামায পড়তে হয়। প্রকৃতপক্ষে, ইমাম মালিকের, মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন সত্যিকারের মুমিন সারাদিন ওযুর অবস্থা বজায় রাখে। অর্থ, তারা শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য শরীরের এই অংশগুলিকে ধৌত করে না বরং সারাদিন অজু করার জন্য প্রতিবার টয়লেট ব্যবহার করার সময় তা করে। এছাড়াও, মুসলমানদের খাবারের আগে এবং পরে তাদের হাত ধোয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুনানে আন নাসায়ী, 258 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তাদের হাত ধোয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুনানে ইবনে মাজা, 3297 এবং 394 নম্বরে পাওয়া হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, মানুষকে ভাল স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে বিশ্বাসের অর্ধেক বলে ঘোষণা করেছে সহীহ মুসলিম, 223 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়।

উপরন্তু, জনগণকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জনসমক্ষে বের হওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা ইসলাম অনেক আগে থেকেই পরামর্শ দিয়েছে, কারণ এটি প্রায়শই নিরর্থক এবং পাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2406 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি নাজাতের একটি উপাদান।

মানুষকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্যদের সাথে মেলামেশা না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। সুনানে ইবনে মাজা, 3971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ভালো কথা বলা বা চুপ থাকা উচিত ঘোষণা করে ইসলাম এই শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা অন্যদের সাথে সামাজিকতা সীমিত করার ইঙ্গিত দেয়।

পরিশেষে, এটি জোর দেওয়া হয়েছে যে এই অসুবিধার মধ্য দিয়ে মানুষের একে অপরকে সমর্থন করা উচিত, যেমন খাদ্য সরবরাহ, কিন্তু ইসলাম এক সহস্রাব্দেরও বেশি সময় ধরে এর গুরুত্ব শিক্ষা দিয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন যে অন্যদের সমর্থন করে।

উপসংহারে বলা যায়, বিশ্বের কাছে ইসলামের আসল চেহারা দেখানোর জন্য মুসলমানদের উচিত এই শিক্ষাগুলো বাস্তবায়ন করা।

ঈমান মজবুত করা - 66

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি কিছু অপরাধীর আচরণ এবং মনোভাব সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যারা অপরাধের জীবন বেছে নিয়েছে, কারণ তারা সহজে এবং সহজ উপায়ে সম্পদ পেতে চায়।

পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই এই ধরনের দ্রুত ফিক্স মানসিকতা এড়ানো মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যক্রমে, কিছু মুসলিম এই মনোভাব গ্রহণ করেছে। যখনই তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ না করে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ধৈর্যশীল ও অটল থেকে, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করে বিরত থাকে। তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে, তারা পরিবর্তে একটি দ্রুত সমাধানের জন্য অনুসন্ধান করে, একটি সংক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক অনুশীলন যা তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর সাহাবীগণের মনোভাব এমন ছিল না, যদিও তারা আরও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। মহান আল্লাহ এক মুহুর্তে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিজয় দান করতে পারতেন এবং ইসলাম প্রচার করতে পারতেন, তবুও মহান আল্লাহর আনুগত্যে দুই দশকের বেশি সময় লেগেছে তা অর্জন করতে। একজন মুসলমানের সহজভাবে বোঝা উচিত যে, তারা যদি পরিশ্রম ছাড়াই বৈধভাবে পার্থিব জিনিস পেতে না পারে তবে কীভাবে তারা চেষ্টা ছাড়াই ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভ করবে? মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আধ্যাত্মিক ব্যায়াম হল মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান নেই, কারণ মহাবিশ্ব এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে

জিনিসগুলি পাওয়ার জন্য একজনকে অবশ্যই প্রচেষ্টা করতে হবে। কোনো মুসলমান যদি কষ্টগুলো কাটিয়ে উঠতে চায় এবং আশীর্বাদ লাভ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ঈমান মজবুত করা - 67

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটা নতুন জিনিস এবং অভিজ্ঞতা আবিষ্কার রিপোর্ট. কিছু মুসলিম এমন একটি মানসিকতা গ্রহণ করেছে যাতে তারা সর্বদা ইসলামের প্রতি বিভিন্ন বিষয় এবং শিক্ষা আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বক্তৃতা এবং জ্ঞানের সন্ধান করে যা অনুমিতভাবে নতুন এবং তারা ইতিমধ্যে যা অভিজ্ঞতা করেছে তার থেকে আলাদা। যদিও, এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য নয়, এটি একটি মনোভাব যা বিপথগামী হতে পারে। এটি ঘটতে পারে যখন কেউ ইতিমধ্যে শুনেছে এবং অধ্যয়ন করা জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তবুও নতুন ইসলামিক তথ্য এবং জ্ঞানের অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করে। সহজ কথায়, একজন মুসলিম যদি তারা আগে থেকে যা জানে তা বুঝতে এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে নতুন জিনিস শিখলে তাদের উপকার হবে কিভাবে? কেউ ইতিমধ্যে যা শুনেছে এবং অধ্যয়ন করেছে তার উপর কাজ করা, এই কারণেই পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসগুলি প্রায়শই তথ্যের মূল অংশগুলি পুনরাবৃত্তি করে। উদাহরণ স্বরূপ, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে তাদের নামাজ কায়েম করার জন্য শুধুমাত্র একবার আদেশ দিতে চেয়েছিলেন, তবুও তিনি পবিত্র কোরআনে বহুবার তা করেছেন। যেভাবে একজন শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে অধ্যয়ন করা জ্ঞানের উপর আমল না করে পরবর্তী স্তর বা শিক্ষাবর্ষে অগ্রসর হতে পারে না, তেমনি একজন মুসলিমও মহান আল্লাহর নৈকট্যের দিকে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা ইতিমধ্যেই যে জ্ঞান অর্জন করেছে তার উপর আমল না করে। , এমনকি যদি তারা অনুসন্ধান করে এবং নতুন জিনিস শোনে। কেউ কেউ মূর্খতার সাথে বিশ্বাসের মূল নীতিগুলি যেমন, মিথ্যা বলা এবং গীবত করা থেকে বিরত থাকা ছাড়াই তাকওয়ার উচ্চ স্তরের সাথে যুক্ত জ্ঞানের সন্ধান করে।

এছাড়াও, নতুন জ্ঞানের সন্ধান করা একজনকে এমন জ্ঞান অর্জনের জন্য উত্সাহিত করে যা উপকারী নয় কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বাড়ায় না, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদগুলি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। কিংবা এই ভিন্ন জ্ঞান এমন কিছুর সাথে যুক্ত নয় যা বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেন। এই কারণেই মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার দিকে মনোনিবেশ করা অত্যাবশ্যক, কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করবে, এবং এই জ্ঞানটি এমন জিনিসগুলির সাথে যুক্ত যা বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে, যেমন মানুষের অধিকার পূরণ করা।

পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে একজনের কাছে ইতিমধ্যেই থাকা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংশোধন করা উপকারী এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, কারণ এই ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার সম্ভাবনা বেশি যে শুধুমাত্র নতুন জ্ঞান অন্বেষণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই মনোভাব বিশ্বাসীদের উপকার করে। অতএব, কেউ যদি ইতিমধ্যেই জানেন এমন জিনিসগুলি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দ্বারা উপকৃত না হয়, তবে তাদের অবশ্যই তাদের বিশ্বাসের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 55:

"এবং স্মরণ করিয়ে দিন, কারণ, অনুস্মারক মুমিনদের উপকার করে।"

ঈমান মজবুত করা - 68

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি মধ্যপ্রাচ্যে যে সমস্যাগুলি ঘটছে এবং অগণিত মানুষ কীভাবে ভুগছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। একজন মুসলমানের জন্য তাদের প্রাত্যহিক জীবনে সতর্ক থাকা এবং তাদের নিজেদের পার্থিব বিষয়ে খুব বেশি আত্মনিমগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরী যাতে তারা তাদের চারপাশে ঘটছে এবং ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অধিকারী, কারণ এটি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার একটি দুর্দান্ত উপায় যা ফলস্বরূপ একজনকে সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকতে সাহায্য করে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলিম একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন, তখন তাদের কেবলমাত্র তাদের কাছে যে কোনও উপায়ে সাহায্য করা উচিত নয়, এমনকি যদি এটি তাদের পক্ষে একটি প্রার্থনাই হয়, তবে তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতিও চিন্তা করা উচিত এবং বোঝা উচিত যে তারাও শেষ পর্যন্ত অসুস্থতা, বার্ধক্য বা এমনকি মৃত্যুর কারণে তাদের সুস্বাস্থ্য হারান। এটি তাদের তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাবে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি।

যখন তারা একজন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু দেখেন, তখন তাদের কেবল মৃত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য দুঃখ বোধ করা উচিত নয় বরং তারা বুঝতে পারে যে একদিন, যা তাদের অজানা, তারাও মারা যাবে। তাদের বোঝা উচিত যে, ধনী

ব্যক্তিকে যেমন তাদের সম্পদ, খ্যাতি এবং পরিবার-পরিজন দিয়ে তাদের কবরে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তেমনি তারাও তাদের কবরের মুখোমুখি হতে হবে কেবল তাদের সঙ্গের জন্য। এটি তাদের কবর ও পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে।

এই মনোভাব একজন পর্যবেক্ষণ করে এমন সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং করা উচিত। একজন মুসলমানের উচিত তাদের চারপাশের সবকিছু থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যা পবিত্র কুরআনে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 191:

"...এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, [বলুন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এটিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি; আপনি [এমন কিছুর উপরে] মহিমান্বিত, তারপর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।""

যারা এইভাবে আচরণ করে তারা প্রতিদিন তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে যেখানে তাদের পার্থিব জীবনে যারা খুব বেশি আত্মমগ্ন তারা গাফিল হয়ে থাকবে, যা তাদের আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের আচরণ উন্নত করতে বাধা দেবে।

ঈমান মজবুত করা - 69

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি মধ্যজীবন সংকটের ধারণা সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। একজন ব্যক্তি যিনি এটি অনুভব করেন প্রায়শই তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং তাদের জীবনে একটি বিশাল শূন্যতা অনুভব করে, যদিও তারা অনেক কিছুর অধিকারী হতে পারে এবং অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে। এটি প্রায়শই ঘটে কারণ এই লোকেরা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করছে না যা হল মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, যাতে তারা সঠিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে এবং উপাসনা করতে পারে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা এর সাথে জড়িত। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

" আমি জ্বীন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যার সর্বশেষ মোবাইল ফোনের মালিক যার অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তবুও একটি ত্রুটির কারণে এটি তার প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, যা হল ফোন কল করা। এই অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি যতই ভাল হোক না কেন, মালিক সর্বদা এটির প্রতি শূন্যতা অনুভব করবেন, কারণ ফোনটি তার অস্তিত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করে না। একইভাবে, একজন ব্যক্তি তাদের জীবনে শূন্যতা অনুভব করবে যদিও তার কাছে অনেক পার্থিব জিনিস থাকে। এই অনুভূতি মুসলিম এবং অমুসলিমদের প্রভাবিত করে। এটা স্পষ্ট যে কেন অমুসলিমরা এমন

মনে করে, কারণ তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ থেকে আরও দূরে থাকতে পারেনি। তাই তারা যাই অর্জন করুক না কেন, তারা অবশেষে তাদের জীবনে এই শূন্যতা অনুভব করে। এটি সেই সমস্ত মুসলিমদের ক্ষেত্রে ঘটে যারা এমনকি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে পারে কিন্তু তারা তাদের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার চেষ্টা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা এই শূন্যতা অনুভব করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা আরবি ভাষাও বোঝে না, তাই কেবল উপাসনা করা এই শূন্যতা পূরণ করে না। কেউ এই শূন্যতা পূরণ করবে না যতক্ষণ না তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করে যা মহান আল্লাহকে জ্ঞান অর্জন করা, যাতে তারা তাদের জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে তাঁর কাছে প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করতে পারে।

ঈমান মজবুত করা - 70

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি বৃহৎ স্কেল প্রকল্পের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে এবং প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কীভাবে জিনিসগুলি চলছিল না, যেমন প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় নাটকীয়ভাবে বাড়ছে।

মুসলমানদের বোঝা উচিত যে দীর্ঘমেয়াদী পার্থিব পরিকল্পনা করা সবচেয়ে বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নয়, কারণ এই জিনিসগুলি খুব কমই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে। এই সত্যকে চিনতে একজনকে কেবল তাদের নিজের জীবন এবং তাদের নিজস্ব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রতিফলন করতে হবে। স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে পরিকল্পনা করা সর্বদাই উত্তম, কারণ এটি আরও অর্জনযোগ্য এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না হলে এই ধরনের মানসিক বা আর্থিক অসুবিধার কারণ হয় না। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় ব্যর্থতা আরও গুরুতর মানসিক এবং আর্থিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপরন্তু, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সর্বদা একজনের মনকে এই বস্তুগত জগতের দিকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য করে, যা তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিক্ষিপ্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস। এই মনোভাব শুধুমাত্র উভয় জগতেই অসুবিধার দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু যখন কেউ স্বল্পমেয়াদী পার্থিব পরিকল্পনা করে, তখন তা তাদের বৃহত্তর চিত্র থেকে বিক্ষিপ্ত করে না, মানে পরকালের জন্য প্রস্তুতি।

উপরন্তু, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা একজন ব্যক্তিকে এই বিশ্বের বৈধ দিকগুলি উপভোগ করা থেকে বিভ্রান্ত করে, যেমন একজনের সন্তানদের সাথে সময় কাটানো। তারা এই জিনিসগুলি উপভোগ করতে বিলম্ব করে কারণ তারা তাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের দিকে খুব ব্যস্ত। এটি তাদের সম্পর্ককে ব্যাহত করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন বিবাহবিচ্ছেদ।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যত ইচ্ছা পরিকল্পনা করতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ যা পরিকল্পনা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা ঘটবে। সুতরাং এটি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা এবং এর পরিবর্তে এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করা এবং আখেরাতের যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করা ভাল। সহীহ বুখারী, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া এক হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি মুসলমানদেরকে এই জড় জগতে একজন অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ এই আচরণে আশীর্বাদ করবেন যাতে মুসলিম উভয় জগতে শান্তি ও সুখ পায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ঈমান মজবুত করা - 71

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন সেলিব্রিটির জীবন সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যিনি মারা গেছেন। এটি তাদের উত্তরাধিকার এবং তাদের জীবনে অর্জন করা বিভিন্ন জিনিস উল্লেখ করেছে। যদিও, তারা অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছিল তাদের জীবনে এখনও এমন কিছু ছিল যা তাদের সফল উত্তরাধিকারকে কলঙ্কিত করেছিল, যেমন অপরাধ এবং অভিযোগ।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা এমন অনেক লোককে দেখতে পাবে যারা মহান পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এখনও মানবজাতিকে উপকৃত করেছে, তারা অন্তত একটি জিনিসও লক্ষ্য করবে যা তাদের অর্জনকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু কেউ যদি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী পর্যবেক্ষণ করে, তবে তারা সফলতা এবং মানবজাতির উপকারী অগণিত জিনিস ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। যদিও এমন কিছু লোক আছে যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিথ্যা সমালোচনা করে, তার অত্যন্ত নির্ভুল ও বিশদ জীবনী থেকে এটা প্রতীয়মান হয়, যা নির্ভরযোগ্য মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে যে, এই সমালোচনা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কারণেই মুসলমানদের অবশ্যই সমস্ত রোল মডেলকে একপাশে রেখে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্রুটিহীন চরিত্র অধ্যয়ন ও গ্রহণ করতে হবে, কারণ এটিই একমাত্র উপায় যা একজনের জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত সাফল্য ও মানসিক শান্তি লাভের। এবং ধর্মীয় জীবন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এই পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় কোনো লক্ষ্য নেই। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে এটি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা করে। আর মহান আল্লাহ তায়ালা তার সবটুকুই তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদতলে রেখেছেন। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

এটা সহজ, একজন ব্যক্তি যদি পার্থিব ও ধর্মীয় সাফল্য কামনা করে তবে তার উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কিন্তু যদি তারা তাকে ছাড়া অন্য পথ বেছে নেয়, তবে তারা যে কলঙ্কিত সাফল্য অর্জন করবে তা শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং এটি একটি মহান দিনে অনুশোচনা এমনকি শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

ঈমান মজবুত করা - 72

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি গত এক দশকে লন্ডনে অপরাধ বৃদ্ধির প্রতিবেদন করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, তারা এমন কিছু যারা দাবি করে যে এই পৃথিবীতে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই এবং অন্যরা যারা মুসলিম তারা দাবি করে যে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের সাথে ইসলামকে সমর্থন না করেই ইসলাম প্রচার করাই যথেষ্ট, যার মধ্যে একজনকে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত। কিন্তু অপরাধের এই বৃদ্ধি ঈমানের গুরুত্ব এবং জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে তা শক্তিশালী করার প্রমাণ দেয়। এর কারণ হল অপরাধ এবং পাপ শুধুমাত্র তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি অনুভব করে যে তারা তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য কোন পরিণতির সম্মুখীন হবে না, যেমন জেল, অথবা তারা কোনভাবে তাদের থেকে পালিয়ে যাবে, উদাহরণস্বরূপ, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, তারা যে কাজই করুক না কেন, প্রকাশ্য বা গোপন, বড় বা ছোট, এবং যেই কৌশলের চেষ্টাই করুক না কেন, নিঃসন্দেহে এমন একটি দিন আসবে যেখানে তাদের সমস্ত কাজের জন্য জবাবদিহি করা হবে, সে সর্বদা দুবার চিন্তা করবে। অপরাধ বা পাপ করার আগে। ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা হলে তা অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত থাকবে। মানুষ এভাবে কাজ করলে সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে পড়ত। অপরাধের হার হ্রাস পাবে এবং সময়গুলি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঠিক নির্দেশিত খলিফাদের সময়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এই সত্যটিই ঈমানের গুরুত্বকে নির্দেশ করে এবং জ্ঞান অর্জন ও আমলের মাধ্যমে তা শক্তিশালী করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 90:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের [সাহায্য] করার নির্দেশ দেন এবং অনৈতিক কাজ, মন্দ আচরণ ও জুলুম থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, সম্ভবত তোমরা স্মরণ করিয়ে দেবে।"

এবং অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 55:

“ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে [কর্তৃত্বের] উত্তরাধিকার দান করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছিলেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের প্রতিস্থাপন করবেন, তাদের ভয়, নিরাপত্তার পরে, [কারণ] তারা আমার ইবাদত করে, আমার সাথে কাউকে শরীক করে না। অতঃপর যারা অবিশ্বাস করবে, তারাই অবাধ্য।”

ঈমান মজবুত করা - 73

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি কিছু লোকের বিশ্বাস এবং তাদের দাবির বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যে তাদের বিশ্বাস এবং তাদের ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য তাদের হৃদয়ে রয়েছে এবং তাই তাদের এটি ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। দুর্ভাগ্যবশত, এই মূর্খ মানসিকতা অনেক মুসলমানকে সংক্রামিত করেছে যারা বিশ্বাস করে যে তারা একটি বিশুদ্ধ বিশ্বস্ত হৃদয়ের অধিকারী যদিও তারা ইসলামের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, যা আল্লাহ, মহান হিসাবে সহজে সম্ভব, একজন ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব দেন না যা তারা করতে পারে না। পূরণ অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যখন কারো আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, তখন শরীর পবিত্র হয়, যার অর্থ তাদের কর্ম সঠিক হয়। কিন্তু যদি একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয়, তবে শরীর কলুষিত হয়, যার অর্থ তাদের কর্মগুলি হবে কলুষিত এবং ভুল। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে না, কার্যত তাদের কর্তব্য পালন করে সে কখনোই বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না।

উপরন্তু, কুফরী হতে পারে ইসলামকে আক্ষরিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা বা কর্মের মাধ্যমে, যার মধ্যে আল্লাহকে অমান্য করা জড়িত, যদিও কেউ তাকে বিশ্বাস করে। এটি একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যদি একজন অসচেতন ব্যক্তিকে অন্য একটি সিংহের কাছ থেকে সতর্ক করা হয় এবং অসচেতন ব্যক্তি নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ নেয়, তবে তারা এমন একজন বলে বিবেচিত হবে যিনি তাদের দেওয়া সতর্কবার্তায় বিশ্বাস করেছিলেন, কারণ তারা সতর্কতার ভিত্তিতে তাদের আচরণকে মানিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, যদি অসচেতন ব্যক্তি সতর্ক করার পরে তাদের আচরণকে কার্যত পরিবর্তন না করে, তবে লোকেরা সন্দেহ করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত সতর্কবার্তায় বিশ্বাস করে না, এমনকি যদি অসচেতন ব্যক্তিটি তাদের দেওয়া সতর্কবার্তায় মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করা, বাস্তবিকভাবে তাদের প্রমাণ ও প্রমাণ যা বিচার দিবসে জান্নাত লাভের জন্য প্রয়োজন। একটি প্রমাণ, মহান আল্লাহ একজনকে পাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই ব্যবহারিক প্রমাণ না থাকাটা একজন ছাত্রের মতোই নির্বোধ যে তার শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে তাদের জ্ঞান তাদের মনে আছে তাই তাদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এটি লিখতে হবে না। নিঃসন্দেহে এই ছাত্রটি যেভাবে ব্যর্থ হবে, তেমনি একজন ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর আনুগত্য ব্যতিরেকে তাঁর আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণভাবে, তাঁর নিষেধগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে হাশরের দিনে পৌঁছবে, সেও হবে। তাদের অন্তরে ঈমান থাকলেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটা আধুনিক বিশ্বের নেতাদের রিপোর্ট. এটা বেশ সুস্পষ্ট ছিল যে তারা তাদের অবস্থানের সুযোগ নেয়, কারণ তারা করদাতাদের সম্পদের অপব্যবহার করে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিস এবং অপ্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানে। ধার্মিক পূর্বসূরিদের দিন থেকে কীভাবে জিনিসগুলি এত পরিবর্তিত হয়েছে তা লজ্জাজনক। তখনকার দিনে যখন তারা নেতা হয়েছিলেন, তারা আসলে জনগণের সেবক হয়েছিলেন এবং জনগণের সম্পদ নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় না করে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ জনগণের জন্য ব্যয় করতেন। অথচ আজকাল নেতা ও রাজপরিবাররা জনগণের সম্পদ ব্যয় করে এমন আচরণ করে যেন তারাই জাতির মালিক।

মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূরিদেরকে তাদের আদর্শ হিসেবে বেছে নেওয়া এবং তাদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সকলের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে যা একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই নয় যে একজনের নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং তারপরে তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাদের অবশ্যই প্রথমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তিনি তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতগুলিতে বর্ণিত হয়েছে এবং তার অধিকার পূরণ করতে হবে। মানুষ

ঈমান মজবুত করা - 75

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি সারা বিশ্বে মুসলিমরা যে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। যদিও পরীক্ষা এবং পরীক্ষাগুলি কালের সূচনাকাল থেকে বিশ্বাসীদের প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে, তবুও মনে হচ্ছে আধুনিক দিনের পরীক্ষাগুলি কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য আরও অসুবিধা এবং অপমানের দিকে নিয়ে যায়। যদিও ধার্মিক পূর্বসূরিরা যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, তা কেবল উভয় জগতে তাদের সম্মানের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষার ফলাফলে এই পার্থক্যের প্রধান কারণ হল যে, ধার্মিক পূর্বসূরিরা যখন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে আধুনিক দিনের মুসলমানদের চেয়েও বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, যা সুনানে ইবনে মাজা, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, তারা তাদের পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিল এবং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার সময়, মহান আল্লাহর হুকুম পূর্ণ করার ক্ষেত্রে, তাঁর থেকে বিরত থাকা নিষেধ এবং নিয়তের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে। এর ফলে তারা নিরাপদে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং উভয় জগতে মহান আল্লাহর কাছ থেকে মহান সম্মান ও আশীর্বাদ লাভ করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 55:

“ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে [কর্তৃত্বের] উত্তরাধিকার দান করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছিলেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের প্রতিস্থাপন করবেন, তাদের ভয়, নিরাপত্তার পরে, [কারণ] তারা আমার ইবাদত করে, আমার সাথে কাউকে শরীক করে না। অতঃপর যারা অবিশ্বাস করবে, তারাই অবাধ্য।”

অথচ এই দিন ও যুগে অনেক মুসলমান পরীক্ষার সম্মুখীন হলেও মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে না। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে পরীক্ষার মাধ্যমে সাফল্য ও সম্মান কেবল তাদেরই দেওয়া হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে, অথচ অবাধ্য হওয়া কেবল অসম্মানের দিকে নিয়ে যায়। অতএব, মুসলমানদের উচিত এমন এক প্রান্তে মহান আল্লাহকে উপাসনা করা উচিত নয়, যেখানে তারা কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাঁর প্রতি আনুগত্য করে এবং কঠিন সময়ে রাগ ও অবাধ্যতার সাথে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এটা প্রকৃত দাসত্ব বা মহান আল্লাহর আনুগত্য নয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

সহজ কথায়, কোন কাজই দীর্ঘমেয়াদে মুসলমানদের সাহায্য করবে না , যদি তা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে না হয়। অবাধ্যতা কেবল একটি অসুবিধা থেকে অন্য অসুবিধা, একটি অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 147:

"তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কি করবেন [অর্থাৎ লাভ] যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং বিশ্বাস কর?..."

ঈমান মজবুত করা - 76

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি মারা যাওয়ার আগে বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা উচ্চারিত শেষ কথার প্রতিবেদন করেছে। সাধারণ লোকেদের জিজ্ঞাসা করা এবং অন্যদের চূড়ান্ত কথার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া, তারা মারা যাচ্ছেন নাকি দীর্ঘ যাত্রায় চলে যাচ্ছেন। লোকেরা এই মানসিকতা গ্রহণ করেছে, কারণ তারা জানে যে কারও শেষ কথা প্রায়শই সত্য এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, মুসলমানদের উচিত পবিত্র কুরআনের চূড়ান্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করা, যা কিছু পণ্ডিতদের মতে অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, 281 আয়াত:

"আর ভয় কর সেই দিনকে যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

মুসলমানদের এই আয়াতের গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির কাছে প্রকাশিত চূড়ান্ত শব্দ। তিনি মানবজাতিকে বিচার দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তিনি যে কথা বলতে পারতেন তার চেয়ে তার জন্য প্রস্তুত করা। অতএব, মুসলমানদের উচিত এই মহান দিবসের বাস্তবতা বোঝা যাতে তারা এর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারে। এটি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়, যার মধ্যে তিনি যে আশীর্বাদ দান করেছেন তা তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। . ছোট বা বড় কোনো কাজই উপেক্ষা করা হবে না বা ভুলে যাবে না। এই পৃথিবীতে তাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসের জন্য সকলকে দায়বদ্ধ করা হবে। তারা মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপনের দ্বিতীয় সুযোগ বা সুযোগ হবে না । যদি কেউ ভাল উপার্জন করে থাকে তবে তারা ভাল পাবে। যদি তারা মন্দ উপার্জন করে তবে তারা ধ্বংসের সন্ধান পেতে পারে।

অন্যান্য শেষ কথা যা বোঝার জন্য এবং আমল করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা সুনানে ইবনে মাজা, 2698 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ কথা। তিনি মুসলমানদের ফরজ নামাজ কায়েম করার গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ দেন। তিনি যে সমস্ত বিষয়ে উপদেশ দিতে পারতেন তার মধ্যে তিনি ফরজ নামাযের কথা উল্লেখ করতে পছন্দ করেছেন। এর মাধ্যমেই ফরজ নামায কায়েম করার গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, সালাত এমন জিনিস যা কুফরকে বিশ্বাস থেকে পৃথক করে। মুসলমানরা মহান আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে, যদিও তারা তাকে বিশ্বাস করে এবং তাকে ডাকে। কিন্তু যেহেতু তাদের অধিকাংশই তাদের ফরয সালাত কায়েম করতে ব্যর্থ হয়েছে, অর্থাৎ তাদের সকল শর্ত ও আদব-কায়দা পূরণ করতে পেরেছে, তাই তারা মহান আল্লাহর সাথে তাদের বন্ধন রক্ষা করেনি। মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে ফরজ নামাজ কায়েম করাই প্রথম বাধা যা তাদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করে। একজনকে কেবল তাদের সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার যারা তারা জানে যারা বিপথগামী হয়েছিল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের গোমরাহের প্রথম ধাপটি ফরজ নামাজ কায়েম করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই বাধা যখন ধ্বংস হয়ে গেল, তখন গোমরাহী ও বড় গুনাহ করা সহজ হয়ে গেল। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

তাই, মুসলমানদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ বাণীর উপর আমল করা, সঠিকভাবে তাদের ফরয নামায কায়েম করা এবং তাদের সন্তানদের মতো তাদের আশ্রিত ব্যক্তিদেরও তা করতে উৎসাহিত করা। এটি তাদের উপর ওয়াজিব হওয়ার আগে তাদের উত্সাহিত করা ভাল যাতে তারা এই বয়সে পৌঁছানোর সাথে সাথে এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এটি সুনানে আবু দাউদের 495 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এই দায়িত্বে ব্যর্থ হওয়ার সময় মুসলমানদের খোঁড়া অজুহাত তৈরি করা উচিত নয়, কারণ মহান আল্লাহ কাউকে এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তারা পূরণ করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

ঈমান মজবুত করা - 77

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এতে যুবকদের অপরাধের সাথে জড়িত হওয়ার সংখ্যা মারাত্মক বৃদ্ধির কথা জানানো হয়েছে। মুসলমানদের অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বুঝতে হবে যা যুবকদের এই ফলাফলে পৌঁছাতে বাধা দিতে পারে। যদিও, মুসলমানদের উপর অনেক ফরজ কর্তব্য রয়েছে তবুও তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল ফরয নামায কায়েম করা। এটি এমন হয় যখন একজন ব্যক্তি তার সমস্ত শর্ত এবং শিষ্টাচার পূরণ করে নামাজ আদায় করে, যেমন সময়মত আদায় করা। কারণ ফরজ নামায ত্যাগ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম ধাপ যা বড় গুনাহ ও গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

ফরজ নামাজ একটি বাধা হিসেবে কাজ করে যা একজনকে এই গোমরাহী থেকে রক্ষা করে। কিন্তু যখন এই বাধাকে ধ্বংস করে, তখন তারা বিপথগামী হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। এটিকে সতর্ক করা হয়েছে অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 36:

"আর যে পরম করুণাময়ের স্মরণ থেকে অন্ধ হয়, আমি তার জন্য একজন শয়তান নিযুক্ত করি এবং সে তার সঙ্গী।"

একজনকে কেবল তাদের চেনা লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা বুঝতে পারবে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তাদের গোমরাহীর প্রথম ধাপটি ছিল ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করা।

অতএব, মুসলমানদের জন্য তাদের ফরজ নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করা এবং তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের যেমন তাদের সন্তানদেরও তা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। বাচ্চাদের নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করার মাধ্যমে অভিভাবকদের অবশ্যই সক্রিয় হতে হবে, এমনকি তারা বয়সে পৌঁছানোর আগেই তাদের নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরামর্শ দিয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি বিলম্বিত করা পিতামাতা এবং সন্তান উভয়ের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হয়ে দাঁড়াবে, যেমন একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে। শিশুকে তাদের ফরজ নামাজ কায়েম করা যখন তারা অভ্যস্ত না হয় তখন তা অত্যন্ত কঠিন। পিতামাতাদের মনে রাখা উচিত যে তারা বিচার দিবসে তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থতার জন্য জবাব দেবে, কারণ এটি তাদের উপর একটি কর্তব্য ছিল। এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 66 আত তাহরীম, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর..."

ফরয নামায গোমরাহী থেকে বাধা হিসেবে কাজ করার একটি প্রধান কারণ হল, এটি প্রতিনিয়ত এবং নিয়মিতভাবে একজন মুসলমানকে বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নামাজে মহান আল্লাহর সামনে যেভাবে দাঁড়াবে, কিয়ামতের দিন তারাও ঠিক একইভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। যে ব্যক্তি সারাদিন মহান আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাদের অনিবার্য বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তত বেশি তারা এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে যা তাকে অসন্তুষ্ট করে।

ঈমান মজবুত করা - 78

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি অত্যাচারী নেতাদের উত্থান এবং পতনের প্রতিবেদন করেছে। এটা শেখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তির যতই শারীরিক বা সামাজিক শক্তি থাকুক না কেন, একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন তারা তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি তাদের জীবনের সময় ঘটে, যেখানে একজন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ তাকে জেলের মতো সমস্যার দিকে নিয়ে যায় এবং অবশেষে তারা পরকালেও তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে । এটা সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য, শুধু নেতা নয়।

তাই একজন মুসলমানের কখনোই অন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়, যেমন তাদের আত্মীয়দের। ইতিহাসের অত্যাচারী নেতাদের কাছ থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যারা তাদের চেয়ে শক্তিতে অনেক বেশি ছিল তবুও একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন তাদের শক্তি তাদের কোন উপকারে আসেনি এবং তারা তাদের খারাপ কাজের ফল ভোগ করেছিল। সামাজিক প্রভাব এবং শক্তি হল চঞ্চল জিনিস, কারণ এগুলি দ্রুত ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে চলে যায়, দীর্ঘকাল কারও সাথে থাকে না। অতএব, এমন শক্তির অধিকারী একজন মুসলিমের উচিত নিজের এবং অন্যদের উপকার করার মাধ্যমে এটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। কিন্তু যদি তারা তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাবের অপব্যবহার করে, তবে তারা শেষ পর্যন্ত তা করবে একটি শাস্তি সম্মুখীন যা থেকে কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

উপরন্তু, এটা গুরুত্বপূর্ণ কারও কর্তৃত্বের অপব্যবহার না করা কারণ এটি তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। প্রতিটি অত্যাচারীকে তাদের সৎ কাজ তাদের শিকারকে দিতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করতে হবে, যতক্ষণ না ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে অনেক অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলিমকে কখনই তাদের কাজের জন্য নিজেদেরকে জবাবদিহি করতে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যারা করবে, তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু যারা নিজেরা বিচার করবে না তারা আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখবে এবং অন্যদের ক্ষতি করতে থাকবে। না জেনে যে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কিন্তু যখন তারা এই বাস্তবতা উপলব্ধি করবে, তখন তাদের শাস্তি থেকে বাঁচতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি ফিলিস্তিনের মতো সারা বিশ্বের মুসলমানদের চরম দুর্ভোগের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে। যদিও, তেলের মতো বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের বেশির ভাগই মুসলিমদের হাতে, তবুও জাতি হিসেবে মুসলিমদের সমাজ ও অন্যান্য জাতির উপর খুব কম প্রভাব রয়েছে। মুসলিমরা প্রায়ই এই সামাজিক দুর্বলতার জন্য অন্যদের দায়ী করে, যেমন পশ্চিমের দেশগুলো। তারা এই ব্যাপক সামাজিক দুর্বলতা ও প্রভাবের কারণ হিসেবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের অপপ্রচারকে দায়ী করে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেকেই বোঝেন না যে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীদের অভ্যাস ছিল না। তারা সংখ্যায় অল্প হলেও সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিল। এর কারণ হল অন্যের দিকে আঙুল তোলার পরিবর্তে তারা আয়নায় তাকিয়ে তাদের নিজস্ব চরিত্রের মূল্যায়ন করেছে এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে আরও ভালভাবে পরিবর্তন করেছে। মহান আল্লাহর প্রতি এই আন্তরিক আনুগত্যই তাদের শক্তির দিকে পরিচালিত করেছিল, যদিও তারা সংখ্যায় কম ছিল। অথচ, আজ অনেক মুসলমান অন্যের দিকে আঙুল তোলায় এতটাই ব্যস্ত যে তারা তাদের নিজেদের ত্রুটি এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার প্রতি চিন্তা করে না। এর ফলে তারা নিজেদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ওঠে, যা কিছু পণ্ডিতদের মতে, সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যের মূল। এর কারণ এই যে, যে নিজের উপর সন্তুষ্ট সে নিজের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধানের চেষ্টা করবে না এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সংশোধন করবে না। এটি সর্বদা খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করবে, যা তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করার সাথে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজাহ , 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যখন মুসলমানরা মহান আল্লাহর আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন তাদের শত্রুদের উপর ক্ষমতা দেওয়া হবে। তারা এবং তারা অবাধে মুসলমানদের

জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমনকি সুনানে আবু দাউদ 4297 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, এমন সময় আসবে যখন মুসলিমরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে কিন্তু দুনিয়ার চোখে তাদের কোনো মূল্য থাকবে না। এটি বস্তুগত জগতের প্রতি তাদের ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি তাদের অপছন্দের কারণে। বস্তুজগতের প্রতি ভালোবাসা সর্বদাই মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এর ফলে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা হবে এবং এভাবে মুসলিম জাতির প্রভাব তুচ্ছ হয়ে যাবে, যা তাদের জন্য কঠিন ও সংকীর্ণ জীবন যাপন করবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

মুসলমানদের উচিত অন্যকে দোষারোপ করা বন্ধ করে বরং নিজেদের চরিত্র নিয়ে চিন্তা করা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সংশোধন করা। এটি তাদের পরকালের জন্য প্রচেষ্টা এবং ভালবাসার কারণ হবে। মহান আল্লাহ তখন সমাজের বাকি অংশের হৃদয়ে তাদের ভীতি ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলবেন, যেমনটি তিনি সাহাবাদের জন্য করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এটি ইসলামী জাতিকে আবারও সমাজের মধ্যে শক্তি ও প্রভাব অর্জন করতে এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর জীবনযাপন করার সুযোগ দেবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

"সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ হবে যদি তুমি [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

ঈমান মজবুত করা - ৪০

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি গণমাধ্যমে, বিশেষ করে বিনোদন শিল্পে মুসলমানদের চিত্রায়নের বিষয়ে প্রতিবেদন করেছে। এক মুহূর্ত চিন্তা করলে তারা বুঝতে পারবে যে মিডিয়াতে, যেমন সিনেমা শিল্পে, মুসলমানদের প্রায়শই দুইভাবে প্রতিনিধিত্ব করা হয়। তাদের হয় চরম মানসিকতা দেখানো হয়েছে যাতে তারা নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি করার জন্য ইসলামের শিক্ষার অপব্যাখ্যা করে। অথবা তাদের কেয়ার-ফ্রি মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে যারা শুধুমাত্র নামেই মুসলিম, অথচ তাদের কর্মকাণ্ড স্পষ্টতই ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ, তাদের প্রায়শই অ্যালকোহল পানকারী এবং ক্লাববার হিসাবে দেখানো হয়। মুসলমানদেরকে সঠিকভাবে চিত্রিত করা খুব বিরল, যেমন একজন ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়-নির্দেশিত মুসলিম যারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস না করে বস্তুগত জগতে অংশ নেয়। মুসলিমদের এই ভুল চিত্রণটি মুসলিমদেরকে এই বিশ্বাসে বোকা বানানো উচিত নয় যে, ইসলামি জাতির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই দুটি চরম শ্রেণীতে ফিট করে। প্রকৃতপক্ষে, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠরা ভারসাম্যপূর্ণ মুসলিম এবং যারা চরম মানসিকতার অধিকারী তারাই সংখ্যালঘু। একজন মুসলিম যে এটি পালন করে তাই তাদের বিনয় ত্যাগ করা উচিত নয় এবং তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করা উচিত নয় যে অন্য সবাই একই কাজ করছে, তাই তাদের জন্যও এটি গ্রহণযোগ্য। দুর্ভাগ্যবশত, এই ভুল বিশ্বাস ইতিমধ্যেই অনেক মুসলিমকে সংক্রামিত করেছে যারা এই দুর্বল অজুহাত ব্যবহার করে গীবতের মতো বড় পাপে অংশ নেয়। এটি একটি অত্যন্ত অপরিপক্ক মনোভাব যা পার্থিব আদালতে নিজের কাজকে জায়েজ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিচার দিবসে এই অজুহাত মহান আল্লাহর দরবারে কীভাবে টিকবে?

তাই একজন মুসলমানের উচিত হবে বোকা না হয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, তাঁর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করে। তাকে, এবং বিনোদন শিল্প তাদের যা দেখায় তার আচরণ অনুসরণ করবেন না। যদি কোন মুসলমান বিপথগামীতা বেছে নেয়, তবে তাদের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, অন্য সবাইকে বিপথগামী বলে দাবি করা তাদেরকে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না। আর যদি তারা সঠিক পথের উপর অটল থাকে, তাহলে অন্যের গোমরাহী তাদের ইহকাল বা পরকালে ক্ষতি করতে পারবে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 105:

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদেরই দায়িত্ব তোমাদের উপর। যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তুমি হেদায়েত পাবে..."

ঈমান মজবুত করা - 81

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদিস রয়েছে, যা মানবজাতিকে উপদেশ দেয় যে, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহর বান্দা ও শেষ রসূল, জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবেন। এরকম একটি উদাহরণ সহীহ বুখারী, 128 নম্বরে পাওয়া যায়।

এই হাদিসগুলোর তাৎপর্য হলো, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করবে সে হয় জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে অথবা তারা তাদের পাপের পরিমাণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি সহীহ বুখারী, 7510 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যারা জাহান্নামে প্রবেশ না করেই জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, তাদের ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস শুধুমাত্র মৌখিকভাবে ঘোষণা করতে হবে না বরং এর শর্ত ও বাধ্যবাধকতাও তাদের পালন করতে হবে। ঈমানের সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে জান্নাতের চাবি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দরজা খোলার জন্য একটি চাবির দাঁত প্রয়োজন। জান্নাতের চাবিকাঠির দাঁত হল এর দায়িত্ব ও কর্তব্য। এগুলো ছাড়া মানে, দাঁত ছাড়া চাবি জান্নাতের দরজা খুলবে না। এটা অনেক হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত যা নির্দেশ করে যে জান্নাতে প্রবেশের জন্য একজনকে ইসলামের শর্ত ও কর্তব্য পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস,

1397 নম্বর, ইঙ্গিত করে যে সাক্ষ্যকে অবশ্যই ইসলামের স্তম্ভগুলির আকারে কর্ম দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, যেমন ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।

সাক্ষ্যের প্রথম অংশটি হল, মহান আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, এর অর্থ হল, মহান আল্লাহই একমাত্র যিনি মান্য করতে হবে এবং কখনই অবাধ্য হবে না। যখন কেউ মহান আল্লাহকে তাদের ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তাদের এমন কিছু মান্য করা উচিত নয় যা তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহই তাদের মালিক এবং তারা কেবল তাঁর দাস। কিন্তু যে মুহুর্তে কেউ এমন কিছু মান্য করে যা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, তখন তারা তাঁর একত্বের উপর তাদের বিশ্বাসকে কলুষিত করেছে যা আল জাথিয়াহ, 23 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

পবিত্র কুরআন মুসলমানদের সতর্ক করেছে যে যে ব্যক্তি পাপ করে সে প্রকৃতপক্ষে শয়তানের উপাসনা করে যেমন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে তার আনুগত্য করেছে। অধ্যায় 36 ইয়াসিন, আয়াত 60:

"হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদেরকে শয়তানের ইবাদত না করার নির্দেশ দেইনি - [কারণ] সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

যে মুসলিমরা তাদের আকাঙ্ক্ষা, অন্যের ইচ্ছা এবং শয়তানের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে মান্য করে, তারা সত্যই মহান আল্লাহকে তাদের ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই মুসলমানদের উভয় জগতে মহান আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে । এই মুসলিমরা কার্যত ইসলামের সাক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে কারণ তারা তাদের মৌখিক এবং অভ্যন্তরীণ দাবিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে আন্তরিক পদক্ষেপের সাথে সমর্থন করেছে। যখন কেউ তার রেওয়ায়েত অনুযায়ী কাজ করে তখন তারা সাক্ষ্যের দ্বিতীয় দিকটি পূরণ করে, যথা, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর বান্দা ও চূড়ান্ত রাসূল। এই মুসলিমদেরই উল্লেখ করা হয়েছে সহীহ বুখারি, 128 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

যে ব্যক্তি জিহ্বা দিয়ে ইসলাম ঘোষণা করে এবং অভ্যন্তরীণভাবে তা গ্রহণ করে সে নিঃসন্দেহে একজন মুসলিম কিন্তু মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি তাদের সত্যিকারের আন্তরিক বিশ্বাস তাদের গুনাহ অনুসারে হ্রাস পায়।

সাক্ষ্যের উপর সত্যিকারের আমল করার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করেছেন। এটি পরামর্শ দেয় যে এটি একজন ব্যক্তির ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি তখনই হয় যখন একজন মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তিনি যা পছন্দ করেন এবং যা তিনি অপছন্দ করেন তা ঘৃণা করেন। যেহেতু এটি ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য, সুনানে ইবনে

মাজাহ, 2333 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মুসলমানদেরকে তাকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

ইসলামি শিক্ষা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন তাকে ঘৃণা করা এবং অপছন্দ করা একজন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার অনুসরণ এবং মহান আল্লাহর উপর তাদের আনুগত্য করার একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত। এই মনোভাব মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসকে কমিয়ে দেয়। নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে এই মানসিকতা গ্রহণ করা ইসলামের সাক্ষ্যের সত্য বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 24:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমরা যে সম্পদ অর্জন করেছ, বাণিজ্য যাতে তোমরা পতনের আশঙ্কা কর, এবং যে বাসস্থানে তোমরা সন্তুষ্ট, তা তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করুন, অতঃপর অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ পালন করেন এবং আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুযায়ী মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, সে প্রান্তে তাঁর ইবাদত করে। অর্থ, যখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখোমুখি হয় তখন তারা খুশি হয় কিন্তু যখন তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা ক্রোধে তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

সহিহ বুখারিতে পাওয়া একটি হাদিস, 6502 নম্বর, মুসলমানদেরকে কীভাবে সঠিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং ঈমানের সাক্ষ্যের উপর কাজ করতে হবে, যা পরবর্তী পৃথিবীতে জাহান্নামের আগুন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করে। এটি হল প্রথমে তাদের সমস্ত শর্ত এবং শিষ্টাচারগুলি পূরণ করার সাথে সাথে সঠিকভাবে বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করা। অতঃপর স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই এর সাথে যোগ করতে হবে, যার মধ্যে সর্বোত্তম হল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য। এটি মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসার দিকে পরিচালিত করে এবং মহান আল্লাহকে তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে ক্ষমতায়িত করে যাতে তারা কেবল তাঁরই আনুগত্য করে। এই সত্য ও আন্তরিক আনুগত্যই ঈমানের সাক্ষ্যের পরিপূর্ণতা। এটি সেই সুস্থ হৃদয় যার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ভালবাসা এবং পার্থিব কামনা-বাসনা ও জড় জগতের ভালবাসা মুক্ত। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান পাপ করা থেকে মুক্ত হয়ে যায় তবে এর অর্থ হল তারা তাদের থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় যখন তারা খুব কমই পাপ করে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য ইসলামের সাক্ষ্য শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ও মৌখিকভাবে ঘোষণা করা অত্যাবশ্যক নয় বরং তাদের অবশ্যই তাদের কর্মে তা দেখাতে হবে কারণ এটিই এই পৃথিবীতে প্রকৃত সফলতা অর্জনের এবং পরের পৃথিবীতে শাস্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে বাঁচার উপায়। .

আর্থিক সুদ সেই পরিমাণকে বোঝায় যা একজন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সুদের একটি নির্দিষ্ট হারে গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআন নাযিলের সময় অনেক ধরনের সুদের লেনদেন প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল যে বিক্রেতা একটি নিবন্ধ বিক্রি করেছিল এবং মূল্য পরিশোধের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল, এই শর্তে যে ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু নিবন্ধের দাম বাড়িয়ে দেবে। আরেকটি হল যে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে একটি পরিমাণ অর্থ ধার দেন এবং শর্ত দেন যে ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের পরিমাণের বেশি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। সুদের লেনদেনের তৃতীয় রূপটি ছিল যে ঋণগ্রহীতা এবং বিক্রেতা সম্মত হন যে পূর্ববর্তী একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সুদের হারে ঋণ পরিশোধ করবে এবং যদি তারা সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হয় তবে ঋণদাতা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু একই সময়ে সুদের হার বাড়বে। এখানে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য এই ধরনের লেনদেন।

যারা এটি বিশ্বাস করে তারা বৈধ বিনিয়োগ এবং আর্থিক স্বার্থ থেকে অর্জিত লাভের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়। এই বিভ্রান্তির ফলে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে যদি ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অর্থের লাভ হালাল হয় তবে ঋণ থেকে অর্জিত মুনাফা কেন হারাম বলে গণ্য হবে? তারা যুক্তি দেয় যে একজন ব্যক্তি তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে তারা এমন কাউকে ঋণ দেয় যে এর থেকে লাভ করে। এমন পরিস্থিতিতে কেন ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে লাভের একটি অংশ পরিশোধ করবেন না? তারা চিনতে ব্যর্থ হয় যে কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগই ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। কোনো উদ্যোগই লাভের পরম গ্যারান্টি বহন করে না। অতএব, এটা ঠিক নয় যে একা অর্থদাতাকে সমস্ত পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের অধিকারী হিসাবে

বিবেচনা করা উচিত এবং ক্ষতির যে কোনও সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা উচিত। এটা ন্যায়ের অংশ নয় যে যারা তাদের সম্পদ উৎসর্গ করে তাদের কোনো নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না যেখানে তাদের সম্পদ ধার দেয় তারা ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা পায়।

একটি স্বাভাবিক বৈধ লেনদেনে একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করা আইটেম থেকে লাভবান হন। বিক্রেতা আইটেম তৈরিতে ব্যয় করা প্রচেষ্টা এবং সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পান। অন্যদিকে সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনে, সুবিধার বিনিময় ন্যায়সঙ্গতভাবে ঘটে না। সুদ গ্রহণকারী পক্ষ তাদের দেওয়া ঋণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং এইভাবে তাদের লাভ সুরক্ষিত হয়। অন্য পক্ষ ধার করা তহবিল ব্যবহার করতে পারে তবে এটি সর্বদা লাভ নাও হতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তি যদি ধার করা তহবিল প্রয়োজনে ব্যয় করে তবে কোন লাভ হবে না। এমনকি যদি তহবিল বিনিয়োগ করা হয় তবে একজনের লাভ বা ক্ষতি উভয়েরই সুযোগ থাকে। তাই একটি সুদ-সম্পর্কিত লেনদেন একদিকে ক্ষতি এবং অন্যদিকে লাভ বা একদিকে নিশ্চিত এবং স্থির লাভ এবং অন্যদিকে অনিশ্চিত লাভের কারণ হয়। অতএব, বৈধ ব্যবসা আর্থিক সুদের সমান নয়।

উপরন্তু, সুদের বোঝা ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এমনকি মূল ঋণ এবং সুদ পরিশোধের জন্য তাদের অন্য উৎস থেকে ঋণ নিতে হতে পারে। সুদ যেভাবে কাজ করে তার কারণে ঋণ পরিশোধ করার পরেও তাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পরিমাণ প্রায়ই থেকে যায়। এই আর্থিক চাপ মানুষকে নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পেতে বাধা দিতে পারে। এই মানসিক চাপ অনেক শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, এই ধরনের ব্যবস্থায় কেবল ধনীরা আরও ধনী হয় যখন দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়।

যদিও বাহ্যিকভাবে আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করলে একজন ব্যক্তি সম্পদ লাভ করে বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি তাদের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ হয়। এই ক্ষতি অনেক রূপ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের ভাল এবং বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন হারাতে পারে যা তারা অর্জন করতে পারত যদি তারা আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ তাদের সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারেন যা তাদের সন্তুষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে যার কারণে তারা তাদের মূল্যবান বেআইনি সম্পদ ব্যয় করতে পারে যার ফলে তাদের আনন্দদায়ক উপায়ে এটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সামগ্রিক ক্ষতির একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। তারা যত বেশি আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করে ততই তাদের লোভ অর্থে পরিণত হয়, তাদের পার্থিব জিনিসের প্রতি লোভ কখনও তৃপ্ত হয় না যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারা দিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য বিষয়ে যাবে এবং তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা হালাল ব্যবসা এবং সম্পদের সাথে থাকা অনুগ্রহ হারিয়েছে। এমনকি এটি তাদের আর্থিক স্বার্থ এবং অন্যান্য উপায়ে আরও বেআইনি সম্পদ অর্জনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। আখেরাতের ক্ষতি আরো সুস্পষ্ট। হাশরের দিন তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে কারণ হারামের মধ্যে নিহিত কোনো ভালো কাজ যেমন হারাম সম্পদ দিয়ে দান করা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। বিচার দিবসে এই ব্যক্তির কোথায় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নির্ধারণ করতে কোনও পণ্ডিত লাগে না।

বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। পূর্বেরটি সমাজে একটি উপকারী ভূমিকা পালন করে যেখানে পরেরটি তার পতনের দিকে নিয়ে যায়। স্বভাবগতভাবে স্বার্থ লোভ, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা এবং অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। এটি সম্পদের পূজার দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যের সাথে সহানুভূতি ও ঐক্য বিনষ্ট করে। সুতরাং এটি অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে ধ্বংস করতে পারে।

অন্যদিকে, দাতব্য হল উদারতা এবং করুণার ফলাফল। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার কারণে সমাজের ইতিবাচক বিকাশ ঘটবে যার ফলে সবাই উপকৃত হবে। এটা স্পষ্ট যে, যদি এমন একটি সমাজ থাকে যার ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে তাদের লেনদেনে স্বার্থপর হয়, যেখানে ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের সরাসরি বিরোধী হয়, সেই সমাজ স্থিতিশীল ভিত্তির উপর নির্ভর করে না। এমন সমাজে ভালোবাসা ও সহানুভূতির পরিবর্তে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও তিক্ততা বাড়তে বাধ্য।

উপসংহারে বলা যায়, মানুষ যখন তাদের নিজেদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করবে এবং তারপর তাদের উদ্‌বৃত্ত সম্পদ দিয়ে দাতব্য উপায়ে ব্যয় করবে বা পারস্পরিকভাবে বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশ নেবে তখন এমন সমাজে ব্যবসা, শিল্প ও কৃষির উন্নতি হবে। সমাজের মধ্যে জীবনযাত্রার মান বাড়বে এবং সেখানে উৎপাদন অনেক বেশি হবে সেই সমাজের তুলনায় যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আর্থিক স্বার্থ দ্বারা সংকুচিত হয়।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে ফরজ সদকা দান করতে ব্যর্থ হলে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সহিহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক সদকা দান করে না, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

" আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দিয়েছেন তা থেকে বিরত রাখে তারা যেন কখনই মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখন একটি সমাজের সদস্যরা বাধ্যতামূলক দানকে আটকে রাখে, মহান আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টি বন্ধ করে দেন এবং যদি এটি পশুদের জন্য না হয় তবে তিনি বৃষ্টিপাত করতে দিতেন না। এই বড় পাপ তাই কিছু জাতির মুখোমুখি দীর্ঘ সময়ের খরার একটি সম্ভাব্য কারণ।

বাধ্যতামূলক দান না করা চরম লোভের লক্ষণ কারণ এটি একজনের সম্পদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ, অর্থাৎ 2.5%। এটা স্পষ্ট যে কৃপণ আল্লাহ, মহান, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামি আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করা কেবল তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করে না বরং এটি তাদের জীবনে আশীর্বাদের দিকে নিয়ে যায় যা তাদের দান করা সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিমের ৬৫৯২ নং হাদিসে স্পষ্ট করে বলেছেন, দান করলে কারো সম্পদ কমে না। এর অর্থ হল, যখন কেউ দান করে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষতিপূরণ দেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি তাদের ব্যবসার সুযোগ প্রদান করেন যার ফলে তারা দান করার চেয়ে বেশি সম্পদ অর্জন করে। এই পরিশোধের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় নিশ্চিত করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 11:

" কে এমন আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, অতঃপর তিনি তা তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান?"

উপরন্তু, এই হাদিসটি ইঙ্গিত করতে পারে যে প্রতিটি ব্যক্তির বিধান পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে পরিমাণ সম্পদ তাদের জন্য ব্যয় করা হবে তা কখনই পরিবর্তিত হবে না তা নির্বিশেষে একজন ব্যক্তি যতই সম্পদ দান করুক না কেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর গজব থেকে বাঁচতে হবে, তাদের সম্পদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ বাধ্যতামূলক সদকা আকারে দান করে এমন একটি পুরস্কারের আশায় যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই অনেক বেশি।

ঈমান মজবুত করা - 84

মহান আল্লাহর আনুগত্যের পথে বড় বাধা হল ঈমানের দুর্বলতা। এটি একটি দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়, যেমন নিজের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া, অন্যকে ভয় করা, মানুষের আনুগত্যকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপরে রাখা, এর জন্য চেষ্টা না করে ক্ষমার আশা করা এবং অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত। বৈশিষ্ট্য ঈমানের দূর্বলতার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা হল যে এটি একজনকে পাপ করতে দেয়, যেমন ফরজ কর্তব্যে অবহেলা করা। ঈমানের দুর্বলতার মূল কারণ ইসলামের অজ্ঞতা।

ঈমানকে মজবুত করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। সময়ের সাথে সাথে তারা অবশেষে বিশ্বাসের নিশ্চিততায় পৌঁছে যাবে যা এত শক্তিশালী যে এটি একজন ব্যক্তিকে সমস্ত পরীক্ষা এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে রক্ষা করে এবং নিশ্চিত করে যে তারা তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দায়িত্ব পালন করে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস অধ্যয়ন করলে এই জ্ঞান পাওয়া যায়। বিশেষ করে, যে শিক্ষাগুলো আনুগত্যকারীদের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং যারা মহান আল্লাহর অবাধ্য তাদের জন্য শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করে। এটি একজন মুসলমানের হৃদয়ে শাস্তির ভয় এবং পুরস্কারের আশা তৈরি করে যা মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে টান ও ধাক্কা দেওয়ার প্রক্রিয়ার মতো কাজ করে।

স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্টির উপর প্রতিফলন করে কেউ তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে। সঠিকভাবে করা হলে এটি স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্ব, মহান এবং তাঁর অসীম ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মুসলমান রাত ও দিন নিয়ে চিন্তা করে এবং তারা কতটা নিখুঁতভাবে সুসংগত হয় এবং তাদের সাথে যুক্ত অন্যান্য জিনিসগুলি তারা সত্যই বিশ্বাস করবে যে এটি কোনও এলোমেলো জিনিস নয় যার অর্থ, একটি শক্তি রয়েছে যা নিশ্চিত করে যে সবকিছু ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে। এটি মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা। উপরন্তু, যদি কেউ রাত এবং দিনের নিখুঁত সময় নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে একমাত্র আল্লাহ, মহান আল্লাহ। একাধিক ঈশ্বর থাকলে প্রত্যেক ঈশ্বরই রাত ও দিন তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটতে চান। এটি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলতার দিকে পরিচালিত করবে কারণ একজন ঈশ্বর সূর্যের উদয় হতে চাইতে পারেন যেখানে অন্য ঈশ্বর রাত্রি অব্যাহত রাখতে চান। মহাবিশ্বের মধ্যে পাওয়া নিখুঁত নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, নাম আল্লাহ, মহান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

আরেকটি জিনিস যা একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে তা হল সৎকর্মে অবিচল থাকা এবং সমস্ত পাপ থেকে বিরত থাকা। বিশ্বাস যেহেতু কর্ম দ্বারা সমর্থিত বিশ্বাস তাই পাপ সংঘটিত হলে এটি দুর্বল হয়ে যায় এবং যখন ভাল কাজ করা হয় তখন তা শক্তিশালী হয়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সুনানে আন নাসাই, 5662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মুসলিম যখন মদ পান করে তখন সে বিশ্বাসী হয় না।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের পথে একটি বড় বাধা হল অবৈধ সম্পদ উপার্জন ও ব্যবহার করা। এটি একটি বড় পাপ এবং সর্বদা এড়ানো উচিত। পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ এমন কোনো সৎ কাজকে কবুল করেন না যার ভিত্তি হারামের ওপর রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি অবৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং তারপর তা পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য ব্যবহার করে সে দেখতে পাবে যে তারা তাদের সময় নষ্ট করেছে এবং পাপ ছাড়া কিছুই লাভ করেনি। এই মনোভাব মহান আল্লাহর ভয়ের অধিকারী হওয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কেবল তাদের কাছ থেকে জিনিস গ্রহণ করেন যারা তাঁকে ভয় করে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 27:

"... অবশ্যই, আল্লাহ শুধুমাত্র ধার্মিকদের কাছ থেকে কবুল করেন [যারা তাকে ভয় করে]।"

সহিহ বুখারি, 1410 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, মহান আল্লাহ কেবলমাত্র হালাল সম্পদ গ্রহণ করেন যা তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিম, 2346 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, এমনকি যে ব্যক্তি অবৈধ সম্পদ উপার্জন করে এবং ব্যবহার করে তার দোয়াও মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেন।

বাস্তবে, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য একজন ব্যক্তির কেবল সামান্যই প্রয়োজন। ধার্মিক পূর্বসূরিদের থেকে এটা স্পষ্ট যে, বেআইনি বা সন্দেহজনক সম্পদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা সম্ভব একটি মধ্যপন্থী জীবনযাপনের মাধ্যমে যা অযথা বাড়াবাড়ি থেকে অনেক দূরে। এটা সুস্পষ্ট যে শুধুমাত্র তাদের অপ্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছার কারণে অবৈধ সম্পদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্যের চারটি প্রধান বাধা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ, যা এই ছোট বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম ধাপ হল একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সঠিক ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা। অতঃপর একজনকে অবশ্যই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত এবং তাদের পার্থিব দায়িত্ব মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে পালনের মাধ্যমে এর উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এই মনোভাব একজনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিবন্ধকতার চারপাশে নিয়ে যাবে এবং নিরাপদে জান্নাতের দরজায় নিয়ে যাবে।

ঈমান মজবুত করা - 86

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2141 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সম্পদ ততক্ষণ খারাপ নয় যতক্ষণ না যার কাছে আছে তার তাকওয়া থাকে। তিনি যোগ করেছেন যে সুস্বাস্থ্য সম্পদের চেয়ে ভাল এবং উপসংহারে পৌঁছেছেন যে প্রফুল্ল থাকা একটি আশীর্বাদ।

যে মুসলমানের মধ্যে তাকওয়া আছে তারা সর্বদা তাদের সম্পদ সঠিক পথে ব্যয় করবে অর্থাৎ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে। তাই তাদের জন্য তা উভয় জগতেই বরকত হয়ে উঠবে। এটা মনে রাখা জরুরী, সঠিক উপায়ে ব্যয় করা দাতব্যের বাইরে চলে যায় এবং এর মধ্যে সব ধরনের বৈধ দরকারী ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে যা অতিরিক্ত, অপচয় বা অযথা অকার্যকর, যেমন নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তাকওয়া অর্জিত হয় শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধুমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

এই জ্ঞান নিশ্চিত করবে যে একজন মুসলিম বুঝতে পারে কিভাবে তাদের সম্পদ এবং তাদের অন্যান্য পার্থিব আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়। তারা বুঝতে পারবে যে এই আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে যেখানে তাদের অপব্যবহার করলে উভয় জগতেই চাপ ও অসুবিধা হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদিও এই ধরনের সম্পদ একটি মহান আশীর্বাদ কিন্তু সুস্বাস্থ্য যার দ্বারা আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি স্বাধীনভাবে তার সমস্ত বাস্তব কর্তব্য পালন করা হয়, এটি একটি বড় আশীর্বাদ। এটি সুস্পষ্ট কারণ ধনী ব্যক্তিরা সুস্থ থাকার জন্য এবং অসুস্থতা এড়াতে সুখে তাদের সম্পদ ব্যয় করে। তাই একজনের উচিত তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করা মহান আল্লাহর আনুগত্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং স্বেচ্ছাকৃত নেক কাজগুলি সম্পাদন করার মাধ্যমে, যেমন মসজিদে জামাতের সাথে তাদের ফরয নামায পড়া এবং আদায় করার মাধ্যমে। স্বেচ্ছাসেবী উপবাস, এমন একটি দিন আসার আগে যখন তারা তাদের সুস্বাস্থ্য হারায় এবং অনুশোচনায় পড়ে যায়।

পরিশেষে, মুসলমানদের জন্য প্রফুল্লতার মতো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যই নয়,

বরং বিভিন্ন অসুবিধা ও পরীক্ষার মুখোমুখি হতেও সাহায্য করে। তাদের জীবন। যে ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করে সে এই সময়ে আরও সহজে ধৈর্য ধরবে। পক্ষান্তরে, যারা সাধারণ নেতিবাচক ও হতাশাবাদী মানসিকতা অবলম্বন করে তারা কঠিন সময়ে আরও সহজে অধৈর্য ও মহান আল্লাহর অবাধ্য হয়ে পড়ে। ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রাখার জন্য একজন মুসলমানের নিয়মিতভাবে তাদের দেওয়া অসংখ্য আশীর্বাদ পর্যালোচনা করা উচিত। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, কারণ এটি তাদের বাস্তবতা বুঝতে উত্সাহিত করবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র মানুষের জন্য সর্বোত্তম জিনিসের সিদ্ধান্ত দেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ঈমান মজবুত করা - 87

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এই বিশ্বের অগণিত মানুষ এবং তারা নিচে যাত্রা করা অগণিত বিভিন্ন পথ নিয়ে চিন্তা করছিলাম। এটি নিজেই মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার ইঙ্গিত। যদিও, কোটি কোটি মানুষ আছে তবুও কোন দুজন মানুষ জীবনে একই পথে হাঁটে না। এই লক্ষণগুলি বোঝা একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে তবে এই অধ্যায়ে অন্য কিছু আলোচনা করা হবে।

যখনই একজন মুসলিম নিজেকে বৈধ পথে দেখতে পায় তখনই তাদের উচিত সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যে আশীর্বাদ তিনিই দিয়েছেন ইসলামের নির্দেশিত পথে ব্যবহার করে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, একজন মুসলমানের কখনই অন্যদেরকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় এই বিশ্বাস করে যে তাদের পথটি অন্যদের পথের চেয়ে বিশেষত যারা বৈধ পথে রয়েছে তাদের পথের চেয়েও উচ্চতর। এটি কেবল অহঙ্কারের দিকে নিয়ে যায় যা একজনকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। এটি সহীহ মুসলিম, 266 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিবর্তে, তাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে তারা তাদের জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি বা অন্যদের জীবন সম্পর্কে অবগত নয়। বেআইনি পথে থাকা কেউ সহজেই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে এবং মৃত্যুর আগে রক্ষা পেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, হালাল পথে অন্যদের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম পথ দেওয়া হয়েছে যা অন্যদের সম্ভাব্য

সর্বোত্তম পথ থেকে পৃথক। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম তাদের বেশিরভাগ সময় একটি মসজিদে কাটাতে পারে এবং অন্য মুসলিম তাদের বেশিরভাগ সময় হালাল পার্থিব জিনিসগুলিতে ব্যয় করতে পারে, যেমন একটি পেশা। প্রথম মুসলমান দ্বিতীয়টির চেয়ে উত্তম নয় কারণ প্রতিটি ব্যক্তি তাদের জন্য সর্বোত্তম পথে রয়েছে। যদি তারা স্থান পরিবর্তন করে তবে এটি সম্ভবত তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা এখন মসজিদে সময় কাটায় এমন একজনকে অদলবদল করে তাহলে অহংকার গ্রহণ করতে পারে এবং এভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই তাদের জন্য হালাল পার্থিব কাজে লিপ্ত হওয়াই উত্তম। অন্যদিকে, অন্য মুসলিম যারা এখন তাদের বেশিরভাগ সময় বস্তুজগতের জন্য উৎসর্গ করে তারা এতে হারিয়ে যেতে পারে এবং হারামের দিকে যেতে পারে। তাই এই মুসলমানের জন্য তাদের বেশিরভাগ সময় মসজিদে কাটানো ভালো হবে।

অতএব, মুসলমানদের কখনই ঈর্ষা করা উচিত নয় এবং একে অপরকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের পক্ষে সর্বোত্তম পথের উপর রয়েছে, যতক্ষণ এই পথটি বৈধ। এই মনোভাব সর্বদা পরস্পরের প্রতি নম্রতা এবং পারস্পরিক ভালবাসার দিকে পরিচালিত করবে এবং জামি আত তিরমিযী, 2510 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে আন্তরিকভাবে ভালবাসা, এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা একজনকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। এটা মনে রাখা জরুরী, এই আলোচনার অর্থ এই নয় যে ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করে নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের অন্যদের জন্য খুশি হওয়া উচিত যারা বৈধ পথে যাত্রা করছে।

ঈমান মজবুত করা - 88

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মানুষকে বিপথগামী করার জন্য শয়তান যে শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করে তা হল এই বিশ্বের একটি উপাদানকে সুন্দর করে তোলা যাতে এমন একটি কল্পনা তৈরি করা যা আকর্ষণীয় দেখায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 63:

"আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই আপনার পূর্ববর্তী জাতিতে [রাসূল] প্রেরণ করেছি, কিন্তু শয়তান তাদের কাজকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে..."

যখন একজন ব্যক্তি অন্যদের পর্যবেক্ষণ করে, তখন শয়তান সেই মুহূর্তের একটি স্ন্যাপশট নেবে এবং এটিকে এমনভাবে সুন্দর করবে যে ব্যক্তিটি তাদের মনের মধ্যে এটি থেকে একটি সম্পূর্ণ ফ্যান্টাসি জগত তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি এমন একটি পরিবারকে পর্যবেক্ষণ করবেন যিনি ছুটিতে থাকাকালীন একটি সেলফি তুলেছেন এবং এই একক মুহূর্তটি ব্যক্তিটি প্রসঙ্গ থেকে সরিয়ে নিয়েছে যাতে এটি মহান আল্লাহর আনুগত্য করা থেকে বিভ্রান্ত হয়, যার মধ্যে তিনি তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করে। তাঁর কাছে আনন্দদায়ক। উদাহরণস্বরূপ, তারা পরিবারের প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে পারে এবং তাদের ছুটিতে তাদের আনন্দের মুহূর্ত। ঈর্ষা সবসময় অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন তিক্ততার দিকে পরিচালিত করে। এটি তাদের মহান আল্লাহ তাদেরকে যে ভালো জিনিস দান করেছেন তা অবজ্ঞা করতে পারে। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে সে কখনই মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না। সৌন্দর্যায়ন প্রক্রিয়া তাদের কল্পনায় তৈরি করা জীবনধারাকে গ্রহণ করার জন্য

প্রচেষ্টা করতেও উৎসাহিত করতে পারে। এটি প্রায়ই একজনকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করার কারণ করে। এটি তাদের তাদের প্রয়োজনের বাইরে বস্তুগত জগতের জন্য সংগ্রাম করতে বাধ্য করে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অবহেলা করে। এটি সর্বদা চাপ এবং এমনকি পাপের দিকে পরিচালিত করে। এর ফলে একজনকে বিচার দিবসের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তার উপর

শয়তানের কূটকৌশলের জন্য যখন কেউ পড়ে তখন কী ঘটে তার কিছু উদাহরণ এইগুলি। একজন মুসলমানের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে তারা যখন অন্য ব্যক্তির জীবনের একটি মুহূর্ত দেখছে, তারা কখনই বুঝতে পারে না যে তারা যে অসুবিধা এবং চাপের মুখোমুখি হচ্ছে। তারা কেবল একটি পরিস্থিতির একটি ছোট, সংকীর্ণ এবং বাহ্যিক দিক দেখে যা প্রায়শই বিভ্রান্তিকর। উদাহরণস্বরূপ, সেলফি তোলা পরিবারটি তাদের ছুটির দিনটিকে ঘৃণা করতে পারে এবং একে অপরের সাথে সময় কাটাতে পারে এবং তাদের তোলা ছবির জন্য শুধুমাত্র হাসি। একটি ছবি পারিবারিক জীবনের অসুবিধা প্রকাশ করে না। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম জিনিস দেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

তাই তাদের উচিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা, কারণ উভয় জগতে তাদের শান্তি ও সাফল্য নিহিত রয়েছে। এটি অন্য কারো জীবনের একটি মুহূর্ত থেকে শয়তান দ্বারা রচিত একটি কল্পনা অনুসরণ করা মিথ্যা নয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ঈমান মজবুত করা - 89

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ স্পষ্টতই সর্বকালের সর্বোত্তম গোষ্ঠী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন, মহানবী (সাঃ) এর পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। একটি জিনিস যা তাদের মহান করেছে তা হল তাদের উচ্চ লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা। তারা যা কিছু করেছিল এবং বলেছিল যে তারা সর্বদা বস্তুগত জগতের লক্ষ্য না করে পরকালের জন্য লক্ষ্য রাখে। এমনকি যদি কেউ তাদের প্রাচুর্যপূর্ণ উপাসনাকে সরিয়ে দেয় এবং শুধুমাত্র তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে, তারা স্পষ্টতই এমন একদল লোককে দেখতে পাবে যারা সত্যিকারের পরকালে বিশ্বাস করেছিল, কারণ তাদের দৈনন্দিন প্রচেষ্টার বেশিরভাগই পরকালের জন্য নিবেদিত ছিল, কারণ তারা সর্বদা তাদের আশীর্বাদ ব্যবহার করেছিল। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে এবং নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ উপায়ে সেগুলি ব্যবহার করা এড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে, যদি কেউ একজন আধুনিক মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন থেকে ফরজ নামাজকে সরিয়ে দেয় তবে তারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম দ্বারা তাদের অমুসলিম থেকে আলাদা করতে পারবে না। এটি শুধুমাত্র তাদের নিম্ন আকাঙ্খা এবং লক্ষ্যের কারণে। অর্থ, তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগই এই জড় জগতের জন্য নিবেদিত, ঠিক একজন অমুসলিমদের মতো। কেউ নিজেদেরকে এই বিশ্বাসে বোকা বানানো উচিত নয় যে তারা সাহাবায়ে কেরামের মতো একই কাজ করছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। হ্যাঁ, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ব্যবসায় অংশ নিয়েছিলেন এবং পরিবার গড়ে তুলেছিলেন কিন্তু তারা যেভাবে এই কাজগুলি করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার মধ্যে নিহিত ছিল। তারা কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে উপার্জন ও ব্যয় করেছে এবং আখেরাতে তাদের উপকারে আসবে না এমন কিছু পরিহার করেছে। কয়জন মুসলমান দাবি করতে পারে যে তারা এভাবে আচরণ করবে? সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, বিবাহ

করেছিলেন কিন্তু তারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একটি জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছিলেন এবং নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী না হয়ে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের স্ত্রীর অধিকার পূরণের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করেছিলেন। কতজন মুসলমান দাবি করতে পারে যে তারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে? সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে শিশুদেরকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিক্ষা দিয়ে বড় করেছেন এবং তাদেরকে এই দুনিয়ার উপর আখেরাতের প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিতে শিখিয়েছেন । মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদেরকে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে পবিত্র কুরআন না বুঝে এবং এর উপর আমল না করে কিভাবে তেলাওয়াত করতে হয় তা শেখান এবং প্রচুর ধন-সম্পদ উপার্জন এবং প্রচুর সম্পত্তি ক্রয় করতে তাদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান।

আধুনিক মুসলমানরা সাহাবাদের কর্ম অনুলিপি করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কিন্তু তাদের লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা বস্তুগত জগতের উপর কেন্দ্রীভূত হওয়ায় তারা সাহাবীদের থেকে খুব আলাদা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

একজনকে অবশ্যই তাদের জীবনকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে হবে যাতে কেউ তাদের প্রতিদিনের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা সত্যই পরকালে বিশ্বাস করে, কারণ তাদের লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা সবই পরকালের দিকে নির্দেশ করে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় কেউ এমন আচরণ করতে পারে না, যা দিনে এক ঘণ্টারও কম সময় নেয় এবং পরিবর্তে প্রতিটি কাজ ও কথায় এই মনোভাব

দেখাতে পারে। এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের মনোভাব, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং তাদের মহানুভবতার অন্যতম কারণ।

ঈমান মজবুত করা - 90

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এই বিশ্বের প্রধান বিভ্রান্তির মধ্যে একটি এবং শয়তানের অস্ত্র হল যখন কেউ নিজেকে নিশ্চিত করে যে তারা অন্যদের থেকে আলাদা এবং সেইজন্য একটি নির্দিষ্ট জীবন ও পথ অবলম্বনকারী বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাগ্য ভাগ করবে না। উদাহরণস্বরূপ, অনেক লোক যারা ধনী এবং বিখ্যাত নয়, সেলিব্রিটিদের দেখে যারা মানসিক ব্যাধিতে নিমজ্জিত হয়, যেমন উদ্বেগ, স্ট্রেস এবং পদার্থের আসক্তি, তাদের জীবনযাত্রার ফলস্বরূপ, এবং তারা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে যদি তাদের খ্যাতি দেওয়া হয় এবং ভাগ্য তাদের ফলাফল একরকম ভিন্ন হবে. কতজন মুসলমান দাবি করে যে, তাদের যদি প্রচুর সম্পদ দেওয়া হয়, এই বিশ্বের কোটিপতিদের মতো, তারা বিশ্ব দারিদ্র্য দূর করবে? পবিত্র কুরআনেও এই বিশেষ মনোভাব উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 9 তওবাহে, আয়াত 75-76:

"আর তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, "যদি তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দেন, তবে আমরা অবশ্যই দান-খয়রাত করব এবং আমরা অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।" কিন্তু যখন তিনি তাদের কাছ থেকে দান করলেন। তাঁর অনুগ্রহ, তারা এতে কৃপণ ছিল এবং প্রত্যাখ্যান করে মুখ ফিরিয়ে নিল।"

আরেকটি সাধারণ উদাহরণ হল যখন কেউ একজন খারাপ চরিত্রের ব্যক্তিকে বিয়ে করার জন্য বেছে নেয়, যদিও তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুরা তাদের বিরুদ্ধে

সতর্ক করে দেয়। কিন্তু তারা মূর্খতার সাথে বিশ্বাস করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বিপরীতে যারা খারাপ চরিত্রের কাউকে বিয়ে করে এবং ফলস্বরূপ ভোগে, তারা এই ভাগ্য পূরণ করবে না এবং পরিবর্তে তাদের জীবনসঙ্গীর সংস্কার করবে যাতে তারা একজন আদর্শ মুসলিম এবং নাগরিক হয়।

একটি চূড়ান্ত সাধারণ উদাহরণ, পূর্বে উল্লিখিতটির অনুরূপ, যদিও ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করার জন্য কেবলমাত্র বৈধ সম্পদ অর্জনের পরামর্শ দেয় এবং উত্সাহিত করে, কারণ এর চেয়ে বেশি উপার্জনকারী বেশিরভাগ লোকই কেবল লোভী হয় বা অপব্যয় এবং অযথা, তবুও অনেক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের ফলাফলকে উপেক্ষা করে এবং দাবি করে যে তারা ভিন্ন হবে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করবে। উচ্চাভিলাষী। এটা সত্য হলে তারা পৃথিবীতে দারিদ্র্য থাকত না।

সত্য হলো মানুষ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও মানুষ এখনো মানুষ। যদি অধিকাংশ মানুষ একটি নির্দিষ্ট জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করার সময় মহান আল্লাহর আনুগত্য আন্তরিকভাবে করতে ব্যর্থ হয়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে তাদের অনুসরণ করে সেও ব্যর্থ হবে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই জীবনে সঠিক বাছাই করার জন্য মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত উপলব্ধি ব্যবহার করতে হবে। তাদের অবশ্যই অন্যদের দ্বারা করা পছন্দগুলি এবং তারা যে ফলাফলের মুখোমুখি হয়েছিল তা অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং অনুমান করবেন না যে তারা তাদের মতো একই পথ বেছে নিলে তারা নিজেরাই একরকম ভিন্ন ফলাফলের মুখোমুখি হবে। একজনের মনে করা উচিত নয় যে তারা বিশেষ এবং অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের থেকে আলাদা। এই

মনোভাব একজনকে তাদের উপলব্ধি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে বাধা দেয় এবং তাই একটি বিপর্যয়কর ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি এমন একটি পথ বেছে নেন যেখানে যাত্রা করা অধিকাংশ লোক উভয় জগতেই সফল হয়। এটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ঐতিহ্য শেখার ও আমল করার পথ । অন্য সব পথ এড়িয়ে চলা উচিত, এমনকি যদি কেউ বিশ্বাস করে যে তারা নিরাপদে তা অতিক্রম করতে পারে, কারণ এটি শয়তানের কাছ থেকে প্রতারণা এবং কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঈমান মজবুত করা - 91

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সবচেয়ে শক্তিশালী নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি যা আল্লাহর একত্ব, মহান, এবং সৃষ্টির উপর তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দেয়, বেশিরভাগ মানুষ তাদের বিশ্বাস বা অভাব নির্বিশেষে অনুভব করে। যখন একজন ব্যক্তি একটি সত্যিকারের অসুবিধার সম্মুখীন হয়, যা তাদের অধিকার বা অ্যাক্সেসের উপায় দ্বারা সমাধান করা যায় না, তখন তারা প্রায়শই এক ঈশ্বর, মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। এমনকি তারা একাধিক দেবতার কাছেও আবেদন করে না কারণ তাদের আত্মা তাদের হতাশার সময়ে এটি করতে বাধা দেয়। এটি একটি বাস্তবতা যা প্রায়শই চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন শোতে দেখানো হয়, যেখানে একটি চরিত্র, যারা এমনকি একটি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে এক ঈশ্বরের কাছে আবেদন করে। সিনেমা প্রযোজকরা যতটা কঠিন ধর্মকে ছোট করার চেষ্টা করেছে, এই বাস্তবতা এখনও সিনেমা শিল্পে প্রায়শই দেখানো হয়।

মরিয়া সময়ে এক ঈশ্বর, মহান আল্লাহকে ডাকার এই সহজাত ইচ্ছা একজনের আত্মা থেকে উদ্ভূত হয়। যে আত্মা একসময় মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে ছিল এবং তাঁর প্রভুত্ব, একত্ব এবং সমস্ত কিছুর উপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার সাক্ষ্য দিয়েছিল। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 172:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন আপনার পালনকর্তা আদম সন্তানদের থেকে - তাদের কোমর থেকে - তাদের বংশধরদের নিয়েছিলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে

সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে বলেছিলেন], "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বলল, "হ্যাঁ, আমাদের কাছে আছে' সাক্ষ্য দিয়েছে'..."

একজনের এই মুহুর্তগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা উচিত, কারণ এটি মহান আল্লাহর একত্বের স্পষ্ট নিদর্শন। এই মনোযোগীতা তাদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে উৎসাহিত করবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই না করে থাকে, এবং এটি তাদেরকে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করবে, তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর কাছে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করার মাধ্যমে, কারণ এতে শান্তি এবং একটি সফল পরিণতি নিহিত রয়েছে। এটি এমন কিছু যা একজনের আত্মা সাক্ষ্য দেয়, বিশেষত অসুবিধার সময়। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 22:

"তিনিই তোমাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে ভ্রমণ করতে সক্ষম করেন যে পর্যন্ত না, যখন তোমরা জাহাজে থাকবে এবং তারা তাদের সাথে উত্তম বাতাসে যাত্রা করবে এবং তারা তাতে আনন্দ করবে, তখন একটি ঝড়ো হাওয়া আসে এবং সর্বত্র তাদের উপর ঢেউ এসে পড়ে। আচ্ছন্ন হওয়ার আশায়, তারা আল্লাহর কাছে দ্বীনের প্রতি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করে, "আপনি যদি আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

এবং অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না এটি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটি সত্য ..."

ঈমান মজবুত করা - 92

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আধুনিক বিশ্বের অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখা ও আমল করা থেকে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার একটি প্রধান কারণ হল তারা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে, ইসলামের শিক্ষাগুলি তাদের আধুনিক চাপ, অসুবিধা এবং সমস্যাগুলি পূরণ করে না। তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে ইসলামের শিক্ষা শুধুমাত্র মিষ্টান্ন এবং গ্রামবাসীদের জন্য পূরণ করে যারা একটি বিগত যুগে বসবাস করছিল। ফলস্বরূপ, তারা শুধুমাত্র ইসলামী শিক্ষা থেকে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান এবং অনুশীলনগুলি গ্রহণ করে কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাপনের উপদেশগুলিকে পরিত্যাগ করে যা ইসলামী শিক্ষায় পাওয়া যায়। এটি একটি মূর্খ মানসিকতা, কারণ মানুষ যে যুগেরই হোক না কেন, মানুষ এখনও মানুষ। অর্থ, লক্ষ্য, আশা, আকাঙ্খা, ভয়, উদ্বেগ এবং চাপগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের মুখোমুখি হয়েছে। প্রযুক্তি সময়ের সাথে সাথে উন্নত হয়েছে কিন্তু মানুষের সারমর্ম এবং প্রকৃতি সবসময় একই ছিল। মানুষ একটি ভিন্ন প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়নি যাতে তাদের আবেগ, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য এবং ইচ্ছা আগের প্রজন্মের মানুষের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পুরানো প্রজন্মের যেমন খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং একটি পেশা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, আধুনিক দিনের লোকেরাও তাই করে।

যেহেতু ইসলামের শিক্ষা মানুষের সারমর্ম এবং প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে তাই এটি কালাতীত এবং বিচার দিবস পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য বন্ধ হবে যদি মানুষ একটি ভিন্ন প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়, যা ঘটবে না।

উপরন্তু, ইসলামের জ্ঞান যেহেতু মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, মানুষের সৃষ্টিকর্তা, উপদেশটি সঠিক এবং একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক গঠনের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। এই জ্ঞান শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে এবং কোনো গবেষণার পরিমাণ কখনোই একজন মানুষের সমস্ত দিক সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না। একজন উদ্ভাবক যেমন তাদের উদ্ভাবনের বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি, তেমনি একজন মানুষের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে পরামর্শ নেওয়ার জন্য একমাত্র মহান আল্লাহই সর্বোত্তম। পরিশেষে, মহান আল্লাহ যেমন মানুষের হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, আবেগের স্থান, তেমনি তিনি একাই নিয়ন্ত্রণ করেন যে কেউ এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মানসিক ও শরীরের শান্তি অর্জন করবে কিনা। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 43:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসায় এবং কাঁদায়।"

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর স্মরণ ও আনুগত্যের মধ্যেই উভয় জগতের ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভুলে যায় এবং তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, সে যতই জাগতিক জিনিসের মালিক থাকুক না কেন সে মনের শান্তি পাবে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

উপসংহারে বলা যায়, যতদিন একজন মানুষ মানুষ থাকবে, ইসলামের চিরকালের শিক্ষা সব সময় তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে, সে বয়স নির্বিশেষে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে থাকবে, কেবলমাত্র তিনিই তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার সমাধান দিতে পারেন। এটি অন্য কোথাও খোঁজা শুধুমাত্র খারাপ মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে পরিচালিত করবে, যা সোশ্যাল মিডিয়া এবং সংবাদ পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয়।

ঈমান মজবুত করা - 93

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এই দিন এবং যুগে মুসলমানরা যে কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হচ্ছে তার মধ্যে একটি হল ইসলামের প্রতি সন্দেহ অন্যান্য মুসলমানদের আচরণের কারণে। এটি একটি বাস্তবতা যা প্রতিটি জাতি মুখোমুখি হয়েছে এবং তাই পবিত্র কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 110:

"এবং আমরা অবশ্যই মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, কিন্তু তা মতানৈক্যের মধ্যে পড়েছিল। এবং যদি আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে পূর্ববর্তী একটি কথা না থাকত তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা এটি সম্পর্কে উদ্বেগজনক সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।"

পণ্ডিত ও ধার্মিক লোকেরা যখন পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য ঐশী শিক্ষার অপব্যবহার করত, তখন তাদের খারাপ আচরণ দেখে সাধারণ জনগণ ঈমান থেকে দূরে সরে যায়। একই বাস্তবতা মুসলমানদেরও প্রভাবিত করেছে। তারা কথিত ধার্মিক ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঐশ্বরিক শিক্ষার অপব্যাখ্যা করে যার ফলে ইসলামের সঠিক শিক্ষা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কিছু মুসলিম জাতি নারীদের শিক্ষা লাভে বাধা দেয়, যদিও ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রত্যেক নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বর হাদিস পাওয়া যায়। আরেকটি ব্যাপক উদাহরণ , যখন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা তাদের সমস্ত সময়, শক্তি এবং প্রচেষ্টা অন্য মুসলমানদের অপমান, সমালোচনা এবং অপমান করার জন্য ব্যয় করে। সাধারণ

জনগণ যখন এই ধরনের আচরণ লক্ষ্য করে তখন তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়, এমনকি তারা বাহ্যিকভাবে তা না দেখালেও।

প্রথমত, সমস্ত মুসলমানকে সঠিকভাবে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে যাতে তারা ইসলামের দূত হিসাবে তাদের ভূমিকা পালন করে, যাতে তারা বিশ্বের কাছে ইসলামের আসল চেহারা দেখাতে পারে। এর মূলে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং সঠিক ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা, যা পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে নিহিত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই বাস্তবতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, একজন মুসলমান অন্যের আচরণের কারণে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া থেকে মাফ করে না। ইসলাম যা শিক্ষা দেয় তা যাচাই করার জন্য তাদের অবশ্যই ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এটি করতে ব্যর্থ হওয়ার কোন অজুহাত নেই, কারণ সঠিক ইসলামিক জ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে উপলব্ধ এবং অ্যাক্সেসযোগ্য। শুধুমাত্র এই পদ্ধতির মাধ্যমে অন্য মুসলমানদের ভুল আচরণ পর্যবেক্ষণের ফলে উদ্‌ভূত সম্ভাব্য সন্দেহ দূর করা সম্ভব এবং এই সন্দেহগুলো মুসলমানদের আগামী প্রজন্মকে সংক্রামিত করা থেকে বিরত রাখা যাবে।

ঈমান মজবুত করা - 94

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা স্পষ্ট যে কেউ যখন সোশ্যাল মিডিয়া পর্যবেক্ষণ করে যে মুসলমানরা প্রার্থনাকারীদের জাতিতে পরিণত হয়েছে। অগণিত পোস্ট এবং ভিডিওগুলি লক্ষ্য করা যায় যেগুলি ইসলামী শিক্ষার মধ্যে রেফারেন্স প্রার্থনা পাওয়া যায়। যদিও মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তবুও অনেকেই এই সত্যটিকে উপেক্ষা করেছেন যে প্রার্থনা কার্যকর হওয়ার জন্য তাদের আন্তরিক কর্মের সাথে মিলিত হতে হবে। পবিত্র কুরআনের দোয়া এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য সবসময় আন্তরিক কর্মের সাথে মিলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 127-129:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন ইব্রাহিম ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং [তার সাথে] ইসমাঈল, [বলছিলেন], "হে আমাদের প্রভু, আমাদের কাছ থেকে [এটি] কবুল করুন। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের রব, এবং আমাদেরকে আপনার [আনুগত্য করে] মুসলিম করুন এবং আমাদের বংশধরদের থেকে আপনার [আনুগত্যশীল] একটি মুসলিম জাতি করুন। এবং আমাদের [ইবাদতের] আচার দেখাও এবং আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। হে আমাদের পালনকর্তা, তাদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠান যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াত তিলাওয়াত করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

মহানবী ইব্রাহিম ও ইসমাঈল (আঃ) যখন এই দোয়া করেছিলেন তখন তারা কার্যত মহান আল্লাহর ঘর নির্মাণ করছিলেন। অর্থ, তাদের প্রার্থনা আন্তরিক ভাল কর্মের সাথে মিলিত হয়েছিল।

আরেকটি উদাহরণ হল অধ্যায় 27 আন নমল, আয়াত 18-19:

"যতক্ষণ না, যখন তারা পিঁপড়ার উপত্যকায় এসে পৌঁছল, তখন একটি পিঁপড়া বলল, "হে পিঁপড়া, তোমার আবাসস্থলে প্রবেশ কর যাতে তুমি সোলায়মান ও তার সৈন্যদের দ্বারা পিষ্ট না হও, যখন তারা বুঝতে পারবে না।" সুতরাং [সোলায়মান] তার বক্তৃতা শুনে হাসলেন। এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে তোমার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ হতে দাও যা তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি দান করেছ এবং সৎকর্ম করতে যা তুমি পছন্দ কর। এবং আমাকে তোমার রহমতে তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।"

এটা সুস্পষ্ট যে, মহানবী সুলাইমান (আঃ) মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এই দোয়াটি পালন করেছিলেন। তিনি কেবল প্রার্থনা করেননি এবং এটিকে কর্মের সাথে যুক্ত করতে ব্যর্থ হন।

উপরন্তু, এমনকি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য সুপারিশকৃত সময়গুলোও শারীরিক কর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, জামে

আত তিরমিযী, 3499 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহ ফরজ নামাজের পরে এবং রাতের শেষ অংশে করা দুআ সহজে কবুল করেন। প্রার্থনার জন্য এই দুটি সময়ই শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত: বাধ্যতামূলক প্রার্থনা এবং রাতের স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

এমন অনেক হাদিস রয়েছে যা কিছু কাজের বিরুদ্ধে সতর্ক করে যা দোয়া কবুল হতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 2989 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে এবং সেবন করে তার দোয়া কখনই কবুল হবে না। এটা সুস্পষ্ট যে, দোয়ার পরিপন্থী কাজ করার সময় কিছু জিনিসের জন্য দোয়া করা বৃথা। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে, তারপরও অবিরাম গুনাহ করে যা জাহান্নামে নিয়ে যায়। অথবা যে ব্যক্তি জান্নাতের জন্য দোয়া করে তবুও সে নেক আমল প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় যা জান্নাতে নিয়ে যায়, যেমন ফরজ নামাজ।

উপরন্তু, ইসলাম স্পষ্ট করে দেয় যে একজন ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে সফলতার জন্য কেবল প্রার্থনা করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ, মুমিনদেরকে যুদ্ধের সময় তাদের সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেন, তিনি তাদের কেবলমাত্র সাফল্যের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে বলেন না। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 71:

"হে ঈমানদারগণ, সাবধানতা অবলম্বন কর এবং [হয়] দলে দলে বের হও অথবা সবাই একসাথে বের হও।"

এমনকি যখন একজন বিবাহিত দম্পতির সমস্যা হয়, তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে কেবল তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে বলেন না। তিনি পরিবর্তে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 35:

"এবং যদি আপনি উভয়ের মধ্যে মতবিরোধের আশঙ্কা করেন, তবে তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন সালিসকারী এবং তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন সালিস পাঠান। যদি তারা উভয়েই মীমাংসা করতে চায়, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে তা ঘটাবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সচেতন।"

এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক পঠিত প্রার্থনাটি প্রার্থনার প্রতিটি চক্রের সময় সক্রিয়ভাবে আবৃত্তি করা হয়, যার ফলে ইঙ্গিত করা হয় যে কার্যকর হওয়ার জন্য প্রার্থনা অবশ্যই আন্তরিক কর্মের সাথে মিলিত হতে হবে। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 5-7:

"আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ, তাদের নয় যারা [আপনার] ক্রোধ অর্জন করেছে বা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

এই আলোচনা এ পর্যন্ত স্পষ্ট করে দেয় যে, আন্তরিক কর্মের সাথে মিলিত না হলে প্রার্থনা নিজে থেকেই কার্যকর হয় না। এটা স্পষ্ট হয় যখন কেউ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণের মনোভাব ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন।

তাই আন্তরিক ও সৎকর্মের সাহায্যে দোয়াকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। যদি কেউ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তবে তাদের অবশ্যই সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের দেওয়া সম্পদ ব্যবহার করতে হবে, যেমন আত্মীয়দের মধ্যে অসুবিধা, এবং তারপর ত্রাণের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। একটি ছাড়া অন্যটি ইসলামিক উপায় নয়। একজন অসুস্থ ব্যক্তির উচিত চিকিৎসার পরামর্শ নেওয়া এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ওষুধ সেবন করা এবং উপশমের জন্য প্রার্থনা করা। যে ব্যক্তি একটি সন্তান কামনা করে, তাকে অবশ্যই প্রথমে বিয়ে করতে হবে এবং তাদের স্ত্রীর সাথে একটি সন্তান নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং তারপর এটি হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। যে ব্যক্তি তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চায় তাকে অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে এবং তারপর সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। একজনকে অবশ্যই অন্যদের অসুবিধায় তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করতে হবে, যেমন আর্থিক সহায়তা, এবং তাদের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য মেনে চলতে হবে, তিনি যে আশীর্বাদ দান করেছেন তা ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, তারপর উভয় জগতের ভাল জিনিসের জন্য প্রার্থনা.

দুর্ভাগ্যবশত, প্রার্থনাকারীদের একটি অলস জাতিতে পরিণত হওয়া যারা তাদের প্রার্থনাকে আন্তরিক ও সৎ কর্মের সাথে সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হয় তার একটি প্রধান কারণ যে কারণে সমগ্র ইসলামী জাতি এবং স্বতন্ত্র মুসলমানদের বিশ্বাস সময়ের সাথে নাটকীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ঈমান মজবুত করা - 95

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 16:

"যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য কি সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে এবং যা সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি বিনীত হয়ে যায়? এবং তারা যেন তাদের মত না হয় যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল। তাদের উপর দিয়ে চলে গেল, ফলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল..."

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে সময়ের সাথে সাথে বইয়ের লোকেরা তাদের বিশ্বাসকে খালি অনুশীলনের গুচ্ছ হিসাবে বিবেচনা করেছিল, ঠিক যেমন একজন সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পূরণ করে। বিশ্বাসকে একটি সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মতো বিবেচনা করার সমস্যাটি হ'ল সময়ের সাথে সাথে লোকেরা সাংস্কৃতিক অনুশীলন ছেড়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন প্রায়ই একজন পিতাকে লক্ষ্য করবেন যিনি তার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অনুসারে পোশাক পরেন তবে তাদের সন্তান একটি ভিন্ন সংস্কৃতি অনুসারে পোশাক পরে। অতএব, বইয়ের লোকদের জন্য সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে, তারা শেষ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাসের উপর অনুশীলন করা ছেড়ে দিয়েছিল, কারণ তারা তাদের কাছে খালি অনুশীলন ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং তাদের বিশ্বাস কেবল একটি খালি খোলসে পরিণত হয়েছিল যেখানে লোকেরা বিশ্বাস করার দাবি করেছিল কিন্তু তাদের ধর্ম পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ আজকে এমন লোকদের লক্ষ্য করে যারা নির্দিষ্ট ধর্মকে অনুসরণ করার দাবি করে কিন্তু তাদের শিক্ষার উপর

মোটেও কাজ করে না। এক সময় তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বদাই ভক্ত-শিক্ষার্থী ও উপাসকদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এখন সেগুলো শূন্য।

দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে, যারা সময়ের সাথে সাথে তাদের ধর্মকে কিছু খালি প্রথা হিসাবে পালন করেছে, যা শেষ পর্যন্ত আগামী প্রজন্ম পরিত্যাগ করেছে।

মুসলমানদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম ইসলামের প্রতি নিবেদিত ছিল এবং তাই এটি তাদের জন্য একটি জীবন ব্যবস্থা ছিল, শুধুমাত্র অনুশীলন এবং আচার-অনুষ্ঠান নয়। তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিল এবং তাই ইসলাম তাদের প্রতিটি কথা ও কাজ এবং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, আর্থিক এবং কর্ম জীবন। তাদের কাছে ইসলাম তাদের রক্তের সাথে মিশে গিয়েছিল এবং তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছিল। অভ্যাস ত্যাগ করা যেতে পারে, যেখানে জীবনের একটি উপায় এমন কিছু হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ একটি শখ ছেড়ে দিতে পারে কারণ তারা এটি করতে পছন্দ করে না কিন্তু তারা দীর্ঘ সময়ের জন্য খাদ্য বা শ্বাস প্রশ্বাসের অক্সিজেন ছেড়ে দিতে পারে না, কারণ পরবর্তীটি জীবনের জন্য একটি উপায় এবং উপায় যেখানে আগেরটি শুধুমাত্র একটি অনুশীলন।

ধার্মিক পূর্বসূরিদের এই মনোভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিত্যক্ত হয়েছে, যেমন অন্যান্য ধর্মের লোকেরা তাদের বিশ্বাসের শিক্ষা ত্যাগ করেছিল, যেমন ইসলামকে এখন এমন একটি অনুশীলন এবং আচার-অনুষ্ঠানের একটি সেট হিসাবে পালন করা হয় যার দিনে দিনে কোনও বাস্তব প্রভাব নেই। কার্যক্রম বা আচরণ। এই

কারণেই যে মসজিদগুলি প্রতিদিন পাঁচটি জামাতে নামাজের সময় সর্বদা পূর্ণ থাকত, এখন কার্যত খালি। শুধুমাত্র জুমার জামাতে নামাজের অভ্যাস রয়ে গেছে, কিন্তু বিষয়গুলো যদি সেরকমই চলতে থাকে, তাও আগামী প্রজন্মের দ্বারা পরিত্যক্ত হবে।

উপরন্তু, অন্যদের অন্ধ অনুকরণ যথেষ্ট ভাল নয়, কারণ এটি একজনকে উপলব্ধি করতে বাধা দেয় যে ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা এবং পরিবর্তে তাদের এবং যারা তাদের পালন করে, যেমন পরবর্তী প্রজন্মকে বোঝায় যে ইসলাম শুধুমাত্র কয়েকটি খালি আচার এবং অভ্যাস, যা পরিত্যাগ করা যেতে পারে, ঠিক যেমন সাংস্কৃতিক অনুশীলন পরিত্যাগ করা যেতে পারে।

এই পরিণতি এড়ানোর উপায় হল বুঝতে হবে যে ইসলাম একটি গুচ্ছ অনুশীলন নয়, বরং এটি একটি জীবন ব্যবস্থা যা একজন মুসলমানের প্রতিটি মুহূর্তকে প্রভাবিত করে। এই বোধগম্যতা তখনই আসে যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঐতিহ্যগুলি শিখে এবং অনুসরণ করে, কারণ এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিক ইসলামের সাথে সংযুক্ত। এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। এর ফলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সারা বিশ্বে নিরপরাধ মানুষের উপর ব্যাপক নিপীড়নের এই সময়ে, একজন মুসলমানের দায়িত্ব তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং ইসলামের বিধানের মধ্যে খারাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। অনেক মুসলমান এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায়, পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য উদ্ধৃত করে, যেখানে অত্যাচারীদের দেওয়া হুমকির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই আয়াত এবং রেওয়ায়েতগুলি নিজের সহ সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। যখন কেউ গণহত্যার মতো গণহত্যার মতো গণ-নিপীড়ন লক্ষ্য করে, তখন একজন মুসলমানের পক্ষে তাদের নিজেদের মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যের অধিকারের নিজেদের নিপীড়নকে অন্যের দ্বারা পরিচালিত গণ-নিপীড়নের সাথে তুলনা করে ছোট করা সহজ। . উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলিম যে ক্রমাগত তাদের স্ত্রীর প্রতি অভদ্র আচরণ করে সে সংবাদে মানুষের উপর ব্যাপক নিপীড়ন দেখে নিপীড়নের এই কাজটিকে ছোট করবে। তারপরে তারা পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি নিক্ষেপের দিকে মনোনিবেশ করে, যা তারা সংবাদে দেখেন এমন লোকদের প্রতি নিপীড়কদের হুমকি দেয় কিন্তু এই ইসলামী শিক্ষাগুলি নিজেদের এবং তাদের আচরণে প্রয়োগ করতে ভুলে যায়। যদিও কিছু ধরনের নিপীড়ন অন্যদের চেয়ে খারাপ, তবুও কম নয়, নিপীড়ন এখনও নিপীড়নই, এবং এর সকল প্রকার অত্যাচারীর জন্য অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। সহীহ বুখারী, 2447 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এই আলোচনার অর্থ এই নয় যে কেউ তাদের শক্তি অনুযায়ী এবং ইসলামী আইনের সীমার মধ্যে মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি করবে না, তবে এর অর্থ হল যে

তাদের অবাধ্যতা ও নিপীড়নকে তারা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যখন তাদের দ্বারা সৃষ্ট গণ-নিপীড়নের সাথে তাদের তুলনা করা হয়। অন্যদের একজনকে অবশ্যই মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি করা চালিয়ে যেতে হবে কিন্তু ইসলামী শিক্ষার আলোকে ক্রমাগত তাদের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তারা আল্লাহ, মহানের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হওয়া বা মানুষের উপর অন্যায় করার মাধ্যমে যে নিপীড়নের দিকটি তারা করে তা দূর করে। অন্যথায়, তারা ভালভাবে দেখতে পাবে যে বিচারের দিনে তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে যে নিপীড়কদের বিরুদ্ধে তারা আপত্তি করেছিল তাদের সাথে উত্থিত হবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 42:

"এবং কখনও মনে করো না যে, যালিমরা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর। তিনি তাদের [অর্থাৎ তাদের হিসাব] এমন একটি দিনের জন্য বিলম্বিত করেন যেদিন চোখ [ভয়ংকরে] তাকিয়ে থাকবে।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। প্রতিটি মুসলমান, তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে, বিচার দিবসের বাস্তবতায় বিশ্বাস করে, কারণ এটি ঈমানের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু বিচার দিবসে বিশ্বাসের শক্তি মুসলমানদের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। যদিও বিচার দিবসে কারো বিশ্বাসের সঠিক স্তরের মূল্যায়ন করা মানুষের সামর্থ্যের বাইরে, কারণ এটি একটি গোপন বিষয়, তবুও এমন কিছু লক্ষণ রয়েছে যা একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের শক্তি নির্দেশ করে। এই নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি হল নির্দেশনার দুটি উত্স: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং তার উপর কাজ করার জন্য একজন মুসলিম কতটা বা কম নিবেদিত। বিচার দিবসের প্রতি তার বিশ্বাস যত বেশি শক্তিশালী হবে, তত বেশি তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুত হবে। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ নির্দেশনার দুটি উৎস শিখে এবং তার উপর কাজ করে, যা তাকে দেখায় যে কীভাবে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং বিচার দিবসের প্রতি তার বিশ্বাস যত বেশি হবে, তারা হেদায়েতের দুটি উত্সের উপর যত বেশি অনুশীলন করবে এবং দুর্বল ব্যক্তির বিশ্বাস তত কম হেদায়েতের দুটি উত্সের উপর অনুশীলন করবে। এই কারণেই যে বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সে পথনির্দেশের দুটি উত্স নিয়ে মাথা ঘামায় না, কারণ তাদের এমন কিছুর জন্য প্রস্তুত করার দরকার নেই যা তারা বিশ্বাস করে না। এ থেকে কেউ মূল্যায়ন করতে পারে যে তারা সত্যই কতটা বিশ্বাস করে। বিচার দিবস। যদি তারা খুব কমই শেখে এবং নির্দেশনার দুটি উত্সের উপর কাজ করে, তবে এটি নির্দেশ করে যে তারা বিচার দিবসে খুব কমই বিশ্বাস করে, যদিও তারা অন্যথায় দাবি করে। প্রত্যেক মুসলমানকে নিয়মিত এই স্ব-মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তারা নিশ্চিত করে যে তারা বিচার দিবসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী বলে নিজেদেরকে বোকা না বানিয়ে, যদিও কার্যত বলতে গেলে, তারা খুব কমই এতে বিশ্বাস করে।

ঈমান মজবুত করা - 98

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের বিশ্বাসের শক্তির বিচার করা এবং মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা জীবনে সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ধাপে ধাপে নিজেদের উন্নতি করছে। এটি করার একটি সর্বোত্তম উপায় হল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। যদিও দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া একটি চমৎকার সূচনা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এমনকি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মুনাফিকরাও নামায পড়তেন। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের মধ্যে একজনকে অবশ্যই তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তারা সঠিকভাবে জীবনযাপন করছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য তাদের লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, আশা এবং ভয়ের মূল্যায়ন করা উচিত। এই সমস্ত বিষয়গুলি প্রভাবিত করে যে একজন ব্যক্তি কীভাবে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে। একজন ব্যক্তি যত বেশি তাদের লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, আশা এবং ভয়কে মহান আল্লাহর আনুগত্য এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করবে, তত বেশি তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে এর রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

যদি কেউ দেখতে পায় যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে নিরর্থক বা পাপপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করছে, তবে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং তাদের দিনের বেশিরভাগ অংশের জন্য মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, এমনকি যদি তারা প্রার্থনা করে। এটি উভয় জগতেই স্ট্রেস এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের বিশ্বাসের শক্তিকে উন্নত করতে হবে প্রথমত পাপপূর্ণ উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করে কমিয়ে আনতে হবে। অতঃপর তাদের অবশ্যই এই আশীর্বাদগুলোকে নিরর্থক উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের উচিত প্রতিটি আশীর্বাদের মূল্যায়ন করা এবং এই মডেলটি প্রয়োগ করা যতক্ষণ না তারা দেখতে পায় যে তারা যে সমস্ত আশীর্বাদ প্রদত্ত হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করছে। এটি উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের পথ, কারণ হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক এই মুসলিমকে এই দুনিয়া বা পরকালের অন্ধকার ও সংকীর্ণ জীবন ভোগ করতে দেবেন না। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ঈমান মজবুত করা - 99

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সকল মানুষের জীবনে সোশ্যাল মিডিয়ার বর্ধিত উপস্থিতি এবং যে সহজে একজন অন্যদের সাথে মেলামেশা করতে পারে, মুসলমানদের জন্য দরকারী আত্ম-প্রতিফলনের মূল দিকটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। একটি পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য আত্ম-প্রতিফলন প্রয়োজন যাতে এটির সাথে কীভাবে মোকাবিলা করা যায় সে সম্পর্কে একটি ভাল এবং ভাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সত্য। এই আত্ম-প্রতিফলন তখনই সম্ভব যখন কেউ ভিতরের দিকে ফিরে যায় এবং সাময়িকভাবে বাহ্যিক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, যেমন অন্যদের সাথে কথা বলা। এটি এই কারণে যে একজন ব্যক্তি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন তা অন্য ব্যক্তি কখনই সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারে না, তারা একে অপরকে যতই ভালভাবে জানে না কেন। প্রতিটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে একজন ভিন্ন আবেগ এবং অনুভূতি তৈরি করে যা অন্যের দ্বারা অনুভব করা যায় না, এমনকি তারা একই পরিস্থিতি অনুভব করলেও, কারণ প্রতিটি ব্যক্তি আলাদা এবং তাই পরিস্থিতিগুলিকে অন্যদের থেকে আলাদাভাবে দেখে এবং প্রতিক্রিয়া জানায়। এই কারণেই অনেক লোকের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া শুধুমাত্র বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করে এবং জীবনে ভুল পছন্দ করে।

তাই যদিও ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় বিষয়েই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ চাওয়া বাঞ্ছনীয়, তবুও একজনকে তাদের প্রয়োজন, চরিত্র ও সামর্থ্য অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পরিস্থিতির উপর আত্ম-প্রতিফলন করতে হবে।

উপরন্তু, আত্ম-প্রতিফলনের সাথে মাল্টি টাস্ক করা সম্ভব নয়, ঠিক যেমন একজন শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পড়াশোনা করতে পারে না এবং একই সময়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে সার্ফ করতে পারে না। কিন্তু যিনি ক্রমাগত সামাজিকতায় নিমজ্জিত হন, তারা কিছু শুনছেন বা দেখছেন, কারও সাথে কথা বলছেন বা টেক্সট করছেন, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হন সে সম্পর্কে তারা কখনই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, কারণ তারা তাদের সম্পর্কে সত্যই আত্ম-প্রতিফলন করতে ব্যর্থ হয়। এটা এতটাই খারাপ হয়ে গেছে যে বেশিরভাগ মানুষ অন্যদের সাথে মেলামেশা না করে বাস স্টপে হেঁটে যেতেও পারে না।

এই আত্ম-প্রতিফলন সমস্ত ছোট ধর্মীয় এবং পার্থিব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন কর্মক্ষেত্রে সমস্যা, এবং জীবনের দিকনির্দেশনা এবং উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত সামাজিকীকরণ করে, যার ফলে আত্ম-প্রতিফলনের জন্য নিয়মিত সময় বের করতে ব্যর্থ হয়, সে একটি অর্থহীন এবং লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করবে যেখানে তারা তাদের ভাল আকাঙ্খা, আশা এবং লক্ষ্যগুলি পূরণ করার লক্ষ্য বা চেষ্টা করে না।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই আত্ম-প্রতিফলনের জন্য সময় বের করতে হবে যাতে তারা নিয়মিত তাদের উদ্দেশ্য, তারা যে পথে চলেছে এবং তারা সঠিক পথে চলেছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এর মাধ্যমেই তারা যে পার্থিব এবং ধর্মীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে এবং তাদের সাথে যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পারে এবং নিশ্চিত করতে পারে যে তারা জীবনে সঠিক পথে চলেছে, যাতে তারা উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য পায়।

ঈমান মজবুত করা - 100

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অধিকাংশ মুসলমানের জন্য, এই বিশ্বাস করা যে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, এটা বিশ্বাসের খুব বেশি কিছু নয়। কারণ এই ধারণাটি অল্প বয়স থেকেই তাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এটি গ্রহণ করাও বেশ স্পষ্ট। ঈমানের প্রকৃত উল্লম্ফন আসলে এই বিশ্বাসের সাথে জড়িত যে, যে আশীর্বাদগুলো প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে, যা পবিত্র কোরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। , এই পৃথিবীতে মন ও শরীরের শান্তি লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এই বাস্তবতা মেনে নেওয়া কঠিন হওয়ার একটি কারণ হল এটি বাহ্যিকভাবে যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়। যুক্তি নির্দেশ করে যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই শান্তি এবং সুখ পাবে যখন তারা তাদের ইচ্ছা পূরণ করবে। উপরন্তু, যখন লোকেরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ লোককে পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা সকলেই তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যমে শান্তি ও সুখ লাভের দিকে নির্দেশ করে এবং উত্সাহিত করে। এমনকি শয়তানও অস্বীকার করবে না যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য জান্নাতে নিয়ে যায় কিন্তু সে মুসলমানদেরকে তাদের আশীর্বাদ ব্যবহার করে মৌলিক বাধ্যবাধকতা অতিক্রম করে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ভয় দেখায়, এই বুঝিয়ে যে তারা যদি এটা করে থাকে এই পৃথিবীতে একটি দুঃখজনক জীবনের অভিজ্ঞতা হবে.

এই সমস্ত কারণ এবং আরও অনেক কিছু তাদের আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে বাধা দেয়, কারণ তারা ভয় করে যে তাদের আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দেওয়া তাদের সুখী হতে এবং মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে। পরিবর্তে, লোকেরা অবচেতনভাবে দাবি করে যে, মহান আল্লাহ যদি তাদের শান্তি দেন তবে তারা আরও বেশি পাওয়ার জন্য তাদের আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, একজন ব্যক্তি শান্তি লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতগুলোকে প্রথমে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি একজন ব্যক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে যার ফলে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে এবং মানসিক ও শরীরের শান্তি পেতে বাধা দেয়।

তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি অধ্যয়ন, শিখতে এবং

তার উপর আমল করতে হবে, যা তাদের বিশ্বাসের এই লাফ দিতে উত্সাহিত করবে যাতে তারা উভয় জগতেই মন এবং শরীরের শান্তি পান। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়, তখন তারা বুঝতে পারে যে পার্থিব আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে কোন পার্থিব ইচ্ছা মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে না। অথচ, কোন অসুবিধাই তাদের মনের প্রশান্তি পেতে বাধা দেবে না , যতক্ষণ না তারা প্রদত্ত নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, ঠিক যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আগুনের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবেন। অধ্যায় 21 আন আম্বিয়া, আয়াত 68-69:

" তারা বলল, "তাকে [হযরত ইব্রাহিম (আঃ)] পুড়িয়ে দাও এবং তোমার উপাস্যদের সমর্থন কর - যদি তুমি কাজ করতে চাও।" আমরা [অর্থাৎ আল্লাহ] বললাম, "হে অগ্নি, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।"

ঈমান মজবুত করা - 101

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। বিচার দিবসের জন্য কার্যত প্রস্তুতির মূল্যে মুসলমানরা কেন তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তার একটি প্রধান কারণ হল তাদের এই পৃথিবীতে তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি হারানোর ভয়। এই ভয় একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার যা শয়তান ব্যবহার করে একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও ঐতিহ্যে বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। এই পরিণতি এড়ানোর জন্য, একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অভ্যন্তরীণভাবে ইসলামে বিশ্বাস করে এবং সক্রিয়ভাবে এর শিক্ষাগুলি অনুশীলন করে ততক্ষণ তারা লাভের আশা করে এমন কিছু হারাতে হবে না। এর কারণ হল যে একজন মুসলমান মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সত্যিকার অর্থে কঠোর পরিশ্রম করে, তাকে পরকালে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অতএব, তারা এই পৃথিবীতে যা কিছু চেয়েছিল এবং তা পাওয়ার ক্ষেত্রে হারানোর ভয় ছিল, তারা জান্নাতে পেতে পারে। তারা স্থায়ীভাবে এবং নিখুঁত আকারে তারা যা চেয়েছিল তা উপভোগ করতে সক্ষম হবে। যদিও তারা এই পৃথিবীতে যা চায় তা অর্জন করলেও তা কখনো স্থায়ী বা নিখুঁত হবে না। সুতরাং বাস্তবে, একজন মুসলমানের জন্য কিছু হারানোর মতো কিছু নেই, কারণ তারা হয় এই দুনিয়াতে বা পরকালে যা চায় তা পাবে। অতএব, যদি তারা এই দুনিয়ায় তা না পায়, তবে আখেরাতে তারা তা পাওয়ার আগে অল্প বিলম্ব হবে। একজনকে কেবলমাত্র চিন্তা করতে হবে যে তাদের জীবন এত দ্রুত কেটেছে যে পরকাল কেবল একটি মুহূর্ত দূরে। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 45:

"এবং যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, [এটা হবে] যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি..."

গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা মনে রাখা যে একজন আন্তরিক মুসলমানের জন্য, প্রতিটি ভাল ইচ্ছা পূর্ণ হবে, শীঘ্রই বা পরে, তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতির ক্ষতির কারণে এর পরিপূর্ণতাকে অত্যধিকভাবে তাড়া করা থেকে বিরত রাখবে। একজন খাঁটি মুসলমানের জন্য কোন ক্ষতি নেই, কেবল বিলম্ব।

ঈমান মজবুত করা - 102

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ইসলাম মানুষকে তাদের জীবনে এবং অন্যদের জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছুর প্রতি সচেতন হতে শেখায়, কারণ একজন তাদের থেকে মূল্যবান পাঠ শিখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দেওয়া একজন মুসলমানের জন্য একটি শক্তিশালী অনুস্মারক যে তারা এটি হারানোর আগে তাদের ভাল স্বাস্থ্য ব্যবহার করে। একইভাবে একজন মুসলমানকে তাদের বক্তব্য এবং অন্যদের বক্তব্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত, কারণ একজন তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারে। লোকেরা প্রায়শই জিহ্বার স্লিপ মুহুর্তগুলি অনুভব করে যার মাধ্যমে তারা এমন কিছু বলে যা তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে যদিও তা তাদের এবং অন্যদের কাছ থেকে গোপন থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কারও কাছে পরিবারের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখন তারা ভালভাবে বলতে পারে যে একজন ব্যক্তির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি তার পরিবার হওয়া উচিত। কিন্তু যখন কেউ তাদের সঠিকভাবে নির্দেশ করে যে একজন মুসলমানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আল্লাহ, মহান, বক্তা দ্রুত তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন বা উত্তর দেন যে, তারা এটি বলতে চেয়েছিলেন, যদিও তারা এটি বলেননি। জিভের এই স্লিপ মুহুর্তগুলিতে, এটি নিজের বা অন্যের ক্ষেত্রে ঘটুক না কেন, একজনকে অবশ্যই যা বলা হয়েছে তার উপর গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও কর্মের মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তারা সঠিক পথে থাকে এবং মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলতে থাকে এবং এমনকি অবচেতনভাবে নিজেকে প্রতারণা করা এড়িয়ে চলুন।

একইভাবে, অন্যরা যখন কিছু নিয়ে রসিকতা করে, তখন তাদের রসিকতায় প্রায়ই সত্যের একটি স্তর থাকে। অর্থ, তাদের একটি অংশ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় তারা যা

বলে তা বোঝায়। একজনকে এই বিষয়গুলি মনে রাখা উচিত কারণ তারা তাদের নিজস্ব মানসিকতা এবং আচরণ সম্পর্কে গভীর সত্য শিখতে পারে, যা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনে সামঞ্জস্য করা যাতে এটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। বাস্তবে, এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি কেবল দুটি মান মেনে চলতে পারে। সঠিক মান সব কিছুর স্রষ্টা এবং পালনকর্তা, মহান আল্লাহ থেকে আসে। এই মানগুলি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে আলোচনা করা হয়েছে। অন্য মান হল বিশ্ব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশনের মাধ্যমে যা উৎসর্গ করে। এই মান চঞ্চল এবং সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং যে এগুলি মেনে চলে সে একটি চঞ্চল মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা গ্রহণ করবে। যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মান পরিত্যাগ করে, তখন তারা অনিবার্যভাবে বিশ্ব কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুসরণ করবে। এটির দিকে পরিচালিত প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হল স্বাভাবিককরণের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এটি তখনই হয় যখন একটি বিশেষ মনোভাব, আচরণ বা বিশ্বাস মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে কারণ বৃহত্তর সমাজ এটিকে গ্রহণ করেছে এবং অনুশীলন করে। এটি অনুসরণ করার জন্য একটি বিপজ্জনক পথ হয়ে উঠতে পারে কারণ এটি পাপ এবং বিপথগামীতার দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, সময়ের সাথে সাথে গীবত করা সমাজে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, কারণ এটি সমাজে খুব বেশি ঘটে। ফলস্বরূপ, অনেক মুসলমান এই বড় পাপের কাজে লিপ্ত হয় এবং প্রত্যাখ্যান করে বলে যে প্রত্যেকেই এটি করে, যখনই তাদের এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়। একইভাবে, অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে ইসলামে অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট, যদিও তারা ইসলামের শিক্ষার উপর অনুশীলন না করে। যেহেতু এই মনোভাব সমাজে স্বাভাবিক হয়ে গেছে, মুসলমানরা এই সত্যটি ব্যবহার করে যে অন্য অনেকে এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তাদের এই বিচ্যুতিপূর্ণ আচরণ গ্রহণের ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে সমাজে স্বাভাবিককরণকে পাপ করার ন্যায্যতা হিসাবে ব্যবহার করা এমন কিছু যা মহান আল্লাহ কখনই গ্রহণ করবেন

না। প্রত্যেকে যদি একটি নির্দিষ্ট পাপ করে, তবে তিনি তাদের সবাইকে এর জন্য দায়ী করবেন, এমনকি যদি এর অর্থ তিনি তাদের সবাইকে শাস্তি দেন।

সমাজে স্বাভাবিককরণের দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হওয়া কেবল তখনই এড়ানো যায় যখন কেউ শেখা এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত মানদণ্ড অনুযায়ী কাজ করা বেছে নেয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এবং অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

যদি কেউ এই মান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে বিশ্বের দ্বারা নির্ধারিত জীবন মান অনুসরণ করবে। এর ফলে একজন মহান আল্লাহকে ভুলে যাবে এবং তাঁর দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এটি কেবল এই পৃথিবীতে একটি কঠিন জীবনের দিকে পরিচালিত করে এবং সমাজে যা স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয় তা অনুসরণ করার অজুহাত বিচার দিবসেও গ্রহণ করা হবে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

ঈমান মজবুত করা - 104

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলিমরা প্রায়শই অভিযোগ করে যে, যদিও তারা আল্লাহকে অমান্য করার ফলে পরকালে তাদের পরিণতি সম্পর্কে অবগত থাকে, অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করে এবং তাদের অনেকেই জাহান্নাম এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানে, তবুও তারা অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে না। মহান আল্লাহ। একইভাবে, যদিও তারা মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার পরিণতি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখে, যেমন এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি এবং পরকালে জান্নাত, তবুও তাদের জ্ঞান প্রায়শই তাদের আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে অনুপ্রাণিত করার জন্য যথেষ্ট নয়, যা জড়িত। আশীর্বাদ ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এই মনোভাবের একটি বড় কারণ হল ঈমানের দুর্বলতা। এটি একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝা যায়। যখন একজনকে একটি ভীতিকর ছবি বা ভিডিও দেখানো হয়, যেমন একটি কোবরা কাউকে আক্রমণ করছে, যদিও সেই ব্যক্তি কিছুটা আতঙ্ক বোধ করে, যেমন তারা সেই ভীতিকর পরিস্থিতিতে থাকা কল্পনা করে, তবুও এই মনোভাব তাদের আচরণ পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন ভীতিকর ছবি বা ভিডিও দেখার পর তারা ভয়ে পালায় না। অন্যদিকে, যদি একজন ব্যক্তি সরাসরি ভীতিকর কিছু অনুভব করেন, যেমন একটি কোবরা দ্বারা সম্মুখীন হওয়া, এটি তাদের মধ্যে প্রথম দৃশ্যের তুলনায় একটি বৃহত্তর স্তরের ভয় তৈরি করবে এবং তারা নিজেকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত হবে, যেমন পালানো দৃশ্য একটি সুন্দর ইভেন্টের অভিজ্ঞতার তুলনায় একটি সুন্দর ছবি/ভিডিও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রযোজ্য। ইভেন্টের সাক্ষী থাকা সর্বদা ব্যক্তির উপর কেবল এটি দেখার চেয়ে আরও বেশি ব্যবহারিক প্রভাব ফেলবে। এটাই দুর্বল ও শক্তিশালী ঈমানের পার্থক্য। যার ঈমান দুর্বল সে যখন মহান আল্লাহকে অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে বা শুনবে তখন ভয় পাবে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিণতি সম্পর্কে

চিন্তা ও শুনে আনন্দ অনুভব করবে। কিন্তু এই ভয় এবং আনন্দ তাদের ব্যবহারিক আচরণকে প্রভাবিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। এটি ভীতিকর বা সুন্দর কিছুর ছবি/ভিডিও দেখার মতো। পক্ষান্তরে, যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাকে এমন একটি অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি দেওয়া হয় যাতে তারা শারীরিকভাবে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা ও আনুগত্যের পরিণতি দেখতে পায়। এই অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি এতই শক্তিশালী যে এটি তাদের কার্যত প্রভাবিত করে এবং তাই তাদেরকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়াতে উত্সাহিত করে। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে এই অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করা হয়েছে।

একজনকে অবশ্যই দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং এই অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে যাতে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের আচরণ উন্নত হয়। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে আন্তরিকভাবে অর্জন ও আমল করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। এই জ্ঞান ও কর্ম ব্যতীত, কেউ এই অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াই বেঁচে থাকবে এবং তাদের দুর্বল বিশ্বাসের ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য বা অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে যে কোনও অনুস্মারক তাদের আচরণে সামান্য বা কোনও প্রভাব ফেলবে না।

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। একটি অসুবিধার সূচনা থেকে ধৈর্য দেখাতে ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল যখন তারা জীবনের বড় চিত্রের উপর মনোযোগ হারায়। একজন ব্যক্তি যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তা পুরো জিগস পাজলের তুলনায় শুধুমাত্র একটি জিগস টুকরার মতো। কিন্তু যখন কেউ সেই একক অংশে সম্পূর্ণভাবে ফোকাস করে, যা প্রায়শই একটি অসুবিধার প্রতিনিধিত্ব করে, তখন তারা পুরো জিগস ধাঁধার উপর মনোযোগ হারায় এবং ফলস্বরূপ, কঠিনটি সত্যিকারের তুলনায় অনেক বেশি গুরুতর বলে মনে হয় এবং এর নেতিবাচক পরিণতিগুলি বাস্তবের চেয়ে আরও গুরুতর বলে মনে হয়। . এটি একজনকে ধৈর্য প্রদর্শনে বাধা দেয়, যার মধ্যে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রেখে বক্তব্য বা কাজের মাধ্যমে পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করা এড়ানো জড়িত। এই পরিণতি এড়াতে সর্বোত্তম উপায়গুলির মধ্যে একটি হল ক্রমাগত বিচার দিবসের দিকে মনোনিবেশ করা। এটি তাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে তাদের সমস্যা বা অসুবিধা এত বড় বিষয় নয়, কারণ বিচার দিবসের অসুবিধার সাথে কোন পার্থিব অসুবিধার তুলনা হয় না। পার্থিব সমস্যার নেতিবাচক পরিণতি বিচার দিবসের চেয়ে বেশি গুরুতর নয়। একজনকে মনে রাখতে হবে যে এটি এমন একটি দিন যখন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কৃতকর্ম অনুসারে ঘাম ঝরবে। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যেদিন একই আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে জোর দেওয়া হবে এবং খুশি করার জন্য মরিয়া চেষ্টা করবে, তখন তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। অধ্যায় 80 আবাসা, আয়াত 33-37:

"কিন্তু যখন বধির বিস্ফোরণ ঘটবে। যেদিন একজন মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। এবং তার মা এবং তার বাবা। এবং তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের। প্রতিটি মানুষের জন্য, সেই দিনটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।"

যেদিন তারা জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করার পর তাদের কর্ম সম্পর্কে চিন্তা করবে। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সেই দিন, মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, কী উপকার হবে] স্মরণ হবে?"

যখন কেউ এই দিনে মনোযোগ দেয়, তখন তাদের পার্থিব সমস্যা এবং অসুবিধা বড় ব্যাপার বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের অসুবিধার সূচনা থেকে ধৈর্য প্রদর্শন করতে এবং একটি উপযুক্ত পদ্ধতিতে এটিকে মূল্যায়ন করতে এবং মোকাবেলা করতে সাহায্য করবে যা তাদের চাপ কমিয়ে দেয়।

এছাড়াও, বিচার দিবসের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা নিশ্চিত করবে যে তারা মুখ ফিরিয়ে নেবে, উপেক্ষা করবে এবং বিচার দিবসে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে না এমন কিছুকে ছোট করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের জীবনের অসুবিধা এবং চাপ। পরিবর্তে, তারা বিচার দিবসে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির উপর ফোকাস করবে, যেমন অসুবিধার মুখে ধৈর্য প্রদর্শন করা। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

ফেরাউনের জাদুকররা ঈমান গ্রহণের পর ফেরাউনের দেওয়া শারীরিক নির্যাতনের হুমকিতে বিচলিত বা বিচলিত না হওয়ার কারণেই সম্ভবত এই সঠিক মনোভাব ছিল, কারণ তারা বিচার দিবসের দিকে মনোনিবেশ করেছিল। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 49-50:

"[ফেরাউন] বলল, "আমি তোমাকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তুমি তাকে [অর্থাৎ মূসাকে] বিশ্বাস করেছিলে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি আপনার নেতা যিনি আপনাকে যাদু শিখিয়েছেন, কিন্তু আপনি জানতে যাচ্ছেন। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে ক্রুশবিদ্ধ করব।" তারা বলল, "কোন ক্ষতি নেই। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাব।"

ঈমান মজবুত করা - 106

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যখন কেউ ইসলামের শিক্ষা এবং অন্যদের জীবন পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা স্পষ্টভাবে দেখতে পায় যে তিনটি উপায়ে মানুষ ব্যবহার করতে পারে প্রতিটি আশীর্বাদ যা তারা আল্লাহ প্রদত্ত হয়েছে, এবং প্রতিটি পছন্দের ফলাফল। প্রথম উপায় হল আশীর্বাদগুলিকে পাপপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করা। এর ফলে উভয় জগতেই সম্ভাব্য শাস্তি হতে পারে। এই পৃথিবীতে, তাদের আশীর্বাদ তাদের জন্য অভিশাপ এবং তাদের অসুবিধা ও দুর্দশার কারণ হবে। যেমন, যে তার সন্তানকে হারামের উপর বড় করে, সে দেখবে যে তার সন্তান তাদের জন্য দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

দান করা আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করার দ্বিতীয় উপায় হল এমন উপায়ে যা ইসলাম দ্বারা নিষ্ফল বলে বিবেচিত হয়। এর মধ্যে আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা জড়িত যা পাপ নয় এবং এর ফলে কোনও ভাল কাজও হয় না। এইভাবে আচরণ করা পরকালে মানুষের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহারকারীদের দেওয়া পুরষ্কার পর্যবেক্ষণ করে। উপরন্তু, নিরর্থক উপায়ে একজনের আশীর্বাদ ব্যবহার করা তাদের পক্ষে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লা প্রতিরোধ করতে পারে। নিরর্থক উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করার ফলে এই পৃথিবীতে মানসিক চাপ এবং

উদ্বেগ দেখা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সময়কে অনর্থক উপায়ে ব্যবহার করে তারা প্রায়শই বেশি চাপের সম্মুখীন হয়, যেমন তর্ক-বিতর্ক, যারা তাদের সময়কে নিরর্থক উপায়ে ব্যবহার করা এড়িয়ে যায়। যারা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্পদের সন্ধান করে তারা প্রায়শই তাদের চেয়ে বেশি চাপ দেয় যারা কেবল তাদের প্রয়োজন অনুসারে সন্ধান করে এবং ব্যবহার করে।

একজন ব্যক্তি যে পার্থিব আশীর্বাদগুলোকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা ব্যবহার করার চূড়ান্ত উপায় হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়। এটি আসলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাই আশীর্বাদ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

উপরন্তু, এই পদ্ধতিতে আচরণ করা হল মহান আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাই মনে ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

যে এই পদ্ধতিতে আচরণ করে সে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করেছে এবং তাই উভয় জগতে একটি ভাল, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অবশেষে, এমনকি যখন এই ব্যক্তি সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা ধৈর্যের সাথে সাড়া দিতে এবং আরও আশীর্বাদ এবং পুরস্কার পেতে সঠিকভাবে নির্দেশিত হবে। তারা অ্যানেস্থেশিয়ার অধীনে থাকা রোগীর মতো হবে যারা তাদের পরিচালিত চিকিত্সার ব্যথা অনুভব করে না। অর্থ, তারা অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে কিন্তু তাদের হৃদয় সর্বদা শান্তিতে থাকবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই তিনটি উপায় এবং ফলাফল যা কেউ তাদের দেওয়া আশীর্বাদ ব্যবহার করতে পারে। একজন ব্যক্তির কোন পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত তা উপসংহারে আসতে একজন পণ্ডিত লাগে না।

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। লোকেরা প্রায়শই এমন জিনিসগুলিকে বিভ্রান্ত করে যেগুলির উপর তাদের কোন ক্ষমতা নেই যেগুলির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং এর জন্য দায়ী। এই বিভ্রান্তির ফলে, তারা সঠিক মানসিকতা ও আচরণ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় যার ফলে ইসলাম যে মানসিক প্রশান্তি দেয় তা থেকে বঞ্চিত হয়। পরিবর্তে, তাদের বিভ্রান্তি তাদের একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার অবলম্বন করে যার ফলে তারা অল্প সময়ের মধ্যে এক চরম মেজাজ থেকে অন্য চরম মেজাজে দুলতে থাকে, যার ফলে মানসিক ব্যাধি, যেমন চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতা দেখা দেয়।

এই ফলাফল এড়াতে কিছু জিনিস বুঝতে হবে। একজনের জীবনে দুটি উপাদান আছে। প্রথমটি হল বাহ্যিক জিনিস এবং তাদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, যেমন অসুস্থ হওয়া। এই জিনিসগুলি নিয়তি এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত এবং এড়ানো বা এড়ানো যায় না। দ্বিতীয় উপাদানটি অভ্যন্তরীণ এবং এটি একজনের আচরণের সাথে যুক্ত। এই উপাদানটির উপর একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং এটিই মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের বিচার করা হবে।

বিভ্রান্তি ঘটে যখন কেউ বুঝতে ব্যর্থ হয় যে তাদের আচরণের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং এর জন্য তারা দায়ী, এবং ফলস্বরূপ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মনের অবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় যার ফলে তারা অত্যধিক সুখী অর্থ, আনন্দিত, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে এবং অত্যধিক দু: খিত, অর্থ, শোক, অসুবিধা সময়ে. পরিবর্তে, তারা তাদের আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে এটি

তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং ভাগ্যের একটি অংশ হিসাবে আচরণ করে, ঠিক যেমন তারা মুখোমুখি হয় বাহ্যিক পরিস্থিতির মতো। নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার ফলে, তারা তুচ্ছ জিনিসের জন্য উল্লসিত হয় এবং তুচ্ছ এবং তুচ্ছ বিষয়গুলিতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। যখনই তারা তাদের চরম আচরণ থেকে পুনরুদ্ধার করে তখনই তারা কেবল তাদের কাঁধ ঝাঁকায় এবং মন্তব্য করে যে এটিই জীবন এবং এটিই এমন। ফলস্বরূপ, তারা সময়ের সাথে তাদের আচরণের উন্নতি করে না, বা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয় না, কারণ তারা তাদের আচরণের জন্য দায়িত্ব নেয় না এবং পরিবর্তে এটিকে এমন জিনিসগুলির সাথে রাখে যা তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। এটি একটি অবিশ্বাস্যভাবে অভদ্র এবং মূর্খতাপূর্ণ মনোভাব অবলম্বন করা যেমন একজন ব্যক্তি আল্লাহকে দোষারোপ করে, যিনি মহান, যিনি ভাগ্য নির্ধারণ করেন, তাদের খারাপ আচরণ এবং মনোভাবের জন্য, যদিও তাদের আচরণ সম্পূর্ণরূপে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

যখন কেউ এই মনোভাব অবলম্বন করে তখন তারা বিশ্বাস করবে যে এক চরম মেজাজ থেকে অন্য মেজাজে দোলানো এই পৃথিবীতে কেবল একটি আদর্শ এবং এভাবেই জীবনযাপন করা উচিত ছিল। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মুসলিম জীবনের চেয়ে মানসিকভাবে অস্থির ব্যক্তির জীবনধারার কাছাকাছি, একটি ভারসাম্য যা ইসলাম শেখায়।

উপসংহারে, একজনকে অবশ্যই বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে হবে যা তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই তার সাথে তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে অর্থাৎ তাদের আচরণ এবং মনোভাব। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার মাধ্যমে, একজন মুসলমান তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারে এবং শিখতে পারে এবং ইসলামী জ্ঞানের সমর্থনে, তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক অবস্থা অবলম্বন করবে যাতে তারা চরম মেজাজ এড়িয়ে চলে। এটি এই পৃথিবীতে শান্তি এবং মনের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

"পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে তা একটি রেজিস্টারে থাকে, আমরা এটিকে অস্তিত্বে আনার আগে - প্রকৃতপক্ষে, এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে তোমরা নিরাশ না হও যা তোমাদের এড়িয়ে গেছে এবং যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত না হয়। সে তোমাকে দিয়েছে..."

ঈমান মজবুত করা - 108

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ইসলামে অবিচল থাকা এবং ইসলামে হঠকারিতা অবলম্বন করার মধ্যে পার্থক্য করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তারা বাহ্যিকভাবে একই রকম দেখাতে পারে তবুও তারা খুব আলাদা। ঈমানের প্রতি একগুঁয়েমি অন্ধ অনুকরণ এবং ইসলামী জ্ঞান না শেখার ও আমল না করার ফল। ইসলামে অন্ধ অনুকরণ অপছন্দ করা হয়, কারণ মানুষকে উচ্চ মানসিক ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাই তাদের গবাদি পশুর মতো আচরণ করা উচিত নয়, যারা একে অপরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই সাহাবীদের অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, যারা ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বল, "এটা আমার পথ; আমি অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে...""

বিশ্বাসে একগুঁয়েতা তাই দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায় না। এটি একজনকে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকা থেকে বিরত রাখে, যার মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। নবী মুহাম্মদ সা. একজন একগুঁয়ে মুসলিম কিছু ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে মানতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্যদের ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হবে, কারণ এটি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ় বিশ্বাস তাদের নেই।

উপরন্তু, বিশ্বাসে একগুঁয়েতা একজনকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের উন্নতি করতে বাধা দেয়, কারণ তারা তাদের অভ্যাসের বিরোধিতা করলে ভালোর জন্য পরিবর্তন হবে না। অন্যদিকে, ইসলামে অবিচলতা একজনকে উৎসাহিত করবে তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে এবং উন্নতি করতে যখনই তারা নতুন কিছু শিখবে। উদাহরণস্বরূপ, একগুঁয়ে মুসলমান মসজিদে তাদের স্বেচ্ছায় নামায পড়া চালিয়ে যাবে এমনকি তাদের বলা হয়েছে যে এটি পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য। মসজিদে প্রবেশ করার সময় নামাজের দুটি চক্রের ব্যতিক্রম। এটি অনেক হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, 6113 নম্বরে পাওয়া যায়। একজন একগুঁয়ে মুসলমান এমনকি এমন অভ্যাসগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য থেকে নেওয়া হয়নি। এমনকি যদি তাদের তার ঐতিহ্যের উপর অভিনয় করতে হয়।

অপরদিকে ঈমানে অটল থাকার মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা। এই মনোভাব একজনকে ক্রমাগত তাদের আচরণ পরিবর্তন এবং উন্নত করতে উৎসাহিত করে, কারণ তারা তাদের জ্ঞান বাড়ায়। এটি দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে, যা নিশ্চিত করে যে তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বাধ্য থাকবে। সুতরাং, উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য অর্জন করতে চাইলে একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই মনোভাব অবলম্বন করতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

ঈমান মজবুত করা - 109

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করে, মহান আল্লাহ তাদের পথ দেখান। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর কাছে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। কিন্তু যারা ক্রমাগত তাঁর অবাধ্যতা করে তারা গোমরাহীতে অন্ধভাবে বিচরণ করে। অতএব, মুসলমানদের জন্য আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা অত্যাবশ্যক, কারণ ক্রমাগত অবাধ্যতা আধ্যাত্মিক হৃদয় এবং ব্যক্তির কর্মকে কলুষিত করে।

এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যাকে একজন বিচারক বেআইনিভাবে আচরণ না করার জন্য সতর্ক করেছেন কিন্তু ব্যক্তি এই আচরণে অটল থাকার পরে বিচারক তাদের কারাগারে আটকে রাখার আদেশ দেন। অতএব, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি, তারা কেবল নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, গোমরাহীতে পরিত্যাগ করা একটি আধ্যাত্মিক বিষয় এবং তাই মানবজাতির কাছে লুকিয়ে থাকা, মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে কিছু লোক এই পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে অনুমান না করা। পরিবর্তে তাদের উচিত সমস্ত লোকের সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে চিন্তা করা এবং তাই তাদের বিশ্বাস এবং আচরণের সংস্কারে আন্তরিকভাবে ব্যবহারিকভাবে সহায়তা করা।

মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদেরকে ভালো ও মন্দের পার্থক্য করার জ্ঞান ও শক্তি দান করেন এবং এমনকি ভালো কিছু পছন্দ করার এবং অপছন্দ করার এবং মন্দকে এড়িয়ে চলার সহজাত প্রবণতা তাদের মধ্যে দিয়েছিলেন। জামি আত তিরমিযী, 2389 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে ভাল এবং মন্দের মধ্যে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। এই পছন্দটি একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক যুক্তিশক্তি বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে ভূমিকা পালন করে। অধ্যায় 91 আশ শামস, আয়াত 9-10:

"তিনি সফল হয়েছেন যিনি এটিকে শুদ্ধ করেছেন [আধ্যাত্মিক হৃদয় - যুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষদ]। এবং তিনি ব্যর্থ হয়েছেন যে এটি [দুর্নীতির সাথে] স্থাপন করে।"

যখন একজন ব্যক্তি কল্যাণের পথ বেছে নেয় তখন তার স্বাভাবিক সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে এবং মহান আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টায় আরও সমর্থন দেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

কিন্তু কেউ যদি তাদের মন্দ ইচ্ছার অনুসরণ করে এবং মন্দ পথ বেছে নেয় তবে ধীরে ধীরে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় অন্ধকারে নিমগ্ন হয়ে যাবে এবং সেখানে কোন কল্যাণ থাকবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩৩৩৪ নং হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি তওবা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আলোচ্য মূল আয়াতটি কার্যকর হবে। এই ব্যক্তি এতটাই মন্দ কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়ে যে তারা তাদের মন্দ মানসিকতা ও কর্মে আনন্দ পায়। তারা একেবারে ভাল কিছু ঘৃণা.

ঈমান মজবুত করা - 110

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পবিত্র কুরআনে অগণিত গুণাবলী রয়েছে যা এটিকে অন্য যেকোন জাগতিক গ্রন্থ থেকে আলাদা করে। পবিত্র কুরআনের এই দিকটি এতই তীব্র যে এটি অসংখ্য জীবনকাল ধরে ব্যাখ্যা বা আলোচনাও করা যায় না। তবে এই গুণগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হবে। সর্বপ্রথম, পবিত্র কুরআনে, মহান আল্লাহ, সমগ্র মহাবিশ্বকে (শুধু মানুষ নয়) একটি উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এবং এই ঐশী ওহী নাযিল হওয়ার সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের জন্যই নয় বরং সমস্ত সৃষ্টির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। সময়ের শেষ চ্যালেঞ্জ হল যদি লোকেরা বিশ্বাস করে যে পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ নয়, তাহলে তাদের উচিত এমন একটি অধ্যায় তৈরি করা যা পবিত্র কুরআনের একটি অধ্যায়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 23:

"আর আমরা আমাদের বিশেষ ভক্তের উপর যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি অধ্যায় নিয়ে আস এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীদের ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

সমগ্র গ্রহে এমন কোনো বই নেই যা এই ধরনের ওপেন চ্যালেঞ্জ দিতে পারে এবং দিয়েছে। কিন্তু 1400 বছরেরও বেশি আগে পবিত্র কুরআন সমগ্র বিশ্বকে এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ অমুসলিমরা জয়ী হতে পারেনি এবং এটি কখনও ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে না।

পবিত্র কুরআনের আরেকটি গুণ হল এটি ভবিষ্যতের ঘটনার ফলাফল বর্ণনা করেছে। কিন্তু এই বিবৃতিগুলির আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে ফলাফলগুলি তখন অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ অধ্যায় 48 আল ফাত, আয়াত 28:

"তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত সহ প্রেরণ করেছেন সত্যের দ্বীন যাতে তিনি একে অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারেন এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন সমগ্র মক্কা নগরীই ইসলাম ছিল তাই মক্কাবাসীরা যখন এই আয়াতটি শুনেছিল, দুর্ভাগ্যবশত তাদের জন্য, তারা বিশ্বাস করেছিল যে ইসলাম খুব দুর্বল এবং তাই বেশিদিন টিকে থাকবে না এবং অবশ্যই মক্কার সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়বে না। সমগ্র বিশ্ব একা। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে মহান আল্লাহ এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন।

পবিত্র কুরআন কীভাবে ভবিষ্যতের একটি ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যা সেই সময়ে অকল্পনীয় ছিল তার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 30 আর রুম, 2-5 আয়াতে:

“রোমানরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী ভূমিতে এবং তাদের পরাধীনতার পর তারা শীঘ্রই পরাস্ত হবে। কয়েক বছরের মধ্যে। হুকুম শুধু আল্লাহর আগে ও পরে। আর সেদিন মুমিনগণ আনন্দ করবে। আল্লাহর সাহায্যে তিনি যাকে খুশি সাহায্য করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী ও দয়ালু।"

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলি এমন এক সময়ে নাজিল হয়েছিল যখন রোমানরা (খ্রিস্টানরা) পারস্যদের (অগ্নি উপাসকদের) সাথে যুদ্ধ করছিল। অনেক প্রামাণিক ঐতিহাসিক বই দ্বারা এই যুদ্ধ নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বিশেষ সময়ে পারস্যরা যুদ্ধ জয়ের দ্বারপ্রান্তে ছিল। এক পর্যায়ে রোম নিজেই পারস্যদের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেছেন যে রোমানরা শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে রাজত্ব করবে। মক্কার অমুসলিমরা যারা নিজেরাই মূর্তিপূজারী ছিল তারা পারস্যদের পক্ষ নিয়েছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একমত হয়েছিল যে রোমানদের পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু মহান আল্লাহ সর্বদা এই আয়াতগুলোকে সত্য প্রমাণ করেছেন এবং রোমানদের বিজয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

একটি চূড়ান্ত উদাহরণ যা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন করে, আল আম্বিয়া অধ্যায় 21, আয়াত 33 এ দেখা যায়:

“আর তিনিই রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। একেকজন একেক পরিধিতে ভাসছে।"

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীরা সৌরজগৎ ঠিক কীভাবে সাজানো হয়েছে তা নিয়ে তত্ত্ব নিয়ে লড়াই করেছেন যেমন সূর্য স্থির থাকে এবং পৃথিবী চারপাশে ঘোরে বা তার বিপরীতে। শুধুমাত্র তুলনামূলকভাবে সম্প্রতি এটি বিভিন্ন ধর্ম এবং পটভূমি থেকে বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিটি বস্তু; সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবী সকলেই তাদের নিজস্ব অক্ষের উপর ঘুরছে এবং একটি সেট কক্ষপথে একে অপরের চারপাশে ঘোরে। কিন্তু মহান আল্লাহ 1400 বছর আগে এটি ঘোষণা করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কিত সকল আয়াত আজ বিজ্ঞানীদের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রমাণিত হচ্ছে। এটি প্রমাণের একটি বিশাল অংশ যা প্রমাণ করে যে পবিত্র কুরআন এক এবং একমাত্র সত্য ঈশ্বরের বাণী, মহান আল্লাহ, যিনি এই মহাবিশ্ব এবং এর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, কারণ শুধুমাত্র একজন স্রষ্টাই তার সৃষ্টিকে সত্যিকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

যদিও পবিত্র কুরআনের অনেক আদেশ মানুষ বুঝতে পারে না তার মানে এই নয় যে সেগুলি ভুল। পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত যার জ্ঞান মানুষের কাছে লুকিয়ে ছিল তা প্রকাশ পায় যখন সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছেছিল। যেহেতু পুরো পবিত্র কুরআন একটি প্রজ্ঞা ও দিকনির্দেশনার গ্রন্থ তাই কেউ এর নির্দেশ বুঝুক বা না বুঝুক তা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। এই পরিস্থিতিটি ঠিক এমন একটি শিশুর মতো যে ঠান্ডায় ভুগছে এবং আইসক্রিম খেতে চায় কিন্তু তাদের পিতামাতা তা দেয় না। পিছনের জ্ঞান না বুঝেই শিশু কাঁদতে থাকবে কিন্তু যাদের জ্ঞান আছে তারা পিতামাতার সাথে একমত হবেন যদিও বাহ্যিকভাবে মনে হয় যেন পিতামাতার সিদ্ধান্ত সন্তানের প্রতি অন্যায় করছে।

পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করার সময় যে কেউ বুঝতে পারবে যে এটি আলোচনা করা সুস্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম উভয় অর্থের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের বিভিন্ন স্তর ধারণ করে। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 1:

"...[এটি] এমন একটি কিতাব যার আয়াতগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে এবং তারপর [যিনি] জ্ঞানী ও সচেতন তার কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।"

এটির অভিব্যক্তিগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি একটি সহজ সরল সামনের উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর আয়াতগুলি অত্যন্ত বাগ্মী এবং অন্য কোন পাঠ এটিকে অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতির কাহিনীও বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রতিটি ধরণের ভাল কাজের আদেশ দিয়েছে এবং প্রতিটি ধরণের মন্দকে নিষেধ করেছে, যা একটি ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং যা একটি সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা ঘরে এবং সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন কবিতা এবং গল্পের বিপরীতে অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা মিথ্যা থেকে মুক্ত। পবিত্র কুরআনে ছোট বা দীর্ঘ সব আয়াতই উপকারী। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয় তখন তা থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। অন্য সব বইয়ের মতো পবিত্র কুরআন বারবার পাঠ করলে বিরক্ত হয় না এবং সত্য সন্ধানকারী কখনোই এটি অধ্যয়নে বিরক্ত হয় না। পবিত্র কুরআন শুধু সতর্কবাণী ও প্রতিশ্রুতিই দেয় না বরং অটল ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। পবিত্র কুরআন যখন বিমূর্ত মনে হতে পারে এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, এটি সর্বদা এটি বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং বাস্তব উপায় প্রদান করে। এটি একজনকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে এবং একটি সহজ কিন্তু গভীর উপায়ে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে উত্সাহিত করে। এটি সরল পথকে পরিষ্কার এবং আবেদনময় করে তোলে যিনি উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্য কামনা করেন। এর মধ্যে থাকা জ্ঞান নিরবধি এবং প্রতিটি সমাজ ও যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজ যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে

পারে তার প্রতিকার এটি। যেসকল সমাজ পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছে তা দেখার জন্য একজনকে কেবল ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে, যাতে এর সমস্ত জুড়ে থাকা উপকারিতা বোঝা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হলেও পবিত্র কোরআনে একটি অক্ষরও সম্পাদনা করা হয়নি কারণ মহান আল্লাহ তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিহাসের অন্য কোনো বই এ গুণের অধিকারী নয়। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা এর রক্ষক হব।"

নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা, যিনি তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তিই এর দ্বারা উপকৃত হবেন যিনি সত্যের সন্ধান করেন যেখানে তাদের আকাঙ্ক্ষার অন্বেষণকারীরা কেবল শুনতে এবং অনুসরণ করা কঠিন হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

ঈমান মজবুত করা - 111

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ঐশী প্রত্যাদেশ দুই প্রকার। একটি হল মহান আল্লাহর সঠিক বাণী, যা পবিত্র কুরআন দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যটি হল মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত অনুপ্রেরণা। একে হাদিস বা বর্ণনা বলা হয়, কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ইচ্ছা থেকে কথা বলেননি। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 3:

"এবং তিনি [তার নিজের] প্রবণতা থেকে কথা বলেন না।"

পবিত্র কুরআনকে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস/ঐতিহ্য ছাড়া সঠিকভাবে বোঝা যায় না, কারণ হাদীসটি আয়াতগুলিকে তাদের সঠিক প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে যেমন সেগুলি কেন অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা কী নির্দেশ করছে ইত্যাদি। তাই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসরণ করা ফরজ। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

এবং অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাই] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর..."

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

হাদীসের প্রয়োজনের আরেকটি কারণ হল পবিত্র কুরআন সবকিছু ব্যাখ্যা করে না তাই একজনকে বাধ্য করা হয় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের দিকে ফিরে যেতে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের তিনটি

স্তম্ভ: ফরজ দান, পবিত্র হজ্জ এবং ফরজ নামাজ। ফরজ নামাজ, যা ইসলামের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ, পবিত্র কোরআনে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি, যেমন নামাজ পড়ার উপায় পবিত্র কোরআনে একেবারেই উল্লেখ করা হয়নি। সময়গুলি অস্পষ্টভাবে নির্দেশিত কিন্তু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

ওয়াজিব দানের সঠিক পরিমাণ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করা হয়নি, শুধুমাত্র দলগুলোই এর অধিকারী। কিন্তু তারপরও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য একজনকে অবশ্যই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের দিকে ফিরে যেতে হবে।

পবিত্র কুরআনে পবিত্র তীর্থযাত্রার কিছু অংশ খুব সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি স্থানে কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট ক্রম বা কী করতে হবে তা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ নেই।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস ছাড়া ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তিনটিই সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছেন। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

"নিশ্চয়ই আমরা উপদেশ নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা এটি সংরক্ষণ করব।"

এই আয়াতে কুরআন শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। পরিবর্তে, অনুস্মারক উল্লেখ করা হয়েছে, যা উভয় প্রকারের ঐশ্বরিক ওহী অন্তর্ভুক্ত করে: পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য।

যে লোকেরা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পবিত্র কুরআন প্রেরণ করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই হলেন সেই লোক যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য প্রেরণ করেছেন। যদি একজন ব্যক্তি একটিকে প্রত্যাখ্যান করে তবে এটি অন্যটির উপর সন্দেহ সৃষ্টি করে।

পরিশেষে, যারা ইসলামকে সর্বোত্তম বুঝতে পেরেছিলেন তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তারা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য ব্যতীত পবিত্র কুরআন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে না। এই রেওয়ায়েতগুলো ছাড়া পবিত্র কুরআনের আয়াতকে সঠিক প্রেক্ষাপটের বাইরে নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করা সহজ হয়ে যায়। এটি পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য, যা আয়াতগুলোকে স্পষ্ট করে দেখায় যে তারা আসলে কী বোঝায়। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পবিত্র কুরআনের বাস্তব নমুনা।

ঈমান মজবুত করা - 112

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহকে সেই সমস্ত জাগতিক শাসকদের অনুরূপ কল্পনা করেছে যারা তাদের বিশাল প্রাসাদে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাপন করে। এই ধরনের শাসকরা সাধারণত তাদের প্রজাদের থেকে অনেক দূরে থাকে। সমস্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যে তারা তাদের বিষয়ের সরাসরি অ্যাক্সেসের বাইরে। তাদের প্রজাদের তাদের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হল নির্বাচিত এবং প্রিয় দরবারীদের মাধ্যমে। এবং এমনকি যদি কোনো প্রজা দরবারের মাধ্যমে তাদের আবেদন জানাতে সফল হয় তবে এই শাসকরা প্রায়শই এই ধরনের আবেদনের সরাসরি জবাব দিতে অহংকারী হয়। এটি একজন দরবারীর কাজের একটি দিক - একজন শাসকের কাছে তার প্রজাদের আবেদনের সাথে যোগাযোগ করা এবং শাসকের প্রতিক্রিয়া প্রজাদের সাথে যোগাযোগ করা।

যেহেতু মহান আল্লাহকে প্রায়শই এই ধরনের জাগতিক শাসকদের মূর্তিতে কল্পনা করা হয়েছিল, অনেক লোক এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকার হয় যে মহান আল্লাহ সাধারণ মানুষের নাগালের ঊর্ধ্বে। এই বিশ্বাস আরও ছড়িয়ে পড়ে কারণ অনেক দুষ্ট লোক এই ধরনের ধারণা প্রচার করা লাভজনক বলে মনে করেছিল। এ কারণে সাধারণ জনগণ মনে করত যে, মহান আল্লাহর কাছে কেবল শক্তিশালী মধ্যস্থতাকারী ও সুপারিশকারীদের মাধ্যমেই সান্নিধ্য লাভ করা যায়। একজন ব্যক্তির প্রার্থনা মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর এবং তাঁর দ্বারা উত্তর দেওয়ার একমাত্র উপায় ছিল এই পবিত্র লোকদের একজনের মাধ্যমে তাঁর কাছে যাওয়া। অতএব, এই ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের উপহার প্রদান করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছিল যারা অনুমিতভাবে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রার্থনা জানানোর বিশেষত্ব উপভোগ করেছিলেন। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 61:

“আর সামুদের কাছে [আমরা পাঠিয়েছিলাম] তাদের ভাই সালিহকে। তিনি বললেন, হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদেরকে বসিয়েছেন, কাজেই তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর কাছে তওবা কর, নিশ্চয়ই আমার রব নিকটবর্তী। প্রতিক্রিয়াশীল।"

মহানবী সালেহ (সা.) এই জাহেলী ব্যবস্থার মূলে আঘাত করেছিলেন। তিনি দুটি সত্যের উপর জোর দিয়ে এটি অর্জন করেছিলেন: মহান আল্লাহ, তাঁর সৃষ্টির অত্যন্ত নিকটবর্তী এবং তিনি তাদের প্রার্থনার উত্তর দেন। এইভাবে, তিনি মহান আল্লাহ সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণাকে খণ্ডন করেছেন: যে তিনি অনেক দূরে আছেন, মানুষের কাছ থেকে দূরে আছেন এবং তারা সরাসরি তাঁর কাছে গেলে তিনি তাদের প্রার্থনার উত্তর দেন না। মহান আল্লাহ, নিঃসন্দেহে, অতিক্রান্ত এবং তবুও তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির অত্যন্ত নিকটবর্তী। সবাই তাকে নিজের পাশে পাবে। প্রত্যেকেই তাদের অন্তরের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাগুলি তাঁর কাছে ফিসফিস করতে পারে। প্রত্যেকে প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে, মৌখিকভাবে বা গোপনে মহান আল্লাহর কাছে তাদের প্রার্থনা সম্বোধন করতে পারে। অধিকন্তু, মহান আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রার্থনার সরাসরি উত্তর দেন। আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকদের উদ্দেশ্য হল তাদের ছাত্রদের শেখানো যে কিভাবে ইসলামের শিক্ষাগুলোকে বুঝতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হয় এবং এর কারণে তারা সম্মানের যোগ্য। কিন্তু তাদের ভূমিকা তাদের ছাত্রদের এবং মহান আল্লাহর মধ্যে দাঁড়ানো নয়, দাবি করে যে তাঁর কাছে পৌঁছানোর এবং তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার একমাত্র উপায় হল তাদের মধ্য দিয়ে যাওয়া। এই মনোভাব পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ঈমান মজবুত করা - 113

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ফরজ নামাজ, যা ইসলামের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ, কয়েকটি নড়াচড়ার চেয়ে বেশি। তারা আসলে বিচার দিবসের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রার্থনার প্রতিটি অবস্থান বিচার দিবসে একটি নির্দিষ্ট অবস্থা প্রতিফলিত করে। নামাযের সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো হল কিভাবে মানুষ দাঁড়াবে যখন তাদের বিচার করা হবে মহান আল্লাহ। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 4-6:

" তারা কি মনে করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। একটি মহান দিনের জন্য যেদিন মানবজাতি বিশ্বজগতের পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে?

অতএব, যিনি মহান আল্লাহর সাথে ন্যায়পরায়ণ হন, তিনি তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের প্রতি ন্যায়পরায়ণ, তাদের সাথে এমন আচরণ করে যেভাবে তারা নিজেরাই মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো সহজ হবে।

প্রার্থনায় রুকু করা নিশ্চিত করবে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে তাদের মধ্যে একজন হিসাবে চিহ্নিত করা হবে না যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় যখন

তাদের রুকু করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল তখন সে রুকু করেনি। অধ্যায় 77 আল মুরসালাত, আয়াত 48:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, রুকু কর, তখন তারা রুকু করে না।"

প্রতিটি অবস্থা ও মুহূর্তে মহান আল্লাহর কাছে একজনের অভ্যন্তরীণ, মৌখিক এবং ব্যবহারিক আত্মসমর্পণকে এই রুকু অন্তর্ভুক্ত করে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করতে ব্যর্থ হয় তার বিরুদ্ধে বিচারের দিনে মহান আল্লাহর কাছে মাথা নত করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য অভিযুক্ত হতে পারে।

বসার অবস্থান হল কিভাবে মানুষ চরম ভয়ে বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সামনে নতজানু হবে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 28:

“এবং আপনি প্রত্যেক জাতিকে [ভয় থেকে] নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবেন। প্রত্যেক জাতিকে তাদের আমলনামায় ডাকা হবে [এবং বলা হবে] "আজ তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।"

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের সামনে নতজানু হবে, বিচার দিবসে সে নতজানুকে সহজ পাবে।

পরিশেষে, যারা এই পৃথিবীতে, নামাজে এবং তাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে সিজদা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের প্রদত্ত নিয়ামত ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না। বিচার দিবসে মহান আল্লাহ। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 42-43:

"যেদিন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, সেদিন তাদেরকে সেজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের দৃষ্টি অবনত, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। এবং তারা সুস্থ থাকা অবস্থায় সেজদায় আমন্ত্রিত হবে।"

সহীহ বুখারী, 4919 নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, বিচার দিবসে যারা প্রদর্শনের জন্য নামাজে সিজদা করত তারা বিচারের দিন সেজদা করতে পারবে না। , কারণ তাদের পিঠ খুব শক্ত হয়ে যাবে।

যখন কেউ এই সমস্ত কিছু মনে রেখে প্রার্থনা করে, তখন তারা তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মে ফিরে আসবে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার অভিপ্রায়ে, তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, যাতে তারা শান্তি পায়। মন এবং শরীর উভয় জগতে এবং সফলভাবে বিচার দিবসের অসুবিধাগুলি অতিক্রম করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পরিশেষে, পাঁচটি ফরজ নামাজ দিনে ছড়িয়ে পড়া নিশ্চিত করে যে যখনই কেউ বিচার দিবসের কথা ভুলে যাবে, পরবর্তী নামাজ তাদের স্মরণ করিয়ে দেবে এবং এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি নেওয়ার গুরুত্ব।

যখন কেউ এই বিষয়গুলিকে, এবং আরও অনেক কিছুকে প্রসঙ্গে নেয়, তখন দিনে কয়েকবার গতির কয়েকটি কাজ সম্পূর্ণ করার চেয়ে প্রার্থনার অনেক গভীর অর্থ থাকে।

ঈমান মজবুত করা - 114

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের বিশ্বাস দুর্বল হওয়ার একটি বড় কারণ হল তারা কীভাবে বিশ্বাস এবং ইসলামকে উপলব্ধি করে। ধার্মিক পূর্বসূরিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি যা একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিক, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে সরাসরি প্রভাবিত করে। তাই তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য থেকে এই আচরণবিধি শিখেছে এবং বাস্তবায়ন করেছে। ফলস্বরূপ, তারা পরীক্ষা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তারা মানসিক এবং শরীরের শান্তি পেয়েছিল। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে, মুসলমানরা ইসলামকে কিছু দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং বার্ষিক আচার-অনুষ্ঠান এবং উপাসনা ছাড়া কিছুই হিসাবে উপলব্ধি করতে শুরু করে। এটি তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে উত্সাহিত করেছিল এবং সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং সমাজ দ্বারা নির্ধারিত মান অনুসারে তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ছিল। এর ফলে তারা পবিত্র কুরআনকে একটি মনোরম সুরে পরিণত করেছে যা বোঝার বা কাজ করার প্রয়োজন নেই। এবং তারা এটিকে এমন কিছুতে কমিয়ে দিয়েছে যা পার্থিব জিনিস, যেমন স্ত্রী এবং সন্তান পাওয়ার জন্য পাঠ করা

হয়। এই মনোভাব তাদেরকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতেও উৎসাহিত করেছিল । ফলস্বরূপ, তাদের বিশ্বাস একটি খালি খোসা ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠে না, যা ইবাদত দ্বারা শোভিত কিন্তু তাদের জীবনে কোন বাস্তব প্রভাব নেই। ইসলামের মৌলিক দায়িত্ব পালনকারী মুসলমানরা এখনও মানসিক ও শারীরিক শান্তি পেতে ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এই মনোভাব।

যদি এই মনোভাব অব্যাহত থাকে, তবে পূর্ববর্তী জাতিগুলির মতো যারা শেষ পর্যন্ত তাদের কয়েকটি ইবাদত ত্যাগ করেছিল, যেমন তারা খালি প্রথা ছাড়া কিছুই ছিল না, মুসলিম জাতিও তাই করবে। তখন তারা নিজেদেরকে নন-প্র্যাকটিসিং মুসলিম বলবে। এটি উভয় জগতেই কেবল অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার ও আমল করার মাধ্যমে এই মনোভাব ও ফলাফল এড়িয়ে চলতে হবে, যাতে তারা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক

মনোভাব ও আচরণবিধি গ্রহণ করে। . শুধুমাত্র এর মাধ্যমেই উভয় জগতেই মন ও দেহের শান্তি পাওয়া যাবে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য এমন একটি মানসিকতায় পড়া এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ যা একজনকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা থেকে বিরত রাখে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই মানসিকতার সাথে নিজেকে অন্য লোকেদের সাথে তুলনা করা জড়িত যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে খারাপ দেখায়। এই মানসিকতা কেবলমাত্র একজনকে উত্সাহিত করে যে তারা অন্যের বড় পাপগুলি পর্যবেক্ষণ করে, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের নিজের অবাধ্যতাকে ছোট করতে। এই মনোভাবটি অলসতাকেও উত্সাহিত করে, কারণ যখন তারা অন্যের পাপ লক্ষ্য করে তখন কেউ নিজেকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের আচরণ উন্নত করার জন্য জোর করবে না। তারা বিশ্বাস করবে যে তারা একটি ভাল কাজ করছে, যদিও তারা সবেমাত্র আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি ইসলামের মৌলিক দায়িত্ব পালন করছে, কারণ তারা ক্রমাগত তাদের থেকে খারাপ দেখায় এমন লোকদের দেখে। একজনকে কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে কেয়ামতের দিন একজনের বিচার অন্য মানুষের সাথে তুলনার ভিত্তিতে হবে না। কিয়ামতের দিন সকল মানুষের জন্য মানদন্ড হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। অর্থ, প্রতিটি ব্যক্তির কর্মের তুলনা করা হবে হেদায়েতের এই উৎসগুলির সাথে, অন্য লোকের কর্মের সাথে নয়। সুতরাং একজন চোর বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না এই দাবি করে যে তারা কখনও কাউকে হত্যা করেনি, যেমন অনেক খুনি বিচারের দিন উপস্থিত হবে। বিচার দিবসের মাপকাঠি যেমন হেদায়েতের দু'টি উৎস, তেমনি এই দুনিয়ার মাপকাঠিও হেদায়েতের দুটি উৎস। তাই একজন মুসলমানকে তাদের থেকে খারাপ লোকদের সাথে নিজেদের তুলনা করার মূর্খতাপূর্ণ মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং পরিবর্তে তাদের কাজকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে তুলনা করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের সংশোধন করতে পারে। উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য কামনা করি, কারণ খারাপ লোকেদের সাথে নিজেকে তুলনা করা তাদের ভাল বোধ করতে পারে তবে এটি কেবল এই পৃথিবীতে অসুবিধার দিকে নিয়ে যাবে এবং একটি কঠিন জবাবদিহিতা এবং একটি সম্ভাব্য শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে। অতঃপর অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। কিছু মুসলমান অলস মনোভাব গ্রহণ করেছে যা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তিনি যে নিয়ামতগুলি দিয়েছেন তা ব্যবহার করা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। তার উপর, এবং পরিবর্তে তারা বেঁচে থাকা অবস্থায় এবং তারা মারা যাওয়ার পরে তাদের পক্ষে প্রার্থনা করার জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করুন। এটা তাদের মনোভাব ছিল না যারা ইসলামকে অন্য কারো চেয়ে ভালো বোঝেন; সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। তাদের কেউই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের পক্ষ থেকে দুআ করার জন্য অলসতা অবলম্বন করেনি। এর পরিবর্তে তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিল এবং তারপর তাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করেছিল। যদি একজন ধার্মিক বুজুর্গের দোয়াই যথেষ্ট হতো, তবে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের যা দেওয়া হয়েছিল তা ত্যাগ করতেন না। অধ্যায় 9 এ তওবাহ, আয়াত 99:

"কিন্তু বেদুইনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে এবং তারা যা ব্যয় করে তা আল্লাহর নৈকট্য ও রসূলের দোয়ার মাধ্যম মনে করে। নিঃসন্দেহে এটি তাদের জন্য নৈকট্যের মাধ্যম। আল্লাহ তা স্বীকার করবেন। তাদের রহমতের জন্য, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এমনকি কেউ যদি অন্যদেরকে বলে, যারা ধার্মিক বলে মনে হয় তাদের পক্ষ থেকে দোয়া করতে, তা তাদের উপকারে আসবে না যতক্ষণ না তারা সর্বপ্রথম মহান আল্লাহকে আনুগত্য করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে। এই অলস মনোভাব অবলম্বন করা প্রার্থনার ধারণাকে উপহাস করে এবং ইসলামের কোনো দিককে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ভালো ফলাফলের দিকে নিয়ে যাবে না।

একজন বিবেকবান ব্যক্তি যেমন কারো প্রার্থনার মাধ্যমে পার্থিব সাফল্যের আশা করেন না, যেমন কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, ব্যবহারিক প্রচেষ্টা না করে, তেমনি তারা ধর্মীয় আশীর্বাদও অর্জন করতে পারে না, যেমন উভয় জগতে চেষ্টা না করে মানসিক ও দেহের শান্তি। মহান আল্লাহর আনুগত্য, এমনকি যদি প্রত্যেকেই তাদের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 39:

"এবং মানুষের জন্য যে [ভাল] জন্য সে চেষ্টা করে তা ছাড়া কিছুই নেই।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এই খোলা ক্লেশের সময়ে যা মুসলমানরা ক্রমাগত বোমাবর্ষণ করে, কেউ কেউ প্রায়শই বলে যে তাদের পালানোর মূল চাবিকাঠি হল দূরে সরে যাওয়া, যেমন একটি ইসলামিক জাতিতে চলে যাওয়া, বা নিজেকে এবং তাদের পরিবারকে স্ব-বিচ্ছিন্ন করা, যেমন হোমস্কুলিং। যদিও এই সম্ভাব্য সমাধানগুলি খারাপ নয়, কারণ তারা এই বিশ্বের প্রলোভন এবং ক্লেশ থেকে রক্ষা পেতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় সাহায্য করতে পারে, তবে তারা মূল সমাধান নয়। পালানোর মানসিকতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে সমস্যাটি হল যে যদি কেউ তাদের পরিবারের সাথে একটি বিচ্ছিন্ন গুহায় চলে না যায় এবং কখনই আবির্ভূত না হয়, এই প্রলোভন এবং ক্লেশ থেকে ক্রমাগত পালানো সম্ভব নয়। শীঘ্রই বা পরে, একজন মুসলমানকে কোন না কোন আকারে বা আকারে তাদের মুখোমুখি হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে একক লিঙ্গের স্কুলগুলি মিক্স স্কুলগুলির তুলনায় তাদের ফলাফলে ভাল করে, তবুও একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন একজন শিক্ষার্থী তাদের জীবনে বিপরীত লিঙ্গের মুখোমুখি হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার এই দিন এবং যুগে, মন্দ প্রলোভন এবং ক্লেশের মধ্যে পড়ার জন্য কাউকে তাদের শয়নকক্ষ ছেড়ে যাওয়ার দরকার নেই। এমনকি যদি একটি পরিবার একটি ইসলামী দেশে চলে যায়, যা আজকাল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়, তবুও তারা এই ক্লেশ এবং প্রলোভনের মুখোমুখি হবে, কারণ প্রতিটি দেশ এবং শহরের নিজস্ব ধরণের রয়েছে। তীর্থযাত্রী ও মুসাফির কি মক্কা ও মদিনায় ঘটে যাওয়া অন্যায় ও অবিচার দেখতে পায় না?

এটি প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে যখন আরো ঐতিহ্যবাহী দেশ থেকে আগত মুসলিমরা পশ্চিমে ভ্রমণ করে, তারা প্রায়শই পশ্চিমে জন্মগ্রহণকারী এবং বেড়ে ওঠা মুসলমানদের তুলনায় পাপপূর্ণ প্রলোভন এবং ক্লেশের মধ্যে পড়ে। কারণ এই

বিদেশী মুসলমানরা, যারা অধিকতর সীমাবদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী জীবন যাপন করেছে, তারা যখন পশ্চিমে প্রবেশ করে, তখন তাদের মধ্যে ক্লেশ ও প্রলোভনগুলো জোয়ারের ঢেউয়ের মতো আঘাত হানে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের মধ্যে যারা জন্মায় এবং বেড়ে ওঠে তাদের তুলনায় তারা সহজে পিছলে যায়। ক্লেশ এবং প্রলোভন। অতএব, পালানোর মানসিকতা অবলম্বন করা এই দিন এবং যুগে কেবল ব্যবহারিক নয়।

ইসলামের দ্বারা নির্দেশিত এই ক্লেশ ও প্রলোভনগুলিকে সফলভাবে কাটিয়ে ওঠার মূল চাবিকাঠি হল, ইসলামি জ্ঞান শেখার এবং তার উপর কাজ করার মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাস গ্রহণ করা এবং পরবর্তী প্রজন্মকে এই মনোভাব শেখানো। দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চিত করবে যে, একজন মুসলমান যে যেখানেই থাকুক না কেন, সমস্ত প্রলোভন ও ক্লেশের মোকাবেলায় দৃঢ় থাকবে, পবিত্র কোরআনে এবং পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে অব্যাহতভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য।

এই শিক্ষা তরুণ মুসলমানদের ইসলামে প্রাপ্ত নিষেধাজ্ঞার পেছনের প্রজ্ঞা শেখাবে। এস্কেপ টাইপ মানসিকতা অবলম্বন করা এই শিক্ষা প্রদান করবে না, এটি শুধুমাত্র এই প্রলোভন এবং ক্লেশগুলিতে অ্যাক্সেস থেকে কিছু সীমাবদ্ধতা প্রদান করবে। একজন অপরাধীর মতো যিনি অস্থায়ীভাবে কারাগারে সীমাবদ্ধ। যে মুহূর্তে অপরাধী মুক্তি পাবে, তারা তাদের অপরাধের জীবনে ফিরে আসবে যতক্ষণ না তারা এর বিরুদ্ধে শিক্ষিত হয়। একইভাবে, একজন যুবক মুসলমানের স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকবে যা এই পার্থিব প্রলোভন এবং ক্লেশ দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয় এবং এই শিক্ষা ছাড়াই তারা সম্ভবত ব্যর্থ হবে, যখন তারা পরীক্ষা করা হয়।

যখন একজন ব্যক্তিকে নিষেধাজ্ঞার পিছনের জ্ঞান ছাড়াই সহজভাবে বলা হয়, তখন তারা নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার সম্ভাবনা কম থাকে এবং এতে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অথচ যে নিষেধের পেছনের প্রজ্ঞা সম্পর্কে অবগত সে তা মেনে চলার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি অ্যালকোহলের নেতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, যেমন একজনের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি, এটি অপরাধ, তর্ক, মারামারি এবং হামলার সাথে শক্তিশালী সংযোগ, এটি মানুষের উপর আর্থিক প্রভাব এবং অন্যান্য নেতিবাচক পরিণতি। একজন আসক্ত হয়ে পড়া, যেমন একজনের সম্পর্ক এবং জীবন ধ্বংস করে, যে নিষেধাজ্ঞা জানে কিন্তু পিছনের প্রজ্ঞা জানে না তার চেয়ে এটি থেকে দূরে থাকার সম্ভাবনা বেশি। এটা

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে তারা এবং তাদের পরিবার ক্লেশ এবং মন্দ প্রলোভন এড়াতে পারে তবে তাদের জানা উচিত যে এটি অর্জনের প্রধান পদক্ষেপ হল শিক্ষা; পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখা এবং আমল করা, যাতে কেউ ইসলামের নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়িয়ে চলার পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে পারে এবং যাতে তারা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখবে, যার মধ্যে একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 39-40:

"[ইবলিস] বললো, "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ভুল পথে ফেলেছেন, তাই আমি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের [অর্থাৎ মানবজাতির] কাছে [অবাধ্যতা] আকর্ষণীয়

করে তুলব এবং আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করব। ব্যতীত, তাদের মধ্যে আপনার আন্তরিক বান্দারা।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এই পৃথিবীতে মানুষের মানসিক এবং শরীরের শান্তি পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করার একটি প্রধান কারণ হল পার্থিব জিনিসের মূল্য ভুলভাবে মূল্যায়ন করা, কারণ তাদের ভালো-মন্দ, সাফল্য ও ব্যর্থতার সংজ্ঞা ভুল। একজন ব্যবসার মালিক দেউলিয়া হয়ে যাবে যদি তারা তাদের ক্রয় ও বিক্রয়ের পণ্যের মূল্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে না পারে। একইভাবে, যে ব্যক্তি পার্থিব জিনিসের মূল্য ভুলভাবে মূল্যায়ন করে, সে তাদের প্রচেষ্টাকে ভুলভাবে স্থানান্তরিত করবে এবং জিনিসগুলিকে ভুলভাবে অগ্রাধিকার দেবে, যার ফলে উভয় জগতের মধ্যেই নিজেকে চাপ এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করবে। বেশিরভাগ মানুষ সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা প্রদত্ত সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে সাফল্য এবং ব্যর্থতা, ভাল এবং মন্দ সংজ্ঞায়িত করে এবং ফলস্বরূপ তারা ভুলভাবে জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, এই মানদণ্ড অনুসারে, অনেক সম্পত্তি থাকা একটি ভাল জিনিস যেখানে কয়েকটি পার্থিব সম্পত্তি থাকা একটি খারাপ জিনিস, যদিও এটি মোটেও সত্য নয়। যারা অনেক পার্থিব জিনিসের অধিকারী, যেমন সম্পত্তি, তারা প্রায়শই বিশ্বের সবচেয়ে চাপ এবং উদ্বেগযুক্ত মানুষ। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল ফেরাউন, যিনি এখন পর্যন্ত বিদ্যমান সবচেয়ে ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একজন, যিনি অনেক পার্থিব জিনিসের অধিকারী ছিলেন না তার বিপরীতে: হযরত মুসা (আঃ)। উভয় জগতে কাকে মন ও দেহের শান্তি দেওয়া হয়েছে তা বের করতে কোন প্রতিভা লাগে না।

জিনিসগুলিকে ভুলভাবে মূল্যায়ন করা একজনকে সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং সোশ্যাল মিডিয়াকে তাদের জীবন চালানোর অনুমতি দেয়। যদি কেউ তাদের গাড়ির চালকের আসনে ভুল ব্যক্তিকে অনুমতি দেয়, তবে তারা তাদের সঠিক গন্তব্যে

নিয়ে যাবে না: উভয় জগতেই মন এবং শরীরের শান্তি। ফলস্বরূপ, একজন মুসলিম তাদের বিশ্বাসকে পিছনের সিটে বা এমনকি গাড়ির বুটের মধ্যে রাখে এবং শুধুমাত্র তাদের কয়েকটি উপাসনা এবং আচার-অনুষ্ঠানের সময় এটির দিকে ফিরে যায়।

কিন্তু যদি কেউ উভয় জগতের মন ও দেহের শান্তি কামনা করে, তবে তাদের অবশ্যই সঠিক ড্রাইভার বেছে নিতে হবে যাতে তারা সঠিক গন্তব্যে পৌঁছায়: উভয় জগতেই মন এবং শরীরের শান্তি। সঠিক ড্রাইভার ইসলাম। যখন কেউ ইসলাম প্রদত্ত সফলতা এবং ব্যর্থতা, ভাল এবং মন্দের সংজ্ঞা অনুসারে জীবনযাপন করে, তখন তারা পার্থিব জিনিসের প্রকৃত মূল্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবে এবং তাই তাদের প্রচেষ্টাকে সঠিক জায়গায় স্থাপন করবে এবং তাদের প্রদত্ত সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, যেমন রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে। মহান আল্লাহ, অন্তরের নিয়ন্ত্রক, যা শান্তির আবাস, তখন উভয় জগতেই তাদের মন ও দেহের শান্তি দান করবেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। শয়তান অগণিত বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তার ফাঁদ সম্পর্কে জানা একজন ব্যক্তিকে সেগুলি এড়াতে সাহায্য করতে পারে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 6:

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে কেবল তার দলকে আগুনের সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়।"

তার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হল তাদের মৃত্যু, কবর এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের কথা মনে করা থেকে বিরত রাখা। তিনি জানেন যে মৃত্যুকে স্মরণ করা একজনকে এর জন্য প্রস্তুতি নিতে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। . এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে প্রায়ই মৃত্যুকে স্মরণ করতে উত্সাহিত করেছেন, কারণ এটি আনন্দের ধ্বংসকারী। সুনানে ইবনে মাজা, 4258 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাই, শয়তান মৃত্যুকে স্মরণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তাদের চিরন্তন পার্থিব ব্যস্ততার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাতে তারা তার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়।

যদি কেউ তাদের মৃত্যুকে স্মরণ করে, তবে সে তাদের অন্য লোকেদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সম্পর্কে চিন্তা করার দিকে সরিয়ে দেয়। অর্থ, একজন ব্যক্তি তাদের সন্তানদের মতো অন্য লোকেদের উপর তাদের মৃত্যুর প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করবে। যদিও নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করা খারাপ কিছু নয়, তবুও, একজন মুসলমানের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তাদের সন্তানদের রিযিকদাতা এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। তিনি কেবল এই প্রক্রিয়ার জন্য পিতামাতাকে ব্যবহার করেন এবং তিনি সহজেই পিতামাতাকে অন্য কোনও উপায়ে প্রতিস্থাপন করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, অন্য মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করা, একজন ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়। পরিবর্তে, তারা এই পৃথিবীতে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে উত্সাহিত হবে যাতে তারা তাদের নির্ভরশীলদের জন্য আরও সম্পদ এবং সম্পত্তি সংগ্রহ করতে পারে, যদি তারা মারা যায় তবে তাদের দরিদ্র ও অভাবী রেখে যাওয়ার ভয়ে। এটি আবার তাদের নিজেদের মৃত্যুর জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, একজনের সন্তানের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং বেশির ভাগ মুসলমানদের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে, যা বেশিরভাগ মুসলমান করে।

একজনকে অবশ্যই শয়তানের দ্বারা সেট করা এই বিক্ষিপ্ততাগুলিকে অতিক্রম করতে হবে এবং পরিবর্তে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মৃত্যুকে সত্যই প্রতিফলিত করতে হবে, যাতে তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুত হয়, তাদের একাকী এবং অন্ধকার কবর, যেখানে তাদের সমস্ত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পার্থিব সম্পদ পরিত্যাগ করবে। তাদের, এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য, যখন তারা তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে, একা। অধ্যায় 80 আবাসা, আয়াত 34-37:

"যেদিন একজন মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। এবং তার মা এবং তার পিতা। এবং তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের। প্রতিটি মানুষের জন্য, সেই দিনটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।"

সম্ভবত এই প্রতিফলনের মাধ্যমে কেউ শয়তানের এই বিশেষ ফাঁদ এড়াতে পারবে এবং অস্তিত্বের এই অনিবার্য পর্যায়গুলির জন্য কার্যত প্রস্তুত হবে।

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা সারা বিশ্বে সাধারণত দেখা যায় যে কত লোক যেমন রাজনীতিবিদরা ইসলাম এবং এর বিভিন্ন দিকের সমালোচনা করে যাতে মুসলমানদেরকে এর উপর কাজ করা থেকে বিরত রাখা যায় এবং অমুসলিমরা এটাকে মেনে নেয়। বিষয়টির সত্যতা হল তাদের সমস্যা ইসলাম বা এর একটি অংশের সাথে নয়, যেমন নারী ও পুরুষের পোশাকের কোড। ইসলামের সাথে তাদের সমস্যাটি হল যে এটি নিছক আচার-অনুষ্ঠান এবং অনুশীলনের একটি সেট নয় বরং একটি সম্পূর্ণ জীবনবিধি যা একজনের জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে যেমন তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, আর্থিক, পারিবারিক এবং কর্মজীবন। কিন্তু যেহেতু এই লোকেরা তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চায়, পশুদের জীবন, এবং একটি উচ্চতর নৈতিক আচরণবিধি নয়, তাই তাদের মুসলমানদেরকে ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত আচরণবিধি মেনে চলতে দেখে বেদনা দেয়, যেমন অনুশীলনকারী মুসলমানরা তাদের মতো করে তোলে। পশুপাখি ছাড়া আর কিছুই নয়, যারা কেবল তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য বেঁচে থাকে। তাদের পশুসুলভ আচরণকে ঢেকে রাখার জন্য, তারা ইসলামের পরামর্শের আচরণবিধিতে ছিদ্র করার চেষ্টা করে, যদিও সামান্য সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী যে কেউ তাদের দুর্বল প্রচেষ্টাকে সরাসরি দেখে, কারণ ইসলাম একটি যৌক্তিক, ত্রুটিহীন এবং ন্যায়পরায়ণ জীবন ব্যবস্থা। উদাহরণ স্বরূপ, এই লোকেরা প্রায়ই ড্রেস কোডের সমালোচনা করে যে ইসলাম নারীদের মেনে চলতে বলে। যদিও অগণিত নারী, বিশেষ করে পশ্চিমে বসবাসকারীরা, ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত মান অনুযায়ী পোশাক পরতে চায় তাদের নিজস্ব ইচ্ছার বাইরে, তবুও এই লোকেরা জোর দেয় যে তাদের অবশ্যই ইসলামী পোষাক কোড ব্যান্ড করতে হবে, কারণ এটি মহিলাদের নিপীড়ন করে। সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী যে কেউ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে, ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী পোশাক পরতে ইচ্ছুক একজন মুসলিম নারীকে বাধা দেওয়া নিজেই নিপীড়ন। তাই তারা আরো নিপীড়ন করে একজন নির্যাতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে চায়। এই

লোকেরা আরও দাবি করে যে এই মহিলাদের মগজ ধোলাই করা হয়েছে, যা অত্যন্ত অপমানজনক, কারণ তারা দাবি করছে যে মহিলারা দুর্বল মানসিকতার। অবশেষে, এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেদের ইসলামিক ড্রেস কোডের সাথে কীভাবে সমস্যা রয়েছে তবুও তাদের অন্য কোন পোষাক কোডে কোন সমস্যা বা আপত্তি নেই। এমন কোন প্রতিষ্ঠান, বড় ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠান নেই যার পোষাক কোড নেই, যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, খুচরা খাত, ব্যবসা এবং এমনকি রাজনৈতিক ভবন, যেখানে ইসলামের সমালোচনাকারী এই রাজনীতিবিদরা কাজ করেন। . তারা কখনই এই সমস্ত জায়গার ড্রেস কোডের সমালোচনা করে না, যা বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠকে ঘিরে রয়েছে। এটি স্পষ্ট করে যে তারা কেবলমাত্র ইসলাম এবং এর বিভিন্ন দিককে লক্ষ্য করে নিজেদেরকে পশু হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য, কারণ তারা শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব ইচ্ছা পূরণ করতে চায় এবং একটি উচ্চতর আচরণবিধি দ্বারা বাঁচতে চায় না।

একজন মুসলমানকে কখনই এই ধরনের লোকেদের দ্বারা প্রতারিত করা উচিত নয়। ইসলামের শিক্ষাগুলো শেখার ও আমল করার মাধ্যমে তাদের ঈমানকে দৃঢ় করা উচিত যাতে তারা নির্বোধ সমালোচনার মুখেও মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি অটল থাকে। আনুগত্যের অর্থ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ প্রদান করা হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত।

ঈমান মজবুত করা - 121

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা সাধারণত বোঝা যায় যে একজন ব্যক্তি তার প্রচেষ্টা অনুসারে এই পৃথিবীতে প্রাপ্ত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে ছাত্রটি এত কষ্ট করে অধ্যয়ন করে না সে হয়তো তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, তবুও তারা সম্ভবত ততটা পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারবে না, যেমন একটা ভালো চাকরি, সেই ছাত্রের মতো যে আরও কঠিন অধ্যয়ন করেছে এবং সেইজন্য আরও ভালো গ্রেড পেয়েছে। একইভাবে, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের প্রচেষ্টা অনুযায়ী পুরস্কৃত করেন, কেবল তাদের বিশ্বাস এবং ভাল উদ্দেশ্যের মৌখিক ঘোষণা নয়। উদাহরণ স্বরূপ, আখেরাতে যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে তাদের বর্ণনা করার সময়, নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত প্রথম আশীর্বাদটি জান্নাত বা বিশাল প্রাসাদের উচ্চ মর্যাদা নয়, বরং এটি বিশ্রাম। অধ্যায় 56 আল ওয়াকিয়াহ, আয়াত 88-89:

"এবং যদি সে [আল্লাহর] নিকটবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে [তার জন্য] বিশ্রাম, অনুগ্রহ এবং আনন্দের বাগান।"

যাদেরকে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী করা হয়, তাদেরকে অন্য কিছুর আগে বিশ্রাম দেওয়া হয় কারণ তারা এই পৃথিবীতে তাঁর আনুগত্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত।

অতএব, একজন ব্যক্তি যেমন এই পৃথিবীতে তাদের প্রচেষ্টা অনুসারে পার্থিব সাফল্য লাভ করে, একইভাবে তারা তাদের প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য অনুসারে এই দুনিয়া এবং পরকালে আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভ করবে। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা এই পৃথিবীতে এবং পরকালে কতটা আধ্যাত্মিক সাফল্য পেতে চায় এবং সেই অনুসারে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের জন্য চেষ্টা করে।

ঈমান মজবুত করা - 122

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। প্রধান জিনিসগুলির মধ্যে একটি যা একজন মুসলিমকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে তিনি যে আশীর্বাদগুলি দিয়েছেন সেগুলিকে তাঁর কাছে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, শান্তি ও আশীর্বাদ। তাঁর উপর, তারা যে নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় সমালোচনা এবং উপহাসের সম্মুখীন হয় যারা আল্লাহ, মহানে বিশ্বাস করে না বা দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমানদের কাছ থেকে। এই দুটি দল নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানদের ভক্তি ও আনুগত্যকে তুচ্ছ করে, যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিজেদের সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করার পরিবর্তে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা বেছে নেয়। তারা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে জয় করে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করার পরিবর্তে ইসলাম দ্বারা নির্ধারিত আচরণবিধি অনুসরণ করা বেছে নেয়। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার মূল্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, যা উভয় জগতের মানসিক ও দেহের শান্তি জড়িত, তারা বিশ্বাস করে যে এই নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানরা উন্মাদ এবং তাদের মনোভাবের ফলে তারা বিশ্বের বিলাসিতা উপভোগ করা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। . তাদের উদাহরণ হল দু'জন লোকের মত যাদেরকে এমন খাবার দেওয়া হয় যা দেখতে সুস্বাদু। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনই, যার অন্তর্দৃষ্টি আছে, সে বুঝতে পারে খাবারে বিষ আছে। তারা অন্য ব্যক্তিকে বিষযুক্ত খাবার না খাওয়ার জন্য সতর্ক করে কিন্তু তারা যেমন পার্থিব জিনিসের প্রতি মত্ত, তারা এই উপদেশকে উপেক্ষা করে এবং খাবার খেয়ে ফেলে এবং বিশ্বাস করে যে উপদেষ্টা সুস্বাদু খাবার উপভোগ না করার জন্য বোকা।

যে ব্যক্তি এই অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তাকে কার্যত মহান আল্লাহর আনুগত্য করা থেকে বিরত রাখা হবে, যখন তারা অন্যদের দ্বারা নিষ্ক্রিয়ভাবে বা সক্রিয়ভাবে সমালোচনা করা হয়।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে উভয় জগতের মানসিক ও শরীরের শান্তি শুধুমাত্র আনুগত্য করার মধ্যেই নিহিত। মহান আল্লাহ। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথচ, তাঁর অবাধ্যতা, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, উভয় জগতেই কেবল বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়। পার্থিব কামনা-বাসনা ও কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত ব্যক্তিদের দেখলেই তা স্পষ্ট হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে

তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

দ্বিতীয়ত, একজন মুসলিমকে অবশ্যই সেই অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে যা তাদের এই সত্যের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয়ী করে। এটি পাওয়া যায় যখন কেউ ইসলামের শিক্ষাগুলি শিখে এবং তার উপর কাজ করে এবং যখন তারা অন্যদের দ্বারা করা পছন্দের ফলাফলগুলি পর্যবেক্ষণ করে , যেমন কিভাবে যারা নিজেদেরকে পার্থিব বিলাসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে তারা প্রায়শই উদ্বেগ, চাপ, হতাশা এবং আত্মহত্যার প্রবণতার সম্মুখীন হয়। এই অন্তর্দৃষ্টি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 212:

"যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য পার্থিব জীবন সুশোভিত, এবং তারা যারা বিশ্বাসী তাদের উপহাস করে। কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা কিয়ামতের দিন তাদের উপরে থাকবে। এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন বিনা হিসেব।"

ঈমান মজবুত করা - 123

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ঈমানের একটি অংশ, যা নিজেই একটি পরীক্ষা, তা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ ব্যবহার করা জড়িত। মুহাম্মাদ, শান্তি এবং আশীর্বাদ, তারা বাস্তব সুবিধা পাওয়ার গ্যারান্টিযুক্ত নয়, যেমন সম্পদের সুস্পষ্ট বৃদ্ধি। মহান আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত সুবিধাগুলি প্রায়শই একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে আরও সূক্ষ্ম এবং অভিজ্ঞ হয়, যেমন মনের শান্তি লাভ করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি প্রায়শই মহান আল্লাহর কাছে সুস্বাস্থ্য, একটি সুন্দর ঘর এবং একটি ভাল কর্মজীবনের মতো বাস্তব উপকারগুলি কামনা করে। যেহেতু ইসলাম এই বিষয়গুলির গ্যারান্টি দেয় না, তাই শয়তান প্রায়শই মানুষকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস থেকে বা অন্ততপক্ষে তাদের বিশ্বাসের উপর কাজ করা থেকে দূরে রাখে, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাস্তবতা হল একটি পরীক্ষা যা একজন মুসলিমকে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে সফলভাবে পাস করতে হবে। এর সাথে ইসলামিক জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা জড়িত, যাতে একজন

মহান আল্লাহকে মান্য করার মাধ্যমে উভয় জগতের অগণিত উপকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

উপরন্তু, একজনের সর্বদা তাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করা উচিত এই বোঝার মাধ্যমে যে প্রকৃত সুবিধা প্রায়শই বাস্তব নয়, যেমন একজনের মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতায় ইতিবাচক পরিবর্তন। একজন ব্যক্তি যার পায়ের কাছে পৃথিবী রয়েছে সে এই অস্পষ্ট সুবিধার জন্য আনন্দের সাথে এটি ছেড়ে দেবে। তাই একজন মুসলমানকে আল্লাহ, মহান আল্লাহর কাছ থেকে বাস্তব সুবিধা পাওয়ার জন্য বোকা বানানো উচিত নয়, কারণ সেগুলি নিশ্চিত করা হয়নি। এটি করা এমনকি একজনকে তাঁর আনুগত্য থেকে আরও দূরে ঠেলে দিতে পারে, যখন কেউ তাদের কাঙ্ক্ষিত বাস্তব সুবিধা পায় না। এতে উভয় জগতেই ক্ষতি হয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি সে বিচারে আঘাত পায়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

ঈমান মজবুত করা - 124

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পবিত্র কুরআনে দুই ধরনের নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে যা ইসলামের সত্যতা নির্দেশ করে। এক প্রকার নিদর্শন পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং অন্য প্রকার নিদর্শন সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই উভয় প্রকারের নিদর্শনগুলির উপর চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তারা নিজের জন্য ইসলামের সত্য প্রকৃতি অনুমান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ মহাবিশ্বের মধ্যে একাধিক নিখুঁত সিস্টেমের উপর প্রতিফলন করে, যেমন পৃথিবী সূর্য থেকে নিখুঁত দূরত্ব, মহাসাগরের নিখুঁত ঘনত্ব, যা জাহাজগুলিকে তাদের উপর যাত্রা করতে দেয় এবং সমুদ্রের জীবন তাদের মধ্যে উন্নতি করতে দেয়, জলচক্র, এবং আরও অনেক কিছু, তারা মহান আল্লাহর একত্বকে অনুমান করবে। এই সমস্ত লক্ষণ, যখন স্বীকৃত হয়, তখন ইসলামের বিভিন্ন দিক যেমন আল্লাহর একত্ব, মহান, পুনরুত্থান ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে।

প্রায়শই, মহাবিশ্বের মধ্যে এই লক্ষণগুলি বিজ্ঞান দ্বারা সহযোগিতা করা হয়, যা তাদের প্রতি বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে। যদিও ইসলামকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই, তবুও কেউ কম প্রশংসা করতে পারে যখন এটি ঘটে।

উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে একটি নক্ষত্র যখন তার জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছায়, তখন এটি প্রসারিত হয় এবং লাল হয়ে যায়। মজার বিষয় হল, মহাবিশ্বের শেষ বিচার দিবসে, আকাশের রঙ লালচে দেখাবে, যা ঘটবে যদি সূর্য লাল রঙে পরিণত হয়। অধ্যায় 55 আর রহমান, আয়াত 37:

"যখন আকাশ ছিঁড়ে যায় এবং লাল আড়ালের মতো লালচে হয়ে যায়।"

এছাড়া হাশরের দিনে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। এটি সহীহ মুসলিম, 2864 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। সূর্যের এই নড়াচড়া ঘটতে পারে যখন এটি আকারে প্রসারিত হয়, তার জীবনের শেষ সময়ে।

বিজ্ঞানীরাও অনুমান করেছেন যে মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। কেউ কল্পনা করতে পারেন যে যখন একটি বস্তু প্রসারিত হতে থাকে এবং অবশেষে তার ব্রেকিং পয়েন্টে পৌঁছে যায়, তখন বস্তুটি ছিঁড়ে যাবে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এভাবেই পবিত্র কুরআনে মহাবিশ্বের পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 82 আল ইনফিতার, আয়াত 1-2:

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।

এটা আশ্চর্যজনক যে 1400 বছর আগে প্রকাশিত ইসলামের শিক্ষার প্রতি বিজ্ঞান কিভাবে একমত হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই উভয় প্রকারের লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে যাতে তারা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। এটি উভয় জগতের মন ও দেহের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এই লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করা কেবলমাত্র দুর্বল বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে এবং যে আশীর্বাদগুলি দেওয়া হয়েছে তার অপব্যবহার করে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 105:

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কত নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো দিয়ে তারা চলে এবং তারা তাদের প্রতি উদাসীন।"

এতে উভয় জগতেই অসুবিধা হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

ঈমান মজবুত করা - 125

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের মুসলমান এবং তাদের আচরণ নিয়ে চিন্তা করছিলাম। এই চিন্তাধারা অনুসারে মুসলমানদের তিনটি দলে বিভক্ত করা যায়। প্রথম দলটি হল সর্বোত্তম এবং সেইসব মুসলমানদের নিয়ে গঠিত যারা তাদের জীবন ও সম্পদ মহান আল্লাহর হাতে তুলে দেয়, যার ফলে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হয়। তারা কেবল তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণের জন্য বস্তুগত জগত থেকে গ্রহণ করে এবং জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে যাতে তারা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে এবং উভয় জগতে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। বাহ্যিকভাবে তাদের মনে হতে পারে যেন তারা এই পৃথিবীতে জীবন উপভোগ করে না কিন্তু বাস্তবে তারা অন্যান্য ধরণের মুসলমানদের চেয়ে এখানে বেশি শান্তি পায়। মহান আল্লাহর রহমতে বিচার দিবসে তাদের হিসাব সহজ হবে।

দ্বিতীয় দলটি সেইসব মুসলমানদের নিয়ে গঠিত যারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যেই রেওয়ায়েতগুলোই হোক না কেন, তারা ইসলামিক জ্ঞান অর্জন বা তার উপর আমল করার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম না করেই আসে। তারা তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করে এই পৃথিবীর বৈধ আনন্দ লাভ ও উপভোগ করার জন্য। যেহেতু তারা হারাম এড়িয়ে চলে, আশা করা যায় যে তারা পরলোকগত বিশ্বে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করবে। কিন্তু তারা জড় জগতে লিপ্ত হওয়ায় তাদের জবাবদিহিতা দীর্ঘ হবে। এবং হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, সহীহ বুখারী, 6536 নং হাদিসে পাওয়া যায় যে, যারা তাদের কৃতকর্মের তদন্ত করবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। দুনিয়াতে ভোগ-

বিলাসের কারণে দীর্ঘকাল বিচার দিবসের ভয়াবহতাকে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যক্ষ করা এক প্রকার শাস্তি।

মুসলমানদের চূড়ান্ত দলটি সবচেয়ে খারাপ টাইপের কারণ তারা সর্বোত্তম গোষ্ঠীর মতো মহান আল্লাহর কাছে তাদের জীবন উৎসর্গ করে না কিন্তু তারা দ্বিতীয় দলের মতো জড় জগতের বৈধ আনন্দও উপভোগ করে না। এই লোকেরা তাদের হালাল ইচ্ছা পূরণ না করে পার্থিব জিনিসপত্র জমা করে। এই মনোভাব তাদের অন্য দুটি দলের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেয় এর অর্থ, তারা দুনিয়ার হালাল জিনিস ভোগ করবে না এবং হাশরের দিনে তাদের প্রাপ্ত পার্থিব জিনিসের জন্য সহজ হিসাব হবে না।

তাই মুসলমানদের জন্য এই চূড়ান্ত দলের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একটি স্পষ্ট ক্ষতি। একজন মুসলিমের উচিত সর্বোত্তম দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা কিন্তু তারা যদি সত্যিই এটি পরিচালনা করতে না পারে তবে তাদের উচিত তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে দ্বিতীয় দলে যোগদান করা, শুধুমাত্র এই দুনিয়ার হালাল আনন্দ উপভোগ করা এবং আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের আশা করা, শ্রেষ্ঠ

ঈমান মজবুত করা - 126

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। কেউ যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবন অবলোকন করে, তখন তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি ধাপে পরীক্ষায় ছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। অতএব, একটি পরীক্ষা এবং অসুবিধা একটি অভিশাপ বা একটি জরাজীর্ণ জীবনের চিহ্ন নয়। এটি আসলে একজন ব্যক্তির জন্য উজ্জ্বল হওয়ার এবং প্রচুর পুরষ্কার সংগ্রহ করার একটি সুযোগ। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

যখনই তারা পরীক্ষা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন একজনকে অবশ্যই এটি মনে রাখতে হবে যাতে তারা ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ থাকতে পারে, যেমন তিনি করেছিলেন।

অধিকন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রমাগত অসুবিধা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর অন্তর প্রশান্ত ছিল। এই শান্তি অর্জিত হয়েছিল কারণ তিনি অবিরতভাবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার

উপায়ে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করেছিলেন। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং গ অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

“যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যে তাকে অনুকরণ করতে ব্যর্থ হয় সে অন্ধকার এবং শ্বাসরুদ্ধকর জীবন ছাড়া কিছুই পাবে না, এমনকি তাদের পায়ের কাছে পৃথিবী থাকলেও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

" কিন্তু যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে অবশ্যই দুর্বিষহ জীবন পাবে..."

অতএব, একজনকে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হল মানসিক শান্তি এবং দুঃখজনক জীবনের মধ্যে পার্থক্য, এমনকি যদি কেউ অসুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের মুখোমুখি হয়।

উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে মানবজাতিকে পরিচালিত করার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মুসলমানদের জন্য তাঁর সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষার উপর অবিচল ছিলেন। সমস্ত মুসলমান পরকালে তাঁর সঙ্গ কামনা করে কিন্তু তারা কেবল তখনই তা পাবে যদি তারা তাঁর পথ অনুসরণ করে। একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে শেষ হবে না যিনি একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে ভ্রমণ করেছিলেন যদি তারা একটি ভিন্ন পথে যাত্রা করে। একইভাবে, মুসলমানরা পরকালে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যোগ দেবে না যদি তারা তাঁর পরিবর্তে অন্য পথে চলে। এটি কেবল তাঁর বরকতময় জীবন ও শিক্ষার উপর জ্ঞানার্জন ও আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এই কারণেই তাঁর সাহাবীদের কেউই, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কেবল তাদের কথার মাধ্যমে বিশ্বাস ঘোষণা করেননি এবং কার্যত তাঁর অনুসরণ থেকে বিরত ছিলেন, কারণ তারা জানত যে এই মনোভাব তাদের পরকালে তাঁর সাথে যোগদান করতে বাধা দেবে। এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য জাতির মনোভাব যারা তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসে বলে দাবি করে কিন্তু বাস্তবে তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে তারা পরকালে তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যোগ দেবে না।

এছাড়াও, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবন পর্যবেক্ষণ করা হয়, এবং তাঁর সাহাবীদের জীবন সম্প্রসারণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন কেউ বুঝতে পারে যে একজন ব্যক্তি

অর্থপূর্ণ, মূল্যবান হতে পারে। এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ অস্তিত্ব তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করে। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দৈহিক ক্রিয়াকলাপে সমর্থন না করে কেবল মৌখিকভাবে বিশ্বাস ঘোষণা করা একটি ফুলদানির মতো যা বাহ্যিকভাবে সুন্দর দেখায় কিন্তু ভিতরে ফাঁপা। এটি এই জীবনে একটি অর্থপূর্ণ অস্তিত্বের দিকে পরিচালিত করবে না, এমনকি যদি কেউ পরকালে জান্নাতে যায়। আত তাবারানী, আল মুজাম আল কাবীর, হাদিস 182, ভলিউম 20-এ পাওয়া একটি হাদিসে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেখানে সতর্ক করা হয়েছে যে, জান্নাতে একজন ব্যক্তি একমাত্র আফসোস করবে পৃথিবীতে তার জীবনের সময় যখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করেনি। , মহিমান্বিত। অর্থ, তাদের জীবনের সময়গুলো তাদের দেওয়া নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। এই কারণেই অনেক মুসলমান, যারা শুধুমাত্র মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালন করে, তারা এখনও তাদের জীবনে একটি শূন্যতা অনুভব করে, এমন একটি শূন্যতা যা সম্পূর্ণরূপে এবং বাস্তবে নিজের উদ্দেশ্যকে আলিঙ্গন করা ছাড়া আর কিছুই পূরণ করতে পারে না।

উপরন্তু, সাধারণভাবে বলতে গেলে, লোকেরা যখন পার্থিব জিনিস, যেমন অন্যদের কাছ থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় তখন খুশি হয়। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষের জন্য সম্পদ

রেখে যাননি। তিনিও অন্যান্য নবী (সাঃ) এর মত জ্ঞান রেখে গেছেন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 223 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানরা যদি তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হতে চায় তবে তাদের অবশ্যই এই উত্তরাধিকারের একটি অংশ নিতে হবে।

পরিশেষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন একটি নিখুঁত উদাহরণ যে কিভাবে একজন মুসলমানকে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। তিনি পবিত্র কুরআনের ব্যবহারিক উপস্থাপনা।

তাই মুসলমানদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের জন্য তাঁর বরকতময় জীবনের উপর অধ্যয়ন ও আমল করতে হবে। এটা ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

এবং অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অগণিত পাঠ যা একজন মুসলমানের ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনকে প্রভাবিত করে পবিত্র কোরআন থেকে শেখা যায়। তবে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে এটি কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিকে উপকৃত করবে যে এর তিনটি দিক আন্তরিকতার সাথে পূরণ করবে। প্রথম দিকটি আন্তরিকভাবে এটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর আন্তরিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা।

পবিত্র কুরআনের অন্যতম প্রধান শিক্ষা হল মানুষ বুঝতে এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করা, যথা, বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

একজন অমুসলিম সম্পর্কে, যখন কেউ এই উদ্দেশ্যকে চিনতে ব্যর্থ হয় তখন তারা বুঝতে পারবে না কেন তাদের এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং স্থাপন করা হয়েছে। এটি তাদের জীবনের জিনিস এবং লোকেদের ভুলভাবে অগ্রাধিকার দেবে। যে বিষয়গুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় সেগুলোকে তারা গুরুত্ব দেবে। তারা শেষ পর্যন্ত তাদের জীবন উৎসর্গ করবে এমন জিনিসের জন্য, যা বড় ছবির ক্ষেত্রে অর্থহীন। তাদের খাওয়া-দাওয়া, সুখ-দুঃখ এসবকে ঘিরেই আবর্তিত হবে। কেউ কেউ এমন নিম্ন স্তরে পৌঁছে যাবে যে এমনকি অন্যান্য অমুসলিমরাও ঘোষণা করবে যে তাদের জীবন লক্ষ্যহীন এবং তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা অর্থ নেই। উদাহরণস্বরূপ, অনেকে নাটক, বিনোদন, খেলাধুলা, প্রাণী, গাছপালা এবং তাদের

কর্মজীবনের জন্য তাদের জীবন এবং তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে। যদিও একটি বৈধ কর্মজীবনের প্রতি নিজের প্রচেষ্টাকে উত্সর্গ করা একটি ভাল জিনিস তবুও এটি কখনই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে উঠবে না। এই ধরনের ব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করবে না এবং পরিবর্তে একটি লক্ষ্যহীন এবং খালি জীবন যাপন করবে। তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে যা তাদের মানসিক ও শরীরের শান্তি পেতে বাধা দেয়। এটি একটি প্রধান কারণ যে লোকেরা অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে তারা হতাশাগ্রস্ত এবং আত্মহত্যা করে। যে বিশ্বাস করে যে তাদের জীবন মূল্যবান এবং অর্থ আছে সে কখনই আত্মহত্যার কথা ভাববে না। এই চিন্তা-ভাবনা নিজেই প্রমাণ করে যে, এই ধরণের মানুষের জীবন লক্ষ্যহীন, যদিও তারা অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করে, কারণ তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি বা পূরণ করতে পারেনি। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 19:

" আর তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে তিনি তাদের নিজেদের ভুলে গেছেন। তারাই অবাধ্য।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

" কিন্তু যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবন হবে দুঃখজনক..."

সম্মানার্থে, যে সমস্ত মুসলমান পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর কোন প্রচেষ্টা নিবেদন না করে শুধুমাত্র ইসলামের মৌলিক কর্তব্য পালন করে, তারা তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হবে। এই পৃথিবীতে সৃষ্টি এবং তাদের উদ্দেশ্য, কারণ এটি মৌলিক বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে বোঝা যায় না। ফলস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের প্রস্তুতির জন্য দিনের এক ঘন্টারও কম সময় ব্যয় করবে, কারণ বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলি সম্পন্ন হতে বেশি সময় লাগে না। এমনকি এটি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অন্যদের যেমন তাদের পরিবারের অন্ধ অনুকরণের উপর ভিত্তি করে। জ্ঞানের অভাব এবং ঈমানের দুর্বলতার কারণে কেন তারা এই দায়িত্ব পালন করে তা তারা প্রকৃত অর্থে বুঝতে পারবে না।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য ব্যতীত, তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে শুধুমাত্র এই দুনিয়া এবং এর আশীর্বাদ উপভোগ করা, কারণ তারা এই দুনিয়া ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। অতঃপর এ ক্ষেত্রে তাদের ও অমুসলিমদের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই কারণ তাদের আকাঙ্খা, আশা, ভয়, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই হবে। এটা সুস্পষ্ট হয় যখন কেউ এই ধরনের মুসলমানদের এবং তাদের কাজকর্মকে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করে। এর মানে এই নয় যে তারা জাহান্নামে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু তারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং বড় গুনাহগুলো এড়িয়ে গেছে, আশা করা যায় যে তারা জান্নাত লাভ করবে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থ, বুঝতে এবং তাদের উদ্দেশ্যের প্রতি কাজ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, তারা এই পৃথিবীতে কখনই প্রকৃত শান্তি পাবে না কারণ তারা তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করবে না, এমনকি তারা তাদের বৈধ উপায়ে ব্যবহার করলেও পুরো ফোকাস শুধুমাত্র এই পৃথিবী এবং এর উপভোগের দিকে, কারণ তারা এই পৃথিবী ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

" কিন্তু যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবন হবে দুঃখজনক..."

এই স্মরণের সাথে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য এবং তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

এই পদ্ধতিতে আচরণ করতে ব্যর্থ হওয়াই প্রধান কারণ যে কারণে অনেক মুসলমান যারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তারা প্রায়শই হতাশার মতো মানসিক সমস্যার বিষয়ে অভিযোগ করে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে স্মরণ করেনি, যা উভয় জগতে শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"... নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর শান্তি পায়।"

এমনকি যদি এই মুসলমানরা জান্নাতে গিয়েও শেষ করে, তবুও তাদের আচরণের কারণে তারা এই পৃথিবীতে কেন রাখা হয়েছিল তা পুরোপুরি মিস করেছে। তাদের উদাহরণ হল সেই ছাত্রদের যারা তাদের শিক্ষক দ্বারা একটি মক পরীক্ষা সেট করে। কিছু ছাত্র এটির জন্য প্রস্তুত করার জন্য অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করে, যেখানে অন্যান্য ছাত্ররা এটিকে গুরুত্ব সহকারে নেয় না এবং সবেমাত্র এটির জন্য সংশোধন করে। এমনকি যদি উভয় ধরনের শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তবে

শিক্ষক শুধুমাত্র তাদের সাথেই সন্তুষ্ট হবেন যারা এটির জন্য প্রস্তুত, কারণ তারা একাই মক পরীক্ষার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের সঠিক মনের ফ্রেমে রাখা যাতে তারা তাদের আসল পরীক্ষা মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হয়। যারা তাদের মক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়েছে তারা উত্তীর্ণ হতে পারে কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে মক পরীক্ষার পয়েন্ট এবং উদ্দেশ্য মিস করেছে। এটি সেই মুসলিমদের উদাহরণ যারা এই পৃথিবীতে থাকার উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয় কিন্তু অন্যদের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে তারা জান্নাতে শেষ হয়। তারা একটি সুন্দর সজ্জিত ফুলদানির মত যা ভিতরে ফাঁপা। তাদের নীচু পার্থিব আকাঙ্ক্ষার কারণে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত মহান স্থান ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না। টিনের অধ্যায় 95, আয়াত 4-6:

" নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সর্বোত্তম মর্যাদায় সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে সর্বনিম্ন স্তরে ফিরিয়ে দেই। ব্যতীত যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে..."

এটি তাদের এই পৃথিবীতে শান্তি পেতে বাধা দেয়, কারণ যার কাছে নিম্ন আকাঙ্খা রয়েছে সে তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন বিষয়গুলির উপর চাপ দেবে। তারা তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে পার্থিব লাভের জন্য উৎসর্গ করবে, যা তাদের ইহকাল বা পরকাল উভয়েই লাভবান হবে না। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-104:

" বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্থদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা হল] যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা কাজে ভালো করছে।"

যারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন ও আমল করার চেষ্টা করেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা। তাদের একটি বিশেষ উপলব্ধি দেওয়া হবে যাতে তারা বিশ্ব এবং এতে তাদের অস্তিত্ব দেখতে পারে। এই উপলব্ধি তাদেরকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য দেখতে দেবে। যথা, বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত করা। এই উপলব্ধি তাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে, এই দুনিয়া এবং এর আশীর্বাদগুলি কেবল একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে তারা নিরাপদে পরকালে পৌঁছতে পারে। অর্থ, জগত এবং এর মধ্যে থাকা জিনিসগুলি নিজেই শেষ নয়। এটি তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে , কারণ তারা বোঝে যে উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য কেবল এতেই নিহিত রয়েছে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

" যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, এবং সে মুমিন, আমরা অবশ্যই তাদের উত্তম জীবন দান করব..."

তারা ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেবে। তারা যা মূল্যবান তাকে মূল্য দেবে এবং যা উপেক্ষা করা উচিত তা উপেক্ষা করবে। তাদের উদাহরণ হল একজন লাইব্রেরিয়ান যিনি তাদের বইয়ের বিশাল লাইব্রেরিটি সঠিক ক্রমে সাজিয়েছেন যাতে তারা কোন চাপ ছাড়াই তাদের পছন্দের বইটি সহজেই খুঁজে পেতে পারেন। অথচ, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জীবনে জিনিস ও মানুষকে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেয় না, সে সেই গ্রন্থাগারিকের মতো যে তাদের বইয়ের বিশাল সংগ্রহকে এলোমেলোভাবে সাজিয়ে রাখে। ফলস্বরূপ একটি একক বই খুঁজে পাওয়া তাদের জন্য দুঃস্বপ্ন এবং চাপের উত্স হয়ে ওঠে, কারণ তারা তাদের সমস্ত

বই ভুল করে ফেলেছে। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি পার্থিব নিয়ামত যেমন সম্পদ ও মানুষের দান করেছে, সে তাদের কাছ থেকে চাপ ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এই যে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য বোঝে না। এই সেই ব্যক্তি যে আখেরাতকে উপলব্ধি করে না, যদিও তারা মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালন করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পবিত্র কুরআন একজন ব্যক্তিকে যে উপলব্ধি প্রদান করে তা তাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে তাকে যে সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা শেষের উপায় এবং নিজেই শেষ নয়। অতএব, তারা এই পৃথিবীতে যা লাভ, হারা বা পেতে ব্যর্থ হয়েছে তা দ্বারা তারা কখনই বিরূপ প্রভাব ফেলবে না, কারণ সমস্ত জিনিসই কেবল একটি উপায়। উপায় গুরুত্বপূর্ণ নয়, শুধুমাত্র শেষ। যারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুধাবন ও আমল করার মাধ্যমে সঠিক উপলব্ধি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তারা এই পৃথিবীতে যা পায়নি তা নিয়ে তারা বিরক্ত হবে না। তারা বুঝতে পারে যে তারা এই পৃথিবীতে যা পাবে না তা পরকালে তাদের জন্য একটি নিখুঁত এবং স্থায়ী উপায়ে দেওয়া হবে। এই উপলব্ধি তাদের পৃথিবীকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে দেবে যেন এটি আখেরাতের অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় একটি ফোঁটা, ঠিক যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন। তাই, তারা যদি সমুদ্রের তীরে আক্ষরিক অর্থে দাঁড়িয়ে থাকে, অর্থাৎ পরকালের ফোঁটা হারায় তবে তারা পরোয়া করবে না। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 77:

"... বলুন, "পৃথিবীর ভোগ-বিলাস সামান্য, যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য আখেরাত উত্তম..."

এর মানে এই নয় যে এই ধরনের ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করে। বরং, তারা যে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যার ফলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ হয়।

প্রকৃতপক্ষে, এই উপলব্ধিটি, যার মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সন্তুষ্ট করেছে। তাঁর উপর, সমস্ত সৃষ্টির সেরা, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল কেন মহান আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা পূরণ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। মহান সাহাবী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চিত করেছেন যে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সর্বোত্তম ছিলেন কারণ তারা অন্য কারো চেয়ে জড়জগত থেকে বেশি বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং তারা আখেরাতের চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। অন্য কেউ ইমাম আবু নাঈম আল-আসফাহানীর হিলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাত আল-আসফিয়া, ২৭৮ নং বর্ণনায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই মনোভাব তাদের উপলব্ধির কারণে হয়েছিল।

এই উপলব্ধি এবং উপলব্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন সম্পূর্ণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং অর্থবহ হয়ে ওঠে। তাদের উপলব্ধির মাধ্যমে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সর্বোচ্চ স্বর্গ স্পর্শ করেছিল এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল এবং চেষ্টা করেছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 162:

" বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"

অথচ যাদের দৃষ্টি এই নীচ জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তারা সব পেয়েও নিচু হয়ে গেল। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 24:

" [এই] পার্থিব জীবনের উদাহরণ হল বৃষ্টির মত যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করেছি যা পৃথিবীর গাছপালা শোষণ করে - যা থেকে মানুষ ও গবাদিপশু খায় - যতক্ষণ না পৃথিবী তার শোভা ধারণ করে এবং সুশোভিত করা হয় এবং এর লোকেরা মনে করে যে তারা এটির উপর সামর্থ্য রাখে, সেখানে আমাদের নির্দেশ আসে রাতে বা দিনে, এবং আমরা এটিকে ফসল হিসাবে তৈরি করি, যেন এটি গতকাল ফুলে ওঠেনি। এভাবেই আমরা নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি তাদের জন্য যারা চিন্তা করে।"

এই উপলব্ধি এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করাই সেই ব্যক্তিকে দান করে যে সেগুলিকে বোঝার এবং আমল করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি এটি থেকে বঞ্চিত হয় সে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এই পৃথিবীতে থাকার উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও তারা পরকালে জান্নাত লাভ করে।

উপরে আলোচিত তিন ধরনের লোকের কথা পবিত্র কুরআনেও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। অধ্যায় 56 আল ওয়াকিয়াহ, আয়াত 1-11:

"যখন ঘটনা ঘটে...এবং আপনি তিন প্রকারের হয়ে যান। তাহলে হকের সঙ্গী-সাথী কী? আর বামদের সঙ্গী- বামপন্থীদের সঙ্গী কি? এবং অগ্রদূত, অগ্রদূত। তারাই [আল্লাহর] নিকটবর্তী।"

পরিশেষে, একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলি 1 ফাতিহা অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এবং অধ্যায় 1 আল ফাতিহার সংক্ষিপ্তসার হল যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। যে ব্যক্তি এই নিয়ামতগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করবে, সে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যে তাদের অপব্যবহার করবে সে ঐশ্বরিক ক্রোধ লাভ করবে এবং শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই হেরে যাবে। যখন কেউ ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে সঠিক উপলব্ধি গ্রহণ করে তখন এই শিক্ষাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 6-7:

"আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নয় যারা [আপনার] ক্রোধ অর্জন করেছে বা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

তাই পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিক্ষা ও আমলের মাধ্যমে এই উপলব্ধি ও উপলব্ধি গ্রহণের মাধ্যমে

অগ্রদূতদের কাছে ধরার চেষ্টা করুন, কারণ এই পৃথিবীতে সময় সীমিত এবং বিদায়ের আহ্বান হাতে অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 45:

" এবং যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, [এটা এমন হবে] যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ব্যতীত [জগতে] অবস্থান করেনি..."

এবং অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 185:

" প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং কিয়ামতের দিনই তোমাদের [সম্পূর্ণ] প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং যে জাহান্নাম থেকে দূরে সরে গেছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করেছে সে [তার ইচ্ছা] অর্জন করেছে। আর এই পার্থিব জীবন ভ্রান্তির ভোগ ছাড়া আর কি আছে।"

দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড - ১

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুগত জগত যা থেকে একজনকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত তা আসলে একজনের ইচ্ছাকে বোঝায়। এটি পাহাড়ের মতো ভৌত জগতের উল্লেখ করে না। এটি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, 14 নং আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে:

"মানুষের জন্য শোভিত হল সেই ভালবাসা যা তারা কামনা করে - নারী ও পুত্রের, সোনা ও রৌপ্যের স্তূপ, সূক্ষ্ম দানাদার ঘোড়া এবং গবাদি পশু এবং চাষের জমি। এটাই পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন [অর্থাৎ জান্নাত]।

এই জিনিসগুলি মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত এবং এর দ্বারা মানুষ পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত হয়। যখন কেউ তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকে তখন তারা বস্তুগত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই কারণেই যে মুসলমানের কাছে পার্থিব জিনিস নেই, তাকে তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার কারণে দুনিয়াবী বলে গণ্য করা যেতে পারে। অথচ, একজন মুসলমান যে জাগতিক জিনিসের অধিকারী, কিছু ধার্মিক পূর্বসূরিদের মতো, তাকে জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্ন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে কারণ তারা তাদের মন, হৃদয় এবং কর্ম তাদের সাথে কামনা করে না এবং দখল করে না। পরিবর্তে তারা চিরন্তন পরকালে মিথ্যা কামনা করে।

বিরত থাকার প্রথম স্তর হল অবৈধ ও অসার কামনা-বাসনা থেকে দূরে সরে যাওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত নয়। এই ব্যক্তি আখেরাতের দিকে মনোনিবেশ করার সময় তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নিজেকে ব্যস্ত রাখে । তারা এমন জিনিস এবং লোকদের থেকে দূরে সরে যায় যারা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পূরণ করতে বাধা দেয়।

পরিহারের পরবর্তী পর্যায় হল যখন কেউ তার প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য জড়জগত থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গ্রহণ করে। তারা এমন কিছুতে তাদের সময় ব্যয় করে না যা তাদের পরবর্তী জগতে লাভবান হবে না। সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া এক হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উপদেশ দিয়েছেন। তিনি একজন মুসলিমকে এই জড় জগতে একজন অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মানুষই তাদের গন্তব্য অর্থাৎ পরকাল নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করবে। তাদের মৃত্যু এবং পরকালের গমন কতটা নিকটবর্তী তা বোঝার মাধ্যমে একজন মুসলিম এটি অর্জন করতে পারে। মৃত্যু যে কোন সময় একজন ব্যক্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তা নয়, একজন দীর্ঘ জীবন যাপন করলেও মনে হয় যেন তা এক মুহূর্তে চলে যায়। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে একজন ব্যক্তি চিরন্তন পরকালের জন্য মুহূর্তটি উৎসর্গ করে। এই জড়জগতে দীর্ঘ জীবনের আশা সংক্ষিপ্ত করা তাদেরকে সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করবে, তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং অন্য সব কিছুর চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। যে দীর্ঘায়ু কামনা করে সে বিপরীত আচরণে উদ্‌বুদ্ধ হবে।

বস্তুজগতে যিনি সত্যিকার অর্থে বর্জন করেন, তিনি একে দোষ দেন না, প্রশংসা করেন না। তারা যখন এটি লাভ করে তখন তারা আনন্দ করে না এবং যখন এটি তাদের অতিক্রম করে তখন তারা দুঃখিত হয় না। এই ধার্মিক মুসলমানের মন লোভের সাথে ক্ষুদ্র বস্তুজগতকে লক্ষ্য করার জন্য চিরন্তন পরকালের দিকে নিবদ্ধ।

বিরত থাকা বিভিন্ন স্তর নিয়ে গঠিত। কিছু মুসলমান তাদের অন্তরকে সমস্ত নিরর্থক ও অনর্থক পেশা থেকে মুক্ত করার জন্য বিরত থাকে যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারে এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 257 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় , যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের পার্থিব বিষয়ের যত্ন নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবেন। কিন্তু যে শুধু পার্থিব বিষয় নিয়েই চিন্তিত সে তাদের যন্ত্রের কাছে চলে যাবে এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের আধিক্য, যেমন অতিরিক্ত সম্পদের পেছনে ছুটবে, সে দেখতে পাবে যে তাদের উপর এর ন্যূনতম প্রভাব এই যে, এটি তাদের মহান আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করে। এটি এখনও সত্য এমনকি যদি একজন ব্যক্তি বস্তুজগতের অতিরিক্ত দিকগুলির সাধনায় কোনও পাপ না করে।

কেউ কেউ বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা হালকা করার জন্য দুনিয়া থেকে বিরত থাকে। একজনের কাছে যত বেশি সম্পত্তি থাকবে তত বেশি তাদের জবাবদিহি করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা যাদের ক্রিয়াকলাপ যাচাই-বাছাই করবেন, বিচারের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ বুখারি, ৬৫৩৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজনের জবাবদিহিতা যত কম হবে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা তত কম। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক

করেছেন যে, যারা পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে অধিকারী তারা কিয়ামতের দিনে খুব কম কল্যাণের অধিকারী হবে যারা উৎসর্গ করে। তাদের মাল ও সম্পদ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, কিন্তু এগুলো সংখ্যায় অল্প। এই দীর্ঘ জবাবদিহিতার কারণেই বিচারের দিন ধনী বা দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তিই কামনা করবে যে, পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাদের প্রতিদিনের রিজিক দেওয়া হয়েছে। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4140 নম্বরে পাওয়া হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিছু মুসলিম জান্নাতের আকাঙ্ক্ষার জন্য এই জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে যা এই জড় জগতের আনন্দকে হারাতে হবে।

কেউ কেউ জাহান্নামের ভয়ে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে। তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে এই জড় জগতের আধিক্যে কেউ যত বেশি লিপ্ত হয়, ততই তারা হারামের কাছাকাছি থাকে, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। জামি আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজা, 4215 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম। ধার্মিক হবে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু থেকে বিরত থাকে যা পাপ নয় এই ভয়ে যে এটি পাপ হতে পারে।

সর্বোত্তম স্তরের বিরত থাকা হল মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে যা চান তা বোঝা এবং তার উপর কাজ করা যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যথা, মহান আল্লাহর দাসত্ব থেকে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করা, জেনে রাখা যে তাদের রব বস্তুজগতকে পছন্দ করেন না। মহান আল্লাহ এই জড় জগতের বাড়াবাড়ির নিন্দা

করেছেন এবং এর মূল্যকে তুচ্ছ করেছেন। এই ধার্মিক বান্দারা লজ্জিত হয়েছিল যে তাদের রব তাদের এমন কিছুর দিকে ঝুঁকে দেখবেন যা তিনি অপছন্দ করেন। এরাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা যেহেতু তারা শুধুমাত্র তাদের পালনকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এমনকি যখন তাদের এই দুনিয়ার বৈধ বিলাসিতা ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যদিও তাকে পৃথিবীর ভান্ডার দেওয়া হয়েছিল। সহীহ বুখারী, ৬৫৯০ নং হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এটিই চান। মহান আল্লাহ যেমন জড়জগৎকে অপছন্দ করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের প্রতি ভালোবাসার কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিভাবে একজন প্রকৃত বান্দা তাদের পালনকর্তা যা অপছন্দ করেন তাকে ভালবাসতে পারে এবং লিপ্ত হতে পারে?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দারিদ্র্যকে বেছে নিয়ে দরিদ্রদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং ধনীদেরকে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কীভাবে বাঁচতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। তিনি সহজে বিকল্পটি বেছে নিতে পারতেন এবং কার্যত ধনীদের দেখিয়ে দিতে পারতেন কিভাবে তাকে দেওয়া পৃথিবীর ভান্ডার নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং তিনি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে গরিবদেরকে সঠিকভাবে বাঁচতে শেখাতে পারতেন। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট কারণে দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যা তার প্রভু মহান আল্লাহর দাসত্বের বাইরে ছিল। এই বিরত থাকা সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের প্রথম সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আবু বক্কর সিদ্দিক, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার যখন তাকে মধুর সাথে মিষ্টি জল দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি একবার এক অদৃশ্য বস্তুকে দূরে ঠেলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে জড় জগত তার কাছে এসেছে এবং তিনি তাকে একা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জড় জগত উত্তর দিল যে

সে জড় জগত থেকে পালিয়ে গেছে কিন্তু তার পরে যারা থাকবে না। এ কারণে আবু বক্কর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, মধু মিশ্রিত পানি দেখে কেঁদেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে জড়জগত তাকে পথভ্রষ্ট করতে এসেছে। এই ঘটনাটি ইমাম আশফাহানীর, হিলিয়াত আল আউলিয়া, 47 নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রকৃতপক্ষে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, আনন্দ লাভের জন্য কখনো ভোজন বা পোশাক পরেননি বরং পরকালের জন্য প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করার সময় বস্তুগত জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করতেন। তারা অপছন্দ করত যখন জড়জগৎ তাদের পায়ে দাঁড় করানো হয় এই ভয়ে যে তাদের প্রতিদান আখেরাতের পরিবর্তে এই দুনিয়াতেই তাদের দেওয়া হয়েছে।

যে কেউ সত্যিকারের পরিহারকারী তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। মুসলমানদের এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় এবং দাবি করা উচিত যে তাদের হৃদয় মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত। যদি একজন ব্যক্তির হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় তবে তা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং তাদের কর্মে প্রকাশ পায় যা সহীহ মুসলিম, 4094 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যার অন্তর মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকে, সে যা গ্রহণ করে সৎ পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাদের প্রয়োজন জড়জগত থেকে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা এবং জড় জগতের বাড়াবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। পরকালের জন্য প্রস্তুত করার চেষ্টা করার সময়। এটাই প্রকৃত বিরত থাকা।

দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড - 2

সহীহ বুখারী, 6416 নং হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই পৃথিবীতে অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসাবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিতেন যে, যখন একজন ব্যক্তি সন্ধ্যায় পৌঁছায় তখন তার সকালবেলা বেঁচে থাকার আশা করা উচিত নয়। এবং যদি তারা সকালে পৌঁছায় তবে সন্ধ্যায় তাদের বেঁচে থাকার আশা করা উচিত নয়। এবং যে একজন মুসলিমকে অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়ার আগে তাদের সুস্বাস্থ্যের ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের মৃত্যুর আগে তাদের জীবনকে ভালভাবে ব্যবহার করতে হবে।

এই হাদিসটি মুসলমানদের দীর্ঘ জীবনের জন্য তাদের আশা সীমিত করতে শেখায়। দীর্ঘ জীবনের আশা আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ কারণ এটি একজনকে তাদের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টাকে বস্তুগত জগতে উৎসর্গ করতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা নিশ্চিত যে তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুত করার জন্য প্রচুর সময় রয়েছে।

একজন মুসলমানের এই অস্থায়ী পৃথিবীকে তাদের স্থায়ী আবাস হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের এমন একজনের মতো আচরণ করা উচিত যে এটি ছেড়ে যেতে চলেছে, কখনও ফিরে আসবে না। এটি একজনকে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য অর্থাৎ পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রচেষ্টার অধিকাংশ উৎসর্গ করতে এবং তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্বের বাইরে বস্তুজগত লাভের জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে সীমিত করতে অনুপ্রাণিত করবে। এই ধারণাটি পবিত্র কুরআন এবং

পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস জুড়ে আলোচনা করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 39:

"...এই পার্থিব জীবন শুধুমাত্র [অস্থায়ী] ভোগ-বিলাস, এবং প্রকৃতপক্ষে, পরকাল - এটি [স্থায়ী] বন্দোবস্তের আবাস।"

আলোচিত মূল হাদিসের অনুরূপ একটি হাদিস যা জামি আত তিরমিযী, 2377 নম্বরে পাওয়া যায়, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে এই পৃথিবীতে এমন একজন সওয়ার হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে ছায়ার নীচে অল্প বিশ্রাম নেয়। একটি গাছ এবং তারপর দ্রুত অগ্রসর হয়. এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতিকে নির্দেশ করার জন্য মহানবী (সা.) একে ছায়ার সাথে তুলনা করেছেন যা সকলেই জানেন, স্থায়ী বলে মনে হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বস্তুগত জগত কারো কারো কাছে এভাবেই দেখা দিতে পারে। তারা এমন আচরণ করে যেন পৃথিবী চিরকাল স্থায়ী হবে যেখানে বাস্তবে এটি দ্রুত বিলীন হয়ে যাবে।

উপরন্তু, এই হাদিসে একজন আরোহীর কথা বলা হয়েছে, হেঁটে যাওয়া কাউকে নয়। এর কারণ হল একজন রাইডার পায়ে হেঁটে ভ্রমণকারীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম বিশ্রাম নেবে। এটি আরও ইঙ্গিত করে যে এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির থাকার সময় খুব কম। এটা সবার কাছে বেশ স্পষ্ট। এমনকি যারা বয়স্ক বয়সে পৌঁছেছে তারা স্বীকার করে যে তাদের জীবন একটি ঝলকানি দিয়ে গেছে। তাই বাস্তবে কেউ বার্ধক্যে উপনীত হোক বা না হোক, জীবন মাত্র একটি মুহূর্ত। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 45:

"এবং যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, [এটা হবে] যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ছাড়া [জগতে] রয়ে যায়নি..."

প্রকৃতপক্ষে, বস্তুগত জগৎ একটি সেতুর মতো যাকে অতিক্রম করতে হবে এবং স্থায়ী বাড়ি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। যেভাবে একজন মানুষ বাসস্টেশনকে তার বাসস্থান হিসেবে নেয় না জেনেও সেখানে তার অবস্থান অল্প সময়ের জন্য হবে, একইভাবে, একজন ব্যক্তি অনন্ত পরকালে পৌঁছানোর আগে পৃথিবী একটি ছোট স্টপ।

যখন কেউ সারাজীবনের ছুটিতে একবার বেড়াতে যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা তাদের বিলাসবহুল গৃহস্থালী সামগ্রী যেমন একটি প্রশস্ত স্ক্রীন টেলিভিশনের উপর ব্যয় সীমিত করে এবং পরিবর্তে তাদের হোটেল যে পরিষেবাগুলি অফার করে তার সাথে কাজ করে। তারা এইভাবে আচরণ করে যে তারা বুঝতে পারে যে হোটেলে তাদের থাকার সময় সংক্ষিপ্ত হবে এবং শীঘ্রই তারা চলে যাবে, আর কখনও ফিরে আসবে না। এই মানসিকতা তাদের ছুটির গন্তব্যকে তাদের স্থায়ী বাড়ি হিসাবে নিতে বাধা দেয়। একইভাবে, মানুষকে এমন একটি উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল যা অবশ্যই এটিকে তাদের স্থায়ী আবাসে পরিণত করবে না। পরিবর্তে, তাদের পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে বিধান গ্রহণের জন্য যাতে তারা নিরাপদে তাদের স্থায়ী আবাস অর্থাৎ পরকালে পৌঁছাতে পারে। এর সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে।

যখনই একজন ব্যক্তি ভ্রমণের ইচ্ছা করেন তখনই তারা ভ্রমণকে আরামদায়ক এবং সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে পরকালের জন্য সর্বোত্তম বিধান হল তাকওয়া। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 197:

"...নিশ্চয়ই সর্বোত্তম রিযিক হল আল্লাহকে ভয় করা..."

এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, বিশ্বাস করে যে তিনি কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভাল জিনিসটি বেছে নেন। . দুনিয়া থেকে পরকালের যাত্রা সম্পন্ন করার জন্য খাদ্যের মতো অন্যান্য বিধানের প্রয়োজন। তবে যে বিধানটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা হল তাকওয়া কারণ এটিই একমাত্র বিধান যা এই দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই কাউকে উপকৃত করবে। এটি ইহকাল এবং পরকালে শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যেহেতু জড়জগৎ কোনো ব্যক্তির স্থায়ী বাসস্থান নয়, তাই তাদের উচিত আলোচনার মূল হাদীসের উপর আমল করা এবং হয় অপরিচিত বা ভ্রমণকারীর মতো জীবনযাপন করা।

অপরিচিত হওয়ার প্রথম অবস্থা হল এমন কেউ যে তাদের হৃদয় ও মনকে তাদের অস্থায়ী বাড়িতে সংযুক্ত করে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল পর্যাপ্ত রসদ সংগ্রহ করা যাতে তারা নিরাপদে তাদের স্থায়ী বাড়িতে অর্থাৎ পরকালে ফিরে যেতে পারে। এটি একজন কাজের ভিসায় বিদেশে বসবাসকারীর মতো। তাদের কাজের জায়গা তাদের বাড়ি নয়; শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের একটি জায়গা যাতে তারা এটি নিয়ে তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে পারে। এই ব্যক্তি কখনই বিচিত্র দেশকে তাদের বাড়ি হিসাবে গণ্য করবে না। পরিবর্তে, তারা কেবল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় করবে এবং তাদের সম্পদ সংরক্ষণে মনোনিবেশ করবে যাতে তারা যতটা সম্ভব সম্পদ তাদের আসল এবং স্থায়ী বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে পারে। যদি এই ব্যক্তি তাদের সমস্ত বা সিংহভাগ সম্পদ বিদেশে ব্যয় করে এবং খালি হাতে স্বদেশে ফিরে আসে তবে তারা নিঃসন্দেহে তাদের আত্মীয়দের দ্বারা দোষী বলে বিবেচিত হবে। কারণ তারা কাজের ভিসায় অন্য দেশে বসবাসের তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। একইভাবে, একজন মুসলমানের উচিত আখেরাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার বিধান অর্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করা। তাদের অন্যদের সাথে বস্তুজগতের বিলাসিতা করার জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের অনন্ত পরকালের বিধান অর্জনের লক্ষ্যে তাদের মনোনিবেশ করতে হবে। যদি তারা তাদের অস্থায়ী বাড়িকে সুন্দর করার জন্য খুব বেশি প্রচেষ্টা করে তবে তারা অপ্রস্তুত এবং খালি হাতে পরকালে প্রবেশ করবে এবং তাই তারা তাদের মিশনে ব্যর্থ হবে যা মহান আল্লাহ তাদের অর্পণ করেছেন। একজন মুসলমানের নিজের সাথে সৎ হওয়া উচিত এবং দিনের কত ঘন্টা তারা বস্তুজগতের জন্য এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তা প্রতিফলিত করা উচিত। এই আত্ম-প্রতিফলন তাদেরকে দেখাবে যে তাদের সঠিক মানসিকতা আছে কি না এবং পরকালের প্রতি তাদের বিশ্বাস কতটা দৃঢ়। অধ্যায় 87 আল আ'লা, আয়াত 16-17:

“কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। যদিও পরকাল উত্তম এবং স্থায়ী।"

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানবজাতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল যখন তারা সবচেয়ে নিচু মানুষ ছিল এবং তাদের অধিকাংশই পাপপূর্ণ জীবনযাপন করছিল যার কারণে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সুস্পষ্ট দলীল সহ সত্যের পথে আহবান করেছেন। এর মধ্যে অনেকেই তার স্পষ্ট বাণী গ্রহণ করে তাকে অনুসরণ করে। তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইসলাম অনেক জাতিকে জয় করবে এবং মুসলমানরা প্রচুর সম্পদ অর্জন করবে। কিন্তু তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন যেন তারা বস্তুগত জগতের বিলাসিতা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয় । এই সতর্কতার একটি উদাহরণ সুনানে ইবনে মাজা, 3997 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে বস্তুজগতের অপ্রয়োজনীয় বিলাসের জন্য প্রতিযোগিতা করা মানুষকে ধ্বংস করবে। তাই তিনি মুসলমানদেরকে তাদের দায়িত্ব ও চাহিদা পূরণের জন্য মৌলিক প্রয়োজনে সন্তুষ্ট থাকার পরামর্শ দেন এবং এর পরিবর্তে পরকালের প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সবকিছুই সত্য হয়েছে। যখন বিশ্ব মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় তখন তাদের অধিকাংশই প্রতিযোগিতা, সংগ্রহ, মজুদ এবং বস্তুজগতের আধিক্য উপভোগে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে, তারা পরকালের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া ছেড়ে দেয় যেমনটি তাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা বলেছিলেন। মাত্র কয়েকজন তার উপদেশ গ্রহণ করেছিল এবং তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্ব পূরণের জন্য বস্তুগত জগত থেকে যা প্রয়োজন ছিল তা গ্রহণ করেছিল এবং অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করেছিল। এই ছোট দলটি, অর্থাত্ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং সৎ পূর্বসূরিরা আখেরাতে মহানবী

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আঁকড়ে ধরেছিলেন, কারণ তারা কার্যত তাঁর পরামর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের অমনোযোগী হয়ে বস্তুজগতের পিছনে ছুটতে থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা দেয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা হল মুসাফিরের মত দ্বিতীয় মানসিকতা মুসলিমদের গ্রহণ করা উচিত। এই ব্যক্তি এই জড় জগতকে তাদের বাসস্থান হিসাবে দেখেন না এবং পরিবর্তে তাদের প্রকৃত গৃহের অর্থ, পরকালের দিকে যাত্রা করেন। এই মানসিকতা একজন ব্যাক প্যাকারের মতো যে বিভিন্ন শহরে ঘুমিয়ে থাকতে পারে কিন্তু তাদের কখনই তাদের বাড়ি বলে মনে করে না। তারা তাদের সাথে নিয়ে যায় একমাত্র বিধান যা তারা অর্থ বহন করতে পারে, প্রয়োজনীয় জিনিস। এটি তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাদের নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। একজন ব্যাক প্যাকার কখনই অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করবে না জেনে যে এই জিনিসগুলি কেবল তাদের জন্য একটি বোঝা হবে। তারা নিরাপদে তাদের যাত্রা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করতে ব্যর্থ হবে না । একইভাবে, একজন বুদ্ধিমান মুসলমান শুধুমাত্র এই জড় জগত থেকে কর্ম এবং কথাবার্তার ক্ষেত্রেই সংগ্রহ করে, যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। তারা এমন সব কাজ ও কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে যা তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। সুনানে ইবনে মাজা, 4104 নম্বর অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 7-8-এ পাওয়া একটি হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই মনোভাবটি গ্রহণ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে উপদেশ দিয়েছিলেন। :

“নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাকে তার জন্য শোভাময় করেছি যাতে আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি তাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম। এবং অবশ্যই, আমরা তার উপর যা আছে তা একটি অনুর্বর ভূমিতে পরিণত করব।"

একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, দিন ও রাত হল সংক্ষিপ্ত পর্যায় যেখানে মানুষ পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে ভ্রমণ করে, যতক্ষণ না তারা পরকালে পৌঁছায়। তাই তাদের উচিত প্রতিটি পর্যায়কে সৎ আমলের মাধ্যমে পরকালে প্রেরণের মাধ্যমে ব্যবহার করা। তাদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে যে তাদের যাত্রা খুব শীঘ্রই শেষ হবে এবং তারা পরকালে পৌঁছাবে। এমনকি যদি যাত্রাটি দীর্ঘ দেখায় তবে এটি শেষ পর্যন্ত একটি মুহুর্তের মতো মনে হবে তাই এটি অপ্রস্তুত থাকাকালীন এটি শেষ হওয়ার আগে এটিকে বাধ্যতার মুহূর্ত করা উচিত। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 45:

"এবং যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, [এটা হবে] যেন তারা দিনের একটি ঘন্টা ছাড়া [জগতে] রয়ে যায়নি..."

প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে তারা দুনিয়াকে পেছনে ফেলে পরকালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও, কেউ নড়াচড়া করছে বলে মনে হতে পারে না কিন্তু বাস্তবে, দিন এবং রাত তাদের পরিবহন হিসাবে কাজ করে যা তাদের দ্রুত, বিরতি ছাড়াই, পরবর্তী পৃথিবীতে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে যেহেতু তারা মহান আল্লাহর বান্দা, শীঘ্রই একটি দিন আসবে যখন তারা তাঁর কাছে ফিরে আসবে। তারা ফিরে গেলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের থামানো হবে। অতএব, তাদের এই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভাল কিছু প্রস্তুত করা উচিত। তাদের উচিত এই পৃথিবীতে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে তাদের প্রস্তুত করা উচিত। কিন্তু যদি তারা গাফিলতি অব্যাহত রাখে এবং প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ইতিমধ্যে যা ঘটেছে এবং যা অবশিষ্ট রয়েছে তার জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরামর্শের দিকে অগ্রসর হলাম, যা আলোচনায় প্রধান হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রথম অংশে এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের আশা সংক্ষিপ্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। একজন মুসলমানের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের এই পৃথিবীতে থাকা দীর্ঘ, কারণ তারা যে কোনও মুহূর্তে চলে যেতে পারে। এমনকি যদি কেউ বহু বছর বেঁচে থাকে, তবুও মনে হয় জীবন এক ঝলকানিতে চলে গেছে। আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে মুসলমানদেরকে বিশ্বাস না করার পরামর্শ দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন যে তারা সন্ধ্যায় পৌঁছালে তারা সকালে বেঁচে থাকবে। পার্থিব দায়িত্ব পালন এবং পরকালের জন্য প্রস্তুত করার জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করার মূল কারণ এই মানসিকতা। যেখানে দীর্ঘ জীবনের আশা করা বিপরীত অর্থের মূল কারণ, এটি একজনকে সৎকাজ সম্পাদন এবং পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্বিত করে এবং এটি তাদের জড়জগতকে সংগ্রহ ও মজুত করতে উত্সাহিত করে, বিশ্বাস করে যে তারা সেখানে অবস্থান করে। এটা অত্যন্ত দীর্ঘ হবে.

এছাড়াও, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, মুসলমানদের অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়ার আগে তাদের সুস্বাস্থ্যের ভাল ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, বেশীরভাগ মানুষ সুস্বাস্থ্যের মূল্য হারানোর পরেই তা উপলব্ধি করে, যা সহীহ বুখারী, ৬৪১২ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। সুস্বাস্থ্যের ব্যবহার করার অর্থ হল একজন মুসলিমকে তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে বাধ্যতামূলক কাজে ব্যবহার করা উচিত। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, সৎ কাজ করার মাধ্যমে এবং পাপ থেকে বিরত থাকা এমন সময়ে পৌঁছানোর আগে যখন তারা ভাল কাজ করতে চায় কিন্তু আর করতে পারে না। তাদের খারাপ স্বাস্থ্যের কারণে। যে ব্যক্তি তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করবে, তাকে তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় সৎকর্মের পুরস্কার দেওয়া হবে, এমনকি যখন তারা অসুস্থতার সম্মুখীন হয় এবং সেগুলি আর করতে পারে না। সহীহ বুখারী, 2996 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অথচ যে ব্যক্তি তাদের সুস্বাস্থ্যের সঠিক ব্যবহার করে না সে অসুস্থ হয়ে পড়লে এই সম্ভাব্য পুরস্কার হারাবে। আসলে তাদের কাছে আফসোস ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশের চূড়ান্ত অংশ হল, একজন ব্যক্তির উচিত মৃত্যুর আগে তাদের জীবনের সদ্ব্যবহার করা। এর মধ্যে রয়েছে এমন সব জিনিস ব্যবহার করা যা সৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে, যেমন ধন-সম্পদ, এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা যেমন ভালো কাজ থেকে বিরত থাকা সমস্ত জিনিস এড়িয়ে চলা। মুসলিমদের জন্য তাদের সময়কে ভালোভাবে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি বিভ্রান্ত হওয়ার আগে, যা স্বাভাবিকভাবেই সময়ের সাথে সাথে ঘটে থাকে, যেমন বিবাহ। এবং তাদের আর্থিক দায়িত্ব বৃদ্ধির আগেই তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করা। সময়ের সদ্ব্যবহার করা সাফল্যের জন্য অপরিহার্য কারণ এটি একটি অদ্ভুত পার্থিব আশীর্বাদ, যা অন্য সমস্ত আশীর্বাদের বিপরীতে চলে যাওয়ার পরে আর ফিরে আসে না। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে তাদের কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের সময়কে কাজে লাগাতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে তাদের সমস্ত দায়িত্ব, কর্তব্য এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে এবং ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় পাবে।

জামে আত তিরমিযী, 2403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, মৃত্যুর সময় সমস্ত লোকের জন্য অনুশোচনা হবে। সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি আফসোস করবে যে, মৃত্যুর আগে তারা বেশি ভালো কাজ করেনি। পাপী ব্যক্তি আফসোস করবে যে তারা তাদের মৃত্যুর আগে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়নি। এই বিশ্বে লোকেদের প্রায়ই দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ, ড্রাইভিং পরীক্ষা পুনরায় করা, কিন্তু একবার একজন ব্যক্তি মারা গেলে সেখানে কোনো কাজ নেই। আফসোস তাদের কিছুতেই সাহায্য করবে না। পরিবর্তে, এটি কেবল তাদের যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তুলবে। তাই মুসলমানদেরকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করার জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করতে হবে, তাদের মুহূর্ত শেষ হওয়ার আগেই মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। আগামীকাল পর্যন্ত দেরি করার মানসিকতা ত্যাগ করা উচিত, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই আগামীকাল আসে না। একজন মুসলমানের আজকের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত এবং তাই, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কাজগুলি করা উচিত, যেমন আগামীকাল এই পৃথিবীতে আসতে পারে তবে তারা এটি দেখার জন্য জীবিত নাও থাকতে পারে।

বস্তুজগত - 3

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2142 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে, পার্থিব জিনিসের সন্ধান করার সময় একজন মুসলমানকে মধ্যপন্থী হতে হবে কারণ তাদের জন্য যা নির্ধারিত রয়েছে তা অবশ্যই তাদের কাছে পৌঁছাবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম মুসলমানদেরকে বস্তুগত জগতকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে উৎসাহিত করে না, কারণ এটি একটি সেতু যা একজনকে পরকালের সাথে সংযুক্ত করে। এই সেতু অতিক্রম না করে কিভাবে পরকালে পৌঁছানো সম্ভব? ইসলাম বরং মুসলমানদেরকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য এই পৃথিবী থেকে গ্রহণ করতে শেখায় এবং অতিরিক্ত, অপচয় ও বাড়াবাড়ি পরিহার করে এবং তারপর মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে পরকালের প্রস্তুতিতে তাদের প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে, এ থেকে বিরত থেকে। তাঁর নিষেধাজ্ঞা এবং নিয়তির মোকাবিলা করে ধৈর্যের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, এই পৃথিবীতে যা কিছু পাওয়া যাবে, যেমন তাদের রিজিক, মহান আল্লাহ আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে থেকেই তাদের জন্য বন্টন করা হয়েছে। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যেহেতু একজন ব্যক্তির বিধান নিশ্চিত এবং বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে না, তাদের প্রচেষ্টা নির্বিশেষে, তাদের তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্ব অনুসারে এটির জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, কারণ আরও বেশি করার চেষ্টা করা কেবল চাপের দিকে নিয়ে যাবে এবং তারা তাদের ইচ্ছা যা অর্জন করতে পারে না। উপরন্তু, এই অতিরিক্ত প্রচেষ্টা তাদের পরকালের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করবে। এটি পরিবর্তে উভয় জগতে তাদের জন্য আরও চাপের দিকে নিয়ে যাবে। যেখানে, মূল হাদিস মেনে চলা এবং নিজের রিযিকের জন্য পরিমিতভাবে চেষ্টা করা, তারা তাদের বরাদ্দকৃত অংশটি ন্যূনতম চাপের সাথে পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবে, তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিবে। এতে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে।

বস্তুজগত - 4

জামে আত তিরমিযী, 2380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুষম খাদ্যের গুরুত্বের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি পরামর্শ দেন যে একজনের পেটকে তিন ভাগে ভাগ করা উচিত। প্রথম অংশটি খাবারের জন্য, দ্বিতীয়টি পানীয়ের জন্য এবং শেষ অংশটি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখতে হবে।

এই ডায়েট প্ল্যানটি অর্জন করা যেতে পারে যখন কেউ তাদের পেটে পৌঁছানোর আগে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের আচরণ।

মানুষ যদি এই পরামর্শে কাজ করে তাহলে তারা শারীরিক ও মানসিক উভয় রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। আসলে, অনেক জ্ঞানী মানুষের মতে অসুস্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হল বদহজম।

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের ক্ষেত্রে, সামান্য খাদ্য একটি কোমল হৃদয়, নম্রতা এবং ইচ্ছা এবং ক্রোধের দুর্বলতা নিয়ে যায়। ভরা পেটের ফলে অলসতা সৃষ্টি হয় যা ইবাদত ও অন্যান্য সৎকর্মে বাধা দেয়। এটি ঘুমকে প্ররোচিত করে যার ফলে কেউ স্বেচ্ছায় এবং এমনকি বাধ্যতামূলক রাতের নামাজও মিস করে। এটি প্রতিফলনকে বাধা দেয় যা একজনের কাজের মূল্যায়নের চাবিকাঠি এবং সেইজন্য একজনের চরিত্রকে আরও ভাল করার জন্য পরিবর্তন করে। যার পেট ভরা সে দরিদ্রদের ভুলে যায় এবং তাই তাদের সাহায্য করার সম্ভাবনা কম।

এই সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব কঠিন আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে নিয়ে যায়। কঠোর আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী সে বিচারের দিন নিরাপদ থাকবে না। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

যে ব্যক্তি কেবল তাদের পেটের জন্য উদ্বিগ্ন সে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, যেমন ধর্মীয় জ্ঞান শেখা এবং আমল করা। তারা বিভিন্ন ধরণের খাবার অর্জন, প্রস্তুত এবং খাওয়ার সাথে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে এতে তাদের সময়, শক্তি এবং অর্থের একটি বড় অংশ ব্যয় হয়। এই মনোভাব একজনকে সাধারণ খাবার খেতেও বাধা দেয়, যেগুলো তৈরি করা সহজ এবং কম সময়সাপেক্ষ এবং কিনতে সস্তা। খাদ্যে বাড়াবাড়ি একজনকে অন্য জিনিসে বাড়াবাড়ি করতে উৎসাহিত করে, যেমন একজনের পোশাক এবং বাসস্থান। ঘুরেফিরে এই মনোভাব একজনকে তাদের অসংযত জীবনধারাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আরও সম্পদ উপার্জন করতে উৎসাহিত করে। এটি তাদের ইসলামিক জ্ঞান শেখা এবং আমল করা থেকে আরও বিভ্রান্ত করে যাতে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য অর্জন করতে পারে। এটি তাদের অযৌক্তিক জীবনধারাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের বেআইনি দিকে উত্সাহিত করতে পারে।

মুসলমানদের জানা উচিত যে, কিয়ামতের দিন এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত হবে সে। এটি জামে আত তিরমিযী, 2478 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই, মুসলমানদের উচিত সুষম খাদ্য গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা যাতে তারা আলোচিত নেতিবাচক প্রভাবগুলি এড়াতে পারে যা নিঃসন্দেহে ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই তাদের সাফল্যকে বাধাগ্রস্ত করবে।

দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড - 5

জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে আখেরাতের প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে তাকে তৃপ্তি দান করা হবে, তাদের বিষয়গুলি তাদের জন্য সংশোধন করা হবে। এবং তারা সহজ উপায়ে তাদের নির্ধারিত রিযিক লাভ করবে।

হাদিসের এই অর্ধেকটির অর্থ হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, যেমন এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি এড়িয়ে গিয়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের মতো বৈধ উপায়ে ভরণ-পোষণ করা, তাকে তৃপ্তি দেওয়া হবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ লোভী না হয়ে এবং আরও জাগতিক জিনিস পাওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়। বাস্তবে, যে ব্যক্তি তাদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট সে প্রকৃত ধনী ব্যক্তি, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ থাকে, কারণ তারা জিনিসের থেকে স্বাধীন হয়ে ওঠে। যে কোনো কিছুর স্বাধীনতাই একজনকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

তদতিরিক্ত, এই মনোভাব একজনকে তাদের জীবনে উদ্‌ভূত যে কোনও জাগতিক সমস্যাগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করার অনুমতি দেবে। কারণ জড় জগতের সাথে যত কম যোগাযোগ করবে এবং পরকালের দিকে মনোনিবেশ করবে তত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে। একজন ব্যক্তি যত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে তার জীবন তত বেশি আরামদায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে একটি ঘরের অধিকারী তার কাছে দশটি ঘরের অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় একটি

ভাঙা কুকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম সমস্যা থাকবে। অবশেষে, এই ব্যক্তি সহজে এবং আনন্দের সাথে তাদের হালাল রিযিক প্রাপ্ত হবে. শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাদের রিযিকের মধ্যে এমন অনুগ্রহ স্থাপন করবেন যে এটি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে ঢেকে দেবে, এটি তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের সন্তুষ্ট করবে।

আখেরাতের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অর্থ হল একজনকে সর্বদা এমনভাবে কাজ করা এবং কথা বলা উচিত যা পরকালে তাদের উপকারে আসবে। যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এর মধ্যে অযথা বা অযৌক্তিক না হয়ে নিজের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করার জন্য তার বৈধ বিধানের জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত। পরকালে কারো উপকারে আসবে না এমন কোনো কর্মকাণ্ড কমিয়ে আনতে হবে। এই পদ্ধতিতে কেউ যত বেশি আচরণ করবে তত বেশি তৃপ্তি পাবে এবং তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম তত সহজ হবে। উপরন্তু, তারা পরকালের জন্যও পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নেবে, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। অতএব, তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য অর্জন করে।

কিন্তু এই হাদিসের অন্য অর্ধেক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে জড় জগতের জন্য প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দেয়, তাদের কর্তব্যকে অবহেলা করে বা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়াবাড়ির জন্য চেষ্টা করে, সে দেখতে পাবে যে তাদের প্রয়োজন, অর্থ লোভ। , কারণ পার্থিব জিনিস কখনও সন্তুষ্ট হয় না। এটি, সংজ্ঞা অনুসারে, তাদের অনেক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের দরিদ্র করে তোলে। এই লোকেরা সারাদিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য জগতে যাবে এবং তারা অনেক পার্থিব দরজা খুলে দিয়েছে বলে তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তারা তাদের নির্ধারিত রিজিক কষ্টের সাথে পাবে এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি দেবে না এবং তাদের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে

হবে না। এমনকি এটি তাদেরকে হারামের দিকে ঠেলে দিতে পারে, যা উভয় জগতেই বড় ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। অবশেষে, তাদের মনোভাবের কারণে, তারা পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে না। অতএব, এই ব্যক্তি উভয় জগতে চাপ এবং অসন্তুষ্টি লাভ করে।

বস্তুজগত - 6

সুনানে ইবনে মাজা, 3997 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে তিনি মুসলিম জাতির জন্য দারিদ্রকে ভয় করেন না। পরিবর্তে, তিনি আশংকা করেছিলেন যে পার্থিব আশীর্বাদগুলি তাদের জন্য প্রাপ্ত করা সহজ এবং প্রচুর হবে। এর ফলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করবে এবং ফলস্বরূপ, এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে, কারণ এই একই প্রতিযোগিতা পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছিল।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি শুধুমাত্র সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই সতর্কবার্তাটি মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সমস্ত দিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব এবং একজনের জীবনের সামাজিক দিক যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং পেশার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে। যখনই কেউ তাদের প্রয়োজনের বাইরে এই জিনিসগুলি অনুসরণ করার মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্য রাখে, যদিও সেগুলি বৈধ হলেও, এটি তাদের আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিক্ষিপ্ত করবে, যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামতগুলি ব্যবহার করা জড়িত। এটি তাদের খারাপ চরিত্রের দিকে নিয়ে যাবে, যেমন অপব্যয় ও অযথা হওয়া, এমনকি এই জিনিসগুলি পাওয়ার জন্য তাদের পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এগুলি পেতে ব্যর্থ হলে অধৈর্যতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতার অন্যান্য কাজ হতে পারে। অন্যদের সাথে পার্থিব আশীর্বাদের জন্য প্রতিযোগিতা করা তাদের অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণের দিকে নিয়ে যাবে, যেমন হিংসা, ঘৃণা এবং শত্রুতা, যা অনৈক্য, অকৃতজ্ঞতা এবং অন্যের অধিকার পূরণে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। এই প্রতিযোগিতা এমনকি একজনকে অন্যের ক্ষতি করতে পারে। এটি শুধুমাত্র উভয়

জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি এই বিশ্বের একজন ব্যক্তির কাছে এটি স্পষ্ট না হয়।

এটা স্পষ্ট যে এই পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক মুসলমানের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে কারণ তারা আনন্দের সাথে মধ্যরাতে উঠতে পারে পার্থিব আশীর্বাদ পেতে, যেমন সম্পদ পেতে বা ছুটিতে যেতে কিন্তু প্রস্তাব করার পরামর্শ দিলে তারা তা করতে ব্যর্থ হবে। স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ বা জামাতের সাথে মসজিদে সকালের ফরজ নামাজে অংশ নেওয়া।

এই জিনিসগুলি অর্জনে কোন ক্ষতি নেই যতক্ষণ না এগুলি একজন ব্যক্তির প্রয়োজন এবং তার নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি এর বাইরে চলে যায়, তখন তারা তাদের আখেরাতের ক্ষতির বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কারণ এটি তাদের আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার লঙঘন করতে পারে। একজন ব্যক্তি যত বেশি তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করবে ততই তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য কম চেষ্টা করবে, কারণ একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে বা তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে পারে। এটি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে আলোচ্য প্রধান হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে। এমন ধ্বংস যা দুনিয়াতে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা থেকে শুরু হয় এবং পরকালে চরম অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

বস্তুজগত - 7

জামে আত তিরমিযী, 2377 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে তিনি এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি নিয়ে চিন্তিত নন এবং এই পৃথিবীতে তাঁর উদাহরণ হল একজন সওয়ারীর মতো, যে একটি গাছের ছায়ার নীচে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম এবং তারপর এটিকে পিছনে রেখে চলে যায়।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি ব্যক্তিই একজন ভ্রমণকারী যারা এই পৃথিবীতে খুব সীমিত সময়ের জন্য অবস্থান করে যেখানে তারা অর্থ, আত্মার জগত থেকে এসেছেন এবং তারা যেখানে যাচ্ছেন, যা অনন্ত পরকাল। প্রকৃতপক্ষে, এই পৃথিবী তুলনামূলকভাবে বাস স্টপে অপেক্ষা করার মতো। এ হাদীসে এ পৃথিবীকে ছায়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর কারণ হল একটি ছায়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং লোকেদের খেয়াল না করেও দ্রুত বিলীন হয়ে যায়, ঠিক এভাবেই একজন ব্যক্তির দিন ও রাত কেটে যায়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণকারীর হোটেল বা হোটেলের কথা উল্লেখ করেননি কারণ এগুলো শক্ত কাঠামো যা স্থায়ীত্ব নির্দেশ করে। একটি বিবর্ণ ছায়া এই বস্তুজগতকে আরও ভালভাবে বর্ণনা করে। এটি এই কারণে যে একজন ব্যক্তির বয়স যতই হোক না কেন, তারা সর্বদা স্বীকার করে যে তাদের জীবন একটি মুহুর্তের মতো ফ্ল্যাশ করেছে এবং অনুভব করেছে। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা এটা (বিচার দিবস) দেখবে, সেদিন এমন হবে যে, তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন আরোহীকে নির্দেশ করেছেন যে কেউ হাঁটছে না, কারণ যে হাঁটছে সে আরোহীর চেয়ে গাছের ছায়ায় বেশি বিশ্রাম নেবে। এটি আরও নির্দেশ করে যে মানুষ এই পৃথিবীতে কতটা সীমিত সময় ব্যয় করে।

ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়া একজনের গুরুত্ব নির্দেশ করে বস্তুগত জগতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের প্রয়োজনীয় বিধানগুলি পাওয়ার জন্য, ঠিক যেমন রাইডার তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যেমন বিশ্রাম। তাই একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে দুনিয়া থেকে অবিলম্বে বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া। তার উপর হতে এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এর ফলে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মূল হাদিসে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন দুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন না, তেমনি একজন মুসলিমকেও এই মনোভাব অবলম্বন করতে হবে, কারণ যত বেশি কেউ তাদের শক্তি ও সময় উৎসর্গ করবে। এই দুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অর্জন এবং উপভোগ করার জন্য, তারা তাদের আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে হবে তত কম সময় এবং শক্তি। এই বিভ্রান্তি উভয় জগতেই চাপ এবং অসুবিধা ছাড়া আর কিছুই করবে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

একজনকে মনে রাখা উচিত যে এই আলোচনার অর্থ এই নয় যে একজনকে এই দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত, কারণ এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত করার জন্য একজনকে বস্তুগত জগতকে ব্যবহার করা উচিত। রাইডার বিশ্রাম নেয় এবং মুসলমানদের অবশ্যই তাদের প্রচেষ্টা এবং সময়কে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে উত্সর্গ করার পরিবর্তে এমন জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে হবে যা তাদের আখেরাতের জন্য উপকারী হবে যা বিচারের দিনে তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেবে। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

“এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, ভাল] স্মরণ হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

বস্তুজগত - 8

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4102 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিভাবে মহান আল্লাহর ভালবাসা পেতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর ভালবাসা তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি পরিহার করে, যা তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্বের বাইরে। অর্থ, একজন মুসলিমের উচিত এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করা। এবং তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করা, তাঁর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। জড় জগতের কোন কিছু যা এই জিনিসগুলিতে সাহায্য করে তা বাস্তবে জাগতিক জিনিস নয়। অতএব, তাদের এড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে এমন জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলতে হবে যা এই দায়িত্ব পালনে বাধা দেয় বা বাধা দেয়। যখন কেউ এই মনোভাবের উপর অটল থাকে তখন তারা কেবলমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করবে।

এভাবেই একজন মুসলিম বিশ্বকে তাদের হাতের মুঠোয় রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়। এভাবেই একজন মুসলিম মহান আল্লাহর ভালবাসা লাভ করে, কারণ এই মনোভাব তাদের তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যা মহান আল্লাহর ভালবাসাকে

আকর্ষণ করে। এটি সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

বস্তুজগত - 9

জামে আত তিরমিযী, 2346 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠে বিপদ থেকে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং সারাদিনের জন্য খাবার খায়, সে যেন পৃথিবী। তাদের জন্য জড়ো হয়েছে।

এই দিন এবং যুগে, যেখানে বিশ্বের অনেক মানুষ অনিরাপদ দেশে বসবাস করছে, একজন মুসলিম যে নিরাপত্তার আশীর্বাদ পেয়েছে তার উচিত তাদের স্বাধীনতা ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ থেকে বিরত থেকে। নিষেধাজ্ঞা এবং নিয়তের মোকাবিলা করে ধৈর্যের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের মসজিদে জামাতের নামাজ এবং জ্ঞানের ধর্মীয় সমাবেশের জন্য ভ্রমণের সুবিধা নেওয়া উচিত।

উপরন্তু, মুসলমানদের উচিত তাদের ধর্ম নির্বিশেষে অন্যদের কাছে এই নিরাপত্তার অনুভূতি প্রসারিত করা, যাতে পুরো সমাজ বিপদ থেকে নিরাপদ হয়। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম বা বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তার মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতিকে একজন ব্যক্তি এবং তার সম্পদ থেকে দূরে রাখে। সহজ কথায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করতে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে মান্য করে তাদের সুস্বাস্থ্যের সুবিধা নিতে হবে, কারণ এটি এমন একটি আশীর্বাদ যা প্রায়শই সত্যই প্রশংসা করা হয় যতক্ষণ না এটি হারিয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারি, 6412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে, তারা দেখতে পাবে যে তারা অবশেষে তাদের সুস্বাস্থ্য হারালে তাঁর সমর্থন পাবে। উদাহরণস্বরূপ, যে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে একই সৎ কাজ করার জন্য সওয়াব পাবে যা তারা সুস্থ থাকার সময় করত, এমনকি যদি তারা তাদের অসুস্থতার কারণে সেগুলি আর না করে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা তাদের সুস্বাস্থ্য ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় তাদের এই সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, নিজের স্বাস্থ্যকে ব্যবহার করার মধ্যে এই বস্তুগত জগতে নিজের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেখানে অতিরিক্ত অপচয় এবং অপচয় এড়ানো যায়।

একজন ব্যক্তির প্রধান উদ্বেগের একটি হল তাদের বিধান। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এটি তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তাদের প্রতিদিনের রিজিক পান তার উচিত তাদের অন্যান্য দায়িত্ব নিয়ে নিজেকে চিন্তা করা এবং চাপ না দিয়ে আগামীকালের জন্য পরিকল্পনা করা, কারণ তাদের বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, মূল হাদিসটিও একজনকে একটি সরল জীবনধারা অবলম্বন করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি মানসিক ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়। বস্তুজগতের অপ্রয়োজনীয় দিকগুলির জন্য কেউ যত বেশি চেষ্টা করবে, তত বেশি

চাপ দেবে। উদাহরণস্বরূপ, যে একটি বাড়ির মালিক তার দুটি বাড়ির মালিকের তুলনায় কম চাপ এবং জিনিসগুলি মোকাবেলা করতে হবে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

বস্তুগত বিশ্ব - 10

সহীহ বুখারী, ২৮৮৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ও সুন্দর পোশাকের দাসদের সমালোচনা করেছেন। এসব মানুষ পেলে খুশি হয় আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, এটি সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সমালোচনা তাদের প্রতি নির্দেশিত নয় যারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য জড় জগতে সংগ্রাম করে, কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ। কিন্তু এটা তাদের দিকেই নির্দেশিত যারা হয় সম্পদ অর্জনের জন্য হারামের পেছনে ছুটছে এবং নিজেদের কামনা-বাসনা ও অন্যের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য হালাল অথচ অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের পেছনে ছুটছে। এই আচরণ তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য সঠিকভাবে করতে বাধা দেয়। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে বাধা দেয়। এটি উভয় জগতে চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

উপরন্তু, এই সমালোচনা তাদের জন্য যারা অধৈর্য হয় যখন তারা এই দুনিয়ায় তাদের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা অর্জন করে না। এই মনোভাব একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। অর্থ, যখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অর্জন করে তখন তারা তাঁর আনুগত্য করে কিন্তু যখন তারা তা না করে, তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করবে তার জন্য পবিত্র কুরআন উভয় জগতেই মারাত্মক ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করেছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

বরং মুসলমানদের উচিত ধৈর্য ধরতে এবং তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে শেখা, কারণ সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিস অনুযায়ী এটাই সত্যিকারের সমৃদ্ধি। বাস্তবে, আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত অর্থ, দরিদ্র, যদিও তার কাছে অনেক কিছু থাকে। সম্পদ যদিও, সন্তুষ্ট ব্যক্তি লোভী নয়, যার অর্থ অভাবী, এবং এটি তাদের ধনী করে তোলে, যদিও তাদের কাছে এই পৃথিবীর সামান্য কিছু থাকে। একজন মুসলিমের জানা উচিত যে, মহান আল্লাহ মানুষকে তা দেন যা তাদের জন্য সর্বোত্তম এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নয়, কারণ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

“আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন । নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

বস্তুজগত - 11

সহীহ বুখারী, 6439 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তির কাছে স্বর্ণের উপত্যকা থাকে, তবে তারা আরেকটি কামনা করবে এবং ধূলিকণা ছাড়া আর কিছুই তাদের পেট ভরবে না। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন যারা তাঁর কাছে তওবা করে।

এই হাদিসটি অনেক বেশি পার্থিব আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে। তাদের সাথে সমস্যা, এমনকি যদি তারা বৈধ হয়, তা হল যে একটি ইচ্ছা পূরণ করা কেবল আরও বেশি করে। একটি দরজা অন্য দশজনের দিকে নিয়ে যায়। এবং এটি কখনই শেষ হয় না যদি না কেউ এই আচরণ থেকে অনুতপ্ত হয় বা যখন তারা মারা যায় এবং তাদের কবরের ধুলো শেষ পর্যন্ত তাদের পেট পূর্ণ করে। হালাল পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলিও বেআইনি আকাঙ্ক্ষার দিকে পরিচালিত করতে পারে, কারণ অনেক লোক যারা হালাল আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়ে হারামের মধ্যে শেষ হয়েছিল। একজন ব্যক্তির যত বেশি আকাঙ্ক্ষা থাকে, সে তত বেশি অভাবী হয়, যা দরিদ্র হওয়ার অপর নাম। এই দারিদ্র্য কখনই শেষ হয় না, সে যতই অর্জন করুক বা কত ইচ্ছা পূরণ করুক না কেন। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, একজন দরিদ্র ব্যক্তির অপরিহার্য চাহিদা পূরণ হয়, কারণ এটি মহান আল্লাহ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, কিন্তু রাজাদের ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। একজন মুসলিমের উচিৎ এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজন বাড়াবাড়ি, অপচয় বা বাড়াবাড়ি না করে। এবং এই প্রকৃত দারিদ্র্য এড়াতে তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলিকে হ্রাস করা উচিত এবং পরিবর্তে হৃদয় ও আবেগের নিয়ন্ত্রকের সাথে শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য খোঁজা উচিত, অর্থাৎ, মহান আল্লাহ, তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, যার মধ্যে একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত। উপায় তাকে আনন্দদায়ক. অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে একজন পণ্ডিত লাগে না যে, যারা তাদের হালাল বা হারাম ইচ্ছা পূরণে মগ্ন, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে তারা কখনই শান্তি পায় না, তারা যতই পার্থিব সম্পদের মালিক হোক না কেন। প্রকৃতপক্ষে, যারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে তারা মনের শান্তি থেকে সবচেয়ে দূরে এবং উদ্বেগ, চাপ এবং বিষণ্নতার সবচেয়ে কাছের এবং মাদক ও অ্যালকোহলে সবচেয়ে বেশি আসক্ত। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ কঠিন]..."

বস্তুজগত - 12

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই উপমা দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় বস্তুগত জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না, কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যেই পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়া যায় না কেন, তা সর্বদাই অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা হয় না, কারণ মৃত্যুর সময় অজানা। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বোকামি, যেখানে তারা পৌঁছতে পারে না, পরকালের জন্য প্রচেষ্টা করা যা তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অনন্ত পরকালের প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন। . এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর এক ফোঁটা জলকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম চিরন্তন পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

বস্তুজগত - 13

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই। একজন সাধারণ জীবনযাপনে যত বেশি মনোনিবেশ করবে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা তত সহজ হবে। এতে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

উপরন্তু, একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে, তারা পার্থিব জিনিসের জন্য তত কম চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি আখেরাতের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে, তারা তত বেশি চাপে পড়বে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে, কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে। একজনের হিসাব যত কঠোর হবে, তাদের শাস্তি তত বেশি হবে। সহীহ বুখারী, ১০৩ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বস্তুজগত - 14

সহীহ বুখারী, 6501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পার্থিব জিনিস যা সামাজিক মর্যাদায় উত্থিত হয় শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালা নিচু করে দেন।

এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের বস্তুজগতকে এড়িয়ে চলতে হবে এবং তাতে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। মুসলমানদের একটি পার্থিব শিক্ষা এবং একটি বৈধ পেশা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত কারণ এটি একজনকে অবৈধ সম্পদ এড়াতে সাহায্য করে এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের মতো একজনের দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন। এই দায়িত্ব বর্ণনা করার একটি উদাহরণ সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মূল হাদিসের অর্থ হল, পার্থিব সাফল্যকে এক নম্বর অগ্রাধিকারে পরিণত করা উচিত নয় এবং তার পরিবর্তে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করা উচিত। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। একজন ব্যক্তি যতই পার্থিব সাফল্য লাভ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা বিলীন হয়ে যাবে। এই বিবর্ণতা ঘটবে যখন কেউ জীবিত থাকবে বা তাদের সাফল্য তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যখন তারা মারা যাবে। জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অগণিত লোক সাম্রাজ্য তৈরি করেছে এবং পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে তবুও তাদের সকলেই বিবর্ণ হয়ে গেছে। কত লোকের নাম এখনও আকাশ

স্ক্র্যাপার জুড়ে প্লাস্টার করা হয়েছে, অল্প সময়ের পরে তাদের নাম মুছে ফেলা হয়েছে এবং তারা ভুলে গেছে?

এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে, সমস্যায় পড়লে তাকে সফলতা দেওয়া হবে না। মুসলমানদের উচিত বিশ্বে সাফল্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করা এবং বিপত্তির সম্মুখীন হলে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। জড় জগতের বরকত ও সফলতাকে কাজে লাগিয়ে আখেরাতের সফলতা অর্জনের জন্য দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের সাফল্যকে প্রাধান্য দেওয়াই মূল বিষয়। হালাল পার্থিব সাফল্যের জন্য চেষ্টা করে কেউ এটি অর্জন করতে পারে; অপচয় ও অপব্যয় পরিহার করে মহান আল্লাহ ও মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করুন। এবং তাদের তাদের পার্থিব সাফল্যকে পরকালে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, যেমন তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করা। যদি তাদের পার্থিব সাফল্য খ্যাতি বা রাজনৈতিক হয়, তবে তাদের উচিত অন্যদের উপকার করার জন্য তাদের প্রভাব ব্যবহার করা, কারণ এটি তাদের পরকালে সাহায্য করবে। এভাবেই একজন তাদের পার্থিব সাফল্যকে তাদের পরকালের উপকারে ব্যবহার করে।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র এই দুনিয়ায় নিজের উপকার করার লক্ষ্য রাখে সে পরকালে লাভবান হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি পরকালে নিজেদের উপকার করার লক্ষ্য রাখে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করে সে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। এটি অনিবার্যভাবে ম্লান হওয়ার আগে এবং পরে তাদের পার্থিব সাফল্য থেকে উপকৃত হওয়া নিশ্চিত করার একমাত্র উপায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

বস্তুগত বিশ্ব - 15

জামে আত তিরমিযী, 2347 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে তার প্রকৃত বন্ধু সেই ব্যক্তি যার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা, অপচয় এবং বাড়াবাড়ি পরিহার করে শুধুমাত্র যা প্রয়োজন তা অর্জন করে। কেউ এই মনোভাব অবলম্বন করতে পারে যখন তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে এর রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হলো তারা কোনো প্রকার খ্যাতি বা সামাজিক সম্মান লাভ করা থেকে বিরত থাকে। জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই আকাঙ্ক্ষা একজন মুসলমানের ঈমানের জন্য যতটা ধ্বংসাত্মক দুই ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালকে ধ্বংস করবে তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ তর্কাতীতভাবে একজনের বিশ্বাসের জন্য তার সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি এমনকি খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তার প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটি বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যেখানে তারা জড়জগত উপভোগ করার চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা খোঁজে, তাকে এটির সাথে মোকাবিলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু যে ব্যক্তি এটি না চাইতেই তা গ্রহণ করবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। সহীহ বুখারীতে পাওয়া আরেকটি হাদিস, 7148 নম্বর, সতর্ক করে যে লোকেরা মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু বিচারের দিন এটি তাদের জন্য একটি বড় আফসোস হবে।

এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, 2654 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

সুনাম অন্বেষণও মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ না করে মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এই ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন তাদের কাজের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

খ্যাতি অন্বেষণের ফলে একজনকে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যও গ্রহণ করে, যেমন দ্বিমুখী হওয়া, সবাইকে খুশি করার জন্য। এটি অনেক পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহর কাছে প্রকাশ্যে অপদস্থ হবে। যাদেরকে তারা খুশি করতে চেয়েছিল তারা তাদের সমালোচনা করবে এবং ঘৃণা করবে, এমনকি তারা তাদের কাছ থেকে এটি গোপন করলেও।

মূল হাদিসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বিষয় হল, তাদের মৃত্যু দ্রুত আসে, তাদের শোক পালনকারী কম এবং তারা যে উত্তরাধিকার রেখে যায় তা সামান্য।

তাদের মৃত্যু হঠাৎ আসে যাতে তারা দ্রুত এবং দ্রুত এবং দীর্ঘস্থায়ী মৃত্যুর অসুবিধা থেকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে যায়।

তাদের শোককারীদের সংখ্যা কম, কারণ তারা সামাজিক সম্মান খোঁজা এড়িয়ে যায় এবং বেনামী থাকতে পছন্দ করে, কারণ তারা অন্যদের কাছে তাদের ধার্মিক কাজগুলি দেখানোর ভয় করত। কিন্তু তাদের কাছে যে কয়েকটি শোক আছে তা অনেক ধনী ও বিখ্যাতদের চেয়ে অনেক ভালো। তাদের কিছু শোককারী তাদের দুঃখে আন্তরিক এবং মহান আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষমার জন্য সত্যিকারের প্রার্থনা করে যেখানে ধনী ও বিখ্যাতদের অনেক শোককারী এই পদ্ধতিতে আচরণ করে না।

তারা যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তা সামান্য, কারণ তারা তাদের আশীর্বাদের সিংহভাগই আখেরাতের দিকে পরিচালিত করেছে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা যা কিছু রেখে গেছে তা অন্যদের হাতে চলে যাবে যারা আশীর্বাদ উপভোগ করবে যখন তারা, মৃত ব্যক্তি, এটি পাওয়ার জন্য দায়বদ্ধ হবে। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং তাদের একাকী কবরে কেবল তাদের আমলই তাদের সাথে থাকে। অতএব, তারা তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে সৎকাজ অর্জনে মনোনিবেশ করে এবং এর অপব্যবহার থেকে বিরত থাকে যাতে তারা গুনাহ করে। যদিও, তারা উত্তরাধিকার হিসাবে সামান্য কিছু রেখে যায় তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের সমর্থন করার জন্য পরকালে তাদের সাথে অনেক কিছু নিয়ে যায়। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 18:

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর। এবং প্রতিটি আত্মা আগামীকালের জন্য কী রেখেছে তার দিকে তাকিয়ে থাকুক..."

পরিশেষে, তারা হয়তো অনেক পার্থিব জিনিস রেখে যেতে পারে না, যেমন সম্পদ এবং সম্পত্তি, কিন্তু তারা কল্যাণের বিশাল উত্তরাধিকার রেখে যায়, যেমন চলমান দাতব্য এবং দরকারী জ্ঞান, যা তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের উপকার করতে থাকে। জামে আত তিরমিযী, ১৩৭৬ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপসংহারে, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার দাবি করে তাদের অবশ্যই এই মৌখিক দাবিকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে হবে। পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কর্ম ছাড়া দাবির কোনো মূল্য নেই। এর একটি প্রমাণ হল এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা যা তার বন্ধুত্বের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বন্ধুত্ব করবে তাকে পরকালে তার সঙ্গ দেওয়া হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 69:

"এবং যারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে - তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ নবীদের অনুগ্রহ করেছেন, সত্যের অবিচল, শহীদ এবং সৎকর্মশীল। এবং তারা উত্তম সঙ্গী হিসাবে।"

বস্তুজগত - 16

সহীহ বুখারী, 6514 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে দুটি জিনিস মৃতকে তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল একটি জিনিস তাদের কাছে থাকে। যে দুটি জিনিস তাদের পরিত্যাগ করে তা হল তাদের পরিবার ও সম্পদ এবং তাদের কাছে অবশিষ্ট থাকে তা হল তাদের আমল।

ইতিহাস জুড়ে লোকেরা সর্বদা তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেছে সম্পদ এবং একটি সুখী পরিবার অর্জনের জন্য। যদিও ইসলাম এই জিনিসগুলিকে নিষেধ করে না, কারণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজন হতে পারে। ইসলাম শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে নিরুৎসাহিত করে তাদের প্রয়োজনের বাইরে এই জিনিসগুলির জন্য প্রচেষ্টা করতে এবং যখন এই জিনিসগুলি কাউকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেয়।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং এমন একটি পরিবার পেতে হবে যা তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে। এইভাবে ব্যবহার করা হলে এগুলি উভয়ই ভাল কাজ বলে বিবেচিত হয়। এটি সহীহ বুখারী, 6373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি এমন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিহ্ন যিনি সেই জিনিসটিকে অগ্রাধিকার দেন যা তাদের প্রয়োজনের মুহুর্তে সহ্য করবে এবং সমর্থন করবে যথা, সৎ কাজ। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার থেকে বিরত

রাখার অনুমতি দেয়, পবিত্র কোরআনে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 9:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ না করে। আর যে এটা করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"

কেউ কেউ ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, কারণ তিনি তাদের প্রচুর সম্পদ এবং পরিবার দান করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ ঘোষণা করে তাদের বিভ্রান্তি দূর করে দেন যে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই তার প্রিয় ও নিকটবর্তী। অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 37:

"এবং আপনার সম্পদ বা আপনার সন্তান-সন্ততি আপনাকে অবস্থানে আমাদের নিকটবর্তী করে না, বরং এটি এমন একজন ব্যক্তি যে বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে..."

পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন যে, তাদের ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন আখেরাতে তাদের কোনো উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না তারা সুস্থ চিত্তে পরকালে পৌঁছায়। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

সুস্থ হৃদয়ের সংজ্ঞা দীর্ঘ, কিন্তু সহজভাবে বলতে গেলে, কেউ এটি অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি না হয়। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করবে। যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের অধিকারী সে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে, তারা যে নিয়ামত প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। যিনি এই পদ্ধতিতে আচরণ করেন তিনি একটি সুস্থ আধ্যাত্মিক হৃদয় এবং দেহের অধিকারী হন।

উপরন্তু, একজনের সম্পদ শুধুমাত্র পরকালে তাদের উপকার করতে পারে যদি তারা এটিকে চলমান দাতব্য প্রকল্পে ব্যয় করে তাদের আগে পাঠায়। জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একই হাদিস মানবজাতিকে জানায় যে একজন নেক সন্তান তাদের মৃত পিতা-মাতার মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করলেও কবুল হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই দিন এবং যুগে অনেক শিশু তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করার জন্য তাদের উত্তরাধিকার খুঁজতে ব্যস্ত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ধার্মিক সন্তানকে লালন-পালন করা যে তাদের মৃত পিতা-মাতার জন্য প্রার্থনা করে, তা অর্জন করা সম্ভব নয় যদি পিতামাতারা তাদের জীবনে নিজেরাই সৎ কাজ না করেন অর্থাৎ উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেন। দ্বিতীয়ত, এটা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবীগণের পথ নয় যে, সৎ কাজ করা থেকে বিরত থাকা এবং আশা করা যায় যে তারা এ থেকে সরে যাওয়ার পর অন্যরা তাদের জন্য দোয়া করবে। বিশ্ব একজনকে জীবিত অবস্থায় সৎকাজের

জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং তারপর আশা করা উচিত যে তারা মারা যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে শুধুমাত্র পরকালে যে সম্পদ পাঠাবে তা তাদের উপকার করবে। এর মধ্যে রয়েছে নিজের সম্পদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করা, যেমন তার সন্তানদের শিক্ষার মতো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যয় করা। নিরর্থক বা পাপপূর্ণ জিনিসের জন্য ব্যয় করা সমস্ত সম্পদ মালিকের জন্য চাপের উত্স হয়ে উঠবে এবং উভয় জগতে তাদের শাস্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। যারা লোভের বশবর্তী হয়ে ফরজ সদকা থেকে বিরত থাকে তাদের ভয়ানক শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এই গুরুতর পাপ করবে বিচারের দিন তার সাথে একটি বিশাল বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা তাদের চারপাশে আবৃত করবে এবং অবিরাম দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

"আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

সুনানে আবু দাউদ, 1658 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে দেয় যে, বিচারের দিন কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সোনা ও রৌপ্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং যদি তারা ফরজ দান করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের শরীরে দাগ দেওয়া হবে। এর উপর দাতব্য।

অধিকন্তু, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ অন্যদের ভোগ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে, যখন মৃত ব্যক্তি তা সংগ্রহ করার জন্য দায়ী থাকবে। উল্লেখ্য যে , যদি কোনো ব্যক্তি জেনেশুনে এমন কোনো ব্যক্তির কাছে সম্পদ ছেড়ে দেয় যে এটি অধিকার করার উপযুক্ত নয় এবং এভাবে তার অপব্যবহার করে, তাহলে মৃত ব্যক্তিও এর জন্য দায়ী হতে পারে। বিপরীতে, যদি কেউ সঠিকভাবে ব্যয়কারী ব্যক্তির কাছে সম্পদ রেখে যায় তবে মৃত ব্যক্তিকে বিচারের দিন অনেক অনুশোচনা করতে হবে যখন তারা সঠিকভাবে ব্যয়কারীকে দেওয়া মহাপুরস্কার দেখবে।

সহীহ মুসলিমের ৭৪২০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তিনটি উপায়ে তার সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। প্রথমটি হল সম্পদ যা তাদের খাদ্যের জন্য ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয়টি হল তাদের পোশাকের জন্য ব্যয় করা সম্পদ এবং শেষ সম্পদ হল যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করেছে। অন্যান্য সমস্ত সম্পদ অন্য লোকেদের ভোগ করার জন্য রেখে দেওয়া হয় যখন মৃত ব্যক্তিকে তা সংগ্রহ করার জন্য দায়ী করা হয়।

মজুদ করা এবং ভুলভাবে সম্পদ ব্যয় করা মানুষকে বস্তুগত জগতকে ভালবাসতে এবং পরকালকে অপছন্দ করতে অনুপ্রাণিত করে, কারণ তারা তাদের প্রিয় সম্পদকে পিছনে ফেলে যেতে অপছন্দ করে, যা তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে। যে আখেরাতকে অপছন্দ করে সে তার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে না। অর্থ, তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করবে না।

উপরন্তু, কেউ যদি সত্যিকারের তাকওয়া অবলম্বন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর..."

প্রকৃতপক্ষে, সম্পদ একটি অদ্ভুত সঙ্গী কারণ এটি কেবল তখনই উপকৃত হয় যখন এটি কাউকে ছেড়ে যায়, অর্থাত, যখন এটি সঠিক উপায়ে ব্যয় করা হয়।

একজন ব্যক্তি যদি কোনো বিধান ছাড়াই দীর্ঘ ভ্রমণে যান তাহলে তাকে বোকা হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি তাদের আখেরাতের দীর্ঘ সফরের জন্য তাদের ধন-সম্পদ আগে থেকে পাঠায় না সেও মূর্খ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে একজন মানুষ মৃত্যুর সময় সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করে যখন তারা বুঝতে পারে যে তারা তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ পিছনে ফেলে খালি হাতে পরকালের দিকে যাত্রা করছে। একজন মুসলমানের উচিত যে কোনো মূল্যে এই পরিণতি এড়ানো।

সৎ কাজ করাই একমাত্র উপায় যা একজনের কবরের জন্য প্রস্তুত করা হয়, কারণ সেখানে আর কোন সান্ত্বনা পাওয়া যাবে না। এটা আসলে পরকালে একজনের চিরস্থায়ী আবাস প্রস্তুত করার মাধ্যম। অতএব, এই প্রস্তুতিকে সাময়িক বস্তুগত জগতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তার দুটি ঘর থাকে এবং বাড়ির সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে যেটিতে তারা কম সময় ব্যয় করবে। একইভাবে, যদি একজন মুসলিম এই পৃথিবীতে তাদের অস্থায়ী বাড়িকে সুন্দর করার জন্য আরও বেশি সময় এবং প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে। পরকালের চিরন্তন বাসস্থান, তারাও নির্বোধ। এটি কারো কারো মনোভাব, যদিও তারা স্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান সংক্ষিপ্ত এবং একটি অজানা দৈর্ঘ্যের জন্য, অথচ পরকালে তাদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী।
এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাসের নিশ্চিততার অভাবকে নির্দেশ করে এবং তাই যে কেউ এই মানসিকতাকে ভাগ করে তার জন্য ইসলামের জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা অত্যাবশ্যকীয় যাতে তারা আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ ছাড়াই তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের সাথে তাদের কবরের জন্য প্রস্তুত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে, সে পাবে। যে তাদের ভালো কাজগুলো তাদের জন্য সান্ত্বনা দেয় অথচ তাদের জমাকৃত পাপগুলো অন্ধকার কবরে তাদের অবস্থানকে আরও খারাপ করে তুলবে। তাই একজন মুসলিমের উচিত দুর্বলতার সময় আসার আগেই তাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নেক আমল করা। প্রতিটি

মুসলমানের উচিত মূল হাদিসে নির্দেশিত বাস্তবতাকে চিনতে হবে এবং তাই তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা উচিত, তারা এমন সময়ে পৌঁছানোর আগে যখন তাদের সৎকাজ করার জন্য আরও সময় দেওয়ার অনুরোধ অস্বীকার করা হবে। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

“আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। " কিন্তু আল্লাহ কখনই কোন আত্মাকে বিলম্ব করবেন না যখন তার সময় এসে যাবে..."

তাদের এখনই তাদের কাজের প্রতি চিন্তা করা উচিত যাতে তারা আন্তরিকভাবে পাপ থেকে অনুতপ্ত হতে পারে এবং এমন একটি দিন আসার আগে সৎ কাজ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে পারে যখন চিন্তা করা তাদের উপকারে আসবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সেই দিন, মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, কী উপকার হবে] স্মরণ হবে?"

প্রত্যেকে তাদের আগে যারা মারা গেছে এবং তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আরও সৎ কাজ করতে তাদের অক্ষমতা নিয়ে চিন্তা করা

যাক। এই সময় আসার আগে তাড়াতাড়ি করুন এবং অনিবার্য জন্য প্রস্তুত করুন।
অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 99:

"আর তোমার প্রভুর ইবাদত কর যতক্ষণ না তোমার কাছে নিশ্চিত মৃত্যু আসে।"

বস্তুগত বিশ্ব - 17

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

এটা দেখায় যে, কোন মুসলমানের ঈমান নিরাপদ থাকে না যদি তারা এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ ও খ্যাতির জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, ঠিক যেমনটি খুব কমই কোনো ভেড়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লালসার কুফলের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষার প্রথম প্রকারটি হল যখন একজন ব্যক্তি সম্পদের প্রতি চরম ভালবাসা রাখে এবং তা বৈধ উপায়ে অর্জনের জন্য ক্লান্তি ছাড়াই চেষ্টা করে। এমন আচরণ করা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ নয়, যেহেতু একজন মুসলমানকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের বিধান তাদের জন্য নিশ্চিত এবং এই বরাদ্দ কখনই পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে প্রমাণিত। এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করবে কারণ তারা সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত। যে শরীর ধন-সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত, সে কখনই পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারবে না, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামতগুলো ব্যবহার করা। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তি

আরও সম্পদ অর্জনের জন্য এত বেশি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করবে যে তারা এটি উপভোগ করার সুযোগও পাবে না। পরিবর্তে, তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে এবং এটিকে অন্য লোকেদের উপভোগ করার জন্য রেখে যাবে, যদিও তারা এর জন্য দায়ী হবে। এই ব্যক্তি বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করতে পারে কিন্তু তারা এখনও মানসিক শান্তি পাবে না কারণ তারা যতই অর্জন করুক না কেন তারা কেবল আরও বেশি কামনা করবে। এই ব্যক্তি অভাবী এবং তাই, প্রকৃত দরিদ্র, এমনকি যদি তাদের অনেক সম্পদ থাকে। যেহেতু আরও সম্পদের জন্য প্রচেষ্টার সাথে আরও বেশি পার্থিব দরজা খোলা এবং ব্যস্ততা জড়িত, তারা যত বেশি তাদের সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করবে, তত কম মানসিক এবং শরীরের শান্তি পাবে। এবং তারা তাদের ভাগ্যের সন্ধানে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে যায়, সে তার দেয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

একমাত্র লোভ যা উপকারী তা হল সত্যিকারের সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য আকাঙ্ক্ষা, যথা, সৎকর্মের জন্য নিজের প্রত্যাবর্তনের দিনের জন্য প্রস্তুত করা।

দ্বিতীয় প্রকারের ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা প্রথম প্রকারের মতই কিন্তু তা ছাড়াও এই ধরনের ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে এবং মানুষের অধিকার যেমন ফরজ সদকা পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু হাদীসে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ মুসলিমে

পাওয়া একটি হাদিসে, 6576 নম্বর, তিনি সতর্ক করেছিলেন যে এই মনোভাব অতীতের জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছে কারণ তারা হারাম জিনিসগুলিকে হালাল করেছে, অন্যের অধিকার হরণ করেছে এবং অতিরিক্ত সম্পদের জন্য অন্যকে হত্যা করেছে। এই ব্যক্তি যে সম্পদের অধিকারী নয় তার জন্য চেষ্টা করে যা অসংখ্য বড় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যখন কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করে তখন তারা তীব্র লোভী হয়ে ওঠে। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন, লোভী ব্যক্তি আল্লাহ থেকে অনেক দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসাইতে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 3114, সতর্ক করে যে চরম লোভ এবং সত্যিকারের বিশ্বাস কখনই একজন সত্যিকারের মুসলমানের হৃদয়ে একত্রিত হবে না।

কোনো মুসলমান যদি এ ধরনের লালসা অবলম্বন করে তাহলে একজন অশিক্ষিত মুসলমানের জন্যও এর চরম বিপদ স্পষ্ট। এটি তাদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করবে যতক্ষণ না সামান্য ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আলোচ্য প্রধান হাদিসটি যেমন সতর্ক করে বলেছে, একজনের ঈমানের এই ধ্বংসটি ভেড়ার পালকে ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের চেয়েও মারাত্মক। এই মুসলিম তাদের মৃত্যুর মুহুর্তে তাদের সামান্য বিশ্বাস হারানোর ঝুঁকি নেয়, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার জন্য তার প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে দেয় যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে মর্যাদা চায়, যেমন নেতৃত্ব, তাকে এটির সাথে মোকাবিলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে সাহায্য করা হবে। মহান আল্লাহ, তাঁর আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক আকাঙ্ক্ষা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করে, এমনকি এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য সবচেয়ে খারাপ ধরনের লোভ হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এগুলি এমন দুটি জিনিস যা তাদের আখেরাতের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের বিশ্বাসের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে।

বস্তুজগত - 18

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। কিছু মুসলিম প্রায়শই দাবি করে যে একজনের বিশ্বাস এবং বস্তুগত জগতকে একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে চলতে হবে, একজন ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে চরম না হয়েও। এটা আশ্চর্যজনক যে যারা এই দাবি করে এবং এই বিবৃতিটিকে এই বিশ্বের বৈধ বিলাসিতা এবং আনন্দ উপভোগ করার উপায় হিসাবে ব্যবহার করে তাদের অধিকাংশই সত্যই বোঝে না বা মেনে চলে না। এই বক্তব্যটি সত্য কিন্তু সেইসব পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে প্রযোজ্য যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। উদাহরণস্বরূপ, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য মাঝে মাঝে ব্যায়াম করা যা একজন ব্যক্তির দেওয়া একটি বিশ্বাস। এর অর্থ এই নয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণকে অবহেলা করে, ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করে, যদিও তারা মানসম্মত বাধ্যবাধকতা পালন করে, তবুও কেউ এই দুনিয়ার হালাল আনন্দ উপভোগ করতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ , 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য ।

উপরন্তু, হাতে হাত রেখে হাঁটা পরামর্শ দেয় যে একজন প্রতিটি জিনিসের জন্য সমান মনোযোগ, প্রচেষ্টা এবং সময় উৎসর্গ করে। কতজন মুসলমান সততার সাথে বলতে পারে যে তারা বস্তুগত জগতে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সমান প্রচেষ্টা, শক্তি এবং সময় উৎসর্গ করে? যদি তারা না করে, এবং অধিকাংশই না করে, তাহলে তারা এই বক্তব্যটি ঠিক কীভাবে পূরণ করছে?

একজন মুসলমানের নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ পৃথিবীতে তাদের সময় সীমিত এবং তারা এটি থেকে চলে গেলে তাদের দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হবে না। অতএব, তাদের উচিত সততার সাথে বস্তুগত জগত এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য অন্তত সমান সময়, প্রচেষ্টা এবং শক্তি উৎসর্গ করে এই বক্তব্যটি পূরণ করার জন্য সৎ চেষ্টা করা। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ কেউ যুক্তি দেবে যে একটি অস্থায়ী আবাস এবং একটি চিরস্থায়ী আবাসকে সমান আচরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বস্তুজগত - 19

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম যেখানে একজন মুসলিম এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করে, পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয় এবং মাঝে মাঝে বৈধ আনন্দ উপভোগ করে। যদিও, এটি একটি সর্বোত্তম পন্থা এটি পূরণ করা খুবই কঠিন, ঠিক যেমন একটি শক্ত দড়ি হাঁটা যেখানে একজন ব্যক্তি সহজেই দুটি চরমের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। একটি দিক হল যখন কেউ বস্তুগত জগতের প্রতি খুব বেশি মনোযোগী হয় যা তাদের পরকালের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া থেকে বিরত রাখে। অন্য দিকটি হল যেখানে কেউ পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু সংগ্রাম করে এমনকি তাদের পার্থিব দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, যদিও একটি নিখুঁত ভারসাম্য সর্বোত্তম হলেও এই জড় জগতের চেয়ে পরকালের দিকে ঝুঁকে পড়া অনেক ভালো। যেহেতু আখেরাতের পক্ষপাতী তার এই দুনিয়া কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু পরকালে তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে সে সেখানে সফলতা পেতে পারে কিন্তু পরকালে তার ব্যর্থতার সম্ভাবনা বেশি। অন্য কথায়, জড় জগতের দিকে ঝুঁকে পড়ার তুলনায় আখেরাতের দিকে ঝুঁক সবচেয়ে নিরাপদ বিকল্প। তাই যদি একজন মুসলিম নিখুঁত ভারসাম্য খুঁজে পেতে সংগ্রাম করে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠরা করে, তবে তাদের উচিত নিজেদের প্রতি সদয় হওয়া এবং আখেরাতের দিকে আরও ঝোঁক যাতে তারা সাময়িক পার্থিব সাফল্যের পরিবর্তে চিরন্তন সাফল্য পেতে পারে। অধ্যায় 87 আল আ'লা, আয়াত 16-17:

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখেরাত উত্তম ও স্থায়ী।"

দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড - 20

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। নিজের সম্পত্তি হারানোর ভয় করা স্বাভাবিক আচরণের অংশ। প্রকৃতপক্ষে, সাধারণভাবে বলতে গেলে একজনের যত বেশি অধিকার থাকবে তত বেশি তারা তাদের হারানোর ভয় পাবে এবং তাদের যত কম অধিকার থাকবে তত কম তারা ভয় পাবে। এটি ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে মাঝরাতে অনেক মূল্যবান জিনিস, যেমন একটি দামী ফোন এবং ট্যাবলেট নিয়ে বাইরে যায়। এই ব্যক্তির স্পষ্টতই তাদের সম্পত্তি হারানোর ভয় থাকবে সেই ব্যক্তির চেয়ে যে মাঝরাতে তাদের বাড়ি ছেড়ে যায় যখন মূল্যবান কিছু বহন করে না। তাই মুসলমানদের উচিত এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া এবং চিরন্তন পরকালের ব্যাপারে এর বাস্তবতা বোঝা। যার কাছে অনেক পার্থিব জিনিস আছে যা পরকালে তাদের কোন উপকারে আসবে না, যেমন অতিরিক্ত ধন-সম্পদ তারা সঞ্চয় করেছে সে সর্বদা মৃত্যুর মাধ্যমে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে ভয় পাবে এবং কম পার্থিব জিনিসের অধিকারী তার চেয়ে এই দুনিয়ার ঝামেলা বেশি করবে। এই ভয় এই সম্পত্তির উদ্দেশ্যকে সরিয়ে দেয় যা মন এবং শরীরের শান্তি অর্জন করা। প্রকৃতপক্ষে, মানসিক এবং শরীরের শান্তি অর্জনের জন্যই মানুষ এই জড় জগতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ভয় দূর করার জন্য একজন মুসলমানের শারীরিকভাবে খালি হাতে হওয়ার দরকার নেই। তাদের শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকভাবে তাদের সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। এটা তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য গ্রহণ করে এবং তারপর ইসলামের নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করে তাদের বাকি পার্থিব নিয়ামত আখেরাতের জন্য উৎসর্গ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের মালিকানাধীন জিনিসপত্রের পরিবর্তে তাদের সম্পত্তির মালিক হবে। এটি তাদের সম্পত্তি হারানোর ভয়ও দূর করবে কারণ তারা ইতিমধ্যেই তাদের নিরাপদ রাখার জন্য পরলোকে পাঠিয়েছে। এটি তাদের এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মানসিক এবং শরীরের শান্তি অর্জন করতে দেয়।

বস্তুজগত - 21

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ইমাম আসফাহানীর, হিলয়াত আল আউলিয়া, 510 নম্বরে লিপিবদ্ধ একটি ঘটনা অনুসারে, মহান সাহাবী আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন ধনী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির সাথে তার মেয়ের বিয়েতে হাত দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি এই কাজটি করেছিলেন কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তার মেয়ে এই পৃথিবীর অতিরিক্ত এবং বিলাসিতা হারিয়ে ফেলবে যা নিঃসন্দেহে তার বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

এটা আশ্চর্যজনক যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা কীভাবে এর বিপরীত মানসিকতা গ্রহণ করেছে। এবং প্রায়শই ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অনুসন্ধান করে। তারা প্রায়শই তাদের বিশ্বাসের শক্তি সম্পর্কে কম উদ্বিগ্ন থাকে এবং এই কারণে পরিবারের সাথে সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হয় যা সহীহ মুসলিম, 3635 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদিও, একটি পরিবারকে এমন পরিবারে বিয়ে করা উচিত নয় যা আর্থিকভাবে তাদের আত্মীয়কে সমর্থন করতে পারে না কিন্তু একই সময়ে তাদের তাদের আত্মীয়ের জন্য উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খোঁজার জন্য তাদের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে সম্পদ এবং সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করা উচিত নয়।

এই ঘটনাটি সমস্ত পরিস্থিতিতে এবং পরিস্থিতিতে বিশ্বাস বিবেচনা করে সর্বদা অন্যের জন্য ভাল চাওয়ার গুরুত্ব দেখায়। অর্থ, একজনকে কেবল তখনই এমন পরিস্থিতিতে আসা উচিত যখন তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এর মাধ্যমে তাদের

বিশ্বাস দৃঢ় হবে বা অন্তত এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যদি তারা সন্দেহ করে যে এটি ঘটতে পারে তবে তাদের সর্বদা এটিকে এড়ানো উচিত কারণ সমস্ত পার্থিব জিনিস আসে এবং যায় তবে একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের শক্তি এমন জিনিস যা পরকালে তাদের চূড়ান্ত এবং স্থায়ী গন্তব্য নির্ধারণ করবে তাই এটি সর্বদা রক্ষা করা উচিত।

বস্তুজগত - 22

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি মাত্র হৃদয় দিয়েছেন। অতএব, দুটি বিপরীত জিনিস একই সময়ে ধারণ করা যায় না যেমন আগুন এবং বরফ এক পাত্রে একত্রিত হতে পারে না। এটি পূর্ব দিকে যাওয়া একজন ভ্রমণকারীর পশ্চিম থেকে অনিবার্যভাবে আরও দূরে সরে যাওয়ার অনুরূপ। একইভাবে পরকাল ও জড় জগৎ দুটি বিপরীত। তাই এগুলি একক ব্যক্তির হৃদয়ে একই সময়ে ধারণ করা যায় না। জড় জগতের আধিক্যের জন্য একজন ব্যক্তি যত বেশি ভালবাসে এবং কার্যত চেষ্টা করে, সে তত কম ভালবাসবে এবং আখেরাতের জন্য কার্যত চেষ্টা করবে। এটি একটি অনিবার্য বাস্তবতা। এটা সম্ভব বলে বিশ্বাস করার জন্য একজন মুসলমানের নিজেকে বোকা বানানো উচিত নয়। দুজন কখনো এক হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। একজন সর্বদা অন্যকে অতিক্রম করবে। এমনকি যদি কেউ বিশ্বাস করে যে তারা এই জড় জগতের বৈধ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হতে পারে তাদের বুঝতে হবে যে প্রথমত, এটি তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করবে। দ্বিতীয়ত, এটি তাদের হারামের এত কাছাকাছি হতে পারে কারণ হালাল জিনিসগুলিতে লিপ্ত হওয়া সাধারণত হারামের প্রথম পদক্ষেপ। যারা এই মানসিকতা পরিহার করবে তারা তাদের ঈমান ও সম্মান রক্ষা করবে। জামি আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 87 আল আ'লা, আয়াত 16-17:

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। যদিও পরকাল উত্তম এবং স্থায়ী।"

বস্তুজগত - 23

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যদি একজন ব্যক্তিকে একটি দেশ অতিক্রম করতে হয় এবং তাকে বেছে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন পথ উপস্থাপন করা হয় যেমন, একটি বিপজ্জনক জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বা একটি পাহাড়ের উপর দিয়ে বা ভূগর্ভস্থ গুহার মধ্য দিয়ে একটি বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশ্যই সবচেয়ে সহজ এবং সহজ পথটি বেছে নেবেন। এটি তাদের মানসিক এবং শরীরের শান্তি অর্জনের সাথে সাথে নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর অনুমতি দেবে। কেবলমাত্র একজন বোকাই একটি কঠিন এবং বিপজ্জনক পথ বেছে নেবে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে বোঝা হবে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক ব্যক্তি এই দুনিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করছে এবং তাদের গন্তব্য আখেরাত। অতএব, একজন বুদ্ধিমান মুসলমানের উচিত আখেরাতের নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য এই দুনিয়ার মধ্য দিয়ে সহজ ও সোজা পথ বেছে নেওয়া। এই পথের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা এবং শুধুমাত্র পূরণের জন্য এই জড়জগত থেকে গ্রহণ করা। তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা অপচয়, অত্যধিকতা বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই। এটি তাদের মনের এবং শরীরের শান্তি পাওয়ার সাথে সাথে নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। কিন্তু মানুষ যত বেশি এই জড় জগতের আধিক্যে লিপ্ত হবে এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে মানুষ ও তাদের আকাঙ্ক্ষার জন্য নিবেদিত করবে তার যাত্রা তত কঠিন হবে। এই মনোভাব তাদের মানসিক ও শরীরের শান্তি থেকে বঞ্চিত করবে এবং তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর সম্ভাবনা কমিয়ে দেবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে জীবন একটি যাত্রা তাই তাদের উচিত নিজেদের প্রতি সদয় হওয়া এবং পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য সহজ এবং সহজ পথ বেছে নেওয়া যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক ও দেহের শান্তি পাওয়া যায়।

বস্তুজগত - 24

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা স্পষ্ট যে হিংসা অনেক মুসলমানকে প্রভাবিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2510 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ঘটবে বলে সতর্ক করেছেন। এটি অন্যান্য অনেক নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, এটি মুসলমানদেরকে ভালো সমর্থন করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে বাধা দেয় তা নির্বিশেষে যেই করুক কেন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি অন্যদের সাহায্য করতে চায় না কারণ তারা বিশ্বাস করে যে সমাজে অন্য ব্যক্তির পদমর্যাদা তাদের নিজের থেকে বাড়বে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের চরিত্র থেকে হিংসা দূর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। একটি জিনিস যা এই লক্ষ্যে সাহায্য করতে পারে তা হল একজন ব্যক্তির যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া। মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে দেন না কারণ এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তিনি পরিবর্তে প্রতিটি ব্যক্তির বিশ্বাসের জন্য সর্বোত্তম যা দেন। এটা বোঝা অন্যদের যা আছে তা নিয়ে ঈর্ষা দূর করতে পারে। কত মুসলমান সম্পদ অর্জন করেছে যা তাদের ঈমান নষ্ট করেছে? আর কয়জন মুসলমানকে বিচার দিবসে ক্ষমা করা হবে কারণ তারা ধৈর্য ধরে পরীক্ষা সহ্য করেছে? অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে যে এই জড় জগত সীমিত হওয়ায় এর ভিতরের জিনিসের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া সহজ। কিন্তু একজন মুসলমান যদি পরকালের লক্ষ্য রাখে এবং এই জড় জগতের আধিক্যের চেয়ে তাকে অগ্রাধিকার দেয় তবে তা তাদের থেকে ঈর্ষা দূর করবে। কারণ আখেরাতের আশীর্বাদ সীমাহীন তাই ঈর্ষান্বিত হওয়ার দরকার নেই কারণ এখানে ঘুরতে গেলে প্রচুর নেয়ামত আছে, সেগুলো কখনো শেষ হবে না। কিন্তু বিশ্বের মধ্যে পাওয়া সীমিত জিনিসগুলিকে যত বেশি লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা করবে তারা তত বেশি ঈর্ষান্বিত হবে।

বস্তুজগত - 25

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি জড়জগত নিয়ে চিন্তা করছিলাম এবং ধর্মের জন্য নিবেদিত প্রচেষ্টার তুলনায় বেশিরভাগ লোকেরা এটিকে উৎসর্গ করে কতটা পরিশ্রম করে। যদি কেউ বস্তুগত জগত, যেমন চলচ্চিত্র শিল্পকে পর্যবেক্ষণ করে, তবে তারা দেখতে পাবে যে এর সাথে জড়িত লোকেরা সাফল্য অর্জনের জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রচেষ্টা উত্সর্গ করে। উদাহরণস্বরূপ, লোকেরা কেবল একটি চলচ্চিত্র তৈরি করতে অগণিত ঘন্টা এবং লক্ষ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় করে না তবে এটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে তারা এটিকে প্রচার করার জন্য আরও প্রচেষ্টা এবং অর্থ উত্সর্গ করে। সেলিব্রিটিরা একটি মিটিং বা সাক্ষাত্কারের জন্য বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেন যা তাদের কাজের প্রচারের জন্য ঘন্টারও কম সময় থাকে।

দুর্ভাগ্যবশত, এটা খুবই স্পষ্ট যে অধিকাংশ মুসলমান তাদের ধর্মীয় বিষয়ে, যেমন তাদের নিজস্ব বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা বা ইসলামের বাণী প্রচারে এই প্রচেষ্টার একটি অংশও উৎসর্গ করে না। সোশ্যাল মিডিয়া জাগতিক জিনিসে পূর্ণ যা লোকেরা অনেক সময় এবং অর্থ উত্সর্গ করেছে যা যে কেউ এটি পর্যবেক্ষণ করে তার কাছে স্পষ্ট। অথচ, সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামী শিক্ষার জন্য নিবেদিত অর্থ এবং প্রচেষ্টা এর একটি ভগ্নাংশ মাত্র। ইসলাম মুসলমানদেরকে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে শেখায় না যেভাবে নিজের হালাল রিজিক সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু একজন মুসলমান যদি সততার সাথে তাদের নিজের জীবন ও দৈনন্দিন কাজকর্মের মূল্যায়ন করে তাহলে তাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে, তাদের প্রচেষ্টা, সম্পদ ও সময়ের সিংহভাগই বস্তুজগতের জন্য নিবেদিত। এমন কাউকে দেখা খুবই বিরল যে তাদের বেশিরভাগ সময় ইসলামের জন্য এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিবেদন করে। মানুষ যদি পার্থিব জিনিসের জন্য এত পরিশ্রম এবং

অর্থ উৎসর্গ করতে পারে, যেমন সিনেমা বানানো, যদিও এগুলো সাময়িক জিনিস হলেও মুসলমানদের অনন্ত পরকালের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করা উচিত। এই জাগতিক লোকেরা তাদের পার্থিব প্রকল্পের জন্য অনেক প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং তাই সাফল্য অর্জন করে। মুসলমানরা যদি ইহকাল ও পরকালে প্রকৃত সফলতা কামনা করে তবে তাদেরও পরকালের প্রস্তুতির জন্য সময় ও শক্তি উৎসর্গ করতে হবে। এটা বিশ্বাস করা নিছক বোকামি যে একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রচেষ্টা বা কোনো প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দুনিয়া ও পরকালের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে, যার মধ্যে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মুখোমুখি হওয়া অন্তর্ভুক্ত। ধৈর্যের সাথে ভাগ্য। যদি পরিশ্রম ছাড়া পার্থিব সাফল্য অর্জন করা না যায়, তাহলে একজন মুসলমান কীভাবে বিশ্বাস করবে যে তারা চেষ্টা ছাড়াই ধর্মীয় সাফল্য পাবে? অধ্যায় 87 আল আ'লা, আয়াত 16-17:

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। যদিও পরকাল উত্তম এবং স্থায়ী।"

বস্তুজগত - 26

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা গুরুত্বপূর্ণ থেকে বুঝুন যে মানুষ এই জড়জগতে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য চেষ্টা করলেও এই জগতে অর্জন করা সম্ভব নয় কারণ এটি জড় জগতে স্থাপন করা হয়নি। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তরগুলি আশ্বস্ত হয়।"

যদিও এই সত্যটি অনেককে এড়িয়ে যায় তবে এটি বেশ সুস্পষ্ট যে এই জড় জগতে কেউ যত বেশি চেষ্টা করবে তত বেশি তারা জড় জগতের দরজা খুলে দেবে। একটি পার্থিব কাজ পূর্ণ করলে অন্য দশটি কাজ হয়ে যায়। তাই একজন ব্যক্তি এক ব্যস্ততা থেকে অন্য ব্যস্ততায় চলে যায় যতক্ষণ না তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। এই পৃথিবীতে শান্তি লাভের একমাত্র উপায় মহান আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই মুসলিমকে মহান আল্লাহ মনের শান্তি দান করবেন। কিন্তু তারপরও এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যিকারের স্থায়ী মানসিক শান্তি শুধুমাত্র পরকালে পাওয়া যায়। এর কারণ হল, কারো জীবন যতই ভালো হোক না কেন, এমনকি তারা যদি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেখানে তাদের কোনো পার্থিব বা ধর্মীয় দায়িত্ব থাকে না কেননা তারা সেগুলিকে বর্জন করে ফেলেছে এবং তারপরেও তাদের মোকাবেলা করার মতো অন্য কোনো জিনিস নেই, মৃত্যুর বাস্তবতা, কবর এবং বিচারের দিন তাদের প্রকৃত স্থায়ী শান্তি পেতে বাধা দেবে। অতএব, একজন মুসলমানের এই বাস্তবতাটি বোঝা উচিত কারণ এটি একজনকে জীবনের সাথে মোকাবিলা করার সময় ধৈর্য

ধরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি কী নিয়ে আসে এবং এটি একজন মুসলমানকে পরকালের প্রস্তুতির জন্য প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করে যাতে তারা আশ্রয়ের বাগানগুলি অর্জন করে সত্যিকারের স্থায়ী শান্তি অর্জন করতে পারে। একটি চিরন্তন বিশ্রামের স্থান।

বস্তুজগত - 27

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদ যেমন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি তাদের হাতে থাকা উচিত তাদের হৃদয় নয়। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল প্রতিটি নিয়ামত নিজের ইচ্ছা নয়, মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ, একজনের উচিত তাদের সম্পদ শুধুমাত্র ইসলামের নির্দেশিত এবং সুপারিশকৃত জিনিসের জন্য ব্যয় করার চেষ্টা করা, যেমন একজন ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন এবং তার নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে অপচয়, বাড়াবাড়ি এবং বাড়াবাড়ি পরিহার করে। এই মনোভাব একজনকে আশীর্বাদের অর্থের সাথে সংযুক্ত হতে বাধা দেবে, এটি নিশ্চিত করবে যে আশীর্বাদ তাদের হৃদয়ের পরিবর্তে তাদের হাতে থাকবে। এটি বোঝার এবং কাজ করার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা কারণ এটি একজনকে আশীর্বাদের সাথে খুব বেশি সংযুক্ত হতে বাধা দেয়। যেহেতু প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদ চলে যেতে বাধ্য এই মনোভাব একজনকে অত্যধিক দুঃখজনক অর্থে পরিণত হতে বাধা দেবে, যখন এটি শেষ পর্যন্ত হয় তখন শোকাহত এবং হতাশ হয়ে পড়ে। বরকত নিজের হাতে রাখা দুঃখের দিকে নিয়ে যেতে পারে যখন কেউ শেষ পর্যন্ত এটি হারায় তবে এই দুঃখটি ইসলামে গ্রহণযোগ্য এবং এটি অধৈর্যতা এবং মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করে না, যেমন বিষণ্নতা, যা গুরুতর দুঃখ, শোক, বাড়ে।

উপরন্তু, এই মনোভাব একজনকে আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধা দেয় যা প্রায়শই ঘটে যখন এটি তাদের হাতের পরিবর্তে একজনের হৃদয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অপ্রয়োজনীয়ভাবে সম্পদ মজুদ করা এবং লোভের সাথে আরও বেশি সঞ্চয় করা। এই ধারণাটি 57 অধ্যায়ে আল হাদিদ, আয়াত 23 এ নির্দেশিত হয়েছে:

" যাতে আপনি নিরাশ না হন তার জন্য এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য গর্বিত না হন..."

তাদের হৃদয়ের পরিবর্তে নিজের হাতে জিনিস রাখা নিশ্চিত করবে যে তারা সর্বদা মনে রাখবে যে আশীর্বাদ মহান আল্লাহর জন্য, তাদের নয়। এটি আবার অধৈর্যতা প্রতিরোধ করে যখন কেউ অবশেষে এটি হারায়। এটি আল বাকারাহ, 156 নং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে:

"যখন তাদের উপর বিপদ আসে, তখন বলে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব।"

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রতিটি দোয়া ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে যে এটি তাদের হৃদয়ের পরিবর্তে তাদের হাতে থাকে যাতে প্রকৃতপক্ষে কেবল মহান আল্লাহর ভালবাসা থাকা উচিত।

বস্তুজগত - 28

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যখন লোকেরা, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে, ছুটিতে যায় তারা শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি প্যাক করে এবং হয়ত একটু অতিরিক্ত কিন্তু তারা অতিরিক্ত প্যাকিং এড়াতে চেষ্টা করে। এমনকি তারা যে পরিমাণ অর্থ তাদের সাথে নিয়ে যায় তা তারা বিদেশে থাকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে। যখন তারা পৌঁছায় তখন তারা প্রায়ই এমন একটি হোটেলে থাকে যেখানে সাধারণত কিছু অতিরিক্ত জিনিসের সাথে বসবাসের প্রধান প্রয়োজনীয়তা থাকে। যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা ভবিষ্যতে একই গন্তব্যে ফিরে আসবে না তারা কখনই একটি বাড়ি কিনবে না কারণ তারা দাবি করবে তাদের থাকার সময় কম এবং তারা ফিরে আসবে না। তারা তাদের ছুটির সময় চাকরি পায় না দাবি করে যে তাদের থাকার সময় কম তাই তাদের বেশি অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন নেই। তারা বিয়ে করে না বা বাচ্চাদের দাবি করে যে ছুটির গন্তব্য তাদের জন্মভূমি নয় যেখানে তারা বিয়ে করবে এবং সন্তান ধারণ করবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি হল ছুটির নির্মাতাদের মনোভাব এবং মানসিকতা।

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তারা শীঘ্রই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে, যার অর্থ হল, ছুটিতে থাকার মতোই তাদের পৃথিবীতে থাকা অস্থায়ী, এবং তারা বিশ্বাস করে যে পরকালে তাদের থাকার স্থায়ী হবে, তারা এর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয় না। তারা যদি সত্যিকার অর্থেই উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের কাছে ছুটির মতোই স্বল্প সময় আছে, তবে তারা তাদের বাড়িতে খুব বেশি প্রচেষ্টা নিবেদন করবে না এবং পরিবর্তে একটি সাধারণ বাড়িতে সন্তুষ্ট থাকবে যেমন ভ্রমণকারী একটি সাধারণ হোটেলে সন্তুষ্ট। সুতরাং বাস্তবে, এই পৃথিবীটি উদাহরণে ছুটির গন্তব্যের মতো এখনও, মুসলমানরা এটিকে একের মতো বিবেচনা করে না। পরিবর্তে, তারা অনন্ত পরকালকে অবহেলা করে তাদের বেশিরভাগ

প্রচেষ্টা তাদের দুনিয়াকে সুন্দর করার জন্য উৎসর্গ করে। কখনও কখনও বিশ্বাস করা কঠিন যে কিছু মুসলমান প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী পরকালে বিশ্বাস করে যখন কেউ দেখে যে তারা অস্থায়ী জগতের জন্য কতটা প্রচেষ্টা নিবেদন করে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং দুনিয়ার প্রয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করা। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুসলিমদেরকে এই পৃথিবীতে ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার উপদেশ দিয়েছেন সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তারা যেন এই পৃথিবীকে স্থায়ী আবাস হিসেবে গ্রহণ না করে বরং এর মতো আচরণ করে। একটি ছুটির গন্তব্য।

বস্তুজগত - 29

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন শিশু সেলিব্রিটির আকস্মিক মৃত্যুর খবর দিয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে যদিও লোকেরা বিশ্বাস করে যে তারা যে কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারে, তবুও বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন আচরণ করে যেন তারা দীর্ঘ জীবনযাপন করবে। কেউ কেউ এই জড় জগতের জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে এমন মাত্রায় উৎসর্গ করে যে তাদের দীর্ঘ জীবনের নিশ্চয়তা পেলেও তারা এই জগত থেকে আরও বেশি লাভের জন্য আর কোন প্রচেষ্টা চালাতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানরা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে এই বিশ্বাস করে যে তারা ভবিষ্যতে এটি করতে পারবে। তারা প্রায়শই এই প্রস্তুতিতে বিলম্ব করতে থাকে যতক্ষণ না তারা হঠাৎ অপ্রস্তুত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। এই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যতই বেঁচে থাকুক না কেন, জীবন এক ঝলকানিতে চলে যায়। তাই তাদের উচিত অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য তাদের কাছে থাকা প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত। এর অর্থ তাদের উচিত আখেরাতের প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করে। এই মনোভাব তাদের এই জগতের বৈধ আনন্দ উপভোগ করতে এবং পরেরটির জন্যও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে দেয়। একজন মুসলমান শুধুমাত্র পরকালের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা এই জড়

জগতের আধিক্যের পেছনে ছুটতে থাকে, তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পূরণের চেষ্টা করে না, কারণ এটি পরকালের জন্য প্রস্তুতির একটি অংশ।

একজন মুসলমানের সহীহ মুসলিম, 7424 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখা উচিত, যা সতর্ক করে যে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির কাজ তাদের কবরে তাদের সাথে থাকবে যখন তাদের পরিবার এবং সম্পদ এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাদের পরিত্যাগ করবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সেই জিনিসটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যা তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের সাহায্য করবে।

মুসলমানদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেরি করা উচিত নয় অন্যথায়, তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে, কারণ মৃত্যু একটি নির্দিষ্ট বয়স বা সময়ে আসে না। যদি তারা প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, তাদের কাছে অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না যখন অনুশোচনা তাদের কোন উপকারে আসবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, ভাল] স্মরণ হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

বস্তুগত বিশ্ব - 30

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি জীবনের চাপ এবং বিষণ্নতার মতো মানসিক ব্যাধি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কীভাবে তাদের মধ্য দিয়ে নেভিগেট করা যায় সে সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। একটি বিষয় যা একজন মুসলিমকে এটি অর্জনে সাহায্য করতে পারে তা হল এটি বোঝা যে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই কেবল একটি উপায় যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এটা নিজেই শেষ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ধন-সম্পদ হল এমন একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মাধ্যমে। এটি নিজেই একটি শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

এটি শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে আখেরাতের প্রতি তাদের মনোনিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে না বরং যখনই তারা পার্থিব আশীর্বাদ হারায় তখন এটি তাদের সাহায্য করে। যখন একজন মুসলিম প্রতিটি পার্থিব নিয়ামত যেমন একটি শিশুকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার এবং নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করে, তখন তা হারানো তাদের উপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। তারা দু: খিত হতে পারে, যা একটি গ্রহণযোগ্য আবেগ, কিন্তু তারা শোকগ্রস্ত হবে না, যা অধৈর্যতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, যেমন বিষণ্নতা। এর কারণ হল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব নিয়ামত শুধুমাত্র একটি উপায় ছিল, তাই এটি হারানো চূড়ান্ত লক্ষ্যে যেমন ক্ষতির কারণ হয় না, জান্নাত, যার ক্ষতি বিপর্যয়কর। অতএব, এখনও ধারণ করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা তাদের শোকগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপরন্তু, তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে জিনিসটি হারিয়েছিল তা যেমন একটি উপায় ছিল, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং পূরণ করার জন্য মহান আল্লাহ তাদের অন্যান্য উপায় সরবরাহ করবেন। এটি তাদের শোক থেকেও রক্ষা করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তাদের পার্থিব আশীর্বাদই একটি উপায়ের পরিবর্তে শেষ লক্ষ্য, সে যখন এটি হারাতে পারে তখন তাদের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যটি নষ্ট হয়ে গেছে বলে তীব্র দুঃখ অনুভব করবে। এই শোক বিষণ্নতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় নিজেরাই শেষ হিসাবে। এই মনোভাব কার্যত প্রদর্শিত হয় যখন তারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। এভাবেই একজন ব্যক্তি তাদের দ্বারা আবিষ্ট না হয়েও জিনিসপত্রের অধিকারী হতে পারে। এইভাবে তারা পার্থিব জিনিস তাদের হাতে রাখতে পারে, তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে নয়।

বস্তুজগত - 31

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। মানুষ কিভাবে নিখুঁত জীবন তৈরি করার জন্য চেষ্টা করে সে সম্পর্কে এটি রিপোর্ট করেছে। বেশিরভাগ লোককে পর্যবেক্ষণ করার সময় এটি বেশ স্পষ্ট যে তারা তাদের বস্তুগত জগতকে সুন্দর করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে, অনেকে তাদের জীবনকে ঢালাই করার চেষ্টা করে এর বাইরে যায় যাতে এটি নিখুঁত এবং স্থায়ী হয়। উদাহরণস্বরূপ, লোকেরা নিখুঁত বাড়ি তৈরি করার চেষ্টা করার জন্য প্রচুর পরিমাণে সম্পদ ব্যয় করে যখন আশা করে যে এটি স্থায়ী হবে। কোম্পানিগুলি মানুষের নিখুঁত এবং নিরবধি হওয়ার এই আকাঙ্ক্ষা থেকে কোটি কোটি উপার্জন করে, যেমন কসমেটিক কোম্পানিগুলি। কিছু লোক সময়কে অস্বীকার করার এবং পরিপূর্ণতা অর্জনের প্রয়াসে বেদনাদায়ক অপারেশন সহ্য করে। এটি দেখায় যে একজন ব্যক্তির আত্মার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা পরিপূর্ণতা এবং স্থায়ীত্ব কামনা করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ যতই সম্পদ ব্যবহার করুক এবং যতই চেষ্টা করুক না কেন, পরিপূর্ণতা ও স্থায়িত্ব এই দুটি জিনিস এই পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। এই অভ্যন্তরীণ আকাঙ্ক্ষাটি মানুষের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল যাতে তারা এমন একটি জায়গায় পরিপূর্ণতা এবং স্থায়ীত্বের জন্য চেষ্টা করে যেখানে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে, অর্থাৎ পরকাল।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ এই আকাঙ্ক্ষাকে ভুল বুঝেছেন এবং ভুল করেছেন। তাই মুসলমানদের উচিত এই ভুল না করে বরং মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এই ইচ্ছাকে সঠিক জায়গায় স্থাপন করা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার উপায়ে ব্যবহার করবে। তবেই তারা এই ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হবে এবং প্রকৃত পূর্ণতা ও স্থায়ীত্ব অর্জন করতে পারবে।

বস্তুজগত - 32

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি চোরদের একটি গ্যাং সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যারা পুলিশ তাদের চুরি করা সম্পত্তি উদ্ধার করার পরে ধরা পড়ে এবং কারাগারে দণ্ডিত হয়েছিল।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে বাস্তবে চোরদের জন্য এটি আরও খারাপ পরিস্থিতি, কারণ তাদের কেবল কারাগারে পাঠানো হয়নি, তারা মুক্তি পাওয়ার পর তারা যে সম্পদ চুরি করেছিল তাও উপভোগ করতে পারবে না। অর্থ, তাদের কাছে আর নেই এমন কিছু চুরি করার জন্য তাদের বিচার করা হয়েছিল এবং কারাগারে দণ্ডিত করা হয়েছিল। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি, যেহেতু কেউ যুক্তি দিতে পারে যদি চোরদের বিচার করা হয় এবং তাদের সম্পত্তি চুরি করার জন্য কারাগারে দন্ডিত করা হয় তবে এটি তাদের জন্য আরও ভাল হত, কারণ তারা কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে এটি উপভোগ করতে পারত।

মুসলমানদের এই সত্যটি বোঝা উচিত যে বিচার দিবসে তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় কাজের উপর তাদের বিচার করা হবে। কিন্তু প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল, তাদের পার্থিব কর্ম যেমন অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন, মহান আল্লাহ তায়ালা ধূলিসাৎ করে দেবেন। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 7-8:

“ নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাকে তার জন্য শোভাময় করে দিয়েছি যাতে আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি তাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম। এবং অবশ্যই, আমরা তার উপর যা আছে তা একটি অনুর্বর ভূমিতে পরিণত করব।"

ঠিক যেমন চোরদের সম্পত্তির জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের আর অধিকার ছিল না, তেমনি লোকেদের তাদের পার্থিব ক্রিয়াকলাপ এবং সম্পত্তির জন্য বিচার করা হবে যা তারা আর নেই। জাগতিক জিনিস, যেমন খ্যাতি এবং ভাগ্যের জন্য জাহান্নামে পাঠানোর কথা কি কেউ কল্পনা করতে পারে, তাদের আর অধিকার নেই? বিচার দিবসে যে জিনিসগুলি এখনও তাদের দখলে থাকবে এবং যা তাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহায্য করবে তা হল তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদকে ব্যবহার করার ফলস্বরূপ। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ কোথায় উৎসর্গ করবে। হয় পার্থিব জিনিস এবং কাজ যা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এই জড় জগতের সাথে ধূলিকণা হয়ে যাবে যখন তারা তাদের উপর হিসাব-নিকাশের মুখোমুখি হবে অথবা তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে ধর্মীয় কাজের জন্য উৎসর্গ করবে যা তাদের সঙ্গ, আশ্রয় এবং একটি মহান দিনে সাহায্য করবে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-104:

"বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের [তাদের] কৃতকর্মের বিষয়ে অবহিত করব? [তারা] যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।" "

বস্তুজগত - 33

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি জাগতিক সমস্যা মোকাবেলা করার সময় একটি ইতিবাচক মন-সেট থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে।

মুসলমানদের জন্য সঠিক উপলব্ধি গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া, শান্তি এবং তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এটি ফলস্বরূপ উভয় জগতেই একজনকে মানসিক এবং শরীরের শান্তি লাভ নিশ্চিত করে, কারণ এটি একজনকে অনুপ্রাণিত করে যে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এই সঠিক উপলব্ধিটিই ধার্মিক পূর্বসূরিদের অধিকারী ছিল এবং এটি এমন জিনিস যা তাদেরকে জড় জগতের অতিরিক্ত বিলাসিতা পরিহার করে পরকালের জন্য

প্রস্তুত হতে উত্সাহিত করেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দু'জন লোক অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত এবং এক কাপ ঘোলা জল জুড়ে আসে। তারা উভয়েই তা পান করতে চায় যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এবং এর অর্থ হলেও তাদের এটি নিয়ে বিতর্ক করতে হবে। তাদের তৃষ্ণা বাড়ার সাথে সাথে তারা ঘোলা জলের কাপের দিকে যত বেশি মনোযোগী হয়, ততই তারা সমস্ত কিছুর প্রতি মনোযোগ হারায়। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং বিশুদ্ধ পানির একটি নদী দেখে যা সামান্য দূরে ছিল, তবে তারা অবিলম্বে পানির কাপের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে, এমন পর্যায়ে তারা আর এটিকে গুরুত্ব দেবে না এবং এটি নিয়ে আর বিতর্ক করবে না। . এবং পরিবর্তে তারা তাদের তৃষ্ণা সহ্য করবে ধৈর্য সহকারে জানবে যে বিশুদ্ধ জলের নদী কাছাকাছি রয়েছে। যে ব্যক্তি নদী সম্পর্কে জানে না সে সম্ভবত বিশ্বাস করবে যে অন্য ব্যক্তিটি তাদের মনোভাবের পরিবর্তন দেখে পাগল ছিল। এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষের অবস্থা। একদল লোভের সাথে বস্তুজগতের দিকে মনোনিবেশ করে। অন্য দলটি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে পরকাল এবং সেখানের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন নেয়ামতের দিকে। যখন কেউ আখেরাতের সুখের দিকে মনোনিবেশ করে, তখন পার্থিব সমস্যা এত বড় ব্যাপার বলে মনে হয় না। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এই জগতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তবে তাদের কাছে সবকিছুই মনে হবে। তারা এর জন্য তর্ক করবে, লড়াই করবে, ভালবাসবে এবং ঘৃণা করবে। ঠিক যেমন আগে উল্লিখিত উদাহরণের ব্যক্তির মতো, যে শুধুমাত্র ঘোলা জলের কাপে ফোকাস করে৷

এই সঠিক উপলব্ধি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

বস্তুজগত - 34

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি বিভিন্ন দাতব্য প্রকল্পের প্রতিবেদন করেছে এবং কীভাবে লোকেরা অভাবীকে খুশি করার জন্য তাদের পছন্দের জিনিসগুলিকে উৎসর্গ করেছে।

মুসলিমদের জন্য অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92 এর গুরুত্ব বোঝা গুরুত্বপূর্ণ:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে একজন ব্যক্তি প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না যার অর্থ, তারা তাদের বিশ্বাসে ত্রুটি ধারণ করবে, যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পছন্দের জিনিসগুলিকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হয়। যদিও অনেকে বিশ্বাস করে যে এই আয়াতটি সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ আরও অনেক বেশি। এটি প্রত্যেকটি দোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজন মুসলিম পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানরা তাদের মূল্যবান সময়কে তাদের খুশি করার জন্য উত্সর্গ করতে পেরে খুশি। কিন্তু তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দিতে অস্বীকার করে, বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বাইরে যা

দিনে এক বা দুই ঘন্টা লাগে। অগণিত মুসলমান এখনও বিভিন্ন আনন্দদায়ক কার্যকলাপে তাদের শারীরিক শক্তি উৎসর্গ করতে পেরে খুশি, তাদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় উপবাসের মতো মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এটি উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে। সাধারণভাবে , লোকেরা যে জিনিসগুলি কামনা করে তার জন্য চেষ্টা করে খুশি হয় যেমন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা যা তাদের প্রয়োজন নেই , যদিও এর অর্থ তাদের অতিরিক্ত সময় করতে হবে এবং তাদের ঘুম ত্যাগ করতে হবে, তবুও কতজন আল্লাহর আনুগত্যে এইভাবে চেষ্টা করে? , মহান আল্লাহ তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করে? কতজন ইসলামী জ্ঞান শেখার ও তার উপর আমল করার জন্য তাদের মূল্যবান সময় ত্যাগ করে?

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলিমরা এখনও বৈধ পার্থিব এবং ধর্মীয় আশীর্বাদ চায়, একটি সাধারণ সত্য উপেক্ষা করে। যে তারা কেবল তখনই এই জিনিসগুলি লাভ করবে যখন তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, কারণ এটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

কিভাবে তারা তাঁর কাছে ন্যূনতম জিনিস উৎসর্গ করতে পারে এবং এখনও তাদের সমস্ত স্বপ্ন অর্জনের আশা করতে পারে? এই মনোভাব সত্যিই অদ্ভুত.

বস্তুগত বিশ্ব - 35

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি সারা বিশ্বের মানুষ যে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার রিপোর্ট করেছে। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের পার্থিব সংজ্ঞা অনুসারে কোনো পরিস্থিতিকে ভালো বা খারাপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি পার্থিব সংজ্ঞা অনুসারে ধনী হওয়া ভাল যেখানে দরিদ্র হওয়া খারাপ। পরিবর্তে, মুসলমানদের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ঘটনা ও জিনিসের জন্য ভালো-মন্দ দায়ী করা। অর্থ, যা কিছু মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়, তার আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে খারাপ মনে হলেও ভালো। আর যা কিছু মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা মন্দ, যদিও তা ভালো দেখায়।

ইসলামের শিক্ষা জুড়ে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা এটি প্রমাণ করে। উদাহরণস্বরূপ, কারুন ছিলেন একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি যিনি হযরত মুসা (আঃ) এর সময়ে বসবাস করতেন। তখন এবং এখন অনেক লোক তার সম্পদকে একটি ভাল জিনিস বলে মনে করতে পারে কিন্তু এটি তাকে অহংকারে নিয়ে যায়, এটি তার ধ্বংসের একটি উপায় হয়ে ওঠে। তাই তার ক্ষেত্রে ধনী হওয়াটা ছিল খারাপ ব্যাপার। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 79-81।

“ অতএব সে তার লোকদের সামনে তার সাজসজ্জায় বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করে, তারা বলেছিল, "হায়, কারুনকে যা দেওয়া হয়েছিল, আমরাও যদি সেরকমই থাকতাম। প্রকৃতপক্ষে, তিনি একজন মহান সৌভাগ্যবান। কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলেছিল, "হায় তোমাদের জন্য! যে ব্যক্তি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তার জন্য আল্লাহর পুরস্কার উত্তম। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত অন্য কাউকে তা দেওয়া হয় না।" এবং আমি তাকে এবং তার ঘরকে মাটিতে গ্রাস করে দিয়েছিলাম। এবং তার জন্য আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার জন্য কোন দল ছিল না এবং সে আত্মরক্ষা করতে পারে না।"

অন্যদিকে, ইসলামের তৃতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুও ধনী ছিলেন, তথাপি তিনি তার সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতেন। প্রকৃতপক্ষে, একবার প্রচুর পরিমাণে সম্পদ দান করার পর, তাকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছিলেন যে, সেদিনের পরে কোন কিছুই তার ঈমানের ক্ষতি করতে পারে না। জামি আত তিরমিযী, ৩৭০১ নং হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে সম্পদ একটি উত্তম জিনিস ছিল।

উপসংহারে, একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তাদের প্রতিটি অসুবিধার পিছনে প্রজ্ঞা রয়েছে, এমনকি তারা সেগুলি পালন না করলেও। তাই তাদের পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু ভাল বা খারাপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। অর্থ, যদি জিনিসটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করে, তবে তা খারাপ মনে হলেও ভালো। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

বস্তুজগত - 36

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটা পশুদের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে রিপোর্ট. প্রথমত, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম মুসলমানদের সকল প্রাণীর সাথে সদয় আচরণ করার গুরুত্ব শেখায়। উদাহরণ স্বরূপ, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 378 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করেছিলেন, কারণ তিনি একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ালেন। এই হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে সমস্ত প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে। কম নয়, বিশ্বজুড়ে মানবতা কেন কষ্ট পাচ্ছে তার একটি কারণ হল অনেক লোক ভুলভাবে জিনিসগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ মানুষের চেয়ে প্রাণীদের কল্যাণ নিয়ে বেশি চিন্তিত। এটি বেশ সুস্পষ্ট যখন কেউ কিছু প্রাণী প্রেমীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান স্থায়ী পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য প্রচেষ্টাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এটি সুস্পষ্ট যখন কেউ তাদের সাধারণ দৈনন্দিন রুটিন পর্যবেক্ষণ করে। এমনকি কিছু মুসলিম যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে, তারা ভুলভাবে জিনিসগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়, উদাহরণস্বরূপ, তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর আমল করার চেয়ে স্বেচ্ছাকৃত পণ্যের কাজকে অগ্রাধিকার দেয়।

অগ্রাধিকারের এই পরিবর্তন তখনই ঘটে যখন মুসলিমরা ইসলামের শিক্ষার উপর কাজ করা বন্ধ করে এবং পরিবর্তে তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সবকিছুকে সঠিকভাবে প্রাধান্য দিয়েছিলেন যার ফলে প্রত্যেকের অধিকার পূরণ হয়েছিল, কারণ তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেননি। পরিবর্তে তারা ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত

শিক্ষা এবং অগ্রাধিকারের তালিকা অনুযায়ী কাজ করেছে। যারা তাদের জীবন অধ্যয়ন করেছেন তাদের কাছে এটি স্পষ্ট।

ঠিক যেমন একজন শিক্ষার্থী যারা তাদের পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নের চেয়ে মজা করাকে অগ্রাধিকার দেয় তাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম, তেমনি যারা তাদের জীবনের বিভিন্ন দিককে ভুলভাবে অগ্রাধিকার দেয় তারাও হবে। ভুলভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে একজন ব্যক্তি তাদের জীবনের মধ্যে জিনিস এবং লোকেদের ভুলভাবে স্থানান্তরিত করে এবং এটি তাদের তাদের প্রচেষ্টা এবং সংস্থানগুলিকে ভুলভাবে উৎসর্গ করতে উত্সাহিত করে। এই সবগুলিই একজনের জীবনে একটি বিশাল জগাখিচুড়ির দিকে নিয়ে যায়, যা একজনের মনের এবং শরীরের যে কোনও সত্যিকারের শান্তিকে সরিয়ে দেয়।

সামগ্রিকভাবে মানবতা এবং বিশেষ করে মুসলিমরা উভয় জগতেই প্রকৃত সাফল্য এবং অগ্রগতি পাবে যখন তারা সঠিকভাবে বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেবে, এটি জাগতিক এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করে। অগ্রাধিকারের এই তালিকাটি পুনর্বিন্যাস করা কেবলমাত্র মানবতার জন্য সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে, যা ইতিহাসের পাতা উল্টালে বেশ স্পষ্ট।

বস্তুজগত - 37

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি সেলিব্রিটির অর্জন সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। এটি তাদের কৃতিত্বকে তাদের উত্তরাধিকার হিসাবে বর্ণনা করেছে যা তারা এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরে বছরের পর বছর ধরে উপকৃত হওয়ার জন্য তারা রেখে যাবে।

প্রথমত, পার্থিব উত্তরাধিকার আসা-যাওয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। ইসলাম শুধু মুসলমানদেরকে সৎকর্মের মাধ্যমে পরকালের জন্য আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায় না বরং এটি তাদের পিছনে একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতে শেখায় যা থেকে লোকেরা উপকৃত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলমান মারা যায় এবং দরকারী কিছু রেখে যায়, যেমন একটি চলমান দাতব্য, তারা এর জন্য পুরস্কৃত হবে। সহীহ মুসলিম, 4223 নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত সৎ কাজ করার চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব ভাল পাঠানোর চেষ্টা করা উচিত তবে তাদের পিছনে একটি ভাল উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত যা তাদের মৃত্যুর পরে তাদের উপকারে আসবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম তাদের সম্পদ এবং সম্পত্তি সম্পর্কে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তারা কেবল তাদের পিছনে ফেলে চলে যায় যা তাদের সামান্যতম উপকারে আসে না। প্রতিটি মুসলমানকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে তাদের নিজেদের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য প্রচুর সময় আছে, কারণ মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর আঘাত করে। আজ সেই দিনটি যেদিন একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের প্রতিফলন করা উচিত। যদি এই উত্তরাধিকারটি ভাল এবং উপকারী হয় , তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, তিনি তাদের তা করার শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু যদি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসে না, তাহলে তাদের উচিত এমন কিছু প্রস্তুত করা, যাতে তারা কেবল আখেরাতের জন্য কল্যাণই প্রেরণ করে না বরং কল্যাণও রেখে যায়। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত তাদের উত্তরাধিকার কি?

বস্তুজগত - 38

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন সেলিব্রিটির মৃত্যু এবং তাদের পার্থিব কৃতিত্বের খবর দিয়েছে। এটি পবিত্র কুরআনের 16 অধ্যায়ে আন নাহল, 96 নং আয়াতে পাওয়া একটি আয়াতের সাথে সংযুক্ত:

"তোমার যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী..."

এই সেলিব্রিটির মৃত্যু অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্মরণ করিয়ে দেয় যারা মারা গেছেন এবং কীভাবে তারা এত দ্রুত বিশ্ব, বিশেষ করে মিডিয়া ভুলে গিয়েছিল। কিছু সেলিব্রিটি তাদের জীবদ্দশায় সর্বদা সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছিল কিন্তু তাদের মৃত্যুর পরে তাদের সম্ভবত পরবর্তী বছরে একবার উল্লেখ করা হয়েছিল। উপরন্তু, তারা বস্তুজগতে যা কিছু অর্জন করেছিল, যেমন খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একটি উচ্চ সামাজিক মর্যাদা সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল যখন তারা খালি হাতে পরলোকে যাত্রা করেছিল।

এই সংবাদ নিবন্ধটি অনেক সেলিব্রিটিদের স্মরণ করিয়ে দেয় যারা তাদের শিল্পের শীর্ষে পৌঁছানোর পরে হতাশাগ্রস্ত এবং এমনকি আত্মহত্যাও করেছিলেন। এর একটি কারণ এই যে, তারা যখন তাদের শালীনতা, মর্যাদা এবং নৈতিকতার মতো অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা করে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছায়, তখন তারা যা খুঁজছিল তা

তারা খুঁজে পায় না, অর্থাৎ তৃপ্তি এবং স্থায়ী সুখ। যখন তারা তাদের জীবন মূল্যায়ন করে, তারা বুঝতে পারে যে তাদের আগের এবং আরও আনন্দদায়ক জীবনধারায় ফিরে আসা সম্ভব নয় , কারণ তারা যে জিনিসগুলিকে বলিদান করেছিল তা এখন চলে গেছে বা বিবর্ণ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা একজন ভাল ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করতে পারে কারণ তারা তাদের খ্যাতির জন্য তাদের আত্মসম্মান বিসর্জন না করার পরামর্শ দিয়েছিল। তারা এখন নিজেদেরকে এমন লোকেদের দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখতে পায় যারা শুধুমাত্র সম্পদের মতো বস্তুগত জগতের জন্য তাদের সঙ্গ কামনা করে। এটি প্রায়শই একাকীত্বের দিকে পরিচালিত করে, যদিও তারা একটি বড় দল দ্বারা বেষ্টিত থাকে। তারপরে তারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় যা একটি বিশাল মানসিক ভাঙ্গনের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

বোঝার মূল বিষয় হল পার্থিব সাফল্যের পেছনে ছুটতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ না তা বৈধ। কিন্তু ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত সীমাকে ত্যাগ করা উচিৎ নয় তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, যেমন তাদের বিনয়, তা অর্জনের জন্য। জড় জগতের চেয়ে পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত এই জেনে যে তারা যা কিছু পার্থিব জিনিস পাবে তা শেষ পর্যন্ত তাদের জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর সময় ছেড়ে যাবে। উল্টো আচরণ করলে তারাও দুনিয়ার সেলিব্রেটিদের মতো কবরে খালি হাতে চলে যাবে এবং যাদেরকে তারা রেখে গেছে তাদের ভুলে যাবে। সুতরাং একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের সীমার মধ্যে বস্তুগত জগত উপভোগ করার সাথে সাথে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত

অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এর অন্তর্ভুক্ত। এটি উভয় জগতের মন ও দেহের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

বস্তুজগত - 39

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যার অপরাজিত ধারাটি ভেঙে গেছে। এই ঘটনাটি সুনানে আন নাসাই, 3618 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসের সাথে যুক্ত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, সমস্ত পার্থিব জিনিস যা উচ্চতর করা হয়, শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালা নামিয়ে দেন।

এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের বস্তুজগতকে এড়িয়ে চলতে হবে এবং তাতে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। মুসলমানদের একটি পার্থিব শিক্ষা এবং একটি বৈধ পেশা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, কারণ এটি একজনকে অবৈধ সম্পদ এড়াতে সাহায্য করে এবং একজনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"কিন্তু আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার দ্বারা পরকালের ঘর সন্ধান কর; এবং [তবুও], বিশ্বের আপনার অংশ ভুলবেন না..."

এই হাদিসটির প্রকৃত অর্থ হল, পার্থিব সাফল্যকে এক নম্বর অগ্রাধিকারে পরিণত করা উচিত নয় এবং তার পরিবর্তে উভয় জগতের মানসিক ও দেহের শান্তি অর্জনের জন্য তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করা উচিত। এর মধ্যে পবিত্র

কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

একজন ব্যক্তি যতই পার্থিব সাফল্য লাভ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা বিলীন হয়ে যাবে। এই বিবর্ণতা ঘটবে যখন কেউ জীবিত থাকবে বা তাদের সাফল্য তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যখন তারা মারা যাবে। অগণিত মানুষ মহান সাম্রাজ্য তৈরি করেছে এবং অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে, তবুও এই সমস্ত অর্জন শেষ পর্যন্ত বিবর্ণ হয়ে গেছে। কত লোকের নাম আকাশ স্ক্র্যাপার জুড়ে প্লাস্টার করা হয়েছে শুধুমাত্র তাদের নাম মুছে ফেলার জন্য এবং কিছুক্ষণ পরে ভুলে যাওয়া?

এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে, সমস্যায় পড়লে তাকে সফলতা দেওয়া হবে না। মুসলমানদের উচিত বিশ্বে সাফল্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করা এবং বিপত্তির সম্মুখীন হলে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। জড় জগতের চেয়ে আখেরাতের সফলতাকে প্রাধান্য দিয়ে বস্তুজগতের আশীর্বাদ ও সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে পরকালের সফলতা অর্জনের চাবিকাঠি। অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি ছাড়া নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য বৈধ পার্থিব সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি অর্জন করা যায়। দাতব্য প্রকল্পে তাদের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করে উভয় জগতের মানসিক ও শরীরের শান্তি পেতে তাদের আরও সাহায্য করার জন্য তাদের পার্থিব সাফল্যকে

কাজে লাগাতে হবে। যদি তাদের পার্থিব সাফল্য সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে, তবে তাদের উচিত এটি এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে অন্যদের উপকার হয়। তাদের পার্থিব সাফল্য ম্লান হয়ে যাওয়ার আগে এবং উভয় জগতের মানসিক ও দেহের শান্তি অর্জনের জন্য এটি ব্যবহার করা থেকে হারিয়ে যাওয়ার আগে একজন মুসলমানের এইভাবে আচরণ করা উচিত।

সহজ কথায়, জড় জগতের সফলতা চলে যাবে কিন্তু পরকালের সাফল্য টিকে থাকবে, তাই মুসলমানদের উচিত সেই অনুযায়ী তাদের প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করা।

বস্তুগত বিশ্ব - 40

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। সহীহ বুখারি, 3294 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে ইসলামের দ্বিতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যে পথই অবলম্বন করেন, শয়তান তার ভয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করবে। . শয়তান কেন এইভাবে কাজ করেছিল তার একটি কারণ হল উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর তার সামান্য প্রভাব ছিল। শয়তান শারীরিকভাবে কাউকে পাপ করতে বাধ্য করতে পারে না। তিনি পরিবর্তে ফিসফিস করে তাদের তা করতে উত্সাহিত করেন। কিন্তু সেগুলি কার্যকর হওয়ার জন্য, তিনি একজন ব্যক্তিকে একধরনের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হতে চান। তারপর তার ফিসফিসিংয়ের মাধ্যমে, তিনি এই পার্থিব আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিকে উত্সাহিত করেন যতক্ষণ না এটি ব্যক্তিকে এতে কাজ করার জন্য একটি পাপ করার জন্য প্ররোচিত করে। উমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর উপর শয়তানের প্রভাব কম হওয়ার কারণ হল, তিনি তার অন্তর থেকে পার্থিব কামনা-বাসনা দূর করে দিয়েছিলেন। তার একমাত্র ইচ্ছা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সাথে যুক্ত ছিল। অতএব, মুসলমানরা যদি তাদের উপর শয়তানের প্রভাব কমাতে চায়, তবে তাদের উচিত তাদের অন্তর থেকে অপ্রয়োজনীয় কামনা-বাসনা দূর করা। এটি তখনই ঘটে যখন কেউ এই জড় জগতের অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় দিকগুলিতে প্রবৃত্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে। তারা যত বেশি এটি করবে, ততই এই পার্থিব বাসনাগুলি তাদের হৃদয় ছেড়ে চলে যাবে যতক্ষণ না তারা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছাবে যেখানে তারা তাদের সমস্ত কাজে কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করতে চায়। শয়তান এই ব্যক্তির কাছ থেকে পালিয়ে যাবে কারণ সে জানে যে সে তাদের উপর সামান্য প্রভাব ফেলবে। কিন্তু এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় দিকগুলিতে কেউ যত বেশি লিপ্ত হবে, তত বেশি জাগতিক আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবে এবং তাই, শয়তান তাদের উপর তত বেশি প্রভাব ফেলবে। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 39-40:

" [ইবলিস] বললেন, "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ভুল পথে ফেলেছেন, তাই আমি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের [মানবজাতির] কাছে [অবাধ্যতাকে] আকর্ষণীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করব, তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দা ছাড়া।""

বস্তুজগত - 41

মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি বড় বাধা দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা করা। এটি একটি অত্যন্ত দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একটি মুসলমানের জন্য প্রধান কারণ যা পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতকে একত্রিত করাকে অগ্রাধিকার দেয়। একজনকে শুধুমাত্র তাদের গড় 24 ঘন্টা দিনের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য তারা বস্তুজগতের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে এবং পরকালের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা রাখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি যা শয়তান লোকেদের বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করে। যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে মিথ্যা বিশ্বাস করে যে তারা অদূর ভবিষ্যতে এর জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই অদূর ভবিষ্যত কখনই আসে না এবং একজন ব্যক্তি পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়েই মারা যায়।

উপরন্তু, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা একজনকে আন্তরিক অনুতাপ করতে এবং নিজের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য বিলম্বিত করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি করার জন্য তাদের অনেক সময় বাকি আছে। এটি একজন ব্যক্তিকে এই জড়জগতের জিনিসপত্র যেমন সম্পদ মজুত করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘ জীবনকালে এই জিনিসগুলির প্রয়োজন হবে। শয়তান লোকেদের এই ভেবে ভয় দেখায় যে তারা তাদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে কারণ তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের সমর্থন করার মতো কেউ নাও পেতে পারে এবং তাই তাদের জন্য আর কাজ করতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ যেভাবে তাদের ছোট বয়সে তাদের রিজিকের যত্ন নিয়েছেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও তাদের রিজিক দেবেন।

প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে তার জীবনের 40 বছর তাদের অবসর গ্রহণের জন্য উৎসর্গ করবে যা খুব কমই 20 বছরের বেশি স্থায়ী হয় কিন্তু অনন্তকালের জন্য একইভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর

ইসলাম মুসলমানদেরকে পৃথিবীর জন্য কিছু প্রস্তুত না করার শিক্ষা দেয় না। পরকালকে প্রাধান্য দিলে নিকট ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার কোনো ক্ষতি নেই। যদিও, লোকেরা স্বীকার করে যে তারা এখনও যে কোনও সময় মারা যেতে পারে, কেউ কেউ এমন আচরণ করে যেন তারা এই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে। এমনকি এই বিন্দু পর্যন্ত যে তাদের যদি পৃথিবীতে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তবে তারা দিনরাত্রির সীমাবদ্ধতার কারণে আরও বেশি জড়জগত সংগ্রহ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে সক্ষম হবে না। প্রত্যাশিত সময়ের আগে কতজন মারা গেছেন? আর কতজন এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করে?

প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বা আখেরাতের অন্য কোন পর্যায়ে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করবেন তা হল পরকালের জন্য তাদের প্রস্তুতিতে দেরি করার জন্য অনুশোচনা। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

"আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" কিন্তু আল্লাহ কখনই দেরী করবেন না কোন

আত্মা যখন তার সময় হয়ে যাবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তারা এমন একটি বাড়িতে বেশি সময় এবং সম্পদ উৎসর্গ করে যেখানে তারা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকার পরিকল্পনা করে এমন একটি বাড়ির তুলনায় অল্প সময়ের জন্য বাস করতে চলেছে। চিরন্তন পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ এটি।

মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই কাজ করা উচিত কিন্তু এটা জেনে রাখা উচিত যে মৃত্যু একজন ব্যক্তির কাছে এমন সময়ে আসে না, যে সময়, অবস্থা বা বয়স তাদের পরিচিত কিন্তু তা অবশ্যই আসবে। অতএব, এটির জন্য প্রস্তুতি এবং এটি যা ঘটায় তা এই পৃথিবীতে এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যা ঘটবে না।

বস্তুজগত - 42

সুনানে আবু দাউদ, 4297 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই এমন একটি দিন আসবে যখন অন্যান্য জাতি মুসলিম জাতিকে আক্রমণ করবে এবং যদিও তারা সংখ্যায় অনেক হবে। বিশ্বের কাছে তুচ্ছ মনে করা। মহান আল্লাহ অন্যান্য জাতির অন্তর থেকে মুসলমানদের ভয় দূর করবেন। বস্তুজগতের প্রতি মুসলিম জাতির ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি তাদের ঘৃণার কারণে এটি ঘটবে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তখনও সংখ্যায় কম ছিলেন, তারা সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিলেন যেখানে মুসলিমরা আজ সংখ্যায় অনেক বেশি, বিশ্বে তাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব নেই। এর কারণ এই যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন যাপন করেছেন, দুনিয়ার হালাল আনন্দ উপভোগের চেয়ে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করত।

অথচ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানই বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পাপের মূল হল জড় জগতের ভালবাসা। কারণ যে কোন পাপ সংঘটিত হয় তা ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে করা হয়। বস্তুগত জগতকে চারটি দিকে বিভক্ত করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের আত্মীয় এবং বন্ধু। এই জিনিসগুলির অত্যধিক সাধনা যা পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন ভাগ্যের প্রতি ভালবাসা

থেকে অবৈধ সম্পদ উপার্জন করা। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, সম্পদ ও কর্তৃত্বের প্রতি ভালোবাসা একজন ব্যক্তির ঈমানের জন্য যতটা ধ্বংসাত্মক, তার চেয়েও বেশি ধ্বংসকারী দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালকে ছেড়ে দিলে। যখনই মানুষ জড় জগতের এই দিকগুলোর আধিক্য অন্বেষণ করে তা সর্বদা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। যখন এটি ঘটে তখন মহান আল্লাহর রহমত দূর হয়ে যায় যা কষ্ট ছাড়া আর কিছুই করে না।

যদিও, কিছু মুসলিম বিশ্বাস করে যে বস্তুজগতের অতিরিক্ত জিনিসের অনুসরণ করা ক্ষতিকারক নয়, এটি এমন একটি বিষয় যা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হাদিসে সতর্ক করেছেন যেমন সহীহ বুখারি, 3158 নম্বরে পাওয়া যায়। সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি মুসলমানদের জন্য দারিদ্রকে ভয় পান না। তার আশঙ্কা ছিল যে, মুসলমানরা এই জড় জগতের আধিক্যের পেছনে ছুটবে, যেমন অতিরিক্ত সম্পদ, এবং এর ফলে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এই হাদীসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, এটাই ছিল অতীতের জাতিসমূহের আচরণ।

বস্তুগত জগত যেহেতু সীমিত, এটা স্পষ্ট যে, মানুষ যদি তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চায় তাহলে এর জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। এই প্রতিযোগিতা তাদের এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যা একজন প্রকৃত মুসলমানের চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যেমন অন্যদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা। তারা একে অপরের যত্ন নেওয়া বন্ধ করবে কারণ তারা জড়জগতকে সংগ্রহ এবং মজুদ করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। এবং তারা সহীহ বুখারি, 6011 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে প্রদত্ত উপদেশের বিরোধিতা করবে, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে মুসলমানদের উচিত একটি শরীরের মতো কাজ করা, যখন শরীরের কোনো অংশ অসুস্থ হয়, তখন শরীরের বাকি অংশ ব্যথায় অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতা একজন

মুসলিমকে অন্যদের জন্য ভালোবাসা বন্ধ করতে চালিত করবে যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে, যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য, কারণ তারা পার্থিব বিষয়ে তাদের সহ-মুসলিমদের ছাড়িয়ে যেতে চায়। এই প্রতিযোগিতায় অটল থাকা একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে বস্তুজগতের স্বার্থে ভালবাসবে, ঘৃণা করবে, দান করবে এবং আটকে রাখবে, যা সুনানে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। আবু দাউদ, সংখ্যা 4681। এই প্রতিযোগিতা সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং আজকের অনেক মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য। এই মনোভাব মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করতে বাধা দেবে। এর ফলে তারা মহান আল্লাহর সমর্থন হারাবে, যা তাদের শত্রুদের তাদের পরাভূত করার দরজা খুলে দেয়।

মুসলমানরা যদি একবার ইসলামের শক্তি ও প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই এই জড় জগতের আধিক্য অর্জন, উপভোগ এবং সঞ্চয় করার প্রচেষ্টার চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার প্রচেষ্টা এবং অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি একটি পৃথক স্তর থেকে ঘটতে হবে যতক্ষণ না এটি সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করে।

বস্তুজগত - 43

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পার্থিব সাফল্য খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ক্যারিয়ারে বিভক্ত হতে পারে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও পার্থিব সাফল্যের জন্য চেষ্টা করা এবং অর্জন করা বেআইনি নয়, তবে একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে পার্থিব সাফল্য মানুষকে পরীক্ষা হিসাবে দেওয়া হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, পার্থিব সাফল্য মঞ্জুর করার পরে যে চারটি পথ বেছে নিতে পারে তা নির্ধারণ করে যে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে কিনা। প্রথম পথটি হল পার্থিব সাফল্য, যেমন একটি ভাল কর্মজীবন লাভ করার পর, একজন মুসলিম তাদের কর্মজীবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং সবকিছুর উপরে তাদের কর্মজীবনে অগ্রগতিকে অগ্রাধিকার দেয়। তারা অর্থ উপার্জনের বিষয়ে কম বিরক্ত হয় এবং তাদের কর্মজীবনে অগ্রসর হওয়ার দিকে বেশি মনোনিবেশ করে। এই ধরনের ব্যক্তি সাধারণ, যেখানে তারা আনন্দের সাথে একটি কম বেতনের জন্য একটি উচ্চ বেতন ছেড়ে দেয় কারণ তাদের কর্মজীবনে অগ্রগতির আরও সুযোগ রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টা তাদের এই পৃথিবীতে শান্তি খুঁজে পেতে এবং বিচারের দিনের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

পার্থিব সাফল্য পাওয়ার পর দ্বিতীয় যে পথটি বেছে নিতে পারে তা হল আরও বেশি সম্পদ অর্জনের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলা, যেমন তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ

করা এবং আর্থিক সুযোগগুলিতে বিনিয়োগ করা। এই ব্যক্তিটি তাদের কর্মজীবনে অগ্রসর হওয়া এবং তাদের সম্পদ ব্যয় করার বিষয়ে কম বিরক্ত হয় তবে কেবলমাত্র আরও সম্পদ তৈরির বিষয়ে চিন্তা করে। তাদের উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টা তাদের মনের শান্তি অর্জন থেকে এবং কার্যত বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুত হতে বিভ্রান্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা।

পার্থিব সাফল্য লাভের পর তৃতীয় যে পথটি বেছে নিতে পারে তা হল যখন কেউ নিজের অর্জিত পার্থিব সাফল্য যেমন সম্পদ বা খ্যাতি উপভোগে মগ্ন হয়ে পড়ে। তারা পার্থিব সাফল্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিল এবং তাই তারা এটি উপভোগ করার অধিকারী বলে মনে করে। এই লোকেরা আরও সম্পদ অর্জন বা তাদের কর্মজীবনে অগ্রসর হওয়ার জন্য কম বিরক্ত হয় এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র নিজেদের উপভোগ করার বিষয়ে চিন্তা করে এবং তাই বিনোদন, মজা এবং গেমগুলিতে নিজেদের হারিয়ে ফেলে, যেমন ছুটিতে যাওয়া এবং পার্টিতে যোগ দেওয়া। তাদের উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টা তাদের মনের শান্তি অর্জন থেকে এবং কার্যত বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুত হতে বিভ্রান্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা।

এই তিনটি পথই একজন ব্যক্তিকে পার্থিব সাফল্য লাভের পরীক্ষায় ব্যর্থ করে দেয়, এমনকি যদি তারা বৈধ পথে চলেও, কারণ এই জিনিসগুলি তাদের পার্থিব সাফল্য মঞ্জুর করার কারণ ছিল না।

যখন তারা পার্থিব সাফল্য লাভ করে তখন চূড়ান্ত এবং সঠিক পথটি বেছে নিতে পারে যখন তারা সাফল্যকে ব্যবহার করে, যেমন সম্পদ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য, শান্তি। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। এর মাধ্যমে তারা তাদের পার্থিব সাফল্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং মানসিক ও শারীরিক শান্তি লাভ করে। তারা একটি আরামদায়ক জীবন যাপন করার জন্য তাদের পার্থিব সাফল্য ব্যবহার করার মধ্যে একটি ভাল ভারসাম্য অর্জন করে তবে অতিরিক্ততা, অপচয় এবং অযথা এড়াতে। এর অর্থ এই নয় যে কেউ পার্থিব সাফল্য উপভোগ করতে পারে না, তবে এর অর্থ হল পরিমিতভাবে এটি উপভোগ করার মধ্যেই সাফল্য নিহিত যাতে কেউ মানসিক প্রশান্তি লাভ করা থেকে বিভ্রান্ত না হয় এবং কার্যত বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুত হয়, যার মধ্যে পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিখে এবং আমল করে। পার্থিব সাফল্য লাভের পর আলোচিত প্রথম তিনটি পথের মধ্যে যে একটি বেছে নেয় তার পক্ষে এটি করা সম্ভব নয়।

বস্তুজগত - 44

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শেখা এবং আমল করা এড়াতে ক্লাসিক অজুহাত ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে লালন-পালন করার জন্য তাদের ব্যস্ততাকে একটি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করবেন যাতে ইসলামিক জ্ঞান শেখা এবং তার উপর কাজ করা এড়ানো যায়। যা কিছু মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে বাধা দেয়, যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের নেয়ামত ব্যবহার করা কিছুই নয়। কিন্তু তাদের জন্য শাস্তি ও অভিশাপ।

প্রথমত, একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিজের সাথে সৎ হতে হবে, কারণ নিজের সাথে মিথ্যা বলা তাদের উভয় জগতের মানসিক ও দেহের শান্তিতে বাধা দেয়। যদি একজন মুসলমানের কাছে চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখার সময় থাকে, তাহলে তাদের কাছে ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার সময় আছে।

দ্বিতীয়ত, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের দেওয়া প্রতিটি পার্থিব জিনিস তখনই আশীর্বাদে পরিণত হয় যখন তারা তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। তার উপর এর মধ্যে ইসলামিক জ্ঞান শেখা ও তার উপর আমল করা এবং আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা জড়িত। যদি এই পার্থিব বিষয়গুলি, যেমন

স্ত্রী, সন্তান বা কর্মজীবন কাউকে ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করতে বাধা দেয়, তবে তাদের জানা উচিত যে এই পার্থিব জিনিসগুলি তাদের জন্য অভিশাপ ও শাস্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের অলসতার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। এবং খারাপ মনোভাব।

ইসলামিক জ্ঞান শেখার ও আমল করার জন্য যেটুকু সময় আছে তা উৎসর্গ করা উচিত। মহান আল্লাহ তায়ালা আশা করেন না যে, মুসলমানরা পণ্ডিত হবেন, তবে তাদের অবশ্যই কিছু সময় দিতে হবে, যেটুকু সময় তারা পাবে ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং আমল করার জন্য, যাতে তারা ধীরে ধীরে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের আচরণ উন্নত করতে পারে। , যার মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত।

বস্তুজগত - 45

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। জিনিসের মূল্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য, একজনকে কখনই সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতামত গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ তারা প্রায়শই এটি ভুল করে। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক মিডিয়া এবং সংস্কৃতি শেখায় যে প্রচুর সম্পদ থাকা মূল্যবান। যদিও, সত্য হল অতিরিক্ত সম্পদ থাকা শুধুমাত্র মানসিক চাপের দিকে নিয়ে যায়, বিশেষ করে যখন এটি অপব্যবহার করা হয়।

জিনিসের মূল্য বিচার করার একটি চমৎকার উপায়, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইসলামের শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিছু স্থায়ী হয় কি না তা পর্যবেক্ষণ করা। সমস্ত জিনিস যার প্রকৃত মূল্য আছে, যেমন মনের শান্তি এবং ভাল কাজগুলি সহ্য করে। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি একটি ধার্মিক কাজ করেছে, যেমন পবিত্র তীর্থযাত্রার বছর আগে তারা এখনও মনের শান্তি অনুভব করবে যখনই তারা এটি নিয়ে চিন্তা করে। মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে প্রদত্ত মানসিক প্রশান্তি হল এমন একটি জিনিস যা ধৈর্য্য ধারণ করে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। যেখানে, যে জিনিসের বাস্তব মূল্য নেই সেগুলি কখনই সহ্য করে না, যেমন মজা এবং বিনোদন। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ একটি মুভি দেখা শেষ করে, তখন তারা পরবর্তী জিনিসটি দেখার জন্য খুঁজতে শুরু করে, কারণ মুভিটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারা যে মজাটি অনুভব করেছিল তা অদৃশ্য হয়ে যায়। অবসরে ছুটিতে যাওয়া একই রকম। যখন কেউ ছুটি থেকে ফিরে আসে, তারা প্রায়শই পরবর্তীটির পরিকল্পনা শুরু করে, কারণ ছুটিতে তারা যে মজাটি উপভোগ করেছিল তা তারা বাড়ি ফিরে যাওয়ার মুহুর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। বন্ধু থাকা আরেকটি ক্লাসিক উদাহরণ। অনেক মানুষ বন্ধুত্বের জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করে যদিও সেই বন্ধুত্ব

যা পৃথিবীতে প্রোথিত হয় সময়ের সাথে সাথে প্রায়শই ম্লান হয়ে যায়। সেরা বন্ধুরা অচেনা হয়ে যায়।

জিনিসগুলি সহ্য করে কি না সে অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করা তাই কোনটির প্রকৃত মূল্য আছে এবং কোনটি নেই তা বিচার করার একটি চমৎকার উপায়। এটি থেকে কেউ শিখতে পারে যে তাদের কোথায় তাদের প্রচেষ্টা এবং সম্পদ উৎসর্গ করা উচিত। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 96:

"তোমার যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী..."

বস্তুজগত - 46

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যদি কেউ মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে তবে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে যে মনের শান্তি এবং সাফল্য খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব, পরিবার, বন্ধুবান্ধব বা কারও পেশার সাথে জড়িত নয়। এটি সুস্পষ্ট, কারণ এই জিনিসগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি অধিকারী ব্যক্তিরা অন্য কারও তুলনায় বেশি মানসিক এবং মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেমন উদ্বেগ, বিষণ্নতা, চাপ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা এবং তারা মাদক ও অ্যালকোহলে সবচেয়ে বেশি আসক্ত। যেহেতু মহান আল্লাহ, একা, মানুষের হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, যা মনের শান্তির কেন্দ্র, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে। এটি পাওয়ার জন্য একমাত্র শর্ত হল আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা, যে আশীর্বাদগুলি তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে তা ব্যবহার করার মাধ্যমে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়- আমরা অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করব..."

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এই আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ থেকে বিরত থাকবে, যদিও তার পায়ের কাছে দুনিয়া থাকে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ্] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

কিন্তু এই আলোচনার মূল বিষয় হল আরও কিছু বোঝা। যেহেতু মনের শান্তি এবং সাফল্য পার্থিব জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যেমন সম্পদের সাথে, এর অর্থ এই নয় যে এই জড় জগতকে পরিত্যাগ করা উচিত এবং মহান আল্লাহ তায়ালা যে সুযোগগুলি দিয়েছেন, যেমন নিজেকে শিক্ষিত করার সুযোগ। ইসলাম ভারসাম্যের ধর্ম এবং এক্ষেত্রেও ভারসাম্য সর্বোত্তম। একজন মুসলমানের উচিত তাদের দেওয়া বৈধ সুযোগগুলিকে ব্যবহার করা, যাতে তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করতে বাধা দেয় না। উদাহরণ স্বরূপ, শিক্ষা ত্যাগ করা উচিত নয় এবং একটি ভাল ও বৈধ চাকরির পেছনে ছুটে যাওয়া উচিত নয় কারণ তাদের সাথে শান্তি ও সাফল্য নিহিত নয়। একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে পার্থিব সাফল্য নিজেই খারাপ নয়, এটি কীভাবে ব্যবহার করা হয় তার উপর নির্ভর করে এটি খারাপ বা ভাল হয়ে যায়। অতএব, একজনকে পার্থিব সাফল্য লাভের জন্য তাদের দেওয়া ভাল এবং বৈধ পার্থিব সুযোগগুলিকে ব্যবহার করা উচিত যাতে তারা তাদের

সৎ কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে এবং সমাজে কল্যাণ ছড়িয়ে দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি একজন ডাক্তার হওয়ার মতো একটি ভাল চাকরি পান, তার উচিত তাদের বেতন এবং সামাজিক প্রভাব এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে মহান আল্লাহকে খুশি করা হয়। তারা তাদের কাজের পরিমাণ কমাতে পারে, কারণ তাদের উচ্চ বেতন তাদের খরচ এবং আর্থিক দায়িত্বগুলিকে সহজেই কভার করে, যাতে তারা ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার জন্য আরও বেশি সময় দিতে পারে এবং উপকারী প্রকল্পগুলিতে অংশ নেওয়ার জন্য আরও বেশি সময় উৎসর্গ করতে পারে। এই সমস্ত জিনিসই মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি করবে, সৎকাজ করা এবং সমাজে কল্যাণের প্রসার ঘটাবে। এই সমস্ত কিছু করা কঠিন বা অসম্ভব যখন কেউ পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে না যখন একজন ভাল চাকরি পায়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক সাহাবী তাদের কাছে যে ভালো পার্থিব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, যেমন একটি শহরের গভর্নর হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেননি। তারা এই পার্থিব সাফল্যকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করেছে এবং তাই উভয় জগতে তাদের মানসিক শান্তি ও সাফল্য বৃদ্ধি করেছে।

উপসংহারে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা। উভয় জগতে তাদের শান্তি ও সাফল্য বৃদ্ধির জন্য এই আনুগত্য বজায় রেখে তাদের দেওয়া ভাল পার্থিব সুযোগগুলি ব্যবহার করা উচিত এবং তাদের পার্থিব সাফল্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়, যদি না তারা সত্যই বিশ্বাস করে যে তারা তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ।

জ্ঞান- ১

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

এটি একটি ভৌত পথ নির্দেশ করে যে কেউ জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন বক্তৃতা এবং ক্লাসে অংশ নেওয়া এবং এমন একটি পথ যেখানে কেউ শারীরিক ভ্রমণ ছাড়াই জ্ঞানের সন্ধান করে। এটি জ্ঞানের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন জ্ঞান সম্পর্কে শোনা, পড়া, অধ্যয়ন করা এবং লেখা। জান্নাতে যাওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা একজন মুসলিমকে সেখানে পৌঁছাতে বাধা দেয়। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছতে পারবে, যার কাছে এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে এবং কীভাবে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। উপরন্তু, এটি সহজেই বোঝা যায় যে একজন ব্যক্তি এই বিশ্বের একটি শহরে তার অবস্থান এবং এটির দিকে নিয়ে যাওয়া পথ না জেনে পৌঁছাতে পারে না। অনুরূপভাবে জান্নাত লাভ করা যায় না এ বিষয়গুলো সম্পর্কে না জেনে যেমন তার দিকে নিয়ে যাওয়া পথ। উল্লিখিত জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে উপকারী পার্থিব জ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান, কারণ আগেরটি প্রায়শই একজনকে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বাধ্য থাকতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি একটি বৈধ পেশা অর্জনের জন্য দরকারী পার্থিব জ্ঞান অন্বেষণ করে, সে হারাম সম্পদ উপার্জন এড়াতে সহজ হবে। এই মনোভাব তাদের জান্নাতের দিকে যাত্রায় সাহায্য করবে।

উপরন্তু, জান্নাতের পথ কেবল তারাই ভ্রমণ করে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়া। ধার্মিকতার মূল তাই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধুমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

কিন্তু লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, একজন মুসলিমের জ্ঞান অন্বেষণ এবং তার উপর কাজ করার উদ্দেশ্য হতে হবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। যে ব্যক্তি জাগতিক কারণে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন প্রদর্শনের জন্য, তাকে জাহান্নামের সতর্ক করা হয়েছে, যদি তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার নেই। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে পূর্ণ এলাকায় অবস্থান করে। এই কারণেই জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার মহান আল্লাহর প্রতি কারো আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি

করবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা এমন গাধার মত যা বই বহন করে যা উপকারী নয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...অতঃপর এটি গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মসজিদে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে এবং তেলাওয়াত করে এমন একদল মুসলিম দ্বারা প্রাপ্ত আশীর্বাদ। যথা, তাদের উপর প্রশান্তি ও রহমত অবতীর্ণ হবে, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে থাকবে এবং মহান আল্লাহ তাদের স্বর্গীয় ফেরেশতাদের কাছে উল্লেখ করবেন।

এটি পবিত্র কুরআন শেখার ও অধ্যয়নের ফজিলত নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 5027 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে পবিত্র কুরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মধ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করা অন্তর্ভুক্ত। মানুষের এই দলটি এতই বিশেষ যে, মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করবেন যে তাদের সাথে অনিচ্ছাকৃতভাবে যোগ দেয়। এটি সহীহ বুখারি, 6408 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে যারা নিয়মিত এই কাজটি করে তারা তাদের দিনব্যাপী পূর্বে উল্লেখিত প্রশান্তি এবং মহান আল্লাহর রহমত দান করবে। যে কেউ এই আশীর্বাদগুলি পাবে সে তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য পাবে এবং যখন তারা কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হবে তখন এই উপহারগুলি তাদের নিরাপদে এর মাধ্যমে পরিচালনা করবে।

আশা করা যায় যে এই পৃথিবীতে যারা ফেরেশতাদের সঙ্গ পাবে তাদের মৃত্যুর সময় এবং পরকালে তাদের সঙ্গ দেওয়া হবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 31:

"আমরা [ফেরেশতারা] পার্থিব জীবনে আপনার মিত্র ছিলাম এবং আখিরাতেও..."

জ্ঞান - 2

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান, তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালো কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত, এই হাদিসটি এটাকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামি জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই প্রকৃত স্থায়ী মঙ্গল রয়েছে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল দরকারী পার্থিব জ্ঞান যার মাধ্যমে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানে ভাল মিথ্যা তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কতজন মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য শুধুমাত্র ন্যূনতম ইসলামী জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা তাদের প্রচেষ্টাকে জাগতিক জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে, সেখানে সত্যিকারের ভালো পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের কেবলমাত্র মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান

আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন।

একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে, ইসলামিক জ্ঞান শুধুমাত্র ব্যাখ্যা করে কিভাবে আচার-অনুষ্ঠান করতে হবে এবং কোনটি হারাম ও বৈধ। বাস্তবে, এটি মানুষকে শেখায় কীভাবে সঠিক মনোভাব এবং আচরণ গ্রহণ করতে হয় যাতে তারা তাদের দেওয়া সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে যাতে তারা উভয় জগতে নিজেদের এবং অন্যদের উপকার করতে পারে যার ফলে উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করা যায়। একমাত্র যিনি মানবজাতিকে এই শিক্ষা দিতে পারেন তিনিই যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছু জানেন, অর্থাৎ মহান আল্লাহ। অতএব, ধর্মীয় জ্ঞানের চেয়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জন ও আমল করাকে প্রাধান্য দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন ও আমল করার জন্য সংগ্রাম করবে। এর ফলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

জ্ঞান - 3

সহীহ মুসলিম, 3257 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন, কারণ এটি অতীতের জাতিগুলির ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করেছিল। বরং মুসলমানদের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যা আদেশ করা হয়েছে তা করা এবং যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকা।

মুসলিমদের এই মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত নয় কারণ যাদের অনেক বেশি প্রশ্ন করার অভ্যাস আছে তারা প্রায়শই তাদের দায়িত্ব পালনে এবং উপকারী জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা কম গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনও কখনও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং গবেষণা করতে ব্যস্ত থাকে। এই মানসিকতা একজন ব্যক্তিকে এই ধরণের বিষয় নিয়ে তর্ক করতে এবং বিতর্ক করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, এই মনোভাব আজ মুসলমানদের মধ্যে বেশ বিস্তৃত, কারণ তারা প্রায়শই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ না করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের প্রতি মনোনিবেশ না করে বাধ্যতামূলক এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে, সঠিকভাবে, অর্থ, তাদের সম্পূর্ণ শিষ্টাচার এবং শর্তাবলীর সাথে তাদের পূরণ করা।

একজন মুসলিমের উচিত সেই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করা এবং জিজ্ঞাসা করা যা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় তারা এই হাদিসে উল্লেখিত লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং তাদের

নিজেদের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলবে। কারও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা হয় যে কিছু শেখার ফলে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে কিনা। যদি তা না হয়, তবে তাদের এই জ্ঞানের টুকরো গবেষণা এবং শেখার জন্য তাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। একজনের পার্থিব জীবনের ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা হয় যে কিছু শেখা একজনকে তাদের পার্থিব দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবে কিনা, যেমন কর্মক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য। যদি তা না হয়, তবে তাদের এই জ্ঞানের টুকরো গবেষণা এবং শেখার জন্য তাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

পরিশেষে, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মূল হাদীসে উল্লিখিত মানসিকতা থেকে দূরে থাকবে, বিশেষ করে, যখন তারা ইসলামী শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করবে, কারণ একজন ব্যক্তি সহজেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার উপায় হতে পারে। ইসলামের উপর একাডেমিক অধ্যয়ন যা তাদের জীবন ও আচরণের উপর কোন ব্যবহারিক প্রভাব ফেলে না। শেষোক্ত মনোভাব সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন কেউ গবেষণা ও জ্ঞানের বিষয়ে অধ্যবসায় বজায় রাখে যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না। এটিকে সহজেই এমন জ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত করা যায় যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেননি বা যা হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীসে আলোচনা করেননি। নির্দেশনার এই দুটি উত্সে আলোচনা করা হয়নি এমন সমস্ত ধর্মীয় জ্ঞান অপ্রাসঙ্গিক এবং তাই উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্যের দিকে পরিচালিত করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলে এই দুই সূত্রে হেদায়েত নিয়ে আলোচনা করা যেত। অতএব, নির্দেশের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত যে কোনো ধর্মীয় জ্ঞান প্রাসঙ্গিক এবং অবশ্যই গবেষণা ও কাজ করতে হবে, অন্য সব ধর্মীয় জ্ঞান এড়িয়ে চলতে হবে।

জ্ঞান - 4

সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি আলেমদের দেখানোর জন্য, অন্যের সাথে তর্ক করার জন্য বা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। জাহান্নামে

যদিও, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সমস্ত কল্যাণের ভিত্তি হল জ্ঞান, মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে জ্ঞান তখনই তাদের উপকার করবে যখন তারা প্রথমে তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করবে। অর্থ, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে। অন্য সব কারণ শুধুমাত্র পুরস্কার এবং এমনকি শাস্তির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে যদি একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়।

বাস্তবে জ্ঞান হলো বৃষ্টির পানির মতো যা বিভিন্ন ধরনের গাছে পড়ে। কিছু গাছ অন্যদের উপকার করার জন্য এই জল দ্বারা বেড়ে ওঠে, যেমন একটি ফল গাছ। অন্যদিকে, অন্যান্য গাছ এই জল দ্বারা বেড়ে ওঠে এবং অন্যদের জন্য উপদ্রব হয়ে ওঠে। যদিও, বৃষ্টির জল উভয় ক্ষেত্রেই একই তবে ফলাফলগুলি খুব আলাদা। একইভাবে, ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জন্য একই, কিন্তু যদি কেউ ভুল উদ্দেশ্য অবলম্বন করে তবে তা তাদের ধ্বংসের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীতভাবে, যদি কেউ সঠিক নিয়ত গ্রহণ করে তবে তা তাদের পরিত্রাণের উপায় হয়ে দাঁড়াবে।

তাই মুসলমানদের উচিত সকল বিষয়ে তাদের অভিপ্রায় সংশোধন করা, কারণ তাদের এ বিষয়ে বিচার করা হবে। এটি সহীহ বুখারি, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন একজন আলেম যিনি শুধুমাত্র অন্যদের দেখানোর জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৪৯২৩ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজনকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার সাথে তাদের ভাল উদ্দেশ্যকে সংযুক্ত করতে হবে, কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞান উপকারী জ্ঞান নয়, এটি কেবল তথ্য। নিজের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া একজন ডাক্তারের মতো যে মানুষের চিকিৎসা করার জন্য তাদের ওষুধের জ্ঞান বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। একইভাবে তারা নিজের বা অন্যদের উপকারে আসে না, ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী এবং তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ একজন মুসলমানও না। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তিকে একটি গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে যে জ্ঞানের বই বহন করে। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...অতঃপর এটি গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

উপরন্তু, যে ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া জ্ঞান গোপন করবে বিচারের দিন তাকে আগুনে লাগাতে হবে। জামি আত তিরমিযী, 2649 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের উপকারী জ্ঞান

অন্যদের সাথে শেয়ার করতে হবে। এটা নিছক বোকামি, কারণ এটি এমন একটি সৎ কাজ যা একজন মুসলমানের মৃত্যুর পরেও উপকৃত হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 241 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল তারা ইতিহাস ভুলে গিয়েছিল কিন্তু যারা তা অন্যদের সাথে শেয়ার করেছিল তারা মানবজাতির আলেম ও শিক্ষক হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

অবশেষে, জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য বিতর্কে অন্যদের পরাজিত করা নয়। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল অন্যদের কাছে সঠিকভাবে দৃঢ় প্রমাণ সহ সত্য উপস্থাপন করা। তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে মানুষকে সত্য মেনে নিতে বাধ্য করার দায়িত্ব তাদের অর্পণ করা হয়নি। এই মনোভাব মানুষকে সত্য থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। বরং তর্ক-বিতর্ক না করে মানুষকে সত্য ব্যাখ্যা করা উচিত এবং নিজেরাই কাজ করে এই সত্যটি দেখানো উচিত। ধার্মিক পূর্বসূরিরা এভাবেই আচরণ করতেন এবং অন্যদেরকে সত্যের দিকে নিয়ে যেতে এই পদ্ধতি অনেক বেশি কার্যকর।

জ্ঞান - 5

সুনানে ইবনে মাজাহ, 219 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শেখা স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 100 চক্রের চেয়ে উত্তম। এবং ইসলামিক জ্ঞানের একটি বিষয় শেখা, এমনকি যদি কেউ এটির উপর আমল না করে, স্বেচ্ছায় নামাজের 1000 চক্রের চেয়ে উত্তম।

একটি শ্লোক শেখার মধ্যে অধ্যয়ন করা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একজনের জীবনে এর শিক্ষাগুলিকে কার্যত বাস্তবায়ন করা। এবং এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান তখনই এই পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা যে জ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখেছে তার উপর কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে এবং সুযোগটি উপস্থিত হলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। শুধুমাত্র যখন কেউ তাদের ইসলামিক জ্ঞানের বিষয়ের উপর আমল করার সুযোগ পায় না তখন তারা 1000 সাইকেল নামায পড়ার সওয়াব লাভ করবে, যদিও তারা বাস্তবে এর উপর আমল না করে। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করে বিচার ও পুরস্কার দেন এবং তাই সুযোগ পেলে যারা আন্তরিকভাবে কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিস দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে অনেক উন্নত। এর কারণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান আরবি ভাষা বোঝে না এবং তাই তারা মহান আল্লাহর

উপাসনা করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তা বোঝে না বলে ইতিবাচক উপায়ে আল্লাহর প্রতি তাদের আচরণ ও আনুগত্য উন্নত করার সম্ভাবনা কম। যদিও, জ্ঞানের উপর শেখা এবং অভিনয় করা একজনকে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই কারণেই কিছু মুসলমান স্বেচ্ছায় ইবাদত করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করে, তবুও আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তাদের আচরণ সামান্যতম উন্নতি করে না। এটি এখন পর্যন্ত কর্মের সেরা কোর্স নয়।

উপরন্তু, কেউ তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে মহান আল্লাহর ইবাদত বা আনুগত্য করতে পারে না এবং জ্ঞান ছাড়া মানুষের অধিকার সঠিকভাবে পূরণ করতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তি না বুঝেই পাপ করবে, কারণ তারা জানে না কোন কাজগুলোকে পাপ বলে গণ্য করা হয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি প্রায়শই তাদের পূর্ণ শর্ত এবং শিষ্টাচারের সাথে ভাল কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তাই তাদের অনেক স্বেচ্ছাসেবী ইবাদত ঘাটতি হবে। অথচ জ্ঞানীরা হয়ত কম ভালো কাজ করবে কিন্তু তারা সেগুলো সঠিকভাবে করবে যাতে অজ্ঞ ইবাদতকারীর চেয়ে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

জ্ঞান - 6

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 2520 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তারা তাদের দরকারী জ্ঞানের উপর কাজ করে। জ্ঞান তখনই উপকারী যখন কেউ এর উপর কাজ করে, অন্যথায় এটি এমন কিছু যা বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। নিজের জ্ঞানের উপর কাজ না করা এবং সাফল্য লাভের আশা করা সেই ব্যক্তির মতো বোকামি যার কাছে তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যের মানচিত্র রয়েছে তবুও এটি ব্যবহার করে না এবং এখনও নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর আশা করে। জ্ঞানের উভয় দিক পূরণ করা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক। প্রথমটি হল এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে লাভ করা এবং দ্বিতীয়টি হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে এর উপর আমল করা। একজন মুসলিমকে জান্নাতের পথ খুঁজে বের করতে হবে এবং সেখানে পৌঁছানোর জন্যে নেমে যেতে হবে।

জ্ঞান - 7

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়েছেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে তাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে। এটি করা জরুরী কারণ নিজের জ্ঞানকে উপেক্ষা করা এবং এর বিপরীত কাজ করা বড় অজ্ঞতার লক্ষণ। এই ধরনের জ্ঞান মোটেই উপকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল বিচার দিবসে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। জ্ঞান তখনই উপযোগী যখন এটি সঠিকভাবে কাজ করা হয়, ঠিক যেমন একটি মানচিত্র শুধুমাত্র কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যায় যখন এটি ব্যবহার করা হয়। জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া কাউকে জান্নাতের পথে নামিয়ে দেবে না, এটি তাদের কেবল অন্ধকারে ফেলে দেবে; বিভ্রান্ত এবং হারিয়ে গেছে।

জ্ঞান - 8

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। একটি পরিবারের প্রবীণরা, বিশেষ করে পিতামাতারা প্রায়শই এমন একটি বিবৃতি ব্যবহার করেন যা তারা বিশ্বাস করে যে তাদের সঠিক নির্দেশনা নির্দেশ করে, যেমন বড়রা ভাল জানেন। সত্যি কথা বলতে, এই বক্তব্যটি ধার্মিক পূর্বসূরিদের দিনে সত্য ছিল কারণ তখনকার প্রবীণরা উপকারী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করতে চেষ্টা করতেন। তারা তাদের নিজস্ব মতামত ও চিন্তাধারাকে একপাশে রেখে পবিত্র কুরআনের উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ দান করেছিলেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অতএব, এই বিবৃতিটি তাদের জন্য প্রযোজ্য এবং সেই সময়ের যুবকরা উপকৃত হয়েছিল যদি তারা এই বুজুর্গদের পরামর্শে কাজ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সময় বদলেছে। এই দিন এবং যুগে বেশিরভাগ প্রবীণরা উপকারী জ্ঞানের সন্ধান করে না বা তার উপর কাজ করে না, বরং বেশিরভাগই তাদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর কাজ করে যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি নেই। তারা উপকারী জ্ঞান থেকে পলায়ন করে এবং তৈরি করা সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে এই শিক্ষাগুলিতে খুব সন্তুষ্ট। এই অজ্ঞতার কারণে প্রবীণরা এখন কখনো সঠিক আবার কখনো ভুল। অতএব, বিবৃতি প্রবীণরা ভাল জানেন আর প্রযোজ্য নয়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানকে তাদের প্রবীণদের উপেক্ষা করা বা অসম্মান করা উচিত কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। এর পরিবর্তে তাদের উচিত সঠিক উপকারী জ্ঞান অর্জনের জন্য চেষ্টা করা, তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সহ অন্যদের পরামর্শ শোনা এবং তারপর এমন একটি পছন্দ করা যা তাদের সমস্ত বিষয়ে ইসলাম নির্দেশ করে যদিও তা অন্যদের মতামতের বিপরীত হয়। একজন মুসলমানের উচিত তাদের গুরুজনদের অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নয় কারণ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 116:

"আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা অনুমান ব্যতীত অনুসরণ করে না এবং তারা ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া কিছুই নয়।"

অন্যদের বিশেষ করে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে এটি করা সম্ভব। মুসলমানরা যদি এটা করে তাহলে হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন এই বক্তব্য আবার সত্য হবে।

জ্ঞান - 9

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই মহান আল্লাহ থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বোধ করার বিষয়ে অভিযোগ করে, যদিও তারা ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দেয় এবং ধর্মীয় বক্তৃতা শোনে। এর একটি প্রধান কারণ হল তারা ভুল মনোভাব গ্রহণ করেছে যা ধার্মিক পূর্বসূরিদের মনোভাবের সাথে সাংঘর্ষিক। তারা বৈধ বিনোদনের জন্য এসব কাজে অংশ নেয়। তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়ানোর জন্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার জন্য উপকারী জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে না, যা মহান আল্লাহর নৈকট্যের দিকে নিয়ে যায়। এটি ছিল সৎ পূর্বসূরিদের মনোভাব যারা তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর নৈকট্য কামনা করতেন। কেউ সঠিক মনোভাব নিয়ে কাজ করছে কিনা তা নির্ধারণ করার একটি ভাল উপায় হল কার্যকলাপে অংশ নেওয়ার পরে নিজেকে মূল্যায়ন করা। যদি তারা দরকারী জ্ঞান অর্জন করে বা দরকারী জ্ঞানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা তাদের মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে অনুপ্রাণিত করে, তবে এটি কার্যকর। যদি তা না হয় তাহলে হয় ধর্মীয় সমাবেশ বা বক্তৃতার দোষ আছে বা শ্রোতার উদ্দেশ্যের দোষ আছে। কোনভাবেই তারা ধর্মীয় সমাবেশ বা বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য পূরণ করেনি। একজন মুসলমানের এমন জমায়েত এবং বক্তৃতাগুলি এড়িয়ে চলা উচিত যা বিনোদনের উপর বেশি মনোনিবেশ করে যেমন গল্প বলা যা ভিড়কে মুগ্ধ করতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে কোন উপকারী শিক্ষা নেই। সঠিক নিয়তে সঠিক মজলিসে যোগদানের মাধ্যমেই একজন মুসলিম মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। অন্যথায় তারা কেবল বিনোদনের সমাবেশে অংশ নিচ্ছে যা তাদের চরিত্রের উন্নতি করবে না এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্য বৃদ্ধি করবে না।

জ্ঞান - 10

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের পার্থিব জ্ঞান যতই থাকুক না কেন তাদের ধর্মীয় জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। যদিও, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে দরকারী পার্থিব জ্ঞান অর্জন প্রশংসনীয় কারণ এটি একজনের জন্য তাদের নিজের এবং তাদের নির্ভরশীলদের জন্য এখনও বৈধ বিধান পাওয়ার একটি দুর্দান্ত উপায়, তবুও তাদের ধর্মীয় জীবনের মাধ্যমে নিরাপদে পরিচালিত করার জন্য এটি যথেষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পার্থিব জ্ঞান কাউকে শেখায় না যে কীভাবে নিরাপদে কোনো অসুবিধা বা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এমনভাবে যাত্রা করতে হয় যা মহান আল্লাহকে খুশি করে, যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার লাভ করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাধ্যতামূলক কর্তব্য ও ঐতিহ্য, শুধুমাত্র পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী একজন মুসলিম দ্বারা আমল করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মীয় জ্ঞান একজনকে উভয় জগতে সফলতার দিকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে যেখানে পার্থিব জ্ঞান শুধুমাত্র এই পৃথিবীতে কাউকে সাহায্য করবে। যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলবে, যার ফলশ্রুতিতে এমন বরকত ও অনুগ্রহ আসবে যে তারা উভয় জগতেই সফলতা পাবে। অথচ জাগতিক জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শক তথা ধার্মিক পূর্বসূরিদের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ না করে ধর্মে তাদের নিজস্ব পথ নির্ণয় করতে অনুপ্রাণিত করবে। ধর্ম নিজের পথ তৈরি করা নয়, কেবল ইসলামি শিক্ষা মেনে চলা।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী তারা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করেন না যা শুধুমাত্র উভয় জগতে তাদের সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে। অতএব, মুসলমানদের উচিত উভয় জগতের সফলতা কামনা করলে ধর্মীয় ও উপকারী পার্থিব জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার চেষ্টা করা। এই কারণেই সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য।

জ্ঞান - 11

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যদিও সময়ের সাথে সাথে ইসলামী পন্ডিত, প্রভাষক এবং ইসলামী শিক্ষার উপাদানের পরিমাণ বাড়লেও মুসলমানদের শক্তি কমেছে। এই জন্য অনেক কারণ আছে. এর একটি প্রধান কারণ হল, অনেক আলেম অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার সময় সঠিক নিয়ত অবলম্বন করেননি। শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শিক্ষা দিয়ে নেককার পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, তারা জনপ্রিয়তা এবং পার্থিব জিনিস লাভের মতো অন্যান্য কারণে শিক্ষা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা প্রায়শই সমাবেশ এবং ইভেন্টগুলির স্পটলাইটে থাকার চেষ্টা করে এবং এমন একটি আসন নিয়ে সন্তুষ্ট হয় না যা একদিকে তারা পরিবর্তে একটি কেন্দ্রীয় আসন চায়। যখন তাদের অভিপ্রায় এইরূপ হয়, মহান আল্লাহ তাদের বক্তৃতার ইতিবাচক প্রভাব দূর করে দেন এবং তাই তাদের শ্রোতাদের উপর তাদের ইতিবাচক প্রভাব কম থাকে।

আরেকটি কারণ হল শ্রোতাদের উদ্দেশ্য সঠিক নয়। তারা বক্তৃতাগুলিতে অংশ নেয় না আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তিত হয় তার পরিবর্তে অনেকে শুধুমাত্র একটি সঙ্গীত কনসার্টের মতো আধ্যাত্মিক উচ্চতার সন্ধানে বক্তৃতা দেয়। তারা সংস্কার নয় বিনোদন চায়। তারা দাবি করে নিজেদের খুশি করে যে তারা এখনও অনেক ইভেন্ট এবং সমাবেশে যোগ দিয়ে ইসলামী শিক্ষার উপর কাজ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে, কারণ তাদের মনোভাবের কারণে তারা যে পাঠ শুনেছে তার উপর কাজ করে তারা ভালভাবে পরিবর্তিত হয় না। তারা বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র শ্রবণই মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এবং সফল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই কারণেই কেউ কেউ কয়েক দশক ধরে বক্তৃতা দেয় তবুও উন্নতির জন্য মোটেও পরিবর্তন হয় না।

অবশেষে, অনেক আলেম যা প্রচার করেন তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হন। উদাহরণস্বরূপ, তারা অন্যদেরকে একত্রিত হতে শেখায় তবুও তারা অন্যান্য পণ্ডিতদের থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অন্যান্য পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠানকে ভালোভাবে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা ভয় করে যে তারা যদি তা করে তবে তারা ভুলে যাবে। তারা অন্যদেরকে বস্তুগত জগত থেকে দূরে সরে যেতে উপদেশ দেয়, তারাই সবচেয়ে বেশি এতে মগ্ন থাকে। যদিও, তারা তাদের অন্তরে বিচ্ছিন্ন বলে দাবি করে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সত্য নয়, তবুও তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে, যিনি বাহ্যিকভাবে এই পৃথিবী থেকে সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এবং অভ্যন্তরীণভাবে। এক কথা বলে অন্য কাজ না করে তাদের বাস্তব উদাহরণ দেখানো উচিত ছিল। এর ফলে তাদের শিক্ষা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

জ্ঞান - 12

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। কিছু লোক তাদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পরেই কীভাবে সাফল্য অর্জন করে সে সম্পর্কে এটি প্রতিবেদন করেছে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে উভয় জগতে প্রকৃত সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের যা দরকার তা হল তাদের সামর্থ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামের সরল শিক্ষাগুলো শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করা। এটি একজন অ-পণ্ডিত দ্বারা সহজেই অর্জন করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াত বুঝে ও আমল করার মাধ্যমে শুরু করতে পারে যা তাদের চিরন্তন সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে। প্রথমটি হল তালাকের অধ্যায় 65, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

এই আয়াত অনুসারে একজন মুসলমানকে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা ও সাফল্যের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা ফলস্বরূপ উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পরবর্তী আয়াতটি আল বাকারাহ 216 নম্বর অধ্যায়ে পাওয়া যায়:

"... কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই আয়াতটি একজন মুসলিমকে তাদের জীবনে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে প্রতিটি পরিস্থিতির পেছনে অনেক উপকারী জ্ঞান রয়েছে যা তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান নয়। কেউ তাদের নিজের জীবনের মধ্যে অনেক উদাহরণ খুঁজে পেতে পারে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল কিন্তু এটি খারাপ এবং এর বিপরীতে পরিণত হয়। অতএব, তাদের উচিত ধৈর্য সহকারে প্রতিটি অসুবিধা সহ্য করা, অভিযোগ এড়ানো এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখা, পরিস্থিতি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে, যদিও তারা তাদের পিছনের প্রজ্ঞাগুলি লক্ষ্য না করে।

চূড়ান্ত আয়াতটি আল বাকারাহ 286 নম্বর অধ্যায়ে পাওয়া যায়:

" আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত তার উপর ভার দেন না..."

এই আয়াতটি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের কোন অসুবিধা বা বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে না তা সহ্য করার বা পূরণ করার শক্তির বাইরে নয়। এই উপলব্ধি অধৈর্যতা দূর করে এবং অসুবিধার সম্মুখীন হলে হতাশা দূর করে এবং অলসতা কাটিয়ে উঠতে এবং আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য পালনের শক্তি দিয়ে অনুপ্রাণিত করে।

ইসলাম সহজ অথচ সুদূরপ্রসারী পাঠ শেখায় যা মুসলমানদের অবশ্যই অধ্যয়ন ও আমল করতে হবে। কিন্তু এই পাঠগুলির জন্য একজনকে সফল ফলাফল অর্জনের জন্য একজন পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না, অনেক পার্থিব জিনিসের বিপরীতে যার জন্য একজন ব্যক্তিকে সফলতা পাওয়ার আগে একজন বিশেষজ্ঞ হতে হয়।

জ্ঞান - 13

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। তথ্য ও জ্ঞানের আদান-প্রদান কত বছর ধরে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বেড়েছে তা নিয়ে প্রতিবেদন করা হয়েছে।

যদিও, সময়ের সাথে সাথে প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তথ্য অ্যাক্সেস করা সহজ হয়েছে, তবুও মুসলমানদের শক্তি কেবল দুর্বল হয়েছে। এর একটি কারণ হল যে অনেক মুসলিম এমন একটি মানসিকতা গ্রহণ করেছে যা তাদের ইসলামিক জ্ঞান শেখার ও তার উপর আমল করতে বাধাগ্রস্ত করেছে। তারা বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান শোনাই সফল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এটি শয়তানের একটি ফাঁদ এবং এটি সাহাবায়ে কেরামের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি এবং সৎ পূর্বসূরিদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা শুধু ধর্মীয় জ্ঞানই শোনেননি বরং তারা যে জ্ঞান শুনেছেন তার উপর আমল করার মাধ্যমে তারা এই অভিপ্রায়কে পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। এভাবে কাজ না করার ফলে মুসলমানদের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই কারণেই কিছু মুসলিম কয়েক দশক ধরে ধর্মীয় সমাবেশে এবং আলোচনায় যোগদান করেছে, তবুও এর উন্নতি হয়নি। এই মনোভাবের বিপদ হল যে শেষ পর্যন্ত লোকেরা এই বিশ্বাস করে নীচে নেমে যাবে যে তারা ধর্মীয় শিক্ষা শোনা বা আমল করার প্রয়োজন ছাড়াই কেবল তাদের জিহ্বা দিয়ে ইসলাম ঘোষণা করতে পারে। মুসলমানদেরকে তাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে অজ্ঞতা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে যা তাদেরকে কেবল ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

উপসংহারে বলা যায়, ইসলামী জ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষকে বিনোদন দেওয়া নয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল বাস্তবিকভাবে মানুষকে এই পৃথিবীতে তাদের চেহারার সমস্ত

পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পরিচালিত করা যাতে তারা এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি এবং পরকালে জান্নাত লাভ করে। যে জ্ঞান তারা শোনে তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয় সে এই সঠিক নির্দেশনা পাবে না। তাদের উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির মতো যার একটি নিরাপদ স্থানে যাওয়ার নির্দেশনা রয়েছে কিন্তু নিরাপত্তার জন্য এই নির্দেশাবলী কার্যত অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অথবা অসুস্থ রোগীর মতো যাকে নিরাময় করার পরামর্শ দেওয়া হয় তবুও ওষুধ সেবন করতে ব্যর্থ হয়। এই মনোভাব পরিহার করতে হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

জ্ঞান - 14

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কিভাবে একটি নির্দিষ্ট দেশে বিয়ের হার সময়ের সাথে সাথে কমছে। লোকেরা দাবি করেছিল যে তারা বিয়ের দায়িত্ব নিতে চায় না।

যদি একজন ব্যক্তি চাকরির অফারটি তার সাথে যুক্ত তথ্য, যেমন চাকরির দায়িত্ব, তাদের বেতন এবং অফার করা কোনো বীমা না জেনেই গ্রহণ করেন, তাহলে এই ব্যক্তিকে অন্যদের দ্বারা একেবারে পাগল বলে চিহ্নিত করা হবে। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই এই গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ না জেনে চাকরির প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না। তবুও, অনেক লোক তাদের সাথে সংযুক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান না রেখে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে মরিয়া। উদাহরণস্বরূপ, এই লোকেরা বিয়ে করার জন্য মরিয়া, তবুও তাদের স্বামী বা স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং প্রতিটি পত্নীর অধিকার কী সে সম্পর্কে তাদের খুব কম বা কোন জ্ঞান নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মুসলিমদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার আকাশচুম্বী হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। একইভাবে, এই ধরনের লোকেরা সন্তান ধারণের জন্য মরিয়া, তথাপি তাদের সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব, যেমন পিতামাতা এবং সন্তানদের অধিকার সম্পর্কে খুব কম বা কোন জ্ঞান নেই। আবার, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কারাগারে মুসলিম যুবকদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার এটি একটি বড় কারণ। দম্পতিদের সন্তান আছে কিন্তু তাদের সঠিক উপায়ে মানুষ করতে ব্যর্থ হয়। তারা কিভাবে পারে যখন তারা তা করার জ্ঞান রাখে না?

মুসলিমদের জন্য এটা অত্যাবশ্যকীয় যে তারা পরিস্থিতির মধ্যে পা রাখার আগে তারা যে জিনিসগুলি করতে চায় তার দায়িত্বগুলি প্রথমে শিখে নেওয়া এবং

বোঝা। এই জ্ঞান ছাড়া, তারা নিজেদের এবং অন্যদের জন্য সমস্যা ছাড়া কিছুই হবে না. একইভাবে তারা দায়িত্বগুলি না জেনে চাকরির প্রস্তাব গ্রহণ করে না , তাদের দায়িত্বগুলি না জেনে অন্য কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত নয় যা একটি পার্থিব কাজের চেয়ে কঠিন, যেমন বিবাহ, জড়িত দায়িত্বগুলি না জেনে।

জ্ঞান - 15

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি এমন কিছু লোকের সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যারা একটি বিদেশী দেশে ভ্রমণ করেছে এবং একটি আইন ভঙ্গ করেছে যা তারা তাদের ভ্রমণের সময় অজানা ছিল। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে বিখ্যাত বিবৃতি অজ্ঞতা আনন্দ হল বিশেষ করে, ধর্মীয় বিষয় এবং পরকালের ক্ষেত্রে সত্য নয়। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম বিশ্বাস করে যে তারা একটি ইসলামি নিয়ম জানে না বলেই তারা এটি মেনে চলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এবং মহান আল্লাহ তাদের এর জন্য জবাবদিহি করবেন না। এটি একটি খারাপ প্রকারের অজ্ঞতা, কারণ মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এখানে কোন অজুহাত নেই এবং মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নং হাদিসে পাওয়া এটাকে সকল মুসলমানের জন্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। অজ্ঞতাকে একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত বলে বিশ্বাস করা শয়তানের ফাঁদ। এবং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই। একটি সরকার যদি এই অজুহাত গ্রহণ না করে, তাহলে মহান আল্লাহর কাছে কীভাবে আশা করা যায়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার সাথে সংযুক্ত নিয়মগুলি জানার আশা করা হয়, যেমন একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ড্রাইভার হওয়া, যে ব্যক্তি ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে তার সাথে যুক্ত নিয়মগুলি শেখার জন্য দায়ী। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই অজ্ঞতা পরিহার করতে হবে, কারণ এটি তাদের এই দুনিয়াতে কোন উপকারে আসবে না এবং এটি অবশ্যই তাদের পরকালে সাহায্য করবে না। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 149:

" বলুন, "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে চূড়ান্ত যুক্তি আছে..."

জ্ঞান - 16

একটি মহান বিভ্রান্তি যা মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয় তা হল অজ্ঞতা। এটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে এটি প্রতিটি পাপের উৎপত্তি কারণ যে ব্যক্তি সত্যই পাপের পরিণতি জানে সে কখনই সেগুলি করবে না। এটি সত্যিকারের উপকারী জ্ঞানকে বোঝায় যা এমন জ্ঞান যার উপর কাজ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জ্ঞান যার উপর আমল করা হয় না তা উপকারী জ্ঞান নয়। যে ব্যক্তি এই আচরণ করে তার উদাহরণ পবিত্র কুরআনে এমন একটি গাধা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা জ্ঞানের বই বহন করে যা কোন উপকারে আসে না। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করা হয়নি (জ্ঞানের উপর আমল করেনি) সে গাধার মত যে [বইয়ের] পরিমাণ বহন করে..."

যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে সে খুব কমই পিছলে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে। প্রকৃতপক্ষে, যখন এটি ঘটে তখন এটি শুধুমাত্র অজ্ঞতার একটি মুহূর্ত দ্বারা সৃষ্ট হয় যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ভুলে যায় যার ফলে তারা পাপ করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার জামে আত তিরমিযী, 2322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে জাহেলিয়াতের গুরুতরতা তুলে ধরেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মহান আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত জড় জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত, এই স্মরণের সাথে যা কিছু যুক্ত, সেই পণ্ডিত এবং জ্ঞানের ছাত্র। এর অর্থ এই

যে, জড় জগতের সমস্ত নিয়ামত অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অভিশাপ হয়ে উঠবে কারণ তারা তাদের অপব্যবহার করে পাপ করবে।

প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞতা একজন ব্যক্তির সবচেয়ে খারাপ শত্রু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কারণ এটি তাদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং উপকার লাভ করতে বাধা দেয় যা শুধুমাত্র জ্ঞানের উপর কাজ করার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। অজ্ঞরা না জেনেই পাপ করে। কোন পাপকে পাপ বলে গণ্য করা হয় তা না জানলে কিভাবে পাপ এড়ানো যায়? অজ্ঞতার কারণে একজন ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বে অবহেলা করে। কেউ যদি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা যায়?

তাই সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য হল পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা যাতে তাদের সকল ফরজ দায়িত্ব পালন করা যায় এবং গুনাহ পরিহার করা যায়। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

জ্ঞান - 17

ইসলামী জ্ঞান সঠিকভাবে শোনার মাধ্যমেই এর শিক্ষাগুলো সঠিকভাবে মেনে চলতে পারে। শ্রবণ এবং শোনার মধ্যে পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। শ্রবণ কেবলমাত্র একজনের মনের সাথে একটি শব্দ স্বীকার করা, এমনকি যদি তারা আওয়াজ বোঝাতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি অনেক দূর থেকে তাদের চিৎকার শুনতে পারে কিন্তু তারা কী বলছে তা বুঝতে সক্ষম হবে না। যদিও, শোনার মধ্যে একটি শব্দ শোনা এবং এটি বোঝার অন্তর্ভুক্ত যাতে একজনের আচরণ পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি অন্যকে একটি নির্দিষ্ট মৌখিক নির্দেশ দিচ্ছেন যিনি নির্দেশগুলি শুনে এবং বোঝার পরে যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানান।

মুসলমানদের ইসলামিক জ্ঞান শুনতে হবে এবং তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের আচরণকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআনের প্রতি এটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ তারা পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে ভালো কিন্তু সঠিকভাবে শুনতে ব্যর্থ হয় যার মধ্যে এর শিক্ষাগুলো বোঝা এবং তার ওপর কাজ করা জড়িত।

উপসংহারে বলা যায়, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর বাণী শুনলেই সফলতা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং তাকে সত্যিকার অর্থে শোনার চেষ্টা করতে হবে।

জ্ঞান - 18

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যে সমস্ত মুসলিমরা ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করে তাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা এমন মনোভাব এড়িয়ে চলা যা তাদের অধ্যয়ন থেকে উপকৃত হতে বাধা দেয়। এটি তখনই হয় যখন একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে একাডেমিক মনোভাবের সাথে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করে। যারা পার্থিব জ্ঞান ও গবেষণা করে তাদের মধ্যে একাডেমিক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এই শিক্ষার্থীরা যে পার্থিব জ্ঞান অর্জন করে তা তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে না এবং আল্লাহ, মহান বা সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ করে। এটি একটি সম্পূর্ণ একাডেমিক অধ্যয়ন যা শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবন, আচরণ এবং মনোভাবের উপর কোন প্রভাব ফেলে না। এটি ইসলামী জ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যেও ঘটতে পারে। তারা যে জ্ঞান অর্জন করে তাতে তারা মুগ্ধ হয়ে যায় কিন্তু জ্ঞানের পিছনের শিক্ষা ও নৈতিকতা বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং তাই জ্ঞান তাদের চরিত্র, আচরণ এবং জীবনকে ইতিবাচক উপায়ে ঢালাই করতে ব্যর্থ হয় যার ফলে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি করে, যার অন্তর্ভুক্ত। আশীর্বাদ ব্যবহার করে একজনকে দেওয়া হয়েছে তাকে খুশি করার উপায়ে। এবং তাদের জ্ঞান তাদের মানুষের অধিকার পূরণে উত্সাহিত করতে ব্যর্থ হয়, যার মধ্যে সর্বনিম্ন হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়। বিশুদ্ধভাবে একাডেমিক উপায়ে ইসলামিক অধ্যয়নের কাছে পৌঁছানো একজন ব্যক্তির জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে তবে এটি তাদের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে ঢালাই করবে না। এটি তাদের অর্জিত জ্ঞানকে নিষ্ফল করে তোলে। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...অতঃপর এটি গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করার তাদের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের আচরণ উন্নত করা। যদি এটি না ঘটে তবে তারা সঠিক পথে নেই এবং তাই সঠিক পথনির্দেশ থেকে অনেক দূরে।

জ্ঞান - 19

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অনেক মুসলমানের সর্বদা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য থেকে গৃহীত ইসলামী জ্ঞান অনুসন্ধান, পড়া এবং শোনার অভ্যাস রয়েছে। তারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে যেহেতু তারা নতুন এবং ভিন্ন কিছু অনুভব করতে চায় এবং তাই এই দুটি দিকনির্দেশনার উত্স থেকে শিক্ষার প্রতি খারিজ আচরণ করে। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের চাবিকাঠি এই দুটি নির্দেশনার উৎস বোঝা এবং কাজ করার মধ্যে নিহিত। এটি অনেক আয়াতে নির্দেশিত, যেমন অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...এবং আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ।"

স্পষ্টীকরণটি উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসকে বোঝায়।

দুর্ভাগ্যবশত, এমনকি অনেক ইসলাম প্রচারক তাদের শ্রোতাদের খুশি ও খুশি করার জন্য এই মনোভাব গ্রহণ করেছেন। যে সময়টা তাদের সরাসরি নির্দেশনার দুটি উৎস থেকে প্রচার করা উচিত, যেমন জুমার খুতবা, তারা অপ্রমাণিত ঘটনা এবং বিকল্প উৎস থেকে গল্পের জন্য উৎসর্গ করে।

উপরন্তু, বিকল্প উত্স থেকে জ্ঞানের সন্ধান করা অযাচাইকৃত এবং ভুল জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার দিকে পরিচালিত করতে পারে, কারণ অন্যান্য উত্স থেকে নেওয়া এই গল্প এবং ঘটনাগুলির অনেকগুলিই সত্য নয় এবং বানোয়াট হয়েছে। এবং এই গল্পগুলির মধ্যে অনেকগুলি অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান এবং বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা করে যা বিচারের দিনে প্রশ্ন করা হবে না। উপরন্তু, এই গল্প এবং ঘটনাগুলির অনেকগুলি এমন জিনিসগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যা ইসলামী শিক্ষার বিরোধী, কিন্তু এই বৈপরীত্যগুলি প্রায়শই সূক্ষ্ম হওয়ায় বেশিরভাগ শ্রোতাদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এই গল্পগুলি প্রায়শই একজনের আধ্যাত্মিক শিক্ষকের সম্পূর্ণ এবং প্রশ্নাতীত আনুগত্যের বিষয়টিকে ঠেলে দেয়, যদিও এটি এমন কিছু নয় যা সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, একে অপরের সাথে করেছিলেন, এমনকি সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফাদের সময়েও। ইসলাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোক। প্রকৃতপক্ষে, অনেক প্রামাণিক এবং ব্যাপকভাবে পরিচিত ঘটনা রয়েছে যখন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সৎপথে পরিচালিত খলিফাদের পদ্ধতিকে সম্মানের সাথে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। উদাহরণস্বরূপ, উমর ইবনে খাত্তাব এবং অন্যান্য অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সম্মানের সাথে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, ইসলামের প্রথম খলিফা, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, যখন তিনি দান করতে অস্বীকারকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাধ্যতামূলক দাতব্য। যদিও, আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর সিদ্ধান্তে সঠিক ছিলেন, অন্য সাহাবায়ে কেরামও তাঁকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি। পরিবর্তে, তারা সম্মানের সাথে তার সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়েছিল যতক্ষণ না তিনি তাদের কাছে তার সিদ্ধান্তটি স্পষ্ট করেন। সহীহ মুসলিমের ১২৪ নম্বর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ এবং প্রশ্নাতীত আনুগত্য শুধুমাত্র মহান আল্লাহ, এবং তাঁর ঐশী দিক নির্দেশিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে, নির্দেশনার দুটি উৎসের ওপর শিক্ষা গ্রহণ এবং কাজ করা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, তারা যত বেশি হেদায়েতের এই দুটি উৎসের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করবে, ততই তাদের জন্য প্রজ্ঞা ও বোঝার দ্বার উন্মুক্ত হবে। তাই অনির্ভরযোগ্য ও অপ্রমাণিত উৎস থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা ও ইসলামী জ্ঞান অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের মনোভাব, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং এটাই সফলতার একমাত্র পথ। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।"

জ্ঞান - 20

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। জাগতিক বা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা যা একজনকে মহান আল্লাহকে মানতে সাহায্য করবে, ইসলামে প্রশংসনীয়। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় তাদের সন্তানদের, বিশেষ করে তাদের মেয়েদের, শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা দাবি করে যে তারা সহজভাবে বিয়ে করবে, সন্তান ধারণ করবে এবং গৃহবধূ/মা হিসেবে বসবাস করবে। যদিও, একজন মহিলা যদি একজন হতে চান তাহলে তার গৃহের মা/স্ত্রী হতে বেছে নেওয়ার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই, তবুও পার্থিব শিক্ষার অনেক সুবিধা রয়েছে যা উপেক্ষা করা উচিত নয়। একটি পার্থিব শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনের চরিত্র গঠন ও গঠনে সহায়তা করে। এটির মাধ্যমে, একজন ব্যক্তি শিখতে পারে কিভাবে পৃথিবী কাজ করে এবং কিভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং ধরনের মানুষের সাথে মোকাবিলা করতে হয়। এই সমস্ত জিনিসগুলি একজন মুসলিম মহিলাকে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে বাধ্য করতে সাহায্য করবে।

উপরন্তু, একটি পার্থিব শিক্ষা যা একটি ভাল কর্মজীবনের দিকে পরিচালিত করে একজন মুসলিম মহিলাকে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার সময় আরও নির্বাচনী হতে দেয়। যেখানে, একজন অশিক্ষিত মহিলার পছন্দের স্বাধীনতা সবসময় কম থাকবে। আরও নির্বাচনী হওয়া একজন মুসলিম মহিলাকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে উপযুক্ত জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অনুমতি দেবে, যে তার অধিকার পূরণ করবে।

পার্থিব শিক্ষার ফলে অন্যরা তাকে আরও বেশি সম্মান করে, যেমন তার স্বামী। যাকে বেশি সম্মান করা হয় তার সাথে অন্যরা ভালো আচরণ করতে বাধ্য।

অবশেষে, যে শিক্ষিত মুসলিম মহিলার পেশা আছে সে তার স্বামীর মতো অন্য সবার থেকে আর্থিকভাবে স্বাধীন হয়ে যায়। এর ফলে অন্যরা তাকে আরও বেশি সম্মান করবে এবং এটি তার স্বামীর দ্বারা তার প্রতি অবিচার করার সম্ভাবনা কমিয়ে দেবে, কারণ একজন স্ত্রী তার স্বামীর দ্বারা দুর্ব্যবহার করার একটি প্রধান কারণ হল যখন সে জানে যে সে তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রে, যদি অপব্যবহার খুব বেশি হয়, তাহলে একজন অশিক্ষিত মহিলা তার নিপীড়নকারী স্বামীর কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম কারণ সে তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সে তার বাবা-মায়ের দ্বারাও দূরে সরে যেতে পারে, কারণ তারা তার এবং তার সন্তানদের যত্ন নেওয়ার সামর্থ্য রাখে না। এটি প্রায়শই মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটে। অন্যদিকে, মুসলিম মহিলা শিক্ষিত হলে, তিনি তার স্বামীকে ছেড়ে নিজের কর্মজীবনের মাধ্যমে নিজের এবং তার সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত আর্থিক অবস্থানে রয়েছেন। এর মানে এই নয় যে তাকে তার স্বামীকে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত, কারণ এটি শিশুসুলভ এবং ইসলাম দ্বারা সমালোচিত। কিন্তু এর মানে হল যে একটি পার্থিব শিক্ষা একজন নারীকে আর্থিক স্বাধীনতা দেয়, যা বিবাহের সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সময় অত্যাবশ্যক, যেমন বিবাহবিচ্ছেদ।

এগুলি শুধুমাত্র কিছু কারণ যার কারণে মুসলমানদের নিজেদের জন্য একটি পার্থিব শিক্ষা লাভ করা এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা অত্যাবশ্যক।

জ্ঞান - 21

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ এমন একটি মানসিকতার সমালোচনা করেছেন যা অতীতের জাতিগুলো গ্রহণ করেছিল, যা এখন মুসলিম জাতি গ্রহণ করেছে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 53:

"কিন্তু তারা [লোকেরা] তাদের ধর্মকে তাদের মধ্যে ভাগে ভাগ করেছে [সম্প্রদায়ে] - প্রতিটি দল, যা আছে তাতে আনন্দ করছে।"

যদি কেউ মুসলিম জাতিকে পর্যবেক্ষণ করে, তবে তারা অগণিত চিন্তাধারা ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মনোভাব দেখতে পাবে। প্রত্যেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা ফেরেশতাদের পক্ষে রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য সম্প্রদায় এবং চিন্তাধারার সমালোচনা ও নিন্দা করে। তারা তাদের মতবাদে কোন সন্দেহের লক্ষণ ছাড়াই তাদের ব্যাখ্যা এবং ইসলামের বোঝার সাথে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট। এতগুলি বিভিন্ন চিন্তাধারা পর্যবেক্ষণ করা অদ্ভুত, তবুও তাদের সকলেই পুরোপুরি নিশ্চিত যে তারা একাই সঠিক পথে রয়েছে।

এই মনোভাব মানুষের দ্বারা গৃহীত হওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল ভুল আনুগত্যের কারণে। সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, যাদের আনুগত্য আল্লাহ, মহান এবং তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ছিল না, তাদের পরবর্তী লোকেরা তাদের আনুগত্য করেছিল। তাদের চিন্তাধারা এবং তাদের প্রবীণরা

সবকিছুর উপরে। এমনকি যদি তারা মনে করে যে অন্য একটি চিন্তাধারা থেকে নেওয়া একটি ইসলামিক ধারণাটি আরও সঠিক বলে মনে হয়েছিল, তবুও তারা এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং পরিবর্তে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার দ্বারা প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা অনুসরণ করেছিল, কেবল অন্ধ আনুগত্যের কারণে। যেহেতু মানুষ নিখুঁত নয়, তাদের ইসলামী শিক্ষার ব্যাখ্যা কখনই পুরোপুরি নিখুঁত হবে না। অতএব, কোনো চিন্তাধারা, যা তাদের প্রবীণদের দেওয়া ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে, সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত হতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অনুগত, তিনি এই সত্যকে চিনতে পারবেন এবং তাই যেকোন চিন্তাধারা থেকে ইসলামী শিক্ষার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা গ্রহণ করবেন। মুসলমানদের অবশ্যই অন্ধ আনুগত্য এবং অন্ধ অনুসরণ এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি বিপথগামী হতে পারে এবং এটি ইসলামের পথের বিরোধিতা করে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বল, "এটা আমার পথ; আমি অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে...""

পরিবর্তে, ইসলামিক জ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকে গ্রহণ ও আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ, মহান এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখতে হবে, তা যেই থেকে আসুক না কেন।

বিনয়- ১

জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ের সাথে জীবনযাপন করবে তখন তাকে মর্যাদায় উন্নীত করা হবে। এটি ঘটে কারণ নম্রতা মহান আল্লাহর দাসত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নম্রতার বিপরীত যা অহংকার শুধুমাত্র মালিকের জন্য, অর্থাৎ আল্লাহ, সর্বোত্তম, কারণ মানুষের যা কিছু আছে তা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট এবং দান করা হয়েছে। এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি অহংকার পরিহার করে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে নম্রতা প্রদর্শন করে। এটিই মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত দাসত্ব এবং উভয় জগতেই প্রকৃত মহিমার দিকে নিয়ে যায়।

নম্রতা - 2

সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে গর্ব হল যখন একজন ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করে।

অহংকারী ব্যক্তির কোন পরিমাণ ভাল কাজ উপকারে আসবে না। যখন কেউ শয়তানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন সে গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তার অগণিত বছরের উপাসনা কীভাবে তাকে উপকৃত করেনি তা খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে অবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে, তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

"আর [উল্লেখ করুন] যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।"

গর্বিত সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। গর্বিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের আসল মর্যাদা সম্পর্কে

অবগত নয়। তারা বিশ্বাস করতে পারে যে তারা তাদের অনেক পাপের কারণে মহান আল্লাহ তায়ালার অপছন্দের সময় তারা করেছেন এমন কিছু অকৃত্রিম এবং অসম্পূর্ণ ভাল কাজের কারণে তারা মহান। উপরন্তু, অন্যের দিকে তাকানো বোকামি কারণ কেউ নিজের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। অর্থ, তারা যাকে তুচ্ছ মনে করে সে একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারে অথচ সে কাফের হয়ে মারা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সবকিছু সৃষ্টি ও দান করেছেন বলে কোনো কিছু দেখে গর্ব করা বোকামি। এমনকি একজন সৎকর্মও করে থাকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান ও শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে অহংকার করা যা জন্মগতভাবে নিজের নয়। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্বিত হয় যা তারা এমনকি তার মালিক বা বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার মহান আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি একাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকারবশত মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিৎ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। নম্ররা সত্যই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দ থেকে তারা সুরক্ষিত রয়েছে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য অহংকারের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে নম্রতা অসম্মানের দিকে নিয়ে যায়, কারণ মহান

আল্লাহর নম্র বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন। ব্যক্তি সত্যকে গ্রহণ করে, তা কার কাছ থেকে আসে তা নির্বিশেষে, কারণ তারা জানে যে সত্যের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। অন্যের দিকে অবজ্ঞা না করে, তারা অন্যদের প্রতি করুণা ও করুণার দৃষ্টিতে তাকায় এবং আন্তরিক কর্মের মাধ্যমে এটিকে সমর্থন করে, সর্বাবস্থায় আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা ও করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন। তারা বুঝতে পারে যে একজনের সাথে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে যেভাবে আচরণ করবেন, সে অনুযায়ী তারা অন্যদের সাথে আচরণ করবেন। এটি সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নম্রতা - 3

এই পয়েন্টটি আল ফুরকান 25 অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, আয়াত 63:

"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে সহজে চলাফেরা করে..."

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়, সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর

সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয় জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজন হাঁটার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

“আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা - 4

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়েছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হ'ল দুর্বলতা, দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা। নম্র ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহকে বশ্যতা স্বীকার করে, গ্রহণ করে এবং আমল করে এবং এর মাধ্যমে তার দাসত্ব প্রমাণ করে। সত্যকে যখন তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে এবং কে তাদের কাছে তা পৌঁছে দেয় তা নির্বিশেষে। অর্থ, তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না এই বিশ্বাস করে যে তারা ভাল জানে। তারা অন্যদেরকে অবজ্ঞা করে না, তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ কোন পার্থিব জিনিসের কারণে বা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের কারণে। তারা বুঝতে পারে যে সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ তাদের রয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে এবং সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন। তাই তাদের গর্ব করার কিছু নেই। উপরন্তু, তারা বুঝতে পারে যে ভাল কাজ করা একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই সম্ভব, কারণ একটি ভাল কাজ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ, শক্তি এবং ক্ষমতা সবই মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। উপরন্তু, শুধুমাত্র একজন মূর্খই গর্বকে গ্রহণ করে কারণ কেউ তাদের চূড়ান্ত ফলাফল বা অন্যের চূড়ান্ত পরিণতি জানে না। অর্থ, তারা মারা যেতে পারে যখন মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন এমনকি অবিশ্বাসের অবস্থায়ও। এই সত্যগুলি বোঝা একজন ব্যক্তিকে অহংকারের মারাত্মক পাপ থেকে বিরত রাখবে। একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের 265 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার অর্থ হল একজন মুসলিম সর্বদা অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে কিন্তু প্রয়োজনে নিজেকে রক্ষা করতে এবং সত্যের পক্ষে

দাঁড়াতে ভয় পায় না এবং তাদের নম্রতা তাদের প্রকাশের কারণ হয় না। অন্যের চোখে অপমানিত এবং অসম্মানিত।

গ হারিটি- ১

জামে আত তিরমিযী, 661 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন একজন মুসলমান হালাল উপার্জন থেকে একটি মাত্র খেজুরের মতো সামান্য পরিমাণ দান করে, তখন মহান আল্লাহ , কিয়ামতের দিন একটি বড় পাহাড়ের সমান সওয়াব প্রদান করবে।

সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ কেবল সেই সম্পদেই সন্তুষ্ট হন যা হালালভাবে অর্জিত হয় এবং বৈধ উপায়ে ব্যবহার করা হয়। বেআইনিভাবে অর্জিত যে কোনো ধন-সম্পদ যা ব্যবহার করা হয়, যেমন দান-খয়রাত বা পবিত্র তীর্থযাত্রা করা কোনো সৎ কাজকে নষ্ট করবে। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 2346 নম্বর, স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তির দো'আ প্রত্যাখ্যান করা হবে যদি তারা হারাম জিনিস গ্রহণ করে এবং ব্যবহার করে। কারো দুআ প্রত্যাখ্যান হলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অন্য কোন আমল কিভাবে কবুল হবে?

পরিশেষে, এই হাদিসটি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এমন যেকোন উপায়ে ব্যয় করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। এটি সহীহ বুখারি, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা সঠিক উপায়ে তাদের নিয়ত অনুযায়ী ব্যয় করে, তাদের ব্যয়ের গুণমান অনুযায়ী, পরিমাণ অনুযায়ী নয়, মহান আল্লাহ তাদেরকে অনেক পুরস্কৃত করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করার মাধ্যমে তাদের নিয়ত সংশোধন করা, তা যতই কম হোক না কেন। একজন মুসলমানের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করা গুরুত্বপূর্ণ এবং

তারা কত বা কম খরচ করে তা নিয়ে চিন্তা করবেন না। আশা করা যায় যে কেউ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে তাকে মহান আল্লাহর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হবে , যা বোধগম্য নয়। কিন্তু যে পিছিয়ে থাকবে সে এই মহান পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে।

এছাড়াও, মূল হাদিসটিতে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে নিজের অন্যান্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ ব্যবহার করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন অন্যদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে সাহায্য করা। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্যদের ভাল কাজে সাহায্য করে এবং তারা মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা না চায়, ততক্ষণ তারা অগণিত পুরস্কার পাবে।

দাতব্য - 2

সহীহ মুসলিম, 2336 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে প্রতিদিন দু'জন ফেরেশতা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। প্রথমটি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে তার জন্য ব্যয় করে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে। দ্বিতীয়টি মহান আল্লাহকে অনুরোধ করে, যে বাধা দেয় তাকে ধ্বংস করতে।

এই হাদিসটির উদ্দেশ্য হল একজনকে উদার হতে এবং কৃপণতা এড়ানোর জন্য উত্সাহিত করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক দান-খয়রাতের সাথে জড়িত নয় বরং এর মধ্যে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করাও অন্তর্ভুক্ত, অপচয় ও অপব্যয় ছাড়াই, কারণ এটি ইসলাম দ্বারা আদেশ করা হয়েছে। . যে কেউ এই উপাদানগুলিতে ব্যয় করতে ব্যর্থ হয় তার সম্পদ ধ্বংস হওয়ার যোগ্য, কারণ তারা এর উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যা বাস্তবে সম্পদকে অকেজো করে তোলে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা কখনই সামগ্রিক ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় না কারণ একজন ব্যক্তিকে এক বা অন্যভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বর অধ্যায় 34 সাবা, 39 নং আয়াতে পাওয়া একটি হাদিসে দান করার ফলে কারো সম্পদ কমে না বলে নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

"...কিন্তু আপনি [তাঁর পথে] যা কিছু ব্যয় করবেন - তিনি তার ক্ষতিপূরণ দেবেন..."

একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত একজন উদার ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে। অথচ কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই হাদিসটি সমস্ত নিয়ামতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন তাদের সুস্বাস্থ্য, শুধু সম্পদ নয়। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে উৎসর্গ করতে এবং ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ফেরেশতার দোয়া তাদের বিরুদ্ধে যাবে। মূল হাদীসে যে ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে তা অবশ্য বরকত হারানোর কথা নয় বরং পার্থিব আশীর্বাদকে উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ ও অসুবিধার উৎস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি তাদের মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যারা তাদের আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, যেমন তাদের সম্পদ। তারা যে সম্পদ অর্জন করে এবং মজুদ করে এই আশায় যে এটি তাদের জন্য শান্তির উত্স হয়ে উঠবে তা তাদের মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের উত্স হয়ে ওঠে। অতএব, মুসলমানদের জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রতিটি নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা উভয় জগতে আরও বেশি করে, যা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অন্যথায়, তারা চিরতরে আশীর্বাদ হারাতে পারে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

দাতব্য - 3

সহীহ বুখারির ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, দুনিয়ার ধনী ব্যক্তিরা আখেরাতে গরীব হবে যদি না তারা তাদের নেয়ামত সঠিকভাবে ব্যয় করে তবে এই লোক সংখ্যায় অল্প। .

এর মানে হল যে অধিকাংশ ধনী ব্যক্তি তাদের সম্পদ ভুলভাবে ব্যয় করে। অর্থ, যা হয় নিরর্থক এবং সেগুলিকে পরকালের জন্য কোন উপকার এবং দুনিয়াতে কোন প্রকৃত উপকার প্রদান করে না। অথবা তারা গুনাহের কাজে ব্যয় করে যা উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। অথবা তারা হালাল জিনিসগুলিতে এমনভাবে ব্যয় করে যা ইসলাম অপছন্দ করে যেমন অপব্যয় বা অযথা। এসব কারণে ধনীরা বিচারের দিনে দরিদ্র হয়ে যাবে, কারণ তারা তাদের নিয়ামত, যেমন তাদের সম্পদ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করেনি। এই দারিদ্র্য একটি কঠিন জবাবদিহিতা, চাপ, অনুশোচনা এমনকি শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

উপরন্তু, যারা তাদের সম্পদ সঞ্চয় করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং তাই তারা পরকালে খালি হাতে পৌঁছে যাবে, নিঃস্ব হয়ে। জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি সম্পদ অন্যদের ভোগ করার জন্য রেখে যাবে যখন তারা তা উপার্জন ও সঞ্চয় করার জন্য দায়ী থাকবে।

পরিশেষে, ধনী ব্যক্তিরা যেমন তাদের সম্পদ অর্জন, মজুদ, রক্ষা এবং বৃদ্ধিতে বিভ্রান্ত হয়, এটি তাদের সৎ কাজ করা থেকে বিভ্রান্ত করে, যা বিচার দিবসে কাউকে ধনী করে তোলে। বাস্তবে, এটিকে হারানো তাদের দরিদ্র করে তুলবে।

এটা মনে রাখা জরুরী, সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করা মানে শুধু দাতব্য দান করা নয় বরং এর মধ্যে অযথা বা অপব্যয় না করে তাদের প্রয়োজনীয় এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত ধনী ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে তাদের আশীর্বাদ, যেমন তাদের সম্পদ, সঠিকভাবে ইসলামের নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করে। এই ব্যক্তি দুনিয়া ও পরকালে ধনী হবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

বাস্তবে, এই ব্যক্তি তাদের আশীর্বাদ তাদের সাথে পরকালে নিয়ে যায়। এই মনোভাব তাদের অবসর সময়ও প্রদান করে যা তাদের সৎকর্ম সম্পাদন করতে দেয়, যার ফলস্বরূপ, পরকালে তাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে।

পরিশেষে, যিনি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করেন, তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এতে উভয় জগতে

তাদের জন্য বরকত বৃদ্ধি পাবে। এটাই হল সমৃদ্ধির সঠিক সংজ্ঞা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

দাতব্য - 4

সহীহ বুখারী, 6806 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাতটি লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালার ছায়া দান করবেন।

এই ছায়া তাদের কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবে যার মধ্যে রয়েছে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনার কারণে সৃষ্ট অসহনীয় তাপ। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটিতে এমন একজন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যিনি গোপন দাতব্য দান করেন। যদিও প্রকাশ্যে দাতব্য দান করা অন্যদেরকে একই কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ ও উত্সাহিত করতে পারে, যা কতজন লোক তাদের আচরণ অনুসরণ করে তার উপর নির্ভর করে একজনের পুরষ্কার বৃদ্ধি করে যা সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, তবুও, গোপনে দান করা বিপজ্জনক এড়ানো যায়। দেখানোর পাপ, যা একজনের কাজকে ধ্বংস করে দেয়। যখন একজন মুসলমান গোপনে দান করে, তখন তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়।

উল্লেখ্য, এই হাদীসে কতটুকু দান করতে হবে তার সীমা নির্ধারণ করেনি। সুতরাং একজন মুসলমানের কোন অজুহাত নেই যদি তারা এই উপদেশের উপর আমল করতে ব্যর্থ হয় কারণ আল্লাহ, মহান, একটি কাজের অর্থের

গুণমান, ব্যক্তির আন্তরিকতা, পরিমাণ নয়। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৪৭-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, ইসলামে দান শুধু সম্পদ দান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি সমস্ত ভাল কাজকে পরিবেষ্টন করে, যেমন ভাল কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। সহীহ মুসলিম, 1671 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নেক আমলগুলির মধ্যে একটি ব্যক্তি অন্যের কাছে উল্লেখ না করে গোপনে করে থাকে, আশা করা যায় যে তারা এই হাদিসটি পূরণ করবে এবং কিয়ামতের দিন ছায়া পাবে।

দাতব্য - 5

সহীহ বুখারী, 1417 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিমকে খেজুরের অর্ধেক ফল দান করেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হবে।

ইসলামের অন্যান্য শিক্ষার মতো এই হাদিসটিও পরিমাণের চেয়ে গুণমানের গুরুত্ব নির্দেশ করে। শয়তান প্রায়শই মুসলমানদেরকে সৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখে এবং তাদের বিশ্বাস করে যে কাজটি খুবই ছোট এবং তাই মহান আল্লাহর কাছে নগণ্য। দুর্ভাগ্যবশত, এমনকি অন্যান্য অজ্ঞ মুসলিমরাও প্রায়ই অন্যদেরকে কিছু ধার্মিক কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করে দাবি করে যে সেগুলি নগণ্য এবং অপ্রয়োজনীয়।

একজন মুসলমানের পক্ষে এই ফাঁদে না পড়া গুরুত্বপূর্ণ এবং তার পরিবর্তে ছোট বা বড় সকল নেক আমল করার চেষ্টা করা, কারণ মহান আল্লাহ নিঃসন্দেহে একজনের গুণাবলী পর্যবেক্ষণ করেন এবং এর ভিত্তিতে মানুষের বিচার করেন। এই গুণের একটি দিক হল একজনের উদ্দেশ্য, অর্থ হল, কেউ এটা খাঁটিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছে বা অন্য কোনো কারণে করছে, যেমন প্রদর্শন।

একজন মুসলমানকে প্রথমে তাদের ভালো কাজের গুণগত মান সংশোধন করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, যেমন একটি ভালো নিয়্যত থাকা, এবং তারপর নিশ্চিত করা উচিত যে ভালো কাজের উৎস যেমন দান-খয়রাত করা

বৈধ উৎস থেকে, যে কোনো কাজের ভিত্তি আছে। অবৈধভাবে গ্রহণ করা হবে না। জামি আত তিরমিযী, ৬৬১ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এরপর, একজন মুসলিমকে তাদের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী সমস্ত স্বেচ্ছামূলক সৎ কাজ করা উচিত। সহীহ বুখারী, ৬৪৬৫ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলো নিয়মিত করা, যদিও সেগুলোকে ছোট মনে করা হয়।

উপরন্তু, নীল চাঁদে একবার একটি বড় কাজ করার তুলনায় নিয়মিত ভাল কাজ করা একজন মুসলিমকে আরও ভালভাবে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা বেশি। স্বেচ্ছাসেবী দানের ক্ষেত্রে, একজন মুসলমানকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করা উচিত, এমনকি তা এক পাউন্ড হলেও, এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে মহান আল্লাহ তা কিয়ামতের দিন পুরস্কারের পাহাড়ে পরিণত করবেন। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত পরিমাণের চেয়ে মানের দিকে মনোনিবেশ করা এবং তাদের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী নিয়মিত সব ধরনের নেক আমল করা।

দাতব্য - 6

জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। প্রথমটি হল দান করলে কারো সম্পদ কমে না।

এটা এই জন্য যে, একজন মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু ব্যয় করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা সময়ের মতো যেকোন নেয়ামতের ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ দেবেন। এই ক্ষতিপূরণটি তারা মূলত যা ব্যবহার করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"কে সে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন?..."

উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ, যিনি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেন তাকে আর্থিক সুযোগ প্রদান করতে পারেন যা সম্পদের সামগ্রিক বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, এটি এই বাস্তবতাকে নির্দেশ করতে পারে যে একজন ব্যক্তির জন্য যা কিছু ব্যয় করার জন্য নির্ধারিত হয়, যা তার প্রকৃত সম্পদ, তার আচরণ বা সমগ্র সৃষ্টির আচরণ নির্বিশেষে কখনই পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে একজন ব্যক্তির রিজিক তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে, কারো দাতব্য সম্পদের পরিমাণ পরিবর্তন করবে না যা তাদের জন্য ব্যয় করা হবে, যেমন

সম্পদ তাদের খাদ্যে ব্যয় করা হয়েছে। পরিশেষে, দাতব্য কারো সম্পদ হ্রাস করে না, কারণ একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের পরকালের অ্যাকাউন্টে তাদের সম্পদ জমা করে। এটি এমন একজন যিনি নিজের দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মধ্যে অর্থ স্থানান্তর করেন। এই ক্ষেত্রে, দাতব্য কারো সম্পদ হ্রাস করে না, কারণ প্রকৃত উপকারভোগী নিজেই। এটি মনে রাখা একজনকে তারা যাদের সাহায্য করে তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা চাওয়া থেকে বাধা দেবে এবং এটি অহংকারকে বাধা দেবে, যেমনটি বাস্তবে, তারা যখন দান করে তখন অন্য কারও উপকার হয় না।

দাতব্য - 7

সহীহ বুখারী, 6006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন মুসলমান যদি আর্থিকভাবে সহায়তা করে তবে প্রতিদিন রোজা রাখে এবং সারা রাত স্বেচ্ছায় নামাজ আদায়কারীর সমান সওয়াব লাভ করতে পারে। একজন বিধবা বা একজন দরিদ্র ব্যক্তি।

এই ব্যস্ত আধুনিক বিশ্বে মুসলমানরা প্রায়শই স্বেচ্ছায় সৎ কাজ যেমন স্বেচ্ছায় উপবাস বা স্বেচ্ছায় রাতের প্রার্থনা করার জন্য সময় বের করার জন্য সংগ্রাম করে। ইসলাম, বরাবরের মতো, প্রত্যেককে, তাদের জীবনধারা নির্বিশেষে, মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার একটি সুবিধাজনক উপায় দেয়। এমতাবস্থায়, একজন মুসলিম এই মহান পুরস্কার লাভের জন্য একজন বিধবা বা দরিদ্র ব্যক্তিকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এই দিন এবং যুগে দরিদ্রদের স্পনসর করা আরও সহজ কারণ তাদের সাহায্য করার জন্য তাদের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। নিয়মিত দান করার জন্য একজন সম্মানিত এবং বিশ্বস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারেন। এবং একজন মুসলিমকে বোকা বানানো উচিত নয় এবং বিশ্বাস করে দান করা থেকে বিরত রাখা উচিত যে তাদের অর্থ অভাবগ্রস্তদের কাছে পৌঁছাবে না কারণ মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে তাদের পুরস্কৃত করবেন, অর্থ গরীবদের কাছে পৌঁছুক বা না পৌঁছুক। সহীহ বুখারীর ১ নং হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একজন মুসলিমের কর্তব্য হল সম্মানিত ও বিশ্বস্ত দাতব্যের মাধ্যমে সঠিক নিয়তে দান করা, অর্থাৎ মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য।

অভাবগ্রস্তদের স্পনসর করা ব্যয়বহুল নয় কারণ বেশিরভাগ লোকেরা তাদের মাসিক ফোন বিল এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বিলাসবহুল জিনিসগুলিতে বেশি

অর্থ ব্যয় করে। দুঃখজনক সত্য হল যে প্রতিটি আর্থিকভাবে সক্ষম মুসলিম যদি একজন অভাবী ব্যক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা করে তবে তা বিশ্বের দারিদ্র্য নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাবে।

পরিশেষে, যার সামর্থ্য নেই তার উচিত তাকে উৎসাহিত করা যার সামর্থ্য আছে এবং ফলস্বরূপ তারা দান করার সওয়াব পাবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নং হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সুতরাং, সমস্ত মুসলমানের এই সহজ পুরষ্কারটি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

দাতব্য - 8

জামে আত তিরমিযী, 664 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে দান করা মহান আল্লাহর ক্রোধকে নিভিয়ে দেয় এবং একজনকে মন্দ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে।

এই দাতব্য বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছামূলক দাতব্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এই হাদিসে উল্লিখিত হিসাবে, দাতব্য একটি শক্তিশালী ইতিবাচক প্রভাব ফেলে কারণ সম্পদ প্রায়শই মানুষের কাছে একটি প্রিয় পার্থিব জিনিস। তাই যখন তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা ত্যাগ করে, অভাবগ্রস্তদের দান করার মাধ্যমে, মহান আল্লাহ তাদের উপর থেকে তাঁর ক্রোধ, তাদের অবাধ্যতার কারণে সৃষ্ট ক্রোধকে সরিয়ে দেন। যখন এটি ঘটবে তখন ব্যক্তিটি মহান আল্লাহর রহমত দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে, যা তাদেরকে এই পৃথিবীতে নিরাপদে যে সমস্ত অসুবিধা, প্রলোভন এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তার পথ দেখাবে, যাতে তারা যখন তাদের মৃত্যুতে পৌঁছায়, তখন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুবরণ করে। উচ্চতর, অর্থ, একজন সত্যিকারের মুসলিম হিসাবে।

একটি খারাপ মৃত্যু হল যখন কেউ তাদের বিশ্বাস ছাড়াই মারা যায়। এটি ঘটতে পারে যখন একজন দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী হয়, যা ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার ফল। ইসলামী জ্ঞান যত বেশি লাভ করবে এবং তার উপর আমল করবে, তাদের ঈমান তত শক্তিশালী হবে। একটি মন্দ মৃত্যুও ঘটতে পারে যখন কেউ বড় পাপের উপর অবিরত থাকে, যেমন ফরজ নামাজ ত্যাগ করা। এই ব্যক্তি আখেরাতে কোথায় গিয়ে ঠেকে যাবে, তা বোঝাতে কোনো পণ্ডিত লাগে না। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ

দিয়েছেন যে, একজন উদার ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে।

তাই একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দাতব্য দান করাকে অভ্যাস করা, কারণ মহান আল্লাহ গুণগত অর্থ দেখেন, পরিমাণে নয়, আন্তরিকতা দেখেন। এমনকি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে দেওয়া একটি খেজুরও একটি পাহাড়ের চেয়েও বড় মুসলিম সওয়াব অর্জন করবে। এটি সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে দাতব্যের মধ্যে সমস্ত ভাল কাজ অন্তর্ভুক্ত যা অন্যদের সাহায্য করে, কেবল সম্পদ নয়। সুতরাং যার সম্পদ নেই, তার উচিত অন্য উপায়ে দান করা, যেমন অন্যদের সময়, শক্তি এবং মানসিক সমর্থন দেওয়া। অন্তত একটি করতে পারে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখা, এটি নিজেকে দান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দাতব্য - 9

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 603 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসে প্রত্যেকে তাদের দানের ছায়ায় দাঁড়াবে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি পাওয়ার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আশীর্বাদ, কারণ বিচারের দিনে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনা হবে। জামে আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। গ্রীষ্মের দিনের উত্তাপ সহ্য করার জন্য মানুষ হিমশিম খায়, ছায়া ছাড়া কিয়ামতের তাপ তারা কীভাবে সামলাবে?

একজন মুসলমানের তাই পরিমাণ নির্বিশেষে নিয়মিত দান করার চেষ্টা করা উচিত কারণ আল্লাহ, মহান, পরিমাণকে পালন করেন না, তিনি গুণ, অর্থ, আন্তরিকতার উপর ভিত্তি করে কাজের বিচার করেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়াও, সহীহ বুখারি, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলি নিয়মিত করা, যদিও তা ছোট হয়। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি কর্মের প্রতিদান দেবেন যদিও সেগুলি একটি পরমাণুর আকারও হয়। অধ্যায় 99 আয জালজালাহ, আয়াত 7:

"অতএব যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে"

অতএব, এটি একটি শক্তিশালী ছায়া লাভের আশায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়মিত দাতব্য দান করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য মুসলমানদের কোন অজুহাত নেই যা তাদের একটি মহান দিনের তীব্র তাপ থেকে রক্ষা করে।

পরিশেষে, একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে দাতব্যের মধ্যে সমস্ত ভাল কাজ অন্তর্ভুক্ত যা অন্যদের সাহায্য করে, কেবল সম্পদ নয়। সুতরাং যার সম্পদ নেই, তার উচিত অন্য উপায়ে দান করা, যেমন অন্যদের সময়, শক্তি এবং মানসিক সমর্থন দেওয়া। অন্তত একটি করতে পারে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখা, এটি নিজেকে দান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দাতব্য - 10

জামে আত তিরমিযী, 1855 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমকে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে খাওয়ানো। এটি একটি মহান কাজ যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মহান পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 76 আল ইনসান, আয়াত 9-11:

"আমরা তোমাদের খাওয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর মুখের [অর্থাৎ, অনুমোদনের জন্য]। আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছ থেকে এমন একটি দিনকে ভয় করি যা কঠোর ও কষ্টদায়ক।" সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দীপ্তি ও সুখ দেবেন।"

উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে খাওয়ায়, তাকে বিচারের দিন জান্নাতের ফল খাওয়ানো হবে। জামি আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত নিয়মিতভাবে সব ধরনের দান করার চেষ্টা করা, তার পরিমাণ নির্বিশেষে, যেমন মহান আল্লাহ গুণগত অর্থের বিচার করেন, একজনের অভিপ্রায় সহীহ বুখারী, ১নং হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দাতব্য - 11

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 2520 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে নিজের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করা। অতিরিক্ত সম্পদ হল সেই সম্পদ যা একজনের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর পর অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই অবশিষ্ট থাকে। একজন মুসলিমের উচিত অদূর ভবিষ্যতের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে সঞ্চয় করা এবং তারপর বাকিটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা, যেমন দাতব্য। তারা যেন তা অনর্থক বা গুনাহের কাজে ব্যয় না করে বা সঞ্চয় না করে। বাস্তবে সম্পদ মজুদ করা এটিকে অকেজো করে তোলে, কারণ এই অভ্যাসটি এর সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে। সম্পদ যা সমাজে সঞ্চালিত হয় তা সকলের জন্য উপকারী যেখানে মজুদ করা কেবল ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানকে প্রশস্ত করে। এবং বাস্তবে এটি তার মালিকের উপকারে আসে না, কারণ তারা তাদের জীবনে এটি উপভোগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল তবুও পরকালে এর জন্য দায়ী করা হবে। একজন মুসলমানের হয় অতিরিক্ত ধন-সম্পদ অর্জন করা এড়িয়ে চলা উচিত অথবা অন্ততপক্ষে তা সঠিক উপায়ে ব্যবহার করা উচিত। উপরন্তু, এই উপদেশটি একজনের সমস্ত আশীর্বাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অর্থাৎ, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে এবং নিরর্থক বা পাপপূর্ণ জিনিসগুলিতে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলতে হবে। নিরর্থক জিনিসগুলি কেবল একজনের মূল্যবান সম্পদের অপচয়ের দিকে পরিচালিত করে এবং বিচারের দিনে এটি তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের দেওয়া পুরস্কারটি পালন করবে। পরিশেষে, নিরর্থক এবং পাপী জিনিসগুলি উভয় জগতেই কেবল চাপ এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়, কারণ এটি একজন মহান

আল্লাহকে ভুলে যেতে বাধ্য করে, কারণ তাকে সত্যিকার অর্থে স্মরণ করা মানে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

দাতব্য - 12

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়েছেন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল মহান আল্লাহর অবাধ্য না হয়ে সম্পদ ব্যয় করা এবং দুর্বল ও অভাবীদের সাহায্য করা। এর মধ্যে এমন কোনো খরচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা এই দুনিয়ায় বা পরকালে প্রকৃত উপকার লাভ করে। এটি অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই নিজের প্রয়োজন এবং নিজের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে। এইভাবে ব্যয় করা প্রকৃতপক্ষে সহীহ বুখারি, 4006 নম্বর হাদিস অনুসারে একটি সৎ কাজ। এই সঠিক ব্যয়ের মধ্যে সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ রয়েছে যা একজনকে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত।

দরিদ্রদের সাহায্য করার মধ্যে আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সাহায্যের মতো সব ধরনের সাহায্য এবং সমর্থন অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এইভাবে অন্যদের সাহায্য করবে সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর সমর্থন পাবে। জামি আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করে সে ব্যর্থ হতে পারে না, কারণ মহান আল্লাহর সাহায্য সব কিছুকে জয় করে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের কাজগুলো করার মাধ্যমে একজনকে সর্বদা আন্তরিক থাকতে হবে। এটি প্রমাণিত হয় যখন কেউ মানুষের কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা দাবি করে না। একজনকে অন্যদের সাহায্য করা উচিত যেমন তারা অন্যরা তাদের সাহায্য করতে চায়।

দাতব্য - 13

সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সহজ সৎ কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম ধার্মিক কাজ হল কাউকে তার নির্দিষ্ট বাণিজ্যে, তার উপায় অনুযায়ী সাহায্য করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম তাদের পরবর্তী শিক্ষার জন্য বা তাদের পেশার সাথে যুক্ত যেকোনো ফি প্রদান করে তাদের পেশায় কাউকে সমর্থন করতে পারে। এইভাবে সাহায্য করা প্রকৃতপক্ষে একটি সম্পূর্ণ পরিবারকে সমর্থন করার একটি দুর্দান্ত উপায়, কারণ একজন ব্যক্তি যিনি তাদের পরিবারকে সমর্থন করার জন্য উপার্জন করেন তা পরোক্ষভাবে পরিবারকে সহায়তা করে, যদিও এটি পুরো পরিবারকে সমর্থন করার চেয়ে অনেক সস্তা এবং সহজ। উপরন্তু, দাতা তার মৃত্যুর পরেও পুরষ্কার পেতে থাকবে, যতক্ষণ না ব্যক্তি তাদের ব্যবসায় কাজ করার সময় দাতার সহায়তা থেকে উপকৃত হচ্ছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, একজন মুসলমানের উচিত এমন কাউকে সাহায্য করা যার পেশা নেই। এর মধ্যে তাদের বৈধ সম্পদ অর্জনের জন্য সর্বোত্তম কাজ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া, তাদের শিক্ষার জন্য অর্থ প্রদান বা ব্যবসার মালিকদের তাদের নিয়োগের জন্য উত্সাহিত করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা এই ধরনের ব্যক্তিকে বৈধ বিধান পেতে সাহায্য করে যাতে তারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক কাজ কারণ যার বৈধ পেশা নেই সে অপরাধের মতো অবৈধ উপায়ে সম্পদ খোঁজার সম্ভাবনা বেশি। মানুষকে একটি বৈধ পেশা পেতে সাহায্য করা তাই সমাজে অপরাধ ও দারিদ্র্য হ্রাস করে। এতে সমাজের সবাই উপকৃত হয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত জিনিসটি, যা সকল মুসলমান করতে সক্ষম, তা হল তাদের ক্ষতিকে অন্যদের থেকে দূরে রাখা, কারণ এটি নিজের জন্য একটি দানশীল কাজ, কারণ এটি তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করে। প্রকৃতপক্ষে, নিজের মৌখিক ও দৈহিক ক্ষতিকে নিজের এবং অন্যের সম্পদ থেকে দূরে রাখাই প্রকৃত মুসলমান ও ঈমানদারের সংজ্ঞা। এটি সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত যেভাবে কেউ তাদের সাথে আচরণ করতে চায়। সহজ কথায়, যে অন্যকে শান্তিতে রেখে যায় তাকে শান্তি ও পুরস্কার দেওয়া হবে। যে মুসলমান অন্যদের উপকারের মাধ্যমে এই আচরণে যোগ করে, তাদের উপায় অনুসারে, এমনকি এটি কেবল উত্সাহের একটি ভাল শব্দ হলেও, সওয়াবের উপরে পুরস্কার লাভ করবে এবং এটি উভয় জগতের সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। পরিশেষে, নিজের ক্ষতিকে অন্যদের থেকে দূরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। যে অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে সে তাদের ভালো কাজগুলো তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে তারা যাদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের গুনাহও নেবে। এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

দাতব্য - 14

সহীহ বুখারী, 1427 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পদ সংক্রান্ত কিছু উপদেশ দিয়েছেন।

প্রথম কথা হলো উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে ভালো। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যবাধকতা ও স্বেচ্ছায় দান করার চেষ্টা করে, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী, সে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে কম দেয় এবং তার পরিবর্তে অন্যের কাছ থেকে সম্পদের মতো জিনিস গ্রহণ করে। এই হাদীসটি অভাবগ্রস্তদের সমালোচনা করে না, কারণ তারা তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যদের কাছ থেকে নেওয়ার অধিকারী। তবে এটি তাদের সমালোচনা করে যারা দিতে সক্ষম কিন্তু আটকে রাখে এবং যাদের এখনও অন্যদের কাছ থেকে জিনিস নেওয়ার দরকার নেই, তবুও তাদের জিজ্ঞাসা করুন এবং নিন। একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা, তার আকার নির্বিশেষে, কারণ মহান আল্লাহ গুণগত অর্থ দেখেন, ব্যক্তির আন্তরিকতা, পরিমাণ নয়। প্রতিটি পরমাণুর কল্যাণের মূল্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং মহান আল্লাহ তায়ালা পুরস্কৃত করবেন। অধ্যায় 99 আয জালজালাহ, আয়াত 7:

"সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

এবং মুসলমানদের শুধুমাত্র প্রয়োজন হলেই অন্যদের কাছ থেকে জিনিস চাওয়া এবং নেওয়া উচিত। অন্যথায়, তাদের অতিরিক্ত চাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে অন্য লোকেদের উপর নির্ভরশীল হয়ে

পড়ে এবং মহান আল্লাহর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের যে সম্পদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা উচিত, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, এবং তাদের চাহিদা পূরণের জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 6:

"এবং পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যে তার রিযিক আল্লাহর উপর রয়েছে, এবং তিনি এর বাসস্থান ও সংরক্ষণের স্থান জানেন। সবকিছুই সুস্পষ্ট খাতায় রয়েছে।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, দান করার পূর্বে একজন মুসলিমকে প্রথমে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে হবে। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি কেবল একটি নেক কাজই নয়, তবে এটি নিজের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ উপায়ে চেষ্টা করতে ব্যর্থ হওয়াও পাপ, সহীহ মুসলিম, 2312 নম্বরের একটি হাদিস অনুসারে। .

আলোচ্য মূল হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, সর্বোত্তম সদকা হল যখন কেউ তাদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন পূরণ করার পর অতিরিক্ত, অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়া এবং নিজেকে আর্থিক অসুবিধায় না ফেলে দান করে। ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ দান না করে ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করতে শেখায়। কাজের পরিমাণের চেয়ে কাজের গুণমান এবং ধারাবাহিকতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দাতব্য - 15

সহীহ মুসলিম, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করে, তাকে তারা যা দান করবে সে অনুসারে পুরস্কৃত করা হবে। এবং তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অন্যথায় মজুত করবেন না, অন্যথায় মহান আল্লাহ তাঁর নেয়ামত বন্ধ করে দেবেন।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, একজনকে অবশ্যই হালাল সম্পদ অর্জন করতে হবে এবং ব্যয় করতে হবে, কেননা হারামের উপর ভিত্তি করে যে কোন সৎ কাজ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যাত হবেন, তার ইচ্ছা যাই হোক না কেন। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন মানুষের উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হলো হালাল পাওয়া ও ব্যবহার করা।

উপরন্তু, এই ব্যয় শুধুমাত্র দাতব্যের মাধ্যমে নয় বরং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য খরচ করা, অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারি, 4006 নম্বর হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃতপক্ষে একটি সৎ কাজ। একজন মুসলমানের উচিত ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে ব্যয় করা যাতে তারা নিজের অভাব না করে অন্যকে সাহায্য করে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 29:

"এবং তোমার হাত তোমার গলায় বেঁধে রাখো না বা সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করো না এবং [এর ফলে] দোষী ও দেউলিয়া হয়ে যাও।"

একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করা, যদিও তা সামান্যই হয়, কারণ মহান আল্লাহ একজনের গুণগত অর্থ, তাদের আন্তরিকতা লক্ষ্য করেন, কাজের পরিমাণ নয়। নিয়মিত অল্প কিছু দান করা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অনেক বেশি উত্তম ও প্রিয়, একবারে বেশি পরিমাণ দান করার চেয়ে। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রধান হাদীসে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ যখন তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করে, তখন মহান আল্লাহ তাকে তাঁর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যে আটকে থাকে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবে। যদি কোন মুসলমান তাদের সম্পদ জমা করে, তবে তারা তার জন্য দায়ী থাকা অবস্থায় অন্যদের ভোগ করার জন্য তা রেখে দেবে। যদি তারা তাদের সম্পদের অপব্যবহার করে তবে তা তাদের জন্য দুনিয়াতে অভিশাপ ও বোঝা এবং পরকালে শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে।

পরিশেষে, এই হাদিসটি কেবল সম্পদ নয়, সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন কেউ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের ব্যবহার করার চেষ্টা করে, তখন তারা মনের শান্তি, সাফল্য এবং আশীর্বাদের বৃদ্ধি পাবে, যেমন তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেবো...'

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এটি স্পষ্ট করে যে, উভয় জগতের আশীর্বাদ, শান্তি ও সাফল্য লাভের জন্য একজন মুসলমানের ধনী হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের শুধুমাত্র সেই আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করতে হবে যেগুলো তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করতে পারে, তা যত কমই হোক না কেন।

দাতব্য - 16

2866 নম্বর সুনানে আবু দাউদে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মৃত্যু শয্যায় উপনীত হওয়ার চেয়ে জীবনকালে দান করা 100 গুণ উত্তম।

এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক মুসলমান নির্বোধভাবে বিশ্বাস করে যে তারা হয় তাদের সম্পদ সঞ্চয় করতে পারে বা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে তাদের নিজের ইচ্ছানুসারে ব্যয় করতে পারে এবং যখন তারা তাদের মৃত্যুশয্যায় পৌঁছে তখন তারা প্রচুর পরিমাণে দান করবে। সম্পদের প্রথমত, এই হাদিসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, একজন মুসলিম এইভাবে আচরণ করলে তাদের বেশিরভাগ সওয়াব হারাবে। এর কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা এই পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছে এবং তাদের মূল্যবান সম্পদ এখন তাদের কাছে তুচ্ছ এবং অকেজো হয়ে পড়েছে, কারণ তারা তা তাদের সাথে নিতে পারে না। মহান আল্লাহকে অকেজো কিছু দান করা একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি সত্য বিশ্বাস এবং তাকওয়া পরিপন্থী। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর..."

তাই একজন মুসলমানের উচিত নিজেদের প্রতি সদয় হওয়া এবং এমন উপায়ে ব্যয় করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যার মধ্যে তাদের নিজেদের

প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। তাদের তাদের শেষ মুহুর্তের জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়, কারণ এটি অপ্রত্যাশিতভাবে আসতে পারে এবং এই সময়ে ব্যয় করা তাদের জন্য ততটা ফলপ্রসূ হবে না।

দাতব্য - 17

সুনানে আবু দাউদ, 2511 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) লোভের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। এটি একজনকে বাধ্যতামূলক দাতব্য বন্ধ করার দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং এটি উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, সহিহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক সদকা দান করে না, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

"আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

যদি কারো লোভ তাদের স্বেচ্ছায় দাতব্য দান করতে বাধা দেয় তবে এটি বেআইনি নাও হতে পারে তবে এটি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত কারণ এটি একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক। সহজ কথায়, কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

লোভ একজনকে তাদের আশীর্বাদ, যেমন তাদের সময় এবং সম্পদ, নিজেদের খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে যে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্যের পথ হল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। মহান, সকল নেয়ামতের প্রকৃত মালিক ও দাতা।

একজন লোভী ব্যক্তি কেবল তাদের নিজের অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করে এবং তাই সহজেই আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকারকে অবহেলা করে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই স্ট্রেস এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে।

দাতব্য - 18

জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ বর্ণনা করেছেন যেগুলি পালন করার জন্য মুসলমানদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে।

উল্লেখিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল যে দান করা গুনাহকে নির্বাপিত করে যেমন জল আগুনকে নির্বাপিত করে। জামি আত তিরমিযী, 664 নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে দান করা মহান আল্লাহর রাগকে নিভিয়ে দেয় এবং একজন মুসলিমকে মন্দ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে। একটি খারাপ মৃত্যু হল যখন একজন ব্যক্তি অমুসলিম হিসাবে তাদের বিশ্বাসের অর্থ হারিয়ে মারা যায়। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর নেই। সম্ভবত এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে অনেক দূরে, মানুষ থেকে অনেক দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি।

মুসলমানদের খেয়াল রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব দান করার চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু ইসলামে দাতব্য অনেকগুলি বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন কাউকে নিরাপদ বোধ করার জন্য তাদের দিকে হাসি দেওয়া, যা জামি আত তিরমিযী, 1956 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তাই কোনও মুসলমান প্রচুর পরিমাণে দান করা থেকে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। উপরন্তু, মহান আল্লাহ যেহেতু একটি কাজের গুণমানকে তার পরিমাণের চেয়ে বেশি পর্যবেক্ষণ করেন, তাই একজনকে দাতব্য কাজের উপর অবিচল থাকতে হবে, যদিও তা ছোট হয়। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা নিয়মিত এমন আমল পছন্দ করেন, যদিও তা আকারে ছোট হয়। সহীহ বুখারি, 6464

নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 271:

"আপনি যদি আপনার দাতব্য ব্যয় প্রকাশ করেন, তবে তারা ভাল; কিন্তু যদি তুমি সেগুলো গোপন কর এবং গরীবদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য উত্তম এবং তিনি তোমার কিছু পাপ দূর করে দেবেন।

দাতব্য - 19

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই দাবি করে যে তাদের ব্যস্ত জীবনের কারণে তারা স্বেচ্ছায় সৎকর্ম সম্পাদন করার বা এমনকি ইসলাম সম্পর্কে আরও জ্ঞান অর্জন করার সময় পায় না। এই ধরনের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের যতটা সম্ভব দান করার চেষ্টা করা উচিত কারণ এই সৎ কাজটি বেশি সময় নেয় না এবং এটি ঈমানের একটি বিশাল শাখা। দান করার অগণিত ফজিলত রয়েছে যা পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, উদার ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। অথচ কৃপণ ব্যক্তি জাহান্নামের কাছাকাছি, মহান আল্লাহ থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জান্নাত থেকে দূরে। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম তাদের দানের মাধ্যমে অন্যদের উপকার করে, এমনকি যদি তারা পার্থিব জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মহান আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে থাকবেন। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সাহায্য ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং উভয় জগতের জন্য প্রসারিত হবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই দাতব্য সম্পদের একটি বিশাল পরিমাণ হতে হবে না. পরিমাণে অল্প হলেও নিয়মিত ও তার সামর্থ্য অনুযায়ী দান করার চেষ্টা করা উচিত কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা পরিমাণ নয় গুণের দিকে খেয়াল রাখেন। উপরন্তু, এই হাদিস এবং অন্যান্য ঘোষণা করে না যে দাতব্য একটি বড় পরিমাণ হতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, আদর্শভাবে একজন মুসলমানের উচিত ঈমানের বিভিন্ন শাখা পরিপূর্ণ করার জন্য সময় বের করা। কিন্তু যদি তারা জড়জগত নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত থাকে তবে তাদের উচিত অন্তত এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা এই আশায় যে, মহান আল্লাহ তাদের শেষ দিনে নাজাত দান করবেন।

দাতব্য - 20

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যখন একজন মুসলমান সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে, তাদের কাছে যা আছে সবই মহান আল্লাহর, তখন তাদের কাছে থাকা নেয়ামতগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা যেমন মহান আল্লাহর অনুগ্রহে দান করা সহজ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করে সে বুঝতে পারে যে তারা কেবল একটি ঋণ ফেরত দিচ্ছে যা মহান আল্লাহ তাদের দিয়েছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 254:

"হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর..."

এই আচরণ অহংকারের মাধ্যমে তাদের দাতব্য কাজকে ধ্বংস করা থেকেও রক্ষা করে। গর্ব একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে যে তারা দাতব্য দান করার মাধ্যমে আল্লাহ, মহান এবং অভাবগ্রস্তদের উপকার করছে। কিন্তু একইভাবে গর্ব ছাড়াই ব্যাঙ্ক লোন ফেরত দিলে মুসলমানদের বুঝতে হবে তাদের দাতব্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের একটি উপায়। এ ছাড়া অভাবগ্রস্তরা তাদের দান-খয়রাত নিয়ে দাতার উপকার করছেন। অভাবগ্রস্তরা তাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভের একটি মাধ্যম এবং তাদের ছাড়া এটি অসম্ভব। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, তাদের সম্পদ তাদের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির মাধ্যমে সঞ্চিত হয়েছে তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে এগুলোও মহান আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব, সম্পদের মতো আশীর্বাদের আকারে এই ঋণ অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় তাদের শাস্তি হতে পারে যা দুনিয়া থেকে শুরু হয়ে পরকালে চলতে থাকবে।

যখন কেউ দান করে তখন তাদের লেনদেন কোন অভাবী ব্যক্তির সাথে হয় না আসলে তা মহান আল্লাহর সাথে হয়। যখন একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর সাথে ব্যবসা করে, তখন তারা একটি অকল্পনীয় লাভের আস্থা রাখতে পারে যা তাদের ইহকাল ও পরকালে উপকৃত হবে। আলোচ্য মূল আয়াতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"কে সে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন?..."

বিধান - 1

সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে সমস্ত প্রাণীর জন্য সমস্ত কিছু যেমন রিযিক বরাদ্দ করেছিলেন। এবং পৃথিবী।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত অবস্থার ক্ষেত্রে দুটি দিক রয়েছে, যেমন একজনের রিজিক লাভ করা। প্রথম দিকটি হল, মহান আল্লাহ যা অর্থ, ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন; এটি ঘটবে এবং সৃষ্টির কিছুই এটি ঘটতে বাধা দিতে পারে না। যেহেতু এটি একজন ব্যক্তির হাতের বাইরে, তাই এই দিকটির উপর চাপ দেওয়ার কোন মানে হয় না কারণ তারা বা অন্য কেউ যাই করুক না কেন নিয়তির উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। উপরন্তু, এই বিধান এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য একজন ব্যক্তির ন্যূনতম প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত। অর্থ, যতদিন তারা জীবিত থাকবে ততদিন একজন ব্যক্তি তাদের রিজিক পেতে থাকবে এবং কোন কিছুই তাদের তা গ্রহণ ও ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারবে না, এমনকি তারা নিজেরাও নয়।

দ্বিতীয় দিকটি হল নিজের প্রচেষ্টা। এই দিকটির উপর একজন ব্যক্তির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তাই তাদের উচিত এই দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যে উপায়গুলি তাদের দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করে তাদের শারীরিক শক্তি যেমন মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য, যার ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এর মধ্যে রয়েছে হারাম, অতিরিক্ত, অপব্যয়

ও বাড়াবাড়ি পরিহার করে তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য হালাল রিজিক অর্জনের চেষ্টা করা।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলিমের কখনই এমন জিনিসের উপর চাপ দিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয় যেগুলির উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব নেই। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের হাতে থাকা উপায়গুলি ব্যবহার করা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা জিনিসগুলির উপর কাজ করা। একজন মুসলমানকে তাদের রিযিক পৌঁছে দেওয়ার জন্য অলসতা অবলম্বন করে এবং ভাগ্যের উপর নির্ভর করে চরম মানসিকতা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং তাদের নিজেদের প্রচেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নয়। ভারসাম্য হল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করা এবং মহান আল্লাহর গ্যারান্টির উপর নির্ভর করা, কারণ এই নির্ভরতা অধৈর্যতা এবং অবৈধ উপায়ে সম্পদ অন্বেষণকে প্রতিরোধ করবে। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাই নির্দেশ দিয়েছেন।

বিধান - 2

সহীহ বুখারী, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কেউ নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কিছু খায়নি।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য অলসতাকে বিভ্রান্ত না করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান একটি বৈধ পেশা থেকে দূরে সরে যায়, সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করে এবং মসজিদে বসবাস করে এবং দাবি করে যে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাদের ভরণ-পোষণের জন্য। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর মোটেই ভরসা নয়। এটা শুধুমাত্র অলসতা যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা হল, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ, মহান ব্যক্তিকে তার শারীরিক শক্তির মতো মাধ্যম ব্যবহার করা এবং তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করা। , মহান, এই মাধ্যমে তাদের বৈধ সম্পদ প্রদান করবে. মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার লক্ষ্য হল, তাঁর সৃষ্ট মাধ্যম ব্যবহার করে কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা নয়, কারণ এটি তাদের অকেজো করে দেবে, এবং মহান আল্লাহ্‌ অকেজো জিনিস সৃষ্টি করেন না। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উদ্দেশ্য হল সন্দেহজনক বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত রাখা, যেহেতু একজন মুসলিমকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত তাদের বিধান, যার মধ্যে সম্পদও রয়েছে, আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এবং পৃথিবী। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এই বরাদ্দ পরিবর্তন করা যাবে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল হালাল উপায়ে এটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। এটি সহীহ বুখারি, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলি ব্যবহার করা, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক, কারণ তিনি তাদের এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি

করেছেন। তাই একজন মুসলিমের উচিত হবে অলস হওয়া উচিত নয় যখন তারা তাদের নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে হালাল সম্পদ উপার্জনের উপায় এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রদত্ত উপায়ের মাধ্যমে সামাজিক সুবিধা লাভের মাধ্যমে মহান আল্লাহর উপর আস্থার দাবি করে।

পরিশেষে, মূল হাদিস বোঝা এবং তার উপর কাজ করা একজনকে তাদের জন্য সরকার বা আত্মীয়দের মতো অন্যদের উপর নির্ভর করার থেকে স্বাধীন হতে উৎসাহিত করে। এর পরিবর্তে, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা উচিত এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের বরাদ্দকৃত হালাল রিযিক তাদের কাছে পৌঁছাবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একমাত্র মহান আল্লাহর উপর আস্থা রাখবে।

বিধান - 3

মহান আল্লাহ হলেন সমগ্র সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা এবং রিযিকের বরাদ্দকারী যা তাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক গঠন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, সমগ্র সৃষ্টির বিধান আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে বরাদ্দ করা হয়েছিল।

যে ব্যক্তি এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে তাদের সৃষ্টির আগে তাদের জন্য যেভাবে পরিকল্পনা করে রেখেছিল সেভাবে তাদের জন্য ব্যবস্থা করার জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। তারা এই নির্ভরতা প্রমাণ করবে মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হালাল রিযিক লাভের চেষ্টা করে এবং হারাম ও সন্দেহজনক কিছু থেকে বিরত থাকবে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষের খাদ্য ও পানীয় আকারে শারীরিক বিধান প্রয়োজন। একইভাবে একজন মুসলিমের আত্মারও রিযিকের প্রয়োজন। এই বিধান এটিকে শক্তিশালী করে এবং এটিকে শাশ্বত সুখের দিকে নিয়ে যায়। এই বিধানটি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের আকারে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এসবের ভিত্তি হচ্ছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা। তাই, মুসলমানদের উচিত আত্মার এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান লাভের সাথে সাথে তাদের দৈহিক দেহের জন্যও সচেষ্ট হওয়া। এই ক্ষেত্রে দুটি উপাদান মনে রাখা উচিত। কারও নিশ্চিত বিধান লাভের জন্য বেআইনি এবং অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালাবেন না। এবং অপব্যবহার বা অপব্যবহার না একটি লাভ রিজিক.

একজন মুসলমানের উচিত, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের আশ্রিতদের ভরণপোষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা। এর মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিধান প্রদান করা অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলিমেরও নিজের জন্য দারিদ্র্যকে ভয় না করে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অভাবীদের জন্য একই কাজ করা উচিত। তাদের সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখা উচিত, যেটি পরামর্শ দেয় যে মহান আল্লাহ অন্যের প্রয়োজনের যত্ন নেওয়া মুসলমানের চাহিদা পূরণ করবেন।

বিধান - 4

মহান আল্লাহ, যিনি অসীম অনুগ্রহশীল এবং প্রতিদান বা বাহ্যিক কারণ ছাড়াই অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ দান করেন। তিনি না চাইতেই উদারভাবে দেন।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে তারা সর্বদা মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ কামনা করবে, কারণ তারা জানে যে দাতা জিজ্ঞাসা করা পছন্দ করেন। জামি আত তিরমিযী, 3571 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে দানকারীর কাছ থেকে অনুগ্রহ চায় তার জানা উচিত যে তা তাঁর অবাধ্যতার মাধ্যমে অর্জিত হয় না। মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে প্রাপ্ত যে কোন পার্থিব নিয়ামত উভয় জগতের মালিকের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। একজন মুসলিমের উচিত হবে দানকর্তার আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে তার থেকে উপকারী আশীর্বাদ লাভের চেষ্টা করা। যখন একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারে যে সমস্ত আশীর্বাদ দানকারীর দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে তারা তাঁর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসারে তার কাছে থাকা সমস্ত নিয়ামত ব্যবহার করে। এতে বরকত বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের দেওয়া আশীর্বাদ দান করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা উচিত। যে অন্যকে দান করবে তাকে তার চেয়ে বেশি দেওয়া হবে যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

“কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তা তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন? আর আল্লাহই রোধ করেন এবং প্রাচুর্য দান করেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

বিধান - 5

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। লোকেরা প্রায়শই তাদের চাহিদা এবং দায়িত্ব, যেমন তাদের নির্ভরশীলদের জন্য সরবরাহ করার জন্য তাদের বৈধ বিধান উপার্জনের ক্ষেত্রে মানসিক এবং শারীরিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ার অভিযোগ করে। এটা বোঝা জরুরী যে, মানুষ যতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে ততদিন তার রিজিক, অর্থ, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য তার প্রয়োজনীয় জিনিসের নিশ্চয়তা মহান আল্লাহ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির 50,000 বছর আগে সৃষ্টির জন্য বিধান বরাদ্দ করেছিলেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 6:

"এবং পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যে তার রিযিক আল্লাহর উপর রয়েছে এবং তিনি তার বাসস্থান ও সংরক্ষণের স্থান জানেন। সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট রেজিস্টারে রয়েছে।"

এই বরাদ্দের একটি দিক হল একজনের বিধান পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক এবং শারীরিক শক্তি। কিন্তু লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে গ্যারান্টিযুক্ত বিধানটি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য কেবলমাত্র ন্যূনতম প্রয়োজন, কোনও ব্যক্তি এই ন্যূনতম থেকে বেশি পাবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই, যদিও বেশিরভাগ লোকেরা আরও বেশি পান। এর অর্থ হল, যদিও সমস্ত মানুষকে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বিধান পাওয়ার জন্য মানসিক ও শারীরিক শক্তি দেওয়া হয়েছে, তবুও তাদের সবাইকে এর বেশি সরবরাহ করা হয়নি। অর্থ, কিছু লোককে ন্যূনতমের চেয়ে বেশি সরবরাহ করা হয়েছে এবং তাই তাদের এটি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক এবং শারীরিক শক্তিও সরবরাহ করা হয়েছে, যেখানে অন্যদের নেই। অতএব, মানুষ যখন

তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, যা তাদের বরাদ্দ করা হয়নি, তখন এটি কেবলমাত্র মানসিক এবং শারীরিকভাবে বিরক্ত হওয়ার কারণ হবে, কারণ তাদের আরও বিধান পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মানসিক এবং শারীরিক শক্তি সরবরাহ করা হয়নি। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অপচয়, অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পেতে চেষ্টা করে, সে কখনই মানসিক বা শারীরিকভাবে বিরক্ত হবে না, কারণ তাদের জন্য এই মানসিক ও শারীরিক শক্তির স্তর নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, কেউ যদি তাদের রিজিক পাওয়ার ক্ষেত্রে মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি এড়াতে চায়, তাহলে তাদের উচিত তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তা পাওয়ার ও ব্যবহার করার চেষ্টা করা এবং তাদের নির্ভরশীলদেরও তা করতে শেখানো।

ধৈর্য্য- ১

সহীহ বুখারী, 1302 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কষ্টের শুরুতে প্রকৃত ধৈর্য দেখানো হয়।

প্রথমত, ধৈর্য হল যখন কেউ তাদের কথা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে তারা আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে, যখনই তারা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যিকারের ধৈর্য দেখানো হয় দুর্যোগের মানে, কঠিন শুরু থেকেই। প্রিয়জনের মৃত্যুর মতো কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া, অবশেষে সময়ের সাথে সাথে সবার সাথেই ঘটে। এটি গ্রহণযোগ্যতা সত্য ধৈর্য নয়।

মুসলমানদের তাই নিশ্চিত করা উচিত যে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং ধৈর্য ধরে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ, মহান, যা কিছু চয়ন করেন তা জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তারা পছন্দের পিছনের জ্ঞানগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হন। পরিবর্তে, তাদের অনেকবার চিন্তা করা উচিত যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে এখনও কিছু ভাল ছিল, এটি খারাপ এবং এর বিপরীতে পরিণত হয়েছিল। মানুষের চরম অদূরদর্শীতা এবং সীমিত জ্ঞান এবং মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বোঝা একজন মুসলিমকে অসুবিধার শুরু থেকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপরন্তু, মহান আল্লাহ যেমন কোনো আত্মাকে তাদের সামলানোর চেয়ে বেশি বোঝা দেন না, তাই ধৈর্য প্রদর্শন না করার এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখার অজুহাত কাউকেই ছাড়েন না। একটি অসুবিধার সূত্রপাত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

উপরন্তু, মুসলমানদের জন্য তাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য প্রদর্শন চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি সহজে ধৈর্যের পুরষ্কার হারাতে পারে এমনকি যদি তারা শুরু থেকেই ধৈর্য্য ধরে থাকে, অধৈর্যতা প্রদর্শন করে। এটি শয়তানের একটি অত্যন্ত মারাত্মক ফাঁদ। সে ধৈর্য ধরে কয়েক দশক ধরে অপেক্ষা করে শুধু একজন মুসলমানের পুরস্কার নষ্ট করার জন্য। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দেয় যে একজন মুসলমান বিচার দিবসে যা নিয়ে আসবে তার জন্য পুরষ্কার পাবে, অর্থাত্, তারা মারা গেলে তাদের সাথে নিয়ে যাবে, এটি ঘোষণা করে না যে তারা কেবল একটি কাজ করার পরে পুরস্কার পাবে, যেমন শুরুতে ধৈর্য দেখানো। একটি অসুবিধা অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 160:

"যে ব্যক্তি [বিচারের দিনে] নেক আমল নিয়ে আসবে..."

ধৈর্য - 2

সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি অবস্থাই একজন মুমিনের জন্য বরকতময়। একমাত্র শর্ত এই যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করার সময় তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিতে হবে, বিশেষত, অসুবিধায় ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা।

জীবনের দুটি দিক আছে। একটি দিক হল লোকেরা যে পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পায়, সেগুলি স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময় হোক না কেন। একজন ব্যক্তি কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতের বাইরে। মহান আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদের রেহাই নেই। অতএব, একজনের মুখোমুখি হওয়া পরিস্থিতিগুলির উপর চাপ দেওয়া অর্থপূর্ণ নয় কারণ সেগুলি নির্ধারিত এবং তাই অনিবার্য। অন্য দিকটি হল প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া। এটি প্রতিটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে এবং এটিই তাদের বিচার করা হয় উদাহরণস্বরূপ, একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য বা অধৈর্য দেখানো। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই পরিস্থিতির উপর চাপ না দিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের আচরণ এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, কারণ এটি অনিবার্য। যদি একজন মুসলিম উভয় জগতে সফল হতে চায় তবে তাদের উচিত প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা এবং সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের অবশ্যই ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে হবে, যা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

এবং কঠিন সময়ে তাদের অবশ্যই ধৈর্য্য প্রদর্শন করতে হবে জেনে শুনে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো যা বেছে নেন, যদিও তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উল্লেখ্য যে, মূল হাদিসে প্রতিটি অবস্থাতেই সফলতা মুমিনের জন্য নির্দেশিত হয়েছে, মুসলমানের জন্য নয়। এর কারণ হল একজন মুমিনের দৃঢ় বিশ্বাস যার মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান। তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের ফলস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যকে আরও কঠোরভাবে মেনে চলে, যার মধ্যে অসুবিধার সময় ধৈর্য এবং আরামের সময়ে কৃতজ্ঞতা জড়িত। যেখানে, মুসলিম হল এমন ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু দুর্বল ঈমানের কারণে, যা ইসলামী জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে হয়, তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হতে পারে। অতএব, একজনের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা একজন মুমিনের মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে এবং তাই সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে।

ধৈর্য - 3

সুনানে ইবনে মাজা, 4168 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের নিয়তি নিয়ে প্রশ্ন না করার পরামর্শ দিয়েছেন কারণ এটি শয়তানের দরজা খুলে দেয়। তিনি মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করতে উৎসাহিত করেন, কারণ তারা তাদের স্বল্প দৃষ্টিশক্তি এবং বোধগম্যতার অভাবের কারণে এর পেছনের প্রজ্ঞাগুলি পর্যবেক্ষণ করে না। এর ফলে অধৈর্যতা এবং পুরস্কারের ক্ষতি হয়। একজনকে তাদের অতীতের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন করা উচিত যেখানে তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি বাস্তবে খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে তাদের ধৈর্য ধরে থাকতে অনুপ্রাণিত করার জন্য, কারণ শীঘ্র বা পরে তাদের এই সুবিধাগুলি দেখানো হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ধৈর্য - 4

সহীহ বুখারী, 6470 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে, মহান আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করবেন। তিনি উপসংহারে বলেছিলেন যে ধৈর্যের চেয়ে বড় উপহার আর নেই।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই ধৈর্যের উপর জোর করতে হবে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা। উদাহরণস্বরূপ, যিনি মহান আল্লাহকে জানেন, তিনি ধৈর্যশীল মুসলমানকে একটি অগণিত প্রতিদান দেবেন এই সত্যটি সম্পর্কে অজ্ঞ তার চেয়ে ধৈর্যশীল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকৃত ধৈর্য পরিস্থিতির শুরুতে দেখানো হয়, পরে নয়। যখন কেউ পরে ধৈর্য প্রদর্শন করে, তখন এটি গ্রহণযোগ্যতা, যা এমনকি সবচেয়ে অধৈর্য ব্যক্তিও অনুভব করে।

পরিশেষে, ধৈর্য অবলম্বন করা জরুরী কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিটি উপাদানে প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং নিয়তির মুখোমুখি হওয়া। সহজ কথায়, ধৈর্য ছাড়া পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সফলতা সম্ভব নয়। অতএব, যারা এটি গ্রহণ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য এটি মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি দুর্দান্ত উপহার।

ধৈর্য - 5

ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 492 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিমকে তার আকার নির্বিশেষে কোন ধরণের শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না, যেমন ছিদ্র করা। একটি কাঁটা, বা কোন মানসিক অসুবিধা, যেমন চাপ, মহান আল্লাহ তায়ালা এর কারণে তাদের পাপ মুছে ফেলা ছাড়া।

এটি ছোট পাপকে বোঝায়, কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। এই পরিণতি ঘটে যখন একজন মুসলিম কষ্টের শুরু থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেক লোক বিশ্বাস করে যে তারা প্রথমে অভিযোগ করতে পারে এবং পরে ধৈর্য দেখাতে পারে। এটি সত্য ধৈর্য নয়, বরং এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা, যা সময়ের সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। সুনানে আন নাসাই, 1870 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে সারা জীবন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে, কারণ একজন ব্যক্তি অধৈর্যতা দেখিয়ে তার পুরস্কার নষ্ট করতে পারে।

একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, তাদের ছোটখাট পাপগুলোকে এই অসুবিধার মধ্য দিয়ে মুছে ফেলার পর বিচার দিবসে পৌঁছানো অনেক ভালো। একজন মুসলমানের উচিত ক্রমাগত অনুতপ্ত হওয়া এবং তাদের ছোটখাটো পাপ মোচনের জন্য সৎ কাজ করার চেষ্টা করা। এবং যদি তারা কোন শারীরিক বা মানসিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তবে তাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত তাদের ছোটখাট পাপ মুছে ফেলার এবং একটি অগণিত পুরস্কার পাওয়ার আশায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

যে ব্যক্তি ধৈর্য্য সহকারে সমস্ত অসুবিধার মোকাবিলা করে, যার মধ্যে রয়েছে কথা বা কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করা বা অবাধ্যতা করা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের আচরণে আন্তরিক অনুশোচনা যোগ করা, তাদের ছোট ও বড় উভয় গুনাহ মুছে ফেলা হবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, আল্লাহ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যারা অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া একই বা অনুরূপ পাপ আবার না করার এবং এর মধ্যে রয়েছে, করা। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তার জন্য।

একজন এই পদ্ধতিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয়, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দেওয়া হয়েছে, তারা উভয় জগতের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতিতে শান্তি এবং সাফল্য পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ধৈর্য - 6

সুনানে আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 3127 নম্বর, সতর্ক করে যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে প্রিয়জনকে হারানোর মতো কঠিন সময়ে কান্না করা অনুমোদিত নয়। এটি ভুল কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় কেউ মারা গেলে কেঁদেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) মারা গেলে তিনি কেঁদেছিলেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 3126 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কারো মৃত্যুতে কান্না করা রহমতের নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। এবং শুধুমাত্র যারা অন্যদের প্রতি দয়া দেখায় তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত প্রদর্শন করবেন। সহীহ বুখারী, 1284 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নাতি যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার জন্য কেঁদেছিলেন।

সহীহ মুসলিম, 2137 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে কান্নার জন্য বা তাদের হৃদয়ে যে দুঃখ অনুভব করে তার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু তারা শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে যদি তারা মহান আল্লাহর পছন্দের ব্যাপারে তাদের অধৈর্যতা প্রদর্শন করে এমন শব্দ উচ্চারণ করে।

এটা স্পষ্ট যে, কারো হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করা বা চোখের জল ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। হারাম জিনিসগুলি হল কান্না, কথা বা কাজের মাধ্যমে অধৈর্যতা প্রদর্শন করা, যেমন কারো কাপড় ছিঁড়ে ফেলা বা দুঃখে মাথা ন্যাড়া করা। যারা এ ধরনের কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি রয়েছে। অতএব, যে কোনও মূল্যে এই কর্মগুলি এড়ানো উচিত। একজন ব্যক্তি এইভাবে কাজ করার জন্য শুধুমাত্র শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে না, তবে মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যু কামনা করে এবং অন্যদেরকে এইভাবে কাজ করার আদেশ দেয়, তবে তাদেরও জবাবদিহি করা হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি এটা না চায় তাহলে তারা কোনো জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত। জামি আত তিরমিযী, 1006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞান যে মহান আল্লাহ অন্যের কাজের কারণে কাউকে শাস্তি দেবেন না যখন পূর্ববর্তী ব্যক্তিটি তাদের সেভাবে কাজ করার পরামর্শ দেয়নি। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 18:

"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না..."

ধৈর্য - 7

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটা নির্দিষ্ট প্রজ্ঞা নিয়ে চিন্তা করছিলাম কেন লোকেরা অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং স্বাস্থ্যের মতো আশীর্বাদের ক্ষতি হয়। প্রায়শই যখন মুসলমানরা বিশেষভাবে আশীর্বাদ পায়, তাদের প্রয়োজনের বাইরে, এটি তাদের পরকাল থেকে বিভ্রান্ত করে এবং পরিবর্তে তাদের মনকে এই জড় জগতের দিকে মনোনিবেশ করে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে, একটি অসুবিধার পিছনে প্রজ্ঞা হল একজন মুসলমানের মনোযোগকে পুনরায় ফোকাস করা যেটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ যা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যিনি তাদের ফোন নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে তারা একটি আসন্ন যানবাহন না দেখে রাস্তা পার হন। অন্য একজন ব্যক্তি হিংস্রভাবে তাদের সামনের গাড়ি থেকে টেনে নিয়ে যায় যা তাদের এখনও কষ্ট দেয়, তাদের জীবন বাঁচায়। যদিও হিংস্রভাবে টানাটানি কষ্ট এবং এমনকি যন্ত্রণার কারণ হয় তবে এটি শুধুমাত্র তাদের মনোযোগকে জীবন হুমকির নাম, আসন্ন গাড়ির দিকে পুনরায় ফোকাস করার জন্য করা হয়। একইভাবে, পরকালের মতো আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে তাদের মনোযোগ পুনরায় ফোকাস করার জন্য একজন মুসলিম মানসিক এবং শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। কোনো মুসলমানকে যদি কোনো অসুবিধা ছাড়াই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যময় সময়ের মুখোমুখি হতে দেওয়া হয় তবে সন্দেহ নেই যে তারা এই জড় জগতের আধিক্য উপভোগ করতে করতে হারিয়ে যাবে। দীর্ঘমেয়াদে এই অবহেলা তাদের জন্য বিপর্যয়কর হবে। তাই আখেরাতের কঠিন কঠিনতা থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য তারা একটি ছোট অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাই মুসলমানদের উচিত প্রতিবার এই সত্যটি মনে রাখা উচিৎ তারা যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়, যাতে তারা এই অত্যাবশ্যকীয় সুবিধার প্রতি অধৈর্যতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন না করে এই নিয়ামতকে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে এবং সঠিকভাবে কাজ করে। এটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহের একটি।

ধৈর্য - ৪

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ধার্মিক পূর্বসূরিরা তাদের জীবনে কত বড় পরীক্ষা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল এবং কীভাবে তারা ধৈর্য ও মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের কাটিয়ে উঠল সে বিষয়ে আমি চিন্তা করছিলাম। এটি অর্জনের একটি উপায় হল সবসময় একজনের অসুবিধাকে কঠিন এবং আরও গুরুতর অসুবিধার সাথে তুলনা করা। যখন কেউ এটি করে তখন এটি তাদের সমস্যাটিকে ছোট এবং কম তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করবে। মনোযোগের এই পরিবর্তন একজন মুসলিমকে ধৈর্য ধরতে এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকতে সাহায্য করতে পারে। এটি একটি জাগতিক উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একজন গুরুতর মাইগ্রেনে আক্রান্ত ব্যক্তি এমনভাবে প্রভাবিত হতে পারে যে তাদের কাছে মনে হয় পৃথিবী তাদের চারপাশে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু এই একই ব্যক্তি যদি একটি জাহাজে থাকে যেটি একটি বরফখণ্ডে আঘাত হানে এবং একটি জমাট সাগরের মাঝখানে ডুবে যেতে পারে তবে তাদের গুরুতর মাইগ্রেনকে বড় ব্যাপার বলে মনে হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা সম্ভবত এটির দ্বারা মোটেও প্রভাবিত হবে না কারণ তাদের পুরো মনোযোগ আসন্ন জীবন-হুমকির বিপদের দিকে স্থানান্তরিত হবে, যেমন ডুবে যাওয়া জাহাজ। বিপদের সময় মুসলমানের এমনই আচরণ করা উচিত। যখন তারা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে এটি আরও খারাপ হতে পারে এবং তারা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তার উপর ফোকাস করার চেষ্টা করে। এটি তাদের থেকে আরও কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা অন্যদের পর্যবেক্ষণ করে অর্জন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি পিঠের ব্যথায় ভুগছেন তিনি শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির বিষয়ে চিন্তা করতে পারেন। অথবা তারা মৃত্যু এবং বিচার দিবসের মতো অনেক বড় সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে পারে। এই তুলনা তাদের অসুবিধা এবং এর প্রভাবের তাত্পর্যকে কমিয়ে দেবে, যার ফলে তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ধৈর্য্য ও অবিচল থাকতে সাহায্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

ধৈর্য - 9

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পিতামাতারা প্রায়শই জিনিসগুলি কেড়ে নেয় বা তাদের বাচ্চাদের সুরক্ষার জন্য অস্বাস্থ্যকর খাবারের মতো কিছু জিনিস পেতে বাধা দেয়। এই আচরণটি প্রায়ই শিশুকে দুঃখিত বা রাগান্বিত করে কারণ তারা তাদের পিতামাতার কর্মের পিছনে প্রজ্ঞা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকে। এই পিতামাতার আচরণ এমন কিছু যা সমাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় এবং সঠিকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে এটি একটি ভাল এবং দায়িত্বশীল পিতামাতার বৈশিষ্ট্য। একইভাবে, জীবনে মানুষ প্রায়শই মহান আল্লাহ কর্তৃক কিছু পার্থিব জিনিস পেতে হারায় বা বাধা দেয়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে বাবা-মা যেমন তাদের সন্তানদের থেকে ক্ষতিকারক জিনিসগুলিকে দূরে রাখেন যদিও তাদের সন্তানরা তাদের পছন্দের কারণ বুঝতে পারে না ঠিক একইভাবে মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও জ্ঞান অনুসারে এই পদ্ধতিতে কাজ করেন তাঁর সুরক্ষার জন্য। ভৃত্য এমনকি যদি মানুষ তার পছন্দের পিছনে প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে. অতএব, যখনই একজন মুসলমান নিজেকে এই পরিস্থিতিতে দেখতে পায় তাদের উচিত এই সহজ উদাহরণের প্রতি চিন্তা করা, যা তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে কেউ প্রত্যাখ্যান করবে না, যাতে তারা ধৈর্য ধরে থাকতে এবং মহান আল্লাহ তায়ালার খোদায়ী সুরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত হয়। তাদের মঞ্জুর করেছেন। তাদের রাগ এবং অধৈর্য হয়ে অপরিণত শিশুর মতো আচরণ করা উচিত নয় কারণ প্রাপ্তবয়স্করা শিশুদের চেয়ে ভাল আচরণ করার জন্য বোঝানো হয়। প্রকৃতপক্ষে, বাচ্চাদের এমন আচরণ থেকে মাফ করা হয় কারণ তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের এটির অভাব হওয়া উচিত নয় এবং তাই উভয় জগতে তাদের আচরণের জন্য দায়বদ্ধ হবে।

ধৈর্য - 10

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। প্রতিদিন মানুষ হারাচ্ছে তাদের প্রিয়জনকে। এটি একটি অনিবার্য পরিণতি। একজন মুসলিম অনেক কিছু মনে রাখতে এবং কাজ করতে পারে যা তাদের এই অসুবিধার সময় সাহায্য করতে পারে। একটি বিষয় হল পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে পর্যবেক্ষণ করা। অর্থ, কেউ যা হারিয়েছে তার জন্য দুঃখিত হওয়ার পরিবর্তে তাদের উচিত ভাল জিনিসগুলিতে মনোনিবেশ করা উচিত যা তারা চলে গেছে যার মাধ্যমে তারা অর্জন করেছে, যেমন তাদের ভাল পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা। যখন কেউ এটির প্রতি চিন্তাভাবনা করে তখন তারা বুঝতে পারবে যে তাকে না জানার পরিবর্তে তাকে হারানোর আগে তাকে চেনা ভাল ছিল। এটি বিবৃতির অনুরূপ, আদৌ প্রেম না করার চেয়ে ভালবাসা এবং হারিয়ে যাওয়া ভাল। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই বিবৃতিটি প্রসঙ্গের বাইরে নেওয়া হয় এবং অপব্যবহার করা হয় তবে এইভাবে ব্যবহার করা হলে এটি সঠিক এবং সহায়ক।

উপরন্তু, একজন মুসলিম যে নিঃসন্দেহে পরকালে বিশ্বাস করে তার সর্বদা মনে রাখা উচিত যে মানুষ এই পৃথিবীতে কেবল একে অপরকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য মিলিত হয় না। কিন্তু এর পরিবর্তে তারা শুধুমাত্র পরলোকগত পৃথিবীতে আবার দেখা করার জন্য এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। এই মনোভাব এই ধরনের অসুবিধার সময় একজনকে বাকি রোগীদের সাহায্য করতে পারে। এবং এটি তাদের অনুপ্রাণিত করা উচিত মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করে, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে যাতে তারা আশ্রয়ের বাগানে তাদের প্রিয়জনের সাথে তাদের শেষ বিশ্রামস্থলে পুনরায় মিলিত হতে পারে, চিরকাল

ধৈর্য - 11

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি গুরুতর বিপর্যয়ের সাথে মোকাবিলা করার বিষয়ে রিপোর্ট করেছে, যেমন প্রিয়জনের মৃত্যু এবং এগিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন একটি গুরুতর অসুবিধা, যেমন প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটে, তখন দীর্ঘ সময়ের জন্য শোক করার জন্য সবকিছু ছেড়ে না দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজনের স্বাভাবিক দৈনন্দিন রুটিনে এবং জীবনে ফিরে আসা ভাল। . যদিও, ইসলাম এখনও যারা মারা গেছে তাদের জন্য শোক করা নিষিদ্ধ করে না, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সহীহ বুখারী, 5339 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, লোকেদের তিনের বেশি শোক করা উচিত নয়। তার মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর ব্যতীত দিন, যা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এর পিছনে একটি প্রজ্ঞা হল যে যখন কেউ শোক করার জন্য সমস্ত কিছু ফেলে দেয়, তখন এটি কেবল তাদের অসুবিধার বিষয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করার সময় দেয়। এটি একজনকে অধৈর্য হয়ে উঠতে পারে এবং মহান আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, কারণ তারা তাদের মনের বিপর্যয়কে অতিক্রম করার জন্য এত সময় ব্যয় করেছে। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 79 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, নিজের মনে বিপর্যয়কে পুনরায় খেলা এবং মনে করা যে এটি এড়ানো যেতে পারে, কেবলমাত্র শয়তানের দরজা খুলে দেয়, যা অধৈর্যতার দিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, প্রস্তাবিত তিন দিন পরে এগিয়ে যাওয়া এবং একজনের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা, একজনকে শোক করার অনুমতি দেয় তবে খুব গভীরভাবে অসুবিধায় না পড়ে। একটি স্বাভাবিক রুটিন একজন ব্যক্তিকে তাদের বিপর্যয় থেকে বিক্ষিপ্ত করে এবং তাদের বৃহত্তর চিত্রে পুনরায় ফোকাস করতে সাহায্য করে, যা তাদের অধৈর্য হতে বাধা দেয়। তাই মুসলমানদের উচিত সৎকর্ম সম্পাদনে নিজেদের ব্যস্ত রাখা যা মহান আল্লাহর রহমতকে আকৃষ্ট করে অথবা তাদের চাকরির মতো বৈধ পার্থিব কাজকর্মে ব্যস্ত থাকা উচিত। এবং শেষের দিনগুলির জন্য শোক করার জন্য তাদের সবকিছু ছেড়ে দেওয়া এড়ানো উচিত, কারণ এটি প্রায়শই তাদের একটি অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যায় যা থেকে পালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

ধৈর্য - 12

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি ডাক্তারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং তাদের রোগীদের উপর তাদের প্রভাব সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। মুসলমানদের জন্য একটি সহজ জিনিস বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যা তাদের ভাগ্যের সাথে ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করতে এবং এর ফলে আসা অসুবিধার সাথে সাহায্য করতে পারে। একজন ব্যক্তি আনন্দের সাথে একটি তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করেন, যা তাদের ডাক্তার লিখে দেন, তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং পছন্দের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে, সব সময় বিশ্বাস করে যে তাদের ডাক্তার জানেন যে তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল কি। এটি সত্য যদিও তারা শুধুমাত্র মানুষ এবং ত্রুটি প্রবণ। তবুও অনেক মুসলিম মহান আল্লাহর উপর এই একই স্তরের আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়, যদিও তাঁর জ্ঞান অসীম এবং তাঁর পছন্দগুলি সর্বদা জ্ঞানী। মুসলমানদের উচিত নিয়তিকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করা এবং এটি যে সমস্যাগুলি নিয়ে আসে, ঠিক সেভাবে তারা অভিযোগ না করে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে, এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে। তাদের বোঝা উচিত যে তারা যে সমস্যা এবং অসুবিধাগুলির মুখোমুখি হয় তা তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল, এমনকি তারা তাদের মধ্যে থাকা জ্ঞানগুলি বুঝতে বা পর্যবেক্ষণ না করলেও, ঠিক যেমন তারা আনন্দের সাথে গ্রহণ করা তিক্ত ওষুধের পিছনে বিজ্ঞান বুঝতে পারে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

" বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া আমাদের আর কিছুই হবে না। তিনি আমাদের রক্ষাকর্তা।" সুতরাং মুমিনদের আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত।"

যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা যে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে তার পিছনের বিজ্ঞান তারা কখনই বুঝতে পারবে না, একটি সময় অবশ্যই আসবে, ইহকাল হোক বা পরকালে, যখন তারা যে তিক্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তার পিছনের জ্ঞান তাদের কাছে প্রকাশিত হবে। তাই একজন মুসলিমের উচিত এই সময়টা ধৈর্য সহকারে জেনে রাখা যে শীঘ্রই সব প্রকাশ পাবে। এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা অসুবিধা মোকাবেলা করার সময় একজনের ধৈর্য বাড়াতে পারে। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে মৌখিকভাবে বা কারও কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, তিনি যে আশীর্বাদগুলো দিয়েছেন তা ব্যবহার করে তাকে খুশি করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ধৈর্য - 13

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝার গুরুত্বের উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি অসুবিধা সহজে অনুসরণ করা হবে। এই বাস্তবতাটি পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, তালাকের অধ্যায় 65, আয়াত 7:

"... আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি [অর্থাৎ স্বস্তি] আনবেন।"

মুসলমানদের জন্য এই বাস্তবতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ধৈর্য এবং এমনকি সন্তুষ্টির জন্ম দেয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের বিষয়ে অনিশ্চিত হওয়া একজনকে অধৈর্য, অকৃতজ্ঞতা এবং এমনকি বেআইনি জিনিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেমন বেআইনি বিধান। কিন্তু যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সমস্ত অসুবিধা অবশেষে সহজে প্রতিস্থাপিত হবে, তিনি ধৈর্য সহকারে ইসলামের শিক্ষার উপর আস্থা রেখে এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবেন। এই ধৈর্য মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং অনেক পুরস্কারপ্রাপ্ত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 146:

"... আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"

এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এমন অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যখন কঠিন পরিস্থিতির পরে স্বাচ্ছন্দ্য ও আশীর্বাদ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহানবী নূহ (আঃ) তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে মহাকষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কিভাবে মহান আল্লাহ তাকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 76:

"আর [উল্লেখ করুন] নূহ, যখন তিনি [আল্লাহর কাছে] ডাকেন [সেই সময়ের আগে], অতঃপর আমরা তাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে এবং তার পরিবারকে মহা বিপদ [অর্থাৎ বন্যা] থেকে রক্ষা করেছি।"

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 69:

“আমরা [অর্থাৎ আল্লাহ] বললাম, হে আগুন, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।

মহানবী ইব্রাহীম (আঃ) একটি বড় আগুনের আকারে একটি বড় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এটিকে শীতল ও শান্তিময় করে দিয়েছিলেন।

এই উদাহরণগুলি এবং আরও অনেকগুলি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে,

যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে যে কঠিন মুহূর্তগুলি অবশেষে তাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে অনুসরণ করবে যারা আল্লাহর আনুগত্য করে। তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

অতএব, মুসলমানদের জন্য এই ইসলামী শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ যে অগণিত ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পরে তাদের সহজতা দান করেছেন। মহান আল্লাহ যদি তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদেরকে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত বড় অসুবিধা থেকে রক্ষা করেন তবে তিনি ছোট ছোট অসুবিধার সম্মুখীন আনুগত্যশীল মুসলমানদেরও রক্ষা করতে পারেন এবং করবেন।

ধৈর্য - 14

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, অপছন্দের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা একটি মহান পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

ধৈর্য হল ঈমানের তিনটি দিক পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান: মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু ধৈর্যের চেয়ে উচ্চতর এবং অধিক ফলপ্রসূ স্তর হল সন্তুষ্টি। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন এবং তাই তারা তাদের নিজেদের চেয়ে তাঁর পছন্দকে প্রাধান্য দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন ধৈর্যশীল মুসলিম বোঝে যে, যা তাদের প্রভাবিত করেছে, যেমন একটি অসুবিধা, সমগ্র সৃষ্টি তাদের সাহায্য করলেও এড়ানো যেত না। একইভাবে যা তাদের মিস করেছে, তা তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। যে ব্যক্তি এই সত্যকে সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করে, সে যে কিছু অর্জন করে তার জন্য উল্লাস ও গর্ববোধ করবে না, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিস বরাদ্দ করেছেন। অথবা তারা এমন কিছুর জন্য দুঃখ করবে না যা তারা আল্লাহকে জানতে ব্যর্থ হয়, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিসটি বরাদ্দ করেননি এবং অস্তিত্বের কোন কিছুই এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

"পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে তা একটি রেজিস্টার 1- এ থাকে যা আমরা এটিকে সৃষ্টি করার আগে - প্রকৃতপক্ষে, এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে আপনি নিরাশ না হন যা আপনাকে এড়িয়ে গেছে এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য [অহংকারে] আনন্দিত না হন..."

উপরন্তু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজাহ, 79 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন কিছু ঘটে তখন একজন মুসলিমকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে এটি নির্ধারিত ছিল এবং কিছুই ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে না। এবং একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসে আফসোস করা উচিত নয় যে তারা যদি অন্যরকম আচরণ করে তবে তারা ফলাফলকে আটকাতে পারত কারণ এই মনোভাব শুধুমাত্র শয়তানকে তাদের অধৈর্যতা এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য উত্সাহিত করে। একজন ধৈর্যশীল মুসলিম সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ যা কিছু বেছে নিয়েছেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তারা এর পেছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। যে ধৈর্যশীল সে তাদের অবস্থার পরিবর্তন কামনা করে এবং এমনকি তার জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু যা ঘটেছে সে সম্পর্কে তারা অভিযোগ করে না। অবিরত ধৈর্যশীল হওয়া একজন মুসলিমকে তৃপ্তির বৃহত্তর স্তরে নিয়ে যেতে পারে।

যে সন্তুষ্ট সে জিনিস পরিবর্তন করতে চায় না কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর পছন্দ তাদের পছন্দের চেয়ে উত্তম। এই মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া হাদীসের উপর আমল করে। এটি পরামর্শ দেয় যে প্রতিটি পরিস্থিতিই বিশ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম। যদি তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। এবং যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে তবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে।

এটা জেনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তাদের পরীক্ষা করেন। যদি তারা ধৈর্য দেখায় তবে তারা পুরস্কৃত হবে কিন্তু যদি তারা রাগান্বিত হয় তবে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। জামি আত তিরমিযী, 2396 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত হবে ধৈর্য্যশীল হওয়া বা আল্লাহর পছন্দ ও সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা, আরাম ও কষ্ট উভয় সময়েই। এটি একজনের কষ্ট কমিয়ে দেবে এবং উভয় জগতে অনেক আশীর্বাদ প্রদান করবে। যদিও, অধৈর্যতা শুধুমাত্র সেই পুরস্কারকে ধ্বংস করবে যা তারা পেতে পারত। যেভাবেই হোক একজন মুসলিম মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে, তবে তারা পুরস্কার চায় কি না তা তাদের পছন্দ।

একজন মুসলিম কখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের আচরণ অসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সমান হয়। একজন সত্যিকারের

বান্দা কীভাবে বিচারের জন্য প্রভু অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে যেতে পারে এবং তারপর পছন্দ না হলে অসন্তুষ্ট হতে পারে। একটি বাস্তব সম্ভাবনা আছে যে যদি একজন ব্যক্তি যা চায় তা পায় তবে এটি তাদের ধ্বংস করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন মুসলমানের ধারে-কাছে বসে মহান আল্লাহর ইবাদত করা উচিত নয়। অর্থ, যখন ঐশী আদেশ তাদের ইচ্ছার সাথে মিলে যায় তখন তারা মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যখন তা না হয় তখন তারা বিরক্ত হয়ে এমন আচরণ করে যেন তারা মহান আল্লাহর চেয়ে ভালো জানে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে এমন আচরণ করা যেন তারা একজন দক্ষ বিশ্বস্ত ডাক্তারের সাথে আচরণ করে। একইভাবে একজন মুসলমান ডাক্তারের দ্বারা নির্ধারিত তিক্ত ওষুধ খাওয়ার অভিযোগ

করবে না জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম তা জেনে তাদের বিশ্বে তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তা তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে মেনে নেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে, একজন বিবেকবান ব্যক্তি তিক্ত ওষুধের জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাবে এবং একইভাবে একজন বুদ্ধিমান মুসলমান যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবে।

এছাড়াও, একজন মুসলমানের উচিত পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসগুলি পর্যালোচনা করা, যেগুলি ধৈর্যশীল এবং সন্তুষ্ট মুসলমানকে প্রদত্ত পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করে। এই বিষয়ে গভীর প্রতিফলন একজন মুসলিমকে অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 2402 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে যারা ধৈর্য সহকারে দুনিয়াতে পরীক্ষা ও অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল তারা যখন বিচার দিবসে তাদের পুরষ্কার পাবে যারা এই ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি তারা আশা করবে তারা ধৈর্য সহকারে এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। কাঁচি দিয়ে তাদের চামড়া কেটে ফেলা হচ্ছে।

মহান আল্লাহ যে ব্যক্তিকে বেছে নেন তাতে ধৈর্য্য ও এমনকি সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের উচিত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের

মধ্যে পাওয়া জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা, যাতে করে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ স্তরে পৌঁছায়। সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব হল যখন একজন মুসলিম কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছাবে সে কষ্ট ও পরীক্ষার যন্ত্রণা অনুভব করবে না কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সচেতনতা ও ভালবাসায় নিমজ্জিত হবে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য অবলোকন করার সময় যে নারীরা নিজেদের হাত কাটার সময় ব্যথা অনুভব করেননি তাদের অবস্থাও এটির অনুরূপ। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 31:

"...এবং তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল এবং [যোসেফকে] বলল, "ওদের সামনে থেকে বেরিয়ে এস।" এবং যখন তারা তাকে দেখেছিল, তখন তারা তাকে খুব প্রশংসা করেছিল এবং তাদের হাত কেটেছিল এবং বলেছিল, "নিখুঁত আল্লাহ! ইনি একজন মানুষ নন, এটি একজন মহান ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নয়।"

কোনো মুসলমান যদি ঈমানের এই উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে না পারে তবে তার উচিত অন্তত পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসে উল্লিখিত নিম্নস্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এটি সেই স্তর যেখানে একজন ক্রমাগত সচেতন থাকে যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। একইভাবে একজন ব্যক্তি এমন কোনো কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির সামনে অভিযোগ করবেন না যাকে তারা ভয় করে, যেমন একজন নিয়োগকর্তা, একজন মুসলিম যিনি সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, তিনি যে পছন্দগুলি করেন সে সম্পর্কে অভিযোগ করবেন না।

ধৈর্য - 15

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যখন কেউ বিশ্বজুড়ে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে, বিশেষ করে মুসলমানরা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তারা বাহ্যিক চেহারার উপর ভিত্তি করে ঐশ্বরিক সাহায্যের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য মহান আল্লাহ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বাস্তবতাকে তাদের মনের মধ্যে পরিষ্কার করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে সহায়তা করে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস। এই বাস্তবতাগুলির মধ্যে একটি হল যে লোকে প্রায়শই যেভাবে আশা বা আকাঙ্ক্ষা করে সে অনুযায়ী ঐশ্বরিক সাহায্য ঘটে না। একজন ব্যক্তির উপলব্ধি এবং চিন্তা অত্যন্ত সীমিত, যেখানে মহান আল্লাহর ঐশী উপলব্ধি এবং জ্ঞান অসীম। তাই তিনি নিপীড়িতদের জন্য তাঁর সাহায্যের মতো জিনিসগুলিকে তাঁর পরিকল্পনা এবং পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারণ করেন, যা মানুষের উপলব্ধি ও বোধগম্যতার বাইরের বিষয়গুলিকে বিবেচনা করে, যাতে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য সর্বোত্তম জিনিসটি ঘটে তা নিশ্চিত করা যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এটি একই রকম যে একজন ডাক্তার কীভাবে একটি তিক্ত ওষুধ লিখে দিতে পারেন, যা বাহ্যিকভাবে অসুস্থ রোগীকে সাহায্য করে না তবুও দীর্ঘমেয়াদে এটি তাদের পক্ষে থাকে, কারণ এতেই তাদের নিরাময় রয়েছে।

মহান আল্লাহর খোদায়ী সাহায্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদে, দীর্ঘমেয়াদে অনুপস্থিত বলে মনে হয়েছিল এবং বৃহত্তর চিত্রটি বিবেচনায় নেওয়া যে কেউ বোঝার চেয়ে বেশি উপকারী ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত ইউসুফ (আঃ) কে একটি নির্জন কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তার ভাইদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল, যখন তিনি শুধুমাত্র শিশু ছিলেন। তারপর তাকে দাসত্বে বিক্রি করা হয় এবং তারপর অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়। তার সাথে যা ঘটেছে তা দেখলে যে কেউ বিশ্বাস করবে যে, মহান আল্লাহর সাহায্য তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তবুও, দীর্ঘমেয়াদে এই ঘটনাগুলি নিশ্চিত করেছিল যে হযরত ইউসুফ (আঃ) মিশরের অর্থমন্ত্রী হবেন যা তাকে তার সময়ে ঘটে যাওয়া এক মহা দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু রোধ করতে দেয়। সুতরাং বাস্তবে, মহান আল্লাহর সাহায্য তাঁর বা সাধারণ জনগণের কাছ থেকে কখনই অনুপস্থিত ছিল না। পরিবর্তে, ঐশ্বরিক সাহায্য এমনভাবে ঘটেছে যা মানুষের বোধগম্যতার বাইরে ছিল এবং এর ফলে জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম ফলাফল হয়েছিল। অতএব, মহান আল্লাহর সাহায্য প্রায়শই এমনভাবে আসে না যা সুস্পষ্ট বা মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী আসে না, কারণ এটি জড়িতদের জন্য সর্বোত্তম ফলাফলের ফল দেয় না।

উপসংহারে, ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা জরুরী যাতে মহান আল্লাহ সম্পর্কে কিছু বাস্তবতা জানা ও বোঝা যায়। এর ফলে একজনের বিশ্বাস এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্যকে শক্তিশালী করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 214:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"

ধৈর্য - 16

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধে ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে উহুদ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত অমুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ফলাফল নির্বিশেষে উহুদ পর্বতের সামনে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড় জাবাল আল রুমায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধটি ছিল। ওভার এবং কমান্ড আর প্রয়োগ করা হয় না। তারা যখন জাবাল আল রুমায় নেমেছিল, তখন এটি মুসলিম সেনাবাহিনীর পিছনের অংশ উন্মোচিত করেছিল। অমুসলিম বাহিনী তখন একত্রিত হয়ে উভয় দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে অনেক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের দেহ অমুসলিমদের দ্বারা বিকৃত হয়ে যায়। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 29-30 এ আলোচনা করা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের এত ক্ষতির মূল কারণ ছিল তীরন্দাজদের ভুল ধারণা। তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অমান্য করেছিল, কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর আদেশ আর প্রয়োগ করা হয়নি। এটি ইঙ্গিত দেয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান আন্তরিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করবে, ততক্ষণ তারা সফলতা পাবে কিন্তু যদি তারা তাঁর অবাধ্য হয় তবে এই সমর্থন প্রত্যাহার করা হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এবং অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 63:

"তোমরা নিজেদের মধ্যে রসূলের ডাককে একে অপরের ডাকের মতন করো না। আল্লাহ ইতিমধ্যেই জানেন যে তোমাদের মধ্যে যারা অন্যের দ্বারা লুকিয়ে চলে যায়। সুতরাং যারা তাঁর [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর আদেশের বিরোধিতা করে তাদের সাবধান হওয়া উচিত, পাছে তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসে বা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না হয়।"

উপরন্তু, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য এটি প্রথাগত ছিল যে, কখনও কখনও তাদের শত্রুদের উপর আধিপত্য অর্জন করা এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের শত্রুরা শীর্ষস্থান অর্জন করে, যদিও চূড়ান্ত বিজয় সর্বদা মহানবীদের

পক্ষে হয়, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। পরিস্থিতির এই পরিবর্তনের কারণ হল মুনাফিক ও সুবিধাবাদীদের থেকে প্রকৃত মুমিনদের আলাদা করা, যারা সর্বদা পার্থিব সুবিধা অর্জনের জন্য সফল দলে যোগ দেয়। যদি মহানবী (সা.) সর্বদা বিজয়ী হতেন, তাহলে মুনাফিক ও সুবিধাবাদীরা খাঁটি মুমিনদের থেকে অক্ষম হয়ে যেত। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা হেরে যান, তাহলে তা তাদের মিশনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 140:

“যদি একটি ক্ষত আপনাকে স্পর্শ করে - ইতিমধ্যেই [বিরোধীদের] লোকেদের স্পর্শ করেছে তার অনুরূপ ক্ষত। এবং এই দিনগুলিতে [বিভিন্ন অবস্থার] আমরা লোকেদের মধ্যে পরিবর্তন করি যাতে আল্লাহ তাদের প্রকাশ করতে পারেন যারা ঈমান এনেছে এবং তোমাদের মধ্যে থেকে শহীদদের গ্রহণ করতে পারে..."

জয়-পরাজয়ের এই পরিবর্তনের আরেকটি কারণ হল মুমিনদের শেখানো যে কিভাবে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা উভয়ই অবলম্বন করতে হয়। যদি তারা সব সময় হেরে যায়, তাহলে তারা ধৈর্যশীল হতে পারে কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়া কঠিন হবে। যদি তারা সব সময় জিতে যায়, তবে তারা কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারে কিন্তু প্রকৃত ধৈর্য অবলম্বন করার জন্য সংগ্রাম করবে। পরিস্থিতির পরিবর্তন তাদের ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা উভয়ই গ্রহণ করার অনুমতি দেয়, দুটি অর্ধেক যা উভয় জগতে সাফল্য পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কৃতজ্ঞতা- ১

সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি অবস্থাই একজন মুমিনের জন্য বরকতময়। একমাত্র শর্ত এই যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করার সময় তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিতে হবে, বিশেষত, অসুবিধায় ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা।

জীবনের দুটি দিক আছে। একটি দিক হল লোকেরা যে পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পায়, সেগুলি স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময় হোক না কেন। একজন ব্যক্তি কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতের বাইরে। মহান আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদের রেহাই নেই। অতএব, একজনের মুখোমুখি হওয়া পরিস্থিতিগুলির উপর চাপ দেওয়া অর্থপূর্ণ নয় কারণ সেগুলি নির্ধারিত এবং তাই অনিবার্য। অন্য দিকটি হল প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া। এটি প্রতিটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে এবং এটিই তাদের বিচার করা হয় উদাহরণস্বরূপ, একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য বা অধৈর্য দেখানো। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই পরিস্থিতির উপর চাপ না দিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের আচরণ এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, কারণ এটি অনিবার্য। যদি একজন মুসলিম উভয় জগতে সফল হতে চায় তবে তাদের উচিত প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা এবং সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের অবশ্যই ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে হবে, যা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

এবং কঠিন সময়ে তাদের অবশ্যই ধৈর্য্য প্রদর্শন করতে হবে জেনে শুনে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো যা বেছে নেন, যদিও তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উল্লেখ্য যে, মূল হাদিসে প্রতিটি অবস্থাতেই সফলতা মুমিনের জন্য নির্দেশিত হয়েছে, মুসলমানের জন্য নয়। এর কারণ হল একজন মুমিনের দৃঢ় বিশ্বাস যার মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান। তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের ফলস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যকে আরও কঠোরভাবে মেনে চলে, যার মধ্যে অসুবিধার সময় ধৈর্য এবং আরামের সময়ে কৃতজ্ঞতা জড়িত। যেখানে, মুসলিম হল এমন ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু দুর্বল ঈমানের কারণে, যা ইসলামী জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে হয়, তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হতে পারে। অতএব, একজনের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা একজন মুমিনের মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে এবং তাই সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে।

কৃতজ্ঞতা - 2

জামে আত তিরমিযী, 1954 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না।

যদিও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সকল নেয়ামতের উৎস আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নন, তিনি কম নন, মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ কখনো কখনো একজন ব্যক্তিকে অন্যদের সাহায্য করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করেন, যেমন তার পিতামাতা। যেহেতু মাধ্যমগুলো মহান আল্লাহ সৃষ্টি ও ব্যবহার করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই ভাল চরিত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং সর্বদা তাদের আকার নির্বিশেষে অন্যদের কাছ থেকে যে কোনও সাহায্য বা সমর্থন প্রাপ্তির জন্য প্রশংসা করতে হবে। তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর আদেশ অনুসারে আশীর্বাদ ব্যবহার করে, কারণ তিনি আশীর্বাদের উৎস এবং তাদের অবশ্যই সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে তাদের সাহায্য করেছে, কারণ তারাই সেই মাধ্যম যা সৃষ্টি ও মনোনীত করেছে। মহান আল্লাহ। একজন মুসলমানের উচিত মৌখিকভাবে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কার্যত তাদের সদয় আচরণের প্রতিদান দিয়ে, তাদের উপায় অনুসারে, যদিও এটি তাদের পক্ষে কেবল একটি প্রার্থনাই হয়। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 216 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্যের বাহ্যিক প্রকাশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, যার অর্থ, একজন ব্যক্তি, সে মহান আল্লাহকে সরাসরি দেখানোর সম্ভাবনা কম।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না এবং তাই তাকে নিয়ামত বৃদ্ধি করা হবে না। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

যদি একজন মুসলিম আশীর্বাদ বৃদ্ধি করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞতার উভয় দিকই পূরণ করতে হবে যেমন আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি।

কৃতজ্ঞতা - 3

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4142 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যারা তাদের চেয়ে কম পার্থিব জিনিসের অধিকারী তাদের পরিবর্তে যাদের কাছে বেশি আছে, কারণ এটি তাদের হতে বাধা দেবে। মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ ভুলভাবে অন্যের জীবন পর্যবেক্ষণ করে, যা তাদের নিজের জীবনের চেয়ে ভালো বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ লোকেরা প্রায়শই সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করে এবং ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের জীবন আরও ভাল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই ধারণাটি সত্য নয়, কারণ যারা ভাল অবস্থায় আছে বলে মনে হচ্ছে তারা হয়তো এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে যা অন্যরা তাদের সাথে ব্যবসা করতে চায় না। একজন বহিরাগত শুধুমাত্র একটি অগভীর দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসগুলি পর্যবেক্ষণ করবে। কিন্তু যদি তারা পুরো গল্পটি দেখতে পায় তবে তারা বুঝতে পারবে যে প্রত্যেকেই সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তারা যা-ই হোক বা কত বিখ্যাত হোক না কেন, তাদের নিখুঁত জীবন নেই। প্রায়শই এই ভুল ধারণা মিডিয়ার কারণে হয়। কিন্তু লোকেরা মনে রাখতে ব্যর্থ হয় যে মিডিয়ার উদ্দেশ্য হল সেলিব্রিটিদের জীবনের একটি নির্দিষ্ট ছবি আঁকা যা পড়তে আকর্ষণীয় দেখায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যদি তারা শুধুমাত্র চিনির প্রলেপ ছাড়াই তথ্য জানায়, তবে তাদের বেশিরভাগ গ্রাহক তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

মুসলমানদের অবশ্যই এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি শয়তানের একটি হাতিয়ার যারা এটি ব্যবহার করে মানুষকে তাদের কাছে যা আছে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে উদ্বুদ্ধ করে। এই হাদীসে যে সঠিক মন-মানসিকতার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তা মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি

অকৃতজ্ঞ হতে বাধা দেবে। যখনই একজন মুসলিম অকৃতজ্ঞ বোধ করে তখনই তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা উচিত অগণিত লোকের দিকে যারা গুরুতর দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে এবং তাদের চেয়ে অনেক বেশি কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে। এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে উৎসাহিত করবে, তিনি তাদের যা দিয়েছেন তার জন্য। এই কৃতজ্ঞতা কার্যত দেখানো হয় যে আশীর্বাদগুলিকে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে ব্যবহার করে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এতে বরকত বৃদ্ধি পাবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

ঘাস বেড়ার অন্য পাশে সবুজ নয়, এটি আসলে নিজের পাশে যথেষ্ট সবুজ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

কিন্তু নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সর্বদা তাদের থেকে ইসলামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের পালন করা উচিত। এই মনোভাব একজনকে অলসতা অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখবে যখন তারা তাদের থেকে কম নিবেদিত ইসলামের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। ইসলামের প্রতি কম নিবেদিত অন্যদের পর্যবেক্ষণ করা এমনকি একজনকে তাদের পাপের ন্যায্যতা এবং ছোট করতে উত্সাহিত করতে পারে, যা অবলম্বন করা একটি বিপজ্জনক

পথ। যারা ইসলামের প্রতি আরও নিবেদিত তাদের পর্যবেক্ষণ করা একজনকে তাদের সম্ভাব্যতা পূরণের জন্য ইসলামের প্রতি তাদের উত্সর্গে আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করবে। এর মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা।

কৃতজ্ঞতা - 4

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি করোনা ভাইরাস এবং এর সাথে সম্পর্কিত শারীরিক বিধিনিষেধ, যেমন অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়া সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে।

মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অগণিত আশীর্বাদ উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই উপলব্ধি তাদের প্রকৃত কৃতজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত করবে, যা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। মুসলমানরা প্রায়শই এই আশীর্বাদগুলি স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়, যেমন যখনই ইচ্ছা তাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার স্বাধীনতা।

উপরন্তু, এই সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ পবিত্র কুরআন সতর্ক করে যে যারা নেতিবাচক উপায়ে পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা এই আশীর্বাদগুলি অপসারণের দ্বারা অসুবিধার সাথে পরীক্ষা করা হয়েছিল। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 11:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করে..."

উদাহরণস্বরূপ, যে কেউ বাধ্যতামূলক জামাতে নামাজের সময় বেশিরভাগ মসজিদ দেখেন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে স্থানীয় মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেখানে উপস্থিত হয় না। মসজিদে উপস্থিত হওয়া মহান আল্লাহ কর্তৃক একটি মসজিদ মঞ্জুর করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মূল সারমর্ম। কিন্তু যত মুসলমান এই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে , মহান আল্লাহ তাদের এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মাধ্যমে বন্ধ করে পরিস্থিতি পরিবর্তন করেছেন।

তাই মুসলমানদের উচিত নিয়মিতভাবে তাদের কাছে থাকা আশীর্বাদ মূল্যায়ন করা যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার সন্তুষ্টি ও আদেশ অনুসারে ব্যবহার করে। এটি একটি ইতিবাচক উপায়ে জিনিসগুলিকে পরিবর্তন করতে এবং তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে বাড়িয়ে তুলবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

উপরন্তু, এই সামাজিক বিধিনিষেধগুলি মুসলমানদেরকে তাদের কাছে থাকা আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার জন্যও স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত, যা সাধারণত সময়ের সাথে সাথে চলে যায়, যেমন সুস্বাস্থ্য এবং সময়। যে ব্যক্তি তাদের আশীর্বাদকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন তাদের সুস্বাস্থ্য, তারা দেখতে পাবে যে তারা আল্লাহর কাছ থেকে একই সমর্থন এবং পুরষ্কার পাবে, এমনকি যখন তারা শেষ পর্যন্ত এই নিয়ামত হারাবে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা তাদের নিয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়

তারা তাদের কাছে থাকা অবস্থায় সওয়াব লাভ থেকে হারাবে এবং শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাদের হারাবে। এটি একটি প্রকাশ্য ক্ষতি।

কৃতজ্ঞতা - 5

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়ায়, যেমন জামাতে নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া বা অসুবিধার সময়ে আরও আধ্যাত্মিক অনুশীলন করা । কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তারা প্রায়ই শিথিল হয় এবং অলস হয়ে যায়। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সাধারনত কঠিন সময়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সতর্ক থাকা এবং নিজের আনুগত্য বৃদ্ধি করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ এই যে, একজন ব্যক্তি প্রায়শই অসুবিধার চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি পাপ করে থাকে, যেমন তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ত্যাগ করা। যদি কেউ ইতিহাসের বিভিন্ন বিপথগামী ব্যক্তিদের যেমন ফেরাউন এবং কুরুনের পর্যালোচনা করে দেখেন যে তাদের পাপ কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েই বহুগুণ বেড়ে যায়। যে কেউ একটি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে যেখানে তারা আটকে আছে এবং ধৈর্য ধরে ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাদের পাপের সম্ভাবনা কম কারণ তারা তাদের অসুবিধা থেকে মুক্তি পেতে চায়। যদিও, একজন ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি উপভোগ করার জন্য আরও ভাল অবস্থানে থাকবেন এবং জাগতিক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হবেন যা প্রায়শই পাপের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, দারিদ্র্যের সম্মুখীন একজন ব্যক্তির পাপের সম্ভাবনা কম কারণ অনেক পাপের জন্য সম্পদের প্রয়োজন হয়। যদিও, একজন ধনী ব্যক্তি সেই পাপগুলি করার জন্য সহজ অবস্থানে থাকে, যেমন অ্যালকোহল বা ড্রাগ কেনা। তাই মুসলমানদের উচিত এই বিষয়টি খেয়াল রাখা এবং নিশ্চিত করা যে তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখে বা বৃদ্ধি করে যাতে তারা পাপ ও অবাধ্যতায় না পড়ে।

উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে, সে তাদের কঠিন সময়ে

মহান আল্লাহর সমর্থন লাভ করবে যা তাদের সফলভাবে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। . অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"

সত্যবাদিতা - ১

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, নম্বর 1। একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যখন তারা অন্যের কৃতজ্ঞতা কামনা করে না বা আশা করে না।

পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। অধিকাংশ মৌখিক পাপ সংঘটিত হয় কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এর মধ্যে

অসার কথাবার্তা এড়ানোও অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি প্রায়শই পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায় এবং এটি একজনের মূল্যবান সময়ের অপচয়, যা বিচারের দিনে তাদের জন্য আফসোস হবে। কেউ কেবল ভাল কিছু বলে বা নীরব থাকার মাধ্যমে সত্যতার এই স্তরটি গ্রহণ করতে পারে।

চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন। ইতিপূর্বে আলোচিত তিনটি স্তর অনুসারে, নিজের নিয়তে মিথ্যা বলার অর্থ আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম হওয়া এবং মানুষের জন্য ভাল কাজ করা। কথাবার্তায় মিথ্যা বলা সব ধরনের পাপপূর্ণ কথাবার্তার অন্তর্ভুক্ত। কাজকর্মে মিথ্যা বলা হল পাপের উপর অবিচল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করা। যে ব্যক্তি মিথ্যার এই সমস্ত স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে সে একজন মহান মিথ্যাবাদী এবং বিচার দিবসে সেই ব্যক্তির কী হবে তা নির্ধারণ করতে কোনও পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না, যিনি মহান আল্লাহর কাছে মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছেন।

সত্যবাদিতা - 2

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে মিথ্যা বলা মুনাফিকির একটি দিক। মিথ্যা বলা অগ্রহণযোগ্য যে এটি একটি ছোট মিথ্যা, যাকে প্রায়শই একটি সাদা মিথ্যা বলা হয়, বা যখন কেউ একটি রসিকতা হিসাবে মিথ্যা বলে। এই সব ধরনের মিথ্যা বলা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাই তাদের উদ্দেশ্য কাউকে ধোঁকা দেওয়া নয়, জামি আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি জনপ্রিয় মিথ্যা যা লোকেরা প্রায়শই বলে যে এটি একটি পাপ নয় তা হল যখন তারা শিশুদের সাথে মিথ্যা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুনাহ যেমন সুনানে আবু দাউদ, নং 4991 এ পাওয়া যায়। বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা পরিষ্কার মূর্খতা কারণ তারা এই পাপপূর্ণ অভ্যাসটি শুধুমাত্র বড়দের কাছ থেকে গ্রহণ করবে যে তাদের সাথে মিথ্যা বলে। এইভাবে আচরণ করা দেখায় যে শিশুদের মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য যখন এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। শুধুমাত্র খুব বিরল এবং চরম ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, উদাহরণস্বরূপ, একটি নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা জরুরী, এটি অন্যান্য গুনাহের দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত করা এবং লোকেদের উপহাস করা। এই আচরণ একজনকে জাহান্নামের দরজার দিকে নিয়ে যায়। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে তখন মহান আল্লাহ তাকে মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। কেয়ামতের দিন একজন ব্যক্তির কী ঘটবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই, যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সমস্ত মুসলমান ফেরেশতাদের সঙ্গ কামনা করে। তবুও, যখন একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলে তখন তারা তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে বাদ দেওয়া দুর্গন্ধ ফেরেশতাদের তাদের থেকে এক মাইল দূরে সরিয়ে দেয়। জামে আত তিরমিযী, 1972 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে অবিরত থাকে সে দেখতে পাবে যে এটি তাদের উদ্দেশ্যের অর্থকে সংক্রামিত করে, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভাল কাজ করা শুরু করে। এতে উভয় জগতে পুরস্কারের ক্ষতি হয়। উপরন্তু, এটি তাদের ক্রিয়াকলাপকেও কলুষিত করবে, কারণ যখন একজনের জিহ্বা মিথ্যা কথায় আসক্ত হয় তখন শারীরিক পাপ করা সহজ হয়ে যায়।

গ তাড়াহুড়ো - ১

সহীহ বুখারী, 6806 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাতটি লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালার ছায়া দান করবেন।

এই ছায়া তাদের কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবে যার মধ্যে রয়েছে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনার কারণে সৃষ্ট অসহনীয় তাপ। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এই দলগুলোর মধ্যে একজন এমন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যাকে ব্যভিচারের দিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কিন্তু মহান আল্লাহর ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। নিজের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ করে যখন মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানবে না তখন এটি একটি মহান কাজ। মুসলমানদের এমন পরিস্থিতি এড়াতে চেষ্টা করা উচিত যেখানে তারা পাপের জন্য আমন্ত্রিত হতে পারে প্রথমে এমন জায়গাগুলি এড়িয়ে চলার মাধ্যমে যেখানে পাপ বেশি সাধারণ, যেমন একটি নাইট ক্লাব। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন ব্যক্তির পরিবেশ প্রায়ই তাদের মনোভাব এবং আচরণের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। একজন ছাত্রের যেমন একটি ব্যস্ত এবং উচ্চস্বরে বাড়ির তুলনায় একটি শান্ত গ্রন্থাগারে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে একজন মুসলিমের পাপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে যখন তারা পাপ নিয়মিত এবং প্রকাশ্যে ঘটে এমন স্থানগুলি এড়িয়ে চলে। অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এমন লোকদের এড়িয়ে চলা যারা প্রকাশ্যে পাপ করে এবং অন্যদেরকে তাদের দিকে দাওয়াত দেয়। একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য ভাল বা খারাপ যাই হোক না কেন গ্রহণ করবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত শুধুমাত্র তাদের ভালো লোকদের সঙ্গ নিশ্চিত করা নয় বরং তাদের নির্ভরশীলদের যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা উচিত। মুসলমানরা যদি সত্যিকার অর্থে এর দিকে মনোনিবেশ করে তবে তা নাটকীয়ভাবে যুবকদের সংখ্যা হ্রাস করবে যারা গ্যাং এবং অপরাধে জড়িত। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

সতীত্ব - 2

সহীহ বুখারী, 6474 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তাদের মুখ ও সতীত্ব রক্ষা করে।

আলোচিত প্রধান হাদীসের দ্বিতীয় দিকটি মুসলমানদেরকে তাদের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য, অবৈধ সম্পর্ক এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয়। একজন মুসলমানকে এই অর্জনের একটি উপায় দেওয়া হয়েছে, নাম বিবাহ। যদি একজন মুসলিম বিয়ে করার মতো সঠিক অবস্থানে না থাকে, যেমন আর্থিকভাবে, তাহলে তাদের প্রায়ই রোজা রাখা উচিত কারণ এটি শারীরিক আকাঙ্ক্ষা হ্রাস করে। সহীহ বুখারী, 1905 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, যেহেতু এই দুটি দিক একত্রিত হয়ে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, তাই যে কারণে আল মুজাম আল আওসাত, 992 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বিয়ে করাকে একজনের বিশ্বাসের অর্ধেক পূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সতীত্ব – ৩

এটি আল ফুরকান 25 অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, আয়াত 68:

"...এবং বেআইনি যৌন মিলন করবেন না। আর যে এটা করবে তাকে শাস্তি দিতে হবে।"

মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা সকল প্রকার অবৈধ সম্পর্ক পরিহার করে। এই আয়াতে যে ব্যভিচারকে শিরকের পাশে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে তা এর তীব্রতা নির্দেশ করে।

অবৈধ সম্পর্কের প্রলোভন এড়াতে মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমত, তাদের দৃষ্টি নত করতে শেখা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজনকে সর্বদা তাদের জুতার দিকে তাকাতে হবে তবে এর অর্থ হল তাদের চারপাশে অপ্রয়োজনীয় বিশেষ করে সর্বজনীন স্থানে তাকানো এড়ানো উচিত। তাদের উচিত অন্যের দিকে তাকানো এড়ানো এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা। একজন মুসলিম যেমন পছন্দ করে না যে কেউ তার বোন বা কন্যার দিকে তাকায়, সে অন্য লোকের বোন এবং কন্যাদের দিকে তাকাবে না। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 30:

“মুমিন পুরুষদের বলুন যেন তারা তাদের দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দেয় এবং তাদের গোপনাঙ্গের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র..."

যখনই সম্ভব একজন মুসলমানের বিপরীত লিঙ্গের সাথে একা সময় কাটানো এড়িয়ে চলা উচিত যদি না তারা এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যা বিবাহ নিষিদ্ধ করে। সহীহ বুখারী, 1862 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই পরামর্শ দিয়েছেন।

মুসলমানদের পোশাক পরিধান করা এবং শালীন আচরণ করা উচিত। শালীনভাবে পোশাক পরা অপরিচিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এড়ায় এবং বিনয়ী আচরণ করা একজনকে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে যা একটি অবৈধ সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে যেমন বিপরীত লিঙ্গের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কথা বলা।

অবৈধ সম্পর্ক এড়ানোর আশীর্বাদ বোঝা তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার আরেকটি উপায়। যেমন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিহ্বা ও সতীত্ব রক্ষাকারীকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। জামি আত তিরমিযী, 2408 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অবৈধ সম্পর্কে জড়িত থাকার শাস্তির ভয়ে একজন মুসলিমকেও তাদের এড়াতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করছে তার থেকে ঈমান চলে যাবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4690 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাস্তবে, একজন মুসলিমের অবৈধ সম্পর্কের প্রয়োজন নেই যেহেতু ইসলাম বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে। যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তাদের প্রায়ই রোজা রাখা উচিত কারণ এটি একজনের ইচ্ছা এবং কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। সহীহ মুসলিমের ৩৩৯৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সতীত্ব - 4

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মহান আল্লাহ বিবাহকে উৎসাহিত করেন এবং অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেন। একজন দম্পতি যখন একজন বিবাহিত দম্পতির মতো একে অপরের প্রতি সত্যিকারের নিবেদিত নয়, তখন তারা যে কোন বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হয় তা দম্পতির জন্য আরও মানসিক চাপের দিকে নিয়ে যায়, কারণ তারা একে অপরকে সঠিকভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। একজনের জীবনে একাধিক সম্পর্কের মধ্যে আসা এবং বের হওয়া নিঃসন্দেহে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে যারা তাদের বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ড থেকে আলাদা হয়ে যায় তারা প্রায়ই কাউন্সেলিং শেষ করে। যারা এই সম্পর্কগুলিকে এড়িয়ে চলে তাদের চেয়ে তারা বিষণ্নতার মতো মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। নৈমিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, দম্পতি প্রায়শই একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে থাকে না। অর্থ, দুজনের মধ্যে একজন সবসময় সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নেয়, যেমন তাদের প্রেমিক/প্রেমিকার সাথে থিতু হওয়ার ইচ্ছা, যেখানে অন্যজন একই রকম অনুভব করে না। যখন মনোভাবের এই পার্থক্যটি অবশেষে পৃষ্ঠে ফুটে ওঠে তখন এটি প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাতের দিকে নিয়ে যায় যিনি সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন। যেখানে, প্রথম ধাপ থেকে একজন বিবাহিত দম্পতি একে অপরের প্রতি তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে থাকে। একটি বিবাহিত দম্পতি প্রতিটি পরিস্থিতিতে একে অপরের প্রতি নিবেদিত থাকে, তারা পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হোক না কেন, যেমন সন্তান ধারণ করা। এই মনোভাব সাধারণ দম্পতিদের মধ্যে খুব কমই পাওয়া যায়। অন্যের সাথে সম্পর্ক থাকা একজন ব্যক্তিকে বোকা বানিয়ে বিশ্বাস করে যে তারা তাদের সঙ্গীকে পুরোপুরি জানে এবং তাই যদি তারা বিয়ে করে তবে তারা প্রায়শই বিয়ের পরে তাদের জীবনসঙ্গী পরিবর্তনের বিষয়ে অভিযোগ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা পরিবর্তন হয়নি। যে জিনিসগুলি পরিবর্তিত হয়েছিল তা ছিল তাদের সম্পর্কের দায়িত্ব এবং চাপ। এই সমস্যাটি প্রায়শই সেই দম্পতিদের জন্য বিবাহের সমস্যার দিকে নিয়ে যায় যারা তাদের বিয়ের আগে সম্পর্কে ছিল। এমনকি বিয়ের আগে একসঙ্গে বসবাস করলেও একই সমস্যা

দেখা দেবে। উপরন্তু, এটি কোন গোপন বিষয় নয় যে যখনই কেউ তাদের প্রেমিক/বান্ধবীর সাথে সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন এটি তাদের জীবনের প্রতিটি দিককে কতটা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক তরুণ কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয় কারণ তারা প্রতিদিন তাদের প্রাক্তন সঙ্গীর সাথে দেখা করতে পারে না। যেহেতু বিবাহ হল দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি গভীর সংযোগ এবং প্রতিশ্রুতি, তাই সাধারণ দম্পতিদের ব্রেকআপ ওভার একই ক্ষুদ্র বিষয়গুলির জন্য তাদের ব্রেকআপ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

উপরন্তু, সম্পর্ক থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে জন্মগ্রহণকারী যে কোনো শিশু তাদের সম্পর্কের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে, যার ফলে প্রায়ই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে, কারণ তারা সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে চায় না। এটি সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্য একটি ভাঙা ঘর তৈরি করে যেখানে তাদের উভয় পিতামাতার সমর্থন এবং তত্ত্বাবধান থাকে না, যা প্রায়শই প্রত্যেকের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। এটা একটা স্পষ্ট সত্য যে, অপরাধ ও গ্যাংয়ের সাথে জড়িত অধিকাংশ যুবক এবং যারা যৌন শিকারী দ্বারা লালিত-পালিত হয়, তারা ভাঙ্গা পরিবার থেকে আসে। একজন শিশুকে সঠিকভাবে লালন-পালন করা যখন একজনের সন্তানের ইচ্ছা হয় তখন অত্যন্ত কঠিন, তাহলে একজন শিশুকে সঠিকভাবে লালন-পালনের মানসিক চাপের কথা কি কল্পনা করতে পারেন যখন পিতামাতা প্রথমে সন্তানকে পেতে চাননি? এটি শিশুর লালন-পালনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং প্রায়শই আগে উল্লেখিত সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। এই চাপ প্রায়ই একক অভিভাবক সন্তানকে লালন-পালন বা দত্তক নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুর উপর ক্ষতিকর নেতিবাচক এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে, যার মধ্যে কিছু আগে উল্লেখ করা হয়েছিল। এতে শিশুর বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়।

আল্লাহ, মহান, এই অসংখ্য শাখা সমস্যা দূর করেছেন মূল সমস্যাটির অর্থ, অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে এবং বিয়েকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে, যার মাধ্যমে

একটি দম্পতি আন্তরিকভাবে একে অপরের এবং তাদের সন্তানদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে।

পবিত্র কুরআনে বিয়ে, তালাক ও সন্তানের ধারণার প্রতি সুরাহা করে মহান আল্লাহ তায়ালা একটি সফল সমাজের চাবিকাঠি দিয়েছেন। পরিবারের সদস্যরা, একসঙ্গে হোক বা বিবাহবিচ্ছেদ হোক না কেন, একে অপরের অধিকার পূরণ করে এবং শিশুদের জন্য একটি স্থিতিশীল ও সুখী ঘর তৈরি করলে তা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। একইভাবে, যখন একটি পরিবার অসুখী হয় এবং একে অপরের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয় তখন এটি সমাজে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

অনেক চিন্তাবিদ এসেছেন এবং চলে গেছেন যারা মানুষ এবং সমাজের সমস্যাগুলির সমাধান করেছেন কিন্তু এই সমাধানগুলি লক্ষ্যবস্তু শাখার সমস্যা হিসাবে এই সমাধানগুলির সুবিধা ন্যূনতম। অথচ, মহান আল্লাহ এই পদ্ধতির মাধ্যমে মূল সমস্যাগুলি সমাধানের মাধ্যমে, যা ব্যক্তি ও সমাজকে প্রভাবিত করে, সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যাতে মানুষ উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...আর আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সব কিছুর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ..."

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালায় মরিচা ধরা - ১

জামে আত তিরমিযী, 2344 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যদি সত্যই মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে, তবে তিনি পাখিদের যেমন রিজিক দেন, তেমনি তিনি তাদের রিযিক দেবেন। সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা ছেড়ে সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা হল এমন একটি বিষয় যা অন্তরে অনুভূত হয় কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

আস্থার যে দিকটি অভ্যন্তরীণ তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে একমাত্র মহান আল্লাহই একজনকে উপকারী জিনিস প্রদান করতে পারেন এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারেন। একজন মুসলিম বোঝে যে দান, রোধ, ক্ষতি বা উপকারের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তাদের জীবনের মধ্যে ঘটে যাওয়া সবকিছু, যা আল্লাহ, মহান, একাই সিদ্ধান্ত নেন,

জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি এটি তাদের এবং অন্যদের কাছে স্পষ্ট না হলেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর উপর সত্যিকারের আস্থা রাখার অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহ যে উপায়গুলো দিয়েছেন, যেমন ওষুধ ব্যবহার করা ছেড়ে দেওয়া উচিত। আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাখিরা তাদের বাসা ছেড়ে সক্রিয়ভাবে রিযিকের সন্ধান করে। যখন কেউ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মহান আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি এবং উপায় ব্যবহার করে, তখন তারা নিঃসন্দেহে তার আনুগত্য করে এবং তার উপর নির্ভর করে। এটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার বাহ্যিক উপাদান। বহু আয়াত ও হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 71:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সাবধান হও..."

প্রকৃতপক্ষে, বাহ্যিক কর্মকাণ্ড মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করাই হলো মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা। অভ্যন্তরীণ আস্থার অধিকারী হলেও বাহ্যিক ঐতিহ্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

কর্ম এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায় ব্যবহার করা, তাঁর উপর ভরসা করার একটি দিক। এই ক্ষেত্রে, ক্রিয়াগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি হল আনুগত্যের সেই কর্ম যা মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে করতে আদেশ করেন যাতে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ একজনকে শান্তি ও সাফল্য দান করবেন এই বিশ্বাস দাবী করার সময় এই কাজগুলো ত্যাগ করা কেবল ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা এবং ইসলামে এর কোন মূল্য নেই।

দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম হল সে সকল মাধ্যম যা মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য নিরাপদে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া, তৃষ্ণা পেলে পান করা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম কাপড় পরিধান করা। যে ব্যক্তি এগুলি পরিত্যাগ করে এবং নিজের ক্ষতি করে সে দোষী। যাইহোক, কিছু লোক আছে যাদেরকে মহান আল্লাহ বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন, যাতে তারা নিজেদের ক্ষতি না করে এই উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনব্যাপী রোজা রাখতেন কিন্তু অন্যদেরকে তা করতে নিষেধ করতেন, যেমন মহান আল্লাহ তাঁর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি সরবরাহ করেছিলেন। এটি সহীহ বুখারি, 1922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) চতুর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আলী বিন আবু তালিবের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট না হন। অতিরিক্ত ঠান্ডা বা তাপ অনুভব করা। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 117 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি এই উপায়গুলি থেকে দূরে সরে যায় কিন্তু আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি প্রদান করে, তবে তা হল গ্রহণযোগ্য অন্যথায় এটি দোষারোপযোগ্য।

মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রকারের কর্ম হল সেসব কাজ যা একটি প্রথাগত অভ্যাস হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ কখনও কখনও নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য ভেঙে দেন। এর একটি উদাহরণ হল সেই সব মানুষ যারা ওষুধের প্রয়োজন ছাড়াই রোগ নিরাময় করে। এটি বিশেষত দরিদ্র দেশগুলিতে বেশ সাধারণ যেখানে ওষুধ পাওয়া কঠিন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 2144 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের সাথে যুক্ত, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না তারা তাদের জন্য বরাদ্দ করা প্রতিটি আউন্স ব্যবহার করে, যা সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস অনুসারে ছিল। পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, মহান আল্লাহ আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই হাদিসটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে, সে হয়তো সক্রিয়ভাবে রিজিক অন্বেষণ করবে না, এটা জেনেও যে এতদিন আগে তাদের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেগুলি তাদের মিস করতে পারে না। সুতরাং এই ব্যক্তির জন্য রিযিক প্রাপ্তির প্রথাগত উপায়, যেমন চাকরির মাধ্যমে তা অর্জন, মহান আল্লাহ তায়ালা ভেঙ্গে দিয়েছেন। এটি একটি উচ্চ এবং বিরল পদ। অভিযোগ না করে বা আতঙ্কিত না হয়ে বা মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা না করে যে এমন আচরণ করতে পারে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি যদি এই পথ বেছে নেয় তবে দোষমুক্ত। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 1692 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তির জন্য তাদের নির্ভরশীলদের ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হওয়া একটি পাপ, এমনকি যদিও তারা এই উচ্চ পদে থাকতে পারে।

যদিও এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে যে উপায়গুলি মঞ্জুর করা হয়েছে তা ব্যবহার করা, সেগুলি পরিত্যাগ করার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম, কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথের চেয়ে কোন কিছুই উন্নত নয়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত আস্থা রাখলে নিয়তিতে সন্তুষ্ট থাকে। অর্থ, মহান আল্লাহ যা কিছু একজনের জন্য বেছে নেন, তারা কোনো অভিযোগ ছাড়াই এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই গ্রহণ করেন, কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহই কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সেরাটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপসংহারে বলা যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা সর্বোত্তম, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে যে বৈধ উপায়গুলি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করে, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে সেগুলি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করুন যে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত দেবেন তা ঘটবে, যা নিঃসন্দেহে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম পছন্দ, তারা এটি পর্যবেক্ষণ করে বা উপলব্ধি করে বা না করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - ২

সহীহ বুখারী, 5705 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে 70,000 মুসলমান বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে তারা আধ্যাত্মিক মন্ত্রের সাথে নিজেদের আচরণ করে না। এটি হল যখন কেউ পবিত্র কুরআন বা পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসগুলির সাথে যুক্ত শব্দগুলি পাঠ করে এবং অসুস্থতা বা সমস্যার চিকিত্সার জন্য নিজের বা অন্যদের উপর আঘাত করে। এই পদ্ধতিটি অনেক হাদিস অনুযায়ী সম্পূর্ণ হালাল, যেমন সহীহ বুখারি, 5741 নম্বরে পাওয়া যায়। বেআইনি ধরন হল যখন কেউ শয়তানী শব্দ ব্যবহার করে। যদিও দুর্ভাগ্যবশত, বৈধ মন্ত্রগুলি অনুমোদিত, কিছু মুসলমান তাদের সাথে এতটাই মগ্ন এবং সংযুক্ত হয়ে পড়ে যে তারা মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করার চেয়ে তাদের উপর নির্ভর করে এবং বিশ্বাস করে। অর্থ, তারা প্রায় আচরণ করে যদি তারা একটি মন্ত্র করে তবেই নিরাময় হবে, যেন নিরাময়ের শক্তি এতে নিহিত রয়েছে। এই বিশ্বাস মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আস্থার বিরোধিতা করে, যেমন বাস্তবে, সবকিছুর উৎস একমাত্র আল্লাহ। তিনি শুধুমাত্র প্রচলিত ওষুধ বা মন্ত্রের মতো উপায়ে কিছু লোককে নিরাময় করতে বেছে নেন। একজন মুসলিমের কখনই মন্ত্রের উপর এতটা নির্ভর করা উচিত নয়, তাদের ছাড়া সফল ফলাফল বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। এটি তার অনুরূপ যে আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলি আবৃত্তি করে বিশ্বাস করে যে তারা যদি তা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অসুস্থতা এবং দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা পাবে না বা তারা বিশ্বাস করে যে তারা কোনওভাবে একজনের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে, যা সম্পূর্ণ অসত্য। মহান আল্লাহ মানুষকে রক্ষা করেন এবং তিনি আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাথে বা ছাড়াই তা করতে পারেন। অর্থ, তিনি কিছু অর্জনের জন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নন। এর পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তিনি যে উপায়গুলি প্রদান করেছেন, যেমন

ওষুধ, ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে ব্যবহার করে এবং সর্বাবস্থায় তাদের জন্য সর্বোত্তম ফলাফল বেছে নেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করুন । কী ঘটবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কারও নিয়ন্ত্রণ নেই এবং তাই ভয় করা উচিত নয়। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

"বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া আমরা কখনই আঘাত করব না; তিনি আমাদের অভিভাবক।" আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।"

উপরন্তু, আধ্যাত্মিক মন্ত্রে নিজেকে নিমগ্ন করা প্রায়শই একটি খারাপ অসুস্থতার দিকে নিয়ে যায় তারপরে তারা প্রথমে ভয় করত, প্যারানয়া। প্যারানয়া একজনকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষ সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করতে দেয়। এটি কেবল বিশ্বাসের দুর্বলতার দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যের সাথে নিজের সম্পর্কের ক্ষতি করে।

উপরন্তু, ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হল মহান আল্লাহর ব্যবহারিক আনুগত্য, মন্ত্র না করা। একজন মুসলিম বৈধ মন্ত্র ব্যবহার করতে পারে তবে এটি বোঝা সবচেয়ে ভাল যে সাহায্যের উৎস হলেন আল্লাহ, মহান এবং তিনি তাদের জন্য অন্য কিছু নির্ধারণ করলে তার সাহায্যকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না বা তাদের সাহায্য করতে পারে না।

আধ্যাত্মিক অনুশীলনের উপর অত্যধিক নির্ভর করার সাথে আরেকটি সমস্যা, যেমন মন্ত্র, এই যে এই লোকেরা যখন প্রথমে নিজেদেরকে এবং তাদের

আচরণকে ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে হবে কিনা এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতে হবে তা দেখার পরিবর্তে সমস্যার সম্মুখীন হয়, মহিমান্বিত, ধৈর্য সহকারে ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করে, তারা অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ লোকেদের দিকে ফিরে যায় যারা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে পার্থিব জিনিসগুলি ঠিক করার দাবি করে। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই লোকেরা শুধুমাত্র একজন মুসলিমকে এমন একটি অসুস্থতা অবলম্বন করে যা তাদের প্রাথমিক সমস্যা যেমন প্যারানিয়া থেকে অনেক বেশি খারাপ। তারা মুসলমানদের বোঝায় যে তাদের সমস্যাগুলি হয় অতিপ্রাকৃত প্রাণীর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, যেমন জিন বা কালো জাদু যা তাদের বিরুদ্ধে কেউ ব্যবহার করেছে। জ্বীনদের অস্তিত্ব থাকলেও তাদের পার্থিব বিষয়ে মানুষকে প্রভাবিত করা খুবই বিরল। এটি মুসলমানদের ক্ষুদ্র জিনিসগুলির জন্য মারাত্মকভাবে বিভ্রান্তিকর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে এবং এমনকি এটি তাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের প্রতি সন্দেহের জন্ম দেয়। এটি শুধুমাত্র শত্রুতা এবং ভঙ্গুর সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। ইসলামি জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমানকে শক্তিশালী করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের এমন মূর্খ লোকদের দিকে ফিরে যেতে বাধা দেবে যারা এমনকি তাদের নিজের সমস্যাগুলিও ঠিক করতে পারে না, অন্যের সমস্যার সমাধান করতে দেয় না। দৃঢ় বিশ্বাস তাদের উপর প্রভাব ফেলতে বাধা দেবে কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। দৃঢ় বিশ্বাস একজন মুসলিমকে বুঝতে দেয় যে সমগ্র সৃষ্টি তাদের ক্ষতি করতে চাইলেও তারা তা করতে পারবে না যদি না মহান আল্লাহ তা অনুমতি দেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ ইচ্ছা না করলে সমগ্র সৃষ্টি তাদের উপকার করতে পারে না। এবং প্রতিটি ঘটনা এবং পরিস্থিতি শুধুমাত্র একটি সেট এবং অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনা অর্থাৎ ভাগ্য অনুযায়ী ঘটে। ইসলামী শিক্ষার সর্বত্র এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া সুদূরপ্রসারী হাদীস।

পরিশেষে, ইসলামী শিক্ষার মূলে নেই এমন আধ্যাত্মিক অনুশীলনে নিজেকে নিমগ্ন করাও একজনকে মহান আল্লাহর ভান্ডারের সাথে এমন একটি দোকানের মতো আচরণ করতে উত্সাহিত করে যেখানে কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলনের বিনিময়ে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পার্থিব জিনিস কেনা হয়।

এটি গ্রহণ করা একটি অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং নির্দোষ মনোভাব, কারণ পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি এমন ক্রেডিট কার্ড নয় যা পার্থিব জিনিস কেনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন একটি শিশু বা একটি ভিসা এর পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই তাদের স্থানটি জানতে হবে এবং মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হিসাবে আচরণ করতে হবে এবং গ্রাহক হিসাবে কাজ করতে হবে না। তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে তাদের আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা উচিত। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য দ্বারা সমর্থিত উপায়ে মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস চাওয়ার অনুমতি রয়েছে, তবে অন্য উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি অপব্যবহারের দিকে পরিচালিত করে। হেদায়েতের দুটি উৎস এবং মহান আল্লাহর প্রতি গ্রাহকের মনোভাব গ্রহণ করা।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করা। তারপর সর্বাবস্থায় তাদের সাহায্য করার জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করুন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল এই মুসলিমরা বিশ্বাস করে না বা অশুভ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ ৯০৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অশুভ লক্ষণের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে, কারণ এইভাবে আচরণ করা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করার মতো, অর্থ, শিরক।

অশুভ লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অর্থ হল এটি একজনের আচরণ এবং কর্মকে প্রভাবিত করে। যদিও কালো জাদু এবং দুষ্ট চোখ বাস্তব, এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি পাতার ওড়না থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মহাবিশ্বের কিছুই মহান আল্লাহর পছন্দ এবং ইচ্ছা ছাড়া ঘটে না। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অশুভ অশুভ নিয়ে মাথা ঘামা না বা ডাইনি ও জাদুকরদের ভয় না করে অবিচল থাকা কারণ তারা এমন কিছু ঘটাতে পারে না যা মহান আল্লাহ তায়ালা চাননি। পরিবর্তে, একজনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা উচিত, তাকে প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে এবং তাদের বৈধ কাজ ও পছন্দগুলি চালিয়ে যাওয়া এবং কেবলমাত্র মন্দ জিনিসগুলি থেকে রক্ষা করা উচিত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সমর্থনে এবং পরাক্রমশালী পছন্দ ও আদেশের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে, মহান আল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা- ৩

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু ছেড়ে দেয় তা তারা তীব্রভাবে মিস করবে না, জিনিসটি হারাম বা হালাল কিন্তু অপ্রয়োজনীয় হোক না কেন। অন্যথায় বিশ্বাস করে শয়তানের ফিসফিসানিতে পড়া উচিত নয় কারণ সে মানুষকে বিভ্রান্ত করাকে তার মিশন বানিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, যখনই কোনো মুসলমান দারিদ্র্য দান করার জন্য অনুপ্রাণিত হয় শয়তান দ্রুত সতর্ক করে এবং তাদের দারিদ্র্যের বিষয়ে ভয় দেখায় যা অনেক ক্ষেত্রে একজন মুসলমানকে তাদের মন পরিবর্তন করে দেয় যদিও তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করে যে তারা তাদের কিছু সম্পদ দান করে দরিদ্র হবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 268:

"শয়তান আপনাকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং আপনাকে অনৈতিক কাজের আদেশ দেয়, অথচ আল্লাহ আপনাকে তার কাছ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।"

একজন মুসলমানের উচিত এই আয়াতের অন্য অর্ধেকের উপর আমল করা এবং এর পরিবর্তে বিশ্বাস করা উচিত যে, মহান আল্লাহ, তারা তার জন্য যে জিনিস ত্যাগ করেছেন তার পরিবর্তে আরও ভাল কিছু দিয়ে দেবেন। যারা এটা অনুভব করেছেন তারা এই বক্তব্যের সত্যতা জানেন কিন্তু যারা জানেন না তাদের অবশ্যই ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে, যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছে তারা কিভাবে উভয় জগতে সফল হয়েছে। যেমন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নাতি হযরত ইমাম হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অগণিত মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্য কর্তৃত্ব ত্যাগ করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ প্রকৃতপক্ষে সহীহ বুখারী, 3629 নম্বরে

পাওয়া একটি হাদিসে তার কর্মের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার প্রদান করেছেন যে ক্ষমতার যে কোন পদ তাকে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 3768 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে তাকে জান্নাতের যুবকদের নেতা ঘোষণা করা হয়েছে। যেন তিনি এই দুনিয়াতে নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছেন এবং পরলোকগত দুনিয়াতে আরও বড় কর্তৃত্ব লাভ করেছেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান তাদের কর্মে আন্তরিক থাকে, মহান আল্লাহ, তারা তাঁর জন্য যা ত্যাগ করেন তার পরিবর্তে আরও ভাল কিছু দিয়ে দেবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"কে সে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন?..."

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - ৪

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা আশ্চর্যজনক যে, কিছু মুসলমান কীভাবে এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহর উপর নির্ভরতাকে ব্যবহার করে তাদের ইচ্ছার বিপরীতে অলস হওয়ার অজুহাত হিসেবে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন এই মুসলমানদেরকে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে বলা হয় যাতে তারা সঠিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে, তখন তারা সাহসের সাথে উত্তর দেয় যে আল্লাহ, মহান, তিনি সব দয়ালু এবং ক্ষমাশীল তাই তারা আশা করে যে তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যদিও তারা তাঁর আনুগত্যে চেষ্টা না করেন। যদিও মহান আল্লাহ, পরম করুণাময় এবং ক্ষমাশীল তিনি এই মহাবিশ্বে এমন একটি ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন যার জন্য একজনকে কাজ করতে হবে যদি তারা সফলতা অর্জন করতে চায়।

উপরন্তু, যদি তারা করুণা ও ক্ষমার ঐশ্বরিক গুণাবলীর উপর এতটাই নিশ্চিত থাকে কেন তারা প্রদানকারী হওয়ার ঐশ্বরিক গুণের উপর একই স্তরের নির্ভরতা দেখাতে ব্যর্থ হয়? অর্থ, যিনি নভোমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সমগ্র সৃষ্টির জন্য রিযিক বরাদ্দ করেছেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কেন তারা তাদের রিজিক পাওয়ার জন্য এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করার জন্য সুবিধার দাবি না করে বা চাকরির মাধ্যমে উপার্জন না করে বাড়িতে বিশ্রাম নেয় না কিভাবে তারা এটার জন্য প্রচেষ্টা না করে তাঁর ক্ষমার উপর নির্ভর করে? এই চেরি বাছাই মনোভাব তাদের অলসতা এবং আসল ভুল উদ্দেশ্য প্রমাণ করে। তারা মোটেও মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে না। সময় আসার আগেই এই মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যাতে তারা পরিবর্তে সক্রিয়ভাবে মহান আল্লাহর

আনুগত্য করে এবং অভ্যন্তরীণভাবে তাঁর ক্ষমা ও করুণার উপর নির্ভর করে।
তবেই একজন মুসলিম উভয় জগতে প্রকৃত সফলতা অর্জন করবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - 5

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া একটি সাধারণ সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলাম। যখন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয় প্রথমে নিজেদের এবং তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার পরিবর্তে তাদের ভালর জন্য পরিবর্তন করা দরকার এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে, ধৈর্য সহকারে উপশমের জন্য অপেক্ষা করে তারা পরিবর্তে অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ লোকদের দিকে ফিরে যায় যারা সংশোধন করার দাবি করে। আধ্যাত্মিক মাধ্যমে পার্থিব জিনিস. এই লোকেরা শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে এমন একটি অসুস্থতা গ্রহণ করতে দেয় যা তাদের প্রাথমিক সমস্যা যেমন প্যারানিয়া থেকে অনেক বেশি খারাপ। এই লোকেরা মুসলমানদের বোঝায় যে তাদের সমস্যাগুলি হয় অতিপ্রাকৃত প্রাণীর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, যেমন জ্বীন, অথবা কালো জাদু দ্বারা যা কেউ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। যদিও জ্বীনের অস্তিত্ব আছে তাদের পার্থিব বিষয়ে মানুষকে প্রভাবিত করা খুবই বিরল। এই ভুল উপদেশ মুসলমানদের তুচ্ছ জিনিসের জন্য মারাত্মকভাবে বিভ্রান্তিকর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে এবং এমনকি এটি তাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের প্রতি সন্দেহের জন্ম দেয়। এটি শুধুমাত্র শত্রুতা এবং ভঙ্গুর সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। এই মনোভাব মহান আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাসকেও ক্ষতিগ্রস্থ করবে, কারণ অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে এমন কিছু করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা পবিত্র কুরআন বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে উপদেশ দেওয়া হয়নি।

ইসলামি জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমানকে শক্তিশালী করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের এমন মূর্খ লোকদের দিকে ফিরে যেতে বাধা দেবে যারা এমনকি তাদের নিজের সমস্যাগুলিও ঠিক করতে পারে না অন্যের সমস্যাগুলিকে বাদ দিয়ে। দৃঢ় বিশ্বাস তাদের উপর প্রভাব ফেলতে বাধা সৃষ্টি করবে কারণ তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ

নির্ভর করবে। দৃঢ় বিশ্বাস একজন মুসলমানকে বুঝতে দেয় যে সমগ্র সৃষ্টি তাদের ক্ষতি করতে চাইলেও তারা তা করতে পারবে না যদি না মহান আল্লাহ তা অনুমতি দেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ না চাইলে সমগ্র সৃষ্টি তাদের উপকার করতে পারে না। এবং প্রতিটি ঘটনা এবং পরিস্থিতি শুধুমাত্র একটি সেট এবং অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনা অর্থাৎ ভাগ্য অনুযায়ী ঘটে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস জুড়ে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া সুদূরপ্রসারী হাদীস।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমান যখন কোনো সমস্যায় পড়েন তখন তার উচিত প্রথমে নিজের আচরণের মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা এবং তারপর মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা এবং আরও সমস্যা এড়ানো। আধ্যাত্মিক উপায়ে পার্থিব সমস্যা সমাধানের দাবি করে এমন লোকেদের এড়িয়ে বিভ্রান্তির রূপ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - ৬

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই প্রশ্ন করে যে কিভাবে তারা মহান আল্লাহর উপর তাদের আস্থা গড়ে তুলতে এবং শক্তিশালী করতে পারে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। এটি করার একটি প্রধান উপায় হল মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এর কারণ এই যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অবাধ্য, সে সর্বদা আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, তাদের সাহায্য করবে না যা তার প্রতি তাদের আস্থাকে দুর্বল করে দেয়। অথচ, আনুগত্যকারী মুসলমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, তারা যেহেতু তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, মহান আল্লাহ অবশ্যই তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের প্রতি সাড়া দেবেন, যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহর উপর তাদের আস্থা শক্তিশালী হবে।

উপরন্তু, সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির প্রতি তাদের উপলব্ধি অনুযায়ী সাড়া দেন। অবাধ্য ব্যক্তির অবাধ্যতার কারণে সর্বদা মহান আল্লাহ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা থাকবে। যদিও, একজন আনুগত্যকারী মুসলমান সর্বদা তাদের আনুগত্যের কারণে মহান আল্লাহ সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করবে। এই চিন্তাশক্তি মহান আল্লাহর প্রতি একজন মুসলমানের বিশ্বাসকে দুর্বল বা শক্তিশালী করতে পারে। আনুগত্যশীল মুসলিম বিশ্বাস করে যে যদি তারা একটি ব্যবসায়িক চুক্তির তাদের দিকটি পূরণ করে তবে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদারও একই কাজ করবে। অনুরূপভাবে, একজন আনুগত্যশীল মুসলিম বিশ্বাস করে যে তারা যেমন মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন তাদের সারা জীবন বিশেষ করে, অসুবিধার মধ্যে সাহায্য করার মাধ্যমে। যদিও, যে ব্যক্তি একটি ব্যবসায়িক চুক্তির তাদের পক্ষ পূরণ করে না সে বিশ্বাস করবে না বা আশা করবে না যে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদার তাদের পক্ষ পূরণ করবে। একইভাবে, একজন

অবাধ্য ব্যক্তি বিশ্বাস করবে না যে মহান আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন কারণ তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি আস্থা রাখা এবং তার আনুগত্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। একজন যত বেশি আনুগত্য করবে তত বেশি তারা তাঁর উপর আস্থা রাখবে। তারা যত কম আনুগত্য করবে তত কম তারা তাঁর উপর আস্থা রাখবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - 7

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি করোনাভাইরাস সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে এবং এটি সারা বিশ্বে কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত আস্থা অর্জন করতে শেখায়, তিনি যে উপায়গুলি তৈরি করেছেন তা ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে কাজে লাগানোর মাধ্যমে এবং তারপর বিশ্বাস করুন যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য যে ফলাফল চয়ন করেন তা সর্বোত্তম। করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে, মুসলমানদের যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যেমন ভালো স্বাস্থ্যবিধি, ওভারবোর্ডে না গিয়ে, যেমন জনসমক্ষে হ্যাজমাট স্যুট পরা। কিন্তু তাদের বিশ্বাস করা উচিত এবং একটি সত্যকে বোঝা উচিত, কেবলমাত্র সেই জিনিসগুলি যা মহান আল্লাহ তাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থ, মহান আল্লাহ যদি কারো জন্য কিছু উপকার করতে চান, তবে সমগ্র সৃষ্টি একত্রিত হয়ে তা লাভ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। আর মহান আল্লাহ যদি কাউকে কোনো রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত করতে চান, তাহলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রিত হয়ে তাকে তা থেকে রক্ষা করতে পারে না। এটি ইসলামী শিক্ষায় স্পষ্ট করা হয়েছে, যেমন জামি আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া হাদিস। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 17:

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে বিপদে ফেলেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাকে কল্যাণে স্পর্শ করেন - তাহলে তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির শিক্ষা দেয় যেখানে একজন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করে যা আল্লাহ, মহান, সৃষ্টি করেছেন এবং

তাদের প্রদান করেছেন কিন্তু বিশ্বাস করে যে আল্লাহ, মহান, যা নির্ধারণ করেছেন তা তাদের জন্য অনিবার্য এবং সর্বোত্তম, এমনকি যদি তারা এর পিছনের প্রজ্ঞাগুলি পালন করতে ব্যর্থ হয়। . এই মনোভাব এবং বিশ্বাস প্যারানয়া এবং চাপ প্রতিরোধ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপরন্তু, এই ভাইরাসের দ্রুত বিস্তার মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করতে এবং তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তাঁর আনুগত্যে সংগ্রাম করতে উত্সাহিত করতে হবে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এবং তাদের উচিত বিশেষভাবে তাদের জ্ঞান অনুযায়ী সদয়ভাবে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করা। এর কারণ হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজাহ, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যখন অনৈতিকতা ব্যাপক ও জনসমক্ষে ছড়িয়ে পড়বে, তখন মানুষ নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হবে যা তাদের আগে কখনও ঘটেনি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - 8

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি মহাবিশ্বের বিভিন্ন দিক যেমন সূর্য, গ্রহ এবং অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। ইতিহাসের এক সময়ে পৃথিবীকে মহাবিশ্বের একমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ জিনিস বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাথে এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল যে পৃথিবী আসলে মহাবিশ্ব নামক একটি বিশাল সমুদ্রের একটি বিন্দু মাত্র। মুসলমানদের জন্য এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাগুলি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে ভাল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে, যেমন মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার উপর আস্থা। যখন একজন মুসলমান সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং মহান আল্লাহর সাহায্য নিয়ে প্রশ্ন করে, তখন তাদের উচিত মহাবিশ্বের আকার এবং এতে কত প্রাণী রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করা। পৃথিবী একটি সৌরজগতের একটি একক গ্রহ যা অনেকগুলি গ্রহ এবং একটি নক্ষত্র দ্বারা গঠিত। অনেক সৌরজগৎ একটি গ্যালাক্সি তৈরি করে। অনেক গ্যালাক্সি মিলে মহাবিশ্ব গঠিত। একজন মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কোন অংশীদার বা সাহায্য ছাড়াই মহান আল্লাহ তায়ালা টিকিয়ে রেখেছেন। যখন একজন মুসলমান এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, তখন তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, মহান আল্লাহ যদি সমগ্র মহাবিশ্বকে কোনো কিছু বঞ্চিত না করে বা সমন্বয়হীন হয়ে টিকিয়ে রাখতে পারেন, তবে তিনি তাদের সমস্যা ও অসুবিধারও যত্ন নিতে পারেন।

বিধান এমন একটি বিষয় যা লোকেরা প্রায়শই চাপ দেয় এবং কিছু ক্ষেত্রে, এই চাপ তাদের বেআইনি উত্স থেকে বিধান খোঁজার জন্যও প্ররোচিত করে। যখনই একজন মুসলমান এই চাপের সম্মুখীন হয়, তখন তাদের উচিত মহাবিশ্ব এবং অগণিত সৃষ্টির প্রতি চিন্তা করা যার জন্য মহান আল্লাহ নিরন্তর বিধান প্রদান

করেন। যদি তিনি এটি করেন, তাহলে কেন একজনের সন্দেহ করা উচিত যে তিনি এমন একজন ব্যক্তির জন্য বিধান প্রদান করবেন না যার শুধুমাত্র নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য কয়েকটি জিনিস প্রয়োজন? সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সময় একধাপ পিছিয়ে যাওয়া এবং এই তথ্যগুলো মূল্যায়ন করা হল মানসিক চাপ দূর করার এবং মহান আল্লাহর প্রতি আস্থাকে শক্তিশালী করার একটি চমৎকার উপায়।

পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে শিক্ষা পাওয়া যায়, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি, সৃষ্টিকে নিরবচ্ছিন্ন রিযিক প্রদানের। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 60:

“এবং কত প্রাণী তার [নিজের] রিযিক বহন করে না। আল্লাহ তার জন্য এবং আপনার জন্য রিজিক করেন..."

কিন্তু এই শিক্ষার সত্যতা মহাবিশ্বের মতো সৃষ্টিতেও পাওয়া যায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 190:

"নিশ্চয় নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য।"

অতএব, মুসলমানদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রথমে ঐশী কিতাবের শিক্ষাগুলি শেখা এবং তার উপর আমল করা এবং তারপর সৃষ্টির উপর চিন্তা করা। এটি একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার দিকে পরিচালিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - 9

জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহর অসীম এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে সমগ্র সৃষ্টি যদি একজন ব্যক্তির উপকার করতে পারে না। মহান আল্লাহ তাদের তা করতে চাননি। একইভাবে, মহান আল্লাহ না চাইলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রে কারো ক্ষতি করতে পারে না। এর অর্থ একমাত্র মহান আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত দেন তা মহাবিশ্বের মধ্যে ঘটে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই উপদেশটি ওষুধের মতো উপায় ব্যবহার ত্যাগ করার ইঙ্গিত দেয় না, তবে এর মানে হল যে কেউ উপায়গুলি ব্যবহার করতে পারে কারণ সেগুলি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তৈরি করেছেন, তবে তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে মহান আল্লাহই সকল কিছুর ফলাফল নির্ধারণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা অনেক অসুস্থ ব্যক্তি যারা ওষুধ খান এবং তাদের অসুস্থতা থেকে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তারা অন্য যারা ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয় না। এটি ইঙ্গিত করে যে আরেকটি কারণ চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করে, তা হল মহান আল্লাহর ইচ্ছা। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

"বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত আমরা কখনই আঘাত করব না..."

যিনি এটি বোঝেন তিনি জানেন যে তাদের প্রভাবিত করে এমন কিছু এড়ানো যেত না। এবং যে জিনিসগুলি তাদের মিস করেছে সেগুলি কখনই পাওয়া যেত না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, শেষ ফলাফল যাই হোক না কেন তা একজন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাদের ধৈর্য ধরে থাকা উচিত এবং সত্যই বিশ্বাস করা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম নির্বাচন করেছেন যদিও তারা ফলাফলের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যখন কেউ এই সত্যটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে তখন তারা সৃষ্টির উপর নির্ভর করা বন্ধ করে দেয় যে তারা জন্মগতভাবে তাদের ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। পরিবর্তে, তারা মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সমর্থন ও সুরক্ষা কামনা করে। এটি একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দিকে পরিচালিত করে। এটি একজনকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে ভয় করতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টি তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

নিজের জীবনে এবং মহাবিশ্বের মধ্যে যা কিছু ঘটে তা সবই মহান আল্লাহর কাছ থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা স্বীকার করা, মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝার একটি অংশ। এটি এমন একটি বিষয় যার কোন শেষ নেই এবং এটি কেবলমাত্র অতিমাত্রায় বিশ্বাস করার বাইরে চলে যায় যে মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। যখন এটি কারও হৃদয়ে স্থির হয় তখন তারা কেবল মহান আল্লাহর উপর আশা করে, তারা জানে যে একমাত্র তিনিই তাদের সাহায্য

করতে পারেন। তারা কেবল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করবে এবং আনুগত্য করবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পেতে বা কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য অন্যের আনুগত্য করে। একমাত্র মহান আল্লাহই এটি প্রদান করতে পারেন তাই কেবলমাত্র তিনিই আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। যদি কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যের আনুগত্য পছন্দ করে, তাহলে তারা বিশ্বাস করে যে এই অন্যটি তাদের কোন প্রকার উপকার বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। এটা তাদের ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। যা কিছু ঘটে তার উৎস মহান আল্লাহ, তাই মুসলমানদের কেবল তাঁরই আনুগত্য করা উচিত। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 2:

"আল্লাহ মানুষকে যা কিছু রহমত দান করেন- কেউ তা আটকাতে পারে না; এবং যা তিনি আটকে রাখেন - এরপর কেউ তা ছেড়ে দিতে পারে না..."

উল্লেখ্য যে, এমন ব্যক্তির আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহর আনুগত্যকে উৎসাহিত করে, বাস্তবে মহান আল্লাহকে মান্য করা। যেমন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করা। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

তওবা- ১

জামে আত তিরমিযী, 3540 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিস মহান আল্লাহর ক্ষমার গুরুত্ব ও বিশালতার পরামর্শ দেয়। হাদিসের প্রথম অংশে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এবং তাঁর রহমতের আশায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের ক্ষমা করবেন।

এই প্রতিক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআনে সমস্ত বৈধ প্রার্থনার জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে, কেবল ক্ষমা প্রার্থনার জন্য নয়। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

"আর তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"...

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে প্রার্থনা একটি ইবাদত অর্থ, একটি সৎ কাজ। সুনানে আবু দাউদ, 1479 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, 3604 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যতক্ষণ না তা বৈধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি দোয়া বিভিন্ন উপায়ে কবুল হয়। ব্যক্তিকে হয় তারা যা অনুরোধ করেছে তা মঞ্জুর করা হবে বা পরকালে তাদের জন্য একটি পুরস্কার সংরক্ষিত থাকবে বা তাদের সমতুল্য পাপ ক্ষমা করা হবে। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার জন্য একজন মুসলিমকে অবশ্যই দোয়ার শর্ত ও আদব পূরণ করতে হবে।

ক্ষমা প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে, এর মধ্যে রয়েছে সক্রিয়ভাবে পাপ এড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা করা এবং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা, কারণ এটি পাপের উপর অবিচল থাকা অবস্থায় ক্ষমা চাওয়া সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থী।

একজন মুসলমানের জন্য সবচেয়ে বড় মিনতি হল ক্ষমার জন্য, কারণ এটি একজনের আশীর্বাদ পাওয়ার, দুনিয়ার অসুবিধা এড়ানো এবং পরলোকগত দুনিয়াতে জান্নাত লাভের এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়। অধ্যায় 71 নূহ, আয়াত 10-12:

"আর বললেন, তোমার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। প্রকৃতপক্ষে, তিনি চিরস্থায়ী ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করবে এবং তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহের ব্যবস্থা করবে এবং তোমাদের জন্য নদী প্রবাহিত করবে।"

আলোচনার প্রধান হাদিস দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর অসীম রহমতের আশা করা, যখন প্রার্থনা করা ক্ষমার শর্ত। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, তাঁর সম্পর্কে তাঁর বান্দার মতামত অনুসারে কাজ করেন, যা সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ক্ষমার সবচেয়ে বড় কারণগুলির মধ্যে একটি হল যখন একজন মুসলিম কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আশা করে যে, তারা তাদের ক্ষমা করবে, এই পূর্ণরূপে জেনে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের ক্ষমা বা শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, মানুষ যত পাপই করুক না কেন মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা তার চেয়ে বড়। প্রকৃতপক্ষে, এটি সীমাহীন, তাই একজন ব্যক্তির সীমিত পাপ কখনই এটি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তারা যা প্রার্থনা করে তা বড় করে দেখাতে, কারণ মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে এত বড় কিছুই নেই। এটি সহীহ মুসলিম, 6812 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পাকের ক্ষমা যে অসীম, পাপের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা শুধুমাত্র এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে উপহাস করা। এবং যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে সে তার ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে, যা অনেক আয়াত ও অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ক্ষমা চাওয়ার এই কাজটি আন্তরিক অনুতাপের একটি অংশ। এটা বোঝা যায় যে ক্ষমা চাওয়া জিহ্বার একটি কাজ এবং বাকি আন্তরিক অনুতাপ কর্মের মাধ্যমে পাপ থেকে দূরে সরে যাওয়া জড়িত। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে প্রকৃত অনুশোচনা অনুভব করা, আবার পাপ না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করাও অন্তর্ভুক্ত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, একই পাপের উপর অবিচল না থাকা তাওবা কবুল হওয়ার শর্ত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 135:

"এবং যারা, যখন তারা কোন অনৈতিক কাজ করে বা [অপরাধের মাধ্যমে] নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের পাপের

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে - এবং আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? - এবং [যারা] তারা যা করেছে তাতে অবিচল থাকে না যখন তারা জানে।"

একজন মুসলমানের জন্য ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রে অবিচল থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণ, প্রতিটি অসুবিধা থেকে মুক্তির পথ এবং এমন জায়গা থেকে সমর্থনের দিকে নিয়ে যায় যেখানে কেউ আশা করতে পারে না। সুনানে আবু দাউদ, 1518 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল ক্ষমার সবচেয়ে বড় কারণ, অর্থাৎ মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। মহান আল্লাহর সাথে শরীক করা দুই প্রকার: বড় শিরক এবং ছোট শিরক। প্রধান ধরন হল যখন কেউ আল্লাহ, মহান বা তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করে। গৌণ সংস্করণ হল যখন কেউ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য কাজ করে, যেমন প্রদর্শন করা। সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে, বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তাকে বলবেন যে, তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে তারা দেখতে পাবে যে তারা শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে উন্মোচিত হবে এবং তারা অন্যদের সাথে যতই ভাল ব্যবহার করুক না কেন, তারা কখনই তাদের প্রকৃত ভালবাসা অর্জন করতে পারবে না বা পাবে না। তাদের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে সম্মান করুন। এটি সহীহ মুসলিমের ৬৭০৫ নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যখন কেউ মহান আল্লাহর একত্বকে উপলব্ধি করে, তখন তারা কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, ভয় ও ভালবাসার জন্য উদ্দেশ্য করে, চিন্তা করে, কাজ করে এবং কথা বলে। এই আচরণ পাপ করার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয় এবং যা কিছু গুনাহ ঘটবে তা মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনানে ইবনে মাজা, 3797 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ঘোষণা করেছেন যে, মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, এই উক্তিটি সকল অন্যায় কাজকে দূর করে দেয়। .

এই আচরণই সকল মুসলমানকে অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে। এর ভিত্তি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও তার উপর আমল করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি একজনের পাপকে কমিয়ে দেবে এবং যখনই তারা পাপ করবে তখনই তাকে আন্তরিক অনুতাপের দিকে উৎসাহিত করবে। এটি উভয় জগতে ক্ষমা, শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তওবা - 2

জামে আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে প্রদত্ত দ্বিতীয় উপদেশটি হল যে, একজন মুসলমানের উচিত একটি নেক আমলের সাথে একটি পাপ অনুসরণ করা যাতে তা গুনাহকে মুছে ফেলে। এটি ছোট পাপকে বোঝায় কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। যদি কেউ তাদের সৎ কাজের সাথে আন্তরিক অনুতাপ যোগ করে তবে এটি ছোট বা বড় যে কোনও পাপ মুছে ফেলবে। কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করার একটি অংশ হল পাপের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সচেষ্ট হওয়া, কারণ একটি সৎ কাজের সাথে তা অনুসরণ করার অভিপ্রায়ে পাপ করা একটি বিপজ্জনক বিপথগামী মানসিকতা। একজনকে পাপ না করার চেষ্টা করা উচিত এবং যখন সেগুলি ঘটে, তখন তাকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং যে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যে অধিকারগুলো আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি লঙঘন করা হয়েছে।

তওবা - 3

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4251 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে মানুষ পাপ করে কিন্তু সর্বোত্তম পাপকারী সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকভাবে তাওবা করে।

মানুষ ফেরেশতা না হওয়ায় তারা পাপ করতে বাধ্য। যে জিনিসটি মানুষকে বিশেষ করে তোলে তা হল যখন তারা তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, পাপ বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। , মহিমান্বিত, এবং মানুষ.

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, নেক আমলের মাধ্যমে ছোটখাটো পাপ মোচন করা যায়। অনেক হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি, 550 নম্বর। এটি পরামর্শ দেয় যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ এবং পরপর দুটি জুমার জামাত নামাজ তাদের মধ্যে সংঘটিত ছোট গুনাহগুলিকে মুছে দেয়, যতক্ষণ না বড় পাপগুলি এড়ানো যায়। .

শুধুমাত্র আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে বড় গুনাহগুলো মুছে ফেলা হয়। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত খারাপ সঙ্গ এবং যে সমস্ত পাপ বেশি হয় সেসব স্থান পরিহার করে ছোট-বড় সব পাপ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। তাদের উচিত ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা

যাতে তারা এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে যা পাপ প্রতিরোধ করে, যেমন দৃঢ়তা, ধৈর্য এবং মহান আল্লাহর ভয়। তাদের শিখতে হবে কিভাবে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়, যাতে তারা পাপপূর্ণ উপায়ে তাদের ব্যবহার এড়াতে পারে। এবং যখনই একটি পাপ ঘটে তখনই তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে, কারণ মৃত্যুর সময় অজানা। এবং তাদের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে, হাল ছেড়ে না দিয়ে।

তওবা - 4

জামে আত তিরমিযী, 2406 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কীভাবে নাজাত অর্জন করতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম কথা হলো নিজের কথাকে নিয়ন্ত্রণ করা। একজন মুসলমানের মন্দ কথা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ বিচারের দিনে তাদের জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজন মুসলিমের উচিত অনর্থক ও অনর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে চলা কারণ এটি প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার প্রথম ধাপ এবং এতে একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, যা তাদের জন্য বড় আফসোসের কারণ হবে। বিচার দিবস। একজন মুসলিমের উচিত ভালো কথা বলার চেষ্টা করা অথবা চুপ থাকা। সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যখন কেউ এইভাবে আচরণ করে, এমনকি তাদের নীরবতাও একটি ভাল কাজ হিসাবে গণ্য হয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তি যেন অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হয়। এইভাবে আচরণ করা সময় নষ্ট করে এবং মৌখিক ও শারীরিক উভয় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যদি কেউ সত্যিকারের এবং আন্তরিকভাবে চিন্তা করে, তবে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের বেশিরভাগ পাপ এবং তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা অন্যদের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকতার কারণে হয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে এটি সর্বদা অন্যের দোষ ছিল তবে এর অর্থ যদি কেউ অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়া এড়িয়ে যায় তবে তারা কম পাপ করবে এবং কম সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে। এটি ইসলামিক জ্ঞানের মতো দরকারী জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার

জন্য তাদের সময়ও খালি করে দেবে, যা একজন ব্যক্তির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে উপকারী। সামাজিকীকরণ অকারণে সময়ের অনন্য আশীর্বাদকে নষ্ট করে, যা কেটে যাওয়ার পরে আর ফিরে আসে না। যারা নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ কাজে তাদের সময় নষ্ট করেছে তারা এই পৃথিবীতে চাপের মুখোমুখি হবে এবং বিচারের দিনে একটি বড় আফসোসের সম্মুখীন হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে তাদের পুরস্কারের সাক্ষী। উপরন্তু, অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকীকরণ একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধা দেয়। এটি একজনকে আত্ম-প্রতিফলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকেও বাধা দেয়। একজন ব্যক্তি জীবনে সঠিক পথে যাচ্ছে এবং তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজন। আত্ম-প্রতিফলনের অভাব একটি লক্ষ্যহীন জীবনের দিকে পরিচালিত করে যেখানে একজন ব্যক্তির তাদের পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনে কোন দৃঢ় নির্দেশনা থাকে না। অতিরিক্ত সামাজিকীকরণ একজনকে নির্ভরশীল হতে এবং মানুষের প্রতি আঁকড়ে থাকতে উৎসাহিত করে এবং এটি সর্বদা মানসিক, মানসিক এবং সামাজিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, কারণ একজনের সমগ্র জীবন, তাদের সুখ এবং দুঃখ, সবকিছুই মানুষ এবং তাদের সম্পর্কের চারপাশে আবর্তিত হয়। এই সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব থেকে কেউ নিজেকে বাঁচাতে পারে শুধুমাত্র যখন প্রয়োজন হয় তখন সামাজিকতার মাধ্যমে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো নিজের পাপের জন্য কাঁদা। এই আচরণ একজনের পাপের জন্য প্রকৃত অনুশোচনা দেখায়, যা আন্তরিক অনুতাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4252 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যান্য দিকগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং অন্য কারো কাছে ক্ষমা চাওয়া, যদি না এটি আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং যেখানে সম্ভব, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের সম্মানে যে কোনো অধিকার মিস বা লঙ্ঘন করা হয়েছে তা পূরণ করুন। ইসলাম পরিপূর্ণতা দাবি করে না, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য একটি অকৃত্রিম এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং যখন কেউ পাপ করে তখন

আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং নিজেকে সংশোধন করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে।

বিচারপতি- ১

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এর মধ্যে তারা অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের সিদ্ধান্তে, তাদের পরিবারের প্রতি এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বাধীনে।

মুসলমানদের জন্য সব সময় ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্য সহকারে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করে, মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি, সেইসাথে প্রতিটি অঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সম্পদ ও কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপস করা উচিত নয়। এটি মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ হবে এবং সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। সুতরাং [ব্যক্তিগত] প্রবণতা অনুসরণ করবেন না, পাছে আপনি ন্যায়পরায়ণ হতে পারবেন না..."

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাদের নির্ভরশীলদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের জীবনে এর শিক্ষা বাস্তবায়নের গুরুত্ব। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় বা অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়, যেমন স্কুল এবং মসজিদ শিক্ষক। একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করার মুক্ত নয়, যেমন ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

বিচারপতি - 2

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধানের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যিনি দুর্নীতিবাজদের অনাক্রম্যতা দিয়ে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। সমাজ বিমুখ হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করেছে। সহীহ বুখারি 6787 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের শাস্তি দিত যখন তারা আইন ভঙ্গ করত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নিজের কন্যা অপরাধ করলে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি কার্যকর করবেন। যদিও সাধারণ জনগণের সদস্যরা তাদের নেতাদের তাদের ক্রিয়াকলাপে ঠিক থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে তবে তারা তাদের সমস্ত লেনদেন এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 3544 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথেই লেনদেন করুক না কেন, তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ স্বতন্ত্র স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে তবে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী অবস্থানে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদরা, তারা চান বা না চান তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবে কারণ তারা নিশ্চিত হবে যে সাধারণ জনগণ সহ্য করবে না। এটা

স্বাধীনতা - ১

সহীহ বুখারী, 6470 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকবে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

প্রয়োজনে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু একজন মুসলমানের এই অভ্যাস করা উচিত নয় কারণ এতে আত্মসম্মান নষ্ট হতে পারে। এটি বিপজ্জনক হতে পারে কারণ যে ব্যক্তি আত্মসম্মান হারায় তার পাপ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে কারণ তারা আল্লাহ, মহান এবং অন্যরা তাদের সম্পর্কে যা চিন্তা করে তার যত্ন নেওয়া বন্ধ করে দেয়। যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্যদের কাছে প্রার্থনা করে সেও তাদের সাহায্য করার জন্য মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিবর্তে তাদের সাহায্য করার জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করতে শুরু করবে। মহান আল্লাহর উপর আস্থা রাখা, যাকে বৈধ উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে তা ব্যবহার করা এবং তারপর সেই ফলাফলে বিশ্বাস করা, যা আল্লাহ, মহান, একাই বেছে নেন, জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম হবে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাহায্যের জন্য প্রত্যাবর্তন করার আগে তাদের দেওয়া সমস্ত উপায় ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে, মহান আল্লাহ তাকে মানুষের স্বাধীনতা দান করবেন।

স্বাধীনতা - 2

সহীহ মুসলিম, 7432 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সেই বান্দাকে ভালবাসেন যে সৃষ্টির থেকে স্বাধীন। এর অর্থ হল, একজন মুসলমানকে তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়সমূহ যেমন তাদের শারীরিক শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। তাদের অলস আচরণ করা উচিত নয় এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে মানুষের কাছ থেকে জিনিসগুলি চাওয়া উচিত নয়, কারণ এই অভ্যাস তাদের উপর নির্ভরশীলতার দিকে পরিচালিত করে এবং এটি মহান আল্লাহর উপর একজন ব্যক্তির আস্থা হ্রাস করে। একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে যাই ঘটুক না কেন, যা কিছু তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল তা তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের সম্পদ, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা এবং বিশ্বাস করা যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম তা দেবেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ অন্যের উপর ভুলভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে যখন তারা বিশ্বাস করে যে একজন ব্যক্তি, যেমন একজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক, তাদের প্রার্থনা এবং সুপারিশের মাধ্যমে উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের যথেষ্ট হবে। এই মনোভাব শুধুমাত্র অলসতাকে উত্সাহিত করে, কারণ কেউ বিশ্বাস করে যে তারা যেভাবে ইচ্ছা করে আচরণ করতে স্বাধীন এবং এখনও তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষকের মাধ্যমে উভয় জগতেই সাফল্য অর্জন করবে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন, তবুও মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য আন্তরিকভাবে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। , তারা তাকে খুশি করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে আশীর্বাদ ব্যবহার করে. এটাই সঠিক মনোভাব যা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

স্বাধীনতা - 3

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মানুষের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার, যেমন তাদের পরিবার। যদিও, মানুষের প্রতি আশা রাখা কোন পাপ নয় কিন্তু তারা অসিদ্ধ হওয়ায় একজন মুসলিম সর্বদাই হতাশ হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে, আসলে এটা অবশ্যম্ভাবী। বরং তাদের উচিত মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার চেষ্টা করা। এটি কেবলমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয় একজন মুসলিম যে অবাধ্য সে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করবে না। তখন তাদের উচিত তাদের কাছ থেকে বিনিময়ে কোনো কিছুর আশা বা আশা না করে সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা। এটি তাদের উপর নির্ভরতা দূর করতে সহায়তা করবে। মহান আল্লাহ একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে সঠিকভাবে তাঁর উপর নির্ভর করবে, সে উভয় জগতের সমস্ত সমস্যা থেকে যথেষ্ট হবে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

যেমন মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকেন, যখন কেউ তাঁর উপর নির্ভর করে, তখন তারাও অটল ও অটল হয়ে ওঠে যখন অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু যদি তারা এমন লোকদের উপর নির্ভর করে যারা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনের প্রবণতা রাখে তারা চঞ্চল হয়ে উঠবে এবং অবিচল থাকতে ব্যর্থ হবে।

একজনের সাহায্যকারী এবং আশ্রয় যত শক্তিশালী হবে তারা তত শক্তিশালী হবে। একজন মুসলমান যদি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন, যিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান, তারা সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। কিন্তু যদি তারা আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এমন লোকদের উপর নির্ভর করে, যারা তাদের স্বভাবে দুর্বল, তারাও অসুবিধার মুখে দুর্বল হয়ে পড়বে। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে ঝড়ের সময় একটি শক্তিশালী দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং অন্য একজন যে খড়ের কুঁড়েঘরে আশ্রয় নেয়। কে সফলভাবে ঝড়ের অসুবিধা কাটিয়ে উঠার সম্ভাবনা বেশি তা নির্ধারণ করতে কোনও প্রতিভা লাগে না।

তৃপ্তি- ১

সহীহ বুখারী, 6470 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে যার কাছে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট তাকে স্বাবলম্বী করা হবে।

প্রকৃত ধনী সেই ব্যক্তি যে অভাবী নয় এবং জিনিসের জন্য লোভী নয়। এটি তখন ঘটে যখন কেউ মহান আল্লাহ তায়ালা যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হন। এটা তখন অর্জিত হয় যখন কেউ সঠিকভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তার অসীম জ্ঞান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বোত্তম যা দান করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে ধনী যেখানে যে ব্যক্তি সর্বদা জিনিসের জন্য লোভী এবং অভাবী সে দরিদ্র, যদিও তার কাছে প্রচুর সম্পদ থাকে। এটি সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, কারো রিযিকে সন্তুষ্ট থাকাই প্রকৃত সম্পদ, যেখানে বেশি পাওয়ার লোভ একজনকে অভাবী অর্থ দরিদ্র করে তোলে।

তৃপ্তি - 2

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের গ্রহণ করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন।

একটি বিষয় হল সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট। যে সর্বদা অধিক জাগতিক জিনিসের প্রয়োজন সে অভাবী, যা গরীবদের জন্য আরেকটি শব্দ, যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কাছে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট সে অভাবী নয় এবং তাই ধনী, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ বা পার্থিব জিনিস থাকে।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন তাতে যে সন্তুষ্ট, তাকে অনুগ্রহ প্রদান করা হবে, যা তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে এবং এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক শান্তি প্রদান করবে। পক্ষান্তরে, যারা তাদের দেওয়া হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট নয় তারা এই অনুগ্রহ পাবে না। এটি তাদের মনে করবে যেন তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এটি তাদের মনের এবং শরীরের শান্তি পেতে বাধা দেবে, এমনকি তাদের পায়ের কাছে পৃথিবী থাকলেও।

সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ তায়ালা একজন ব্যক্তির জন্য যা পছন্দ করেছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া, অর্থাৎ ভাগ্য। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত, মহান, সর্বদা তার বান্দার জন্য সবচেয়ে

ভালো জিনিসটি বেছে নেন, এমনকি যদি তারা তার পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাগুলি না দেখেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যদি একজন মুসলিম সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ করে, যেমন কঠিন সময়ে ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা, তাহলে তারা হবে। মনের শান্তি প্রদান করা হয়।

তৃপ্তি - 3

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় জড়িয়ে পড়ে, তা ধর্ম বা বিশ্বের সাথে সংযুক্ত, যেমন একটি মসজিদ নির্মাণ। যদিও ইসলামে উচ্চ লক্ষ্যকে উত্সাহিত করা হয়েছে, তবুও একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তারা যেন তাদের লক্ষ্যে বাড়াবাড়ি না করে। যখন কেউ তাদের বড় ধারণা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে তাদের সম্পদের বাইরে চলে যায় তখন তারা প্রায়শই এটি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে, প্রায়শই উচ্চ লক্ষ্য করা ভাল কিন্তু নিজের সম্পদের সীমার মধ্যে। এটি প্রায়শই ঘটে যে যখন একজনের উচ্চ লক্ষ্য রাখার অভ্যাস থাকে এবং সম্পদের অভাবের কারণে, কিছুই সম্পন্ন হয় না। তাই তারা ভালো কিছু অর্জন না করেই একটি ব্যর্থ প্রকল্প থেকে পরবর্তীতে চলে যায়। পক্ষান্তরে, যিনি উচ্চ লক্ষ্য রাখেন কিন্তু নিজেদের সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন, তিনি প্রায়শই তাদের লক্ষ্য অর্জন করেন। এবং তারা একটি ছোট প্রকল্প থেকে পরবর্তীতে চলে যায়, ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করে। অনেক ছোট অর্জন তখন একটি সম্ভাব্য বড় কিন্তু একক কৃতিত্বের চেয়ে আমার প্রভাবশালী হতে পারে। এটি একটি কারণ যে ইসলাম পরিমাণের পরিবর্তে গুণমানের দিকে মনোযোগ দিতে উত্সাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হল সেগুলি যা নিয়মিত হয় যদিও তা কম হয়। এটি সহীহ বুখারী, 6464 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অবশেষে, যে ব্যক্তি তাদের সম্পদের সীমার মধ্যে লক্ষ্য রাখে তার ভাল এবং ইতিবাচক কাজগুলি করা ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ তাদের সম্পদের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং লক্ষ্য করা ব্যক্তির চেয়ে তাদের ইতিবাচক ফলাফল অর্জনের সম্ভাবনা বেশি।

আর্থিক লেনদেন - 1

সহীহ বুখারী, 2076 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যারা আর্থিক বিষয়ে নম্র, যেমন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং তাদের জন্য মহান আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যখন তারা ঋণ পরিশোধের দাবি করে।

মুসলমানদের জন্য আর্থিক বিষয়ে লোভী না হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ লোভ একজনকে হারামের দিকে ঠেলে দেয়। এমনকি যদি কেউ হারামকে এড়িয়ে যায়, লোভ একজন মুসলিমকে রহমতের এই প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত করবে, কারণ লোভ তাদের অন্যদের সাথে নম্র আচরণ করতে বাধা দেবে। সহজ কথায়, লোভ মানুষকে মহান আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষের কাছ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে যায়। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

একজন মুসলিমকে কখনই তাদের পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে অন্যের সুবিধা নেওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে, সাধারণ অসুবিধার সময়, যেমন আর্থিক সংকট। সমস্ত আর্থিক বিষয়ে মুসলমানদের উচিত সমস্ত বিষয় জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে পরিষ্কার করা, কারণ জিনিসগুলি লুকিয়ে রাখা, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, প্রতারণামূলক এবং একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, 2079 নম্বর, সতর্ক করে যে যখন লোকেরা আর্থিক বিষয়ে অন্যদের সাথে প্রতারণা করে, তখন মহান আল্লাহর অনুগ্রহ মুছে যায়। এটি তাদের সম্পদের সাথে সন্তুষ্টিকে সরিয়ে দেয়, তারা যতই প্রাপ্ত এবং অধিকার করুক না কেন। এর ফলে একজন লোভী হয়ে ওঠে। একজন যত বেশি লোভী হবে, তত কম শান্তি পাবে।

পরিশেষে, যখন অন্যরা আর্থিক সমস্যায় পড়ে তখন একজন মুসলিমকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর নিরন্তর সমর্থনের দিকে নিয়ে যায়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি ঋণের দোলা দেয়, তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় নম্রতা এবং ভাল আচরণ দেখানো একজনের ব্যবসায়িক খ্যাতি উন্নত করবে, যা তাদের ব্যবসায়কে সাহায্য করবে। সুতরাং ব্যবসায়িক বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করলে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই লাভ হয়।

পরিশেষে, ব্যবসায়িক বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করাও একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যবসা তাদের জীবনের এক নম্বর অগ্রাধিকার নয়। এটা শেষের মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়, শেষ হচ্ছে পরকালের জন্য কার্যত প্রস্তুতি। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ব্যবসায়িক বিষয়ে নম্রতা দেখাতে ব্যর্থ হবে, সে লোভী হয়ে উঠবে। এবং লোভ সর্বদা একজন ব্যক্তির মনোযোগকে বস্তুগত জগতে উপার্জন এবং মজুদ করার দিকে নিবদ্ধ করে। এটি তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং জীবনের এক নম্বর অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে। এটি তাদের পরকালের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখে।

আর্থিক লেনদেন - 2

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2146 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে বিচার দিবসে ব্যবসায়ীরা অনৈতিক লোক হিসাবে উত্থাপিত হবে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎ কাজ করে এবং কথা বলে। সত্য

যারা ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশ নেয় তাদের জন্য এই হাদীসটি প্রযোজ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে ভয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের বক্তব্যে সৎ হওয়া উচিত যারা জড়িত তাদের কাছে লেনদেনের সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করে। সহীহ বুখারী, 2079 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, মুসলিমরা যখন আর্থিক লেনদেনে জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখে, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, এটি বরকতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

ধার্মিকভাবে কাজ করার মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে পণ্যের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে প্রতারণা করা এড়ানো। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে

সেরকম আচরণ করা যেভাবে তারা অর্থপূর্ণ আচরণ করতে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশের সাথে। যেভাবে একজন মুসলমান আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার করা পছন্দ করে না, সেভাবে অন্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করা উচিত নয়।

ধার্মিকভাবে কাজ করার মধ্যে রয়েছে ইসলাম এবং দেশের আইনে আলোচিত অবৈধ প্রথাগুলি এড়ানো। যদি কেউ তাদের দেশের ব্যবসায়িক আইনে সন্তুষ্ট না হয় তবে তাদের সেখানে ব্যবসা করা উচিত নয়।

উপরন্তু, ধার্মিকভাবে কাজ করার মধ্যে একজন ব্যক্তির ব্যবসায়িক সাফল্যকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করাও অন্তর্ভুক্ত। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যবসা এবং সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য স্বস্তি ও শান্তির উৎস হয়ে উঠবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যারা তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের অপব্যবহার করে তারা দেখতে পাবে যে এটি তাদের মানসিক চাপ এবং দুঃখের উৎস হয়ে উঠেছে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, যিনি তাদের সাফল্য দিয়েছেন। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

যারা ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

আর্থিক লেনদেন - 3

জামে আত তিরমিযী, 2482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে নির্মাণে ব্যয় করা সম্পদ ব্যতীত সমস্ত বৈধ ব্যয় মহান আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব লাভ করে।

এর মধ্যে হালাল জিনিসের উপর সমস্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত যা অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত। নির্মাণে ব্যয় করা যা প্রয়োজন তা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে যে নির্মাণ প্রয়োজন তার বাইরে। এটি অপছন্দ করা হয় কারণ নির্মাণে ব্যয় করা সহজে অপচয় এবং অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি নির্মাণে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তার দাতব্য দান এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করার সম্ভাবনা কম। এছাড়াও এই আচরণটি প্রায়শই একজন মুসলিমকে দীর্ঘ জীবনের আশা গ্রহণ করতে উত্সাহিত করে, কারণ যে বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করার জন্য শক্তি এবং সম্পদ নষ্ট করবে না। দীর্ঘ জীবনের জন্য একজনের আশা যত বেশি, তারা তত কম ধার্মিক কাজ করবে এই বিশ্বাসে যে তারা ভবিষ্যতে সবসময় ভাল কাজ করতে পারবে। এটি একজনকে আন্তরিক অনুতাপকে বিলম্বিত করে এই বিশ্বাস করে যে তারা সর্বদা ভবিষ্যতে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে পারে। অবশেষে, এটি এই পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘস্থায়ী থাকার জন্য আরও আরামদায়ক জীবন তৈরি করার জন্য বিশ্বের জন্য আরও প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে।

অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া একজনের সময় ব্যয় করে যা তাদের চরম ক্লান্তি থেকে স্বেচ্ছায় সৎ কাজ যেমন রোজা এবং স্বেচ্ছায় রাতের প্রার্থনা করতে বাধা দেয়। এটি তাদের ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার প্রচেষ্টা থেকেও বাধা দেয়।

অবশেষে, বাস্তবে, অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে অংশ নেওয়া কখনই শেষ হয় না। অর্থ, যে মুহূর্তে একজন ব্যক্তি তাদের বাড়ির একটি অংশ সম্পূর্ণ করে তারা পরবর্তীতে চলে যায় যতক্ষণ না চক্রটি পুনরাবৃত্তি হয়।

অতএব, মুসলমানদের উচিত সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা উচিত, কেবল নির্মাণ নয়, যাতে তারা এই নেতিবাচক পরিণতিগুলি এড়াতে পারে।

আর্থিক লেনদেন - 4

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের সময় কিছু লোকের মনোভাব নিয়ে রিপোর্ট করেছে। একজন সত্যিকারের মুসলমানের আচরণ কার্যত প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দেখানো মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা স্পষ্ট যে সারা বিশ্বে অনেক মানুষ ভাইরাসের কারণে আর্থিক অসুবিধার মতো সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অতএব, একজন মুসলমানের কখনই এই অসুবিধাগুলির সুযোগ নেওয়া উচিত নয়, যেমন তাদের পণ্যের দাম বাড়ানো, লোকেরা মরিয়া জেনে। অথবা তাদের কর্মচারীদের মজুরি কমিয়ে, তারা যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তার কারণে তারা এই আচরণ সহ্য করবে জেনে। একজন মুসলমানকে তাদের ইসলামিক পোশাকের মাধ্যমে নয় বরং তাদের আচরণের মাধ্যমে চিনতে পারা মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমে ইসলামের মাহাত্ম্য মানুষকে চিনতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারী, 2079 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোন মুসলমান কোন কিছু বিক্রি করে তার ক্রয় করার পূর্বে ক্রেতার কাছে তার ত্রুটিগুলো প্রকাশ করা উচিত, কারণ মিথ্যা বললে তা দূর হবে। মহান আল্লাহর আশীর্বাদ। তাই মুসলমানদের কখনই অন্যদের অসুবিধার সুযোগ নেওয়া উচিত নয় বিশেষ করে, ব্যাপক অসুবিধা এবং চাপের সময়ে। যদি কিছু হয়, মুসলিমদের উচিত অন্যদের জন্য যেকোন ধরনের সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে সহজ করে তোলা। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাহায্য করতে ব্যস্ত থাকবে ততক্ষণ মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সমর্থন করতে থাকবেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যিনি মহান আল্লাহর সমর্থন লাভ করেন, তিনি দুনিয়াতে বা পরকালে ব্যর্থ হতে পারেন না। কিন্তু যে অন্যের অসুবিধার সুযোগ নেয় সে হয়ত দেখতে পাবে যে তারা এই দুনিয়া ও পরকালের জন্য তাদের নিজস্ব যন্ত্রের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এটি শুধুমাত্র এই পৃথিবীতে মানসিক চাপের দিকে নিয়ে যাবে, কারণ এই

মনোভাবের মাধ্যমে তারা যে জিনিসগুলি অর্জন করে তা তাদের জন্য চাপের উত্স হয়ে উঠবে এবং এটি পরবর্তী বিশ্বে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, এমনকি যদি এটি একজন ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট না হয়। বিশ্ব

আত্মীয়তার বন্ধন - ১

জামে আত তিরমিযী, 1979 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখলে সম্পদ ও জীবন বৃদ্ধি পায়।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা মুসলমানদের কর্তব্য, কেননা তাদের ছিন্ন করা মহাপাপ। যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, সে মহান আল্লাহর রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সহীহ মুসলিমের ৬৫১৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যা জামে একটি হাদিসে পাওয়া যায়। তিরমিযী, 1909 নম্বরে সতর্ক করা হয়েছে যে যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার অর্থ হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আত্মীয়স্বজনের অধিকার পূরণ করা। তাদের সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা উচিত এবং তাদের আত্মীয়দের সন্তুষ্টি নয়, কারণ এটি একজনকে ইসলামের শিক্ষার সাথে আপস করতে উত্সাহিত করে। তাদের অধিকার পূরণ করার সময় তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করা বা দাবি করা উচিত নয়, কারণ এটি তাদের অকৃতজ্ঞতা প্রমাণ করবে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই মৃদুভাবে এবং সদয়ভাবে ভালোর আদেশ দিতে হবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো আত্মীয় তাদের পাপ থেকে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়, একজন মুসলিমকে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়, এমনকি ধর্মীয় বিষয়েও। পরিবর্তে তাদের উপকারী জিনিসগুলিতে সাহায্য করা চালিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ দয়ার এই কাজটি তাদের আন্তরিকভাবে অনুতাপ করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। যদিও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাদের সঠিক পথনির্দেশ থেকে আরও দূরে ঠেলে দিতে পারে।

মূল হাদীসে উল্লিখিত সম্পদ বৃদ্ধির অর্থ হতে পারে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে আরও আর্থিক সুযোগ প্রদান করেন, যা তাদের বৈধ সম্পদ বৃদ্ধির কারণ হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ হতে পারে যে, মহান আল্লাহ একজন মুসলমানের সম্পদকে এমন অনুগ্রহে আশীর্বাদ করেন যে এটি তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করে এবং তাদের মানসিক ও শরীরের শান্তি প্রদান করে, যা বাস্তবে প্রকৃত সম্পদ। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে সে এই অনুগ্রহ হারাবে, যা তারা যতই সম্পদ অর্জন করুক না কেন তাদের অসন্তুষ্ট বোধ করবে। এবং এটা সবসময় মনে হবে যে তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রধান হাদীসে উল্লিখিত জীবনের বৃদ্ধি বলতে বোঝায় একজনের সময়ে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যাতে তারা আল্লাহর প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য যেমন ফরজ নামাজ এবং মানুষের প্রতি পালন করতে পরিচালনা করে, যদিও এখনও হালাল উপভোগ করার সময় খুঁজে পায়। অত্যধিকতা, বাড়াবাড়ি বা অপচয় ছাড়া এই বিশ্বের আনন্দ. কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে সে এই অনুগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং তাই তাদের যত সামান্য দায়িত্বই থাকুক না কেন, তাদের কাছে কখনই মনে হবে না যে সেগুলি পূরণ করার এবং সংযম সহকারে দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য তাদের যথেষ্ট সময় আছে। তারা পরিবর্তে কোনো বিশ্রাম বা মানসিক শান্তি ছাড়াই একের পর এক সমস্যা নিয়ে দিন কাটাবে।

আত্মীয়তার বন্ধন - 2

জামে আত তিরমিযী, 2612 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি যে আচার-আচরণে সর্বোত্তম এবং তাদের পরিবারের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ অ-আত্মীয়দের সাথে সদয় আচরণ করার খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করেছে, যখন তাদের নিজের পরিবারের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। তারা এইভাবে আচরণ করে কারণ তারা নিজের পরিবারের সাথে সদয় আচরণ করার গুরুত্ব বোঝে না এবং তারা তাদের পরিবারের প্রশংসা করতে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমান কখনই সফলতা অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা ঈমানের উভয় দিক পূর্ণ করে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া সমস্ত আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

দ্বিতীয়টি হল মানুষের অধিকার পূরণ করা, যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। নিজের পরিবারের চেয়ে এই ধরনের আচরণের অধিকার আর কারো নেই। একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের পরিবারকে এমন সব বিষয়ে সাহায্য করতে হবে যা ভালো এবং মন্দ জিনিস ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে। তাদের খারাপ কাজে তাদের অন্ধভাবে সমর্থন করা উচিত নয় কারণ তারা তাদের আত্মীয় এবং তাদের প্রতি কিছু খারাপ অনুভূতির কারণে তাদের ভাল বিষয়ে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদের পথ দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হল একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে, কারণ এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং কেবল মৌখিক নির্দেশনার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

একজনকে অবশ্যই তাদের প্রাপ্য অধিকার এবং অন্যদের, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়দের পাওনা অধিকারগুলি শিখতে হবে যাতে তারা সেগুলি পূরণ করে। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা অন্যের অধিকার পূরণ করেছে কিনা, তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করবেন না যে লোকেরা তাদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। অতএব, একজনকে অবশ্যই উদ্বিগ্ন হতে হবে যে তারা কি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে, অর্থ, অন্যের অধিকার, এবং তাই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সেগুলি পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

পরিশেষে, একজনকে সাধারণত সব বিষয়ে নম্রতা বেছে নেওয়া উচিত, বিশেষ করে, যখন তাদের পরিবারের সাথে আচরণ করা হয়। এমনকি যদি তারা পাপ করেও তবে তাদের সতর্ক করা উচিত নম্র ভঙ্গিতে এবং তারপরও ভাল বিষয়ে সাহায্য করা উচিত, কারণ এই দয়া তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার চেয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

আত্মীয়তার বন্ধন - 3

জামে আত তিরমিযী, 1952 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে সবচেয়ে ভালো উপহার দিতে পারেন তা হল তাদের উত্তম চরিত্র শেখানো।

এই হাদিসটি মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়স্বজন, যেমন তাদের সন্তানদের, তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন ও প্রদানের বিষয়ে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, পার্থিব উত্তরাধিকার আসে এবং যায়। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম তাদের সন্তানদের শেখানোর বিষয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন যে কীভাবে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হয় এবং প্রচুর সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন করতে হয় যে তারা তাদের মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য শেখাতে অবহেলা করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্য ধারণ করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ। একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাদের কাছে তাদের সন্তানদের ভাল আচরণ শেখানোর জন্য প্রচুর সময় আছে, কারণ তাদের মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে লোকেদের উপর আঘাত করে।

এছাড়াও, বাচ্চারা যখন বড় হয়ে যায় এবং তাদের পথে সেট হয়ে যায় তখন তাদের ভাল আচরণ শেখানো অত্যন্ত কঠিন। যদি কেউ তাদের সন্তানকে ভাল আচরণ শেখাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপের উত্স হয়ে উঠবে।

একজন পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে ভালো আচরণ শেখাতে পারেন তা হল উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া। তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে এবং তাদের সন্তানের অনুসরণ করার জন্য একটি বাস্তব আদর্শ হয়ে উঠতে হবে।

আজকের দিনটি একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়স্বজনকে যে উপহার দিতে চান তার প্রতিফলন করা উচিত। এভাবেই একজন মুসলমান আখেরাতের জন্য কল্যাণ প্রেরণ করে কিন্তু কল্যাণও রেখে যায়, একজন ধার্মিক সন্তান হিসাবে যা তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করে তাদের উপকার করে। জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

আত্মীয়তার বন্ধন - 4

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি এমন একটি মানসিকতা নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা অনেক লোক বিশেষ করে এশিয়ানদের আছে। আত্মীয়স্বজনদের মতো মানুষকে শারীরিকভাবে একসঙ্গে থাকতে বাধ্য করার চরম প্রয়োজন। যদিও, এটি এখনও একটি মন্দ উদ্দেশ্য নয়, এই দিন এবং যুগে এটি প্রায়শই ভালর চেয়ে বেশি সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। যেহেতু মানুষ নিখুঁত নয় তারা এমন ভুল করবে যা অন্যদের যেমন তাদের আত্মীয়দের বিরক্ত করবে। কিন্তু যদি এই ব্যক্তি শুধুমাত্র একবার তাদের আত্মীয়দের সাথে দেখা করে এবং কথোপকথন করে তবে অন্যদের দ্বারা ভুলটি উপেক্ষা করার অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে যাতে এটি তর্কের বিন্দুতে পরিণত না হয়। কিন্তু যদি এই একই ব্যক্তি ক্রমাগত তাদের আত্মীয়দের আশেপাশে থাকে তবে তাদের মনোভাব এবং আচরণ তাদের আত্মীয়দের মধ্যে তর্ক এবং ঝগড়ার দিকে পরিচালিত করবে। অন্য কথায়, একজন ব্যক্তির তর্ক করার সম্ভাবনা কম এবং এমন কারো সাথে সহনশীল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যাকে সে কেবলমাত্র একবার দেখে থাকে তারপরে সে সবসময় আশেপাশে থাকে। এটি এমন একটি সত্য যা সবাই চিন্তা করলে বুঝতে পারবে। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু লোক বুঝতে পারে না যে শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া ভাল কিন্তু সংঘর্ষ এবং ঘর্ষণে একসাথে থাকার চেয়ে একে অপরের সাথে শান্তিতে থাকা। যুক্তি শুধুমাত্র মানসিক বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায় যা প্রায়ই শারীরিক বিচ্ছেদের চেয়ে পরিবারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যদিও, শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি প্রায়শই বৃহত্তর পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করে। বিখ্যাত উক্তি হিসাবে বিচ্ছেদ হৃদয়কে অনুরাগী করে তোলে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমানের কর্তব্য তাদের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, তারা তাদের আত্মীয়দের সাথে শারীরিকভাবে থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু এই আলোচনার মানে হল যে মুসলমানদের মানুষের মধ্যে শারীরিক বিচ্ছেদ একটি খারাপ জিনিস বিশ্বাস করা উচিত নয়। এটি আসলে তাদের মধ্যে বন্ধন শক্তিশালী করার একটি কারণ হতে পারে।

আত্মীয়তার বন্ধন - 5

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা বেশিরভাগ মুসলিম পরিবারকে প্রভাবিত করে। সময়ের সাথে সাথে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে যে শক্তিশালী সংযোগ ছিল তা হারিয়ে ফেলে। এর অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি। এটি সাধারণত জানা যায় যে যখন একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন ভবনটি সময়ের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এমনকি ধসে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষকে সংযুক্ত করার বন্ধনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যকার বন্ধনগুলি অবশেষে দুর্বল বা এমনকি ভেঙ্গে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন। যেখানে, বেশিরভাগ মুসলমান আজ উপজাতীয়তা, ভ্রাতৃত্বের জন্য এবং অন্যান্য পরিবারকে দেখানোর জন্য লোকদের একত্রিত করে। যদিও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগকারী বন্ধনের ভিত্তি ছিল যথার্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন শক্তিশালী থেকে শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও আজকাল অনেক মুসলমান রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সময়ের সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যদি তাদের বন্ধন টিকে থাকার এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জনের ইচ্ছা থাকে তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির

জন্য বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং একসাথে এমনভাবে কাজ করে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয় । পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

আত্মীয়তার বন্ধন - 6

কিছুক্ষণ আগে একটা নিউজ ডকুমেন্টারি দেখেছিলাম, যেটা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি মাদক পাচার এবং গ্যাং, বিশেষ করে মুসলিম যুবকদের মধ্যে বৃদ্ধির বিষয়ে রিপোর্ট করেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, প্রথম ব্যক্তিদের দায়িত্ব নিতে হবে এবং এটি প্রতিরোধ করতে হবে তারা হলেন পিতামাতা। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক অভিভাবক আঙুল তুলে দাবি করেন যে স্কুল শিক্ষক, পুলিশ বা মসজিদের ইমামদের অবশ্যই যুবকদের গ্যাং এবং মাদকের ব্যবসা থেকে দূরে রাখতে হবে। যদিও তাদের সকলেরই কর্তব্য আছে, কিন্তু প্রাথমিক ও সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পিতামাতার।

অভিভাবকদের অবশ্যই তাদের সন্তানদের গ্যাং এবং অবৈধ মাদকের খারাপ প্রভাব সম্পর্কে অবিরাম শিক্ষা দিতে হবে। এটি কীভাবে জড়িত ব্যক্তিদের জীবনকে ধ্বংস করে এবং যারা তাদের সাথে যুক্ত, যেমন তাদের পরিবার। এটা ঠিক যেমন সহীহ বুখারী, 2101 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।

যুবকদের গ্যাং থেকে দূরে রাখার চাবিকাঠি হল প্রাথমিকভাবে পিতামাতার কাছ থেকে শিক্ষা এবং তারপর অন্যদের কাছ থেকে, যেমন ভাইবোন এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে। অভিভাবকদের অবশ্যই তাদের সন্তানদের অবস্থান সম্পর্কে কোমলভাবে প্রশ্ন করতে হবে। তারা কার সাথে বাইরে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদের অবশ্যই খোঁজ খবর নিতে হবে। এমনকি তাদের সন্তানদের বন্ধুদের সাথে দেখা করা উচিত যাতে তারা সাহচর্যের জন্য

উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে। যদি তাদের সন্তানদের কাছে দামী জিনিস থাকে, যা পিতামাতারা তাদের জন্য ক্রয় করেননি, তবে তাদের অবশ্যই এই প্রশ্ন করা উচিত। ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের এইভাবে প্রশ্ন করা হলে তারা এর সাথে পরিচিত হবে এবং তাদের জীবনে পরবর্তীতে প্রশ্ন করা হলে তারা বিচলিত হবে না। সুনানে আবু দাউদ, ২৯২৮ নং হাদিসে পাওয়া এক হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা নির্দেশিত পিতামাতার দায়িত্ব এটি।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু বাবা-মা বিশ্বাস করেন যে তাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র তাদের সন্তানদের জন্য সম্পদ উপার্জন করা। তাই তারা নিজেদেরকে এই কাজে ব্যস্ত রাখে এবং তাদের সন্তানদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও সক্রিয় দৃষ্টি রাখার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে অবহেলা করে। হ্যাঁ, সম্পদ উপার্জন করা গুরুত্বপূর্ণ তবে এটি সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে নিজের সন্তানদের শিক্ষিত করার চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে পারে না।

তাদের কাজকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসের বানোয়াট বা অপব্যাখ্যা করে। এটি অযৌক্তিক, কারণ ইসলাম স্পষ্টভাবে এমন কিছু নিষিদ্ধ করে যা নিজের এবং অন্যদের ক্ষতি করে, যেমন অবৈধ মাদকদ্রব্যের ব্যবসা বা সেবন। এমনকি তারা দাবি করে যে অমুসলিমদের কাছে অবৈধ ওষুধ বিক্রি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এটি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে, কারণ একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাথে সদয় ও সম্মানের সাথে আচরণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, কেউ একজন সত্যিকারের মুসলমান বা বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতিকে একজন ব্যক্তি এবং তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের যদি অন্য ধর্মের দেবতাদের অসম্মান করার অনুমতি না থাকে, তাহলে ইসলাম কীভাবে মুসলমানদেরকে অন্য ধর্মের

লোকদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে উত্সাহিত করতে পারে? অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 108:

"এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকে তাদের গালি দিও না, পাছে তারা অজ্ঞতাবশতঃ শত্রুতাবশত আল্লাহকে গালি দেয়।"

এই আচরণ প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী জাতিদের কিছু ছিল এবং মহান আল্লাহ তাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 75:

" এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন একজন আছেন, যদি আপনি তাকে প্রচুর পরিমাণে [সম্পদ] অর্পণ করেন তবে তিনি তা আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর তাদের মধ্যে এমন একজন আছে যে, যদি আপনি তাকে একটি [একটি] মুদ্রার ভার দেন, তবে সে তা আপনাকে ফেরত দেবে না যতক্ষণ না আপনি তার উপর ক্রমাগত দাঁড়িয়ে থাকেন [দাবি]। এটা এজন্য যে, তারা বলে, অশিক্ষিতদের ব্যাপারে আমাদের কোন দোষ নেই। আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে এবং তারা জানে।"

যদি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অনেক হাদিসে পশুদের প্রতি ভালো আচরণের উপর জোর দিয়ে থাকেন, যেমন সহীহ বুখারী, ৩৩১৮ নম্বরে পাওয়া যায়, তাহলে ইসলাম কিভাবে মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করার অনুমতি দিতে পারে?

নিজের সন্তানদের শিক্ষিত করা তাদের বিশ্বাস এবং খারাপ বক্তব্য এবং উপদেশে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে। এই শিক্ষা বাড়িতে শুরু হয়; পিতামাতাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে এবং এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবেই, এই দায়িত্ব অন্যদের, যেমন স্কুল শিক্ষকদের কাছে প্রসারিত হয়।

একজন পিতা-মাতা যদি এই দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে বিচারের দিন তাদের নিষ্কৃতি দেওয়া হবে, তা নির্বিশেষে তাদের সন্তান কীভাবে আচরণ করতে পছন্দ করে। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

আত্মীয়তার বন্ধন - 7

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি পারিবারিক জীবনের চাপের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে, যেমন সন্তান লালন-পালন করা। যদিও এই মানসিক চাপ কমাতে একজন ব্যক্তি শিখতে এবং করতে পারেন এমন অনেক কিছু আছে, শুধুমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রত্যেক পিতা-মাতা বা আইনী অভিভাবক যারা একটি সন্তানকে লালন-পালন করেন তাদের দুটি উপাদানের মুখোমুখি হতে হবে। প্রথমটি হল তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সন্তানের প্রতি তাদের নিজস্ব দায়িত্ব এবং দায়িত্ব। উদাহরণস্বরূপ, তাদের খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের মতো জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সরবরাহ করা তাদের দায়িত্ব। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যেমন তাদেরকে পবিত্র কুরআনে আলোচিত উত্তম আচার-আচরণ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শেখানো। অধ্যায় 66 তাহরীমে, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর..."

দ্বিতীয় উপাদান শিশুর নিজের জীবন পছন্দ জড়িত. উদাহরণস্বরূপ, তারা সাফল্য অর্জনের জন্য কঠোর পড়াশোনা করতে চায় বা অলস হতে চায় কিনা। এই পছন্দ দুটি বৈধ জিনিসের মধ্যে হতে পারে, যেমন উল্লিখিত উদাহরণ বা সঠিক এবং ভুলের মধ্যে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি শিশুকে অপরাধমূলক জীবন বা একটি বৈধ পেশার মধ্যে বেছে নিতে হতে পারে। সমস্ত বাচ্চাদের শেষ পর্যন্ত এই পছন্দগুলি

করতে হবে এবং তাদের পিতামাতার মতো অন্য কারো দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পথ বেছে নিতে বাধ্য করা যাবে না। বাস্তবে, পিতামাতারা ক্রমাগত তাদের সন্তানদের অনুসরণ করতে পারে না এবং কোনোভাবে তাদের সঠিক পছন্দ করতে বাধ্য করতে পারে না।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা প্রথম উপাদান সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রশ্ন করা হবে এবং জবাবদিহি করা হবে, যেটি তাদের দায়িত্ব ও দায়িত্ব মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত। কিন্তু দ্বিতীয় উপাদানের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না, যা তাদের সন্তানদের স্বাধীন পছন্দ। সুতরাং একজন মুসলিমের উচিত এটি মনে রাখা এবং তাদের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা দ্বিতীয় উপাদান সম্পর্কে চাপ না দেওয়া। একইভাবে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আবহাওয়া সম্পর্কে চাপ দেয় না, এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা তাদের হাতের বাইরে, তাদের দ্বিতীয় উপাদান সম্পর্কে চাপ দেওয়া উচিত নয় এবং পরিবর্তে তাদের নিয়ন্ত্রণে কী রয়েছে এবং কীসের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে তার উপর মনোনিবেশ করা উচিত।

আত্মীয়তার বন্ধন - ৪

সহীহ বুখারী, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তিকে চারটি কারণে বিয়ে করা হয়: তাদের সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য বা তাদের ধার্মিকতার জন্য। তিনি সতর্ক করে উপসংহারে বলেছিলেন যে একজন ব্যক্তিকে তাকওয়ার জন্য বিয়ে করা উচিত অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি বিষয় খুবই ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তারা কাউকে সাময়িক সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলি তাদের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ তারা বস্তুজগতের সাথে যুক্ত এবং সেই জিনিসের সাথে নয় যা চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য দেয়, বিশ্বাস। সম্পদ সুখ আনে না তা বোঝার জন্য একজনকে কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আসলে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অতৃপ্ত এবং অসুখী মানুষ। তাদের বংশের খাতিরে কাউকে বিয়ে করা বোকামি কেননা এটা গ্যারান্টি দেয় না যে একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে। প্রকৃতপক্ষে, যদি বিবাহ কার্যকর না হয়, তবে এটি বিবাহের আগে দুটি পরিবারের আবদ্ধ পারিবারিক বন্ধনকে নষ্ট করে দেয়। শুধুমাত্র সৌন্দর্যের অর্থ, ভালবাসার জন্য বিয়ে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি একটি চঞ্চল আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং একজনের মেজাজের সাথে পরিবর্তিত হয়। কথিত প্রেমে ডুবে কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করে?

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা উচিত, কারণ এমন কাউকে বিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ যে

পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে একজনের তাদের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এই হাদিসের অর্থ হল এই বিষয়গুলো কারো বিয়ে করার মূল বা চূড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানের জীবনসঙ্গীর মধ্যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি হল তাকওয়া। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সহজ কথায়, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা সুখ ও কষ্ট উভয় সময়েই তাদের স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। অন্যদিকে, যারা ধার্মিক তারা যখনই মন খারাপ করে তখনই তাদের স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিমদের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এটি। এবং এমনকি যখন তারা তাদের স্ত্রীর সাথে সন্তুষ্ট থাকে, তবুও তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হবে, যা তাকওয়া দূর করতে সাহায্য করে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধুমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

অবশেষে, ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা অন্যদের অধিকার পূরণের বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন থাকে, যেমন তাদের স্ত্রীর, তারপর তারা তাদের অধিকার পূরণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। কারণ তারা বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ তাদের প্রশ্ন করবেন তারা মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কি না। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করবেন না যে লোকেরা তাদের অধিকারগুলি পূরণ করেছে কিনা, কারণ যখন মহান আল্লাহ অন্যদেরকে প্রশ্ন করেন তখন এটি মোকাবেলা করা হবে, যখন তিনি তাদের প্রশ্ন করবেন না। অথচ, পাপাচারী মুসলমান কেবল তাদের অধিকার, অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করবে যা সে সমাজ, সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং তাদের কল্পনা থেকে নিয়েছে, ইসলাম থেকে নয়। ফলস্বরূপ, তারা কখনই তাদের স্ত্রীর প্রতি সত্যিকারের সন্তুষ্ট

হবে না, এমনকি যদি তাদের স্ত্রী ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করে। এই কারণেই ইসলামের অজ্ঞতা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে এত দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমান যদি বিয়ে করতে চায় তবে প্রথমে তাদের উচিত এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান, যেমন তাদের স্ত্রীর পাওনা অধিকার, তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে তাদের পাওনা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে একজনের স্ত্রীর সাথে সঠিকভাবে আচরণ করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক তর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায় কারণ লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের সঙ্গী পূরণ করতে বাধ্য নয়। অতএব, জ্ঞান, যা তাকওয়ার মূল, একটি সুস্থ ও সফল বিবাহের ভিত্তি।

আত্মীয়তার বন্ধন - 9

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ইসলামের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক যা সফলতা চাইলে পরিত্যাগ করা যায় না। উভয় জগতে। কারো ঈমানের প্রকৃত নিদর্শন হল সারাদিন মসজিদে মহান আল্লাহর ইবাদত করে কাটানো নয় বরং তা হলো মহান আল্লাহর হক আদায় করা এবং সৃষ্টির হক আদায় করা। সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। ইসলামের পোশাক পরে কেউ ধার্মিকতার জাহির করতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারে না । যখন একজন মোড় নেয় ইতিহাসের পাতায় তারা সর্বদা লক্ষ্য করবে যে, মহান আল্লাহর ধার্মিক বান্দাগণ তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এমনকি যখন তাদের আত্মীয়রা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল তখনও তারা সদয় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

"এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।"

সহীহ মুসলিম, 6525 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সর্বদা তাকে সাহায্য করবেন যে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করে এমনকি যদি তাদের আত্মীয়রা কিছু কঠিন করে দেয়। তাদের জন্য

ভালোর জবাব ভালো দিয়ে দেওয়া বিশেষ কিছু নয়, যেখানে ভালোকে মন্দের জবাব দেওয়াই একজন আন্তরিক বিশ্বাসীর লক্ষণ। প্রাক্তন আচরণ এমনকি প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই , যখন কেউ একটি প্রাণীর সাথে সদয় আচরণ করে তখন এটি আবার স্নেহ প্রদর্শন করবে। সহীহ বুখারী, 5991 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি যে আত্মীয়স্বজন ছিন্ন করলেও সম্পর্ক বজায় রাখে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত ছিলেন তার আত্মীয়দের অধিকাংশ দ্বারা কিন্তু তিনি সবসময় তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন.

এটা সাধারণভাবে জানা যায় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য ছাড়া কেউ সফলতা অর্জন করতে পারে না । কিন্তু সহীহ বুখারীর ৫৯৮৭ নম্বর হাদিসে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে তিনি তার সাথে বন্ধন ছিন্ন করবেন। মনে রাখবেন, এটি নির্বিশেষে সত্য ফরজ নামাজের মতো ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর হক আদায়ের জন্য কতটা সংগ্রাম করে । মহান আল্লাহ যদি একজন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তাহলে তারা কিভাবে তার নৈকট্য ও চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করবে?

উপরন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ শাস্তি বিলম্বিত করেন মানুষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য পাপের অনুতপ্ত কিন্তু পার্থিব কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হয়। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4212 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, আজ বিশ্বে সম্পর্ক ছিন্ন করা সাধারণত দেখা যায়। তুচ্ছ পার্থিব কারণে মানুষ সহজেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। তারা যে কোন ক্ষতি চিনতে ব্যর্থ বস্তুজগতে যা ঘটে তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহ তায়ালা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে উভয় জগতেই তারা দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার একটি কারণ যা সাধারণত ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যখন কেউ তাদের পেশার মাধ্যমে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় পৌঁছায়। এটি তাদের আত্মীয়দের পরিত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করে যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের সাথে আর যোগাযোগ করার যোগ্য নয়। তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি তাদের ভালবাসা তাদের বিভ্রান্তির দরজায় ঠেলে দেয় যা তাদের বিশ্বাস করে যে তাদের আত্মীয়রা তাদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ কেড়ে নিতে চায়।

পবিত্র কুরআন ইঙ্গিত করে যে এই বন্ধনগুলি কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 1:

"...আর আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরকে এবং গর্ভকে চাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বদাই তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।"

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় না রেখে তাকওয়া অর্জন করা যায় না। তাই যারা ঈমান এনেছে অতিরিক্ত ইবাদতের মাধ্যমে তারা তা অর্জন করতে পারে এবং উপবাস ভুল প্রমাণিত হয় এবং তাই তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে হবে।

ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করার মাধ্যমে সব ধরনের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে শেখায় যেগুলো যখনই এবং যেখানেই সম্ভব ভালো। তাদের একটি গঠনমূলক মানসিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা সমাজের স্বার্থে আত্মীয়দের একত্রিত করে না একটি ধ্বংসাত্মক মানসিকতা যা শুধুমাত্র পরিবারের মধ্যে বিভাজন ঘটায়। সুনানে আবু দাউদ, 4919 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ব্যক্তিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাদেরকে পবিত্র কোরআনে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 22-23:

“সুতরাং, যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করবে? [যারা তা করে] তারাই যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন..."

এই দুনিয়াতে বা পরকালে কেউ কিভাবে তাদের বৈধ ইচ্ছা পূরণ করতে পারে যখন তারা মহান আল্লাহর অভিশাপে পরিবেষ্টিত এবং তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত?

তাদের আত্মীয়স্বজনদের সমর্থনে তাদের সাধ্যের বাইরে যাওয়ার আদেশ দেয় না এবং তাদের আত্মীয়দের জন্য মহান আল্লাহর সীমাকে ত্যাগ করতে বলে না কারণ এর অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা। এটি সুনান আবু দাউদ, 2625 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, কেউ কখনই তাদের আত্মীয়দের সাথে খারাপ কাজের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে একজন মুসলমানের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সৎকাজের আদেশ দিন এবং তাদের প্রতি সম্মান বজায় রেখে মন্দ কাজ থেকে মৃদুভাবে নিষেধ করুন । অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

" এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অগণিত সুবিধা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী দ্বারা প্রাপ্ত হয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি সম্পর্ক বজায় রাখে সে তাদের রিযিকে এবং তাদের জীবনে অতিরিক্ত অনুগ্রহে ধন্য হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1693 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল তাদের রিযিক যত কমই হোক না কেন তাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এটি তাদের মানসিক শান্তি প্রদান করবে । এবং শরীর। জীবনে অনুগ্রহ মানে তারা তাদের সমস্ত ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের জন্য সময় পাবে। এ দুটি দোয়া মুসলমানরা তাদের সারা জীবন এবং সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় ব্যয় করে কিন্তু অনেকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয় যে, মহান আল্লাহ তাদের উভয়কেই স্থান দিয়েছেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায়

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তাদের অমুসলিম আত্মীয়দের সাথেও এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা । সহীহ মুসলিম, 2324 নম্বরে এই পরামর্শ দেওয়া একটি হাদিস পাওয়া যায়।

শয়তানের ফাঁদগুলির মধ্যে একটি হ'ল সে আত্মীয়স্বজন এবং সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্য রাখে যা ভেঙে পরিবারগুলির দিকে নিয়ে যায়। এবং সামাজিক বিভাগ। ইসলামকে জাতি হিসেবে দুর্বল করাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ ক্ষোভ পোষণ করার জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছে যা কয়েক দশক ধরে চলে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে যায়। একজন ব্যক্তি কয়েক দশক ধরে একজন আত্মীয়ের সাথে ভাল আচরণ করবে কিন্তু একটি ভুল এবং তর্কের জন্য সে পরবর্তীতে তাদের সাথে আর কথা বলবে না বলে শপথ করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন সহীহ মুসলিম, 6526 নম্বরে পাওয়া যায় যে, একজন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অবৈধ। অ-আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ যদি এই হয় তাহলে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার গুরুতরতা কি কেউ কল্পনা করতে পারে? এই প্রশ্ন সহীহ বুখারী, 5984 নম্বরে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে পার্থিব কারণে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আয়াত ও হাদিসগুলোর প্রতি আমাদের অবশ্যই চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, কয়েক দশকের পাপের পরও যদি মহান আল্লাহ তার দরজা বন্ধ না করেন বা মানুষের সাথে সার্ভারের

সংযোগ বন্ধ না করেন, তাহলে মানুষ কেন এত সহজে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ছোট ছোট পার্থিব বিষয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়? সমস্যা? এটি অবশ্যই পরিবর্তন হবে যদি কেউ মহান আল্লাহর সাথে তাদের সংযোগ অটুট রাখতে চায়।

স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম - ১

সহীহ বুখারি, 39 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ধর্ম সহজ এবং সোজা। এবং একজন মুসলিমের নিজেদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো উচিত নয়, কারণ তারা তা পালন করতে পারবে না।

এর অর্থ হল একজন মুসলমানকে সর্বদা একটি সহজ ধর্মীয় ও পার্থিব জীবন যাপন করা উচিত। ইসলাম মুসলমানদেরকে সৎকর্ম সম্পাদনে নিজেদের অতিরিক্ত বোঝার দাবি করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সরলতার শিক্ষা দেয়, যা মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ২৮৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। একজন মুসলিমের উচিত প্রথমে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য চেষ্টা করা, যেগুলো নিঃসন্দেহে রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ করার জন্য তাদের শক্তি একজন মুসলিমকে তাদের বহন করার চেয়ে বেশি বোঝা দেন না। পবিত্র কুরআনের 286 নং আয়াতে আল বাকারাহ 2 অধ্যায়ে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

পরবর্তীতে, তাদের উচিত তাদের দিনের কিছু সময় ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়নের জন্য বের করা যাতে তারা তাদের শক্তি অনুযায়ী পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপর

আমল করতে পারে। এটি সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, মহান আল্লাহর প্রেমকে আকর্ষণ করে।

যদি কোন মুসলমান এই আচরণে অটল থাকে তবে তাদের এমন করুণা প্রদান করা হবে যে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে এবং অতিরিক্ত, অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করার সময় পাবে।

এভাবেই একজন মুসলিম নিজেদের জন্য সহজ করে তোলে। এবং যদি তাদের উপর নির্ভরশীল থাকে, যেমন শিশু, তাদের উচিত তাদের একই শিক্ষা দেওয়া, যার ফলে তাদের জন্য জিনিসগুলিও সহজ হবে। নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া জিনিসগুলিকে কঠিন করে তোলে এবং একজনকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতে পারে। এবং অত্যধিক শিথিল করা জিনিসগুলিকে কঠিন করে তুলবে কারণ অলসতার মাধ্যমে উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমত হারাবে। তাই ভারসাম্যই সর্বোত্তম, যা ইসলাম সর্বদা উৎসাহিত করে।

ইসলাম যেমন সহজ, তেমনি হালাল ও হারাম স্পষ্ট, সহজবোধ্য এবং মেনে চলা সহজ। তাই ধর্মীয় জ্ঞানের উপর গবেষণা ও কাজ করে নিজের বা তাদের নির্ভরশীলদের জন্য বিষয়গুলিকে জটিল করা উচিত নয় যা নির্দেশনার অর্থের দুটি উৎস, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত নয়। যখন কেউ এই দুটি সূত্রকে কঠোরভাবে মেনে চলে, তখন তারা ইসলামকে বুঝতে ও বাস্তবায়ন করা সহজ মনে করবে।

পরিশেষে, বর্ধিতভাবে একজনকে তাদের পার্থিব জীবনকে সহজ রাখার চেষ্টা করা উচিত। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ অতিরিক্ত অপচয় ও অপচয় এড়িয়ে তাদের চাহিদা ও দায়িত্ব অনুযায়ী বস্তুগত জগতের জন্য চেষ্টা করে, যেমন হালাল সম্পদ। এটা যত বেশি মেনে চলবে তাদের পার্থিব জীবন ততই স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠবে। যখন এটি তাদের সরল ধর্মের সাথে মিলিত হয়, তখন এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম - 2

সহীহ বুখারী, 6125 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জিনিসগুলিকে কঠিন করার পরিবর্তে অন্যদের জন্য সহজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এবং অন্যদের সুসংবাদ দিতে এবং তাদের ভয় না.

একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে নিজের জন্য সহজ করা, যাতে তারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে পারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপর কাজ করতে পারে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা। এটি তাদের অপব্যয় বা অযৌক্তিক না হয়ে বৈধ জিনিস উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় সরবরাহ করবে। একজন মুসলিমের উচিত স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজের ব্যাপারে তাদের শক্তি অনুযায়ী কাজ করা এবং নিজের উপর বোঝা চাপানো নয়, কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয়। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি সর্বদা সর্বোত্তম।

উপরন্তু, মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করে দেওয়া, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে, যাতে লোকেরা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে, বিশ্বাস করে এটি একটি বোঝা ধর্ম যদিও এটি একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ২৮৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অন্যদের, বিশেষ করে শিশুদের শেখানো গুরুত্বপূর্ণ। যদি শিশুরা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে ইসলাম একটি কঠিন ধর্ম, তারা বড় হওয়ার সাথে সাথে এটি থেকে দূরে সরে যাবে। শিশুদের শেখানো উচিত যে ইসলামের কিছু

বাধ্যবাধকতা রয়েছে যা পূরণ করতে খুব বেশি সময় লাগে না এবং তাদের জন্য ভাল এবং স্বাস্থ্যকর উপায়ে মজা করার জন্য প্রচুর সময় রেখে যায়।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, ধর্মীয় বিষয়ে নিজের বা অন্যদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করার অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম অলস হওয়া উচিত এবং অন্যদেরকে অলস হতে শেখানো উচিত, কারণ ন্যূনতম বাধ্যবাধকতাগুলি সর্বদা পূরণ করতে হবে, যদি না কেউ ইসলাম দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়। যে অলসভাবে কাজ করে সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে না, কেবল নিজের ইচ্ছা।

অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করার আরেকটি দিক হল একজন মুসলিম অন্যদের কাছে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে না। পরিবর্তে, তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করার জন্য এবং অন্যদের জন্য জিনিসগুলি সহজ করার জন্য তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তির মতো তাদের দেওয়া উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে, অন্যের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হলে শাস্তি হতে পারে। অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করার জন্য একটি মুসলিম তাই কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাদের অধিকার দাবি করা উচিত. এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম অন্যের অধিকার পূরণের জন্য চেষ্টা করবেন না বরং এর অর্থ হল যে তাদের অধিকার রয়েছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন অভিভাবক তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে মাফ করে দিতে পারেন এবং নিজেরাই করতে পারেন, যদি তাদের কাছে সমস্যা ছাড়াই তা করার উপায় থাকে, বিশেষ করে যদি তারা কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা ও করুণা শুধু মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও করুণাময় করে তুলবে না বরং এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে সে পাপী নয় তবে তারা এইভাবে আচরণ করলে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য জিনিস সহজ করা এবং আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া এবং পরকালে সবকিছু সহজ করে দেবেন। কিন্তু যারা অন্যদের জন্য কঠিন করে তোলে তারা দেখতে পায় যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য উভয় জগতেই কঠিন করে দেন।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিজেকে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অগণিত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং তিনি এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মুসলমানদেরকে যে মহান পুরস্কার দান করেন, যারা তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং নিয়তির মুখোমুখি হয়ে তাঁর আনুগত্য করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে। এই পন্থা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করতে আরও কার্যকর। শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে যখন কেউ ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত হয় এবং মহান আল্লাহকে অমান্য করে, আশা করে যে তারা সফল হবে, তখন একজন মুসলমানের উচিত তাদের তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা, তাদের মধ্যে মহান আল্লাহর ভয়কে উদ্‌বুদ্ধ করা।

একটি ভারসাম্য সর্বোত্তম যেখানে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আশা ব্যবহার করে, পাপ প্রতিরোধ করার জন্য তাঁর আনুগত্য ও ভয়কে উত্সাহিত করতে। এবং যখনই কেউ ভারসাম্যহীন বোধ করে বা অন্যদেরকে দেখে যারা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে, একজন মুসলিমের উচিত নিজেকে এবং অন্যদেরকে সঠিক মধ্যপথে ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথভাবে কাজ করা।

স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম - 3

সহীহ মুসলিম, 7129 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় সঠিক সময় বেছে নিতেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তিনি চাননি। অতিরিক্ত বোঝা বা তাদের বিরক্ত করা।

যদিও, একজন মুসলমানের কাছে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যগুলি শেখা ও আমল করা ছাড়া আর কোন অজুহাত নেই, কারণ এটিই ঈমানের দাবির বাস্তব প্রমাণ, কোনটিই কম নয়। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি অনুযায়ী কাজ করা এবং অন্যদের সাথে তাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি অনুযায়ী আচরণ করা যাতে তারা নিজেরাও বিরক্ত না হয় বা অন্যকে ইসলাম থেকে বিরক্ত না করে। হয়

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি ব্যক্তি অনন্য তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আশীর্বাদ এবং উপহার দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কারো কারো অনেক বেশি স্বেচ্ছাসেবী উপবাস করার শক্তি আছে আবার কারোর নেই। কেউ কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদিস অধ্যয়ন করার জন্য দিন কাটাতে মানসিক শক্তি রাখেন, যেখানে অন্যেরা থাকে না। কেউ কেউ আনন্দের সাথে অন্যদের সাথে সারাদিন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে, অন্যদের তা করার মতো মনোযোগ বা মানসিক শক্তি নেই। এর অর্থ এই নয় যে যারা এই কাজগুলো করার শক্তি রাখে না তারা খারাপ মুসলিম কারণ মহান আল্লাহ প্রত্যেক

ব্যক্তির তাদের সামর্থ্য, শক্তি, উদ্দেশ্য এবং তারা যে কাজ করেছেন তার বিচার করবেন। এই আলোচনার অর্থ হল স্বেচ্ছায় ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিজেদের বা অন্যদের প্রতি খুব বেশি কঠোর হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানকে একটু একটু করে উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিরক্ত না হয় এবং সম্পূর্ণরূপে হাল ছেড়ে দেয়। যদি একজন মুসলিমকে স্বেচ্ছায় ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করার শক্তি দেওয়া হয়, তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ তাদের এই মঞ্জুরি দেননি। এটি বোঝা অহংকারের মারাত্মক পাপকে প্রতিরোধ করবে, যার একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

একজনকে অবশ্যই অন্যদের জন্য, বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে ইসলাম একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম, কয়েকটি বাধ্যবাধকতা সহ, যার লক্ষ্য তাদের উভয় জগতে সাফল্য এবং শান্তি অর্জনে সহায়তা করা।

স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম - 4

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ রিপোর্ট দেখলাম, যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। এটি একজন সফল অমুসলিম ব্যবসায়ী সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। এটি আলোচনা করে যে কিভাবে তিনি তার ব্যবসার শুরুতে সংগ্রাম করেছিলেন এবং কত বছরের প্রচেষ্টা, চাপ এবং ত্যাগ একটি সফল মাল্টি-মিলিয়ন পাউন্ড ব্যবসার দিকে পরিচালিত করেছিল। এটি আমাকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের কথা মনে করিয়ে দেয় যেটি ঘোষণা করে যে মহান আল্লাহ কখনই মানুষের প্রচেষ্টাকে বৃথা করেন না। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 115:

"... আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট হতে দেন না।"

এই আয়াতটি আশা প্রদান করে যে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বৈধ ও কল্যাণকর কিছু করার চেষ্টা করবে ততক্ষণ তাদের প্রচেষ্টা নষ্ট হবে না। মহান আল্লাহ যদি এমন লোকদের প্রচেষ্টাকে নষ্ট না করেন যারা এমনকি তাঁকে বিশ্বাস করে না, তাহলে তিনি কেন তাঁর একত্ব ও প্রভুত্বে বিশ্বাসী মুসলমানদের সমর্থন করবেন না? মহান আল্লাহ যদি মানুষের জড় জগতের জন্য চেষ্টা করার সময় তাদের প্রচেষ্টাকে বৃথা না করেন, তাহলে তিনি কীভাবে আখেরাতের কল্যাণের জন্য চেষ্টাকারীদের প্রচেষ্টাকে নষ্ট করবেন?

তাই মানুষের উচিত, ইহকাল ও পরলোক উভয় ক্ষেত্রেই মঙ্গল অর্জনের প্রচেষ্টা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম কিছু কষ্টের সম্মুখীন হয়ে হালাল উপার্জনের সংগ্রাম ছেড়ে দিয়েছে। তারা পরিবর্তে সামাজিক সুবিধা গ্রহণের জন্য বেছে নেয় এবং সমাজের বোঝা হয়ে ওঠে। যারা বেনিফিট পাওয়ার অধিকারী তাদের উচিত তাদের ব্যবহার করা, কারণ এটি তাদের অধিকার। কিন্তু যাদের নিজের উপার্জনের সামর্থ্য আছে তাদের তা করা উচিত এবং সমাজে অবদান রাখা উচিত।

এই আয়াতটি মুসলমানদের অন্যদের ভালো কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে, যদিও তারা তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা না করে। যদি কেউ আন্তরিকতার সাথে কাজ করে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তবে তাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত যে তাদের প্রচেষ্টা লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং উভয় জগতেই পুরস্কৃত হবে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলিম যে বৈধ কাজই করুক না কেন, তা পার্থিবই হোক, যেমন ব্যবসায়িক সুযোগ, বা তারা কোনো ধর্মীয় কাজই করুক না কেন, তাদের উচিত তাতে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো, জেনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদের সমর্থন করবেন এবং দান করবেন। সাফল্য, তাড়াতাড়ি বা পরে।

বিনয়- ১

জামে আত তিরমিযী, 2458 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের বিনয় দেখানোর মধ্যে রয়েছে মাথার হেফাজত করা এবং এতে যা আছে এবং পাকস্থলী রক্ষা করা। এটা ধারণ করে এবং প্রায়ই মৃত্যু মনে রাখা. তিনি এই ঘোষণা দিয়ে উপসংহারে এসেছিলেন যে যে ব্যক্তি পরকালের সন্ধান করতে চায় তাকে জড় জগতের শোভা ত্যাগ করতে হবে।

এই হাদিস প্রমাণ করে যে শালীনতা এমন একটি জিনিস যা পোশাকের বাইরেও বিস্তৃত। এটি এমন কিছু যা একজনের জীবনের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। মাথার সুরক্ষার মধ্যে রয়েছে জিহ্বা, চোখ, কান এমনকি পাপ ও নিরর্থক জিনিস থেকে চিন্তাকে হেফাজত করা। নিরর্থক জিনিসগুলি এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিচার দিবসে সেগুলি একজন ব্যক্তির জন্য অনুশোচনা হবে এবং তারা প্রায়শই পাপ করার প্রথম পদক্ষেপ। যদিও তারা যা বলে এবং যা দেখে তা অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসব লুকিয়ে রাখতে পারে না। তাই শরীরের এই অংশগুলোকে রক্ষা করা সত্যিকারের বিনয়ের লক্ষণ।

পেট হেফাজত করার অর্থ হল হারাম সম্পদ ও খাদ্য পরিহার করা। এর ফলে কারো ভালো কাজ প্রত্যাখ্যান হবে। সহীহ মুসলিমের 2342 নম্বর হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ব্যক্তির উদ্দেশ্য যেমন ইসলামের অভ্যন্তরীণ ও গোপন ভিত্তি, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ও বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল উপার্জন ও ব্যবহার।

মহান আল্লাহর কাছে বিনয়, মৃত্যুকে বারবার স্মরণ করাও অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুকে স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং পাপ থেকে বিরত থাকতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা কখনই মৃত্যুর মুখোমুখি হবে তা নিশ্চিত নয়। এটি একজনকে মনে করিয়ে দেয় যে এই পৃথিবী তাদের স্থায়ী বাড়ি নয় এবং তারা অবশ্যই এটি থেকে সরে যাবে। এটি মনে রাখা একজনকে তাদের গন্তব্যের অর্থ, পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে উত্সাহিত করবে। এই প্রস্তুতির সাথে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মৃত্যুর স্মরণ এড়িয়ে চলে, সে তাদের পরকালের অনিবার্য সফরের প্রস্তুতিকে অবহেলা করবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে মনোনিবেশ করবে এবং তাদের আশীর্বাদ ও সম্পদ দুনিয়াকে উপভোগ ও সুন্দর করার জন্য ব্যবহার করবে। এই মনোভাব একজনকে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা এবং আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা থেকে বিরত রাখবে এবং এর ফলে উভয় জগতেই সমস্যা দেখা দেবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

পরিশেষে, মহান আল্লাহর প্রতি বিনয়ের মধ্যে রয়েছে এই জড় জগতের আধিক্যের চেয়ে পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মধ্যে রয়েছে বস্তুগত জগত থেকে গ্রহণ করা যাতে একজনের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপচয়, বাড়াবাড়ি বা অপ্রয়োজনীয়তা

ছাড়াই, কারণ এগুলো মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 31:

"...এবং খাও এবং পান কর, কিন্তু অত্যধিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"

আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্যেও একজনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পরিবর্তে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে সে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও সফলতা পাবে। এই সাফল্য এবং শান্তি তাই শুধুমাত্র এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় দিকগুলি উপভোগ করার চেয়ে পরকালকে প্রাধান্য দিয়ে অর্জিত হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

বিনয় - 2

যে ব্যক্তি সর্বদা মনে রাখবে যে, মহান আল্লাহ তাদের পর্যবেক্ষণ করছেন, তিনি তাঁর লজ্জা ও বিনয় অবলম্বন করবেন। মহান আল্লাহর অগণিত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা, যখন একজন ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ থাকে তখনও তাকে মহান আল্লাহর বিনয়ী হতে উৎসাহিত করবে। পরিশেষে, মনে রাখবেন যে একটি দিন আসবে যখন মহান আল্লাহ তাদের জীবনের প্রতিটি ছোট বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, মহান আল্লাহ তাআলার লজ্জা অবলম্বন করতেও অনুপ্রাণিত করবেন।

যে জিনিসটি মহান আল্লাহর লজ্জাকে মজবুত করে, তা হল মহান আল্লাহর ভয়, যখনই কারো অন্তরে কোনো খারাপ ইচ্ছা প্রবেশ করে। কারণ অন্তর বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ এই আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে এই মনোভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তবে মহান আল্লাহর কাছে তাদের লজ্জা শক্তিশালী হবে। উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাদের ইচ্ছা ও কর্মের কারণে তাদের থেকে অপছন্দের দৃষ্টিতে তাদের থেকে দূরে সরে যাবেন এমন ভয়ও মহান আল্লাহর প্রতি একজন ব্যক্তির লজ্জাকে শক্তিশালী করে। কিন্তু এই শালীনতা এবং লজ্জা দুর্বল হয়ে যেতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে যদি কেউ বর্ণিত পদ্ধতিতে নিজেকে পরীক্ষা করা এবং মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধে আন্তরিকভাবে আনুগত্য পরিত্যাগ করে।

পরকাল- ১

জামে আত তিরমিযী, 2417 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তার পা নড়বে না।

প্রথমটি তাদের জীবন সম্পর্কে এবং তারা এটি দিয়ে কী করেছিল। এটি একজন ব্যক্তিকে দেওয়া সময় বোঝায়। একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে মৃত্যু প্রায়ই অপ্রত্যাশিত সময়ে আসে। একজন মুসলমানের অনুমান করা উচিত নয় যে তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে, কারণ এটি হওয়ার আগেই অনেকে মারা যায়। বাস্তবে, একজন যে বয়সেই পৌঁছান না কেন, সবাই স্বীকার করে যে তাদের জীবন এক ঝলকানিতে চলে গেছে। একজন মুসলমানের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, যেমন জামাতে নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া, যখন তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে, কারণ এটি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা। এমনকি যদি কেউ এই বয়সে পৌঁছেও, যেহেতু তারা তাদের জীবনে জড় জগতে নিমগ্ন ছিল, তাদের পরিবেশের পরিবর্তন তাদের চরিত্র এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর সামান্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার মাধ্যমে বিলম্ব করার পরিবর্তে তাদের দেওয়া সময়কে কাজে লাগানো, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তার উপর হতে যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে তাদের দেওয়া নেয়ামতকে মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য পাবে, তা নির্বিশেষে তারা কতদিন বেঁচে থাকুক। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় সে দেখতে পাবে যে তারা তা অনর্থক কাজে নষ্ট করছে, যা তাদের উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য পেতে বাধা দেয়, কারণ তারা তাদের সম্পদ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করেনি। . অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

নিজের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হওয়া বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনাও হবে, বিশেষত যখন তারা তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহারকারীদের পুরস্কার পালন করে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী প্রশ্নটি হবে তাদের জ্ঞান এবং তারা তা দিয়ে কী করেছে। মুসলমানদের জন্য দরকারী পার্থিব ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে

এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের অধিকার সঠিকভাবে পূরণ করুন। যে অজ্ঞ থাকে বা তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয় তার উভয় জগতেই সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা নেই। একজন ব্যক্তি তখনই তাদের কাঙ্খিত স্থানে পৌঁছাবে যখন তারা প্রথমে সঠিক পথটি খুঁজে পাবে এবং তারপরে নেমে যাবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি সঠিক পথের অর্থ খুঁজে না পায়, জ্ঞান অর্জন করতে না পারে বা তার জ্ঞানের ওপর যাত্রা, অর্থ, আমল করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না, অর্থাৎ পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা পাবে। উপকারী জ্ঞান যার উপর কাজ করা হয় তা সমস্ত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে জ্ঞানের অপব্যবহার উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে।

কিয়ামতের দিন তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্ন করা হবে তাদের সম্পদ সম্পর্কে, তারা কীভাবে তা উপার্জন করেছে এবং কীভাবে ব্যয় করেছে। প্রথমত, মুসলমানদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা কেবল বৈধ সম্পদ পাবে এবং সন্দেহজনক বা অবৈধ সম্পদ এড়িয়ে চলবে। অবৈধ সম্পদ শুধুমাত্র একজনের সমস্ত সৎ কাজকে প্রত্যাখ্যান করে। এটি সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদি কারও ভিত্তি হারামের উপর ভিত্তি করে থাকে তবে এর থেকে আসা সবকিছুই হারাম বলে বিবেচিত হবে এবং তাই মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যাত হবেন। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল পাওয়া এবং ব্যবহার করা। একজন মুসলমান হালাল সম্পদ অর্জন করতে এবং তা হালাল জিনিসগুলিতে ব্যয় করতে স্বাধীন, যেমন নিজের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনগুলি অপচয়, অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই পূরণ করা। সম্পদ উভয় জগতেই একজন ব্যক্তির জন্য একটি মহান আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে যখন তা প্রাপ্ত এবং সঠিকভাবে ব্যয় করা হয়। কিন্তু তা না হলে তা উভয় জগতে তাদের জন্য বড় আফসোস হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, বিচারের দিন ধনী ব্যক্তিদের

সামান্যই কল্যাণ হবে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করে। , মহিমান্বিত। অনর্থক কাজে ব্যয় করার আগে, বিচার দিবসে যারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করেছে তাদের জন্য যে মহান পুরস্কারটি দেওয়া হবে তা হারানোর বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা কেবলমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করবে এবং পাপপূর্ণ এবং অনর্থক ব্যয় এড়াবে।

চূড়ান্ত প্রশ্ন হবে একজনের শরীর এবং কীভাবে তারা এটি ব্যবহার করেছে। তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেমন তাদের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তিকে ইসলামের নির্দেশিত সঠিক উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। এটি সত্য কৃতজ্ঞতা এবং তাই আরও আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেবো...'

একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মন্দ এবং নিরর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে চলবে, কারণ শেষেরটি বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনা হবে এবং এটি প্রায়শই খারাপ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়। ভালো কথা বলা উচিত নয়তো চুপ থাকা উচিত।

উপরন্তু, তারা তাদের শারীরিক শক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, এমন একটি দিনে পৌঁছানোর আগে যেদিন তারা হারায় এবং আর সৎ কাজ করতে সক্ষম হয় না। আশা করা যায় যে যারা তাদের শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে তাদের দুর্বলতার সময়ে মহান আল্লাহ তাকে সমর্থন করবেন। প্রকৃতপক্ষে, যারা তাদের সুস্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে একই পুরষ্কার দেওয়া হবে, এমনকি তারা একই ভাল কাজগুলি না করলেও। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রাখতে হবে, কারণ এটি একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং বিশ্বাসীর লক্ষণ। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরকাল - 2

জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু সৎ কাজের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলমানকে তাদের মৃত্যুর পরেও উপকৃত করে, যেমন চলমান দান, উপকারী জ্ঞান এবং একজন ধার্মিক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। তাদের মৃত পিতা-মাতা।

পার্থিব উত্তরাধিকার আসা-যাওয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। এর একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। ইসলাম শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে সৎকর্মের মাধ্যমে পরকালের জন্য তাদের সামনে আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায় না বরং এটি মুসলমানদেরকে একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতে শেখায়, যেখান থেকে তারা এবং অন্যান্য লোকেরা উপকৃত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম তাদের সম্পদ এবং সম্পত্তি সম্পর্কে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তারা কেবল তাদের পিছনে ফেলে চলে যায় যা তাদের সামান্যতম উপকারে আসে না। প্রতিটি মুসলিমকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে তাদের নিজের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য তাদের প্রচুর সময় আছে, কারণ মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর আঘাত করে। আজ সেই দিনটি যেটি একজন মুসলিমকে সত্যিকার অর্থে তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের প্রতি চিন্তাভাবনা করা উচিত এবং যদি এটি ধার্মিক হয় তবে তাদের তা করার শক্তি দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। কিন্তু যদি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসে না, তবে তাদের উচিত এমন

কিছু প্রস্তুত করা যা তাদের মৃত্যুর পরে তাদের উপকারে আসবে, যাতে তারা কেবল আখেরাতের জন্যই কল্যাণ প্রেরণ করে না বরং কল্যাণও রেখে যায়। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

মূল হাদীসে উল্লেখিত চলমান দাতব্যের মধ্যে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা থেকে সৃষ্টি অব্যাহতভাবে উপকৃত হয়, যেমন পানির কূপ। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি থেকে সৃষ্টি উপকৃত হবে দাতা তাদের মৃত্যুর পরেও পুরস্কার পেতে থাকবে।

উপকারী জ্ঞানের মধ্যে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জ্ঞানই অন্তর্ভুক্ত যা মানুষের উপকার করে। সুনানে আবু দাউদ, 3641 নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, দরকারী জ্ঞান পিছনে রাখা সমস্ত মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য। তাই মুসলমানদেরকে ধন-সম্পদ রেখে যাওয়ায় মনোনিবেশ না করে এই ঐতিহ্যকে বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করতে হবে। মূল হাদিসের এই অংশটিও একজনকে উপকারী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করতে উত্সাহিত করে, কারণ অন্যকে শেখানোর আগে একজনকে প্রথমে শিখতে হবে। যদি কেউ শিখতে এবং শেখানোর জন্য সংগ্রাম করে, তবে তাদের উচিত অন্য কাউকে শেখার এবং শেখানোর জন্য সংগঠিত করা, যেমন জ্ঞানের ছাত্রকে স্পনসর করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা জ্ঞানের এই শিক্ষার্থীর দ্বারা ছড়িয়ে পড়া যে কোনও দরকারী জ্ঞানের পুরষ্কারের পুরো অংশ পাবে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বিষয়টি তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন কেউ তার সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী লালন-পালন করে। অন্যথায়, তারা তাদের মৃত পিতা-মাতার পক্ষ থেকে আন্তরিকতার সাথে দোয়া করতে বিরক্ত করবে না। এটি অর্জন করার সর্বোত্তম উপায় হল উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া। অর্থ, একজন পিতা-মাতাকে অবশ্যই ইসলামিক শিক্ষাগুলো শিখতে হবে এবং সে

অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং তাদের সন্তানের অনুসরণ করার জন্য একটি বাস্তব আদর্শ হতে হবে। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে তাদের সন্তান তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে থাকবে তাদের জীবদ্দশায় এবং তাদের মৃত্যুর পরে, কারণ তাদের সন্তান নিয়মিত তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করবে।

পরকাল - 3

সহীহ বুখারী, 6442 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রকৃত সম্পদ যা সে আখিরাতে প্রেরণ করে, অথচ তারা যা রেখে যায় তা বাস্তবে, সম্পদ। তাদের উত্তরাধিকারী।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সম্পদের মতো যতটা বরকত পাঠাতে পারে, সেগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করে যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর মধ্যে অযথা, অত্যধিক বা অপব্যয় না করে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু যদি কোন মুসলমান তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করে, তাহলে তারা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ ও শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

এবং যদি তারা তাদের মজুদ করে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যায়, তবে তারা তাদের পাওয়ার জন্য দায়ী হবে যদিও তারা চলে যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের উপভোগ করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৯ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, যদি তাদের উত্তরাধিকারীরা আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, এবং যে এটি সংগ্রহ করবে তাকে বিচারের দিন খালি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। অথবা যদি তাদের উত্তরাধিকারী আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তবে এটি নিয়ামত অর্জনকারী এবং তাদের উত্তরাধিকারী উভয়ের জন্যই একটি বড় আফসোস হয়ে যাবে, বিশেষ করে, যদি তারা তাদের উত্তরাধিকারী যেমন তাদের সন্তানকে, কীভাবে সঠিকভাবে দোয়া ব্যবহার করতে হয় তা না শেখায়। তাদের উপর একটি দায়িত্ব। এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একজনের পরিবার এবং সমস্ত পার্থিব নিয়ামত যা তারা জমা করে রেখেছিল তা তাদের কবরে পরিত্যাগ করবে এবং কেবল তাদের কাজই তাদের কাছে থাকবে। সহীহ বুখারী, 6514 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, তাদের অবশ্যই তাদের পার্থিব নিয়ামতগুলোকে ভালো কাজে রূপান্তর করতে হবে, যাতে তারা তাদের সাথে তাদের নিঃসঙ্গ কবরে নিয়ে যায়। .

তাই মুসলমানদের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা এবং নিশ্চিত করা যে তারা তাদের বাকি নেয়ামতগুলোকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরকালে নিয়ে যাবে। অন্যথায়, তারা এই পৃথিবীতে একটি চাপপূর্ণ জীবন যাপন করবে, এমনকি যদি তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয়, যেমন আল্লাহ, মহান, হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক, শুধুমাত্র তাদের মনের শান্তি দান করেন যারা তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে তাঁর খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে এবং বিচার দিবসে তারা খালি হাতে এবং অনুশোচনায় পূর্ণ থাকবে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-104:

"বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে তাদের কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্থদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা হল] যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা কাজে ভালো করছে।"

পরকাল - 4

জামে আত তিরমিযী, 2559 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে জান্নাত কষ্ট দ্বারা বেষ্টিত এবং জাহান্নাম আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

এর মানে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া পথের মধ্যে রয়েছে কষ্ট ও কষ্ট। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই, একজন ব্যক্তি কোন ধরণের অসুবিধার মধ্য দিয়ে না গিয়ে এই পৃথিবীতে ভাল লাভ করতে পারে না, যেমন নিজের শক্তি প্রয়োগ করে, তাহলে কীভাবে কেউ বিশ্বাস করবে যে তারা অসুবিধার মুখোমুখি না হয়ে জান্নাত লাভ করতে পারবে? ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা দেখতে পাবে যে ধার্মিকরা সর্বদা অসুবিধার সম্মুখীন হয় কিন্তু তারা জানত যে জান্নাতের পথে অসুবিধা রয়েছে তারা অসুবিধার পরিবর্তে গন্তব্যের দিকে তাদের মনোযোগ বজায় রেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2472 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর চেয়ে বেশি কেউ পরীক্ষা করা হয়নি। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই এই সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে যে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এই পৃথিবীতে জান্নাতের স্থায়ী সুখ পেতে একটি অত্যন্ত ছোট মূল্য দিতে হয়. অতএব, তাদের উচিত প্রতিটি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে ক্রমাগত গন্তব্যের দিকে মনোনিবেশ করা, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করে, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এবং প্রতিটি সময়ে গন্তব্যের দিকে মনোনিবেশ করা। কষ্ট, ধৈর্য অবলম্বন করে, যার মধ্যে রয়েছে অভিযোগ এড়িয়ে চলা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা।

জাহান্নামের পথ কামনায় পরিপূর্ণ। এটি সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। যদিও এই পৃথিবীতে হালাল আনন্দ উপভোগ করা হারাম নয়, তবুও একজন মুসলিমের উচিত যতটা সম্ভব এগুলিকে কম করা, কারণ এই হালাল ইচ্ছাগুলি প্রায়শই হারাম আকাঙ্ক্ষার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে তাদের ঈমান ও সম্মান রক্ষা করবে। একজন মুসলমানের কখনই তাদের আকাঙ্ক্ষা বা অন্যের আকাঙ্ক্ষার আনুগত্য করা উচিত নয় যদি এর অর্থ তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করবে, কারণ ইচ্ছা পূরণের আনন্দ দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় যেখানে অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

উপসংহারে বলা যায়, পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা জাহান্নামে শেষ হলে কেউ ভালো অনুভব করবে না। এবং একটি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের খারাপ লাগবে না যদি তারা জান্নাতে শেষ হয়।

পরকাল - 5

সহীহ মুসলিম, 7232 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, বিচার দিবসে মানুষ পৃথিবীতে যে অবস্থায় মারা গিয়েছিল সেই অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

এর মানে হল যে, যদি কোন ব্যক্তি ভাল অবস্থায় মারা যায় তবে তারা ভালভাবে পুনরুত্থিত হবে। কিন্তু যদি তারা মন্দ পথে মারা যায় তবে তারা খারাপ পথে পুনরুত্থিত হবে।

একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাস করে গাফিলতিতে জীবনযাপন করা উচিত নয় যে তারা ইসলামে বিশ্বাসী থাকায় এটি গ্যারান্টি দেয় যে তারা মারা যাবে এবং বিচারের দিনে একটি ভাল অবস্থায় উত্থিত হবে। যদি তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে এবং অতঃপর আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তারা খারাপ পথে পুনরুত্থিত হবে। বিচার দিবসে এই ব্যক্তির কী হবে তা নির্ধারণ করতে কোনও আলেম লাগে না।

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, তারা যে অবস্থায় জীবন যাপন করেছে সে অবস্থায় তাদের মৃত্যু হবে। অর্থ, যদি তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে জীবনযাপন করে, তাঁর আদেশগুলি আন্তরিকভাবে পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে, তবে তারা অবশ্যই তার উপর নির্ভর করবে। একটি ভাল অবস্থায় মারা যান এবং তাই একটি ভাল অবস্থায় পুনরুত্থিত হন, যার মধ্যে ধার্মিকদের সাথে উত্থাপিত হওয়া অন্তর্ভুক্ত, যেমন তারা কার্যত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এটি সহীহ বুখারী, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাই একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহকে অমান্য করে জাহান্নামের পথে হাঁটা উচিত নয়, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করা, এবং বিশ্বাস করা যে তারা কোনো না কোনোভাবে ভালো অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে যাতে তারা জান্নাতে ধার্মিকদের সাথে যোগ দেয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

পরকাল - 6

সহীহ মুসলিম, 7420 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে একমাত্র সম্পদ যা প্রকৃতপক্ষে অধিকারী তা তিনটি জিনিসের সাথে যুক্ত।

প্রথমটি হ'ল একজন ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে খাদ্য প্রাপ্তি এবং খাওয়ার জন্য ব্যয় করে। একজন মুসলমানের উচিত খাবারের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়, অপচয় বা বাড়াবাড়ি না করে যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যয় করা কারণ এটি একটি পাপ বলে বিবেচিত হতে পারে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 31:

"...এবং খাও এবং পান কর, কিন্তু অত্যধিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"

মুসলিমদের জন্য শুধুমাত্র হালাল খাবার গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক কারণ সহীহ মুসলিম, 2346 নম্বর হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুযায়ী যদি তারা হারাম খায় তবে তার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয়। যদি কারো প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে তাদের বাকি কাজগুলি কীভাবে আল্লাহ কবুল করতে পারেন, মহিমান্বিত? প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 2342, নির্দেশ করে যে হারামের মূলে থাকা যে কোনও ভাল কাজ প্রত্যাখ্যাত। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল পাওয়া ও ব্যবহার করা।

পরিশেষে, একজন মুসলমানের এমন মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত যাতে তারা সাধারণ খাবার খায় যাতে তারা বেঁচে থাকার জন্য খায় এবং খাওয়ার জন্য বাঁচে না, যাতে তারা আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে তাদের পেটের দ্বারা ক্রমাগত বিভ্রান্ত হয়।

পরের জিনিসটি একজন তাদের আসল সম্পদ তাদের পোশাকের জন্য ব্যয় করে। আবার, একজন মুসলমানের উচিত বাড়াবাড়ি এবং অপচয় এড়ানো, কারণ এই লোকদেরকে শয়তানের ভাইবোন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 27:

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই.."

সুন্দর, পরিষ্কার এবং সাধারণ পোশাকে একজন মুসলমানের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, কারণ এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বর হাদিস অনুসারে বিশ্বাসের একটি দিক। ইসলাম সুন্দর চেহারার বিরুদ্ধে নয় তবে একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে এটি ব্যয় না করে সহজেই পাওয়া যায়। অনেক সম্পদ বা সময়। সুন্দর দেখানোর জন্য উত্সর্গটি কখনই তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব থেকে কাউকে বাধা দেবে না। সত্য হল যে কেউ যত বেশি তাদের চেহারায় লিপ্ত হবে তত বেশি তারা তাদের জীবনের অন্যান্য দিক যেমন তাদের গাড়ি, বাড়ি এবং খাবারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে। এটি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার

করতে বাধা দেবে। এতে উভয় জগতেই অসুবিধা হয়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

একজন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে যে সম্পদের মালিক হন তা হল পরকালে তা ব্যয় করার মাধ্যমে যা মহান আল্লাহর কাছে সন্তুষ্ট হয়। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে সমস্ত আশীর্বাদ যা একজনকে দেওয়া হয়েছে, শুধু সম্পদ নয়। এই নিয়ামতগুলোকে কেউ যত বেশি ব্যবহার করবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, উভয় জগতেই তত বেশি শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

উপসংহারে, একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে প্রথম দুটি জিনিস ইতিমধ্যেই মহান আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত করেছেন, কারণ এগুলি তাদের বিধানের একটি অংশ যা পরিবর্তন করতে পারে না এবং আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর

আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। পৃথিবী এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, তাদের অনুসন্ধানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত এবং এর পরিবর্তে শেষ দিকের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রকৃত অর্থে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহার করার অন্যান্য সকল প্রকার, একজন ব্যক্তির অন্তর্গত নয় এবং অন্যদের ভোগ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে যদিও বিচারের দিনে তাদের জন্য জবাবদিহি করা হবে।

পরকাল - 7

সহীহ মুসলিম, 2864 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। এর ফলে মানুষ পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে যে কাজগুলো করেছে সে অনুযায়ী ঘাম ঝরাবে। কারো ঘাম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত এবং কারো মুখ পর্যন্ত পৌঁছাবে।

সূর্যকে তাদের এত কাছে নিয়ে আসা হলে বিচার দিবসে পরিস্থিতি কতটা কঠিন হবে তা উপলব্ধি করার জন্য একজনকে কেবল গ্রীষ্মের তীব্র আবহাওয়ার শিকার হওয়ার সময় এবং তাপ কীভাবে তাদের মনোভাব এবং আচরণকে প্রভাবিত করেছিল তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়, তাঁর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে। বিচার দিবসে তিনি শিথিলতা পাবেন। কিন্তু যারা অলস ছিল, শিথিল ছিল এবং পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করেছিল, বিচার দিবসে তারা খুব চাপের শিকার হবে। সহজ কথায়, যে এখানে চেষ্টা করবে সে সেখানে বিশ্রাম পাবে কিন্তু যে এখানে শিথিল করবে সে সেখানে কষ্ট করবে।

মানুষ যেভাবে এই জড় জগতে কঠোর পরিশ্রম করে যাতে তারা একটি আরামদায়ক জীবন এবং এমনকি একটি আরামদায়ক অবসর লাভ করতে পারে,

যদিও অবসরের বয়সে পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয় না, মুসলমানদের উচিত এই পৃথিবীতে আরও কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত মহান আল্লাহকে মেনে চলার মাধ্যমে। আশীর্বাদ তাদের দেওয়া হয়েছে এমন উপায়ে যাতে তারা তাকে খুশি করে, যাতে তারা এই পৃথিবীতে শান্তি ও আরাম পেতে পারে এবং যে দিনটি ঘটবে। এমন একটি দিনের জন্য সংগ্রাম করা বড় অজ্ঞতার চিহ্ন যা কখনোই পৌঁছাতে পারে না, অর্থাৎ অবসর গ্রহণের দিন, এবং এমন একটি দিনের জন্য সংগ্রাম না করা যেদিন তারা পৌঁছানোর এবং অভিজ্ঞতা লাভের গ্যারান্টিযুক্ত, যথা বিচার দিবস।

পরকাল - 8

জামে আত তিরমিযী, 484 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, বিচার দিবসে যে ব্যক্তি তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সে সেই ব্যক্তি হবে যে তার প্রতি সর্বাধিক দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে। .

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ পবিত্র কুরআনে মৌখিকভাবে আদেশ করা হয়েছে এবং অনেক হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, ৩৩৭০ নম্বরে পাওয়া যায়। অধ্যায় ৩৩ আল আহজাব, আয়াত ৫৬ :

“নিশ্চয়ই, আল্লাহ নবী এবং তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি বরকত বর্ষণ করেন [তাঁকে তা করতে বলেন]। হে ঈমানদারগণ, তাঁর প্রতি রহমত প্রার্থনা কর এবং [আল্লাহর কাছে] শান্তি প্রার্থনা কর।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যদি সঠিকভাবে তার প্রতি আশীর্বাদ ও অভিবাদন পাঠাতে চায় তবে তাদের অবশ্যই তার ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে তাদের কথাকে সমর্থন করতে হবে। তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ঐতিহ্যের অগ্রাধিকার পুনর্বিন্যাস করা উচিত নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে প্রথম পদক্ষেপ যা একজনকে পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াত, অধ্যায় 3 আলে ইমরান, 31 নং আয়াতটি পূরণ করার অনুমতি দেয়:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

যখন কেউ এই মনোভাবের উপর অটল থাকে তখন এটি তাদের পার্থিব কর্তব্যকে অবহেলা না করে এই জড় জগতের উপর পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিতে দেয়। অর্থ, এটি তাদের দেখাবে যে কীভাবে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে তারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করা। এটি একজনকে প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে নেভিগেট করার অনুমতি দেবে, স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়ই হোক না কেন, বস্তুজগত, তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা বা অন্যান্য লোকেদের কাছে নিজেকে নিবেদিত করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত না গিয়ে। এই মনোভাব তাদেরকে তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের সঠিক জায়গায় স্থাপন করার অনুমতি দেবে কোন কিছু বা কোন ব্যক্তির প্রতি অবহেলা বা অতিরিক্তভাবে নিজেকে নিবেদিত না করে।

মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এমন কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন না, যা অনুসরণ করা ও গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী এটি অর্জন করতে পারে তবে এর জন্য একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন যা কর্ম দ্বারা সমর্থিত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণের প্রকৃত অর্থ এটাই। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করে সে বাস্তবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রমাণ করে এবং এর ফলে তারা পরকালে তার সাথে যুক্ত হবে। এটি সহীহ বুখারী, 3688 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরকাল - 9

জামে আত তিরমিযী, 2460 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কবর হল জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত। এই হাদিসটি আরও ব্যাখ্যা করে যে যখন একজন সফল মুমিনকে তাদের কবরে স্থাপন করা হয় তখন তা তাদের জন্য প্রশস্ত এবং আরামদায়ক হয়ে ওঠে যেখানে একজন পাপী ব্যক্তির কবর তাদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষতিকারক হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের আমলের স্বরূপ এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাদের সাথে জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত নিয়ে যায়। যদি কোনো মুসলমান মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়, তাহলে তা নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের নিয়ামতগুলো ব্যবহার করবে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি প্রস্তুত করবে। কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তাহলে তাদের পাপ জাহান্নামের গর্ত তৈরি করবে যে তারা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বিশ্রাম পাবে।

অতএব, মুসলমানদের আজই কাজ করতে হবে এবং এই প্রস্তুতিতে দেরি না করে কারণ মৃত্যুর সময় অজানা এবং প্রায়শই হঠাৎ আসে। আগামীকালের জন্য দেরি করা একটি বোকামি এবং এটি কেবল অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের ঘরকে সুন্দর করার জন্য

অনেক শক্তি এবং সময় ব্যয় করে, যে বাড়িতে তারা কেবল অল্প সময়ের জন্য থাকবে, তাদের অবশ্যই তাদের কবরকে সুন্দর করার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, কারণ সেখানে যাত্রা অনিবার্য এবং সেখানে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ এবং যদি কেউ তাদের কবরে কষ্ট পায় তবে এর পরে যা হবে তা আরও খারাপ হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। কেউ কখনই ভুলে যাবেন না যে মানুষ এবং পার্থিব জিনিস, যেমন তাদের ব্যবসা, তারা তাদের বেশিরভাগ শক্তি উৎসর্গ করে, যখন তারা তাদের কবরে পৌঁছে তখন তাদের পরিত্যাগ করবে। শুধু তাদের আমলই তাদের সাথে থাকবে, একই আমল যা নির্ধারণ করবে তাদেরকে জান্নাতের বাগানে রাখা হবে নাকি জাহান্নামের গর্তে।

পরিশেষে, একজন ব্যক্তিকে অনুমান করে বোকা বানানো উচিত নয় যে তার বিশ্বাস তার জান্নাতের বাগান নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট। বিশ্বাস হল একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থা যা একজনের কাজের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে প্রতিফলিত হতে হবে। অন্তরে যা আছে তার জ্ঞানী এই নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে কেউ সৎকাজ করে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদিও সে ঈমানদার... আমরা অবশ্যই তাদের [আখেরাতে] তাদের পুরষ্কার দেব যা তারা করত তার সর্বোত্তম অনুসারে।"

আর সত্য হলো, ঈমান যেমন একটি বৃক্ষের মতো, তেমনি এটিকে অবশ্যই সৎকর্মের দ্বারা পানি ও পুষ্ট করতে হবে। যদি কেউ তাদের বিশ্বাসের গাছটিকে লালন করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের কবরে পৌঁছানোর আগেই এটি শুকিয়ে যায়।

পরকাল - 10

সহীহ বুখারী, 103 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যারা তাদের আমলের বিচার করবে, বিচারের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও এই জড় জগতের হালাল আনন্দ উপভোগ করা নিষিদ্ধ নয়, তারা প্রায়শই হারামের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, নিরর্থক বক্তৃতা সাধারণত পাপপূর্ণ বক্তৃতার আগে প্রথম ধাপ। উপরন্তু, কেউ যত বেশি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসে লিপ্ত হবে, বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা তত বেশি হবে। এক মনে রাখা উচিত যে বিচারের দিন একটি কঠিন দিন হবে। যেমন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। জামে আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখন কেউ তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য অপেক্ষা করছে এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের সময় জাহান্নাম তাদের মুখোমুখি হবে। অতএব, একজনের অ্যাকাউন্টিং যত দীর্ঘ হবে, তারা তত বেশি চাপ সহ্য করবে। যদিও, একজন মুসলিম মহান আল্লাহ ক্ষমা ও রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু কম নয়, তাদের জবাবদিহিতা যত দীর্ঘ হবে তত বেশি চাপ তারা সহ্য করবে। বিচারের দিন পঞ্চাশ হাজার বছর দীর্ঘ হবে বলে পবিত্র কুরআন অনুসারে, কয়েক দশকের বৈধ আনন্দ উপভোগ করার অর্থ নেই যদি এর অর্থ হয় যে এমন একটি দিনে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে যা দীর্ঘস্থায়ী হবে। অধ্যায় 70 আল মাআরিজ, আয়াত 4:

"...একটি দিনে যার ব্যাপ্তি পঞ্চাশ হাজার বছর।"

তাই বিচার দিবসে নিজের জবাবদিহিতা কম করার জন্য সহজ সরল জীবনযাপন করাই উত্তম। সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উপদেশ দিয়েছেন তার একটি কারণ যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ। এটি একটি সাধারণ জীবন যার কারণে গরিব মুসলমানরা ধনী মুসলমানদের থেকে পাঁচশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে, কারণ তাদের হিসাব কম হবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4122 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মানুষ সাধারণত 80 বছরের বেশি বাঁচে না, তাহলে জান্নাতে প্রবেশে 500 বিলম্বের কারণ হয়ে উঠলে একটি ভোজনবিলাসী জীবন যাপন করার কি কোন মানে হয়? বছর? এই অনুমান, একজন ব্যক্তি প্রথমে জাহান্নামে শাস্তি না পেয়ে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করে।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তারা যত বেশি হালাল পার্থিব জিনিসে লিপ্ত হবে, ততই তারা এই দুনিয়ায় চাপের মুখোমুখি হবে, এটি তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে তত বেশি বিভ্রান্ত করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আনন্দদায়ক উপায়ে ব্যবহার করা। মহান আল্লাহ, এবং বিচারের দিন তাদের জবাবদিহিতা আরও কঠিন হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি সরল জীবন যাপন করে, যার মাধ্যমে তারা তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্ব অনুযায়ী পার্থিব জিনিসগুলিকে অপচয়, বাড়াবাড়ি ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই লাভ করে এবং ব্যবহার করে, সে মানসিক ও শরীরের শান্তি পাবে এবং তারা কেয়ামতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে উত্সাহিত হবে। , যা একটি সহজ চূড়ান্ত অ্যাকাউন্টিং বাড়ে. কোন পথটি সর্বোত্তম তা নির্ধারণ করতে পণ্ডিত লাগে না।

পরকাল - 11

সহীহ বুখারী, 1372 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে শাস্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক আয়াত ও হাদিস এই পর্যায়ে আলোচনা করে যা সকল মানুষ কোন না কোন আকারে বা ফ্যাশনে মুখোমুখি হবে। যেহেতু এটা অবশ্যম্ভাবী, মুসলমানদের অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে কারণ কবরের আলো বা অন্ধকার কবর থেকে আসে না। এটা তার কর্ম যা তার কবরকে অন্ধকার করে বা আলোকিত করে। একইভাবে, এটি একজনের কাজ যা নির্ধারণ করে যে তারা তাদের কবরে শাস্তি বা করুণার সম্মুখীন হবে কিনা। এর জন্য প্রস্তুতির একমাত্র উপায় হল তাকওয়া যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এই নেক আমলগুলো মহান আল্লাহর অনুমতি ও রহমতে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে।

এটা আশ্চর্যজনক যে একজন মুসলমান তাদের পার্থিব গৃহকে আরামদায়ক করার জন্য কীভাবে অনেক সময়, শক্তি এবং সম্পদ উৎসর্গ করবে, যদিও এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান খুব কম, অথচ তারা তাদের কবরকে আরামদায়ক করার দিকে খুব কমই মনোযোগ দেয়, যদিও তারা কবরে অবস্থান করে। দীর্ঘ এবং আরো গুরুতর হবে.

মুসলমানরা প্রায়ই তাদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের কবর দেওয়ার জন্য কবরস্থানে যান। কিন্তু খুব কম লোকই সত্যিই বুঝতে পারে যে একদিন, শীঘ্রই বা পরে, তাদের পালা আসবে। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান তাদের পরিবারকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে সম্পদ অর্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করে, সৎ কাজের মাধ্যমে, জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে এই দুটি জিনিস যা মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেবে, তাদের কবরে পরিত্যাগ করবে এবং কেবল তাদের আমল তাদের কাছে থাকবে। অতএব, একজন মুসলমানের জন্য তাদের পরিবারকে খুশি করার এবং অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের চেয়ে নেক আমল অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া বোধগম্য। এর অর্থ এই নয় যে কেউ তাদের পরিবার এবং সম্পদ পরিত্যাগ করবে। কিন্তু এর অর্থ হল তাদের উচিত হবে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করা, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের কর্তব্যকে অবহেলা না করে, এবং এটি অর্জনের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জন করা। যখন এটি সঠিকভাবে করা হয় তখন এটি একটি ন্যায় কাজও হয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারি, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কেউ তাদের পরিবার বা সম্পদের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্যকে কখনই পরিত্যাগ করবে না কারণ এটি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন, একাকী এবং অন্ধকার কবরের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 55:

"এটি থেকে [অর্থাৎ, পৃথিবী] আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং এতেই আমরা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং এটি থেকে আমরা আবারও তোমাদের বের করব।"

পরকাল - 12

জামে আত তিরমিযী, 3120 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কবরে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে।

প্রথম প্রশ্ন হবে তোমার প্রভু কে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য একজন মুসলিমকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করলেই চলবে না, বরং এই বিশ্বাসকে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং ধৈর্যের সাথে তাঁর আদেশের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটিই প্রমাণ যা একজন মুসলমানকে তাদের কবরে সমর্থন করবে যখন তারা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমনকি কিছু অমুসলিমও মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তবুও তারা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করেনি। যদি শুধুমাত্র তাঁর প্রতি বিশ্বাসই যথেষ্ট হতো, তাহলে এই অমুসলিমরা এই প্রশ্নে সফল হবে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তারা সফল হবে না।

পরের প্রশ্ন হবে আপনার ধর্ম কি? একজন মুসলমান যদি এর সঠিক উত্তর দিতে চায় তবে তাদের অবশ্যই কেবল ইসলামে বিশ্বাসী নয় বরং তাদের দৈনন্দিন জীবনে এর শিক্ষাগুলোকে বাস্তবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর সাথে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও তার উপর আমল করার আন্তরিক প্রচেষ্টা জড়িত। সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে

দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য করা হয়েছে । একজনের সামাজিক, আর্থিক, কর্ম এবং ব্যক্তিগত জীবন হিসাবে।

এই হাদিস অনুযায়ী শেষ প্রশ্ন হবে আপনার নবী কে? উল্লেখ্য যে, অতীতের কিছু জাতিও তাদের নবীদের প্রতি ঈমান এনেছিল, কিন্তু তারা তাদের পদাঙ্ক সঠিকভাবে অনুসরণ না করায় তারা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে। একজন মুসলমান যদি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে চায় তবে তাদের কেবলমাত্র মৌখিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করতে হবে না, বরং সক্রিয়ভাবে তাঁর ঐতিহ্য ও শিক্ষাগুলো শিখতে হবে এবং আমল করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য এটাই, অর্থাৎ বাস্তবিকভাবে তাদের অনুসরণ করা। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

মহান আল্লাহর রহমত, ভালবাসা এবং ক্ষমা, যা একজন মুসলিমকে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করবে শুধুমাত্র এই পদ্ধতির মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

উপসংহারে বলা যায়, লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নগুলোর যেমন অধ্যয়ন ও পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে কার্যত জ্ঞান না শিখে সফলভাবে উত্তর দেওয়া যায় না, তেমনি কোনো ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবে না শিখে এবং আমল না করে সফলভাবে কবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য।

পরকাল - 13

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি তাদের জীবন জুড়ে মানুষের মুখোমুখি বিভিন্ন অসুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় নিয়ে চিন্তা করছিলাম। এমন কিছু বিষয় আছে যা একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি তাদের মনোযোগ বজায় রাখার জন্য মনে রাখতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল একটি সত্য মনে রাখা যা সহীহ মুসলিম, 7088 নম্বর হাদিস দ্বারা সমর্থিত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে যে ব্যক্তি জান্নাতে শেষ হবে সে পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় যে অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল তার দ্বারা বিরক্ত হবে না। এবং যে ব্যক্তি জাহান্নামে শেষ হবে সে ভাল বোধ করবে না যখন তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় উপভোগ করা বিলাসিতাগুলির কথা মনে করিয়ে দেবে।

আখেরাতকে এই দুনিয়ার মতো ভেবে বোকা বানানো উচিত নয়। এই পৃথিবীতে কষ্টগুলো কষ্ট পাড়ি দিয়েও মানুষকে কষ্ট দেয়। এবং যে মুহূর্তগুলিতে একজন ব্যক্তি বিলাসিতা উপভোগ করেছিল সেগুলি কারাগারে থাকলেও তাদের আরও ভাল বোধ করতে পারে। কিন্তু পরকালের ক্ষেত্রে তা নয়। সুতরাং একজন মুসলমানের এই সত্যটি মনে রাখা উচিত যখন তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় জেনে রাখা যে তারা জান্নাতে শেষ হলে এটি তাদের মোটেও বিরক্ত করবে না। এবং পাপ, নিরর্থক জিনিস এবং এই বিশ্বের বিলাসিতা তাদের জাহান্নামে শেষ হলে ভাল অনুভব করবে না।

এই মনোভাব একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া যা একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করে, যদি তারা এটি নিয়ে প্রায়ই চিন্তা করে।

পরকাল - 14

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যার কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেছে যখন তারা কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল এবং এই সমস্যাটির জন্য তাদের অনুশোচনা হয়েছিল। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখনই তারা কোন ধরনের পার্থিব ব্যর্থতা বা অনুশোচনার সম্মুখীন হয় তখন তাদের আখেরাতের অনুশোচনার কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত, যেমন 89 আল ফজর, 24 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

এই পৃথিবীতে, একজনের অনুশোচনা সর্বদা অন্য একটি সুযোগ বা অন্য বিকল্প দ্বারা অনুসরণ করা হবে যা তারা আবার সাফল্য অর্জনের জন্য অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু পরকালের অনুশোচনা ও ব্যর্থতা এমন একটি বিষয় যার অর্থ সংশোধন করা যায় না, পরকালের দ্বিতীয় কোনো সম্ভাবনা নেই। ভিন্নভাবে কাজ করার জন্য কেউ পৃথিবীতে ফিরে আসার সুযোগ পাবে না।

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত দুনিয়ার ব্যর্থতা ও অনুশোচনার কারণে আখেরাতে যে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে পারে তা নিয়ে বেশি চিন্তিত হওয়া। এর অর্থ এই নয় যে এই পৃথিবীতে বৈধ সাফল্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়। এর

অর্থ হল তাদের সর্বদা দুনিয়ায় সাফল্য লাভের চেয়ে পরকালে সাফল্য অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিকতা যা মুসলমানদের এমন একটি দিনে পৌঁছানোর আগে গ্রহণ করা উচিত যেখানে তাদের ব্যর্থতা এবং অনুশোচনার প্রতিফলন তাদের সামান্যতম সাহায্য করবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সে দিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু তার স্মরণ কিভাবে হবে?"

পরকাল - 15

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী রিপোর্ট. তারা যে জিনিসগুলি অর্জন করেছে এবং তাদের অনুশোচনা রয়েছে।

মুসলমানদের বুঝতে হবে যে অনুশোচনাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল পার্থিব বিষয়ের জন্য অনুশোচনা, যেমন বিয়ে না করা বা সন্তান না হওয়া। দ্বিতীয় শ্রেণী হল তাদের কবরে এবং বিচারের দিনে অনুশোচনা করা, যেমন মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের সম্পদ এবং আশীর্বাদের আরও ভাল ব্যবহার না করা। পার্থিব অনুশোচনা, সে যাই হোক না কেন, কখনই স্থায়ী হবে না, কারণ তারা হয় শেষ হয়ে যাবে যখন কেউ তাদের ইচ্ছা পূরণ করবে, তার মন পরিবর্তন করবে বা মারা যাবে। এগুলি অস্থায়ী প্রকৃতির, কারণ এই ধরণের অনুশোচনার সর্বাধিক সময় তাদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এবং এগুলি এতটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়, কারণ এই অনুশোচনাগুলি দুঃখের দিকে নিয়ে যেতে পারে তবে কঠোর শাস্তি বা যন্ত্রণার কারণ নয়। উপরন্তু, মহান আল্লাহর রহমতে একজন ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছালে এই অনুশোচনার অবসান ঘটবে।

পক্ষান্তরে, পরকালের অনুশোচনা দীর্ঘস্থায়ী, কারণ কবরে এবং বিচার দিবসের সময় এই পৃথিবীতে মানুষের জীবনের চেয়ে অনেক দীর্ঘ হবে। এগুলি শেষ হবে না যতক্ষণ না কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে, যা ঘটতে পারে না বা এটি খুব দীর্ঘ সময়ের পরে ঘটতে পারে, কারণ পরকালে একটি দিন পৃথিবীতে এক হাজার বছরের সমান। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 47:

"...এবং অবশ্যই, আপনার পালনকর্তার কাছে একটি দিন হাজার বছরের সমান যা তোমরা গণনা কর।"

পরিশেষে, এই অনুশোচনাগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এগুলো পরকালে কঠিন শাস্তি ও যন্ত্রণার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত এই বিষয়ে চিন্তা করা এবং এই দুনিয়ার অনুতাপ দূর করার চেষ্টা করার আগে কবরে এবং কিয়ামতের দিন তাদের সম্ভাব্য অনুশোচনা দূর করার চেষ্টা করে নিজেদের প্রতি সদয় হওয়া উচিত। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

" এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেই দিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু তার স্মরণে কী লাভ হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

পরকাল - 16

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক আয়াত ও হাদিস এই পর্যায়ে আলোচনা করে যা সকল মানুষ কোন না কোন আকারে বা ফ্যাশনে মুখোমুখি হবে। যেহেতু এটা অবশ্যম্ভাবী, তাই মুসলমানদের অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে, কারণ কবরের আলো বা অন্ধকার কবর থেকে আসে না। এটা তার কর্ম যা তার কবরকে অন্ধকার করে বা আলোকিত করে। একইভাবে, এটি একজনের কাজ যা নির্ধারণ করে যে তারা তাদের কবরে শাস্তি বা করুণার সম্মুখীন হবে কিনা। এর জন্য প্রস্তুত হওয়ার একমাত্র উপায় হল মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তার উপর এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে।

মুসলমানরা প্রায়ই তাদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের কবর দেওয়ার জন্য কবরস্থানে যান। কিন্তু খুব কম লোকই সত্যিই বুঝতে পারে যে একদিন, শীঘ্রই বা পরে, তাদের পালা আসবে। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান তাদের পরিবারকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে সম্পদ উপার্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করে, সৎ কাজের মাধ্যমে, জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে এই দুটি জিনিস যা মুসলমানরা দেয়। অগ্রাধিকার তাদের কবরে পরিত্যাগ করবে এবং শুধুমাত্র তাদের আমল তাদের সাথে থাকবে। অতএব, একজন মুসলমানের জন্য তাদের পরিবারকে খুশি করার জন্য এবং অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের জন্য নেক আমল অর্জনকে অগ্রাধিকার

দেওয়া বোধগম্য। এর অর্থ এই নয় যে কেউ তাদের পরিবার এবং সম্পদ পরিত্যাগ করবে। কিন্তু এর অর্থ হল, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্যকে অবহেলা না করে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের পরিবারের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং এটি অর্জনের জন্য তাদের প্রয়োজন শুধুমাত্র পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ অর্জন করা। যখন এটি সঠিকভাবে করা হয়, এটি একটি সৎ কাজও হয়ে যায়। এটি সহীহ বুখারি, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পার্থিব জিনিস যেমন তাদের পরিবার বা সম্পদের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্যকে কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ এটি কেবল তাদের নেয়ামতের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে। তাদের মঞ্জুর করা হয়েছে। এটি পরিবর্তে একটি বিচ্ছিন্ন, একাকী এবং অন্ধকার কবরের দিকে নিয়ে যাবে।

পরকাল - 17

তূর্য বিস্ফোরণে সৃষ্টির মৃত্যু ঘটবে। এটি সহীহ মুসলিম, 7381 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি এমন একটি কল যা কেউ সাড়া দিতে পারে না বা প্রত্যাখ্যান করবে না। এটি পুনরুত্থান এবং চূড়ান্ত বিচারের দিকে পরিচালিত করবে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দেওয়া, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 24:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়..."

এই পৃথিবীতে যে কেউ এই আহ্বানে সাড়া দেবে, সে চূড়ান্ত আহ্বানকে সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়া সহজ পাবে। অথচ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ তায়ালার আহবানের প্রতি অমনোযোগী জীবনযাপন করে, তাদের দেয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে সেখানে শান্তি পাবে না এবং তারা শিঙ্গার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হবে। তাদের সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়ার জন্য একটি বড় বোঝা। একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আহ্বানকে এতদিন উপেক্ষা করতে পারে, যতক্ষণ না চূড়ান্ত আহ্বান আসবে, শীঘ্র বা পরে, এবং কেউ তা এড়াতে বা উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে না। যদি এটি অনিবার্য হয়, তবে এটা

বোঝা যায় যে কেউ গাফিলতিতে জীবনযাপন করার পরিবর্তে এখনই এর প্রতিক্রিয়া জানায়। যদি কেউ গাফেল অবস্থায় শিঙার বিস্ফোরণ শুনতে পায়, তবে কোন কাজ বা অনুশোচনা তাদের উপকারে আসবে না এবং এই ব্যক্তির জন্য যা হবে তা আরও ভয়ঙ্কর হবে।

পরকাল - 18

এই পয়েন্টটি অধ্যায় 80 আবাসা, 34-37 আয়াতের সাথে সংযুক্ত:

"যেদিন মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এবং তার মা এবং তার বাবা। এবং তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের। প্রতিটি মানুষের জন্য, সেই দিনটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।"

এটি সেই সময় যখন প্রতিটি ব্যক্তি বিচারের দিন তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে তাদের নিজেদের মঙ্গলের উদ্বেগ থেকে পালিয়ে যাবে। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম তাদের আত্মীয়দের পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেয় না, কারণ আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এটি তাদের প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে তাদের সঠিক জায়গায় রাখতে উত্সাহিত করে। এর অর্থ এই যে, তাদের উচিত অন্যের অধিকার আদায় করা, অর্থের সীমারেখা না নিয়ে, মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বের সাথে আপোষ না করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য অনুসরণ করা। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ অনেক দূরে চলে যায় এবং তাদের আত্মীয়দের প্রতি ভুল ভালবাসা এবং আনুগত্যের কারণে এই আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি পরিত্যাগ করে। এর ফলে তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে। এমনকি কেউ কেউ হারাম রিযিক লাভের চেষ্টা করে এবং আত্মীয়-স্বজনদের খুশি করার জন্য পাপ করে। এই মহান ঘটনা স্পষ্টভাবে এটা করার খারাপ দিক দেখায়. একজন মুসলিমের উচিত সবসময় অন্যদেরকে, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়দের, ভালো কিছুতে সমর্থন করা কিন্তু কখনোই খারাপ কাজে তাদের সমর্থন করা উচিত নয়, তাদের সাথে তাদের বন্ধন যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, কারণ সৃষ্টির কোনো আনুগত্য

নেই যদি তা আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। শ্রেষ্ঠ অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

উপরন্তু, এই মহান ইভেন্টটি এমন লোকেদের মধ্যে ঘটবে যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তির থেকে তাদের বন্ধুদের সাথে গভীর সংযোগ ভাগ করে নেয়। তাহলে বিচার দিবসে আত্মীয়-স্বজনের পরিণতি যদি এমন হয়, বন্ধুদের পরিণতি কি কেউ কল্পনা করতে পারে? 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 28:

"হায়, হায় আমার! আমি যদি তাকে বন্ধু হিসাবে না নিতাম।"

এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানুষদের সত্যিকার অর্থে একে অপরের উপকার করার একমাত্র উপায় হল যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেয়, যার মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হিসাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য সব কিছুর উপরে এবং এই চূড়ান্ত লক্ষ্যে একে অপরকে সাহায্য করে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া"

পরকাল - 19

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4308 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সুপারিশ করবেন এবং প্রথম ব্যক্তি যার সুপারিশ বিচারের সময় মহান আল্লাহ কবুল করবেন। দিন।

তাই একজন মুসলমানের উচিত নিজেদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াতের যোগ্য করে তোলার জন্য সচেষ্ট হওয়া, যার ফলশ্রুতিতে এই কাজগুলো করা হয়, যেমন নামাযের আযান শোনার পর এর জন্য দোয়া করা। সুনানে আন নাসাই, নম্বর 679-এ পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এর জন্য একজনকে নিয়মিতভাবে মসজিদে ফরজ নামাজে অংশ নিতে হবে, বরং বাড়িতে নামাজ পড়তে হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম যা সুপারিশের ফলস্বরূপ হবে তা হ'ল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত শেখা এবং আমল করা। একজন মুসলিমের এই দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করে গাফিলতিতে জীবনযাপন করা উচিত নয় এবং তারপর বিচারের দিনে সুপারিশের আশা করা উচিত, কারণ এটি মহান আল্লাহর রহমতে সত্যিকারের আশার তুলনায় ইচ্ছাপূর্ন চিন্তার কাছাকাছি, যা দোষের যোগ্য এবং বাস্তব মূল্যহীন।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম যারা এই ইচ্ছাপূর্ন চিন্তাধারা গ্রহণ করেছে তারা এই সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাত লাভের আশা করে যদিও তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্র ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। নবী মুহাম্মদ সা. এই মুসলিমদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে যদিও সুপারিশ একটি সত্য, কিছু

মুসলিম যাদের সুপারিশের মাধ্যমে তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে, তারা এখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে একটি মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে সংগ্রাম করে প্রকৃত আশাকে গ্রহণ করা উচিত, যা তারা প্রদত্ত নেয়ামতকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে।

উপরন্তু, যে মুসলিম মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে এবং ধরে নেয় যে তারা এই সুপারিশের মাধ্যমে নাজাত পাবে তাদের অবশ্যই এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং উপহাসমূলক মনোভাবের কারণে তারা তাদের বিশ্বাস নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে যেতেও পারবে না। অতএব, এই মুসলমানকে বিচার দিবসে এই সুপারিশ পাওয়ার চেয়ে একজন মুসলিম হিসাবে মৃত্যু নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হতে হবে, যা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত।

পরকাল - 20

এই পয়েন্টটি অধ্যায় 101 আল ক্বারিয়াহ, আয়াত 6-9 এর সাথে সংযুক্ত:

"অতঃপর যার পাল্লা ভারী হয় [ভালো আমলে]। তিনি একটি সুখী জীবন হবে. কিন্তু যার দাঁড়িপাল্লা হালকা। তার আশ্রয় একটি অতল গহ্বর হবে।"

মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কর্মের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজগুলি বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং সৎ কাজ করার জন্য তাদের উত্সাহিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের আমলের নিয়মিত মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়, সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যেখানে তারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসার সঠিক দিক নিশ্চিত করবে এবং নিশ্চিত করবে যে

তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিকভাবে সম্পন্ন করেছে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

"সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে কেবল পাপ করাই এড়াতে হবে না বরং তাদের দান করা আশীর্বাদগুলোকে নিরর্থক উপায়ে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নিরর্থক জিনিসগুলি পাপী নাও হতে পারে তবে যেহেতু সেগুলি সৎ কাজ নয়, তাই বিচারের দিনে তারা অনুশোচনার দিকে নিয়ে যাবে, বিশেষ করে যখন কেউ বুঝতে পারে যে তারা যে নিরর্থক কাজগুলি করেছে তা যদি তারা ব্যবহার করত তবে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার ভাল দিকে রাখা যেত। আশীর্বাদ সঠিকভাবে। কিছু ক্ষেত্রে, দাঁড়িপাল্লার দুই পক্ষের মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিত্রাণ এবং অভিশাপের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে।

পরকাল - 21

এই পয়েন্টটি অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 22 এর সাথে সংযুক্ত:

"এবং শয়তান যখন বিষয়টি শেষ হবে তখন বলবে, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাকে সত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ছাড়া তোমার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না এবং তুমি তাতে সাড়া দিয়েছিলে। তাই আমাকে দোষারোপ করো না বরং নিজেকে দোষারোপ করো।

এটা হল যখন বিচারের দিনে লোকেরা তাদের পাপের জন্য শয়তানকে দোষারোপ করার চেষ্টা করবে যাতে তাদের শাস্তির বোঝা তার কাছে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে এটি একটি নিরর্থক এবং মূর্খ অজুহাত, যেহেতু শয়তান শুধুমাত্র মানুষকে পাপ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, সে শারীরিকভাবে কাউকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য বাধ্য করতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি সঠিকভাবে বা ভুলভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে মহান আল্লাহকে মান্য বা অমান্য করার একটি পছন্দ করে এবং তাই তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বুঝতে না. তারা প্রায়শই পাপ করে এবং হয় অন্যকে দোষারোপ করে ঘোষণা করে যে তারা এইভাবে কাজ করতে নিশ্চিত ছিল বা তারা ঘোষণা করে যে অন্যরা প্রকাশ্যে পাপ করছে এটি তাদের একইভাবে কাজ করার লাইসেন্স দেয়। একইভাবে একটি পার্থিব আদালতে একজন বিচারক কখনই এই অজুহাত গ্রহণ করবেন না এবং বিচার দিবসে মহান আল্লাহও গ্রহণ করবেন না। মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা সংস্কৃতি বা ফ্যাশনকে তাদের আচরণের মানদণ্ডে পরিণত করবে না, কারণ এটি তাদের বিপথগামী করবে এবং বিচার দিবসে

তাদের কোন বৈধ অজুহাত থাকবে না। পরিবর্তে, তাদের ইসলামের শিক্ষাগুলি মেনে চলা উচিত যা সহজভাবে বর্ণনা করে যে একজন ব্যক্তির কীভাবে সমস্ত পরিস্থিতিতে আচরণ করা উচিত। সময় এসেছে মুসলমানরা শিশুসুলভ অজুহাত ত্যাগ করে এবং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। , তারা এমন দিনে পৌঁছানোর আগেই যেদিন তাদের অজুহাত মহান আল্লাহ কবুল করবেন না। মহান আল্লাহ যদি শয়তানকে তাদের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে দোষারোপকারীদের অজুহাত প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে মহান আল্লাহ তার অবাধ্যতার অন্য কোন অজুহাত কিভাবে গ্রহণ করবেন?

পরকাল - 22

অনেক হাদিস আছে যা আকাশের পুল নিয়ে আলোচনা করে, যেমন সহীহ বুখারি, নম্বর 6579 এ পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে এটির পুরো দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে এক মাস সময় লাগে, এর গন্ধ পারফিউমের চেয়ে সুন্দর, এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং যে একবার তা থেকে পান করবে, সে আর কখনো পিপাসা পাবে না। শেষ বিন্দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিচার দিবসে লোকেরা একটি চরম এবং অকল্পনীয় তৃষ্ণা অনুভব করবে। যেমন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে যার কারণে মানুষ অতিরিক্ত ঘামবে। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান এই পুকুর থেকে পান করতে চায়, তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে। কিন্তু এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমানের উচিত কেবল এটি অর্জনের আশা না করে নিজেকে এটি থেকে পান করার যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়।

উপরন্তু, মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলতে হবে, বিশেষ করে সেই সমস্ত কাজ যা কাউকে স্বর্গীয় পুকুরে পৌঁছাতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 5996 নম্বর, সতর্ক করে যে কিছু মুসলিম যারা ইসলামে খারাপ জিনিস উদ্ভাবন করেছে তাদের আটক করা হবে এবং স্বর্গীয় পুকুরে পৌঁছাতে বাধা দেওয়া হবে। সুনান আন নাসাইতে পাওয়া আরেকটি হাদিস, 4212 নম্বর, সতর্ক করে যে যারা অন্যায়কারী শাসকদের মিথ্যা ও ভুল কাজকে সমর্থন করে এবং বিশ্বাস করে তারা স্বর্গীয়

পুকুরে পৌঁছাবে না। সুতরাং, যারা স্বর্গীয় জলাশয় পর্যন্ত পৌঁছতে এবং পান করতে ইচ্ছুক মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এড়াতে এবং তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ।

পরকাল - 23

কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর যে সেতু স্থাপন করা হবে তা পার হওয়ার জন্য মানুষকে আদেশ করা হবে। এটি ইসলামিক শিক্ষায় ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, 6573 নম্বর হাদিস পাওয়া গেছে। এটি সতর্ক করে যে সেতুর উপর অত্যন্ত বড় হুক থাকবে যা তাদের কাজ অনুসারে মানুষকে প্রভাবিত করবে। কেউ কেউ তাদের দ্বারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, কেউ কেউ সেতু পার হওয়ার আগে প্রচণ্ড অত্যাচারের শিকার হবে, অন্যরা তাদের থেকে সামান্য আঘাতের সম্মুখীন হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের দ্বারা ধার্মিকদের কোন ক্ষতি হবে না। সহিহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস, 455 নম্বর, সতর্ক করে যে সেতুটি চুলের স্ট্র্যান্ডের চেয়ে সরু এবং তরবারির চেয়েও ধারালো।

এখান থেকে শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কর্ম অনুযায়ী সেতু অতিক্রম করবে। তাই মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে তারা নিরাপদে সেতু পার হতে চাইলে কোনো কর্তব্য অবহেলা না করা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী তাদেরকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। একজনের এটিকে অবহেলা করা উচিত নয় এবং কেবল আশা করা উচিত যে তারা যাদুকরীভাবে সেতুটি অপ্রতিরোধ্যভাবে অতিক্রম করবে।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি যে স্বাচ্ছন্দ্যে এই সেতুটি অতিক্রম করবে তা একটি দর্পণ হবে যে তারা এই পৃথিবীতে ইসলামের সরল পথে কতটা অবিচল ছিল। এই সরল পথ পবিত্র কুরআনের পথ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

যে কেউ এই পথ পরিত্যাগ করবে সে সফলভাবে এই সেতু পার হতে পারবে না। সহজ কথায়, এই পৃথিবীতে যত বেশি মানুষ সরল পথে অটল থাকবে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিখে ও আমল করার মাধ্যমে, সে তত সহজে জাহান্নামের সেতু অতিক্রম করবে। বিচার দিবস। এই পৃথিবীতে সরল পথ সুস্পষ্ট করা হয়েছে, তাই মানুষের কোন অজুহাত নেই।

পরকাল - 24

মনে রাখার বিষয় হল যে বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যারা জাহান্নামে শেষ হবে তারা তাদের পাপের আকারে এই দুনিয়া থেকে তাদের সাথে জাহান্নামে আগুনের মুখোমুখি হবে। যখন একজন মুসলমান এই বাস্তবতাকে তাদের মনের মধ্যে খোদাই করে, তখন তারা প্রতিটি পাপ, বড় বা ছোট, অসহনীয় আগুনের টুকরো হিসাবে পর্যবেক্ষণ করবে। একজন ব্যক্তি যেভাবে দুনিয়াতে আগুনকে এড়িয়ে চলে, সেভাবে তাদের পাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত কারণ এটি একটি গোপন আগুন যা তাদের পরকালে দেখানো হবে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের গাফিলতিতে জীবনযাপন করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তারা এই মৌখিক সমর্থন ছাড়াই কেবল আল্লাহ, মহান, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসা দাবি করতে পারে। কর্ম সহ ঘোষণা। যদি এটি সত্য হত, তবে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর আনুগত্যে এত কঠোর পরিশ্রম করতেন না এবং তারা নিঃসন্দেহে ইসলাম ও বিচার দিবসকে তাদের পরবর্তী লোকদের চেয়ে ভাল বুঝতেন। সহজ কথায়, কর্ম ছাড়া প্রেমের ঘোষণা কাউকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে বিচার দিবসে কিছু মুসলিম জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যে মুসলমান মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা ত্যাগ করে, তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তাদের বোঝা উচিত যে তাদের মনোভাব তাদের মৃত্যুর আগে তাদের বিশ্বাস হারাতে পারে যাতে তারা বিচার দিবসে অমুসলিম হিসাবে প্রবেশ করে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

বর্ম ও ঢাল ব্যতীত যেভাবে যুদ্ধে প্রবেশ করা যায় না, তেমনি একজন মুসলমানও মহান আল্লাহর আনুগত্যের বর্ম ও ঢাল ছাড়া হাশরের দিনে প্রবেশ করবে না। অন্যথায়, যে সৈনিকের কোন সুরক্ষা নেই সে একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তেমনি একজন মুসলমান যিনি বিচার দিবসে পৌঁছে যাবেন আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষা ছাড়াই। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তারা যে বস্তুজগতের ভোগ-বিলাস ও ভোগ-বিলাস উপভোগ করেছে তা জাহান্নামে শেষ হলে তাদের ভালো লাগবে না। আসলে, এটা তাদের খারাপ বোধ করবে।

এটা মনে রাখা জরুরী, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ জ্ঞান, অনুপ্রেরণা, শক্তি এবং আমল করার সুযোগের মাধ্যমে একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে সম্ভব। এই বোধগম্যতা একজনকে অহংকার গ্রহণ করতে বাধা দেয় যা এড়ানো অত্যাবশ্যক, কারণ একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি পরমাণুর মূল্যের গর্ব প্রয়োজন। সহীহ মুসলিমের ২৬৭ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহর এই রহমত, সৎকর্মের আকারে, বাস্তবে একটি আলো যা তারা পরকালে একটি পথনির্দেশক আলো পেতে চাইলে এই দুনিয়ায় সংগ্রহ করতে হবে। যদি কোনো মুসলমান গাফিলতিতে জীবনযাপন করে এবং পবিত্র কোরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নেয়ামত ব্যবহার করে পৃথিবীতে এই নূর সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকে। তার উপর, তাহলে তারা পরকালে এই পথনির্দেশক আলো পাওয়ার আশা কিভাবে করতে পারে?

সকল মুসলমানই আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাদের সাথে জান্নাতে বাস করতে চায়, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে। কিন্তু এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেবলমাত্র কর্ম ছাড়াই এই কামনা করলে তা বাস্তবে পরিণত হবে না, অন্যথায় সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতেন। সহজ কথায়, নবী মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার জন্য যত বেশি চেষ্টা করা হবে, আখেরাতে তারা ততই তাঁর নিকটবর্তী হবে। যদি কেউ তার এই জগতের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নেয়, তবে তারা তার সাথে পরের পৃথিবীতে কীভাবে শেষ হতে পারে?

উপরন্তু, ইসলামিক শিক্ষাগুলি স্পষ্ট করে যে, যারা তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করেছিল তাদের জান্নাত দেওয়া হবে। তাই কাউকে অন্যথায় বিশ্বাস করার জন্য কখনই বোকা বানানো উচিত নয়। যে ব্যক্তি তাদের বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে কার্যত সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় তার বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত, কারণ বিশ্বাস একটি গাছের মতো যাকে কর্মের মাধ্যমে পুষ্ট করা উচিত, অন্যথায় এটি মারা যেতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 32:

"যাদেরকে ফেরেশতারা মৃত্যুবরণ করে, [তারা] উত্তম ও পবিত্র; [ফেরেশতারা] বলবে, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।"

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল শারীরিকভাবে মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করা, যা সহীহ বুখারি, 7436 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো মুসলমান যদি এই অকল্পনীয় নিয়ামত পেতে চায় তবে তাদের অবশ্যই একটি হাদিসে উল্লেখিত শ্রেষ্ঠত্বের স্তর অর্জনের জন্য কার্যত চেষ্টা করতে হবে। সহীহ মুসলিম, 99 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি তখন হয় যখন কেউ কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা পারে। তাদের উপেক্ষা করে মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করুন। এই মনোভাব মহান আল্লাহর প্রতি একজনের অবিচল ও আন্তরিক আনুগত্য

নিশ্চিত করে। আশা করা যায় যে, যে ঈমানের এই স্তরের জন্য চেষ্টা করবে সে পরকালে মহান আল্লাহকে শারীরিকভাবে পালন করার বরকত পাবে।

পরকাল - 26

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সমাজে মিথ্যা দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল তাদের কর্মের জন্য দায়বদ্ধ হওয়া থেকে নিজেকে অব্যাহতি দেওয়ার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়। মক্কার অমুসলিমরা, পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে, দাবি করেছিল যে তারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মূর্তি পূজা করত, কারণ তাদের মূর্তি বিভিন্ন পবিত্র সত্তা যেমন ফেরেশতাদের প্রতিনিধিত্ব করে। , যা মহান আল্লাহর নিকট ও প্রিয় ছিল। তাদের উপাসনা করে, তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করেছিল যে মূর্তিগুলি বিচারের দিনে তাদের পক্ষে মহান আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে, যার ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করা থেকে তাদের উদ্ধার করা হবে। তাদের দৃষ্টিতে, তারা যা খুশি তা করার জন্য এটি একটি বিনামূল্যের টিকিট ছিল কারণ এই মধ্যস্থতার কারণে তাদের কর্মের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 18:

" এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত করে যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের উপকারও করতে পারে না এবং তারা বলে, "এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।"

এবং অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 3:

"... এবং যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অভিভাবক গ্রহণ করে [বলে], "আমরা কেবল তাদের ইবাদত করি যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।" নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে পথ দেখান না যে মিথ্যাবাদী..."

দুর্ভাগ্যবশত, একই ধরনের মনোভাব কিছু মুসলমানদের মনের মধ্যেও তৈরি হয়েছে যারা একই ধরনের বিশ্বাস গ্রহণ করে যার মাধ্যমে তারা এমন কাউকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে যাকে পবিত্র এবং মহান আল্লাহর নিকটবর্তী বলে মনে করা হয় এবং তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য, উপহার, উপঢৌকন এবং উপহারের মাধ্যমে তাকে খুশি করার চেষ্টা করে। কিছু ক্ষেত্রে, তাদের সম্মান এবং শ্রদ্ধার অস্বাস্থ্যকর স্তর দেখানো। তাদের উদ্দেশ্য হল এই পবিত্র ব্যক্তিবর্গকে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য সুপারিশ করা। যদিও অন্যের জন্য প্রার্থনা করা বৈধ এবং বিচার দিবসে বিশ্বাসীদের পক্ষে সুপারিশ একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য, তবুও এর অর্থ এই নয় যে কেউ তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করা থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। অন্যথায় চিন্তা করা শুধুমাত্র এই বাস্তবতাগুলিকে উপহাস করা।

এই ভুল বিশ্বাস অনেক মুসলমানকে ইচ্ছাপূরণের চিন্তাভাবনা গ্রহণ করতে চালিত করেছে যার ফলে তারা বিশ্বাস করে যে তারা প্রকাশ্যে এবং অবিরামভাবে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে পারে, তবুও এই পবিত্র ব্যক্তিদের মধ্যস্থতার মাধ্যমে যেকোন ধরনের জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা পাবে। যদি এটি সত্য হয়, তবে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সন্তুষ্ট, সর্বাপেক্ষা পবিত্র মানুষ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া ও সাহায্য পেতেন, তবুও তারা ক্রমাগত তাদের জবাবদিহিতাকে ভয় করতেন এবং তাই আন্তরিকতার সাথে অবিচল থাকতেন। মহান আল্লাহর আনুগত্য, যার মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে, যেমনটি পবিত্র

কুরআন এবং এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

নিজের অনিবার্য জবাবদিহিতার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা না করে বরং মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। , তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক । অন্যথায় তারা একটি মহান দিনে কঠোর এবং কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে পারে।

পরকাল - 27

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। বিচার দিবসকে অস্বীকারকারীদের দ্বারা প্রদত্ত আপত্তিগুলির মধ্যে একটি হল যে, মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করা তাদের কঠিন মনে হয়, তিনি মানুষের ধূলিকণা এবং হাড়গুলি একত্রিত করবেন, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং মাটি এবং অন্যান্য জিনিসের সাথে মিশে গেছে। , যেমন জল, যেমন যারা তাদের মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্টাংশ একটি মহাসাগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ এই সত্যটি ইঙ্গিত করে যে তিনি প্রতিটি কণার অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন যা একজন মানুষকে তৈরি করে এবং এই কণাগুলিকে আবার একত্রিত করার ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণও তাঁর রয়েছে। এটি বোঝার জন্য একজনকে তাদের খাওয়া বিভিন্ন খাবার এবং তাদের কেনা আইটেমগুলির প্রতি প্রতিফলিত করা উচিত। এই খাবার এবং আইটেমগুলি বিভিন্ন অংশ থেকে তৈরি করা হয় যা বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে জন্মানো এবং চাষ করা হয়। আইটেম তৈরি করতে বা খাবার তৈরি করার জন্য তাদের একটি একক স্থানে একত্রিত করা হয়, যা পরে একটি দোকানে বা সরাসরি গ্রাহকের কাছে বিতরণ করা হয়। মানুষের যদি কোনো জিনিস তৈরি করার জন্য বা খাবারের থালা তৈরি করার জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন উপাদান এবং অংশ সংগ্রহ করার ক্ষমতা থাকে তবে কেন আশ্চর্যের বিষয় যে মহান, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ কণাগুলিকে একত্রিত করবেন? তাদের আবার জীবন দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির, ঠিক যেমন তিনি তাদের প্রথমবার জীবন দিয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়ার সাথে কোন ভুল হবে না কারণ মহান আল্লাহ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যেমন তাদের ডিএনএ এবং আঙ্গুলের ছাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। অধ্যায় 75 আল কিয়ামাহ, আয়াত 3-4:

"মানুষ কি মনে করে যে আমরা তার হাড়গুলোকে একত্র করব না? হ্যাঁ। [আমরা] তার আঙ্গুলের ডগা সমান করতে সক্ষম [এমনকি] সক্ষম।"

পরকাল - 28

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। একটি সাধারণ মনোভাব যা প্রায়শই অমুসলিমদের মধ্যে দেখা যায় মুসলমানদের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না তারা প্রায়শই দাবি করে যে এটি বাস্তব হলেও, তারা সেদিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই মনোভাব অনেক মুসলমানকেও প্রভাবিত করেছে যারা কার্যত বিচারের দিনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যার মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং এর ঐতিহ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং কেবল দাবি করেন যে তারা বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে। এই মনোভাব বিচার দিবসে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করার সমস্যাটি হল যে কেউ মহান আল্লাহ সম্পর্কে একটি অবিশ্বাস্যভাবে অসম্মানজনক এবং অভদ্র বিশ্বাস গ্রহণ করে। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, মহান আল্লাহ তাকে উপেক্ষা করে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে সৎকর্মকর্তার সাথে সমানভাবে আচরণ করবেন, যিনি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করেছেন। যদি কোন জাগতিক বিচারক এইভাবে আচরণ করেন তবে তারা অত্যন্ত সমালোচিত হবেন এবং এমনকি তাদের পদ থেকে বরখাস্তও হবেন, কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। যেহেতু মহান আল্লাহই সব ন্যায়বিচারক, একজন মুসলমান কীভাবে বিশ্বাস করতে পারে এবং তাঁর প্রতি এমন নেতিবাচক মনোভাব আরোপ করতে পারে? মহান আল্লাহ, সৃষ্টির প্রতি তাঁর অসীম করুণা প্রসারিত করা একটি জিনিস কিন্তু যারা অবাধ্যতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং অন্যদের ক্ষতি করে তাদের কর্মের পরিণতি থেকে বাঁচতে দেওয়া কেবল অন্যায়, যা মহান আল্লাহ তা করবেন না।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ যদি সকলকে ক্ষমা করে দিতেন, তারা যে কাজই করুক না কেন, তবে এটি এই পৃথিবীতে জীবনকে অর্থহীন করে তোলে, কারণ এই পৃথিবীর উদ্দেশ্য হল যারা ভাল কাজ করেছে এবং যারা করেনি তাদের মধ্যে পার্থক্য করা। . অর্থহীন জিনিস তৈরি করা মহান আল্লাহর অসীম মর্যাদা, মহিমা এবং প্রজ্ঞাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। যে ব্যক্তি তাঁকে বিশ্বাস করে, সে কীভাবে তাঁর প্রতি এমন মূর্খতাকে দায়ী করতে পারে?

উপসংহারে, একজন মুসলমানকে কখনই এই মিথ্যা বিশ্বাসের দ্বারা প্রতারিত করা উচিত নয় যে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে। কর্মের স্থান এই পৃথিবী, যেখানে বিচার দিবস কেবল পরিণতির স্থান। অতএব, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে এই পরিণতির জন্য প্রস্তুত হতে হবে। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 57:

"সুতরাং সেদিন তাদের অজুহাত অন্যায়কারীদের উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

এবং অধ্যায় 45 আল জাথিয়া, আয়াত 21:

"অথবা যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে তাদের সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

পরকাল - 29

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এমন অনেক কারণ রয়েছে যা একজন মুসলমানকে বিচারের দিনের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক, তবে আরও সূক্ষ্ম কারণগুলির মধ্যে একটি মাত্র আলোচনা করা হবে।

এই বিশ্বের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তি যিনি একটি নির্দিষ্ট কাজ বা কার্যকলাপে ব্যর্থ হন তাকে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় সুযোগটি প্রত্যক্ষ, যেমন একটি ব্যর্থ ড্রাইভিং পরীক্ষা পুনরায় দেওয়া, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সুযোগটি পরোক্ষ, যেমন একজন বিবাহবিচ্ছেদকারী অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। দ্বিতীয় সুযোগের ধারণাটি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ, প্রত্যেকেই মৃত্যুর বোনকে অনুভব করে: ঘুম, এবং এই সমস্ত লোকদের মধ্যে বেশিরভাগকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার আরেকটি সুযোগ দেওয়া হয়, যখন তারা জেগে উঠলে তাদের জীবন পুনরুদ্ধার করা হয়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ তাদের মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ করেন, এবং যারা মারা যায় না [তিনি তাদের ঘুমের সময় গ্রহণ করেন। তারপর তিনি যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের রক্ষা করেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে। এমন লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।"

দ্বিতীয় সুযোগের এই ধারণাটি প্রায়শই একজন মুসলমানের মনে এমনভাবে খোদাই হয়ে যায় যে অবচেতনভাবে তারা এমন আচরণ করতে শুরু করে যেন তারা পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হলে বিচারের দিনে তাদের দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হবে। এটি শয়তানের একটি সূক্ষ্ম বিভ্রান্তি এবং কৌশল যা এড়াতে একজন মুসলিমকে সতর্ক থাকতে হবে। এটি এতই সূক্ষ্ম যে কেউ এটি উপলব্ধি না করেই ব্যবহারিকভাবে এই পদ্ধতিতে আচরণ করতে পারে, কেবল এই কারণে যে তারা এই ধারণার মধ্যে রয়েছে যে এই পৃথিবীতে তারা যেমন সর্বদা দ্বিতীয় সুযোগ পেয়েছিল, বিচারের দিনেও তাদের কোনও না কোনওভাবে তা দেওয়া হবে।

এই সূক্ষ্ম বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার সর্বোত্তম উপায় হল নিজের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়, যাতে একজন ব্যক্তি সর্বদা কেয়ামতের জন্য কার্যত প্রস্তুতির উপর অটল থাকে, যার সাথে জড়িত। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামতগুলোকে ব্যবহার করা। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 33:

"...প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তাই পার্থিব জীবন যেন আপনাকে প্রতারিত না করে এবং প্রতারক [অর্থাৎ শয়তান] দ্বারা আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না হয়।"

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

500+ English Books & Audiobooks / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

YouTube: https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: https://shaykhpod.com/

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক: https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe